রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

ষষ্ঠ খণ্ড

১৩১৫-১৩২০

1908-1914

প্রশান্তকুমার পাল

আনন্দ

রবীন্দ্রজীবনী-কার
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর
জন্মশতবার্ষিকীতে উত্তরসাধকের শ্রদ্ধার্ঘ্য

মুখবন্ধ

রবিজীবনীর ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হল। ১৩১৫ থেকে ১৩২০ বঙ্গাব্দ [1908-1914]—রবীন্দ্রজীবনের আটচল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন—এই ছয়টি বৎসর বর্তমান খণ্ডের উপজীব্য। বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া দিয়ে এই খণ্ডের সূত্রপাত, শেষ হয়েছে তাঁর ইংলণ্ড-আমেরিকা ভ্রমণের পর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি ও তার অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনাবলির বর্ণনায়।

এর মধ্যে শেষ দুটি অধ্যায়ের জন্য তথ্যসংগ্রহ ও তার বিন্যাসে আমাকে সবাধিক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করেও প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব মেটেনি। আর সেই সূত্রেই বহু সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তা লাভে ধন্য হয়েছি। বিশ্বভারতীর ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড শ্যামলকুমার সরকার আমেরিকার হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুটন লাইব্রেরিতে রক্ষিত রোটেনস্টাইন-সংগ্রহের দুটি মাইক্রোফিল্ম আমাকে যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন। একই সংগ্রহের ড উমা দাশগুপ্তা-সংগৃহীত কিছু জেরক্স প্রতিলিপিও ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত অক্সফোর্ডের বোডেলিয়ান লাইব্রেরিতে রক্ষিত এডোয়ার্ড জে. টমসনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্বভারতী সংগীতভবনের প্রাক্তন ছাত্র সুইডেনের Hans Hadders নোবেল প্রাইজ-সংক্রান্ত অনেক দুর্লভ তথ্য দেশ থেকে সংগ্রহ করে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার নিরন্তর প্রশ্নাবলির উত্তর ও প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রতিলিপি লণ্ডন থেকে সরবরাহ করতে কখনও বিরক্তি বোধ করেননি কৃষ্ণা দত্ত ও Andrew Robinson। ফ্রান্স থেকে সরযূ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মূল্যবান তথ্য প্রেরণ করেছেন। বিশ্বভারতীর জার্মান ভাষার অধ্যাপক রমিত রায় উক্ত ভাষায় মুদ্রিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিবরণ অনুবাদ করে দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনবাসী জার্মান রবীন্দ্র-গবেষক Martin Kämpchen বহু সমস্যার সমাধান করেছেন—তাঁর বই Rabindranath Tagore and Germany: A Documentation থেকে তথ্য আহরণের অনুমতিদান তাঁর সৌজন্যেরই পরিচায়ক। লণ্ডনের Tagore Circle এর অন্যতম কর্মকর্তা কল্যাণ কুণ্ডু মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি দুর্লভ নথি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এইসব সাহায্য ছাড়া, উক্ত পর্বের রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাসটিকে পূর্ণাঙ্গতা দান করা অসম্ভব ছিল। এঁদের সকলের উদ্দেশেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ভবিষ্যতে হয়তো আরও উপকরণ সংগৃহীত হবে, যার সাহায্যে এই বিবরণ সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে। বস্তুত এই কারণেই ইতিহাসের বারবার পুনর্লিখনের প্রয়োজন হয়। আমার ধারণা, বর্তমানে সারা বিশ্বেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নূতন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এখন বিশ্বের সর্বত্রই বাঙালি ও বাংলা-জানা বিদেশীর অভাব নেই। তাঁরা যদি একটু সচেতন হয়ে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলি বা তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত রবীন্দ্র-বিষয়ক কোনো সংবাদ সংগ্রহ করে আমাকে বা শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন, তাহলে রবীন্দ্রজীবনের অন্তত তথ্যগত পূর্ণাঙ্গ রূপটি ফুটিয়ে তোলা হয়তো কোনোদিন সম্ভব হবে। রবীন্দ্রজীবনের যে আঠাশ বছরের ইতিহাস রবিজীবনী-তে এখনও অনালোচিত, তার জন্য এই ধরনের উপকরণের আবশ্যকতা আরও বেশি।

অবশ্য আমার জানা নেই, আমার পক্ষে এই কাজ নিষ্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা। May 1989-এ ষষ্ঠ খণ্ড লেখার সূত্রপাত হয়েছিল, পাঠকদের নিরন্তর তাগিদ সত্ত্বেও সেটি তাঁদের হাতে তুলে দিতে সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় লাগল। জীবিকা অর্জনের তাগিদে যে কাজ আমাকে করতে হয়, তা আমার সময় ও একাগ্রতার অনেকটাই হরণ করে। অথচ পরিকল্পিত পরবর্তী খণ্ডগুলিতে রবীন্দ্রজীবনের ব্যাপকতা ও জটিলতা অনেক বেশি। উল্লিখিত হারে অগ্রসর হলে সীমিত আয়ু ও কর্মক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো খুব বেশি এগোনো সম্ভব নয়। এই কারণে পাঠকদের কাছে অগ্রিম ক্ষমা ভিক্ষা করে রাখতে চাই।

বর্তমান খণ্ডটি রচনার কাজে রবীন্দ্রভবনের প্রতিটি কর্মী আমাকে যথাযথ সাহায্য করেছেন, তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের নাম পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে একাধিকবার উল্লেখ করেছি, সুতরাং পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও অকাল-প্রয়াত অবেক্ষক ড সনৎকুমার বাগচীর সাহায্যের কথা বেদনা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত বেতন না-পাওয়া কর্মীদের সাহায্যের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। পাঠভবনের অধ্যাপক বন্ধুবর অনাথনাথ দাস অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি দেখতে দিয়েছেন। বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য ড সব্যসাচী ভট্টাচার্য রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বিবিধ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উপাদান এই গ্রন্থে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। 'নির্দেশিকা' প্রস্তুতে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং আমার পুত্র-কন্যা সুমন্ত্র ও শ্রাবণী। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অগ্রজপ্রতিম শঙ্খ ঘোষ মহাশয় অসুস্থ শরীরেও পাণ্ডুলিপির প্রতিটি অধ্যায় মন দিয়ে পড়ে নানাবিধ সংশোধন-সংযোজনের পরামর্শ দান করেছেন ও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন। 'সবারে আমি প্রণাম করে যাই'।

রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী-রচনার পথিকৃৎ। তাঁরই উত্তরসাধক হিসেবে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর পূণ্যস্মৃতিতে বর্তমান খণ্ডটি তাঁর নামে উৎসর্গ করছি।

১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯

প্রশান্তকুমার পাল

৩৬/১ পদ্মপুকুর রোড
ফিঙাপাড়া। ২৪ পরগণা (উত্তর) ৭৪৩১২৬

পাঠ-নির্দেশ

এই গ্রন্থ-রচনায় রবীন্দ্রন-লিখিত পুস্তকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিশ্বভাবতী গ্রন্থনবিভাগ-কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী-র বিভিন্ন খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণে পৃষ্ঠাঙ্কের সামান্য ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকের পক্ষে উদ্ধৃতি বা উল্লেখের মূল খুঁজে পেতে খুব বেশি অসুবিধা হবে না ভেবে সংস্করণ বা মুদ্রণ-তারিখ নির্দেশিত হয়নি। অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে উল্লেখপঞ্জীতে প্রথম উল্লেখের স্থানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ-সন দেওয়া হয়েছে। দণ্ড চিহ্নের পরের সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক।

গ্রন্থের মূল পাঠে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত তারিখগুলি সাধারণত পুরোনো পঞ্জিকা বা Ephimeris অবলম্বনে নির্ধারিত। চিঠির ক্ষেত্রে তারকা-চিহ্নিত [*] তারিখগুলি খাম বা পোস্টকার্ডের উপরে প্রদত্ত ডাকঘরের মোহর থেকে সংগৃহীত। উদ্ধৃতির মধ্যে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যস্থ শব্দ বা শব্দগুলি আমরা যোগ করেছি। মূলের বানান সাধারণত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। লেখা বা ছাপা ভুল বানানের প্রতি '[য]' অক্ষর-যোগে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, ইংরেজির ক্ষেত্রে যথারীতি '[sic]' শব্দটি ব্যবহৃত। [?]-চিহ্ন সংশয়-সূচক। উদ্ধৃতি ছাড়া অন্যত্র খ্রিস্টাব্দ সর্বদাই ইন্দো-আরবীয় হরফে [1, 2, 3... ইত্যাদি] লিখিত, 'শক'-শব্দটির ব্যবহার না থাকলে বাংলা হরফে লেখা অব্দগুলিকে বঙ্গাব্দ বুঝতে হবে। বানানের ক্ষেত্রে অধুনাপ্রচলিত বানান-বিধি অনুসরণ করা হয়েছে, তাই কোনো-কোনো শব্দে পূর্ববর্তী খণ্ডে ব্যবহৃত বানানের পার্থক্য লক্ষিত হবে।

শব্দ-সংক্ষেপণ

'পথ ও পাথেয়' দ্র রাজাপ্রজা ১০। ৪৪৫-৬৭: রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'রাজাপ্রজা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধ, ৪৪৫ পৃষ্ঠা থেকে ৪৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চিঠিপত্র ৭ [১৩৬৭]। ১৩৭, পত্র ২: ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত চিঠিপত্র ৭ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ২-সংখ্যক| পত্র, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

দ্র সুনীল দাস, 'রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন': দেশ, ১৫ কার্তিক ১৩৯৩। ৫১-৫২: 'দেশ' পত্রিকার ১৫ কার্তিক ১৩৯৩-সংখ্যার ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সুনীল দাস-রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দেশ, সাহিত্য ১৩৯৪। ১৪:'দেশ' পত্রিকার ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সাহিত্য-সংখ্যার পৃ ১৪।

বি.ভা.প.: বিশ্বভারতী পত্রিকা।

V.B.Q.: Visva-Bharati Quarterly.

V.B.N.: Visva-Bharati News.

অগ্র: অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ব: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

গীত: গীতবিতান।

স্বর: স্বরবিতান।

গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩: রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালা তৃতীয় খণ্ড, প্রফুল্লকুমার দাস-রচিত।

Imperfect Encounter/ 106, No. 41: *Imperfect Encounter,* p. 106, Letter No. 41.

স্বর্ণকুমারী দেবী: সা-সা-চ ২। ২৮। ১৮: সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২য় খণ্ড ২৮ সংখ্যক 'স্বর্ণকুমারী দেবী' গ্রন্থের পৃ ১৮।

র-মূল: রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র বা উপকরণ।

র-প্রতিলিপি: রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি।

বিষয়সূচী

রবিজীবনী

ষষ্ঠ খণ্ড

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত পেন্সিল স্কেচ। ১৮৮১

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

১৩১৫ [1908-09] ১৮৩০ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের অষ্টচত্বারিংশ বৎসর

শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে অগ্র ১৩১৪-র শেষে রবীন্দ্রনাথ মাধুরীলতা ও মীরা দেবীকে নিয়ে শিলাইদহে গিয়ে প্রায় চারমাস সেখানে বাস করেন। হয়তো শোকের আঘাতের উপর পদ্মার শুশ্রূষার আকাঙক্ষায় তিনি শিলাইদহে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত মুক্তির উপায় ছিল কর্মে—ভূপেশচন্দ্র রায়কে অবলম্বন করে বিরাহিমপুর পরগণার জমিদারিতে গঠনমূলক কার্যকলাপে তাই কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। ঘটনাচক্রে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে তাঁকে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে হল —সেই আসন থেকে তিনি কর্মযোগকেই রাজনৈতিক বিভেদের চিকিৎসায় ঔষধ-রূপে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন। এই সম্মিলনেই পূর্ববঙ্গের বিপ্লবকর্মী কালীমোহন ঘোষকে তিনি গঠনমূলক কর্মে সহকারী হিসেবে লাভ করেন, তাঁরই মুখে শাস্ত্রজ্ঞ অথচ উদার পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের কথা শুনে তাঁকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে যোগদানের জন্য আহ্বান করে তাঁর সম্মতিলাভে সফল হন। তাই দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর ২৯ চৈত্র ১৩১৪ [শনি 11 Apr 1908] তিনি যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন তখন তাঁর মন আশায় ও কর্মের উদ্দীপনায় পূর্ণ। অবশ্য জলকষ্টের জন্য বিদ্যালয়ে শীঘ্রই গ্রীষ্মের ছুটি দিয়ে দিতে হবে বলে তিনি কিছুটা বিষণ্ণও ছিলেন।

বর্তমান বৎসরে নববর্ষের প্রথম দিনটিতে [মঙ্গল 14 Apr 1908] রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রাতে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে নববর্ষের উপাসনা করেছিলেন, কিন্তু তার কোনো লিখিত প্রতিবেদন কোথাও প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: "সেদিন 'তিমির দুয়ার খোলো' গানটি রচনা করেন," পাদটীকায় তিনি লেখেন: 'প্রবাসী ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় গান[টি] মুদ্রিত হয়'[১]—কিন্তু বস্তুত প্রবাসী-তে গানটি মুদ্রিত হয় দিনেন্দ্রন থ ঠাকুর-কৃত স্বরলিপি-সহ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ [পৃ ৮৪-৮৫]-সংখ্যায়, তার পূর্বে সিটি বুক সোসাইটি থেকে যোগীন্দ্রনাথ সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত 'গান' [20 Sep 1908: ৪ আশ্বিন] গ্রন্থেও এটি সংকলিত হয়নি। গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহভুক্ত Ms. 358-চিহ্নিত পাণ্ডুলিপির 6-7 পৃষ্ঠায়। সেখানে গানটির নিম্নে রচনাকাল স্পষ্টতই উল্লেখিত হয়েছে: 'ফাল্গুন ১৩১৫'। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। উক্ত পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

ত্রিপুরারাজ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একসময়ে যে আগ্রহ বোধ করেছিলেন, অমাত্যদের চক্রান্তে ও মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের খামখেয়ালিপনায় সেই আগ্রহ অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল একথা আমরা পূর্বেই

বলেছি [দ্র রবিজীবনী ৫। ৩২৯]। অবশ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য মহারাজের বার্ষিক সাহায্য অব্যাহত ছিল ও ত্রিপুরার অনেক বালকই বিদ্যালয়ের ছাত্র—সুতরাং যোগাযোগের সূত্রটি ছিন্ন হয়নি। তাছাড়া ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবেই স্নেহ করতেন; তাই ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখার সংকল্প সত্ত্বেও ১ বৈশাখ [মঙ্গল 14 Apr] ত্রিপুরায় একজন বিচারকের পদের জন্য অনুকূলচন্দ্র রায়ের নাম সুপারিশ করে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে পত্র লিখতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। ব্রজেন্দ্রকিশোর তখন মহারাজের একান্তসচিব পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন; তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: 'অদ্য নববর্ষের প্রথম দিন। ঈশ্বর তোমার কর্তব্যক্ষেত্রকে প্রশস্ত করিয়াছেন, আমি আশীর্ব্বাদ করি তিনি তোমার শক্তিকে উদ্বোধিত করুন এবং তোমার সমস্ত শুভ ইচ্ছাকে তিনি সকল বাধার উপরে জয়ী করিয়া দিন।'[২]

দীর্ঘকাল পরে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথ সুস্থ থাকেননি, ২ বৈশাখ প্রাক্তন ছাত্র অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লিখেছেন: 'বোলপুরে আসিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে পড়িয়াছি।'[৩] এই জ্বরের জন্য উদ্বেগের কারণ ছিল না, কিন্তু মীরা দেবীর জ্বর গত বৎসরের মধ্যভাগ থেকে তাঁকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল। সম্ভবত সেই জন্যই বিদ্যালয়ের ছুটি হবার আগেই ৮ বৈশাখ [মঙ্গল 21 Apr] তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। ১০ বৈশাখ 'আমহার্স্ট ষ্ট্রীট হইতে দাইএর আসা', 'শ্রীমতী মীরা দেবীর অসুখের জন্য দাইয়ের ফি', 'বেড প্যান', 'চিকেন ব্রথ' প্রভৃতি, ২০ বৈশাখ 'শ্রীমতী মীরা দেবীর চিকিৎসার জন্য মেম দাইকে ফি দেওয়া যায়' এবং 'রাধারাণী মিত্র নার্স দং শ্রীমতী মীরা দেবীর চিকিৎসার জন্য উক্ত নার্সের ১০ই বৈশাখ হইতে ২৪ বৈশাখ পর্য্যন্ত ১৫ দিনের ফি শোধ' ইত্যাদি হিসাব থেকে মীরা দেবীর অসুস্থতার প্রকৃতি ও দীর্ঘস্থায়িত্বের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতেও বহুবার বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে তিনি ১০ বৈশাখ লেখেন: 'মীরার জ্বর হওয়াতে উদ্বিগ্ন করেছে। অমরনাথ [ডাঃ অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরপরিবারের আত্মীয়] দেখছেন', ১১ বৈশাখ: 'মীরার জন্য উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে—কতদিনে সে রোগমুক্ত হবে বলা যায় না। আজ এখন ভাল আছে কিন্তু জ্বর আবার আসবে সন্দেহ নেই'।[৪] মীরা দেবী রোগমুক্ত হলে বায়ুপরিবর্তনের জন্য তাঁকে তিনধরিয়া বা কালকা-য় পাহাড়ে নিয়ে যাবার সংকল্পও তাঁর ছিল—৯ বৈশাখ আমেরিকায় জামাতা নগেন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছিলেন: 'মীরাকে নিয়ে আর দিন দশেক বাদে আমি কালকায় তোমার দাদার ওখানে যাচ্চি'[৫]—কিন্তু শেষপর্যন্ত এই পরিকল্পনা ত্যাগ করে ২৬ বৈশাখ [শনি 9 May] ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'মীরা সারিয়াছে। কাল সায়াহ্নে ক্ষণকালের জন্য অল্প একটু জ্বর আসিয়াছিল—আজ ভাল আছে। তিনদরিয়ায় এই বাদলায় যাওয়া মীরার পক্ষে নিরাপদ নহে—অতএব কোথাও যাইব কিনা এখনো বলা যায় না! আমি হয়ত একলা শিলাইদহের কাজে যাইব।'[৬] কিন্তু সেখানেও তাঁর যাওয়া হয়নি—রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও মাধুরীলতার অসুস্থতা তাঁকে কলকাতায় আবদ্ধ করে রাখে; ১৮ জ্যৈষ্ঠ [রবি 31 May] তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন: 'মীরা সেরেছে—কিন্তু বেলা জ্বরে পড়েছে। বেলার জ্বরের লক্ষণও বড় ভাল নয়। ডাক্তাররা বলচে যে যদি সহজে ভালর দিকে না যায় ত হতে হতে টাইফয়েডে দাঁড়াতে পারে—তাই বিশেষ উদ্বিগ্ন আছি। এরা সেরে উঠলে কোথায় যাব ভাব্‌চি। গিরিডিতে কি বারগণ্ডায় ভাল বাড়ি আছে? অর্থাৎ ভাড়া পাওয়া যাবে? সুধাংশুকে জিজ্ঞাসা কোরো ত যোগীন সরকারের বাড়ি কিম্বা বেশ ভাল positionএর বাড়ি কি মিলবে?

তাহলে কিছুদিন না হয় ঐখানেই কাটিয়ে আসা যায়। মেয়েদের শরীর বিশেষ খারাপ হয়ে গেছে।'[৭] 'শ্রীমতী বেলা দেবীর অসুখের জন্য ডাক্তার সাহেবের ফি ১৯ জ্যৈষ্ঠ-১৬ মিসেস বসুর ফিস ১৯ রোজ—৪' হিসাব মাধুরীলতার অসুখের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইনফ্লুয়েঞ্জার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সময় নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৫ জ্যৈষ্ঠ [28 May] তাঁর ক্যাশবহিতে 'The Twelve Tissue Remedies of Schusslers by W. Bwricke & W. Dewey' পুস্তক ক্রয়ের মূল্য শোধ' করা হয়। হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসায় তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, নিজেও সযত্নে এই শাস্ত্র চর্চা করেছিলেন।

গদ্যগ্রন্থাবলী-র আটটি ভাগ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, নবম ভাগটি প্রকাশিত হল বর্তমান বৎসরের শুরুতেই—বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে প্রকাশের তারিখ 16 Apr [বৃহ ৩ বৈশাখ]। আখ্যাপত্রে আছে:

গদ্যগ্রন্থাবলী, ৯ম ভাগ/প্রহসন।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/মূল্য ।।ল০আনা।

[পরপৃষ্ঠায়]: প্রকাশক শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার,/মজুমদার লাইব্রেরি,/২০

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। /কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, দিনময়ী প্রেসে/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২ [সূচি]+১-৯৯ [গোড়ায় গলদ্]+২+১-৪১ [বৈকুণ্ঠের খাতা]; মুদ্রণসংখ্যা: ১০৫০।

গদ্যগ্রন্থাবলীর এই খণ্ডটিই মজুমদার লাইব্রেরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ বই। গ্রন্থাবলীর অপর খণ্ডগুলি প্রকাশ করে এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের কলকাতা-স্থিত শাখা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। উক্ত প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব।

বৈশাখ ১৩১৫ [৩২।১]-সংখ্যা থেকে ভারতী পুনরায় স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ২৩ ফাল্গুন ১৩০৭ [6 Mar 1901] তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি সনেট এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। সম্ভবত নৈবেদ্য-এর পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে এই বর্জিত রচনাটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল:

৪৮ 'প্রশ্রয়' ['দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে, করুণানিলয়'] দ্র উৎসর্গ-সংযোজন ১০।৮৪[৫]

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৫ [৮।১]:

১-৯ 'গোরা' ২১ দ্র গোরা ৬। ২৩১-৪৫ [20]

৩২-৩৪ 'ভেরা সেজোনোভা'*

'ভেরা সেজোনোভা' রচনাটি 'শ্রীনঃ' [নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] 'মার্কিন পরিব্রাজক মিঃ লিরয় স্কট...বৈপ্লবিক দল ভুক্তা এক বীররমণীর নিজমুখ হইতে তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনটীর যে ইতিহাস জ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম তাঁহার প্রবন্ধ হইতে অনুবাদ করিয়া' রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণ করেন। রাশিয়ার সৈন্যবিভাগের নিম্নপদস্থ ইহুদী চিকিৎসকের কন্যা Vera Sagonovaর বিপ্লবীদলে যোগদান ও বিভিন্ন রোমাঞ্চকর কার্যকলাপের অন্তে জারের সৈন্যদের হাতে তাঁর মৃত্যুর কাহিনী থেকে রবীন্দ্রনাথ 'বাহুল্য অংশ বাদ দিয়া···সংক্ষিপ্ত' করে প্রবাসী-সম্পাদকের কাছে বিস্তৃত মন্তব্য-সহ প্রেরণ করেন। মূল প্রবন্ধের [পৃ

২৪-৩২] শেষে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি [পৃ ৩২-৩৪] মুদ্রিত হয়। সমকালীন চরমপন্থী রাজনীতির পটভূমিকায় রচনাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে প্রায় অপরিচিত লেখাটি নিয়ে আমরা একটু বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই।

'এই গ্রবন্ধের নায়িকার স্বদেশপ্রেমে আত্মোৎসর্গের আশ্চর্য্য বিবরণটি আমাদের নিষ্ঠা উদ্রেকের পক্ষে উপযোগী বলিয়াই এটিকে আপনার নিকটে পাঠাইতেছি' বলেও তিনি এখানে হিংসাত্মক রাজনীতির বিরোধিতা করে লিখেছেন: 'রুসিয়ার যে পদ্ধতিতে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের দেশে তাহারই অধিকাংশ নকল করিবার চেষ্টা যদি কাহারো মাথায় আসে সেটা আমি কল্যাণকর মনে করি না। আমাদের দেশে সম্প্রতি যে সামাজিক পুনর্গঠন আবশ্যক হইয়াছে তাহা উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লবের মধ্যে হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। ★★★ নিজেদের মধ্যে বন্ধনকে পরস্পরের সেবা দ্বারা, সাধারণ হিতবুদ্ধির নিয়ত চর্চ্চা দ্বারা, দৃঢ় করিয়া তুলিবার জন্যই আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে—পরের প্রতি বিরোধ উদ্রেক করিয়া সে শক্তির অপব্যয় করা ক্ষতিকর।' বৈশাখ-সংখ্যা প্রবাসী প্রকাশিত হয় 16 Apr [বৃহ ৩ বৈশাখ], সুতরাং রবীন্দ্রনাথ রচনাটি লিখেছিলেন অন্তত চৈত্র ১৩১৪-র প্রথমার্ধে*—তখনও মুরারিপুকুর বাগানে বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়নি; কিন্তু শাসকদের দমননীতি এবং অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা বা ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট বি. সি. অ্যালেনকে হত্যার প্রয়াস বা চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেলের বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ প্রভৃতি ঘটনা রবীন্দ্রনাথের কাছে কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তাই তিনি লিখলেন: 'আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান কালে বাংলাদেশে রাজশাসন এমন আকার ধারণ করিয়াছে যে তদ্দ্বারা দেশের লোকের হিংস্র প্রবৃত্তি গোপনে ও প্রকাশ্যে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। উপায়হীন দুর্ব্বলের প্রতি প্রবল পক্ষ যখন বিভীষিকা বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হন তখন দুর্ব্বলেরা চিত্তজ্বালায় কুটিল পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে প্রবলের অধর্ম্ম দুর্ব্বলকে দুর্নীতির দিকে টানিয়া লয়। এইরূপ অবস্থায় দুর্ব্বলপক্ষ ত্রাসজড়ত্ব অথবা গুপ্তক্রূরতা এই দুই প্রকার বিপদের সঙ্কটে পড়ে। এই উভয় অবস্থাই পৌরুষের বিকার জনক।' 'বয়কট' নিয়ে দেশে যে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে ইতিপূর্বেই তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, এখানে তাঁর বক্তব্য আরও কঠোর:

> আশু-প্রয়োজনসাধনের প্রলোভনে ধর্মভ্রষ্ট হওয়াই দুর্ব্বলের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় বিপদ। 'বয়কট' উদ্যোগের ব্যাপারে আমরা তাহার পরিচয় দিয়াছি। বিদেশী সামগ্রী বিক্রয় যাহার উপজীবিকা এবং বিদেশী সামগ্রী ক্রয়ে যাহাদের প্রয়োজন বা অভিরুচি তাহাদের প্রতি অন্যায় জবরদস্তি করা হইয়াছে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। প্রয়োজন ঘটিলে অন্যায় করা যাইতে পারে আমরা তাহার নজীর স্বরূপে বলিয়া থাকি ইংলণ্ডেও এক সময়ে ভারতীয় পণ্য বন্ধ করিবার জন্য জবরদস্তি করা হইয়াছিল। আমরা সেরূপ আইন করিয়া অত্যাচার করিতে পারি না কাজেই আইন লঙ্ঘন করিয়া অত্যাচার করিতে হয়। জগতে অধর্ম্মের নজির খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না। কিন্তু নজিরের জোরে অন্যায় কখনই ধর্ম্ম হইয়া উঠিতে পারে না। আমরা স্বদেশহিতের দোহাই দিয়া লোকের স্বাধীন অধিকারে যখনই হস্তক্ষেপ করিয়াছি তখনি সেই স্বদেশহিতের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছি। ধর্ম্মের নাম দিয়া বা কর্ম্মের নাম দিয়া যে কোন উপলক্ষ্যেই স্বাধীনতাকে অপমান করিবার অভ্যাস আমাদিগকে স্বাধীনতার অনধিকারী করিয়া তুলে।...স্বভাবকে এই উপায়ে এমন বিকৃত করিয়া তুলি যে মতের অনৈক্য বা ব্যবহারের অনৈক্যকে আমরা সহ্য করিতেই পারি না—সমস্তই গায়ের জোরে উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের জোরে একাকার করিয়া দিতে চাই। যাহারা এইরূপ অসংযত উপদ্রবকে মঙ্গলসাধনের উপায় বলিয়া জানে, যাহারা নিজের মতরক্ষা ও প্রয়োজন সাধনের বেলাতেই আইন স্বীকার করে তাহার অন্যথা হইলেই আইন ঠেলিয়া ফেলিতে বিলম্ব করে না, তাহারা ইংরেজই হউক আর বাঙ্গালীই হউক, রাজাই হউক আর প্রজাই হউক, যে ডালে বসিয়া আছে সেই ডালে তাহারা কুঠার মারে—তাহাদিগকে মাটিতে পড়িতেই হইবে।

তবে এই অসহ্য অবস্থার প্রতিকারের উপায় কী? রবীন্দ্রনাথ বললেন, স্বধর্মে অধিষ্ঠিত থেকেই এর প্রতিকার সম্ভব। বুয়র যুদ্ধের সূচনা থেকেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

সুতরাং সেখানে ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী [1869-1948] বর্ণবিদ্বেষী শাসকদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সংগঠিত করছিলেন তার রীতিপদ্ধতি তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। বিশেষত গান্ধী ঠাকুরপরিবারে অপরিচিত ছিলেন না। 1901-এ কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধী যোগদান করতে এলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সঙ্গে তাঁরও একটি স্কেচ আঁকেন। জানকীনাথ ঘোষালের দেওয়া পার্টিতে তিনি সরলা দেবীর সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ 'দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতোপনিবেশ' বৈশাখ ১৩০৯-সংখ্যা [পৃ ৩৭-৪২] ভারতী-তে মুদ্রিত হয়। এর পর সংবাদপত্রে প্রায়শই দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর কার্যকলাপের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, প্রায় প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশনে অভিবাসী ভারতীয়দের দুরবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, এমন-কি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনে ট্রান্সভালের ঘটনাবলীর উপর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কাজেই আশা করা যায়, নাটাল ও ট্রান্সভালে গান্ধীজী 'সত্য' নিয়ে যে পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। বাংলাদেশের বর্তমান সংকটের প্রতিকারকল্পে তিনি একই পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিলেন:

> দুর্ব্বলের বল ধর্ম্ম নহে এই ভয়ঙ্কর দুর্ব্বুদ্ধি হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা কোনো মতেই সত্য হইতে ন্যায় হইতে যেন ভ্রষ্ট না হই—আমরা বড় দুঃখের সময়েও যেন কাপুরুষের ন্যায় কোন প্রকার গোপন উৎপাতের পন্থা অবলম্বন না করি। রাজনীতি যখন কলুষিত হয় তখন প্রজা যেন ধর্ম্মের দ্বারা সেই কলুষের উপরে জয়ী হইতে পারে;—এইরূপ ধর্ম্মবলের শ্রেষ্ঠতা লাভকে অনেক অদূরদর্শী আপাত পরাজয় বলিয়া মনে করিতে পারে কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতা দ্বারাই আমরা আমাদের সকল দুঃখ অপমানের ঊর্দ্ধে মস্তক তুলিতে পারিব। দুঃখের বিষয়, বিপ্লবের নিদারুণতা সম্বন্ধে য়ুরোপের দৃষ্টান্তকেই আমরা একমাত্র দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু যে খৃষ্টান সাধুগণ রোম সম্রাটের উৎপীড়ন ধর্ম্মবলে সহ্য করিয়াছেন তাঁহারা মৃত্যুদ্বারাই সম্রাট্‌কে পরাভূত করিয়াছেন। সেই জন্যই বারবার আমাদিগকে একথা বলিতে হইবে দর্পান্ধ প্রবলতার দ্বারা আমরা যদি দলিল বিদলিত হইতে থাকি তথাপি ধর্ম্ম আমাদিগকে এমন করিয়া জয়ী করিতে পারেন যে আমাদের সমস্ত অবমাননার ভার অপমানকারীকেই অবনত করিয়া দিবে।'

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এখানে ধর্ম বলতে কোনো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মকে বোঝাতে চাননি, বৃহত্তর মানবধর্মই তাঁর অভীপ্সিত।

নগেন্দ্রনাথের রচনাটি রবীন্দ্রনাথ অনেকটা সংক্ষিপ্ত করে দেন। ১৫ বৈশাখ [মঙ্গল 28 Apr] তিনি এর একটি কারণ ব্যাখ্যা করেন নগেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রে: 'ওর মধ্যে যাকে বলে gimmick কিছু পরিমাণ ছিল। সেটা হচ্ছে আমেরিকান Second rank লেখকদের একটা লক্ষণ। কখনো কোনো উঁচুদরের সাহিত্যিকের লেখায় এইরকম মেলোড্রামাটিক রসাতিশয্য থাকে না। লেখার মধ্যে শান্তি ও সংযম হচ্চে রচনার আভিজাত্য।' তাঁর মন্তব্য-সংযোজনের একটি ব্যবহারিক উদ্দেশ্যও ছিল; সে-বিষয়ে লিখেছেন: 'এদিকে একটা গুজব উঠেছে যে আমেরিকায় একদল ভারতবাসী বিদ্রোহের জন্য ভারতবর্ষে গোপনে অস্ত্রাদি পাঠাচ্ছে। তোমার এই লেখায় মনে হতে পারে তুমিও তাদের দলভুক্ত। আমরা পল্লীর মধ্যে যে কাজে হাত দিয়েছি তোমার এই লেখা থেকে গবর্মেন্টের মনে হতে পারত যে তার মূল উদ্দেশ্য রুশিয়ার নকল করে বিদ্রোহ প্রচার করা। সেই জন্যে এ সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্ত করতে হয়েছে।'[৭ক]

যুগান্তর ও *Bande Mataram* পত্রিকায় তরুণদের খোলাখুলি সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছিল। যুগান্তর-এ মুদ্রিত রচনার সংকলন 'মুক্তি কোন পথে?' [১ মাঘ ১৩১৩: 15 Jan 1907] এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ ও গেরিলা-যুদ্ধের কলাকৌশলের বর্ণনা সংবলিত 'বর্তমান রণনীতি' [২০ আশ্বিন ১৩১৪: 7 Oct 1907] গ্রন্থদ্বয়ও একই সুরে বাঁধা। শেষোক্ত গ্রন্থটির অরবিন্দ-কৃত সমালোচনা 'A New Literary Departure' নামে *Bande Mataram* [7 Oct 1907]-এ মুদ্রিত হয়। সুতরাং বইটি না পড়লেও তার বিষয়বস্তু

রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল। বিপ্লবীদের অস্ত্র ও অর্থসাহায্যকারী সুরেন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ মারফৎ হয়তো তাঁদের সংকল্পিত কাজকর্মের আভাসও তিনি পেয়েছিলেন। সুতরাং অ্যালেন-ফ্রেজার তার্দিভিল হত্যার প্রচেষ্টার সংবাদের সঙ্গে অরবিন্দগোষ্ঠীর যোগসূত্র অনুমান করে নেওয়া তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত উল্লিখিত পত্র-প্রবন্ধ এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে লেখা। কিন্তু 30 Apr 1908 [বৃহ ১৭ বৈশাখ] রাত্রে মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বোমায় কিংসফোর্ডের পরিবর্তে 1891-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি ব্যারিস্টার প্রিঙ্গল কেনেডির স্ত্রী-কন্যার মৃত্যু ও দুদিন পরেই মানিকতলার মুরারিপুকুর বাগানে বোমার কারখানা আবিষ্কার এবং ব্যাপক ধরপাকড়ের সংবাদ পরিস্থিতিটি সম্পূর্ণ বদলে দিল। যা আভাস ও অনুমানের বিষয় ছিল, তার বাস্তবতা ও ব্যাপকতা অন্য অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছেও উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ল। তাঁর প্রথম লিখিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় ২৩ বৈশাখ [বুধ 6 May] নির্ঝরিণী সরকারকে লেখা একটি পত্রে [দ্র চিঠিপত্র ৭। ১৩৫-৩৬, পত্র ১]। পত্রটিতে মোটামুটি পূর্বোল্লিখিত পত্র-প্রবন্ধটির বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়, তবে এই ব্যাপারে যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারেনা' এই স্বীকৃতিটুকুও লক্ষণীয়। পরবর্তী প্রতিক্রিয়াও তিনি ব্যক্ত করেছেন নির্ঝরিণী সরকারের কাছেই ২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 15 May] তারিখে লিখিত পত্রে: 'তুমি যে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ পত্রের মধ্যে তাহা বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছি তাহাতে আমার মত যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সম্ভবত ভারতীতে তাহা বাহির হইবে এবং যদি কর্ত্তব্য বোধ করি তবে কোনো সভাতেও তাহা পাঠ করিতে পারি।'[৮]

'পথ ও পাথেয়' শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে মিনার্ভা থিয়েটারে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে পাঠ করেন ১২ জ্যৈষ্ঠ [সোম 25 May] তারিখে। সভার বিজ্ঞপ্তি অনেক আগেই 21 May [বৃহ ৮ জ্যৈষ্ঠ] *The Bengalee*-তে মুদ্রিত হয়: A meeting of the Chaitanya Library will be held in the Minerva Theatre, on Monday, the 25th May, at 6-30 P.M. when Babu Rabindra Nath Tagore, will read a paper styled *"Path O Patheya"* i.e., "Way and Means". Babu Hirendra Nath Datta will preside. The paper is intended solely for young men and admittance will be by free tickets. প্রবন্ধটি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [পৃ ৯২-১১১] ও আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী [পৃ ৯৭-১১৬]-তে প্রকাশিত হয় [দ্র রাজাপ্রজা ১০। ৪৪৫-৬৭]। প্রবন্ধটি সম্ভবত পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত হয়েছিল। ১৭ জ্যৈষ্ঠ [শনি 30 May] রবীন্দ্রনাথ নির্ঝরিণী সরকারকে লেখেন: 'আমার প্রবন্ধ সভাস্থলে পড়া হয়ে গেছে। পুস্তিকা আকারে ছাপা হচ্চে—তোমাকে দুই একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব'[৯]—২৭ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 9 Jun] তাঁকে প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দেওয়ার কথা লিখেছেন তিনি।[১০]

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড ও তৎপরবর্তী ঘটনাকে আরব্যোপন্যাসের ঘড়া থেকে দৈত্যের আবির্ভাবের কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণের শুরুতেই মতপ্রকাশে সংযত হবার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানালেন। বস্তুত ধরপাকড়ের সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে আরম্ভ করে দেশী-বিদেশী অধিকাংশ পত্রিকা ঘটনাটির নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে এবং একদল রাজনীতিক এ-ব্যাপারের সঙ্গে নিজেদের কোনো যোগ নেই অ প্রমাণে অশোভন উৎকণ্ঠার পরিচয় দিতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এই আচরণকে লজ্জাজনক

বলে অভিহিত করে বললেন: 'যিনি নিজেকে যতই দূরদর্শী বলিয়া মনে করুন না, একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঘটনা যে এতদূর আসিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা দেশের অধিকাংশ লোক কল্পনা করে নাই।' কিন্তু তিনি সঙ্গে-সঙ্গে স্বীকার করেছেন: 'বহুদিন হইতে বাঙালিজাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায় ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান-মোচনের উপলক্ষে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।' বহুদিন ধরে কায় বা মন বা বাক্যে প্রত্যেক বাঙালিই প্রকৃতিভেদে নানাপ্রকারে এই চিত্তদাহে ইন্ধন জুগিয়েছে এবং তার কারণও বর্তমান—সেই 'বিরোধবুদ্ধি এতই গভীর এবং সুদূরবিস্তৃত ভাবে ব্যাপ্ত যে, কর্তৃপক্ষ ইহাকে বলপূর্বক কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়া কখনোই নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ ইহাকে আরো প্রবল ও প্রকাণ্ড করিয়া তুলিবেন।'

কিন্তু সেজন্য তিনি সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়াকেও সমর্থন করলেন না: 'গবর্মেন্টের শাসননীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনই মথিত করিতে থাক্, আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।' যাঁরা বিদেশের বিপ্লবের ইতিহাসকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করেন তাঁদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'সকল দেশের ইতিহাসেই কোনো বৃহৎ ঘটনা যখন মূর্তিগ্রহণ করিয়া দেখা দেয় তখন তাহার অব্যবহিত পূর্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই। রাষ্ট্রে বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে, তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে। দেশের সেই আভ্যন্তরিক প্রাণসম্বল যাহা অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্নভাবে উপচিত হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা মনে করি, বুঝি বিপ্লবের দ্বারাতেই দেশ সার্থকতা লাভ করিল; বিপ্লবই যেন মঙ্গলের মূল কারণ এবং মুখ্য উপায়।' কিন্তু এই দেখা ইতিহাসকে বাহ্যভাবে দেখা—যে দেশের মর্মস্থানে সৃষ্টি করবার শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, প্রলয়ের আঘাতকে সে কাটিয়ে উঠতে পারে না—'সৃষ্টিকে নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।' কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্রমাগত অযোগ্যতার অপবাদ লাভ করে আহত অভিমানে 'ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে-সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর-কোনো গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতেই চাহি না অথবা তাড়াতাড়ি করিয়া মনে করি, সে-সমস্ত গুণ আমাদের আছে কিংবা উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেগুলি আপনিই কোনোরকম করিয়া জোগাইয়া যাইবে।' কিন্তু এইরূপ আশ্চর্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। একসময়ে 'মনে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম, ইংরেজ জন্মান্তরের সুকৃতি এবং জন্মকালের শুভগ্রহস্বরূপ আমাদের কর্মহীন জোড়করপুটে আমাদের সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া দিবে।...এখনো ভাবিতেছি, ফল পাইবার জন্য প্রচলিত পথে চেষ্টাকে খাটাইবার প্রয়োজন আমরা যেন যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে পারি। স্বপ্নাবস্থাতেও অসম্ভবকে আঁকড়িয়া পড়িয়া ছিলাম, জাগ্রত অবস্থাতেও সেই অসম্ভবকে ছাড়িতে পারিলাম না। শক্তির উত্তেজনা আমাদের মধ্যে

অত্যন্ত বেশি হওয়াতে অত্যাবশ্যক বিলম্বকে অনাবশ্যক বোধ হইতে লাগিল।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'অধৈর্য বা অজ্ঞান-বশত স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু-একটাকে ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয়; তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ, সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়। তখন ছোটো ছোটো বালকদিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্মমভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতিসুকুমার ছোটো ছেলেটিকেই অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি—এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ চিত্রগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই—তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, বালকদের জন্য বেদনায় সমস্ত দেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।' এই কথা লেখার ও বলার সময়ে নিশ্চয়ই তাঁর মনে অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ প্রফুল্ল চাকী [1888-1908] ও ক্ষুদিরাম বসুর [1889-1908] কথা তাঁর মনে হয়েছিল—একজন আত্মহত্যা করে বিচারের হাত এড়িয়েছিলেন, আর-একজন তখন অবশ্যম্ভাবী চরমদণ্ডের প্রতীক্ষায়।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ বয়কটের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, বিদেশী পণ্যদ্রব্য ব্যবহার যথাসাধ্য বর্জন করে দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতিসাধনের জন্য তিনি 1897-এ যখন 'সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে' দাঁড়িয়ে স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন বা 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কবিতা রচনা করেন, তখন কার্জনের উপর রাগ করার কোনো কারণ ঘটেনি—'তথাপি দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্যের প্রচার যতবড়ো কাজই হউক লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে এ কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারি না।' কিন্তু বয়কট ব্যাপারে বহুলাংশে সেইরূপই ঘটেছে। 'আমি যেটাকে ভালো বুঝি, দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অন্য-সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে, তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ... মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতিকুৎসিত ভাবে গালি দিতেছি; এমন-কি, শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং ***আমি ততোধিক নিশ্চয়তররূপে জানি,*** এরূপ বেনামি শাসনপত্র সময়বিশেষে আমাদের দেশের অনেক লোকই পাইয়া থাকেন এবং দেশের প্রবীণ ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না।' [স্থূল বক্রাক্ষর লেখক-নির্দেশে]

এইরূপ ভেদের লক্ষণ সর্বত্র প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ বেদনার সঙ্গে বললেন: 'ইংরেজ-গবর্মেন্ট্ আমাদের পরাধীনতা নয়, তাই আমাদের গভীরতর পরাধীনতার প্রমাণ মাত্র।' ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগ সত্ত্বেও কেমন করে এক মহাজাতি হয়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করবে এই প্রশ্ন অনেকে সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে উড়িয়ে দেন; তাঁরা বলেন, ইংরেজের প্রতি সর্বসাধারণের বিদ্বেষ আমাদের ঐক্যদান করবে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন: 'বস্তুত আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক, তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্মবশত ঘটে নাই—পরজাতির এক শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।' আর ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ যদি জাতিসমূহের ঐক্যের কারণ হয়, 'ইংরেজ যখনই এ দেশ ত্যাগ করিবে, তখনই কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব। তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে

ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।' তাঁর আশঙ্কা নির্মমভাবে সত্যে পরিণত হয়েছিল, অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের নিদারুণ ফলস্বরূপ হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর দেশভাগজনিত পঙ্গু স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে—আর সেই স্বাধীনতার চল্লিশ বছরের মধ্যেই ভাষাগত, ধর্মগত, সম্প্রদায়গত, গোষ্ঠীগত, রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভিন্নতা প্রায়শই রক্তপিপাসু বিদ্বেষ চরিতার্থ করার পথ গ্রহণ করছে।

এই ভবিষ্যৎকে অন্যথা অনিবার্য বলে বুঝেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ 'পথ' ও 'পাথেয়' উভয়ের সামঞ্জস্যসাধনের উপদেশ দিয়েছিলেন। বক্তৃতাসভার বিজ্ঞপ্তিতেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল: "The paper is intended solely for young men.'—তাই তিনি তরুণদের আহ্বান জানালেন অধর্মের দ্বারা দ্রুত ফললাভের চেষ্টা না করে মঙ্গলের সাধনায় দীর্ঘতর কষ্টসাধ্য তপস্যার পথ গ্রহণ করবার জন্য: 'শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলই বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া...দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, নানাদিগভিমুখী মঙ্গলচেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেলো, কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো—এমন উদার করিয়া এত দূরবিস্তৃত করো যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও খৃস্টান, সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে। আমাদের প্রতি রাজার সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু কখনোই আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না—আমরা জয়ী হইবই—বাধার উপরে উন্মাদের মতো নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে, অটল অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ অতিক্রম করিয়া। কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে, কার্যসিদ্ধির সত্যসাধনকে দেশের মধ্যে চিরদিনের মতো সঞ্চিত করিয়া তুলিব; আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য শক্তিচালনার সমস্ত পথ একটি একটি করিয়া উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিব।' ভারতবর্ষের ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মিলনের ইতিহাস-রূপে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করেছিলেন, বর্তমান বিরোধকেও তিনি সেই মিলনযজ্ঞে আহুতি দেবার আহ্বান জানালেন।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ বিপ্লববাদীদের খুশি করতে পারেনি। তাঁদের তাত্ত্বিক নেতা অরবিন্দ তখন কারান্তরালে, তবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও বিজয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁর সহযোগিবৃন্দ *Bande Mataram* পত্রিকা প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। তাঁরাই অন্তত চারটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন: 'Mediaeval Abstraction and Modern Problem in India' [27 May], 'Patriotic Reform and National Ideals' [29 May], 'Babu Rabindranath Tagore on the Present Situation' [30 May] এবং 'Rabindranath on the Present Situation II' [1 Jun]I অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'স্বদেশী আন্দোলন: রবীন্দ্র-অরবিন্দ মতদ্বন্দ্ব' [দ্র ড উজ্জ্বলকুমার মজুমদার-সম্পাদিত রাতের তারা দিনের রবি (১৩৯৫)। ৪০৩-২৫] প্রবন্ধে উক্ত প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন।

সম্ভবত এই-সব সমালোচনা পড়ে অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জানতে চেয়ে চিঠি লেখেন; প্রত্যুত্তরে তিনি ১৮ জ্যৈষ্ঠ [রবি 31 May] লেখেন: 'তোমাকে আজকের ডাকে একখানি বঙ্গদর্শন পাঠাচ্ছি। এর থেকে আমার বক্তব্য সমস্ত বুঝতে পারবে। আমি পলিটিক্‌স্‌কে অতিক্রম করেই কথা কবার চেষ্টা করেছিলুম সেইজন্যেই বর্তমান কালে কথাগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছচ্চে না—কিন্তু ক্রমেই পৌঁছবে বলে মনে করচি। আমি ঐ প্রবন্ধের অনুবৃত্তিস্বরূপ আর একটি লিখব বলে স্থির করেছি—কলকাতায়

অত্যন্ত গোলমাল বলে মনস্থির করে বস্‌তে পারচি নে।'[১১] ২৭ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 9 Jun] তিনি নির্ঝরিণী সরকারকে লেখেন: '"সমস্যা" নামক আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি ছাপা হইলে তাহাও পাঠাইয়া দিব।'[১২] প্রবন্ধটি আষাঢ়-সংখ্যা প্রবাসী [পৃ ১৫৩-৬৩] ও বঙ্গদর্শন [পৃ ১৫৩-৬৬]-এ মুদ্রিত হয় [দ্র রাজাপ্রজা ১০। ৪৬৮-৮৪]।

'পথ ও পাথেয়' সম্বন্ধে সমালোচকদের একটি অভিযোগ ছিল, তিনি উক্ত প্রবন্ধে 'বাস্তবকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া কেবল একটা ভাবের ভুয়া দলিল' গড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে লিখলেন: 'যথার্থ বাস্তব যে কোন্ পক্ষে আছে তাহা সাময়িক উত্তেজনার প্রাবল্য বা লোকগণনার প্রাচুর্য হইতে স্থির করা যায় না। কোনো-একটা কথা শান্তরসাশ্রিত বলিয়াই যে তাহা বাস্তবিকতায় খর্ব, এবং যাহা মানুষকে এত বেগে তাড়না করে যে, পথ দেখিবার কোনো অবসর দেয় না তাহাই যে বাস্তবকে অধিক মান্য করিয়া থাকে এ কথা আমরা স্বীকার করিব না।' অনুত্তেজিত চিত্তে দেশের বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে তিনি অতঃপর দেখিয়েছেন, ইংরেজের অন্ধ ধর্মবুদ্ধিহীন বলদর্প ও একটি সমগ্র জাতির বাবুয়ানা বজায় রাখার জন্য ভারতবর্ষকে নির্বিচার শোষণ এ দেশে অবশ্যই বিদ্রোহের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অনুরূপ অবস্থায় আমেরিকা ও ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটেছিল, পরিণামে আমেরিকা স্বাধীনতা ও ফ্রান্স সাধারণতন্ত্র লাভ করেছিল। বাহ্যত এই দুটি দেশের সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল থাকলেও মূলগত পার্থক্যের জন্য অনুরূপ ফল পাওয়া শক্ত। সেই পার্থক্যটি হল, 'এত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার জগতে আর কোনো একটিমাত্র দেশে নাই'—এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে ধর্ম, দেহ ও মুখাকৃতি, গাত্রবর্ণ, শারীরিক ক্ষমতা ইত্যাদির পার্থক্যের কথাও লিখতে পারতেন। এই মূলগত পার্থক্যগুলির ফলে ভারতে কখনো একটি মহাজাতি গড়ে ওঠেনি—বহুতর অনৈক্য ও বিরুদ্ধতা একটি ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি। অবস্থাটি মঙ্গলজনক নয়—'ব্যবস্থাবদ্ধভাবে একত্রে অবস্থান মাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে। তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে, কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না। শৃঙ্খলার দ্বারা কাজ চলে মাত্র, ঐক্যের দ্বারা প্রাণ জাগে।' বস্তুত এই ঐক্যের সমস্যাই ভারতের প্রধান সমস্যা এবং দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, আজও সেই সমস্যার সমাধান হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এইরূপ পরিণতিরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন: 'যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ, স্বাধীনতার "স্ব" জিনিসটা কোথায়? স্বাধীনতা, কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্বপ্রান্তের আসামি তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীন হইবে কে।' সুতরাং বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালানো শক্ত। রবীন্দ্রনাথ আরও একটি সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। যদি কোনোভাবে ইংরেজকে তাড়ানো সম্ভব হয়, 'তখন আমাদের নিজের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, আমরা কোনো এক প্রকার করিয়া, কিছুকাল মারামারি-কাটাকাটির পর তাহার একটা-কিছু মীমাংসা করিয়া লইব ইহাও সম্ভব হইবে না। আমাদিগকে সেই সময়টুকুও কেহ দিবে না। কারণ, আমরাই যেন আমাদের সুযোগের সুবিধাটুকু লইবার জন্য প্রস্তুত না থাকিতে পারি, কিন্তু জগতে যে-সকল জাতি সময়ে অসময়ে সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে তাহারা আমাদের ঘরাও যুদ্ধকাণ্ড অভিনয়ের দর্শকদের মতো দূরে বসিয়া দেখিবে না। ভারতবর্ষ এমন

স্থান নহে লুব্ধের চক্ষু যাহার উপর হইতে কোনোদিনই অপসারিত হইবে।' রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের ভবিষ্যৎটি ঠিকই অনুমান করেছিলেন—কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পারমাণবিক শক্তিসাম্যের লীলায় এখনও এমন কোনো সুযোগসন্ধানীর অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়নি 'যাহার মুখের গ্রাস এবং পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয়তো ছোটো না হইতে পারে'। কিন্তু বলাই বাহুল্য, প্রতিবেশী দেশগুলি এবং তাদের অন্তরালে বৃহৎ শক্তিসমূহ নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করে ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত করার অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় সমাধানের পথ আবিষ্কার করা দুরূহ বলেই রবীন্দ্রনাথকে মানবধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পথে সমাধান খুঁজে নিতে হয়েছে: 'পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে, কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা, মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরমপ্রেমের দ্বারা, উচ্চনীচ আত্মীয়পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে, শুভচেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও—যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় করো, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত করো।...মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।'

সমকালীন রাজনীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের মধ্যে আরও দুটি প্রবন্ধ লেখেন, এখানে প্রসঙ্গক্রমে সেগুলি আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। 'সদুপায়' [দ্র সমূহ ১০। ৫২২-৩১] প্রবন্ধটি শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসী [পৃ ২২১-২৬], ভারতী [পৃ ১৬৭-৭৪] ও বঙ্গদর্শন [পৃ ২১২-১৯] পত্রিকাতে মুদ্রিত হয়—'দেশহিত' [দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৬৩৯-৪২] মুদ্রিত হয় আশ্বিন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [পৃ ৩৩৯-৪২]-এ।

বয়কট উপলক্ষে দেশের বিভিন্নস্থানে যে-সমস্ত জবরদস্তি চলছিল তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে। ইতিমধ্যে বরিশাল থেকে তিনি 'বিশ্বস্তসূত্রে' সংবাদ পেলেন, সেখানে দেশীয় করকচ লবণ অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান ও নমঃশূদ্রেরা জেদ করে বিলিতি লবণ ব্যবহার করছে, বিলিতি কাপড় ব্যবহার সম্পর্কেও তাদের মনোভাব একই রকম। তাছাড়া মফস্বল থেকে [সম্ভবত তাঁর নিজস্ব জমিদারি থেকে] পত্রযোগে সংবাদ আসে, 'সেখানকার কোনো-একটি বড়ো বাজারের লোকে নোটিস পাইয়াছে যে, যদি তাহারা বিলাতি জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিসের আমদানি না করে তবে নির্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে। সেইসঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্তী জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।' জোর করে বিলিতি মাল আমদানি বন্ধ করা ও ক্রেতাদের উক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টার কথা তিনি আগেই জানতেন—যথাসময়ে এর ক্ষতিকরতা সম্পর্কে নেতা ও কর্মীদের সতর্কও করেছেন—'সদুপায়' প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশবাসীকে আর-এক দফা সতর্ক করতে চাইলেন।

মুসলমান-প্রধান পূর্ব বাংলাকে স্বতন্ত্র শাসনের অধীনে এনে বাঙালিকে দুর্বল করাই বঙ্গভঙ্গের লক্ষ্য ছিল, একথা বহুআলোচিত। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে অধিক ঐক্যবদ্ধ, সুতরাং রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার উপকরণ তাদের মধ্যে বেশি। ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ববশত তারা হিন্দুদের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ, কিন্তু বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান দুটি অংশে বিভক্ত করতে পারলে হিন্দু-

মুসলমানের বন্ধনকে শিথিল ও সেই সঙ্গে বাঙালির শক্তিকেই দুর্বল করে দেওয়া সহজ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই দুর্বলতাকে অন্য দিক থেকেও দেখেছেন: 'বেহারিগণ বাঙালির প্রতিবেশী এবং বাঙালি অনেক দিন হইতেই বেহারিগণের সঙ্গে কারবার* করিতেছে, কিন্তু বাঙালির সঙ্গে বেহারির সৌহৃদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাঙালি মাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামিদেরও সেই অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলাদেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই, এবং বাঙালিও বেহারি উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই, বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা দ্বারা পীড়িত করিয়াছে। অতএব বাংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া জানে সে অংশটি খুব বড়ো নহে;..এমন অবস্থায় এই বাঙালির বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।'

এই বাস্তব অবস্থাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, এক্ষেত্রে বিলাতি-বর্জনের চেয়েও বেশি প্রয়োজন ছিল 'রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।' কিন্তু তার পরিবর্তে জবরদস্তি দ্বারা বয়কটকে জয়ী করার চেষ্টায় মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের শক্ত করে তুলে 'বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।'

হিন্দু মুসলমান, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তাকে দূর করার চেষ্টা না করে নিজেদের মতে তাদের চালাবার ও কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই অভিপ্রায়সাধনে তারা যথেষ্ট সহযোগিতা না করলে জবরদস্তির পথ অবলম্বন করা হয়েছে। 'বন্দে মাতরম্'-এর সেই উচ্ছ্বাসময় যুগে রবীন্দ্রনাথ একটু কঠিনভাবেই লিখলেন: 'আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া "মা" শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মা'কে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি, কেবল গানের দ্বারা, কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্য দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মা'কে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য হইয়া মনে করি, সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভান, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মা'কে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনোমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি।'

অরবিন্দ বহু পূর্বে তাঁর 'New Thought' [দ্র *Bande Mataram,* 11 Apr-23 Apr 1907] প্রবন্ধাবলীতে বিদেশী দ্রব্য বয়কটকে সার্থক করার জন্য সামাজিক বয়কটের আশ্রয় নেওয়ার কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতিকে সমর্থন করলেন না: 'পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবানাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ-সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়। কাজ ফাঁকি দিবার জন্য, পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনই এই-সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি

না।...দেশের এক পক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মতশৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে, ইহার মতো ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া বন্দেমাতরম্-এর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না; ভয় দেখাইয়া, এমন-কি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া, মতের ঐক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য সাধন বলে না।' কিন্তু অরবিন্দ-পরিচালিত বা প্রভাবিত বিপ্লবী আন্দোলনকারীদের একটি বড়ো অংশ বস্তুত ঐরূপ আচরণকে প্রচার ও প্রশ্রয় দিয়েছে—ফলে মুসলমানদের তো বটেই, হিন্দু জনসাধারণকেও তারা পাশে দেখতে পায়নি—অথচ সামগ্রিকভাবে দেশবাসীর সাহায্য ও আশ্রয় ছাড়া কোনো গুপ্ত আন্দোলনই চালানো সম্ভব নয়; স্বজাতীয়দের মধ্যে মিশে না থাকলে, নর্মদা-তীরের ভবানীমন্দির বা মুরারিপুকুরের বাগানকে প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির শ্যেনচক্ষুর আড়ালে রাখা মুশকিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম যুগের বিপ্লববাদীরা বেদান্ত ও যোগ-চর্চার আধ্যাত্মিক কুয়াশা সৃষ্টি করে ও যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষা ছাড়াই কেবল আবেগের [তার মধ্যে বেশ-কিছু মিথ্যাচারও আছে] সম্বল দিয়ে ক্ষুদিরামের মতো অপরিণতবুদ্ধি তরুণদের বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই দুঃখের সঙ্গেই লিখলেন: 'শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক হইয়া উঠে এবং উন্মত্তও যদি দেশের উন্নতিসাধনের ভার গ্রহণ করে তবে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর ব্যাপ্তির মতো তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। ···দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসংগত অসংলগ্ন-ভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর-এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্টিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন-যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের উদ্‌যোগ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্ততা মাতৃভূমির হৃৎপিণ্ডকেই বিদীর্ণ করিয়া দেয়।' জীবন-মৃত্যুকে ভৃত্য করে তরুণদলের দেশমুক্তি-সাধনায় সর্বস্বপণ দেশবাসীকে চমকিত করেছিল সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসংগতির অভাব দেখে একে 'উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতা' বলে অভিহিত করেছেন।

'দেশহিত' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের রাজনৈতিক দর্শনের সমালোচনা করেছেন। অরবিন্দ সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন, *Bande Mataram* পত্রিকায় তিনি সেই 'শক্তি'-সাধনার তত্ত্ব প্রচার করেন। রবীন্দ্রনাথ 'দেশের কোনো বিখ্যাত ইংরেজি কাগজে'র উল্লেখ করে লিখেছেন: 'লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের এই স্বাদেশিকতার উৎসাহ গভীরতর আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ; এইজন্য ইহা একটা ধর্মসাধনার আকার ধারণ করিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথও বললেন, এদেশে কোনো সার্বজনিক উদ্‌যোগ ধর্মকে বাদ দিয়ে কৃতকার্য হতে পারে না, 'অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্মবুদ্ধিকে যদি একটা নূতন চৈতন্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে, তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।' কিন্তু 'উদ্দেশ্যসাধনের কৃপণতায়...আমাদের সাধনার কেন্দ্রস্থিত ধর্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার গুরুত্ব'কে বিস্মৃত হতে দেখে তাঁর মনে হয়েছে, বস্তুত তা হয়নি। এই প্রবন্ধ লেখার আগেই শ্রীরামপুরের দুশ্চরিত্র ধনীসন্তান ও বিপ্লবকর্মী নরেন গোঁসাইয়ের বিশ্বাসঘাতক বিবৃতিদান—এবং হয়তো তাঁর হত্যাকাণ্ড—ইত্যাদি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সেই কথাই স্মরণ করে

লিখেছেন: ‘যে ছিদ্র দিয়া আমাদের দলের মধ্যে বিশ্বাসহীন চরিত্রহীন ধর্মসংশয়িগণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারিবে সেই ছিদ্রকেই দলবৃদ্ধি শক্তিবৃদ্ধির উপায় মনে করিয়া কি কোনো দূরদর্শী কোনো যথার্থ দেশহিতৈষী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।’ বিপ্লবকর্মের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি 1907 থেকেই শুরু হয়েছিল, মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সাধিত হলেও এই কাজ করতে গিয়ে যে হীনতার আশ্রয় নিতে হয় তা শেষ পর্যন্ত চরিত্রকে নষ্ট করে; একথা অনুভব করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: ‘আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায় পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয়া চারি দিকে সঞ্চরণ করিতেছে, একি এক মুহুর্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন যাঁহারা জানেন আত্মহিত, দেশহিত, লোকহিত, যে কোনো হিতসাধনই লক্ষ্য হউক-না কেন, কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহার যথার্থ সাধক। জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ংকর ভুলকে তিনি কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্মকেই শক্তি বলিয়া নিশ্চয় জানেন।’ গীতা বিপ্লবীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ছিল, তারই বাণী স্মরণ করিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি শেষ করলেন: ‘ফললাভ চরম লাভ নহে, ধর্মলাভেই লাভ, এ কথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।’

রবীন্দ্রনাথ এর পরে দীর্ঘকাল রাজনীতি-বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ রচনা করেননি, কিন্তু ব্যক্তিগত পত্রে একাধিকবার সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণা ব্যক্ত করেছেন। ২২ আষাঢ় [সোম 6 Jul] তিনি জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন:

মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যায় পথ অবলম্বন করিলে জাতীয় চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়। আশু কোন ফল লাভের চেয়ে জাতীয় সেই চরিত্র নষ্ট হওয়া অনেক বেশি হানিকর। কিন্তু পোলিটিক্যাল উদ্দেশ্য সাধনে ধর্ম্মাধর্ম সত্যমিথ্যা কিছুই বিচার করিবার প্রয়োজন নাই এই উপদেশ আমরা আমাদের পশ্চিমের গুরুদের কাছে শিখিয়াছি।...আমরা বন্দে মাতরম বলিয়া যাহাকে বন্দনা করিতেছি তাহাকে ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের চেয়েও বড় আসন দিয়াছি। দেশহিতৈষা সম্বন্ধে আমাদের এত বড় ভয়ঙ্কর অন্ধ সংস্কার জন্মিয়া গেছে। কিন্তু এই অন্ধ সংস্কার নাকি পশ্চিমের অন্ধ সংস্কার সেইজন্যই ইহাকে আমরা নির্ব্বিচারে মাথায় করিয়া লইয়াছি।...দেশের স্বার্থের জন্য যদি পরমার্থকে ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হই তবে কোন্ স্বার্থের কাছে তাহাকে ঠেকাইবে। আগে দেশ স্বাধীন করি তাহার পরে ধর্ম্মের দিকে তাকাইব ইহা নাস্তিকের কথা। বিধবার ধন লুঠ করিয়া চুরি ডাকাতি খুন ও মিথ্যাচারণ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিব ইহা যদি সম্ভব হয় তবে জগতে মনুষ্যত্ব একটা ফাঁকি মাত্র, ধর্ম্ম মিথ্যা—এবং ঈশ্বর নাই। ধর্ম্মভ্রষ্ট অভিশপ্ত দেশহিতৈষিতা হইতে ঈশ্বর এই হতভাগ্য দেশকে রক্ষা করুন।[১৩]

‘দেশহিত’ প্রবন্ধ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের মতের বিরুদ্ধে আর-এক দফা সমালোচনা শুরু হয়। এ-সম্পর্কে কালীমোহন ঘোষ প্রশ্ন উত্থাপন করলে রবীন্দ্রনাথ ২৪ আশ্বিন [শনি 10 Oct] প্রবন্ধটিতে উল্লিখিত চৈতন্য-হরিদাস প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁকে লেখেন:

যখন মঙ্গলের উত্তেজনা দেশের সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তখন দেশহিতের নামে ভাল ও মন্দ নানাপ্রকার লোক আকৃষ্ট হইয়া আসে—সুতরাং তখন দেশহিতের নামেই ধর্ম ও অধর্ম উভয়েই জাগ্রত হইয়া উঠে। এইরূপ সঙ্কটের সময় যদি আমরা আমাদের ধর্মব্রতের বিশুদ্ধিতা রক্ষার জন্য চেষ্টা না করি, যদি দলবৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্য থাকে, যদি সেই মোহে অথবা আশুকার্যোদ্ধারের প্রলোভনে আমরা পাপকেও যজ্ঞস্থলে আহ্বান করিয়া লই তবে আমাদের সঙ্কল্প দেখিতে দেখিতে বিকৃতির এবং দুর্গতির মধ্যে অবতরণ করিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। "স্বদেশী"র চর্চা তো ভালই এবং "বয়কটের"ও প্রয়োজন থাকিতে পারে কিন্তু ধর্মের চেয়ে, সত্যের চেয়ে, ন্যায়ের চেয়ে তাহার প্রয়োজন বেশি এমন নাস্তিকের মত কথা কোন অবস্থাতেই বলা চলে না। আমাকে লোকে গালি দিতেছে বা পরিহাস করিতেছে সে নিতান্তই ক্ষুদ্র কথা, তাহাতে কিছুই আসে যায় না—সময়বিশেষে ও লোক-বিশেষের হস্তে গালিই যথার্থ পুরস্কার—কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশহিতযজ্ঞের মধ্যে আমরা শনিকে কলিকে বন্ধুর মত সাদরে আহ্বান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি—জাতীয় জীবনের এত বড় মহৎসাধনার সুযোগকে যেরূপ অবিচলিত ধর্মবুদ্ধির দ্বারা সর্বপ্রকার অশুভ হইতে রক্ষা করা উচিত ছিল তাহা বিস্মৃত হইতেছি। দ্রুতবেগে যাওয়াই সার্থকতা নহে, লক্ষ্যপথে মঙ্গলের পথে যাওয়াই সার্থকতা। চরিত্রই সেই লক্ষ্যপথে চালাইয়া লইয়া যাইবার হাল—জাতির সেই চরিত্রের হালটাকে যাহারা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারাই কি আজ আমাদের সঙ্কটের পথের কাণ্ডারী? তাহারা আমাদিগকে বিশ্বাসবন্ধনের শিথিলতায়, ভ্রাতৃবিদ্রোহে এবং সর্বপ্রকার ভ্রষ্টতার মধ্যে লইয়া যাইতেছে ইহা নিশ্চয় জানিয়াও তাহাদিগকে সাধুবাদ দিয়া অন্যায় লোকরঞ্জনের পাপে কে লিপ্ত হইবে?[১৪]

কালীমোহন একসময়ে ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি-ভুক্ত বিপ্লবকর্মী ছিলেন, বর্তমান পত্রের প্রসঙ্গে এই তথ্যটিও মনে রাখা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের এহেন মতবাদ বিদেশে [আমেরিকা] বসে জগদীশচন্দ্র-পত্নী অবলা বসুরও পছন্দ হচ্ছিল না। নিবেদিতাও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন যিনি, রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁকে যথেষ্ট দেশপ্রেমিক বলে মনে করতেন না! এইরূপ কার্যকারণবশত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্পর্কে ক্ষোভ ব্যক্ত করে অবলা বসু ভাগিনেয় অরবিন্দমোহনকে একটি চিঠি লিখলে, অরবিন্দমোহন পত্রটি তাঁর 'গুরুদেব'কে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ ৪ অগ্র [বৃহ 19 Nov] তাঁকে লেখেন:

তোমার মামীর চিঠি পড়ে দেখলুম। তিনি আমার সম্বন্ধে এতটা বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে আমার মত কি তা ভাল করে পড়েও দেখেননি। আমি কোনো প্রবন্ধে কোনো জায়গাতেই বলিনি যে "বয়কট" বন্ধ করা উচিত। আমি কোথাও আভাসে মাত্রও বলিনি যে ভারতবর্ষে সব জাতিকেই ঠিক একই ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হবে—পৌত্তলিকতার দোষগুণ সম্বন্ধে আমি কোনো কথা এ পর্য্যন্ত উত্থাপন করিনি। আমি কেবলমাত্র এই কথাটুকু বলেছি যে বয়কটই করি আর যাই করি অন্যায় অসত্য অধর্ম্মকে অবলম্বন করে চল্লে কিছুতেই আমাদের শ্রেয় হবেনা। যা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সত্য তা সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল তাকে কোনো উপস্থিত প্রয়োজনসাধনের কাছে খর্ব্ব করে কাজ উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারবনা, তা সে চেষ্টাকে যত বড় নামই দাও না। ধর্ম্মকে দেশে প্রতিষ্ঠিত না করে দেশকেই ঈশ্বরের এবং ধর্ম্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার যে চেষ্টা তাকে যুরোপীয় নজীরের খাতিরে আমরা কখনই শ্রদ্ধা করতে পারবনা। ...আমাদের দেশে বলেচেন, "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ভূমা অর্থাৎ যিনি সকলের চেয়ে বড় তাঁকেই জানতে তাঁকেই লাভ করতে চাইবে—তাঁকে আর কিছুরই কাছে ছোট করতে চাইবেনা—যদি তাঁকে খর্ব্ব করে প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌কেই চরম করে তুলি তবে সে প্যাট্রিয়াটিজ্‌ম্‌ একটা ঘোরতর অন্ধতা; আমাদের দেশের হাঁচি টিকটিকি, ওলাবিবি ঘেঁটপূজার মতই অন্ধতা; প্রভেদ এই যে, এই অন্ধতার উপর সভ্যদেশের ছাপ মারা আছে—এই অন্ধতা বড় নাম ধরে আমাদের বড় রকম করে ভোলাতে পারে। একথা নিশ্চয় মনে রাখতে হবে দেশ আমাদের দেবতা নয়—অর্থাৎ ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে আমরা দেশকে বরণ করতে পারিনে।...স্পর্ধা করে কোনোদিন যেন একথা মনে চিন্তাও না করি যে ধর্ম্ম চুলোয় যাক দেশকে আমি বড় করে তুলব দেশের জন্য চুরি করব ডাকাতি করব, অন্যায় করব।...দৈশিকতা (প্যাট্রিয়াটিজ্‌ম্‌)...যে মনুষ্যত্বকে লঙ্ঘন করবে এ ত আমি আমার জীবনে ঘটতে দিতে পারবনা—সেই পথে দু পা বাড়িয়েই দেখলুম পারলুম না—দেশকে ছাড়িয়ে যদি ধর্ম্মকে যদি বিশ্বমানবকে না দেখতে পাই, যদি দেশের সংস্কারে আমার ঈশ্বরকে আচ্ছন্ন করে তাহলে আমি আমার আত্মার খাদ্য হতে বঞ্চিত হই।

তোমার মামী যে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছেন সেটা কেবল বর্ত্তমান সময়ের উত্তেজনাবশত। এই জন্যই আমার উপরে অনেকেই বিরক্ত হয়েছেন। এ সমস্তই আমাকে গ্রহণ করতে হবে।[১৫]

রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে দেখা যায়, ৩০ শ্রাবণ [শুক্র 14 Aug] তিনি 'জে, সি, বসু'র নিকট পত্র পাঠিয়েছেন—এরূপ আরও পত্র তিনি লিখেছিলেন, জগদীশচন্দ্রের প্রত্যুত্তর থেকে তা জানা যায়—কিন্তু তার অনেকগুলিই রক্ষিত হয়নি।

এই আলোচনারই আনুষঙ্গিক রূপে গীতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবটি আমরা বুঝে নিতে পারি। গীতার উপদেশ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রই আধুনিক কালে বাঙালির মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। বিপ্লবীরা গীতা স্পর্শ করে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করার দ্বারা এই গ্রন্থকে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে গ্রন্থটি যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণ করতে পারেনি। ১৮ জ্যৈষ্ঠ [রবি 31 May] তিনি কলকাতা থেকে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন: 'আমাকে লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে আমি আজ পর্য্যন্ত গীতা শেষ অবধি ভাল করে তলিয়ে পড়ি নি—দুতিনবার আরম্ভ করেছিলুম কিন্তু বাধা পেয়ে শেষ করতে পারি নি।' গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর দ্বিধার কথা লিখেছেন, এই পত্রেরই প্রথমাংশে:

গীতার ঠিক ইতিহাসটি পাওয়া গেলেই ওর হেঁয়ালির মীমাংসা পাওয়া যেত। গীতার মধ্যে কোনো একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে—কোনো একজন মহাপুরুষের বাক্যকে কোনো একটি সঙ্কীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যে রকমটি হয় গীতায় সেরকম একটা টানাটানি আছে। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্যে আত্মার অনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই। আমার মনে হয় বৌদ্ধ উপদেশে ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল—যখন অহিংসা ধর্ম্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র negative লক্ষণাক্রান্ত সুতরাং পূর্ণ সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল তখন কোনো

একজন মনস্বী, পূর্ব্বতন গুরুর উপদেশকে কর্ম্মোৎসাহকরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরী খানিকটা না মিশে থাকতে পারে নি। গীতার সঙ্গে সঙ্গে সেই ইতিহাসটি যদি দেখ্‌তে পাওয়া যেত তাহলে বোঝবার পক্ষে ভারি সুবিধা হত।[১৬]

ড পম্পা মজুমদার তাঁর গবেষণাগ্রন্থ ‘রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস’ [১৩৭৯]-এর ১২৭-৬৩ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের গীতা-বিষয়ে চিন্তার ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা এবং উক্ত গ্রন্থের ৫৩৫-৪২ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-রচনায় গীতার শ্লোকসমূহের [মোটামুটি ৩৬টি] বিচিত্র ব্যবহারের তালিকা সংকলন করেছেন। আলোচনাটি কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু কর্মমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব, কিংবা কর্মফলাকাঙক্ষা ত্যাগের মাহাত্ম্যকীর্তন বা ‘পরিত্রাণায় সাধূনাং···’, ‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে···’, ‘দুঃখেষ্বনুদ্‌বিগ্নমনাঃ···’, ‘স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ···’ ইত্যাদি অতিপরিচিত শ্লোক বা শ্লোকাংশ ব্যবহারে গীতার প্রভাব দেখা অনিবার্য নয়। অন্যপক্ষে বিপ্লববাদী বা অন্যদের দ্বারা গীতার শ্লোকের অপব্যাখ্যা বা অপব্যবহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কটাক্ষ করেছেন, তাকেও গীতা সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতা মনে করা ভুল হবে।

মীরা দেবীর অসুস্থতার জন্য বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হওয়ার পূর্বেই ৮ বৈশাখ [মঙ্গল 21 Apr] রবীন্দ্রনাথকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। এর পর পুরো দু'মাস তিনি কলকাতাতেই থাকেন। মীরা ও মাধুরীলতার অসুস্থতার জন্য অনেক সময় বিব্রত থাকলেও বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসা এবং অন্যান্য কাজেও তিনি ব্যস্ত ছিলেন। ৯ বৈশাখ সুকিয়া স্ট্রীট, ১০ ও ১৯ বৈশাখ বালিগঞ্জ এবং ২১ বৈশাখ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে তাঁকে যাতায়াত করতে দেখা যায়। এর মধ্যে ২১ বৈশাখ [সোম 4 May] সন্ধ্যায় তিনি কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের পার্শ্বস্থ গলিতে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় [1840-1925]-প্রতিষ্ঠিত দেবালয়-এ উপাসনা পরিচালনা করেন; 3 May *Bengalee*-তে এই সংবাদটি মুদ্রিত হয়: ‘Babu Rabindra Nath Tagore will conduct divine service in the Devalaya at 7 P.M. on Monday, the 4th instant.’ ‘সেবাব্রত’ শশিপদ নিজবাড়ি ২১০। ৩। ২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে 3 Jun 1908 [বুধ ২১ জ্যৈষ্ঠ] দেবালয় নামে একটি সমিতি রেজিস্ট্রি করেন, যদিও সমিতির কাজকর্ম আগেই শুরু হয়েছিল—‘ধর্ম্মানুশীলন এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশহিতৈষণা ও দানধর্ম্ম চর্চ্চা করা দেবালয়-সমিতির উদ্দেশ্য’। শশিপদ ১৭ পৌষ [শুক্র 1 Jan 1909] একটি ট্রাস্টডীড সম্পন্ন করে সমিতির কার্যভার কয়েকজন ট্রাস্টীর হস্তে সমর্পণ করেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হন সভাপতি। সমিতির মুখপত্র ‘দেবালয়’ বৈশাখ ১৩১৬ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

২৫ বৈশাখ [শুক্র 8 May] রবীন্দ্রনাথ ৪৭ বৎসর পূর্ণ করে ৪৮তম বর্ষে পদার্পণ করেন। এই দিন তিনি বাড়িতেই কাটান। কিন্তু তাঁর জন্মোৎসব পালনের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

২৭ বৈশাখ [রবি 10 May] বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের চতুর্দশতম বার্ষিক সভায় সারদাচরণ মিত্র সভাপতি এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ সহকারী সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে ১৩০১-০৩, ১৩১২-১৪ বৎসরগুলিতে পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু বার্ষিক অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন কি না জানা যায় না।

৩ জ্যৈষ্ঠ [শনি 16 May] 'স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহর্ষিদেবের বাটীতে পারিবারিক বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত করিয়াছিলেন। উপাসনাদির কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।'[১৭] রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই মৌখিক উপাসনা করেছিলেন ও তার কোনো অনুলেখন রাখা হয়নি।

তিনি কলকাতায় আসার পর থেকে প্রতি বুধবার আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এইরূপ 'বাচনিক বক্তৃতা' দিতে শুরু করেন। এ-সম্পর্কে আষাঢ়-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় [পৃ ৪৯-৫০] লিখিত হয়:

> বিগত দুই তিন বৎসর ধরিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য রাঁচিতে গমন করায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় দুই মাস ধরিয়া বুধবারের উপাসনা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছে'।
>
> উপদেশ। যাহাতে উপাসনা-মন্ত্রের প্রতি-বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিবার আমাদের সামর্থ্য জন্মে, ঠিক এই ভাবে উপদেশ দেওয়া আচার্য্যের কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিগত কয়েক বুধবার ধরিয়া ব্রহ্মোপাসনার প্রতি শ্লোকের প্রতি শব্দ প্রথম হইতে ব্যাখ্যা করিয়া চলিতেছেন। শঙ্করের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে ভাবে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহারও আভাস দিতেছেন। রবিবাবু ইতিপূর্ব্বে মাঘোৎসবে যে সকল মর্ম্মস্পর্শী লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন, ব্রাহ্মসাহিত্য জগতে তাহার স্থান অতি উচ্চে। আজকালকার বাচনিক বক্তৃতায় তাঁহার প্রতিভা তুল্যভাবে বিকশিত, তাঁহার আবেগময়ী ভাষায় শ্রোতৃবৃন্দ বাস্তবিকই বিমুগ্ধ। রবিবাবুর বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ব্রাহ্মসাধারণের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই মৌখিক বক্তৃতাগুলি লিখিত ও মুদ্রিত হয়নি। এগুলি এক অর্থে অগ্র ১৩১৫ থেকে প্রদত্ত 'শান্তিনিকেতন'-ভাষণমালার পূর্বসূরী, কিন্তু 'ব্রহ্মোপাসনার প্রতি শ্লোকের প্রতি শব্দ প্রথম হইতে ব্যাখ্যা' ও 'শঙ্করের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে ভাবে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে' তার আভাস দেওয়ার যান্ত্রিকতা থেকে পরবর্তী ভাষণমালা সর্বাংশে মুক্ত—মন্ত্র বা মন্ত্রাংশকে সেখানেও আলোচনার জন্য কোথাও-কোথাও গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু সেই আলোচনা প্রধানত আত্মভাবনায় অনুরঞ্জিত। রবীন্দ্রনাথ ১৭ জ্যৈষ্ঠ [শনি 30 May] নির্ঝরিণী সরকারকে লিখছেন: 'কোনো কোনো লোক, ঈশ্বরকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এক একটি মন্ত্রকে আশ্রয় করে থাকেন—রামমোহন রায় সমস্ত চিত্তক্ষোভ থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করবার জন্য গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করেছিলেন—···আমিও উপনিষদের কোনো কোনো শ্লোককে এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি। এই রকম এক একটি মন্ত্র তুফানের সময় হালের মত কাজ করে।'[১৮] এক সময়ে দার্শনিক গ্রন্থ পড়ার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের অভাবের কথা তিনি মোহিতচন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে লিখেছিলেন—তাঁর ভয় ছিল, স্বাভাবিক অনুভূতিতে যে সত্য অন্তরে জাগরিত হয়, দর্শনগ্রন্থের তর্কবাহুল্যে তা ঘুলিয়ে যেতে পারে। এর পরে দর্শনের কিছু-কিছু বই তিনি পড়েছেন, কিন্তু তাঁর আগ্রহের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৪ বৈশাখ [সোম 27 Apr] জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে পাঠানো একটি নির্দেশে: 'Coming [Living] Age কাগজটা রামানন্দ বাবু আমাকে পাঠিয়ে দেন—তবে ওটা যদি subscribe না করে থাক তবে ওই ছয় ডলারের উপযোগী ভাল কোনো বই আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। কোনো উঁচুদরের devotional বই হলেই খুসি হব।/ "Obermann By Atienne Pivet de Senancour Translated from the French with introduction by Arthur Edward Waite বইটা যদি ওখানে পাও দেখো ত। Waite লোকটা আমেরিকান—তাই মনে হচ্চে ওখানে কোথাও পেতেও পার।' [১৯] —devotional বইয়ের প্রতি এই আকর্ষণ তাঁর বর্তমান প্রবণতাটিকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে।

বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ [৮।২]:

৯২-১১১ 'পথ ও পাথেয়' দ্র রাজাপ্রজা ১০। ৪৪৫-৬৭

প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ [৮।২]:

৫৭-৬৬ 'গোরা' ২২-২৩ দ্র গোরা ৬। ২৪৫-৬০ [২১-২২]

গোরা-র এই সংখ্যায় প্রকাশিত অংশটিতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের একটি কৌতুকাবহ আকাঙক্ষার কথা সুকৌশলে যুক্ত করে দিয়েছেন: 'সেদিন নীচে গিয়া এই পরামর্শ হইল যে, গোরা তাহার দলের দুই-তিন জনকে সঙ্গে করিয়া পায়ে হাঁটিয়া গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া ভ্রমণে বাহির হইবে; পথের মধ্যে গৃহস্থবাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিবে, সঙ্গে টাকাকড়ি কিছুই লইবে না।' রবীন্দ্রনাথ এই আকাঙক্ষার কথা জীবনস্মৃতি-তে উল্লেখ করেছেন, বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথায় ঘটনাটিকে 'অলিখিত মহাকাব্য' বলে অভিহিত করেছেন [দ্র রবিজীবনী ৩।১০৭]। এছাড়া সুচরিতার হাতে 'খৃস্টের অনুকরণ' বলে যে ইংরেজি ধর্মগ্রন্থটির উল্লেখ আছে, রবীন্দ্রনাথ নিজে Thomas a Kempis*-রচিত সেই 'Imitation of Christ' গ্রন্থটির অনুরাগী ছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথের কর্মব্যস্ততার নিদর্শন অন্তত ক্যাশবহিতে পাওয়া যায় না। ৩ জ্যৈষ্ঠ মহর্ষি জন্মোৎসবের পর তিনি ৭ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 20 May] 'মেছুয়াবাজার' ও ৮ জ্যৈষ্ঠ বালিগঞ্জ যাতায়াত করেন। ১২ জ্যৈষ্ঠ [সোম 25 May] তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় মুদ্রিত 'Mediaeval Abstraction and Modern Problem in India' [27 May] প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, প্রবন্ধ-পাঠের পর চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের উদ্দেশে সাধুবাদ বর্ষণ করেন।[২০]

এর আগে ৯ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 22 May] ক্যাশবহির হিসাবে দেখা যায়: 'শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের দেওয়া পত্র লইয়া···বালিগঞ্জ ও হেয়ার ষ্ট্রীট যাতায়াতের ট্রাম ভাড়া'; সুরেন্দ্রনাথ তখন হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি ও সমিতির রেজিস্টার্ড অফিস তখন ১৪ হেয়ার স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়েছে। সম্ভবত এই সোসাইটি প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ পত্রটি লিখেছিলেন। সোসাইটির শেয়ারও কিনেছিলেন তিনি; ৫ মাঘের [18 Jan 1909] হিসাবে আছে: 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোং ১০ সেয়ার ক্রয়ের তৃতীয় কলের টাকা শোধ ৫০্'।

আরও একটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিজেকে সংযুক্ত করার বিবরণ পাওয়া যায় 28 Apr [১৫ বৈশাখ]-সংখ্যা বেঙ্গলী-তে:

A New Mill...Mohini Mills Ltd. at Kustea Capital 1½ lakhs divided into 6,000 shares of Rs. 25 each. Eminent Zemindars like Raja Pramatha Bhusan Deb Rai, Sj Rabindranath Tagore and Sj Jagat Kishore Acharya Chowdhury of Muktagacha are the extraordinary directors of the company.

বিরাহিমপুর পরগণার জমিদারিকে পাঁচটি মণ্ডলীতে বিভক্ত করে রবীন্দ্রনাথ প্রজাকল্যাণের নূতন বন্দোবস্ত করেছিলেন। মণ্ডলীর ম্যানেজার সতীশচন্দ্র ঘোষকে ২২ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 4 Jum] তিনি লেখেন: 'সর্বতোভাবে প্রজাদের সহিত ধর্মসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা যে সর্বপ্রকারে প্রজাদের হিত ইচ্ছা করি, তোমাদের ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। তোমার অধীনস্থ মণ্ডলের অন্তর্গত পল্লীগুলির যাহাতে সর্বপ্রকারে উন্নতিসাধন হয় প্রজাদিগকে সর্বদাই সচেষ্ট করিয়া দিবে। নূতন ফসলের প্রবর্তনের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিবে। ইতিপূর্বে তোমাদের প্রতি যে মুদ্রিত উপদেশ বিতরণ হইয়াছে তদনুসারে কাজ করিতে থাকিবে।'[২১]

হিন্দুপ্রধান বিরাহিমপুর পরগণায় মণ্ডলীপ্রথা যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য অর্জন করেনি। রবীন্দ্রনাথ তাই মুসলমানপ্রধান কালীগ্রাম পরগণায় এই প্রথার কার্যকারিতা পরীক্ষায় ব্রতী হন। ২১ বৈশাখ [সোম 4 May] তিনি কর্মচারী জানকীনাথ রায়কে [1856-1929] লিখছেন: 'কালিগ্রাম পরগণাকেও আমি মহলে মহলে বিভক্ত করিয়া কার্য্যের ব্যবস্থা করিব। কিরূপ ভাগ করা যাইতে পারে এবং সেরেস্তার বর্ত্তমান কোন্ কোন্ কর্ম্মচারীর দ্বারা তাহার কাজ কিরূপ চালানো যাইবে তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিবে। যদি কালিগ্রামে ইতিমধ্যে সুবৃষ্টি হয় তবে পুণ্যাহের সময় আমি স্বয়ং সেখানে গিয়া নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিব।'[২২]

শিলাইদহ ও কুষ্টিয়ায় তাঁত-বোনার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল অনেক আগেই। এখান থেকে শিক্ষিত ছাত্রেরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন বাংলার সর্বত্র। নিজেদের জমিদারিতে যে-কয়েকটি তাঁতশালা স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে সূতা-সরবরাহের ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ আছে জানকীনাথকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে। ২১ বৈশাখ তাঁকে লিখেছেন: 'পতিসরে যদি সুতা চালাইবার সুবিধা থাকে তবে নমুনা দেখাইয়া সে সম্বন্ধে সচেষ্ট হইবে।' পুনশ্চ ২৯ বৈশাখ [মঙ্গল 12 May] লেখেন: 'সুতা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে মধুকে আজ উপেন্দ্র সেনের নিকট পাঠাইয়াছি। তুমি যে নম্বর সুতার যত বাণ্ডিল চাহিয়াছ তাহাতে এক গাঁঠের অতিরিক্ত বাণ্ডিল দিতে হয়। তাহা না করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর সুতার এক বাণ্ডিল করিয়া পাঠানোই শ্রেয় বোধ করি।'[২২ক] কিন্তু এই প্রচেষ্টার পরিণতিও শুভঙ্কর হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্ত দাসকে পরে এ-বিষয়ে বলেন: 'কুষ্টিয়ায় প্রতিষ্ঠিত আমার তাঁতের কারখানার ইতিহাস যদি কোন দিন জানতে পাও তো দেখতে পাবে, ওই তাঁতের সুতো ধরে আমি সর্বনাশের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতেও ইতস্তত করি নি। সুতো সরবরাহ করে যাঁরা আমাকে ঠকিয়েছিলেন, তাঁরা আমারই দেশের লোক; স্বদেশীয়ানাকে মূলধন করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা।'[২৩] ঘরে বাইরে [১৩২৩] ও চার অধ্যায় [১৩৪১] উপন্যাসে স্বদেশিয়ানার অন্তরালবর্তী যে বিকৃতির ছবি তিনি এঁকেছিলেন, সেটি তাঁরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ।

১৯ জ্যৈষ্ঠ [সোম 1 Jun] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে 'শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীকে এক পত্র লেখার মাশুল' ও 'রাচিতে এক পত্র' লেখার হিসাব পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ তখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সপরিবারে রাঁচিতে ছিলেন। কোনো পত্রই পাওয়া যায়নি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মামলা-মোকদ্দমা ও সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে তাঁর বালবিধবা কন্যা কমলার পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন ১২ ফাল্গুন ১৩১৪ [24 Feb 1908] তারিখে। 'সন্ধ্যা' 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকা এই বিবাহের বিরোধিতা করলেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় [চৈত্র ১৮২৯ শক। ১৯৮] ঘটনাটির উল্লেখ বিধবাবিবাহ

সম্পর্কে ঠাকুরপরিবারের পরিবর্তিত মনোভাবের ইঙ্গিত বহন করে। তাকেই কার্যকরী রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ বিপত্নীক মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটার সতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বালবিধবা কন্যা ছায়া-র বিবাহ দিয়ে। বিবাহটি হয় ৪ আষাঢ় [বৃহ 18 Jun]।[২৪] এই বিবাহ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উদ্যোগের কিছু নিদর্শন আছে তাঁর ক্যাশবহিতে: 'সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যর ৩১ জ্যৈষ্ঠ পাথুরিয়াঘাটা ও হরি ঘোষের ষ্ট্রীট যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া', ৭ আষাঢ় [রবি 21 Jun] তিনি নিজেই পাথুরিয়াঘাটা গিয়েছিলেন। এইদিন তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'এ সপ্তাহও বিয়ের হাঙ্গামে কলকাতায় আবদ্ধ হয়ে আছি। গতকাল ফুলশয্যা হয়ে বিবাহের অনুষ্ঠান চুকে গেছে আজ সত্য তার নববধূকে সঙ্গে করে আমাদের এখানে এসেছে।...সত্য বিবাহ করে চিকাগোতে গিয়ে ডাক্তার হবে কথা ছিল কিন্তু শ্বশুরের কাছ থেকে কেবল মাত্র তিন হাজার টাকা পাবার আশা আছে সেই জন্যে এই অল্প সম্বলে আমেরিকায় যাওয়া দুঃসাধ্য বলে সে সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ করেছে। এখন কথা হচ্চে কাশীতে গিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হবে।'[২৪ক] অবশ্য এই বিবাহের পরিণতি সুখকর হয়নি—মাত্র চার মাস পরেই সত্যেন্দ্রনাথ কয়েকদিনের জ্বরে পরলোকগমন করেন।

৯ আষাঢ় [মঙ্গল 23 Jun] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে তিনি প্রতি বুধবার সাপ্তাহিক উপাসনা করছিলেন, ৩ আষাঢ় [বুধ 17 Jun] তিনি এই পর্বের শেষ উপাসনা করেন, ৪ আষাঢ় ক্যাশবহিতে লিখিত হয়: 'গত রোজ আদি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের বাবু মহাশয়ের পাল্কী ভাড়া'। এছাড়া তিনি ৭ আষাঢ় কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটেও যাতায়াত করেন।

৯ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ দুই কন্যা ও পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবী ছাড়াও আরও কয়েকজনকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন; তাঁর ক্যাশবহিতে চারটি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটের সঙ্গে দুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ন টিকিট এবং একটি ইন্টার ক্লাশের ও চাকরদের জন্য পাঁচটি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয়ের হিসাব পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ের ছুটি ছিল ৩২ জ্যৈষ্ঠ [রবি 14 Jun] পর্যন্ত। নানাধরনের চিন্তায় বিব্রত থাকলেও বিদ্যালয়ের ভাবনাও এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে ভাবতে হয়েছে। বিদ্যালয়ে জলাভাব একটি গুরুতর সমস্যা ছিল। সেইজন্য বড়ো করে একটি ইঁদারা খুঁড়ে ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে পাম্প বসিয়ে জল তোলার কথা ভাবা হচ্ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লেখা অনেকগুলি চিঠিতে এ বিষয়ে পরামর্শাদি আছে। শিক্ষকের ভাবনাও ছিল। অনেকগুলি ছাত্রের সঙ্গে বেশ কয়েকজন শিক্ষক এই সময়ে বিদ্যালয়ে কাজ করছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন গ্রীষ্মাবকাশের পর কাজে যোগ দেবেন বলে আশা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১১ বৈশাখ [শুক্র 24 Apr] তাঁকে লেখেন:

শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্রে আপনার পথযাত্রার যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে আমাদের কোনো অসুবিধা দেখি না—কারণ, জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১৫ই জুন পর্য্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে। আপনি যদি ২৫শে মে তারিখেও ছুটি পান তথাপি ২০ দিন সময় হাতে পাইবেন। বিদ্যালয়কে আকৃতি দান, ইহার প্রকৃতিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলা কোনো এক ব্যক্তির শাসনাধীনে হইবে না। এ সম্বন্ধে আমি নিজের কর্তৃত্বের দ্বারা বিদ্যালয়কে চালিত করি না। আমি চেষ্টা করি প্রত্যেক অধ্যাপক নিজের শক্তিকে স্বাধীনভাবে এই বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করিতে পারেন—এমনি করিয়া সকলের স্বাধীন সহকারিতায় বিদ্যালয় ক্রমশ গঠিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি ভেদবশতঃ প্রথম প্রথম পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইত এখন ক্রমশ তাহা দূর হইয়া বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রত্যেকে নিজের স্বাভাবিক স্থান অধিকার করিয়াছেন; ক্রমেই বিদ্যালয়টি যান্ত্রিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া জৈবিক ভাব গ্রহণ করিতেছে। আপনিও ইহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া ইহাকে ভিতরের দিক হইতে উন্মেষিত করিয়া তুলিবেন, এই আশা করিতেছি।[২৫]

ক্ষিতিমোহন কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি লিখেছেন: 'বন্ধু চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকোতে গেলাম। এই তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ আলাপ। তিনি

বললেন—অসময়ে বসন্তরোগ হওয়ায় আশ্রমে এখন ছুটি। আপনিও ছুটি সম্ভোগ করুন। আষাঢ় মাসে এসে কাজে যোগ দেবেন।[২৬] ক্ষিতিমোহন সম্ভবত আষাঢ় মাসের প্রথমেই [Jun 1908] বিদ্যালয়ের কর্মভার গ্রহণ করেন। তিনি দিনলিপিতে লিখেছেন: 'আমি আসিয়া যখন কাজে যোগ দিলাম সতীশচন্দ্র রায়ের স্মৃতিতে আশ্রম মুহ্যমান।··· অজিতকুমার চক্রবর্তী ছিলেন সতীশচন্দ্র রায়ের বন্ধু। ...আমার পুরাতন বন্ধু বিধুশেখর শাস্ত্রী...তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক গ্রন্থলেখক বিখ্যাত জগদানন্দ রায় ও প্রসিদ্ধ শাব্দিক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অধ্যাপকগণ আশ্রমকে অলংকৃত করিতেছিলেন।...কবির গানের ভাণ্ডারী ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ।...তাহাকে পাইয়া যেন কবির সুরের প্রবাহ মুক্তধারায় বহিয়া চলিয়াছিল।...অজিতবাবু ও দিনেন্দ্রনাথ মুহূর্তের মধ্যে আমার বন্ধু বনিয়া গেলেন।'[২৬]

রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রমের সকলেও তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। সুতরাং তাঁর যোগদানে তাঁরাও খুশি হয়ে ওঠেন। সুনীল দাস জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ের অর্থাভাব দেখে ক্ষিতিমোহন মায়ের পরামর্শমতো তাঁর প্রতিশ্রুত মাসিক বেতনের অনেকটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিদ্যাবত্তা ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়তার কারণে বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষতার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত হয়। বিদ্যালয়ের আদর্শ ও পরিচালনাবিধি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চাইলে তিনি ২৭ কার্তিক ১৩০৯ [বৃহ 13 Nov 1902] তারিখে কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা কুড়ি পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ চিঠিটি [দ্র শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ২৭। ৪৩৫-৪৫] তাঁকে দেন। পত্রটি ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহেই থেকে যায়।

জমিদারিতে প্রজাকল্যাণের বন্দোবস্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ৩১ আষাঢ় [বুধ 15 Jul] প্রথমে কলকাতায় এবং পরে শিলাইদহ ও পতিসরে যান। কিন্তু বিদ্যালয়ের নবসৃষ্ট পরিবেশ ত্যাগ করে আসতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না, সেকথাটি ৫ শ্রাবণ [সোম 20 Jul] তিনি শিলাইদহ থেকে লিখে জানিয়েছেন ক্ষিতিমোহনকে:

> এখানকার কাজের তাগিদে চলিয়া আসিতে হইল। কিন্তু আপনাদের ছাড়িয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল না। এখানকার কাজে আমি একলা—সেখানে আপনাদের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার আনন্দ আমাকে নড়িতে দিতেছিল না। বিশেষত আপনার সঙ্গে পরিচয় ঘনাইয়া তুলিবার ইচ্ছাও মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমার সেখানকার মৌচাকে মধু বেশ ভরিয়া উঠিবার মুখেই আমাকে চাক ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইল—মনটা এখনো সেইদিক চাহিয়াই ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে।
>
> আপনি মনে করিতেছেন আপনি কেবল আপনার ছাত্রদের লইয়াই কাজ করিবেন—সেটা আপনার ভুল। আমরাও আছি। রসের অভাব হয়, পাথেয় কম পড়িয়া যায়—পরস্পরের কাছে ধার না লইলে মাঝে মাঝে পথের ধারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। ছাত্রদিগকে পাইয়া আমাদিগকে অবহেলা করিবেন না।[২৭]

ক্ষিতিমোহন সুরসিক মানুষ ছিলেন—বিদ্যাবত্তার সঙ্গে কাব্যরসপিপাসা ও কল্পনাকুশলতার আশ্চর্য সংমিশ্রণ হয়েছিল তাঁর প্রকৃতিতে। তাই তাঁর সঙ্গে দেনাপাওনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথেরও অনেক সাহিত্যসৃষ্টি ও কর্মায়োজন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। যথাস্থানে সেইসব প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

শরৎকুমার চক্রবর্তী ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড রওনা হওয়ার আগে থেকেই মাধুরীলতা শান্তিনিকেতনে ছোটো ছেলেদের পড়াবার ভার নিয়েছিলেন। দ্বিপেন্দ্রনাথের নিঃসন্তানা দ্বিতীয়া পত্নী ছাত্রদের 'বড়োমা' হেমলতা দেবী তাঁকে সাহায্য করতেন—অবসরসময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ বা অজিতকুমার বা বিধুশেখরের কাছে শিক্ষাগ্রহণও করতেন। ঢাকার উকিল বিভুচরণ গুহঠাকুরতার বালবিধবা বোন লাবণ্যলেখা রবীন্দ্রনাথের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। কাদম্বিনী দত্ত এইরূপ আর-একটি মেয়ের কথা লিখলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকেও স্বাগত জানান: 'তুমি যে মেয়েটির কথা লিখিয়াছ তাহাকে আমি আশ্রয় দিতে পারি। যদি

তুমি তাহাকে স্থিরবুদ্ধি ও সৎস্বভাব বলিয়া জান তবে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইতে পার। এখানে আমার মেয়েরা আছে, তাহার কোনো কষ্ট হইবে না। এমন কি, আমার বড় মেয়ের কাছে তাহার ইংরেজি পড়ার অনেকটা সাহায্য হইতে পারে। ইন্দু যদি ছোট ছেলে পড়াইবার ভার লইতে সক্ষম হয় তবে তাহাকে রীতিমত কাজে নিযুক্ত করিয়া দিতে পারিব—তদ্দ্বারা তাহার ক্রমশঃ কিছু সঞ্চয়ের সুযোগও হইতেও পারে।'[২৮]

এইসব আয়োজনে শিশুশিক্ষার ভার মেয়েদের হাতে থাকাই ভালো, রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের আকাঙক্ষার ইঙ্গিতও হয়তো পাওয়া যায়। পরীক্ষামূলক স্বল্পজীবী সেই বালিকা-বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল এই বছরেরই শেষ দিকে।

উক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'রাজা প্রজা নামক আমার বই নূতন বাহির হইয়াছে হাতে আসিয়া পৌঁছিলেই তোমাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব।' গদ্যগ্রন্থাবলীর দশম ভাগ 'রাজা প্রজা' বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশিত হয় 30 Jun [মঙ্গল ১৬ আষাঢ়] রথযাত্রার দিন। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের কলকাতা-শাখা দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম রবীন্দ্র-গ্রন্থ এটিই—হয়তো প্রথমতম। চিন্তামণি ঘোষ 4 Jun 1884 তারিখে ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।[২৯] এই প্রেসে প্রথমে হিন্দি ও ইংরেজি বই ও পত্রিকা ছাপা হত—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বৈশাখ ১৩০৮ থেকে 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলে ইণ্ডিয়ান প্রেসে বাংলা ছাপা আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রভক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [1877-1938] 1907-এ উক্ত প্রেসে যোগদান করেন। পরের বছরই তিনি দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় আসেন। তিনি লিখেছেন: 'আমার উপরে ভার ছিল সমস্ত প্রসিদ্ধ লেখকের বই প্রকাশের অধিকার সংগ্রহ করার। আমি রবিবাবুকে দিয়ে বউনি করব সঙ্কল্প করে রামানন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে রবিবাবুর কাছে গেলাম।'[৩০] রবীন্দ্রনাথ এর আগেই মজুমদার লাইব্রেরির শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের অব্যবসায়িকতায় বিরক্ত ছিলেন, তিনি সানন্দে চারুচন্দ্রের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। 14 Jul [মঙ্গল ৩০ আষাঢ়] শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারীর পক্ষে চারুচন্দ্রের মধ্যে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে 2 Jun 1914 [মঙ্গল ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১] তারিখে রবীন্দ্রনাথ ও চিন্তামণি ঘোষের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির খসড়ায় বর্তমান চুক্তি-দুটির বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে: 'an agreement dated 14th July 1908 and made between the Author and Charu Chandra Bandopadhya on behalf of the Publisher... the author gave permission...to publish and sell the "Poetical Works"...another agreement of the same date and between the same parties...to publish and sell... "Complete Prose Works" in 16 parts "little stories" and "Novels" including "Gora"....'[৩১] কিন্তু লক্ষণীয়, উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হবার অনেক আগেই ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে 'রাজা প্রজা' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৯ আষাঢ় [শুক্র 3 Jul] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহির একটি হিসাব থেকে জানা যায় উভয়ের মধ্যে আর্থিক লেনদেনও হয়েছে: 'মা° বাবু চারূচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দং গদ্যগ্রন্থাবলী ছাপান ৯ম ভাগ পর্য্যন্ত ব্যায় সমেত খেয়া বইয়ের যে টাকা খরচ হইয়াছে তাহা তাহার মধ্যে বিক্রী করার আয় বাবদ বাকী মোট খরচ—১৪৫২ ৯/ বাদ...বই বিক্রী ৪৮৭।লে৬/ বাকী পাওয়া যায় ৯৬৫৩/ কাব্যগ্রন্থাবলির মুল্য বাবদ ১০০০/ ১৯৬৫৩'। এ থেকে বোঝা যায় খেয়া-সহ গদ্যগ্রন্থাবলী ও কাব্যগ্রন্থ-এর সমস্ত অবিক্রীত খণ্ড ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং-কে হস্তান্তর ও 'রাজা প্রজা'

প্রকাশের আয়োজন রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকার সময়েই সম্পন্ন করেন, আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্র 14 Jul [৩০ আষাঢ়] শান্তিনিকেতনে স্বাক্ষরিত হয়।

'রাজা প্রজা' গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ নিম্নে সংকলিত হল: অর্ধ-আখ্যাপত্র: রাজা প্রজা।

আখ্যাপত্র: গদ্যগ্রন্থাবলী, ১০ম ভাগ/ রাজা প্রজা।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য ১্।

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক—দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস,/ ৭৩। ১ সুকিয়াস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।/ কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ 'দিনময়ী প্রেসে'/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+২ [সূচি]+১৬২; মুদ্রণসংখ্যা: ১০৫০।

এগারোটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়:

[১] ইংরাজ ও ভারতবাসী	[সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০]
[২] রাজনীতির দ্বিধা	[ঐ, চৈত্র ১৩০০]
[৩] অপমানের প্রতিকার	[ঐ, ভাদ্র ১৩০১]
[৪] সুবিচারের অধিকার	[ঐ, অগ্র° ১৩০১]
[৫] কণ্ঠরোধ	[ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫]
[৬] অত্যুক্তি	[বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯]
[৭] ইম্পীরিয়ালিজ্ম্	[ভারতী, বৈশাখ ১৩১২]
[৮] রাজভক্তি	[ভাণ্ডার, মাঘ ১৩১২]
[৯] বহুরাজকতা	[ঐ, আষাঢ় ১৩১২]
[১০] পথ ও পাথেয়	[বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫]
[১১] সমস্যা	[ঐ/প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৫]

আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

ভারতী, আষাঢ় ১৩১৫ [৩২।৩]:

৯৭-১১৬ 'পথ ও পাথেয়' দ্র রাজাপ্রজা ১০। ৪৪৫-৬৭

রচনাটি ইতিপূর্বেই জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের একই রচনা যুগপৎ বা আগে-পিছে একাধিক সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হওয়ার প্রথাটি এইভাবে শুরু হয়।

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৫ [৮/৩]:

১১৩-২৪ 'গোরা' ২৪-২৭ দ্র গোরা ৬। ২৬০-৭৬ [২৩-২৫]

১৫৩-৬৩ 'সমস্যা' দ্র রাজাপ্রজা ১০। ৪৬৮-৮৪

'গোরা' উপন্যাসের পত্রিকায় প্রকাশিত ২৬শ অধ্যায়ের কিয়দংশ ছাড়া বাকিটুকু রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে বর্জন করেন, ঐ অংশটুকু গ্রন্থের ২৫শ অধ্যায়ের মধ্যে যুক্ত হয়েছে। পত্রিকার ২৭শ পরিচ্ছেদের একটি বড়ো অংশও গ্রন্থে পরিত্যক্ত।

'সমস্যা' প্রবন্ধটি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৫ [৮।৩]:

১৫৩-৬৬ 'সমস্যা' দ্র রাজাপ্রজা ১০। ৪৬৮-৮৪

৩১ আষাঢ় [বুধ 15 Jul] রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র রায়কে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় আসেন। দিনেন্দ্রনাথও এসেছিলেন, পরের দিন ১ শ্রাবণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন: 'যোড়াসাঁকোয় এলুম—রবি ও দিনুর সঙ্গে দেখা হল।' শিলাইদহ ও পতিসর ভ্রমণান্তে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে ২৪ শ্রাবণ [শনি ৪ Aug] বালিগঞ্জে এলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'বৈকালে রবি এসেছিলেন রবি এখন লম্বা দাড়ী রেখেছেন'—যৌবনারম্ভ থেকেই শ্মশ্রুমণ্ডিত রবীন্দ্র-মুখমণ্ডলের ছবি আমরা দেখে আসছি, পিতৃশ্রাদ্ধের সময়ে তিনি মাথা না কামিয়ে কেবল দাড়ি-গোঁফ বিসর্জন দিয়েছিলেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়ারি থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই সময়ে তাঁর দাড়ি দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে বর্ধিত হয়েছিল।

২ শ্রাবণ [শুক্র 17 Jul]ও রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন, এই দিন 'বাবু মহাশয়ের স্থানে২ পত্র পাঠান তাহার টিকিট ব্যায়'-এর হিসাব পাওয়া যায়। সম্ভবত ৩ শ্রাবণ তিনি শিলাইদহ রওনা হন, ৪ শ্রাবণ সেখানে 'বাবু মহাশয়ের নিকট এক পত্র' প্রেরিত হয়েছে। এই দিন অজিতকুমারকে তিনি লেখেন:

কথাই ত আছে তোমার মা এলেই তাঁকে শিশুবিভাগের ভার দেওয়া হবে। এক কাজ কোরো—এখন নগেন্দ্র [আইচ] যে ঘরে আছেন সেই ঘরটি তাঁকে দিলে তিনি আরামে থাকতে পারবেন এবং ওখান থেকে রান্নাঘর ভাঁড়ার প্রভৃতি তাঁর পরিদর্শনের আয়ত্তগম্য হতে পারবে।...বেলা মীরাও যেন তাঁর সহকারিতা করে শিক্ষালাভ করতে পারে সেইমত ব্যবস্থা করে দিও। তোমার মার সঙ্গে মিলে কাজ করলে ঘরকরা সম্বন্ধে ওদের অনেকটা অভিজ্ঞতা জন্মাবে।

অজিতকুমারের পারিবারিক সমস্যার সমাধানের সঙ্গে মেয়েদের সম্মানজনক স্বনির্ভরতার সন্ধান দেওয়ার ইচ্ছাটুকুও এখানে লক্ষণীয়। ৫ শ্রাবণ ক্ষিতিমোহনকে তিনি যে চিঠি লেখেন তার কিয়দংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি, অজিতকুমারকেও সেই কথা লিখেছেন: 'তাঁকে পেয়ে বিদ্যালয়ে আমাদের সাধনা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে বলে মনে খুব আশা হয়েছে। তোমরা উভয়ের বলে পরস্পর বলী হতে পারবে এবং বিদ্যালয়কে বলদান করবে। তোমাদের ছেড়ে আসতে আমার মন চাচ্ছিল না কিন্তু এখানকার কাজকে আর ফেলে রাখা সম্ভব ছিল না। এখানেও হৃদয়ক্ষেত্রে চাষ দেবার কাজ—অনেক শক্ত ঢেলা ভাঙতে হবে—জমিকে প্রীতিবর্ষণের দ্বারা সরস না করতে পারলে কোনো ফসল ফলবে না'।[৩২]

সেই চাষ দেওয়ার কাজ তিনি বিরাহিমপুর পরগণার জমিদারিতে কয়েকমাস আগেই শুরু করেছিলেন—'পথ ঘাট সংস্কার করে, জল কষ্ট দূর করে, শালিসের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্ম্মগোলা' বসিয়ে গ্রামের লোককে নিজের হিতসাধনে প্রবৃত্ত করানো হয়েছিল। পরগণাকে পাঁচটি মণ্ডলীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক মণ্ডলীতে একজন করে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। কাজ করতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীনও হতে হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ ৩০ আষাঢ় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন: 'আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্চে—হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই।'[৩৩] অন্য অসুবিধাও ছিল। মণ্ডলীর অধ্যক্ষ প্রাক্তন বিপ্লবকর্মী ভূপেশচন্দ্র রায়কে রবীন্দ্রনাথ ১৭ শ্রাবণ [শনি 1 Aug] পতিসর থেকে লিখেছেন: 'পুলিস পুনর্ব্বার তোমার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছে। এজন্য পুলিসকে দোষ দেওয়া চলে না। দেশে যেরূপ-উৎপাত ঘটিতেছে তাহাতে পুলিস সতর্ক না হইয়া কি করিবে? অনেক নিরীহ সৎকর্ম্মেরও ব্যাঘাত ঘটিবে এবং অনেক নির্দ্দোষ লোককেও দুঃখ পাইতে হইবে।' তবে এতে বিচলিত না হয়ে কর্তব্য করে যাওয়ার উপদেশ ও কাজের ফিরিস্তি দিয়ে তিনি লিখেছেন:

প্রজাদের বাস্তুবাড়ি, ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুৎ সূতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল আলুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে

কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে। অবশ্য তাহাতে জলসেচন আবশ্যক করে। এইজন্য প্রত্যেকে যদি নিজের ভিটায় দুই এক কাঠাও বপন করে তবে তাহার জলসেচন নিতান্ত অসাধ্য হয় না। কাছারিতে যে আমেরিকান ভুট্টার বীজ আছে তাহা পুনর্ব্বার লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। বোধ হয় ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি লাগাইলে শীতের সময় ফল পাইতে পার। কৃষি-বিজ্ঞানের উপদেশমত চেষ্টা করিবে। অনঙ্গকে এ সম্বন্ধে কৃষিবিজ্ঞানের মত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইও। বই তাহার কাছেই আছে।[৩৪]

১৩০৫-০৭ বঙ্গাব্দে কৃষিবিজ্ঞানীদের উপদেশানুসারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই সমস্ত অর্থকরী ফসল চাষের পরীক্ষা করে অসফল হয়েছিলেন। কিন্তু এদের সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি যে হতাশ হননি এই চিঠিই তার প্রমাণ। কৃষকদের দুরবস্থা মোচনের এইটিই প্রকৃষ্ট পথ স্বাধীনতা-উত্তর কৃষি-পরিকল্পনায় তা প্রমাণিত হয়েছে।

কয়েকদিন শিলাইদহে কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১০ শ্রাবণ [শনি 25 Jul] জলপথে পতিসর রওনা হন। পূর্বদিন তিনি ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখেছেন: 'কাল পতিসরে রওনা হইব। পৌঁছিতে দিন পাঁচেক লাগিবে।'[৩৫] কাজের তাগিদে এলেও বর্ষাকালে নৌভ্রমণের আনন্দলাভও যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই দীর্ঘ পথযাত্রাই তার প্রমাণ। ১০ শ্রাবণ সেই কথাই লিখেছেন নির্ঝরিণী সরকারকে: 'আমি কিছুদিন শিলাইদহে পদ্মানদীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। এ জায়গাটি সুন্দর নির্জ্জন এবং স্বাস্থ্যকর—সেইজন্য সুযোগ পাইলেই আমি এইখানে আসিয়া জলে বাস করি।'[৩৬]

১৫ শ্রাবণ [বৃহ 30 Jul] রবীন্দ্রনাথ পতিসরে পৌঁছে ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'আজ পতিসরে পৌঁছিয়াছি। কাজ সারিয়া যত শীঘ্র পারি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যগ্র আছি।'[৩৭] কাজটি হল বিরাহিমপুরের মতো কালীগ্রাম পরগণাকেও কয়েকটি মণ্ডলীতে বিভক্ত করে প্রজাকল্যাণের ব্যবস্থা করা। ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও প্রতিপত্তি হ্রাসের ভয়ে অন্যের বিরোধিতা করার আশঙ্কা এখানেও ছিল, তাই রবীন্দ্রনাথকে সাবধানে অগ্রসর হতে হয়েছে। ১৯ শ্রাবণ [সোম 3 Aug] তিনি সতীশচন্দ্র ঘোষকে লেখেন: 'যদি খয়রাতুল্যাকে কালীগ্রামে আনিয়া কালোয়া মণ্ডলীকে অন্যান্য মণ্ডলীর মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তবে তোমার অংশে কালোয়া ও রঘুনাথপুর লইতে পারিবে কিনা লিখিবে। এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কেহ যেন কিছু না জানিতে পারে।'[৩৮]

কালীগ্রাম পরগণাকে পতিসর, কামতা ও রাতোয়াল—এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। পরগণার প্রজাকল্যাণ মূলক কেন্দ্রীয় সমিতির নাম 'কালীগ্রাম হিতৈষী সভা', তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তিনটি 'বিভাগীয় হিতৈষী সভা'। প্রত্যেক গ্রামের বাসিন্দারা সেই গ্রামেরই একজন প্রবীণকে 'প্রধান' নির্বাচন করে, প্রতি বিভাগের সকল গ্রামের প্রধানদের নিয়ে বিভাগীয় হিতৈষী সভা গঠিত। তিন বিভাগের প্রধানরা মিলে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার সভ্য নির্বাচন করে। এদের বলা হয় পরগণার পঞ্চপ্রধান। কেন্দ্রীয় সভায় জমিদারেরও একজন প্রতিনিধি থাকে। প্রজারা খাজনা দেওয়ার সময়ে খাজনার প্রতি টাকায় তিন পয়সা হারে চাঁদা দেয়, সেই টাকাই হয় হিতৈষী সভার তহবিল। আদায়ী টাকা তিন অংশে ভাগ করে তিনটি বিভাগীয় হিতৈষী সভার হাতে দেওয়া হয়। সভার পক্ষ থেকে একজন করে বেতনভোগী কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়, সভার নির্দেশানুসারে তিনিই সমস্ত কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করেন।

সাধারণত বছরে একবার কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার অধিবেশন হয়। পূর্ব বৎসরের হিসাব পরীক্ষা ও কাজকর্মের পর্যালোচনা এবং আগামী বছরের জন্য কাজের প্রোগ্রাম স্থির করা ও সেই অনুযায়ী খরচের বাজেট

প্রস্তুত করা এই অধিবেশনের প্রধান কাজ—'আর-একটি কাজ ছিল জমিদারি পরিচালনায় কর্মচারীদের কোনো ত্রুটি বা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার ঘটলে জমিদার মহাশয়কে সে বিষয় জানানো'।

প্রজাদের চাঁদা থেকে হিতৈষী সভার পাঁচ-ছ হাজার টাকা বার্ষিক আয় ছিল, তাদের উৎসাহ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এস্টেট থেকে আরো দু'হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করেন। হিতৈষী সভা কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামে পাঠশালা, তিন বিভাগে তিনটি মধ্য-ইংরেজি স্কুল স্থাপন করে, পতিসরের হাই স্কুলটির উন্নতিসাধন করা হয়। স্কুলবাড়ি ও ছাত্রাবাস নির্মাণের ব্যয় এস্টেটই বহন করে। চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়। প্রথমে পতিসরে একটি ডাক্তারখানা খোলা হয়, পরে অন্য বিভাগগুলিতেও ডাক্তার-সহ ডিস্‌পেনসারি স্থাপিত হয়। রাস্তাঘাট তৈরি করা, মজা ডোবা ও পুকুরের সংস্কার, জঙ্গল পরিষ্কার, কূপ খনন ইত্যাদি জনহিতকর কাজের দায়িত্বও হিতৈষী সভা গ্রহণ করেছিল। দেওয়ানি বিচারের ক্ষেত্রে সালিশি ব্যবস্থার প্রবর্তনও জনকল্যাণ সাধন করে।[৩৯]

অবশ্য সব কাজ একসঙ্গে আরম্ভ করা যায়নি, ধীরে ধীরে কর্মব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনবরতই কর্মবিধির সংস্কার ঘটানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ পতিসর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন সম্ভবত ২৪ শ্রাবণ [শনি ৪ Aug], এই দিন 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের বালিগঞ্জ যাতায়াতের' হিসাব পাওয়া যায়।

এর মধ্যে তাঁর গদ্যগ্রন্থাবলী-র একাদশ ভাগ 'সমূহ' প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে প্রকাশের তারিখ 25 Jul [শনি ১০ শ্রাবণ], মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। গ্রন্থটির অন্যান্য বিবরণ:

অর্ধ-আখ্যাপত্র: সমূহ।

আখ্যাপত্র: গদ্যগ্রন্থাবলী, ১১শ ভাগ/ সমূহ।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য।।০

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক/কলিকাতা—দি ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্/ ৭৩।১

সুকিয়া স্ট্রীট।/এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস।/কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ 'কান্তিক প্রেসে'/

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+২ [সূচি]+১২১।

ছ'টি প্রবন্ধ এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়:

[১] স্বদেশী সমাজ	[বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১১]
[২] "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট	[ঐ, আশ্বিন ১৩১১]
[৩] দেশনায়ক।	[ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩]
[৪] সফলতার সদুপায়	[ঐ, চৈত্র ১৩১১]
[৫] পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে অভিভাষণ	[প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৪]
[৬] সদুপায়	[ঐ, শ্রাবণ ১৩১৫]

মুদ্রণালয় 'কান্তিক প্রেস' অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় [1888-1929] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় আষাঢ় ১৩১৫-তে। নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "১৯০৮ সালের আষাঢ় মাসে তিনি [মণিলাল] খুললেন প্রেস। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রেসের নামকরণ করলেন। প্রেসের নাম হলো কান্তিক প্রেস।...'কান্তিক' কথার অর্থ আমরা বুঝিনি—ভেবেছিলুম, 'কান্তি'-যুক্ত হবে। হেসে রবীন্দ্রনাথ বললেন—'কান্তিক' কথার অর্থ 'লোহা'।"[৪০]

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফেরার কয়েকদিন পরে গদ্যগ্রন্থাবলী-র দ্বাদশ খণ্ড 'স্বদেশ' প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 12 Aug [বুধ ২৮ শ্রাবণ], মুদ্রণসংখ্যা ১০৫০। গ্রন্থটির অন্যান্য বিবরণ:

আখ্যাপত্র: গদ্যগ্রন্থাবলী, ১২শ ভাগ/ স্বদেশ। /শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য।।০

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক/কলিকাতা—দি ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্/ ৭৩।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্। এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস।/ কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, 'কান্তিক প্রেসে'/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২ [সূচি]+১১৯।

আটটি প্রবন্ধ এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়:

[১] নূতন ও পুরাতন	['য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' প্রথম খণ্ডের (১২৯৮) প্রথমাংশ]
[২] নববর্ষ	[বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৯]
[৩] ভারতবর্ষের ইতিহাস	[ঐ, ভাদ্র ১৩০৯]
[৪] দেশীয় রাজ্য	[ঐ, শ্রাবণ ১৩১২]
[৫] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা	[ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮]
[৬] ব্রাহ্মণ	[ঐ, আষাঢ় ১৩০৯]
[৭] সমাজভেদ	[ঐ, আষাঢ় ১৩০৮]
[৮] ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত	[ঐ, আশ্বিন ১৩১0]

রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ডে [১৩৪৯] 'স্বদেশ' গ্রন্থে কেবল ১, ৭ ও ৮-সংখ্যক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অন্য প্রবন্ধগুলি 'আত্মশক্তি' ও 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

শ্রাবণ মাসে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৫ [৩২।৪]:

১৬৭-৭৪ 'সদুপায়' দ্র সমূহ ১০। ৫২২-৩১

বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৫ [৮] ৪]:

২১২-১৯ 'সদুপায়' দ্র সমূহ ১০। ৫২২-৩১

বঙ্গদর্শন-সম্পাদক পাদটীকায় লেখেন: 'এই প্রবন্ধটি ভারতী সম্পাদিকা মহাশয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।'

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৫ [৮।৪]:

১৬৯-৭৫ 'গোরা' ২৮-২৯ দ্র গোরা ৬। ২৭৬-৮৭ [২৬-২৭]

২২১-২৬ 'সদুপায়' দ্র সমূহ ১০। ৫২২-৩১

এই সংখ্যায় গোরা-র যে কিস্তি মুদ্রিত হয়, তাতে শহুরে গোরার গ্রাম্য ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর প্রয়োজন ছাড়াও এই বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

সুপ্রভাত, শ্রাবণ ১৩১৫ [২।১]:

৬ 'তুমি' ['কত অজানারে জানাইলে তুমি'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৬-৭[৩]

মুদ্রিত গ্রন্থে গানটির রচনাকাল '১৩১৩'; বর্তমান বৎসরের [১৩১৫] মাঘোৎসবে প্রথম গীত হয় দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮০, হাম্বীর-তেওরা; স্বর ২৬। গানটির মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুলেখন দেখা যায় রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে ইংরেজি গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে।

২৪ শ্রাবণ [শনি 8 Aug] কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ সপ্তাহখানেক সেখানে অবস্থান করেন। এই দিন এবং ২৭ শ্রাবণ তিনি বালিগঞ্জে যান। ২৮ শ্রাবণ [বুধ 12 Aug] তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ছাত্রসমাজের অধিবেশনে 'পূর্ব ও পশ্চিম' শীর্ষক প্রবন্ধটি [দ্র সমাজ ১২। ২৬১-৭৩] পাঠ করেন। সংবাদপত্রে এই বক্তৃতার কোনো বিজ্ঞপ্তি বা প্রতিবেদন আমরা দেখিনি, ক্যাশবহিতে '২৮ রোজ ব্রাহ্ম সমাজে বাবু মহাশয় বক্তৃতা করিতে যাওয়া'র হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

প্রবন্ধটি রবীন্দ্রমানসের একটি স্পষ্ট দিক্-পরিবর্তনের আভাস দেয়। তরুণ বয়স থেকেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ নিয়ে তিনি ভেবে এসেছেন; বঙ্গদর্শন-পর্বে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন প্রাচ্যমহিমার দ্বারা। কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হল, গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতারা যখন তাকে হিন্দু প্রতীক ও আদর্শের রঙে রঞ্জিত করতে আরম্ভ করলেন ও তারই প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অসহযোগিতা ও বিরোধের পথ বেছে নিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথকে বিষয়টি সামগ্রিকভাবে ভেবে নিতে হল। হিন্দুত্বের আদর্শের মধ্যে একসময়ে তিনি একীকরণের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে তিনি বললেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যা-কিছু ভালো তার একীকরণের উপর ভারতবর্ষের ইতিহাসের সার্থকতা নির্ভর করছে। রামমোহন-রানাডে-বিবেকানন্দ-বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার উল্লেখ করে তিনি বললেন, 'আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব-পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।' ভারতের ইতিহাসে ইংরেজের আবির্ভাবকে তাই তিনি এই দিক থেকে দেখতে বললেন। সেই ভাবে দেখলে বর্তমান সময়ে দেশবাসীর মনে ইংরেজ সম্পর্কে যে বিরোধিতা জেগে উঠেছে তাকেও মিলনের তাৎপর্যে গ্রহণ করা যায়। একদা ডেভিড হেয়ারের মতো মহাত্মা এদেশবাসীর অত্যন্ত নিকটে এসে ইংরেজচরিত্রের মহত্ত্ব তাঁদের হৃদয়ের সম্মুখে এনে ধরতে পেরেছিলেন—তখনকার ছাত্ররা সত্যই ইংরেজজাতির কাছে হৃদয় সমর্পণ করেছিল, ইংরেজি সাহিত্যে ইংরেজি সভ্যতার চরম অভিব্যক্তি তাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। কিন্তু এখন অবস্থান্তর ঘটেছে। স্বদেশে ইংরেজের সমাজ তার নীচতাকে দমন করে মহত্ত্বকেই উদ্দীপিত রাখার জন্য চারদিক থেকে নানা চেষ্টা সর্বদা প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু এদেশে ইংরেজ সমগ্র-মানুষের-ভাবে কোনো সমাজের সঙ্গে যুক্ত নয়—এখানে ইংরেজ-সমাজ হয় সিভিলিয়ান-সমাজ, নয় বণিক-সমাজ, নয় সৈনিক-সমাজ—'এই সকল ক্ষেত্রের সংস্কার সকল সর্বদাই তাহাদের চারিদিকে কঠিন আবরণ রচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শে সেই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারিদিকে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে না।' ভারতবাসীর সংস্পর্শে তাই ইংরেজের কোনো আনন্দ নেই। একদল ভারতবাসী উপাধি সম্মান বা চাকরির লোভে ইংরেজের দরবারে হাত জোড় করে উপস্থিত হয়ে তাদের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, অন্যদল 'কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে' আঘাত করতে চেয়ে তাদের পাপপ্রকৃতিকে জাগরিত করে তুলছে—কোনোভাবেই ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্বকে আমরা

আকর্ষণ করতে পারছি না। আসলে নিশ্চেষ্টভাবে কেবল ভিক্ষাবৃত্তি করে কোনো বড়ো জিনিসকে যথার্থভাবে লাভ করা যায় না—'সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না'। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন, ইংরেজের সঙ্গে বিরোধের মাধ্যমেও আমরা যদি আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি তবে উভয়ের মধ্যে আদানপ্রদান সহজ হবে—'যে ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহার প্রকৃতিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।' তিনি বললেন: 'নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া দেশের সর্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতি সাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরাজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতে হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না।' সেই সমভূমিতে পূর্ব ও পশ্চিমের যথার্থ মিলন হবে।

'পূর্ব্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধটি ভাদ্র-সংখ্যা ভারতী ও প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়। ভাষণটির একটি 'সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম' ভাদ্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে ছাপা হয়—সম্ভবত কোনো ব্যক্তি বক্তৃতার নোট নিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেটির সংস্কার সাধন করেন—রচনাটিতে তাঁর হস্ত-স্পর্শ অনুভব করা যায়।

২৯ শ্রাবণ [বৃহ 13 Aug] জোড়াসাঁকোয় অরুণেন্দ্রনাথের পুত্র অজীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন হয়। ১৯ শ্রাবণ [সোম 3 Aug] রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে পতিসর থেকে লিখেছিলেন: 'অরুর ছেলের ভাত দেখে যাবি না ত কি? আমিও এ মাসের শেষাশেষি কলকাতায় পৌঁছব—তখন তোকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুর যাব। ততদিন তুই তোর সুকেশী বৌঠানের জিম্মায় থাকিস্।'[৪১] তিনি অন্নপ্রাশনে ৪ টাকা যৌতুক দেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লেখেন: 'রবির ছবি আঁকলুম।'

৩০ শ্রাবণ [শুক্র 14 Aug] 'জে, সি, বসু, শরৎ[কুমার চক্রবর্তী]বাবুর নিকট পত্র পাঠান মাশুল' ও 'বাবু মহাশয়ের কয়েকখান পত্র' পাঠানোর হিসাব পাওয়া যায়—কিন্তু এর একটিও উদ্ধার করা যায়নি। আগের দিন তিনি নির্ঝরিণী সরকারকে লিখেছিলেন: 'আগামী কল্য বোলপুরে গমন করিব।'[৪২] এই দিনও তিনি ভবানীপুর যাতায়াত করেন। পরে মীরা দেবী ও ভৃত্য উমাচরণ দাস[নন্দী]কে নিয়ে শান্তিনিকেতন রওনা হন।

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে আশ্রম-বিদ্যালয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে শ্রীপঞ্চমীর দিনে [৪ মাঘ: 18 Jan 1907] শমীন্দ্রনাথের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের প্রথম ঋতু-উৎসব বসন্তোৎসব হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন না। এবারে বর্ষা-উৎসবের আয়োজন করলেন ক্ষিতিমোহন সেন ও অন্যান্য শিক্ষকগণ। অবশ্য এই উৎসবের অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন:

> মনে আছে একদিন বর্ষার সন্ধ্যা। কয়েকজন গুরুদেবের চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া আছি। বর্ষার অজস্রতায় একটি গভীর ভাব সকলের মনকে পাইয়া বসিয়াছে। গুরুদেব বলিলেন, "যদি আমরা প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঋতুকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি তবেই আমাদের চিত্তের সব দৈন্য দূর হয়, অন্তরাত্মা ঐশ্বর্যময় হইয়া উঠে। প্রাচীনকালে আমাদের পিতামহেরা হয়তো এই তত্ত্ব জানিতেন। তাই প্রাচীন কালের আয়োজনের মধ্যে ঋতুতে-ঋতুতে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার যে সব উৎসব ছিল তাহার একটু-আধটু অবশেষ এখনও খোঁজ করিলে ধরা পড়ে। আমরাও যদি ঋতুতে-ঋতুতে নব নব ভাবে উৎসব করি তবে কেমন হয়?" আমরা মনে মনে স্থির করিলাম—এই বর্ষাতেই একটি বর্ষা-উৎসব করিতে হইবে।
>
> কিন্তু হঠাৎ কি কারণে গুরুদেব কিছুদিনের জন্য বাহিরে গেলেন।[৪৩]

এই বর্ণনা থেকে মনে হয়, উক্ত কথাবার্তা আষাঢ় মাসের শেষদিকে ঘটেছিল—শিলাইদহ ও পতিসর যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন ৩০ আষাঢ়। উৎসব হয় শ্রাবণের শেষদিকে। তার বর্ণনাও ক্ষিতিমোহন দিয়েছেন:

বর্ষাঋতু অর্থাৎ শ্রাবণমাস বিদায় লইতে উদ্যত হইল। বীরভূম জেলায় এমনি বর্ষা ক্ষণস্থায়ী, মেঘবাদলও যায় যায়। তখন স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি সকলে মিলিয়া একটা বর্ষা-উৎসবের আয়োজন করা গেল। বর্ষার জন্য বৈদিক পর্জন্য দেবতার বেদি সাজান হইল, ভালো ভালো পর্জন্যস্তুতি উচ্চারিত হইল, তারপর রামায়ণ হইতে বর্ষার বর্ণনা, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের বর্ষাবর্ণনা পড়া হইল, বৈষ্ণব কবিগণের বর্ষার গান, ইংরাজী হইতেও কিছু কিছু বর্ষার কবিতা পাঠ এবং সর্ব্বশেষে গুরুদেবের কাব্য হইতে বর্ষার ভালো ভালো কবিতা পঠিত হইল। দিনুবাবু সদলবলে "অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ" এই বৈদিক বর্ষাসংগীতটি সুর সহ গান করিলেন। মোটের উপর উৎসবটি ভালই হইল। দিনুবাবু ও অজিতবাবুর পত্রে গুরুদেব দূর হইতেই এই সব খবর শুনিয়া খুব খুশি হইলেন।[৪৪]

ক্ষিতিমোহন অনুষ্ঠানটির তারিখ উল্লেখ করেননি, উক্ত পত্রগুলির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই তাঁর খুশি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন সেগুলিও পাওয়া যায়নি। অজিতকুমারের লেখা অনেক চিঠি রবীন্দ্রনাথ সযত্নে রক্ষা করেছিলেন, তার মধ্যেও বর্ষা-উৎসবের বর্ণনা-সংবলিত কোনো চিঠি নেই। তাই অনুষ্ঠানটির তারিখ ও বিস্তৃততর কোনো বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। এই সময় পর্যন্ত লেখা রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতির ভূমিকা তেমন ব্যাপক নয়, বর্ষার গানও লক্ষণীয়ভাবে কম [তখনও 'ঐ আসে ঐ অতি', 'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে', 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে' প্রভৃতি কবিতায় সুরযোজনা হয়নি]—তাই প্রধানত তাঁর বর্ষা-বিষয়ক কবিতা পাঠ করে 'শতেক যুগের কবিদলে'র মধ্যে তাঁর অবদান স্মরণ করা হয়েছিল।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করে বর্ষা-উৎসবের বিবরণ শুনে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে শরৎকালকে আহ্বান করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন:

বর্ষা গেল, খুব ভালো করিয়া শারদোৎসব করিবার জন্য কবি উৎসুক হইলেন। আমাদিগকে বলিলেন, বেদ হইতে ভালো শারদশোভার বর্ণনা খুঁজিয়া বাহির করিতে। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে খোঁজ চলিল। কবি লাগিয়া গেলেন শরৎকালের উপযুক্ত সব গান রচনা করিতে। একে একে অনেকগুলি গান রচিত হইল। ক্রমে তাঁহারা মনে হইল গানগুলিকে একটি নাট্যসূত্রে বাঁধিতে পারিলে ভালো হয়। তাহার পর তৈয়ারি হইয়া উঠিল শারদোৎসব নাটক।[৪৫]

ক্ষিতিমোহন নাটকটি রচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র লেখেন:

১৩১৫, ৩রা ভাদ্র তারিখে তিনি গান বাঁধিলেন "বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ" ও "অমল ধবল পালে লেগেছে"। ৭ই ভাদ্র গান হইল "আমার নয়ন-ভুলানো এলে"। ইহার প্রাক্তন রূপ ছিল "আমার সফল স্বপন এলে" ···। তখন তিনি প্রকৃতির শুধু হয়তো আনন্দরূপটিই দেখিতেছেন। ক্রমে তাঁহার মনে আসিল একটি গভীর তত্ত্বকথা। বর্ষায় এই পৃথিবী আকাশ হইতে অজস্র রসধারা পায়, শরতে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিতে পৃথিবী তাহা ফিরাইয়া দিয়া ঋণ শোধ করে—এই কথাই গুরুদেবের মনের মধ্যে তখন ছিল ভরপুর হইয়া। সেই কথাটাই শারদোৎসবের বীজ-সত্য।[৪৬]

শারদোৎসবের প্রথম পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে দান করেন; সম্প্রতি তাঁর পুত্র ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন সেটি রবীন্দ্রভবনকে উপহার দিয়েছেন [Ms. 479]। রুল-টানা এক্সারসাইজ বুকের ত্রিশটি পৃষ্ঠা মাঝামাঝি ভাঁজ করে নাটকটি দু'কলমে লেখা—সমস্তটাই রবীন্দ্রনাথ কপিয়িং [copying] পেনসিলে লিখেছেন।

খাতার উলটো দিক থেকে পাঁচটি পৃষ্ঠায় শারদোৎসব-এর তিনটি গান স্থান-কাল-সহ কালিতে লেখা হয়েছে:

[১] 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা' '৩রা ভাদ্র/ ১৩১৫ [বুধ 19 Aug]/ শান্তিনিকেতন'; শারদোৎসব, দ্বিতীয় দৃশ্য: মিশ্র রামকেলি-একতালা; গীতাঞ্জলি ১১।১২ [১১]; গীত ২। ৪৮৩; স্বর ৫০।

[২] 'অমল ধবল পালে লেগেছে' '৩রা ভাদ্র/ ১৩১৫/ শান্তিনিকেতন'; শারদোৎসব, দ্বিতীয় দৃশ্য: ভৈরবী-একতালা; গীতাঞ্জলি ১১।১৩ [১২]; গীত ২। ৪৮৩-৮৪; স্বর ৫০।

[৩] 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে' '৭ই ভাদ্র/ ১৩১৫ [রবি 23 Aug]/ শান্তিনিকেতন'; শারদোৎসব, দ্বিতীয় দৃশ্য: আলেয়া-একতালা; গীতাঞ্জলি ১১।১৪ [১৩]; গীত ২। ৪৮৪; স্বর ৫০। গানটি রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লিখেছিলেন: 'আমার সফল স্বপন এলে', নাটকে ব্যবহারের আগে বা সেই সময়েই তার রূপান্তর সাধন করে লেখেন: 'আমার নয়ন ভুলানো এলে', কালিতে লেখা গানে এইটি ও অন্যান্য সংশোধন হয় কপিয়িং পেনসিলে। নাটকের পাণ্ডুলিপিতে এই গানটি রবীন্দ্রনাথ 'বনদেবীর দ্বারে দ্বারে' পর্যন্ত কপি করে ছেড়ে দিয়েছেন, অন্য দুটি গানের কেবলমাত্র প্রথম ছত্রটি উল্লেখ করেছেন।

ক্ষিতিমোহন লিখেছেন:

গুরুদেব প্রথমে শরতের কয়টি গানই রচনা করিয়াছিলেন। তার পর তিনি ঐ কয়টি গানের সঙ্গে গাঁথিয়া গল্পটি মিলাইয়া দিয়া শারদোৎসব রচনা করিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অজস্র ধারায় আসিল আরো কয়টি গান; যথা—"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে", "আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়", "আনন্দেরি সাগর হতে", "তোমার সোনার থালায়", "নব কুন্দধবলদল"। ইহার মধ্যে যজুর্বেদ হইতে একটি বেদমন্ত্রও* তিনি গ্রহণ করিলেন এবং বন্দীদের রাজপ্রশস্তি "রাজরাজেন্দ্র জয়"—গানটি যে শারদোৎসবে বসাইলেন তাহা পূর্বে একসময়ে প্রসঙ্গান্তরে তাঁহার দ্বারাই রচিত হইয়াছিল।[৪৭]

রাজপ্রশস্তিটি [দ্র গীত ৩। ৭৯৮; স্বর ৫৬] কোন্ প্রসঙ্গে রচিত হয়েছিল জানা যায়নি, সম্ভবত ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ২৩ পৌষ ১৩১১ যখন শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন তাঁর অভ্যর্থনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করেন।

ক্ষিতিমোহন জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ একটানা আঠারো ঘণ্টা লিখে নাটকটি সমাপ্ত করেন।[৪৮] প্রেসকপি হিসেবে প্রস্তুত একটি পাণ্ডুলিপিতে [মূল পাণ্ডুলিপি অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক সংগ্রহভুক্ত, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ফটোকপির সংগ্রহণ-সংখ্যা 440] রচনা-শেষের তারিখ দেওয়া আছে '৭ই ভাদ্র ১৩১৫' [রবি 23 Aug 1908], মুদ্রিত পুস্তকেও এই তারিখটি ছাপা হয়। প্রথম পাণ্ডুলিপি, প্রেসকপি ও মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম—ভাবনা ও নাট্যসংলাপ খুব স্বতস্ফূর্তভাবেই তাঁর মনে এসেছিল, রবীন্দ্ররচনায় যে-পরিমাণ পাঠ-সংস্কারের সঙ্গে আমরা পরিচিত বর্তমান নাটকে তার বাহুল্য নেই একথা বলতেই হবে।

নাটক রচনার পরেই অভিনয়ের আয়োজন শুরু হয়। ১৭ ভাদ্র [বুধ 2 Sep] রবীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লেখেন: 'শারদোৎসবের একটি নাটিকা রচনা করেছি।...ক্ষিতিমোহন বাবু এবং অজিতকে যোগ দিতে হয়েছে... আশ্বিনের আরম্ভেই কোনো তারিখে উৎসব হবে।'[৪৯] ক্ষিতিমোহন লিখেছেন:

ইতিমধ্যে আশ্রমে আমার ঠাকুরদাদা নামটি চলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কবি ভাবিয়াছিলেন আমি ভালো গাহিতে পারি, সেইজন্য শারদোৎসবে ঠাকুরদার ভূমিকাটি আমাকে দেওয়া হইবে স্থির করিয়া তাহাতে অনেকগুলি গান ভরিয়া দেওয়া হয়। যখন আমি বলিলাম, গান আমার দ্বারা চলিবে না, তখনও কবির সংশয় দূর হইল না। তিনি অগত্যা অজিতবাবুকে ঠাকুরদাদার ভূমিকা গ্রহণ করিতে বলিয়া আমার উপর সন্ন্যাসীর পাট[য] করিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও গান আছে, যদিও সংখ্যায় অল্প। তাহা লইয়াও বিপদ বাধিল কিন্তু গান থাকিলেও সন্ন্যাসীর অভিনয় আমি করিব। ঠিক হইল, গানের সময় বাহিরে আমার অভিনয় চলিলেও ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথ গান করিবেন। শারদোৎসব নাটকটি দেখিয়া সকলেই প্রীত হইলেন। বাহিরের লোকেরা আমার গান শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। সকলেই বলিলেন, এতদিনে এমন একজন লোক পাওয়া গেল, যিনি গানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারেন। সহজে এই কৃতিত্ব লাভ করিয়া খুব খুশি হইলাম বটে, কিন্তু পরে এইজন্য আমাকে বহু দুঃখ সহিতে হইয়াছিল।[৫০]

সন্ন্যাসীর গানকে ঠাকুরদাদার গানে পরিবর্তিত করা হয়েছে পাণ্ডুলিপিতেই তার নিদর্শন রয়েছে, 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান' গানটি প্রথমে সন্ন্যাসীর জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছিল। তা সত্ত্বেও,

ক্ষিতিমোহনের বর্ণনানুযায়ী, সন্ন্যাসীর গান 'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ' রবীন্দ্রনাথ নেপথ্য থেকে গেয়ে দিয়েছিলেন।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 'শারদোৎসব' প্রকাশিত হয় 20 Sep [রবি ৪ আশ্বিন]। গ্রন্থটির 'সমালোচনা'য় কার্তিক-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৩৪৪] লিখিত হয়: 'গ্রন্থের বাহ্য চাকচিক্য ও মুদ্রণের পারিপাট্য বেশ মুগ্ধকর হইয়াছে। সবুজ কভারে রঙিন রেশমের বাঁধুনীতে যেন উৎসবের ভাব বিকশিত হইয়াছে।' উড়ন্ত বলাকা ও কাশগুচ্ছের চিত্র-সংবলিত প্রচ্ছদ ও গ্রন্থমধ্যে আর্টপ্লেটে ছাপা 'শারদ শ্রী'র চিত্র গ্রন্থটির সৌষ্ঠববৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। প্রকাশক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'ইহাকে লোচন-রোচন করিবার জন্য ইহার আকার করি একটু নূতন ধরণের,—প্রাচীন পুঁথির আকারে এবং আমি নিজে গিয়া অনুরোধ করিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়া ইহার প্রচ্ছদের ও মুখপাতের জন্য দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করাইয়া লই।'[৫১] গ্রন্থটির মুদ্রণসংখ্যা ১০০০ ও মূল্য এক টাকা।

অন্যান্য বিবরণ:

আখ্যাপত্র: শারদোৎসব/(নাটিকা)/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পিছনের পৃষ্ঠায়:] প্রকাশক/কলিকাতা—ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্,/৭৩।১
সুকিয়া ষ্ট্রীট্।/এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস।/কান্তিক প্রেস/কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

বিজ্ঞাপন/এই নাটিকাটি বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শারদোৎসব/উপলক্ষে
ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য রচিত/হয়।/প্রকাশক।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২ [বিজ্ঞাপন]+২ [গান]+২ [পাত্রগণ]+১৬৭।

'বইখানি শোভন রূপে ছেপে প্রকাশ করবার জন্য' রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠান। চারুচন্দ্র লিখেছেন:

> ইহার অভিনয়-উপলক্ষে কবি বিধুশেখর শাস্ত্রীকে একটি সংস্কৃত নান্দী পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে আমি বলি যে—এই নাটক কবি রচনা করিয়াছেন, সেই কবির রচিত নান্দী পাঠ করা সঙ্গত। তাহাতে কবি বলিলেন—তোমরা যদি আমাকে আধ ঘণ্টার ছুটি দাও, তাহা হইলে আমি নান্দী লিখিবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। আমরা কবিকে ছুটি মঞ্জুর করিলাম। তিনি আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিলেন—ইহারই মধ্যে একটি কবিতা ও একটি গান রচনা করা ও সুর সংযোজনা হইয়া গিয়াছে। সেই কবিতা ও গানটি নাটকের অভিনয়ের সূচনা-পত্রে ছাপা হইয়াছিল। গানটি এখন 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে স্থান পাইয়াছে—(গীতাঞ্জলি: ৭ নম্বর গান),—'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।' নান্দীর কবিতাটি মুদ্রিত শারদোৎসবে নাই।[৫২]

'নান্দী'র ৮ ছত্রের 'শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়' কবিতাটি [দ্র শারদোৎসব-গ্রন্থপরিচয় ৭। ৫৫০] ও মিশ্র-রামকেলি রাগিণীতে নিবদ্ধ '(ওগো তুমি) নব নব রূপে এস প্রাণে' গানটি কার্তিক-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৩৩৫] 'বোলপুর শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব উপলক্ষে বিরচিত' টীকা-সহ মুদ্রিত হয়। গানটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়, তত্ত্ববোধিনী-তে [ফাল্গুন। ১৭১-৭২] মুদ্রিত গানটির সুর-তাল 'আসাবরী-কাওয়ালি'। কিন্তু উক্ত কবিতা বা গান কোনোটিই মুদ্রিত গ্রন্থে গৃহীত হয়নি; তার পরিবর্তে খেয়া-র

'বিকাশ' ['আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে'] কবিতাটির কিয়দংশ ভৈরবী-তেওরা সুর-তাল সংযুক্ত করে গ্রহণ করা হয়।

শারদোৎসব অভিনীত হয় ৮ আশ্বিন [বৃহ 24 Sep]। এই উপলক্ষে ১০ পৃষ্ঠার যে অভিনয়-পত্রী মুদ্রিত হয় তাতেই তারিখটি পাওয়া যায়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে পুস্তিকাটির এইরূপ বিবরণ আছে:

831 শারদোৎসব। [Sáradotsava. The Autumnal Festival. Contains programme and songs of a drama named Saradotsav.] Pages 10. 8th Asvin 1315 or 13th September 1908[?]. 12°. 1st edition./Hari Charan Mánná, 20, Cornwallis Street, Calcutta./ 200/ .../ Mani Lal Gánguli, 6, Dvárakanáth Tagore's Lane, Calcutta.

—কান্তিক প্রেসে হরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত এই পুস্তিকাটির ২০০ কপি ছাপা হয়েছিল।

রবীন্দ্রজীবনী-কারের মতে প্রথম অভিনয়ের ভূমিকা-লিপিটি ছিল এইরূপ: 'সন্ন্যাসী-বিজয়াদিত্য: ক্ষিতিমোহন সেন। ঠাকুরদা: অজিতকুমার চক্রবর্তী। লক্ষীশ্বর [লক্ষেশ্বর]: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপনন্দ: নরেন্দ্রনাথ খাঁ (ছাত্র)। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রম্পটারের কাজ করেন।'[৫৩]

অভিনয়ের দুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা-প্রবাসী সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন: 'অন্যান্য বারে ছুটির অনেকদিন আগে থাক্‌তেই ছেলেদের মন বাড়িমুখে চঞ্চল হয়ে ছুট্‌ত—এবারে একটা কল ফাঁদা গেছে। ছুটির ঠিক আগেই শারদোৎসব উপলক্ষ্যে ছেলেদের নিয়ে একটা নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে—তাই সবাই খুব মেতে রয়েছে। তার পূর্ব্বে যাদের বাড়ি যেতে হচ্চে তারা প্রসন্ন মনে যাচ্চে না। কাল রাত্রে ড্রেস্ রিহার্সাল হয়ে গেছে—দিনু লক্ষেশ্বর বলে একটা পার্ট নিয়েছে, সেই সব চেয়ে আসর জমিয়ে তুলেছিল। ছেলেদের মধ্যে ভাল অভিনেতা হচ্চে নরেন খাঁ এবং জ্যোতির্ম্ময় [হালদার]। জ্যোতির্ম্ময়কে তোমরা দেখ নি। পর্শু আটই তারিখে অভিনয় হবে। কলকাতা থেকে অনেক আমন্ত্রিত দর্শক আস্‌বে—বোলপুরের ভদ্রলোকদেরও সমাগম হবে। আমার বোধ হচ্চে, অভিনয়টা মন্দ হবে না।...তোমাদের চেনা লোকদের মধ্যে অজিত ঠাকুরদাদার পার্ট নেবে। ওর জন্যে কলকাতা থেকে পাকা গোঁফ এবং টাক জোগাড় করে আনিয়েচি। সেই ছদ্মবেশে ওকে একেবারেই চেনা যায় না। তোমরা ক্ষিতিমোহনবাবুকে' চেন না—...ইনি সন্যাসী[য] ঠাকুর সাজবেন।'[৫৩ক] এই চিঠি থেকেও অভিনেতাদের নাম ও অভিনয়ের তারিখ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

ভাদ্র ১৩২৯-এ কলকাতায় শারদোৎসব অভিনয়ের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির একটি নাট্য-ভূমিকা রচনা করেন ও সেটি অভিনয়পত্রীতে মুদ্রিত হয় [দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ ৪ (১৩৯৪)। ৭৪৯-৫১]।

'শারদোৎসব নানা স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া, নূতন ভূমিকা ও চরিত্র লইয়া' ১৩২৮ [1921]-এ 'ঋণশোধ' নাটকে রূপান্তরিত হয়।

ভাদ্র ১৩১৫-তে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

ভারতী, ভাদ্র ১৩১৫ [৩২।৫]:

২৩৮-৪৭ 'পূর্ব্ব ও পশ্চিম' দ্র সমাজ ১২। ২৬১-৭৩

প্রবন্ধটি ২৮ শ্রাবণ [বুধ 12 Aug] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজে পঠিত হয়েছিল।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৫ [৮।৫]:

২৩৩-৪০'গোরা' ৩০-৩১ দ্র গোরা ৬|২৮৭-৯৮ [২৮-২৯]

২৮৮-৯৫ 'পূর্ব্ব ও পশ্চিম' দ্র সমাজ ১২। ২৬১-৭৩

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৫ [৮।৫]:

২৬৯-৭২ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' দ্র সমাজ-গ্রন্থপরিচয় ১২। ৬১১-১৩

পাদটীকায় আছে: 'পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি ছাত্রসমাজে যে বক্তৃতা করেন ইহা তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।'

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ভাদ্র ১৩১৫ [৭।১২]:

২৪৩-৪৫ হামীর [হাম্বীর]-লঘু সুরফাঁকতাল। কত অজানারে জানাইলে তুমি দ্র স্বর ২৬

ইন্দিরা দেবী গানটির স্বরলিপি করেন।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গদ্যগ্রন্থাবলী-র ত্রয়োদশ খণ্ড 'সমাজ' প্রকাশিত হয় 7 Sep [সোম ২২ ভাদ্র] তারিখে। গ্রন্থটির মুদ্রণসংখ্যা ১০০০ ও মূল্য বারো আনা। অন্যান্য বিবরণ:

আখ্যাপত্র: গদ্যগ্রন্থাবলী, ১৩শ ভাগ/ সমাজ।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য।।০

[পিছনের পৃষ্ঠায়:] প্রকাশক/কলিকাতা—দি ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্/

৭৩।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট্।/এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস। /কলিকাতা, ২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, 'কান্তিক প্রেসে'/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২ [সূচি]+১৫৮+২ [বিজ্ঞাপন]

সাতটি প্রবন্ধ ও পূর্বপ্রকাশিত 'চিঠিপত্র' [1887] গ্রন্থটি এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়:

[১] আচারের অত্যাচার	[সাধনা, পৌষ ১২৯৯]
[২] সমুদ্রযাত্রা	[ঐ, ফাল্গুন ১২৯৯]
[৩] বিলাসের ফাঁস	[ভাণ্ডার, মাঘ ১৩১২]
[৪] নকলের নাকাল	[বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮]
[৫] প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	[য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ১ম খণ্ডের (১২৯৮) দ্বিতীয়াংশ]
[৬] অযোগ্য ভক্তি	[ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫]
[৭] চিঠিপত্র	[বালক, জ্যৈষ্ঠ-চৈত্র ১২৯২]
[৮] পূর্ব্ব ও পশ্চিম	[প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৫]

'নকলের নাকাল' প্রবন্ধটি উক্ত নামের ও 'কোট বা চাপকান' [ভারতী, আশ্বিন ১৩০৫] প্রবন্ধ দুটির পরিমার্জিত ও সংযোজিত রূপ; রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে [১৩৪৯] দুটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয়। 'চিঠিপত্র' পূর্বেই দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে বলে এই খণ্ডে বর্জিত হয়। একই কারণে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধটিও বর্জিত হয়েছে। রচনাবলী-সংস্করণে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের পূর্ববর্তী ও সমাজ গ্রন্থে অসংকলিত ১৩টি প্রবন্ধ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থটির দু'পৃষ্ঠাব্যাপী 'বিজ্ঞাপন'-এ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের 'ম্যানেজার' 'শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ' গদ্যগ্রন্থাবলী-র বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে জানিয়েছেন: 'এই সকল পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইবার ও পুরস্কার দিবার একান্ত উপযোগী।'

এর কয়েকদিন পরেই ‘কথা ও কাহিনী’ প্রকাশিত হল, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ 10 Sep [বৃহ ২৫ ভাদ্র], মূল্য বারো আনা, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। ইতিপূর্বে ২৪টি কবিতা নিয়ে ‘কথা’ ১ মাঘ ১৩০৬ [14 Jan 1900] ও ৭টি কবিতা বা কাব্যনাট্য নিয়ে ‘কাহিনী’ ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬ [7 Mar 1900] তারিখ-চিহ্নিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি গ্রন্থ এর পরেও স্বতন্ত্রভাবে প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু তারই পাশাপাশি যুগ্মভাবে ‘কথা ও কাহিনী’ বহুল মুদ্রণের সৌভাগ্য অর্জন করে।

এখনও পর্যন্ত ‘কথা ও কাহিনী’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের কোনো কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সেইজন্য আমরা এখানে কেবল বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে প্রদত্ত বিবরণটি উদ্ধৃত করছি:

595/Ravindra Nath Tagore. —কথা ও কাহিনী। [Kathá o Káhiní. Words and Tales. Miscellaneous poems.] Pages 2, 122, 2, 35. Published by the Indian Publishing House, 73-1, Sukea Street, Calcutta. [10th September 1908.) 16° 1st edition. Price, 12 annas./ Hari Charan Mánná, 20, Cornwallis Street, Calcutta./ 1000/ .../ Mani Lál Ganguly, 6, Dváraká Náth Tagore’s Lane, Calcutta.

রবিচ্ছায়া [১২৯২], গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা [১৩০০], কাব্য গ্রন্থাবলী [১৩০৩] এবং কাব্য-গ্রন্থ অষ্টম খণ্ড [১৩১০]-এর পর রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম গীতিসংকলন ‘গান’ প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে, 20 Sep [রবি ৪ আশ্বিন] তারিখে। এটি ‘শারদোৎসব’ প্রকাশের তারিখ। কিন্তু সম্ভবত দুটি গ্রন্থই কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল। না হলে 18 Sep তারিখে প্রকাশিত আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসী-তে ‘প্রাপ্ত পুস্তক পরীক্ষা’য় দুটি গ্রন্থের সমালোচনা মুদ্রিত হওয়া সম্ভব হত না। মূল্যবান অ্যান্টিক কাগজে সুবৃহৎ এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন সিটি বুক সোসাইটির যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অথচ মূল্য ধার্য হয় সাধারণ বাঁধাই দেড় টাকা ও উৎকৃষ্ট বাঁধাই দু'টাকা মাত্র। বইটির মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। অন্যান্য বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল:

[আখ্যাপত্র:] গান/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/কলিকাতা/সিটি বুক সোসাইটী,/৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট।/ প্রকাশক—/ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার।

[পরপৃষ্ঠায়:] কলিকাতা, কলেজস্কোয়ার উইলকিন্স মেসিন প্রেসে,/জে, এন, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+১৬ [বিষয়ানুযায়ী সূচি, বর্ণানুক্রমিক সূচি]+৪০০।

বিষয়ানুযায়ী সূচি:

বিবিধ সঙ্গীত [পৃ ১-১০৩]—১৩৩টি

মায়ার খেলা [পৃ ১০৪-৪৯]—৬৮টি

বাল্মীকি-প্রতিভা [পৃ ১৫০-৮১]—৫৩টি

জাতীয়-সংগীত [পৃ ১৮২-২০২]—১৪টি

বাউল [পৃ ২০৩-২৬]—২০টি

ব্রহ্মসঙ্গীত [পৃ ২২৭-৪০০]—২৫০টি

এই তালিকা থেকে দেখা যায়, সর্বমোট ৫৩৮টি গান বর্তমান গীত-সংগ্রহে সংকলিত হয়েছে।

গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের একটি সাম্প্রতিক ফোটো ছাপা হয়। তিনি বইটির একটি কপি জগদীশচন্দ্রকে প্রেরণ করেন, তাতে ছবিটি দেখে অবলা বসু 20 Nov [শুক্র ৫ অগ্র] আমেরিকা থেকে লেখেন:

গানের বহিতে আপনার ছবি দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি। এত খারাপ দেখাইতে চেষ্টা করা কি আপনার উচিত? আমি দেশে থাকিলে আপনাকে এই ছবি ছাপাইতে দিতাম না। আপনাকে জোর করিবার কেহ নিকটে নাই বলিয়া আপনি এই ছবি ছাপাইতে দিয়াছেন। এবার দেশে গিয়া আপনাকে প্রতিজ্ঞা করাইব, যে, আপনি আমাকে না দেখাইয়া কোন ছবি কাহাকেও দিবেন না। ···এই ছবি দেখিয়া আপনাকে শারীরিক ও মানসিক অবসাদের প্রতিমূর্ত্তি মনে হয়। কিন্তু আমাদের কবিকে এই অল্প বয়সে অবসন্ন দেখিতে পারিব না। আপনাকে আরও কাজ করিতে হইবে, তাহা জানেন? আপনি ছেলেদের স্কুল করিয়াছেন, এখন মেয়েদের জন্য কিছু না করিয়া আপনাকে অবসন্ন হইতে দিব না।[৫৪]

একের-পর-এক প্রিয়জনের মৃত্যু, রাজনৈতিক সংকট, ব্রহ্মচর্যাশ্রম-সংক্রান্ত চিন্তা প্রভৃতি এবং অর্শরোগের আক্রমণ রবীন্দ্রনাথকে ভিতর ও বাহির থেকে জীর্ণ করে ফেলছিল—'গান'-গ্রন্থের ছবি তাই অবসাদের প্রতিমূর্তি রূপে প্রতিভাত হয়েছে। অপরিসীম মানসিক শক্তির অধিকারী রবীন্দ্রনাথ মনন ও উপলব্ধির জগতে এই অবসাদ থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন।

আশ্বিন ১৩১৫-তে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১৫ [৮।৬]:

৩৩৯-৪২ 'দেশহিত' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৬৩৯-৪২

প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৫ [৮।৬]:

২৯৭-৩০৩ 'গোরা' ৩১-৩২ দ্র গোরা ৬। ২৯৮-৩০৯ [৩০-৩১]

পত্রিকায় দুটি পরিচ্ছেদ ভ্রমক্রমে ৩১-সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। 'ছাত্রদিগকে জেলে লইয়া গিয়া বয়স ও অপরাধের তারতম্য অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশ বেতের আদেশ' ও গোরা 'নিজের মামলা নিজে চালাইবার উপলক্ষে পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন ও পুলিসের কর্মে বাধা দেওয়ার অপরাধে তাহাকে এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন এবং এইরূপ লঘুদণ্ডকে বিশেষ দয়া বলিয়া কীর্তন করিলেন'—এই বর্ণনা সমকালীন ঘটনাবলীর প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতার প্রমাণ।

'গল্পগুচ্ছ' নামে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সংকলন দু'খণ্ডে মজুমদার লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৭ সালে। ক্লাসিক থিয়েটারের 'উপহার' হিসেবে প্রদত্ত হয়ে সংস্করণটি সম্ভবত নিঃশেষিত হয়েছিল। বর্তমান সময়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস গ্রন্থটি পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন করে, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে যার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় 28 Sep 1908 [সোম ১২ আশ্বিন] তারিখে। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র:

গল্পগুচ্ছ/(প্রথম ভাগ)/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব/মূল্য ১ এক টাকা

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক/কলিকাতা—ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস/ ৭৩।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।/

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান প্রেস।/কলিকাতা,/ ১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,/ "কালিকা-যন্ত্রে"/

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২ [সূচি]+২২৩; মুদ্রণসংখ্যা: ১০৫০।

তেরোটি গল্প এই খণ্ডে সংকলিত হয়। সূচিটি দেখলেই বোঝা যায়, কালক্রম বা অন্য কোনো আদর্শ এই সংকলনে অনুসৃত হয়নি:

১। জীবিত ও মৃত ২। শুভদৃষ্টি ৩। সমস্যা-পূরণ ৪। যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ ৫। প্রায়শ্চিত্ত ৬। সুভা ৭। বিচারক ৮। একটি আষাঢ়ে গল্প ৯। মধ্যবর্ত্তিনী ১০। উলু খড়ের বিপদ ১১। ক্ষুধিত পাষাণ ১২। মেঘ ও রৌদ্র ১৩। ফেল্।

গল্পগুচ্ছ-এর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় 12 Oct [সোম ২৬ আশ্বিন]। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের প্যারাগন প্রেস থেকে গোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক খণ্ডটি মুদ্রিত হয়। প্রথম ভাগে উল্লিখিত না হলেও দ্বিতীয় ভাগে 'দ্বিতীয় সংস্করণ' কথাটি আখ্যাপত্রেই নির্দেশিত হয়েছে:

গল্পগুচ্ছ/(দ্বিতীয় ভাগ)/দ্বিতীয় সংস্করণ/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য ১্ এক টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+২২৪; মুদ্রণসংখ্যা: ১০৫০। আঠারোটি গল্প এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়:

১। খোকাবাবু ২। পোষ্টমাষ্টার ৩। দেনাপাওনা ৪। দালিয়া ৫। কঙ্কাল ৬। মুক্তির উপায় ৭। উদ্ধার ৮। ছুটি ৯। সদর ও অন্দর ১০। মহামায়া ১১। রামকানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা ১২। কাবুলিওয়ালা ১৩। সম্পত্তি সমর্পণ ১৪। ব্যবধান ১৫। একরাত্রি ১৬। খাতা ১৭। মানভঞ্জন ১৮। দানপ্রতিদান।

১৭ ভাদ্র [বুধ 2 Sep] রবীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখেছিলেন: 'শারদোৎসবের একটি নাটিকা রচনা করেচি। সেইটা ছেলেদের শেখানো হচ্চে।... উৎসবের সময় আপনি ফাঁকি দিলে আমাদের উৎসব কোনোমতেই সম্পূর্ণ হবে না।'[৫৫] ভূপেন্দ্রনাথ কিছুদিন থেকেই মাঝেমাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। আর্থিক দায়িত্ব-সহ বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মপরিচালনার ভার তাঁর উপর পড়াতে সাধুপ্রকৃতির ভূপেন্দ্রনাথ অসুবিধা বোধ করছিলেন। এই সময়ে উচ্চ বেতনে ও অধিকতর মর্যাদা সহকারে ক্ষিতিমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেন। সেই সুযোগে ভূপেন্দ্রনাথ অবসর প্রার্থনা করলেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

দীর্ঘকাল কার্য্যের পরে ভূপেন্দ্রনাথ কবিকে অবসরগ্রহণের ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন। কবি প্রথমে ইহাতে সম্মতি দেন নাই। কিন্তু পরে ভূপেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ বুঝিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবসরগ্রহণ স্বীকার করিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন,—আমার প্রতি কবির বিশেষ স্নেহ তাঁহার সম্মতির অন্তরায় হইবে, জানি, কিন্তু ভবিষ্যতে অর্থকৃচ্ছ্রে তিনি আমাকে লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন, ইচ্ছা থাকিলেও, আর্থিক অসামর্থ্য সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে শক্ত হইবে না। তখন রাখাও কষ্টকর, পক্ষান্তরে অবসরগ্রহণের কথায়ও তাঁহার বিশেষ সঙ্কোচবোধ হইবে। কবির এই ভবিষ্যৎ উভয়সঙ্কটের কথা ভাবিয়াই অবসরগ্রহণ শ্রেয় মনে করিলাম।

অবসরগ্রহণের পর তাঁহার নামে আশ্রমের অর্থ আত্মসাৎ করার একটা কলঙ্ক উঠিয়াছিল; ইহা সম্পূর্ণ অমূলক।[৫৬]

রবীন্দ্রনাথও এই অমূলক কলঙ্ক বিশ্বাস করেননি, উপরোক্ত সাদর আমন্ত্রণই তার প্রমাণ, পরেও তিনি 'মুক্তভাবে সঙ্গদান' করার জন্য বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন। সম্ভবত শ্রাবণের মাঝামাঝি ভূপেন্দ্রনাথ কর্মত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৫ শ্রাবণ [বৃহ 30 Jul] পতিসর থেকে লেখেন: 'আপনার শরীর যেরূপ অপটুঁ হইয়াছে তাহাতে আপনাকে ছুটি লইতে আর বিলম্ব করিতে বলিতে পারি না।'[৫৭] কিন্তু অর্থ-বিষয়ে কলঙ্কের কথা সম্ভবত তাঁর মায়ের কানে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্বেগ প্রশমিত করার জন্য ৯ ভাদ্র [মঙ্গল 25 Aug] লেখেন: 'মাতঃ ভূপেনবাবু ছুটি লইয়াই গিয়াছেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ; কিছুদিন বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি যখনি এই আশ্রমে ফিরিয়া আসিবেন তখনি আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিব। তিনি চলিয়া যাওয়াতে আমরা সকলেই মনে দুঃখ বোধ করিতেছি।'[৫৮] কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ আর আশ্রমে ফিরে আসেননি।

বিদ্যালয়ের অর্থকৃচ্ছ্রতার যে আশঙ্কা ভূপেন্দ্রনাথ করছিলেন সেটিও সত্য ছিল। 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থটি ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স কর্তৃক চৈত্র ১৩১৩-তে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি তখনই বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে ভট্টাচার্যদের কাছ থেকে মাত্র ২৫০্ পেয়েছিলেন। এ-ব্যাপারে কী চুক্তি হয়েছিল জানা নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত আরও কিছু অর্থপ্রাপ্তির আশা করেছিলেন। উক্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়ে তিনি ২৮ ভাদ্র [রবি 13 Sep] দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন:

> দুই সহস্র খণ্ড চারিত্রপূজা গ্রন্থ দুইবারকার বি এ পরীক্ষার্থী এবং অন্যান্য পাঠকদের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া যদি আপনার নিকট সম্ভবপর বোধ হয় এবং যদি দেখেন যে এখনো অনেক বই ভট্টাচার্য্যদের দোকানে বাকি আছে তবে আমাদের বঞ্চিত বিদ্যালয়ের দিকে তাকাইয়া সামান্য কিছুও যদি চেষ্টা করেন তবে আমি তৃপ্তিলাভ করিব।··· আপনি নাকি ভট্টাচার্য্যদিগকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন এই কারণে এই ঘটনায় আপনার কিছু দায়িত্ব আছেই। আমি সেইটুকুর উপর নির্ভর করিব। যদি প্রমাণ হয় যে ভট্টাচার্য্যরা আমাদের সম্বন্ধে ঠিক সাধুব্যবহার করেন নাই তবে আপনাকে কদাচ দোষী করিব এমন মনে করিবেন না...কেবল আপনার সহায়তা প্রার্থনা করি মাত্র।[৫৯]

দীনেশচন্দ্র এই ব্যাপারে কী করতে পেরেছিলেন জানা নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১৩ অগ্র [শনি 28 Nov] যে চিঠি লিখেছেন তাতে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ আছে:

> আপনার প্রেরিত চেকটি অনাবৃষ্টির কালে মেঘোদয়ের মত দেখা দিয়েছে—ওকে শীঘ্র ভাঙিয়ে নিয়ে বর্ষণে পরিণত করবার ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি এই দুঃখ স্বীকার করে আমাদের কতটা দুঃখ লাঘব করেছেন তা জান্‌লে আপনি পুণ্যকর্ম্মসাধনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন।[৬০]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের বই বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়াও তাঁর সঙ্গে অন্য সম্পর্কও গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগী হিসেবে 1906-এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন অন্তর্দ্বন্দ্বে বহুধাবিভক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনও স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হচ্ছিল—রবীন্দ্রনাথ দুটি আন্দোলন থেকেই সরে আসছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এরই সুযোগ নিতে চাইলেন। সরকারী নিয়মাবলীর কাঠামোর মধ্যেই তিনি জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই আশুতোষ-নিয়ন্ত্রিত সিণ্ডিকেট 11 Apr 1908 [২৯ চৈত্র ১৩১৪] রবীন্দ্রনাথকে বি. এ. পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা নির্বাচন করে:

498. The Syndicate then proceeded to appoint gentlemen to set papers for the following examination in 1909:—

B.A. Examination 1909/Composition in Vernaculars/ Bengali/ Babu Rabindranath Tagore/ Babu Jogendranath Basu, B.A.

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। 2 May [শনি ১৯ বৈশাখ] সিণ্ডিকেটের কার্যবিবরণীতে লেখা হয়:

633. Read a letter from Babu Rabindranath Tagore, resigning his appointment as a member of the Board of Paper-setters in Bengali Composition at the next B.A. Examination.

Ordered—to be recorded.[৬০ক]

কিন্তু ১৭ অগ্র [2 Dec 1908] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে একটি হিসাব দেখা যায়: 'মা° Register [sic] Calcutta University হইতে ৪০১ নং বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের চেক ১ খান ২০০্'—এই চেক কেন পাঠানো হয়েছিল আমাদের জানা নেই।

তবে এই-সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আশুতোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। ১৩ অগ্র [28 Nov] তিনি দীনেশচন্দ্রকে লেখেন: 'আশু মুখুজ্জে মশায়কে প্রাচীন বাংলা গদ্যপ্রকাশ সম্বন্ধে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখে পাঠাব।' এরূপ কোনো চিঠি পাওয়া যায়নি, তবে দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ *Bengali Prose Style: 1800-1857* 1921-এ প্রকাশিত হয়। দু'খণ্ডে মুদ্রিত তাঁর 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' [1914] প্রকাশের ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষের যোগ ঘটেছিল। গ্রন্থটির ভূমিকায় [25 Jan 1914] দীনেশচন্দ্র লেখেন:

The importance of publishing these MSS. was greatly felt by Mr. Rabindranath Tagore, who about four years ago, in consultation with his nephew, Mr. Gaganendranath Tagore proposed that a lakh of Rupees should be raised by a subscription from a few enlightened zemindars of this province, provided the compiler of the present work could undertake the sole charge of printing and publishing them. Owing to ill-health, I declined to undertake this huge task, and Mr. Rabindranath Tagore sought the opinion of Sir Asutosh Mookerjee as to whether the University of Calcutta could undertake to do so. The Vice-Chancellor, whose zeal in the cause of the vernacular language is well-known, at once realised the importance of the matter, but for the present he thought it better to have 'Typical Selections from the Old Bengali Literature' compiled on a somewhat large scale,...In September 1910, I was employed by the Syndicate to prepare this compilation.

সময় নির্দেশে দীনেশচন্দ্র সতর্ক ছিলেন না, মূল প্রস্তাবটি রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন ১৩ কার্তিক ১৩১৩ [30 Oct 1906] তারিখে লিখিত পত্রে: 'প্রাচীন কবিতাসংগ্রহের যে প্রস্তাব আপনার নিকট করিয়াছি তাহা নিতান্তই প্রয়োজনীয় এবং আপনি ছাড়া আর কাহারো দ্বারা সাধ্য নহে।···যদি গগনরা এই ভার লইতেন ত বড় সুখের বিষয় হইত।'[৬০খ] তখন অর্থাভাবে ও দীনেশচন্দ্রের শারীরিক অক্ষমতার জন্য এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেকথা ভোলেননি, যথাসময়ে আশুতোষের কাছে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন: 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একদিন আমার সমক্ষে আশুবাবুকে বলিলেন—"প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটা বড় রকমের সংগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সঙ্কলন করার ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়—দীনেশবাবুর উপর এই ভার দিতে পারেন।" '[৬০গ] এই ঘটনা নিশ্চয় Sep 1910-এর পূর্ববর্তী—ঐ মাসে সিণ্ডিকেট দীনেশচন্দ্রের উপর উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করে।

'শারদোৎসব' অভিনয় হয় মহালয়ার আগের দিন ৮ আশ্বিন [বৃহ 24 Sep]। এর পরে বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেলে ছাত্র-শিক্ষকেরা আশ্রম ত্যাগ করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ১১ আশ্বিনই ক্ষিতিমোহনকে লিখেছেন: 'আমাদের আশ্রম শূন্য হয়ে এল। ছেলেদের মধ্যে কেবল পটল ও ভোলা আছে—অধ্যাপকদের মধ্যে

শাস্ত্রীমশায়, শরৎবাবু ও যতীন এবং বাজে লোকদের মধ্যে ম্যানেজারবাবু ও আমি,···তেজেস [তেজেশচন্দ্র সেন] লাইব্রেরির মধ্যে নিমগ্ন। আমার সম্বন্ধী [নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী] কাল বোধ হচ্চে যাবে। বেলা পিসীমা ত আগেই গেছেন।'[৬১] সম্ভবত এই দিনই তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'আমি শিশুশূন্য শান্তিনিকেতনে একলা বসিয়া গোরা লিখিবার উদ্যোগে আছি। অর্শের বেদনা মাঝে মাঝে সঙ্গ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।'[৬২]

এবারে শান্তিনিকেতন থেকে কয়েকটি দলে অনেকে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। মীরা দেবীর শ্বশুর বামনদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় ৩১ আষাঢ় [বুধ 15 Jul] তারিখে। এর কিছু পরেই তাঁর শাশুড়ি কলকাতায় এসে বাস করতে থাকেন। শাশুড়ির নির্বান্ধাতিশয্যে মাঝেমাঝেই মীরা দেবীকে কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে থাকতে হচ্ছিল। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, সম্ভবত এই কারণেই শারদোৎসবের পূর্বেই ২ আশ্বিন [শুক্র 18 Sep] জগদানন্দ রায় মীরা দেবী ও পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীকে কলকাতায় পৌঁছে দেন। মাধুরীলতা ১০ আশ্বিন কলকাতায় আসেন, ১৪ আশ্বিন তিনি 'পার্শির বাগান শ্রীমতী মীরা দেবীর শাশুড়ির বাটী' যাতায়াত করেন, পরের দিন তিনি পুরী ভ্রমণে বহির্গত হন। ২০ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন: 'বেলা তার শাশুড়ির সঙ্গে পুরী ভ্রমণে গেছে—পিসিমাও তার সঙ্গ নিয়েচেন।...বেলারা দিন আষ্টেক দশ বাদে পুরী থেকে ফিরবে কথা আছে। ফিরলে তারা এখানে আসবে।'[৬৩]

ক্ষিতিমোহন, দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতির আর-একটি দল পশ্চিমভারত ভ্রমণে যান। সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য শারদোৎসব-অভিনয় উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনিও এঁদের সঙ্গী হন। রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে 'সন্ন্যাসী ঠাকুর' ক্ষিতিমোহনকে ১১ আশ্বিন [রবি 27 Sep] লেখেন:

> লক্ষেশ্বর [লক্ষেশ্বরের ভূমিকাভিনেতা দিনেন্দ্রনাথ] শেষকালে গেরুয়া ধরলে। তোমার চেলাধরা ব্যবসা দেখচি।...তোমার চেলাকে এসরাজ যন্ত্রটা নিয়ে যাবার কথা বলেছিলাম—জানিনে কি করেচে—পথের মধ্যে পাথেয়ের অভাব ঘটলে ঐ যন্ত্রটার সাহায্যে কিছু উপার্জ্জন করে তোমাদের সেবায় দিতে পারত।...এ কাজ সে কলকাতায় দু একবার করেছে।—কিন্তু আমি ভাবচি তোমরা যে একালি বাঙালী পাঠশালা-পলাতক, পশ্চিম দিগ্বিজয়ে চলেচে—রাজা তোমাদের প্রতি সন্দেহ করবে না ত? মাঝে মাঝে কোতোয়াল তোমাদের তল্পি ঝাড়া দেবে সন্দেহ নেই।[৬৪]

—শেষাংশে সমকালীন রাজনৈতিক ধরপাকড় ও খানাতল্লাশির প্রতি ইঙ্গিত আছে।

সেরূপ কোনো অঘটন না ঘটলেও এই যাত্রা শুভ হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ভ্রমণকালে জ্বরাক্রান্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে ৯। ১০ কার্তিক [25/26 Oct] নাগাদ মারা যান। রবীন্দ্রনাথ ১৩ কার্তিক [বৃহ 29 Oct] তাঁর খুল্লতাত নরেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'আজ তিনদিন হইল সত্যেন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছি।'[৬৫] ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ তিনি দিয়েছেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ৩০ কার্তিকের [রবি 15 Nov] পত্রে:

> সত্যেন্দ্র রেণুকার মৃত্যুর পর এতদিন বোলপুরেই কাজ করিতেছিল—অদ্য মাস পাঁচ ছয় হইল আমিই চেষ্টা করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। এইবার পূজার ছুটিতে আমাদের কোনো অধ্যাপক পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন—দিনুও গিয়াছিল। সেই সময়টাতে বিদ্যালয়ে শারদোৎসবের নিমন্ত্রণে সত্য আসিয়াছিল। পশ্চিমের যাত্রীদিগকে দেখিয়া হঠাৎ তাহার মন উতলা হইয়া উঠিল। কাহারো নিষেধ না মানিয়া কাজকর্ম্ম ফেলিয়া তাহাদের দলে ভিড়িয়া বাহির হইয়া গেল। লাহোর পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে ও দিনুকে জ্বরে ধরিল। সেখান হইতে দুইজনে অজিতকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিল। দিনু চিকিৎসায় রক্ষা পাইয়া গেল। সত্যেন্দ্র তিন চার দিন জ্বর ভুগিয়া নববধূকে অনাথা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিদায় লইয়াছে। মৃত্যুর লীলা অনেক দেখিলাম।[৬৬]

রবীন্দ্রনাথ নিজে শিলাইদহ যেতে মনস্থ করেছিলেন। তাঁর দলটিও বড়ো ছিল। তিনি কন্যা ও পিসিমা ছাড়াও ছাত্র-শিক্ষকদের কাউকে-কাউকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য ★ 15 Sep [মঙ্গল ৩০ ভাদ্র*]

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন: 'ভোলাকে [সরোজচন্দ্র] এবার ছুটির সময় আমাদের সঙ্গে শিলাইদহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। সে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে।...আমাদের সঙ্গে গেলে হয়ত তাহার উপকার হইতে পারে।'[৬৭] কিন্তু ছুটি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যাওয়া হয়নি, তার কারণটি ক্ষিতিমোহনকে পূর্বোল্লিখিত ১১ আশ্বিনের পত্রে লিখেছেন: 'প্রতাপ মজুমদার [বিখ্যাত হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তার] আমার বোট অধিকার করাতে আমার যেতে দেরী হবার আশঙ্কা হয়েচে।' সম্ভবত ১৫ আশ্বিন [বৃহ 1 Oct] তিনি কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন; একটি তারিখ-হীন চিঠিতে ভূপেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'আমি আজই কলকাতায় যাচ্চি।...আমার আপাতত শিলাইদহ ছাড়া গতি নেই। এখানে আমার সন্ন্যাস আশ্রম সেখানে আমার রাজতক্ত।'[৬৮] 'শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয়ের খাবার খরচ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ রোজ সকাল' ক্যাশবহির এই হিসাব থেকে তাঁর কলকাতায় অবস্থানের সময়-সীমা নির্ধারণ করা যায়। '১৬ আশ্বিন খোদ বাবু মহাশয় সুকিয়া স্ট্রীট পার্সি বাগান' যাতায়াত করেন। ১৮ আশ্বিন [রবি 4 Oct] মহানবমীর বিকেলে বা রাত্রে মীরা দেবী, সরোজচন্দ্র [ভোলা] ও জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় অরবিন্দমোহনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শিলাইদহ রওনা হন। ২০ আশ্বিন [মঙ্গল 6 Oct] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বিজয়ার নমস্কার জানিয়ে লেখেন:

ভোলা আমাদের সঙ্গে কাল শিলাইদহে এসেচে। আজ আমরা বোটে করে ওপারে নির্জ্জন চরে আশ্রয় নিতে চলেছি। ভোলার বোধ হয় ভালই লাগবে। ও ভারি লাজুক—ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালানোই মুস্কিল। ওকে দেখলে ওর মাকে মনে পড়ে।...এখানে আমার সঙ্গে কেবল মীরা এসেচে।...ভোলার সহাধায়ী বন্ধু একটি এসেচে। আরও একটি আসবে।[৬৯]

মাধুরীলতা ও রাজলক্ষ্মী দেবী ২৩ আশ্বিন পুরী থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং পরদিন শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ও বিপিন চাকরের সঙ্গে শিলাইদহ যাত্রা করেন। এইদিন [শনি 10 Oct] একটি পত্রে সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করে শেষে রবীন্দ্রনাথ কালীমোহন ঘোষকে লেখেন: 'শ্রীমতী লাবণ্যলেখাও এখানে আসিয়া আমার মেয়েদের সঙ্গে থাকিবেন এইরূপ কথা হইয়াছে। আপাতত মীরা আমার কাছে আছে, কাল বেলা আসিবে—লাবণ্যের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য মেয়েরা উৎসুক হইয়া আছে।'[৭০] লাবণ্যলেখা ৮ কার্তিক [শনি 24 Oct] শিলাইদহে যান; রবীন্দ্রনাথ এইদিনই কাদম্বিনী দত্তকে লেখেন: 'একটি বিধবা ব্রাহ্ম বালিকা আমার কাছে থাকিয়া এই [বিদ্যালয়ের শিশুবিভাগের] কার্য্যে যোগ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন—তিনি আজই আমার এখানে আসিতেছেন। তিনি আমার কন্যার ন্যায় কন্যাদের সঙ্গেই থাকিবেন।'[৭১] লাবণ্যলেখার বিদ্যাবত্তায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, অজিতকুমারকে ১৫ কার্তিক [শনি 31 Oct] লিখেছেন: 'আর একটি মেয়েও বাংলা পড়াবার ভার নিতে পার্‌বে—সে বাংলা বেশ ভালই জানে।'[৭২]

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গ্রামোন্নয়ন কার্যক্রমের সূচনা করেছিলেন। সে-সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত পত্রে কালীমোহনকে লেখেন: 'এখন বোলপুর বিদ্যালয়ের ছুটি, এখানকার কাজকর্মও ছুটিতে বন্ধ আছে। কার্তিকমাসের আরম্ভেই আবার এখানে, কর্মচক্র চলিতে আরম্ভ হইবে।' তারই আয়োজনে তিনি 'বৃহস্পতিবার' [২২ আশ্বিন: 8 Oct] জানকীনাথ রায়কে আহ্বান জানিয়ে লেখেন: 'আমি শিলাইদহে আসিয়াছি। সত্যকুমার [মজুমদার] ১/২ কার্ত্তিকে আসিবেন এইরূপ কথা আছে। তুমিও কার্ত্তিকের আরম্ভে আসিলে নূতন নিয়মমতে কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখা যাইবে।'[৭৩]

কর্মচক্রের গতিতে কাজ যতটা অগ্রসর হওয়ার ততটা এগিয়েছিল, কিন্তু এবারে শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভালো যায়নি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' গ্রন্থ উপহার পেয়ে ২ কার্তিক [রবি 18 Oct] তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন: 'জ্বরে পড়িয়াছিলাম—এখনও সুস্থ হইয়া উঠিতে পারি নাই।'[৭৪]

এই পত্রের শেষে তিনি 'কার্ত্তিকের শেষে অথবা অগ্রহায়ণের আরম্ভে' কলকাতায় যাওয়ার কথা লিখেছিলেন, কিন্তু তার অনেক আগেই ১৯ কার্তিক [বুধ 4 Nov] তিনি সকলকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। বিদ্যালয় এর আগেই খুলে গেছে, কিন্তু তখনও ক্ষিতিমোহন কাজে যোগদান করেননি—এজন্য তাঁর মন উদ্বিগ্ন ছিল; 'এবারে বিরাহিমপুরের কাজ প্রায় অসমাপ্ত রেখেই এসেছি' তার জন্য গ্লানিও ছিল যথেষ্ট। সেই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে অজিত চক্রবর্তীকে লেখা তাঁর ২১ কার্তিকের পত্রে:

> শরীর বড়ই দুর্বল এবং অপটু হয়ে পড়েছে—খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট বোধ হয়। এই অবস্থায় মনের কাজ বেশ পুরাদমে চলবে কিনা জানি নে—কবে যে এই ভাঙা শরীরের আবার স্বাস্থ্যের সঞ্চার হবে জানি নে। কাজ ত ফেঁদেছি কিন্তু সম্বল বড় বেশি নেই—তোমরা আমার সহায় কিন্তু তোমরাও তেমন সুস্থ সবল নও—তোমাদের জন্য আমাকে সর্ব্বদাই চিন্তিত করে। কারণ আমার ত সামনে এখন সুদীর্ঘ সময় পড়ে নেই—পতাকা কাঁধে করে ত তোমাদেরই ছুটতে হবে। একে তোমাদের সংখ্যা অল্প তাতে তোমাদের শরীর অক্ষম। সত্যেন্দ্র বোলপুরের একটি বন্ধু ছিল, সেও ত চলে গেল।[৭৫]

এই সব বেদনা ক্রমে তাঁকে আত্মমুখী, অন্তর্মুখী, ঈশ্বরমুখী করে তুলেছে। শান্তিনিকেতন-ভাষণমালা ও গীতাঞ্জলি-র গানের আবহ এই ভাবেই তাঁর মনে ঘনিয়ে উঠছিল।

উট্‌কো ঝামেলাও ছিল। সে-কথাও লিখেছেন অজিতকুমারকে: 'এখানে পুলিশের এক তাগাদায় পড়ে আটকে আছি নইলে বোলপুরে যেতে বিলম্বমাত্র করতুম না।' ঘটনাটি সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

দি কোড অব্ ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর অ্যাক্ট ১৮৯৮-এর ৯৯এ ধারা বা ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪এ ধারা অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার এতদিন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে শাসন করে আসছিল। Jun 1908-এ Newspapers (Incitement to offences) Act পাশ করা হয় এই শাসনকে আরও কঠোর করার জন্য, যার বলে কিছুদিনের মধ্যেই বন্দেমাতরম ও সন্ধ্যা প্রেসকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর প্রভৃতির অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডও অব্যাহত থাকে।

এর পর সরকারের দৃষ্টি পড়ল দেশাত্মবোধক গ্রন্থ ও পুস্তিকার উপর। এ-ব্যাপারে সম্ভবত প্রথম শাস্তিপ্রাপ্ত লেখক হলেন 'হুঙ্কার' গ্রন্থটির লেখক হীরালাল সেনগুপ্ত। এবং ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথ এই মামলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে 'হুঙ্কার' প্রকাশিত হয় 31 Jul [শুক্র ১৬ শ্রাবণ], যা অবশ্যই ভ্রমাত্মক। তবু দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থটির বিবরণ আমরা উক্ত ক্যাটালগ থেকেই উদ্ধার করে দিচ্ছি:

547/ Hira Lal Sen Gupta. —হুঙ্কার। [Hunkár. Growl. A collection of songs.] Pages 24. Published by K.C. Basu, 34, Musalmánpárá Lane, Calcutta. [31st July 1908] 24°. 1st edition. [Printer] K.C. Basu, 34, Musalmánpárá Lane, Calcutta./ 1,000/...

গ্রন্থটি অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল; আষাঢ় ১৩১৫-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ১৬৮] গ্রন্থটির যে সমালোচনা মুদ্রিত হয়, তা থেকে বইটির বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়:

৪। হুঙ্কার—শ্রীহীরালাল সেনগুপ্ত প্রণীত। ২৪ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। মূল্য দুই আনা। ইহাতে গ্রন্থকার রচিত কতকগুলি গানের প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" ও অবশেষে রবীন্দ্রনাথের "বাংলার মাটি, বাংলার জল" সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের স্বরচিত গানগুলিতে কবিত্ব, চিন্তা ও দেশপ্রীতি আছে। তিনটি গান রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও যুগান্তরসম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে। চাষার গান দুইটি বেশ হইয়াছে; চাষার ভাষায় চাষার প্রাণে আঘাত করিতে পারিলেই তাহারা শীঘ্র উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে।

ইংরেজ সরকার এই কারণেই গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে লেখককে গ্রেপ্তার করে। হীরালাল সেনগুপ্ত খুলনার সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাড়ি তল্লাসি করে পুলিশ রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র হস্তগত করে ও এই পত্রের কারণেই তিনি 'পুলিশের এক তাগাদায়' কলকাতায় আটকে পড়েন। পত্রটি সম্পর্কে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

বইখানি কবির নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল, কবি তা জানতেন না; বই হস্তগত হ'লে জানতে পাল্লেন। "হুঙ্কার" প'ড়ে কবি গ্রন্থকারকে পত্র লিখেছিলেন, তাতে উত্তেজনার প্রশ্রয় ছিল না, স্থির ধীর হ'য়ে দেশের কাজ করারই উপদেশ ছিল। সে পত্রের ভাষা মনে নেই। তবে যা দু'এক কথা শুনেছিলাম, তার ভাবটা এই রকমই মনে হয়,—ঘরে আগুন লাগিয়ে তামাশা দেখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।...কবির সেই পত্রখানি গভর্নমেন্টের হস্তগত হ'য়েছিল; ফলে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেটকোর্ট থেকে কবির আহ্বান এলো।[৭৬]

অমৃতবাজার পত্রিকা-র [18 Nov] সংবাদ থেকে জানা যায়, হীরালাল 16 Nov [সোম ১ অগ্র] খুলনার স্থানাপন্ন ম্যাজিস্ট্রেট মানসরঞ্জন সেনের আদালতে হাজির হয়ে জামিনের দরখাস্ত করলে ম্যাজিস্ট্রেট সেটি নামঞ্জুর করে তাঁকে হাজতে প্রেরণ করেন। শুনানির দিন 27 Nov [শুক্র ১২ অগ্র] ধার্য হলেও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জনস্টোনের [Mr. Johnstone] অসুস্থতার জন্য 4 Dec পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।

মামলায় রবীন্দ্রনাথকেও জড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। খুলনা আদালতের এক বৃদ্ধ উকিলের কাছে শোনা বিবরণ অবলম্বনে লিখিত কালীপদ রায়ের 'খুলনায় ফৌজদারি আদালতে একটি স্বদেশী মামলায় ভারতসরকারের পক্ষে সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ ['লালমাটি', পৌষ ১৩৮৫] প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন:

উকিল মহাশয় কালীপদবাবুকে বলেছিলেন, তাঁরা তখন শুনেছিলেন যে ছোটোলাট অ্যন্ড্রু ফ্রেজারের নাকি গোড়ায় মতলব ছিল রবীন্দ্রনাথকেও হীরালাল সেনের সঙ্গে আসামী করে মামলা রুজু করা। কিন্তু সরকার পক্ষের আইনজীবীরা যখন জানালেন যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ টেকানো যাবে না—বরঞ্চ গোটা মামলাই ফেঁসে যেতে পারে তার ফলে, তখন হীরালাল সেনের বিরুদ্ধে মামলায় সরকার তরফের প্রধান সাক্ষী হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে ডাকার সিদ্ধান্ত করা হয়। উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া যে 'হুঙ্কার'-এর কবিতাগুলি অত্যন্ত উত্তেজক ও রাজদ্রোহকর।[৭৭]

রবীন্দ্রনাথ সেকথা জানতেন; তিনি ৯ অগ্র [মঙ্গল 24 Nov] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন: '··· মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে খুলনায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারে পুলিসের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি'।[৭৮] যথারীতি সমন আসার পর রবীন্দ্রনাথ ১৬ অগ্র° [মঙ্গল 1 Dec] শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন ও ১৮ অগ্র [বৃহ 3 Dec] খুলনা রওনা হন—ক্যাশবহির হিসাবে আছে: 'শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয় ১৮ অগ্রহায়ণ খুলনায় গমন করায় গমনাগমনের ব্যয়...'।

পরদিন ১৯ অগ্র [শুক্র 4 Dec] ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জনস্টোনের আদালতে মামলাটি ওঠে।

...The local Government pleader with Babu Nirode Krishna Chatterjee of Alipur appeared for the Crown. Certain prosecution witnesses were examined, including the Superintendent of Police, Babu Robindra Nath Tagore, Babu Ananda Charan Sen, proprietor "Sakha Press", Pandit Rajendra Chandra Sastri, Government Translator, and Sub-inspector Motilal Mazumdar of Sadar thana. ...The statement of the accused was taken... [who] regrets for the language of the booklet which are objectionable somewhere.[৭৯]

চিন্মোহন সেহানবীশ কালীপদ রায়কে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য মোটেই সরকারের পক্ষে যায় নি। কারণ তিনি নাকি বলেছিলেন, "স্বাধীনতাকাঙক্ষী তরুণের পক্ষে উত্তেজক করিতা বা গান লেখা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। ওকালতি তাঁর পেশা নয়, সুতরাং কবিতা বা গান কী পরিমাণ উত্তেজক হলে সেটা আইনত দণ্ডনীয় হবে সেটা তাঁর জানা নেই।" '[৮০]

পরের দিন আদালত পুনরায় বসলে 'Accused pleaded guilty'. 8 Dec [মঙ্গল ২৩ অগ্র] লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড ঘোষিত হয়: '...has been sentenced to 18 month's rigorous imprisonment' —বিভিন্ন গ্রন্থে ছয় মাস কারাদণ্ডের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তথ্যটি ঠিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য রায়দানের জন্য অপেক্ষা করেননি, তিনি ২১ অগ্র [রবি 6 Dec] কলকাতায় ফিরে পরদিন শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'কবি এখানে এসে ব'ল্লেন, হীরালালের কারাবাসের ব্যবস্থা ক'রে এলাম। মুক্তির পরে এখানে আসতে বলেছি।'[৮১] কারামুক্তির পর রবীন্দ্রনাথ হীরালালকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে নিয়োগ করেন 1910-এ, কিন্তু গবর্মেন্টের তাড়ায় 1912-এর গোড়াতেই তাঁকে জমিদারির কাজে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

কার্তিক ১৩১৫-তে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশ-সূচিটি দীর্ঘ নয়।

প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৫ [৮/৭]:

৩৫৩-৬১ 'গোরা' ৩৩-৩৬ দ্র গোরা ৬। ৩০৯-২২ [৩২-৩৫]

ভারতী, কার্তিক ১৩১৫ [৩২/৭]:

৩৩৫ 'নান্দী'/'শরতে হেমন্তে শীতে···' দ্র শারদোৎসব-গ্রন্থপরিচয় ৭। ৫৫০

মিশ্র-রামকেলি/(ওগো তুমি) নব নব রূপে এস প্রাণে দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৯-১০[৭]

পাদটীকায় লেখা হয়: 'বোলপুর শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব উপলক্ষে বিরচিত'। আমরা আগেই বলেছি, মুদ্রিত গ্রন্থে এই 'নান্দী' গৃহীত হয়নি।

একমাস শিলাইদহে কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯ কার্তিক [বুধ 4 Nov]। অবিলম্বে বিদ্যালয়ে ফেরার জন্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রধানত 'হুঙ্কার'-সংক্রান্ত ঝামেলার কারণে তিনি কলকাতাতেই কিছুদিন আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হন। ২০ ও ২৭ কার্তিক [বৃহ 12 Nov] তিনি 'মোহিনীবাবুর অফিস' যাতায়াত করেন, হয়তো ঐ মামলার বিষয়ে আইনী পরামর্শ এই যাতায়াতের উদ্দেশ্য ছিল। জগদীশচন্দ্র এই সময়ে

আমেরিকায়, তবু রবীন্দ্রনাথ ২১, ২২ ও ২৪ কার্তিক পার্শিবাগানে যাতায়াত করেছেন—জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র অরবিন্দমোহন তখন সেখানে থেকে এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তিনি শিলাইদহেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র 20 Nov [৫ অগ্র] লিখেছেন: 'অরবিন্দ পূজার সময় তোমার নিকটে ছিল জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তাহার অসুখ বড় গুরুতর; পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া পুনরায় অসুখে কষ্ট পাইবে এই মনে করিয়া চিন্তিত রহিলাম। উহার মন সর্ব্বদা বোলপুরে।'[৮২]

২৭ কার্তিক [বৃহ 12 Nov] রবীন্দ্রনাথ সদলবলে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন—'২৭ কার্ত্তিক খোদ বাবু মহাশয় দিগের দ্বিতীয় শ্রেণীর বোলপুর গমনের ব্যায়/টিকিট ৫ খান...২য় শ্রেণীর হাপ ১ খান...তৃতীয় শ্রেণীর ২ খান' ক্যাশবহির এই হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে। এইদিন রথীন্দ্রনাথ, কালীবর বেদান্তবাগীশ, মহেশচন্দ্র সেন ও কালীমোহন ঘোষকে লেখা তাঁর চারখানি চিঠি পাঠানোর হিসাবও পাওয়া যায়—কিন্তু চিঠিগুলির সন্ধান পাওয়া যায়নি।*

এর আগেই তাঁকে আর-একটি মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে হল। দীর্ঘদিনের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৩০ আশ্বিন [16 Oct] হৃদ্‌রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন; সুস্থ হয়ে ওঠার মুখে ২৩ কার্তিক [রবি 8 Nov] রাসপূর্ণিমার রাত্রে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র সরোজচন্দ্র [ভোলা] তখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র, জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষচন্দ্র কৃষি ও গোপালন-বিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকায়। রথীন্দ্রনাথকে লেখা উল্লিখিত পত্রে এই মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই ব্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু পত্রটি পাওয়া যায়নি। সন্তোষচন্দ্রকেও লিখেছিলেন, সেকথা ৩০ কার্তিক [রবি 15 Nov] লিখেছেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে:

> হঠাৎ হৃদ্‌রোগে সন্তোষের বাপ মারা গেছেন হয়ত সংবাদপত্রে সে খবর পাইয়া থাকিবেন। তাঁহার পরিবার এবং সন্তোষের জন্য মন উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। তিনি ত ঋণ ছাড়া আর কিছুই জমাইয়া যাইতে পারেন নাই—আর রাখিয়া গিয়াছেন চারটি অবিবাহিত কন্যা। সন্তোষ আপাততঃ আমেরিকাতেই যাহাতে উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে সেইরূপ পরামর্শ দিয়াই পত্র লিখিয়াছি। সেখানে সে চেষ্টা করিলে এখনি সে মাসিক ৩০০। ৪০০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। আমার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্র কলেজের ছুটির তিন মাসের মধ্যে ১৫০০ টাকা জমাইয়া তাহার বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়াছে।[৮৩]

রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের সমগ্র পরিবারের ভার গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর পুত্র-কন্যাদের সন্তান-স্নেহেই প্রতিপালন করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ৬ অগ্র [শনি 21 Nov] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন: 'বিদ্যালয়ের নূতন সেশন আরম্ভ হয়েছে। তাই নিয়ে আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমাকেও ক্লাস নিতে হচ্চে তাতে ক্লাসের সুবিধা হচ্চে কি না বলা কঠিন কিন্তু আমার সমস্ত অবসর মারা যাচ্চে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।'[৮৪] গোরা-র কিস্তি ছাড়া এই সময়ে তাঁর রচনাকার্যও নেই, তাই এই ধরনের কাজে মগ্ন থাকতে পেরেছেন। অন্য ধরনের কাজও তাঁকে করতে হচ্ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায় ৯ অগ্র [মঙ্গল 4 Nov] গিরিডির হিমাংশুপ্রকাশ রায়কে লেখা চিঠিতে। হিমাংশুপ্রকাশ কণিকা-র অনুকরণে গদ্যে 'কতকগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ খণ্ডচিন্তা' বালকদের পাঠ্য হিসেবে রচনা করেন। তার পাণ্ডুলিপি দেখে মত প্রকাশের অনুরোধ জানালে রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

> ছেলেদের পড়াইবার বইয়ের অভাব প্রতিদিন অনুভব করিতেছি—এইজন্য আপনি একাজে নামিয়াছেন শুনিয়া খুসি হইলাম—এইদিকে আমাদের অনেকেরই মনোযোগ দেওয়া দরকার হইয়াছে।

ছোট ছোট গল্প লিখিবার প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিতেছে। বেশ একটু যত্ন করিয়া লেখা আবশ্যক। অথাৎ এমন মনে করা অন্যায় যে, ছেলেদের পক্ষে সবই ভাল। যাহা পড়িলে বড়দের ভাল লাগেনা তাহা ছেলেদেরও ভাল লাগিবেনা। ছেলেদের মন পাইতে হইলে সাহিত্যরসের প্রয়োজন হয়—সেই রস নিতান্ত অবহেলায় সৃষ্টি হয়না।[৮৫]

হিমাংশুপ্রকাশ তাঁর লেখাগুলি পাঠিয়ে দেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খুশি হতে পারেননি। ১৪ অগ্র [রবি 29 Nov] তিনি কিছু মন্তব্য-সহ পাণ্ডুলিপিটি ফেরৎ পাঠান, ২১ অগ্র [রবি 6 Dec] কলকাতা থেকে আর-একটি দীর্ঘ পত্র লিখে শিশুসাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন:

আপনি যে গল্পকণিকাগুলি লিখিয়াছেন তাহার মুস্কিল এই যে বড়রা মনে করিবে যে সেগুলি ছোটদের জন্য রচিত এই জন্য যথেষ্ট শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবেনা—এদিকে ছোটরা তাহার ঠিক ভাবটুকু গ্রহণ করিতে পারিবেনা অথচ ইহার গল্পাংশটুকু তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে গল্প হইয়া উঠে নাই। এই উভয়সঙ্কট হইতে এগুলিকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় এই রূপকগুলিকে পদ্যে রচনা করা। ছন্দে মিলে এই সমস্ত জিনিষ যদি বেশ আঁট হইয়া ওঠে, মুখস্থ করিয়া ব্যবহার করিবার উপযোগী হয় তবে সাধারণ পাঠকেরা তাহাকে উপেক্ষা না করিতেও পারে। সরল সহজ জিনিষ হইতে ভাবের মুক্তাটুকুকে বাহির করিয়া লওয়া, সে কেবল জহুরীরাই পারে; যে সে লোকের হাতে পড়িলে সামান্য ঝিনুক বলিয়া ওগুলা অবজ্ঞা লাভ করে।...যদি গদ্যই চালাইতে চান তবে হাস্যরসের দ্বারা সে গদ্যকে খুব ঝক্‌ঝকে তীক্ষ্ণ করিয়া তোলা আবশ্যক। লোকে গম্ভীরভাবে পড়িতে গেলে দাবী বেশি করে—গোড়াতেই কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ায়, তাহার পরে যদি মুঠাভরা কিছু একটা না পায় ত চটিয়া যায়—বলে, আমাকে কি ছেলেমানুষি করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করা হইতেছে?[৮৬]

রচনার ভাষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: ‘নিতান্ত কথিত ভাষায় লিখিবেন না—তাহার আর কোনো কারণ নাই, কেবল কথিত ভাষা বাংলাদেশের সকল জেলার ভাষা হইতেই পারেনা ইহাই কারণ। তাই বলিয়া উগ্র বইয়ের ভাষা হইলেও চলিবেনা, যাহাতে কথিত ভাষার রসটুকু থাকে অথচ পুঁথির ভাষার সম্ভ্রমটুকুও রক্ষা হয় এমন হওয়া চাই।’ কথিত ভাষা বলতে তিনি নিশ্চয়ই আঞ্চলিক ভাষাকেই বুঝিয়েছিলেন, কয়েক বছর পরেই তিনি সাহিত্যে ব্যবহারযোগ্য চলিত ভাষার স্বপক্ষে তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন। ১৪ অগ্রহায়ণের পত্রে তিনি লিখেছিলেন: ‘জীবনচরিত বা ইতিহাস হইতে বেশ ছোট ছোট anecdote সংগ্রহ করিয়া দিলে ছেলেদের পড়াইবার বিশেষ সুবিধা হয়।..রাজপুত শিখদের ইতিহাস প্রভৃতি হইতে ছেলেদের উৎসাহজনক অনেক গল্প পাওয়া যায়—তাহাতে ত্যাগের বীর্য্যের অধ্যবসায়ের ধর্ম্মনিষ্ঠার সত্যপরায়ণতার যে সকল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহাতে বালকদের মন মুগ্ধ ও চরিত্র গঠিত হইতে পারে।’ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়-শিক্ষার দিক দিয়ে এইসব কথা ভাবছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ অনবদ্য কথিত ভাষায় রাজপুত-কাহিনী অবলম্বনে ‘রাজকাহিনী (মেবার) প্রথম খণ্ড’ [28 Jun 1909: ১৪ আষাঢ় ১৩১৬] প্রকাশ করে তাঁর চাহিদা পূরণ করেন। তিনি নিজেও এই সময়ে ‘বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশে “বালক” পত্রে প্রকাশিত [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৯২] “মুকুট” নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত’ করে ‘মুকুট’ [31 Dec: ১৬ পৌষ] নাটিকা রচনা করছেন, তাতেও বালকদের মনোমুগ্ধকর ও চরিত্র-গঠনাত্মক ত্যাগ বীর্য অধ্যবসায় ধর্মনিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত চিত্রিত হয়েছে। এই রচনার প্রতি ইঙ্গিত করেই রবীন্দ্রনাথ ২১ অগ্র হিমাংশুপ্রকাশকে লেখেন: ‘যাহা হউক বুড়াদের দিকে আজকাল আমার বড় মন নাই—বোধহয় নিজে বুড়া হওয়াতেই ছেলেদের দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে।’

কিন্তু এইসব বহির্মুখী কার্যকলাপ ও ভাবনাচিন্তার পাশাপাশি তাঁর অন্তর্মুখী সাধনার একটি গূঢ়সঞ্চারী ধারাও প্রবাহিত হচ্ছিল! বৎসরের প্রথম দিকে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রতি বুধবারে তিনি ‘ব্রহ্মোপাসনার প্রতি শ্লোকের প্রতি শব্দ প্রথম হইতে ব্যাখ্যা’ করছিলেন। এই কাজও বহির্মুখী—নিজের ধ্যানলব্ধ ঐশ্বর্যকে অন্যের

কাছে অবারিত করায় তাঁর স্বাভাবিক সংকোচ ছিল। কিন্তু অন্যের তাগিদে সেই সংকোচও তাঁকে কাটিয়ে উঠতে হল। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন:

দেখিতাম তখন প্রতিদিন শেষরাত্রিতে ৩টা ৩ ।টার সময় তিনি মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া ধ্যানে বসিতেন। তাঁহার সেই ধ্যানলব্ধ ঐশ্বর্যের একটু প্রসাদকণার আবেদন তাঁহার কাছে বার বার জানাইয়াছিলাম। একদিন তিনি জানিলেন যে আগামী ১৬ই অগ্রহায়ণ আমার একটি বিশেষ দিন। সেই উপলক্ষে কি আশীর্বাদ তিনি দিবেন সেই কথাই যখন তিনি ভাবিতেছেন তখন তাঁর কাছে আমি সেই প্রভাত-উপাসনারই একটু প্রসাদ ভিক্ষা করিলাম। প্রভাতকালের এই ব্রাহ্মমুহূর্তটি তাঁহার বড় যত্নের ধন। এই সময়টুকুই একান্তভাবে তাঁহার অধ্যাত্মলগ্ন। তাই যখন তিনি একটু ইতস্তত করিতেছেন তখন আমরা অনেকেই তাঁহার কাছে ঐ একই আবেদন জানাইলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিন্তু অতিশয় সংকোচের সহিত তিনি কিছুদিনের মত রাজী হইলেন।

শীতকাল। অগ্রহায়ণ মাস। শান্তিনিকেতনের মন্দিরের বারান্দায় শেষরাত্রি ৪ ।টায় আমরা কয়েক জন একত্র হইতাম। তিনি তারও বহুপূর্বে সেখানে বসিতেন। ৪ ।টায় হইতে ৫টা আমরা তাঁহার সদ্যপ্রাপ্ত ভাগবত সত্যের কিছু প্রসাদ পাইয়া উঠিয়া যাইতাম। তিনি তাহার পর আরও অনেক ক্ষণ সেই আসনে বসিয়া থাকিতেন। কিছুকাল এইরূপ চলিল। যাঁহারা যাইতেন তাঁহারা তাহাতে খুবই উপকৃত ও তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু তিনি আপনার মর্মের এই সব কথা শুনাইতে বড়ই সংকোচ বোধ করিতেন। তিনি কোথাও গেলে বা অন্য কারণে মাঝে মাঝে বাধাও পড়িত। তবু প্রতিদিন প্রভাতের এই ব্যবস্থা বেশি দিন চলিল না। ছয়টি মাস পূর্ণ না হইতেই তিনি নম্রভাবে একান্ত সঙ্কোচ জানাইয়া বিদায় লইলেন। ১৩১৫ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৩১৬ সালের ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত তিনি তাঁহার ঐ অধ্যাত্ম মুহূর্তগুলির কথা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের ভাষায় এক অমর সম্পদ হইয়া রহিল।[৮৭]

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণগুলি 'শান্তিনিকেতন' নামে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম রচনাটি 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৩। ৪৪৯] 'কলিকাতা ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫': স্থান-কাল-চিহ্নিত। কিন্তু ক্ষিতিমোহনের বক্তব্য অনুযায়ী, ১৬ অগ্রহায়ণ তাঁর একটি বিশেষ দিনের আশীর্বাণী-রূপেই প্রথম ভাষণটি শান্তিনিকেতন মন্দিরের বারান্দায় রাত্রিশেষে প্রদত্ত হয়েছিল। তাছাড়া ১৬ অগ্র [মঙ্গল 1 Dec] তারিখেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন—ক্যাশবহিতে এইদিন 'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের হাবড়ার ষ্টেসন হইতে যোড়াসাঁকো আসিবার গাড়ি ভাড়া'র হিসাব পাওয়া যায়। তাই আমাদের অনুমান, পূর্ব দিনে প্রদত্ত ভাষণটি রবীন্দ্রনাথ পরের দিন ১৭ অগ্র কলকাতায় লিপিবদ্ধ করেন ও সেই অনুসারেই স্থান-কাল লিখে রাখেন।

'সংশয়' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৩। ৪৪৯-৫২] ভাষণটিও সম্ভবত উক্ত ১৬ অগ্রহায়ণ তারিখেই প্রদত্ত হয়েছিল, যেটি পরের দিন রবীন্দ্রনাথ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ভাষণটির সঙ্গে কলকাতায় লিপিবদ্ধ করেন।

1908-এর একটি ডায়ারিকে তিনি শান্তিনিকেতন-ভাষণমালার পাণ্ডুলিপি হিসেবে ব্যবহার করেন। মুদ্রাকরের মসী-লাঞ্ছিত এই ডায়ারিটি মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়-সংগ্রহ থেকে রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে আসে; সংগ্রহণ সংখ্যা: 360(i)। রুল-টানা ডায়ারিটির প্রথম পৃষ্ঠা অথাৎ 1 Jan 1908-মুদ্রিত পৃষ্ঠা থেকেই রবীন্দ্রনাথ লিখতে শুরু করেন, কিন্তু 12 May 1908-মুদ্রিত 133 পৃষ্ঠার পরেই তিনি এটি পরিত্যাগ করেন। ৬ মাঘ [মঙ্গল 19 Jan 1909] মহর্ষির মৃত্যুর চতুর্থ সাংবৎসরিক সভায় কথিত 'মৃত্যুর প্রকাশ' ভাষণটি লিপিবদ্ধ করেই সম্ভবত তিনি ডায়ারিটিকে প্রেসকপি হিসেবে প্রকাশকের হাতে তুলে দেন। কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপিটিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রথম ছ'টি ভাষণের শিরোনাম দেননি। কালি ও কলমের পার্থক্য থেকে বোঝা যায়, পরবর্তী ভাষণগুলি লিপিবদ্ধ হওয়ার পরে তাদের নামকরণ করা হয়।

কয়েকটি তথ্যগত সমস্যার সমাধানের জন্য পাণ্ডুলিপিটি খুবই মূল্যবান। '১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫/ কলিকাতা' স্থান-কাল লিপিবদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ভাষণটি লিখতে শুরু করেন এবং একই কলম ও কালি দিয়ে পরবর্তী ভাষণটি লিখে, '২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫/ শান্তিনিকেতন বোলপুর' স্থান-কাল উল্লেখ করে 6

পৃষ্ঠা থেকে 'অভাব' [পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম নেই] ভাষণটি লেখেন ও কোনোরকম নির্দেশ ছাড়াই একটানা 'আত্মার দৃষ্টি' [পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম নেই] ভাষণটি লিপিবদ্ধ করেন। এর থেকে আমরা অনুমান করেছি, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ও 'সংশয়' ভাষণ-দুটি ১৬ অগ্র [মঙ্গল 1 Dec] এবং 'অভাব' ও 'আত্মার দৃষ্টি' ভাষণদ্বয় ২৩ অগ্র [মঙ্গল ৪ Dec] তারিখে শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত হয়েছিল। পরবর্তী ভাষণগুলির ক্ষেত্রে সমস্যা নেই, প্রত্যেকটির রচনা-শেষে রবীন্দ্রনাথ তারিখ লিখে রেখেছেন।

রবীন্দ্রজীবনী-কার 'শান্তিনিকেতন'-ভাষণমালার প্রথম আটটি খণ্ডকে 'নিত্যপূজার নৈবেদ্যস্বরূপ'[৮৮] বলে অভিহিত করেছেন—এই অভিধা যথার্থ। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে যখন ভাষণমালার সতেরোটি খণ্ডকে দুই খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ১১ মাঘ ১৩৪১ [25 Jan 1935] রানী মহলানবিশকে লেখেন:

এবার প্রুফ দেখতে গিয়ে সমস্তটা তন্ন তন্ন করেই দেখা হয়েচে। সম্পূর্ণ নতুন করেই এর কথাগুলো আমার কানে পৌঁছল। এক সময় যখন প্রতিদিন সকালে অল্প কয়েকজন উপাসকদের মধ্যে এই কথাগুলি বলে গিয়েছি তখন বস্তুত নিজেকেই নিজে শুনিয়েছি—যদি না বলতুম তাহলে ও কথাগুলো আমারো শোনা হোত না, আমার নিজের কাছে অপ্রকাশিত থেকে যেত।[৮৯]

আবার ১৬ মাঘ [30 Jan] তাঁকেই লিখেছেন:

অনেক সময় নিজের গান মনে হয় যেন আর কারো রচনা, আমার মধ্যে দিয়ে শুনতে পাওয়া গেল। শান্তিনিকেতন বইখানা ঠিক সেই রকম মনে হচ্চে—ওর কথাগুলো আমার সাধনা ও সাধ্যের যেন অতীত। প্রথম খণ্ড বেরিয়ে গেল—···দ্বিতীয় খণ্ডের প্রুফ দেখতে দেখতে যে বাণী শুনতে পাচ্চি সে আমার নয় অথচ আমার। আমার এমন একটি চিত্ত যার কথা কইবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, সেই কারণে এই যন্ত্রটিকে নিয়ে আমার অন্তর্লোকবাসী আমি কথা কইয়ে চলেচে—এর জন্যে আমাকে সেইটুকুমাত্র প্রশংসা করা চলে যেটুকু প্রশংসা একটা ভালো করে তৈরি বাণীযন্ত্রকে করা যেতে পারে। প্রুফ দেখতে দেখতে আমার অন্তর্যামী কবিতাটা মনে পড়ছিল।[৯০]

ভাষণগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এর চেয়ে ভালো করে কিছু বলা সম্ভব নয়। এগুলি তাঁর অন্তর্যামীর সঙ্গে কথোপকথন—যা আর কিছুকাল পরে গীতাখ্য কাব্যত্রয়ীতে ছন্দে ও সুরে অনন্য রূপ লাভ করেছে।

১৬ অগ্র [মঙ্গল 1 Dec] ভাষণমালার সূচনা করেই রবীন্দ্রনাথকে কলকাতায় চলে আসতে হল 'হুঙ্কার'-মামলায় সাক্ষ্য দেবার সমন পেয়ে। ১৮ অগ্র [বৃহ 3 Dec] তিনি খুলনা যাত্রা করেন, তার আগের দিন পার্শিবাগানে গিয়ে অরবিন্দমোহনকে দেখে আসেন। ১৯ অগ্র তিনি খুলনায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনস্টোনের আদালতে সাক্ষ্য দেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

রবীন্দ্রনাথ খুলনা থেকে ফিরে আসেন ২১ অগ্র [রবি 6 Dec]। এইদিন ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোডে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রদত্ত জমির উপর নির্মিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইতিপূর্বেই তাঁকে পত্র লিখেছিলেন। প্রত্যুত্তরে ৯ অগ্র [মঙ্গল 24 Nov] রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আপনার মন হইতে কি দয়ামায়া সমস্ত দূর হইয়া গিয়াছে? আমার আপীল সম্পূর্ণ নামঞ্জুর—with cost? আপনি জানেন আমি আত্মরক্ষার জন্য যতদূরেই পলায়নের চেষ্টা করি না কেন, আপনারা ডাক দিলে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারি না—সেই জন্যই আপনাদের দয়া প্রার্থনা করি। যেখানকার কাজ শেষ করিয়াছি সেখানে আপনারা আবার ফিরিয়া ডাকিলে আমি রক্ষা পাইব কি করিয়া?... কিন্তু আপনার সঙ্গে তর্ক করিব না—বিবাদ ত নয়ই। অনুরোধ রাখিবার চেষ্টা করিব—অর্থাৎ বাহিরের ব্যাঘাত যদি গুরুতর হইয়া না ওঠে তবে বর্ত্তমান অবস্থায় আমার যেরূপ সাধ্য আছে সেইরূপই সাধন করিব।

এর পরে 'হুঙ্কার'-মামলায় খুলনা যাওয়ার সম্ভাবনা ও শারীরিক অপটুতার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন: এ অবস্থায় আমাকে আপনাদের জবাব দিতেই হইবে—নতুবা ডাক্তার কবিরাজে জবাব দিবে। সব কথাই ত শুনিয়া রাখিলেন—আমি ছোটখাট কিছু লিখিবার চেষ্টা করিব কিন্তু যত্নে কৃতে যদি না ঘটিয়া উঠে তবে ক্ষমা করিবেন। সাহিত্য পরিষদের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা আছে অতএব যদি কখনো সেবায় ত্রুটি ঘটে তবে তাহা ক্ষমতার অভাবে—তাহাতে সেবকের অপরাধ লইবেন না।'[৯১] রবীন্দ্রনাথ কিছু লেখার সুযোগ পাননি—তিনি মৌখিক ভাষণ দেন। রামেন্দ্রসুন্দর ভাষণটি লিখে দেওয়ার অনুরোধ জানালে ১ পৌষ [বুধ 16 Dec] তাঁকে লেখেন: 'যাহা বলিয়াছিলাম লিখিয়া দিবার চেষ্টা করিব। রিপোর্টে ছাপিয়া বাহির করিবার মত কোনো কথা বলি নাই তবে রিপোর্ট সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশে যতটুকু মনে পড়ে লিখিয়া দিব।'[৯২] তিনি ভাষণটি লিখে দিলে সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ১৩১৬ [পৃ ১৯৪-৯৬]-তে মুদ্রিত হয়, পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'পরিষৎ-পরিচয়' [১৩৫৬]-এ [পৃ ৬-৮] উদ্ধৃত এবং সেখান থেকে রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডের [১৩৬০] গ্রন্থপরিচয়-এ [পৃ ৫৩৬-৩৯] সংকলিত হয়েছে।

নবনির্মিত ভবনের দ্বিতলে মূল সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র [1848-1917]। কিন্তু জনাধিক্যের জন্য একতলায় আর-একটি সভার আয়োজন করতে হয়, এই সভায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে অন্যতম সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একটি প্রবন্ধে পাণিনির ব্যাকরণ প্রভৃতি অবলম্বনে দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে পুত্রশব্দের অর্থ ছিল, যে পূর্ণ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণের প্রথমেই এই ব্যাখ্যা স্মরণ করে বললেন: 'বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎকে আমি দেশমাতার এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেক দিন হইতে আনন্দ পাইতেছি। ইহা একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা বাংলাদেশের আত্মপরিচয়চেষ্টাকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, এক কাল হইতে অন্য কালে বহন করিয়া চলিবে—তাহার এক নিত্যপ্রসারিত জিজ্ঞাসা সূত্রের দ্বারা অদ্যকার বাঙালির চিত্তের সহিত দূরকালের বাঙালিচিত্তকে মালায় গাঁথা চলিবে—দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের যোগসাধন করিয়া পরিপূর্ণতা বিস্তার করিতে থাকিবে।' রাজা বিনয়কৃষ্ণের দরবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরিষদকে স্বনির্ভর করার আকাঙ্ক্ষায় 'কোন সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত' করার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৪। ২৬১-৬২], পরিষদের নিজস্ব গৃহনির্মাণের জন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সাত কাঠা জমি দান করলে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম ট্রাস্টী নিয়োজিত হন। ভাড়া বাড়ি থেকে নিজের ভবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে তিনি ধর্মসাধনার জন্য শরীরগ্রহণ বলে মনে করেছেন। এই কাজে যে বিলম্ব হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যেই আশার কারণ দেখেছেন: 'ইহা ভোজবাজির খেলার মতো অকস্মাৎ কোনো খামখেয়ালির শ্রদ্ধাহীন টাকার জোরে এক রাত্রে সৃষ্ট হয় নাই। অনেক দিন দেশের হৃৎসঞ্চারিত রক্তের দ্বারা পুষ্ট হইয়া, তাহার জীবন হইতে জীবনলাভ করিয়া, তবেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির নিয়মে পরিষদের শারীরিক আবির্ভাব ঘটিয়াছে।' কিন্তু অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ স্বদেশী আন্দোলনের দুঃখজনক পরিণতি দেখে তিনি এই আনন্দের মুহূর্তেও সতর্কবাণী উচ্চারণ না করে পারলেন না:

বাংলাদেশের ঘরেও মাঝে মাঝে দেবলোক হইতে মঙ্গল নানা আকার ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমরা তাহার সকলটিকে পালন করি নাই। এমনি করিয়া অনেক নবীন আগন্তুককেই আমরা অনাদরে অভুক্ত রাখিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি। সেই-সকল অপমানিত মঙ্গলের অভিসম্পাত অনেক

জমা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারাই আমাদের উন্নতিপথের এক-একটি বড়ো বড়ো বাধা রচনা করিয়া রহিয়াছে।

এই ভাগ্য লাভ না করে সাহিত্যপরিষদে 'বাঙালির গৌরব, বাঙালির কীর্তি, বাঙালির চরিতার্থতা কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক' এই প্রার্থনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করেন।

রাজশাহীর অধিবাসী কবি রজনীকান্ত সেন [1865-1910] সাহিত্য-পরিষদের গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে ১৪ পৌষ ১৩০৮ [29 Dec 1901] অ্যালবার্ট হলে সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা আয়োজিত কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা সভায় রজনীকান্তকে কৌতুকগীতি পরিবেশন করতে দেখেছিলেন। এর পরে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩১০-এর পৌষোৎসবে [Dec 1903] রজনীকান্তকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন, জগদানন্দ রায়ের 'স্মৃতি' থেকে জানা যায় রজনীকান্ত তাঁদের অনেক গান শুনিয়েছিলেন। পরিষদের গৃহপ্রতিষ্ঠা সভাতেও তিনি সংগীত পরিবেশনা করেন। তাঁর জীবনীকার নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত লিখেছেন:

রজনীকান্ত বিপুল জনতা ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে পারিলেন না, নিম্নতলের সভায় রহিয়া গেলেন। রবীন্দ্রবাবু সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে রজনীকান্তের পরিচয় দিলেন এবং সংগীতালাপে সকলকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। সভাপতির সনির্বন্ধ অনুরোধে রজনীকান্ত সেই সভায় নিম্নলিখিত দুইখানি গান গাহিয়াছিলেন—

সৃষ্টির বিশালতা লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ···]
সৃষ্টির সূক্ষ্মতা [স্তূপীকৃত, গগন-রহিত...]

রজনীকান্ত তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়াছেন—'এই গান শুনে রবি ঠাকুর আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন, আমি দীনেশকে [দীনেশচন্দ্র সেন] সঙ্গে করে রবি ঠাকুরের বাড়ি তার পরদিন [২২ অগ্র সোম 7 Dec] সকাল বেলা যাই। সেইখানে তিনি আবার ঐ গান শোনেন, শুনে বলেন যে বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হয়েছে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আর একটা করুন।'[৯৩]

রজনীকান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাক্ষাৎকার হয় ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [11 Jun 1910] তারিখে, যখন তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যুপথযাত্রী। আমরা যথাস্থানে প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করব।

গদ্যগ্রন্থাবলী-র চতুর্দশ ভাগ 'শিক্ষা' প্রকাশিত হয় বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 17 Nov 1908 [মঙ্গল ২ অগ্র]। গ্রন্থটির মুদ্রণসংখ্যা: ১০৫৬, মূল্য: আট আনা, পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+১৪২। অন্যান্য বিবরণ:

আখ্যাপত্র: গদ্যগ্রন্থাবলী, ১৪শ ভাগ।/শিক্ষা/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ মূল্য।।০

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক—/ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস/কার্য্যালয়—৭৩। ১,
সুকিয়া ষ্ট্রীট,/ শাখা দোকান—২০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,/ কলিকাতা।/ এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্
প্রেস।/ কান্তিক প্রেস/ ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচি:

[১] শিক্ষার হের-ফের	[সাধনা, পৌষ ১২৯৯]
[২] ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ	[বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১২]
[৩] শিক্ষা-সংস্কার	[ভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩১৩]
[৪] শিক্ষাসমস্যা	[বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৩]
[৫] জাতীয় বিদ্যালয়	[ঐ, ভাদ্র ১৩১৩]
[৬] আবরণ	[ঐ, ভাদ্র ১৩১৩]
[৭] সাহিত্যসম্মিলন।	[ঐ, ফাল্গুন ১৩১৩]

রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' আত্মশক্তি-তে ও 'সাহিত্যসম্মিলন' সাহিত্য-তে সংকলিত হওয়ায় শিক্ষা [র°র° ১২শ খণ্ড]-গ্রন্থ থেকে বর্জিত হয়েছে। পরিবর্তে ১৩১৫ সালের পূর্বে লিখিত শিক্ষাবিষয়ক আটটি রচনা পরিশিষ্টে সংকলিত হয়।

অগ্রহায়ণ ১৩১৫-তে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-রচনার সূচিটি নিতান্ত ক্ষীণ, পৌষ ১৩১৫-তেও তাই।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৫ [৮/৮]:

৪১৩-১৯ 'গোরা' ৩৭ দ্র গোরা ৬। ৩২২-২৩ [৩৬]

প্রবাসী, পৌষ ১৩১৫ [৮।৯]:

৪৭৭-৮৪ 'গোরা' ৩৮-৩৯ দ্র গোরা ৬। ৩৩৩-৪৬ [৩৭-৩৮]

রবীন্দ্রনাথ ভৃত্য উমাচরণকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে যান ২২ অগ্র [সোম 7 Dec]। বিদ্যালয়ের জন্য কেশবচন্দ্র সেনের 'জীবনবেদ', 'ব্রাহ্মী উপনিষদ [? ব্রহ্মগীতোপনিষদ]', 'মাঘোৎসব', 'সেবকের নিবেদন' ও 'আচার্য্যের উপদেশ' গ্রন্থগুলি তিনি কিনে নিয়ে যান বলে ক্যাশবহিতে উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তাঁর সমকালীন মানসিকতা অনুযায়ী মনে হয় বইগুলি তাঁর নিজের প্রয়োজনেই লেগেছিল।

শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পরের দিন থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাতঃকালীন ভাষণ দেওয়া শুরু করেন। ২৩ অগ্রহায়ণের [মঙ্গল 8 Dec] ভাষণের শিরোনাম 'অভাব' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৩। ৪৫৩-৫৪]। রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে ভাষণটি তারিখ-হীন, কিন্তু কানাই সামন্তের সম্পাদনায় পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে 'শান্তিনিকেতন' প্রথম খণ্ডের যে নূতন সংস্করণ [শ্রাবণ ১৩৯১] প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে এই ভাষণটিই 'শান্তিনিকেতন/ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৫' স্থান-কাল চিহ্নিত—'সংশয়' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৩ | ৪৪৯-৫২] ভাষণটি নয়। আমরা আগেই বলেছি, 'আত্মার দৃষ্টি' [দ্র ঐ ১৩। ৪৫৪-৫৬] ভাষণটিও ২৩ অগ্রহায়ণে প্রদত্ত হয়েছিল।

পাণ্ডুলিপি-আধারিত সংস্করণের সঙ্গে প্রথমাবধি প্রচারিত সংস্করণের অন্যবিধ পার্থক্যও আছে। প্রচলিত সংস্করণগুলিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ২৮-২৯ অগ্রহায়ণে যে ভাষণগুলি দেন সেগুলি 'ত্যাগের ফল', 'প্রেম' ও 'সামঞ্জস্য' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে এগুলি দুটি শিরোনামে লিখিত 'প্রেম' [২৮ অগ্র] ও 'বিরোধের সামঞ্জস্য' [২৯ অগ্র]। শ্রীসামন্ত অনুমান করেছেন, মুদ্রণ-বিপর্যয়ের ফলে বক্তব্যে যে অসংগতি দেখা দেয়, প্রুফ-সংশোধনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রেসকপির সঙ্গে না মিলিয়েই প্রবন্ধের শিরোনাম বদল করে তার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেন। অনুমানটি যুক্তিসংগত ও এই যুক্তি অনুসরণ করে পূর্ববর্তী সংস্করণের 'প্রেম' ভাষণটিকে তারিখ-চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়েছে।

এই আলোচনা-সূত্রে আমরা অগ্রহায়ণ মাসে ও পৌষের প্রথমে প্রদত্ত ভাষণগুলিকে তালিকাবদ্ধ করে ফেলতে পারি:

১৬ অগ্র [মঙ্গল 1 Dec] 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'	দ্র শান্তিনিকেতন ১৩।৪৪৯
১৬ অগ্র [মঙ্গল 1 Dec] 'সংশয়'	দ্র ঐ ১৩।৪৪৯-৫২
২৩ অগ্র [মঙ্গল 8 Dec] 'অভাব'	দ্র ঐ ১৩।৪৫৩-৫৪
২৩ অগ্র [মঙ্গল 8 Dec] 'আত্মার দৃষ্টি'	দ্র ঐ ১৩।৪৫৪-৫৬
২৫ অগ্র [বৃহ 10 Dec] 'পাপ'	দ্র ঐ ১৩।৪৫৬-৫৮

২৬ অগ্র [শুক্র 11 Dec] 'দুঃখ'	দ্র ঐ ১৩।৪৫৮-৬০
২৭ অগ্র [শনি 12Dec] 'ত্যাগ'	দ্র ঐ ১৩।৪৬০-৬২
২৮ অগ্র [রবি 13Dec] 'প্রেম'	দ্র ঐ ১৩।৪৬৩-৬৪
	৪৬৫-৬৭, ৪৬৪ ['ত্যাগের ফল', 'প্রেম']
২৯ অগ্র [সোম 14 Dec] 'বিরোধের সামঞ্জস্য'	দ্র শান্তিনিকেতন ১৩।৪৬৫
	৪৬৭-৭১ ['প্রেম', 'সামঞ্জস্য']
৩০ অগ্র [মঙ্গল 15 Dec] 'কী চাই?'	দ্র ঐ ১৩।৪৭১-৭৪
২ পৌষ [বৃহ 17 Dec] 'প্রার্থনা'	দ্র ঐ ১৩।৪৭৪-৭৭

এই এগারোটি [বা বারোটি] ভাষণ নিয়ে 'শান্তিনিকেতন (প্রথম)' ভাগ প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী, 24 Jan 1909 [রবি ১১ মাঘ]। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র:

শান্তিনিকেতন/(প্রথম)/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর মূল্য।০ আনা

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক—/ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশি[ং] হাউস্/ কার্য্যালয়—৭৩।১,

সুকিয়া ষ্ট্রীট,/শাখা দোকান—২০।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।/ কান্তিক প্রেস/ ২০,

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২ [সূচি]+৮৯; মুদ্রণসংখ্যা: ১০০০।

শান্তিনিকেতন দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বারোটি ভাষণ রবীন্দ্রনাথ দিলেন ৩ থেকে ১২ পৌষের মধ্যে। ভাষণগুলি হল:

৩ পৌষ [শুক্র 18 Dec] 'বিকার-শঙ্কা'	দ্র শান্তিনিকেতন ১৩।৪৭৮-৮২
৪ পৌষ [শনি 19 Dec] 'দেখা'	দ্র ঐ ১৩।৪৮১-৮৪
৫ পৌষ [রবি 20 Dec] 'শোনা'	দ্র ঐ ১৩।৪৮৫-৮৭
৬ পৌষ [সোম 21 Dec] 'হিসাব'	দ্র ঐ ১৩।৪৮৭-৯০
৭ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] 'শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব'	দ্র ঐ ১৩।৪৯০-৯২
৭ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] 'দীক্ষা'	দ্র ঐ ১৩।৪৯২-৯৫
৮ পৌষ [বুধ 23 Dec] 'মানুষ'	দ্র ঐ ১৩।৪৯৫-৯৮
৮ পৌষ [বুধ 23 Dec] 'ভাঙা হাট'	দ্র ঐ ১৩।৪৯৯-৫০০
৯ পৌষ [বৃহ 24 Dec] 'উৎসব-শেষ'	দ্র ঐ ১৩।৫০০-০২
১০ পৌষ [শুক্র 25 Dec] 'সঞ্চয়-তৃষ্ণা'	দ্র ঐ ১৩।৫০২-০৪
১১ পৌষ [শনি 26Dec] 'পার করো'	দ্র ঐ ১৩।৫০৪-০৫
১২ পৌষ [রবি 27 Dec] 'এপার ওপার'	দ্র ঐ ১৩।৫০৫-০৭

৫ পৌষের ভাষণ 'শোনা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:"কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে—'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে'।" এর পরে তিনি গানটির প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করেছেন, হয়তো গেয়েও শুনিয়েছিলেন। এই স্তবকটি একটি শিখ ভজন 'বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ' [দ্র রূপান্তর। ১৩৪]-এর প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। রূপান্তর-এর 'গ্রন্থপরিচয়'-এ লেখা হয়েছে: 'মূল ভজনটি শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন। তাহা অবলম্বনে যে গানটি তিনি রচনা করেন তাহার প্রথম স্তবকই ভজনের অনুগামী'। আরও দুটি স্তবক যুক্ত হয়ে গানটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয় দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭৯-৮০, ইমন-কল্যাণ—তেওরা; গীত ১।১৩৫; স্বর ২৭।

৭ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] শান্তিনিকেতনে অষ্টাদশ সাংবৎসরিক উৎসব হয়। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই দিন দুটি ভাষণ দেন। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র বিস্তৃত বিবরণের অভাবে বোঝা যায় না তিনি ভাষণ-দুটি প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন উপাসনা উপলক্ষে দিয়েছিলেন কিনা।

এইদিন বা কাছাকাছি কোনো দিনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের দ্বারা 'মুকুট' নাটিকা অভিনীত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী, নাটিকাটি প্রকাশের তারিখ 31 Dec 1908 [বৃহ ১৬ পৌষ]। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

মুকুট/বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকদের/দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশে "বালক"/পত্রে প্রকাশিত "মুকুট" নামক ক্ষুদ্র/উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত। /শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য চারি আনা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+৬০; মুদ্রণসংখ্যা: ১,০০০।

মূল গল্পটি ১২৯২ বঙ্গাব্দে বালক পত্রিকার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। একটি রুল-টানা এক্সারসাইজ বুকের মাঝামাঝি ভাঁজ করে পৃষ্ঠার বাঁদিকে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপটি রচনা করেছেন। ৪৫টি লিখিত পৃষ্ঠা সংবলিত এই পাণ্ডুলিপিটি [Ms. 249] তিনি শান্তিনিকেতন থেকে রেজিস্টার্ড পোস্টে জোড়াসাঁকোয় কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রেরণ করেন। এই বিবরণগুলি ৪৬ পৃষ্ঠার ডান দিকের ভাঁজে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়। প্রেসের কালি, আঙুলের ছাপ প্রভৃতি দেখে বোঝা যায়, এইটিই প্রেসকপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে নাটিকাটির প্রথম অভিনয় সম্পর্কে কোনো বিবরণ বা স্মৃতিকথা রক্ষিত হয়নি।

এই মাসে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক গল্পগুচ্ছ-এর তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী তৃতীয় ভাগের প্রকাশ-তারিখ 2 Jan 1909 [শনি ১৮ পৌষ] ও চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হয় 4 Jan [সোম ২০ পৌষ]—দুটিরই মুদ্রণসংখ্যা ১০৫০ ও মূল্য এক টাকা।

২৪৮ পৃষ্ঠার তৃতীয় ভাগে নিম্নলিখিত গল্পগুলি সংকলিত হয়;

১। দুরাশা ২। ডিটেক্‌টিভ্ ৩। অতিথি ৪। শাস্তি ৫। অধ্যাপক ৬। রাজটীকা ৭। মণি-হারা ৮। দৃষ্টি-দান ৯। সমাপ্তি।

তৃতীয় ভাগের মুদ্রাকর ছিলেন শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১৭ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেনের কালিকা যন্ত্রে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। চতুর্থ ভাগটি মুদ্রিত হয় ২০৩।১।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের প্যারাগন প্রেসে, মুদ্রাকর গোপালচন্দ্র রায়। চতুর্থ ভাগে তেরোটি গল্প সংকলিত হয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৯:

১। দিদি ২। তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি ৩। দুর্ব্বুদ্ধি ৪। আপদ ৫। সম্পাদক ৬। নিশীথে ৭। জয় পরাজয় ৮। প্রতিহিংসা ৯। ঠাকুর্দ্দা ১০। স্বর্ণমৃগ ১১। প্রতিবেশিনী ১২। অনধিকার প্রবেশ ১৩। ত্যাগ।

শান্তিনিকেতন তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বারোটি ভাষণ প্রদত্ত হয় ১৩ থেকে ২৩ পৌষের মধ্যে। এই ভাষণগুলিরও পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় পূর্বোল্লিখিত Ms. 360(i)-এ। ভাষণগুলি হল:

১৩ পৌষ [সোম 28 Dec] 'দিন'	দ্র শান্তিনিকেতন ১৩।৫০৮-১০
১৪ পৌষ [মঙ্গল 29 Dec] 'রাত্রি'	দ্র ঐ ১৩।৫১১-১৩
১৫ পৌষ [বুধ 30 Dec] 'প্রভাতে'	দ্র ঐ ১৩।৫১৩-১৪

পাণ্ডুলিপিতে 'প্রভাতে' ভাষণটির শেষে একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ আছে, যা গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে।

১৬ পৌষ [বৃহ 31 Dec] 'বিশেষ' — দ্র শান্তিনিকেতন ১৩।৫১৪-১৫
১৭ পৌষ [শুক্র 1 Jan] 'প্রেমের অধিকার' — দ্র ঐ ১৩।৫১৬-১৯
১৮ পৌষ [শনি 2 Jan] 'ইচ্ছা' — দ্র ঐ ১৩।৫১৯-২১
১৯ পৌষ [রবি 3 Jan] 'সৌন্দর্য' — দ্র ঐ ১৩।৫২২-২৩
২০ পৌষ [সোম 4 Jan] 'প্রার্থনার সত্য' — দ্র ঐ ১৩।৫২৪-২৬
২১ পৌষ [মঙ্গল 5 Jan] 'বিধান' — দ্র ঐ ১৩।৫২৬-২৮
২২ পৌষ [বুধ 6 Jan] 'তিন' — দ্র ঐ ১৩।৫২৮-২৯
২৩ পৌষ [বৃহ7 Jan] 'পার্থক্য' — দ্র ঐ ১৩।৫৩০-৩২
২৪ পৌষ [শুক্র ৪ Jan] 'প্রকৃতি' — দ্র ঐ ১৩।৫৩২-৩৪

পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে 'তিন'-শীর্ষক ভাষণটি ২১ পৌষে প্রদত্ত বলে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে এটি '২২শে পৌষ' তারিখ-চিহ্নিত। ১৩৯১-এর সংস্করণে ভ্রমটি সংশোধিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতন চতুর্থ ভাগেও বারোটি ভাষণ সংকলিত হয়। ভাষণগুলি ২৫ পৌষ থেকে ৬ মাঘের মধ্যে প্রদত্ত। এই ভাষণগুলি দিয়েই Ms. 360(i) পাণ্ডুলিপিতে লেখা শেষ হয়। 11-12 May 1908 তারিখের পৃষ্ঠা-দুটিতে 'মৃত্যুর প্রকাশ' ভাষণটি লেখার পরেও ডায়ারিটিতে অনেকগুলি পৃষ্ঠা ছিল। আমাদের অনুমান, এর পরেই রবীন্দ্রনাথ ডায়ারিটি প্রকাশকের হাতে তুলে দেন। তার ফলে পরবর্তী ভাষণগুলি অন্য খাতায় লিখতে হয়। উল্লেখ্য শান্তিনিকেতন পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাগের অন্তর্গত ভাষণগুলির পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। চতুর্থ ভাগের ভাষণগুলি হল:

২৫ পৌষ [শনি 9 Jan] 'পাওয়া' — দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।২৮৫-৮৭
২৬ পৌষ [রবি 10 Jan] 'সমগ্র' — দ্র ঐ ১৪।২৮৭-৮৯
২৭ পৌষ [সোম 11 Jan] 'কর্ম' — দ্র ঐ ১৪।২৯০-৯২
২৮ পৌষ [মঙ্গল 12 Jan] 'শক্তি' — দ্র ঐ ১৪।২৯২-৯৪
২৯ পৌষ [বুধ 13 Jan] 'প্রাণ' — দ্র ঐ ১৪।২৯৪-৯৫
১ মাঘ [বৃহ 14 Jan] 'জগতে মুক্তি' — দ্র ঐ ১৪|২৯৬-৯৮
১ মাঘ [বৃহ 14 Jan] 'সমাজে মুক্তি' — দ্র ঐ ১৪|২৯৯-৩০০
২ মাঘ [শুক্র 15 Jan] 'মত' — দ্র ঐ ১৪।৩০১-০৩
৩ মাঘ [শনি 16 Jan] 'নির্বিশেষ' — দ্র ঐ ১৪।৩০৩-০৬
৪ মাঘ [রবি 17 Jan] 'দুই' — দ্র ঐ ১৪।৩০৬-০৮
৫ মাঘ [সোম 18 Jan] 'বিশ্বব্যাপী' — দ্র ঐ ১৪|৩০৯-১১
৬ মাঘ [মঙ্গল 19 Jan] 'মৃত্যুর প্রকাশ' — দ্র ঐ ১৪।৩১১-১২

এই তালিকার শেষ দুটি ভাষণ কলকাতায় প্রদত্ত।

শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রাতঃকালীন ভাষণ দেওয়া ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাজকর্মের বিবরণ দেওয়া দুরূহ উপযুক্ত উপকরণের অভাবে। এইসময়ে তাঁর লেখা চিঠিপত্রও বিশেষ রক্ষিত হয়নি। তবে বিদ্যালয়ের চিন্তা তাঁর মনের অনেকটা অধিকার করে ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখা ৬ পৌষের [সোম 21 Dec] পত্রে। বিদ্যালয়কে তিনি কেবল শিক্ষাক্ষেত্র করে রাখতে চাননি, আত্মিক বিকাশের সাধনাও যে এর সঙ্গে যুক্ত তারই অভিব্যক্তি আছে পত্রটিতে:

> আমাদের বিদ্যালয় অল্পে অল্পে উন্নতির পথে যাচ্চে বলে অনুভব করচি। এর উপরে এখন দেশের লোকের বিশ্বাস আকৃষ্ট হয়েছে। ৮৫ জন ছেলে হয়েছে—আর রাখবার জায়গা নেই। শুধু ছাত্র বৃদ্ধিতেই যে আমরা উন্নতি অনুভব করচি তা নয়—আমাদের নিজের চিত্তও যেন কাজের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্চে। এই আশ্রমের উপর, কর্ম্মের উপর, আমাদের হৃদয়ের উপর ঈশ্বরের আবির্ভাব অল্পে অল্পে স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করচি —আমাদের সাধনার মধ্যে সেই সিদ্ধিদাতাও যে আছেন এখন সে কথাটা যেন আর প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই।[৯৪]

আমরা আগেই বলেছি, কনিষ্ঠ জামাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে একটি গ্রন্থি ছিল। পিতার মৃত্যু ও পারিবারিক দুরবস্থার জন্য নগেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, কলেজে গ্রীষ্মবকাশের সুযোগে কোনো কর্মে নিযুক্ত হয়ে তিনি অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা ছিল, এতে জামাতার আমেরিকা-প্রবাস বিলম্বিত হবে এবং তার অতিরিক্ত আর্থিক দায় তাঁকেই বহন করতে হবে। এই কারণে তিনি ২২ আষাঢ় [6 Jul] নগেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: 'গ্রীষ্মবকাশে কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছ বলিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এইরূপ কাজের ভার লওয়ার জন্য যদি তোমার অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটে অথবা পড়া শেষ করিয়া ফিরিতে বিলম্ব পড়িয়া যায় তবে ইহাকে লাভ বলিয়া গণ্য করিতে পারিব না।'[৯৫] স্বভাবত অভিমানী নগেন্দ্রনাথের ইঙ্গিতটি ভালো লাগেনি, তাঁর প্রত্যুত্তরে নিশ্চয়ই কিছু উষ্মা প্রকাশ পেয়েছিল—৬ পৌষের পত্রে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'তুমি আমার পত্র পড়ে বেদনা পেয়েছ শুনে আমিও ব্যথিত হয়েছি। আমি তোমাকে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলুম এ কথাতে আমার আনন্দের বিষয়ও আছে। তুমি আমাদের উপর বিরক্ত বিমুখ হয়ে আছ এই কল্পনা আমাকে পীড়িত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, ক্রমশ যখন আমরা পরস্পরের কাছে সুপরিচিত হব তখন তোমার হৃদয় সম্পূর্ণই আমাদের প্রতি অনুকূল হবে। যাই হোক যে ভুলটা হয়েছিল সেটা একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলা কিছু বেশি কথা নয়।' দুঃখের বিষয়, এই আশা পরিণামে পূর্ণ হয়নি।

কালী গ্রামের অ্যাসিস্টান্ট সাব-ম্যানেজার জানকীনাথ রায়কে এইসময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি রক্ষিত হয়েছে। চিঠিগুলি বৈষয়িক। সংসারের জটিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও বৈষয়িকতার শৃঙ্খল কিভাবে তাঁকে জড়িয়ে ছিল তারই পরিচয় আছে চিঠিগুলিতে [দ্র আশিষঃ সন্ত। ৫-৭]।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন ৪ মাঘ [রবি 17 Jan] তারিখে। এইদিন 'দুই' শীর্ষক ভাষণটি তিনি সম্ভবত শান্তিনিকেতন মন্দিরেই দিয়েছিলেন, কলকাতায় এসে সেটিকে লিপিবদ্ধ করেন।

গবর্মেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেলের ভারতীয় শিল্পপ্রীতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, চিত্রকলায় বেঙ্গল স্কুলের অভ্যুদয়ে তাঁর অভিভাবকত্ব ও প্রেরণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তিনি অবসর নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে কৃতজ্ঞ বঙ্গবাসী তাঁকে অভিনন্দিত করার আয়োজন করে। ২৬ পৌষ [রবি 10 Jan] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে সভাপতি সারদাচরণ মিত্র অনুরূপ প্রস্তাব করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৪ মাঘ [রবি 17 Jan] অপরাহ্ন ৫টায় পরিষৎ-মন্দিরে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণ সম্পর্কে *The Bengalee* [19 Jan]-তে লিখিত হয়:

The Chairman in a short speech opened the proceedings and remarked that Indians had all along been sleeping utterly forgetful of their past glories and only admiring and learning Western methods in every branch of science and art. Of late there was a sudden change and the people began to know themselves, to admire their past glories and to revive their lost arts and manufactures. Those who helped in rekindling this idea deserved the thanks of the people. Mr. Havell was one such man and for this reason the Parishad had decided to present him

with an address. Ancient arts, sculptures, paintings and models had been neglected before and it was Mr. Havell who inspired the idea of admiring them in the hearts of the people. For this the people of India were grateful to Mr. Havell who did his best to convince the people the high attainments and perfection of the Bengalees of old in the art of sculpture and model painting by collecting specimens from Behar, Nepal and Thibet and thereby adding to the national glory. The whole nation should be grateful to Mr. Havell for this alone.

অভিনন্দনপত্র প্রদান, পরিষদের হলে হ্যাভেলের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন ও তাঁর ছাত্রদের দ্বারা অঙ্কিত তাঁর প্রতিকৃতি তাঁকে উপহার দেওয়া সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব নিয়ে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শরচ্চন্দ্র দাস, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতির বক্তৃতার পর 'সভার উপসংহারে সভাপতি মহাশয় স্বল্পকথায় সাধারণকে পূর্ব্ব গৌরবের অহঙ্কারে স্ফীত হইতে ও তৃপ্ত থাকিতে নিষেধ করিয়া সাধনা দ্বারা কলালক্ষ্মীকে প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, ভারতীয় কলাগৌরব-প্রতিষ্ঠাতার অভিনন্দন সভায় আমাদের সুকুমার সাহিত্য-কলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব বড় শোভন হইয়াছে।'[৯৬]

৫ মাঘ [সোম 18 Jan] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-এর অন্তর্গত 'বিশ্বব্যাপী' শীর্ষক ভাষণটি দেন সম্ভবত জোড়াসাঁকোয় পারিবারিক উপাসনালয়ে।

৬ মাঘ [মঙ্গল 19 Jan] মহর্ষির মৃত্যুর চতুর্থ সাংবৎসরিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণ ৪টায় জোড়াসাঁকোর বহির্বাটীতে ব্রাহ্মসাধারণের সভায় 'সর্ব্বশেষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহর্ষির দীক্ষা গ্রহণের মহাভাব অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিলে পর শান্তিবাচন ও সঙ্গীত দ্বারা কার্য্যশেষ হয়।' ভাষণটি ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী [পৃ ১৬৬-৬৭] ও 'মৃত্যুর প্রকাশ' শিরোনামে শান্তিনিকেতন চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত হয়।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে দেখা যায়, 20 Jan [বুধ ৭ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে ৭ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ১১ মাঘের ঊনাশীতিতম সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে তিনি তেরোটি নতুন গান রচনা করেছিলেন, এই গানগুলিই উক্ত পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে প্রদত্ত বিবরণটি উদ্ধৃত করছি:

282/ Ravindra Nath Thakur.—ব্রহ্মসঙ্গীত। [Brahma Sangit. Songs relating to Brahma (god). A collection of devotional songs sung at the 79th anniversary of the Adi Brahmo Samáj. Pages 7. Published by Rana Gopal Chakravarti, 55, Upper Chitpur Road, Calcutta. 79, Brahmo Samvat or 1909-10 A.D. [20th January 1909.) 8° 1st edition./[Printer] Rana Gopal Chakravarti, 55, Upper Chitpur Road, Calcutta./ 1, 500/ 346/ [Copyright] The author, 6, D.N. Tagore's Lane, Calcutta.

পুস্তিকাটির মুদ্রণসংখ্যা ১৫০০, কিন্তু মূল্যের উল্লেখ নেই। সম্ভবত বিনামূল্যে এটি অভ্যাগতদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল।

১১ মাঘ [রবি 24 Jan] শান্তিনিকেতন প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, এটির পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়েছি।

এই দিন প্রাতঃকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদীর আসন গ্রহণ করেন। 'শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু উদ্বোধন করেন এবং শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। পরে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার ওজস্বিনী ও বিচিত্র ভাষায় যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন তাহাতে সকলে মোহিত ও স্তব্ধ হইয়া অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।' বক্তৃতাটি ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী [পৃ ১৬৭-৭১] ও ভারতী [পৃ ৫১০-১৪]-তে মুদ্রিত হয় —মাঘ-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [পৃ ৫৩৯-৪৪]-এও বক্তৃতাটি 'গত ১১ই মাঘ প্রাতে আদি-ব্রাহ্মসমাজে লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত' পাদটীকা-সহ 'দুই ইচ্ছা' নামে মুদ্রিত হয়, কিন্তু পত্রিকাটি অনেক বিলম্বে [10 Mar] প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটি এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

অথচ ভাষণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—গীতাঞ্জলি-পর্বের মূল উপলব্ধিটি এই রচনাতেই প্রথম স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হল। ব্রহ্মোৎসবকে তিনি মিলনোৎসব ঘোষণা করে তার মধ্যে দুটি মিলনকে প্রত্যক্ষ করলেন —'আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এই উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে আমার সঙ্গে আমার অধীশ্বরের মিলন এবং সেই মূল মিলনটিকে অবলম্বন করে বিশ্ব সাধারণের সঙ্গে আনন্দ-মিলন।' এই মূল কথাটিকে নিয়েই তিনি উৎসবের রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, 'যেখানে কেউ কোথাও নেই, জগৎ সংসার নেই কেবল আমি আছি আর তিনি আছেন, সেইখান দিয়ে যাত্রা আরম্ভ কর্‌ব—তার পরে সেই একটিমাত্র বৃন্তের উপর স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে হৃদয়পদ্মের একশো দলকে একেবারে বিশ্বভুবনের একশো দিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে—তখন একের থেকে অনেকের দিকে প্রসারিত হয়ে উৎসব সম্পূর্ণ হবে।' বাইরের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সংহরণ করে অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে আমি-তিনি বা আমি-তুমির একান্ত সাক্ষাৎকার এবং তার পরেই 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো'—আমাদের তো মনে হয়, এইটিই গীতাঞ্জলি-র মূল সুর, যা আলোচ্য ভাষণে অভিব্যক্ত হয়েছে।

এই তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরস্পর-সংলগ্ন দুটি ইচ্ছার অস্তিত্বের কথা বলেছেন। 'একটি হচ্চে বিশ্বজগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর একটি আমার এই অতি ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা ত রাজত্ব করচেন, আবার তাঁর অধীনের তালুকদার সেও সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই নিজের রাজত্ব জমিয়েছে। …এই আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন।' কিন্তু আমরা এই ইচ্ছার অধিকার নিয়ে এক একবার মত্ত হয়ে উঠে বলি, আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া কাউকেই মানিনে; সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটিকে স্পর্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই। কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে, স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে এই একলা ইচ্ছা নিজের সার্থকতা অনুভব করে না। আর তখনই সে আর স্বাধীন থাকে না, সেখানে নিজেকে তার খর্ব করতেই হয়। বেতনের পরিবর্তে ভৃত্যের কাছ থেকে আমরা সেবা দাবী করতে পারি, কিন্তু তার ইচ্ছাটিকে আদায় করতে পারি না। ইচ্ছা অহংকারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করে সুখ পায় বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো সুখ পায় প্রেমে আপনাকে অধীন বলে স্বীকার করে।

ঈশ্বরের ইচ্ছাও তেমনি আমার ইচ্ছাকে চায়। চাইতে পারবেন বলেই আমার ইচ্ছাকে তিনি আমার করে দিয়েছেন—বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য কেবল ঐ একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেননি—ঐটি তিনি কেড়ে নেন না, চেয়ে নেন মন ভুলিয়ে নেন। ঐটিই একটিমাত্র জিনিস যা আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। 'ফুল যদি দিই সে তাঁরি ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরি জল,—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি সে আমারি ইচ্ছা

বটে।' অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এইখানে তাঁর ঐশ্বর্যকে খর্ব করে আমার কাছে এসে বলছেন—আমি খাজনা চাইনে, আমাকে প্রেম দাও। প্রেমস্বরূপ যিনি, তিনিই প্রেম পাওয়ার জন্য এত কাণ্ড করেছেন—'আমার মধ্যেই এই এক সৃষ্টিছাড়া "আমির" লীলা ফেঁদে বসেছ এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্য আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ'।

১২৯৪ বঙ্গাব্দে মাঘোৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন: 'নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও' [দ্র গীত ১।১৭০]—সেটি উদ্ধৃত করে বললেন: 'মানুষ কেমন করে এ কথা কল্পনাতেও এনেছে এবং মুখেও উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে?' কিন্তু এ তার অহংকার নয়। অহংকারের যে লক্ষণ নিজেকেই ঘোষণা করা সেটা এর মধ্যে নেই, 'তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক ক্ষেপেছে সে যে নিজেকে দীপ করে সকলের পিছনে এসে দাঁড়ায়; যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারে দরবারী তাঁদের পায়ের ধূলা পেলেও সে যে বাঁচে!' এই প্রেমের দাবী তিনিই জন্মিয়েছেন আবার প্রেমও তাঁরই সঙ্গে। তিনিই আমাকে একটি বিশেষ 'আমি' করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন, কারণ তা হলেই তবে সেই ছোট আমিটির সঙ্গে পরম আমিটির মিলন হয়।

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর কিসের আনন্দ? সেখানে তিনি কী ভয়ংকর একলা, কী অনন্ত একলা! তাই তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে তাঁর একাধিপত্য বিসর্জন দিয়ে আমার এই 'আমি'টুকুর আনন্দনিকেতনে নেমে এসেছেন, বন্ধু হয়ে ধরা দিয়েছেন। এখানে আমরা নিজের গৌরবে তাঁকে অস্বীকার করতেও পারি, বলতে পারি 'তোমাকে আমি চাইনে, আমি টাকা চাই, আমি খ্যাতি চাই'। তিনি জোর করেন না, অপেক্ষা করেন।

কিন্তু এক সময়ে হুঁশ হয়, আত্মার সেই নিভৃতনিকেতনের চাবিকাঠি তো আমার খাজাঞ্জির হাতে নেই, টাকাকড়ি ধনদৌলত সেখানে আবর্জনার মতো বাইরেই পড়ে থাকে। যেদিন বলতে পারব চন্দ্রসূর্যহীন এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার সেই দিন আমার 'আমি' জন্মের মতো সার্থক হবে। যদি তিনি রাজবেশ ধরে আসতেন তাহলে জোড়হাতে মাথা লুটিয়ে তাঁকে মানতুম, কিন্তু সেখানে তিনি আসেন বন্ধুর বেশে ধীরপদে একেবারে একলা—তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে সঙ্গে আসে না—সেই জন্যে ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে। কিন্তু শাসনের দায় নেই বলেই তো প্রেমের দায় মানতে হয়। তিনি তো পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের আয়োজন প্রতিদিনই আমার কাছে ব্যর্থ হবে। যেদিন আমার প্রেম জাগবে সেদিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না। কেন যে 'আমি' হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরচি সেদিন সেই বিরহ-দুঃখের রহস্য এক মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যাবে।

জগতের সর্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে। কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্চি বিশেষ, এর আর দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এ অপূর্ব—এ কেবলমাত্র 'আমি', একলা 'আমি', অনুপম অতুলনীয় 'আমি'। এই 'আমি'টিকে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে নিয়ে এসেছ। কোন্ নীহারিকার বাষ্পনিচয় থেকে অণুপরমাণুকে চালনা করে কত পুষ্টি কত পরিবর্তন, কত পরিণতির ভিতর দিয়ে এই আমিকে আমার শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ। অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনন্ত

সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে, সেটি হচ্চে 'আমি'র রেখা। সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব। এই 'আমি' ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহংকারের দুঃখ। আমার সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘুচবে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খ্রিস্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। 'আমি'-নিকেতনেই তোমার চরম লীলা, এই জন্যেই ত এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ, এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান।

প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত চারটি ব্রহ্মসংগীত গাওয়া হয়:

[১] গুণকেলী—নবপঞ্চতাল। জননী, তোমার করুণ চরণখানি দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭১; গীত ১। ১৮৩-৮৪; গানটি পূর্ববর্তী গানের আদর্শে রচিত জানা গেলেও মূল গানের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি; গীতাঞ্জলি ১১। ১৫ [১৪-সংখ্যক]; স্বর ২৬।

[২] টোড়ী-নবতাল। প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭১; গীত ১। ১৩৩; গীতাঞ্জলি ১১। ৯ [৬-সংখ্যক], মুদ্রিত গ্রন্থে রচনার তারিখ 'অগ্রহায়ণ ১৩১৪' বলে উল্লিখিত, পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি; স্বর ২৬।

[৩] আসাবরী-কাওয়ালি। তব অমল পরশরস দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭১; গীত ১। ১৬৮; মূল গান: তুঅ চরণ-কমল-পর দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮০; স্বর ২৬।

[৪] মিশ্র রামকেলি-কাওয়ালি। তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।

মহর্ষিভবনে সায়ংকালীন উপাসনার সূচনায় 'শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার অত্যুচ্চ সুকণ্ঠে বেদগান আরম্ভ করিলেন। সকলে স্তব্ধ পুলকে তাহা শ্রবণ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।' সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদীর আসন গ্রহণ করলে 'সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল।... শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু সঙ্গীত-মঞ্চে বসিয়া গায়কগণের সহিত নিজের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া সেদিনকার সঙ্গীতকে আরও মধুময় করিয়াছিলেন।'

এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ 'নবযুগের উৎসব' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৪। ৩১৩-২১] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি মাঘোৎসবকে ব্রাহ্মোৎসব না বলে ব্রহ্মোৎসব ও মানবসমাজের উৎসব বলে অভিহিত করলেন। এই উৎসবে তিনি পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমকেও আহ্বান করেছেন, আশা করেছেন: 'এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্ছে যা পূর্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে।' তাঁর এই ভাষণটি সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী-তে উচ্ছ্বসিত ভাষায় লেখা হয়: 'পরিশেষে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার সেই গুরু পরিশ্রমের উপর রাত্রিকালে যে অমূল্য উপদেশ দেন এবং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা যে ভাবে চিত্রিত করেন তাহাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস যে তাঁহার এই উপদেশ চিরদিনের ব্রাহ্মসমাজের অক্ষয় সম্পত্তি হইয়া থাকিবে। আমরা ব্রাহ্মসমাজের ভিতর লালিত পালিত; কিন্তু সেদিনকার তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে অনেক রহস্য পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারি নাই, অনেক সঙ্কীর্ণতা যাহা ত্যাগ করিতে পারি

নাই, তৎসম্বন্ধে সত্যসত্যই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এবং একথা আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে সকলেই আমাদের সহিত এসম্বন্ধে একমত হইবেন।'

সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্র-রচিত ন'টি ব্রহ্মসংগীত গাওয়া হয়:

[৫] পূরবী-তেওরা। আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে আহা দ্র তত্ত্ব , ফাল্গুন। ১৭৯; গীত ১। ১৩৪-৩৫; মূল গান: বহুর বজাও-বংশী দ্র গবেষণা গ্রন্থমালা ৩। ৬৫; স্বর ২৫।

[৬] ইমন কল্যাণ-তেওরা। বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে

গানটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

[৭] ইমন মিশ্র-একতালা। সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিবহে দ্র তত্ত্ব , ফাল্গুন। ১৮০; গীত ১। ১৫২-৫৩; স্বর ২৭। গানটি ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ [8 Jun 1904] তারিখে রচিত ও ইতিপূর্বে কাব্যগ্রন্থ অষ্টম ভাগে [১৩১১, পৃ ৩২৬] মুদ্রিত হয়, কিন্তু সেখানে সুর-তাল: ভূপনারায়ণ-একতালা।

[৮] মিশ্র সিন্ধু-কাওয়ালি। আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে দ্র তত্ত্ব , ফাল্গুন। ১৮০; গীত ১।১৭২; স্বর ১১। ৩৬; গানটি পূর্ববর্তী গানের আদর্শে রচিত জানা গেলেও মূল গানটির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

[৯] সুরট-কাওয়ালি। কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮০; গীত ১।১৭৩-৭৪; মূল গান: বাজ রহী সখিয়ারে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩|৮৩; স্বর ২৬

[১০] হাম্বীর-তেওরা। কত অজানারে জানাইলে তুমি দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮০; গীত ১।১৫২; ২৬। গানটি গীতাঞ্জলি-তে [দ্র ১১।৬-৭, ৩-সংখ্যক] '১৩১৩' বঙ্গাব্দে রচিত বলে উল্লিখিত হয়েছে; শ্রাবণ ১৩১৫-সংখ্যা সুপ্রভাত-এ [পৃ ৬] 'তুমি' শিরোনামে প্রথম মুদ্রিত হয়।

[১১] বেহাগ-একতালা। কোন্ শুভশনে উদিবে নয়নে অপরূপ রূপ ইন্দু দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮০; গীত ১। ৬৭; স্বর ২৬।

[১২] মিশ্র বাহার-যৎ। একমনে তোর একতারাতে দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮০; গীত ১১১; স্বর ২৬। ২৫ মাঘ ১৩১২ [7 Feb 1906] তারিখে রচিত, দ্র খেয়া ১০। ১৪৫, 'সীমা'—কবিতাটির প্রথম চারটি ছত্র গানে বর্জিত।

[১৩] বাউলের সুর-একতালা। তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮০-৮১; গীত ১।৪৬-৪৭; স্বর ২৬।২৫ মাঘ ১৩১২ তারিখে রচিত দ্র খেয়া ১০।১৪৫-৪৭, 'ভার'—কবিতাটির অনেকগুলি ছত্র বর্জিত হয়ে গীতরূপটি গঠিত হয়েছে।

মাঘোৎসবের দিনই 'শান্তিনিকেতন' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

মাঘোৎসবের সায়ংকালীন অধিবেশনে পঠিত 'নবযুগের উৎসব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মোৎসবে পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমকেও আহ্বান জানিয়েছিলেন। বস্তুত পূর্ব-পশ্চিমকে সমসূত্রে গ্রথিত করার ভাবনা তিনি তরুণ বয়স থেকেই ভেবে আসছিলেন। দুটি ভিন্নধর্মী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে উভয়ের অন্তর্লীন ঐক্য সন্ধান তাঁর বহু রচনার বিষয়। বঙ্গদর্শন-পর্বে তাঁর ভারত-সন্ধান কিছুটা এক-ঝোঁকা বলে মনে হলেও তার মধ্যেও এই প্রবণতা দুর্লক্ষ্য নয়। নিউ ইয়র্কের ভারতপ্রেমী আইনজীবী Myron H. Phelps [1856-1916] ভারতের

বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লিখেছিলেন। তিনি নিউ ইয়র্কে ভারতীয় ছাত্রদের থাকার জন্য 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামে একটি হোস্টেল খুলেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রদের নিয়ে যে কসমোপলিটান ক্লাব স্থাপন করেন, ফেল্‌প্‌স্ সম্ভবত তারই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কথা জানতে পারেন। ইংরেজি লেখায় অভ্যস্ত না থাকায় উত্তর দিতে রবীন্দ্রনাথ একটু অসুবিধায় পড়েন। সম্ভবত আষাঢ় ১৩১৭-তে পত্রটির টাইপ-কপি মডার্ন রিভিয়্যু-তে প্রকাশের জন্য চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়ে তিনি লেখেন: 'ইংরাজি ভাষার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করে এবং দুই একজন আত্মীয় বন্ধুর সাহায্য নিয়ে এটা আমাকে লিখ্‌তে হয়েছিল'[৯৬ক]— 4 Jan 1909 [সোম ২০ পৌষ] শান্তিনিকেতন থেকে ফেল্‌প্‌স্‌কে লেখা পত্রেও প্রায় একই কথা লিখেছেন: 'In regard to the assistance you expect from me, I am afraid that as I have never used to express myself in the English language I shall not be able to give an adequate or effective idea of what I feel to bé.the truth about our country.' পত্রটি Aug 1910-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তে 'The Problem of India' [pp. 184-87] শিরোনামে প্রকাশিত হয়। Dec 1909 থেকে রবীন্দ্র-রচনার অন্য-কৃত ইংরেজি অনুবাদ পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হতে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ইংরেজি রচনার প্রকাশ হিসেবে এইটিই প্রথমতম—সেইদিক থেকে রচনাটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। নইলে, বক্তব্যের দিক দিয়ে পত্রটিতে তিনি যা লিখেছেন, তা পূর্বেই বহু প্রবন্ধের মধ্যে অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ভারতবর্ষে একসময়ে জাতিভেদপ্রথা ঐতিহাসিক কারণেই উদ্ভূত হয়েছিল। আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় শ্বেতজাতিরা যেমন আদিবাসীদের নির্মূল করে তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, আর্যেরা তা করেনি—বর্ণ ও বৃত্তির ভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে এক বৃহৎ সমাজদেহে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছিল। পরেও যে-সমস্ত বিদেশী জাতি বা গোষ্ঠী এদেশে এসেছে তারাও এই সমাজদেহে আশ্রয়লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতিকে অভিহিত করেছেন 'mechanical arrangement and juxtaposition, not cohesion and amalgamation' বলে। পরজাতি সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার ক্ষুদ্রতা ও সংঘর্ষ অপেক্ষা এই উদার মনোভঙ্গি অবশ্যই ভালো, কিন্তু 'unfortunately, the principle once accepted inevitably grows deeper and deeper into the constitution of the race even after the stress of the original necessity ceases to exist.' এর ফল হয়েছে ক্ষতিকর, মেনে নেওয়ার প্রবৃত্তি বাড়তে বাড়তে সচেতনতার বোধ ভোঁতা হয়ে গেছে, 'and has accustomed us for centuries not only to submit to every form of domination, but sometimes actually to venerate the power that holds us down.' ক্ষত্রিয়দের উপর রাজ্যশাসনের ভার থাকায় অন্যেরা রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে এতটা নিস্পৃহ হয়ে উঠেছিল, যার ফলে আজ তাদের মধ্যে জাতীয় স্বার্থবোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। শ্রেণীবিন্যাসের এই অমোঘতা, উচ্চশ্রেণীর দ্বারা নিম্নশ্রেণীর এই সম্পূর্ণ আগ্রাসন একধরনের যান্ত্রিক সামঞ্জস্য আনলেও, বিভিন্ন শ্রেণীর অনড় বিচ্ছিন্নতা নূতন পরিস্থিতির মুখে পুনর্বিন্যাসের শক্তি হ্রাসের কারণ হয়েছে। তাঁর মতে, ভারতীয়দের পুনর্জীবন কেবলমাত্র এই ব্যবস্থার অবসানের দ্বারাই হতে পারে।

অনেকে বলবেন, বিদেশী আধিপত্য আমাদের স্বাধীন অগ্রগতির পথে অন্যতম বাধা। কিন্তু এই আধিপত্য আমাদের সামাজিক ব্যাধিরই রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া ইংরেজ শাসন কোনো মৃত পদ্ধতির প্রতিনিধি

নয়, অধীনতা-পাশে বদ্ধ রেখেও তা আমাদের নিজস্ব জীবনীশক্তির আস্বাদ দিয়েছে। 'The vivifying warmth from outside is gradually making us conscious of our own vitality and the newly awakened life is making its way slowly, but surely, even through the barriers of caste. ...If at this stage vital help has come from the West even in the guise of an alien rule, India must submit—nay welcome it, for above all she must achieve her life's work.' ভারতের ইতিহাসের মুখ্য প্রবর্তন এসেছে মিলনের আদর্শ থেকে। এই বিশ্বাস থেকে তিনি লেখেন: 'It is now manifestly her destiny that East and West should find their meeting place in her ever hospitable bosom.' ১৮ আষাঢ় ১৩১৭ [2 Jul 1910] তারিখে লেখা 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৮১-৮৪] কবিতা এই বক্তব্যেরই কাব্যরূপ।

আমাদের মনে হয়, উক্ত কবিতা এবং এর অব্যবহিত আগে-পরে লেখা 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন' [পাণ্ডুলিপিতে তারিখ '১৭ই আষাঢ়'] ও 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান' কবিতাগুলি প্রত্যক্ষভাবে এই পত্রটির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। 'হে মোর দুভাগা দেশ' কবিতাটির কপি পাঠিয়ে তিনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন: 'Myron Phelpsকে যে ইংরাজি চিঠিখানা বৎসর খানেক হল লিখেছিলুম তার একটা type written copy পেয়েছি। এটা রামানন্দবাবুকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কোরো Modern Reviewতে এর স্থান হতে পারে। এর ভাষা, বানান, punctuation সমস্তই তাঁকে দেখে দিতে হবে। Copyistও কিছু কিছু ভুল করেছিল—যতটা পারলুম সংশোধন করে দিলুম। ···যদি কোন অংশ পরিত্যাগ বা বিশেষভাবে পরিবর্তন করলে ভাল হয় তাহলে রামানন্দবাবু নির্ম্মমভাবে তা করবেন—আমি তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি —কিন্তু ছাপার পূর্ব্বে সংশোধনটা আমি দেখ্‌তে পাই যেন।'[৯৬ক] এই নির্দেশ অনুসারেই কাজ হয়েছিল; *24 Jul 1910 [রবি ৮ শ্রাবণ ১৩১৭] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লেখেন: 'আমার লিখিত ইংরেজি পত্রখানি Modern Review পত্রে ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন—আশা করি বিচারে ভুল করেন নাই। প্রুফে দ্বিতীয় গেলির শেষপ্রান্তে একটি প্যারাগ্রাফ যোগ করিয়াছি। ইহার ভাষা, ব্যাকরণ ও পদচ্ছেদ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন আছি—দয়া করিয়া যথেচ্ছ সংশোধন করিয়া দিবেন।'[৯৬খ]

গীতাঞ্জলি-র কবিতাধারার মধ্যে উল্লিখিত তিনটি কবিতাকে খাপছাড়া বলে মনে হয়—আমাদের অনুমানটি গ্রাহ্য হলে এর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

মাঘোৎসবের কয়েকদিন পরে গদ্যগ্রন্থাবলী-র পঞ্চদশ ভাগ 'শব্দতত্ত্ব' প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 2 Feb 1909 [মঙ্গল ২০ মাঘ] ও মুদ্রণসংখ্যা ১,০৫০। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ:

<u>গদ্যগ্রন্থাবলী, ১৫শ ভাগ।</u>/ শব্দতত্ত্ব।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। /মূল্য ॥০

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক—/শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,/কলিকাতা-ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস্/কার্য্যালয়—৭৩।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট।/এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস।/কান্তিক প্রেস/২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

পৃষ্ঠা: ২+২ [সূচি]+২ [শুদ্ধিপত্র]+১২০।

সূচি:

[১] বাংলা উচ্চারণ	[বালক, আশ্বিন ১২৯২]
[২] টা টো টে	[সাধনা, অগ্র° ১২৯৯]
[৩] স্বরবর্ণ ‘অ’	[ঐ, আষাঢ় ১২৯৯]
[৪] স্বরবর্ণ ‘এ’	[ঐ, কার্তিক ১২৯৯]
[৫] ধ্বন্যাত্মক শব্দ	[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩০৭]
[৬] বাংলা শব্দদ্বৈত	[ঐ, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩০৭]
[৭] বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত	[ঐ, কার্তিক-পৌষ ১৩০৮]
[৮] সম্বন্ধে কার	[ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫]
[৯] বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ	[ঐ, পৌষ ১৩০৫]
[১০] বাংলা বহুবচন	[ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫]
[১১] ভাষার ইঙ্গিত	[ঐ, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১১]

রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডের ‘পরিশিষ্ট’তে ১৩১৫-র পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে রচিত ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক আরও এগারোটি রচনা সংকলিত হয়। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ [‘দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত)’] গ্রন্থে ‘সংযোজন’ অংশে যে-দশটি রচনা সংকলিত হয়, সেগুলি রচনাবলী-সংস্করণে গৃহীত হয়নি। ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ [‘তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ’, ১৩৯১] গ্রন্থের সাম্প্রতিক সংস্করণে উক্ত বিষয়ক প্রায় সব রচনাই শ্রেণীবিন্যস্ত হয়ে সংকলিত হয়েছে।

মাঘ ১৩১৫-তে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৫ *[৮।১০]:*

৫৩০-৩৬ ‘নবযুগের উৎসব’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৪|৩১৩-২১

৫৩৯-৪৪ ‘দুই ইচ্ছা’

প্রবাসী, মাঘ ১৩১৫ [৮।১০]:

৫৬৩-৭১ ‘গোরা’ ৪০ দ্র গোরা ৬ | ৩৪৬-৬০ [৩৯-৪০]

প্রবাসী-র প্রতিটি সংখ্যা ‘গোরা’র কিস্তি দিয়েই শুরু হত, এই সংখ্যাতেই তার ব্যতিক্রম দেখা গেল— সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে কপি সরবরাহ করতে পারেননি। প্রবাসী-র একটি পরিচ্ছেদ গ্রন্থে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়েছে।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, মাঘ ১৩১৫ [৮/৫]:

৮৯-৯১ পূরবী-তেওরা। আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে আহা দ্র স্বর ২৫

৯১-৯৩ ইমনকল্যাণ-তেওরা। বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে দ্র ঐ ২৭

৯৪-৯৭ ইমন মিশ্র-একতালা। সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিবহে দ্র ঐ ২৭

৯৭-৯৯ মিশ্রসিন্ধু-কাওয়ালি। আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে দ্র ঐ ৩৬

৯৯-১০০ সুরট-কাওয়ালি। কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনারে দ্র ঐ ২৬

১০১-০৩ বেহাগ-একতালা। কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে দ্র ঐ ২৬

১০৩-০৫ মিশ্র বাহার-যৎ। এক মনে তোর একতারাতে দ্র ঐ ২৬

১০৫-০৭ বাউলের সুর-একতালা। তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার দ্র ঐ ২৬

১০৭-০৯ গুণকেলী-নবপঞ্চতাল। জননি, তোমার করুণ চরণখানি দ্র ঐ ২৬

১০৯-১০ আসাবরী-কাওয়ালি। তব অমল পরশরস দ্র ঐ ২৬

এর মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তম গানগুলির স্বরলিপি করেন কাঙালীচরণ সেন, বাকিগুলির স্বরলিপি-কার আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যাটিতে কেবল রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিই মুদ্রিত হয়েছিল।

সুপ্রভাত, মাঘ ১৩১৫ [২।৭]:

২৭০-৭৪ 'মাঘোৎসবের উপদেশ'

১১ মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ ['দুই ইচ্ছ'] দেন, সেইটিই 'পরে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় যে সারগর্ভ উপদেশ দেন, তাহাতে সকলে মোহিত ও স্তব্ধ হইয়া অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিয়াছিলেন' মন্তব্য-সহ এখানে মুদ্রিত হয়।

মাঘোৎসবের পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন কলকাতায় অবস্থান করেন, কিন্তু ক্যাশবহিতে তাঁর গতিবিধির সংবাদ বিশেষ পাওয়া যায় না। কেবল ১৬ মাঘের [শুক্র 29 Jan] একটি হিসাবে দেখি: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের ধোবড়াকোল সম্বন্ধে রাজেন্দ্র মুখুর্য্যের বাটী যাতায়াত'—এই 'রাজেন্দ্র মুখুর্য্যে' হচ্ছেন বিখ্যাত শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [1854-1936], এঁর তদানীন্তন বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বহুবার যাতায়াত করেছেন। ধোবড়াকোলের উক্ত জমিদারি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ১৯ পৌষ [3 Jan] জানকীনাথ রায়কে লিখেছিলেন: 'ধোবড়াকোলের স্বত্বাধিকারিগণ উক্ত সম্পত্তি আমার সহিত পত্তনী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়াছেন অবগত হইয়া আমি এই কার্য্য সম্পাদনের ভার ভূপেশকে দিয়াছি, তুমি তাহাকে এ সম্বন্ধে যথোচিত সাহায্য ও উপদেশ করিবে।'[৯৭] কিন্তু শেষপর্যন্ত জমিদারিটি গ্রহণ করা হয়নি; ৮ ফাল্গুন [শনি 20 Feb] এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভূপেশচন্দ্র রায়কে লেখেন: 'ধোবড়াকোলের সমস্ত ঋণদায় স্বীকার করিয়া এবং আমাদের সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া ২৩০০ টাকা মুনফায় লওয়া কোনো মতেই সঙ্গত মনে হইলনা। বিশেষত দেখা গেল উহার চরের অনেক অংশ মেয়াদি—কেবলমাত্র শতকরা দশ টাকা কমিশন লইয়া তাহার বালি ও শিকস্তির লোকসান নিজের স্কন্ধে বহন করিয়া প্রায় ১১০০০ টাকা আদায় করিয়া পরের হাতে দিবার ও রাশীকৃত মকদ্দমা কিনিবার সম্ভাবনা আমার কাছে কোনোমতেই লোভনীয় মনে হইল না।'[৯৮]

সম্ভবত এই জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথ ১৬ মাঘ শিলাইদহ যাত্রা করেন—এইদিন 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের বিরাহিমপুর গমনের ব্যায়' হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে। ২১ মাঘ [বুধ 3 Feb] 'সিলাইদহ হইতে প্রত্যাগমন কালিন সেয়ালদহ ষ্টেশন হইতে যোড়াসাঁকোর বাটীতে আসার গাড়িভাড়া হিসাব থেকে জানা যায় কয়েকদিন পরেই তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

২০ মাঘ [মঙ্গল 2 Feb] সতীশচন্দ্র রায়ের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকেরা একটি স্মরণসভার আয়োজন করেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীর পত্রে সংবাদটি জেনে রবীন্দ্রনাথ ২৪ মাঘ [শনি 6 Feb] খুশি হয়ে লেখেন:

সতীশের জীবনটুকু আমাদের বিদ্যালয় এবং আমাদের সাধনার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। সে আমাদের বিদ্যালয়কে শক্তিও দিয়েছে সৌন্দর্যও দিয়েছে—স তপোইতপ্যত এবং সে আনন্দে নন্দিত হয়েছে। তার সেই জীবনের দানটি ক্রমেই আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠতে থাকবে। আমাদের

বিদ্যালয়ের মূল সুরটি, সেই কবি-তপস্বী তরুণ যুবা ধরিয়ে দিয়ে গেছে—ত্যাগ এবং লাভের সম্পূর্ণতাটুকু তার ঐ কয় দিনের জীবনে সে পবিত্র এবং মধুর করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে—আমাদের সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে তার সে সুরটি নিশ্চয়ই ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে।...এই কাজটির জন্যেই কি সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল? তাই যদি হয় তাহলে নিশ্চয় জানতে হবে আমাদের এই কাজের আয়োজন অনেক দিন থেকে হচ্চে এবং আমাদের এই কাজটির মৃত্যু নেই, সতীশের এই মৃত্যু দ্বারা আমাদের এই সাধনা অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। আমি যে কাকে চাচ্চি, কেমন করে চাচ্চি, সমস্ত জীবনটা যে কোন্ উদ্দেশে চলেছে সেই প্রশ্নের উত্তরটা যখন তোমাদের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে আমার কাছে আসে তখন আমি বিশেষ একটা শক্তি লাভ করি বুঝতে—পারি আমার কোনো সত্য যদি তোমাদের সম্মুখে মূর্তিগ্রহণ করে থাকে তবে সেটা কাল্পনিক নয়। নিজের জীবনের মূলগত সত্যকে কর্মক্ষেত্রে এবং তোমাদের মধ্যে যতই স্পষ্ট করে দেখতে পাব ততই তার জন্যে ত্যাগ আমার পক্ষে সহজ, দুঃখ আমার পক্ষে আনন্দময় হয়ে উঠবে। এই জন্যেই তোমার আজকের চিঠিখানি পড়ে আমার বিশেষ উপকার হল—কত উপকার হল তা তুমি জানতে পারবে না।[৯৯]

এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে তাঁর আত্মিক সাধনার একটি ক্ষেত্র বলে মনে করতেন—রচনায় ও কর্মে একই উপলব্ধিকে রূপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। শিক্ষক ও ছাত্রদের সেই উপলব্ধির স্তরে উন্নয়নের জন্য তিনি চেষ্টা করে গেছেন।

ধোবড়াকোল জমিদারি পত্তনী নেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসের কথা আমরা আগেই বলেছি। ২৮ মাঘ [বুধ 10 Feb] ও ২৯ মাঘ তিনি এই কারণে রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি যাতায়াত করেন। সম্ভবত ৩০ মাঘ তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান, '১ ফাল্গুন ধোবড়াকোল ষ্টেট পত্তনি বন্দবস্ত লওয়া সংক্রান্ত কার্য্য জন্য তথাকার ম্যানেজারকে সঙ্গে করিয়া শরচ্চন্দ্র সরকার বোলপুর যায়'—রবীন্দ্রনাথ তার আগেই চলে না গেলে এই যাতায়াতের প্রয়োজন হত না। প্রয়াসটি কার্যকরী হয়নি, সেকথা আমরা আগেই বলেছি।

২ ফাল্গুন [রবি 14 Feb] থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ভাষণমালার পরবর্তী পর্যায় শুরু করেন। মাঘোৎসবের সায়ংকালীন ভাষণ 'নবযুগের উৎসব' দিয়ে 'শান্তিনিকেতন' পঞ্চম ভাগ আরম্ভ হয়, এই ভাগের অপর সাতটি ভাষণ ২ থেকে ৯ ফাল্গুনের মধ্যে প্রদত্ত হয়েছিল। এইগুলির পাণ্ডুলিপি এখনও পাওয়া যায়নি। ভাষণগুলি হল:

২ ফাল্গুন [রবি 15 Feb] 'ভাবুকতা ও পবিত্রতা' — দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৩২২-২৪
৩ ফাল্গুন [সোম 16 Feb] 'অন্তর ও বাহির' — দ্র ঐ ১৪।৩২৪-২৭

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি-রচিত 'ভাবো তাঁরে, অন্তরে যে বিরাজে' ব্রহ্মসংগীতটি উদ্ধৃত করেছেন—পরবর্তী ভাষণটি শুরুই হয়েছে এই গানের কথা দিয়ে, সেখানে স্বরচিত 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে' গানটির কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করেন।

৪ ফাল্গুন [মঙ্গল 17 Feb] 'তীর্থ' — দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৩২৭-২৯
৫ ফাল্গুন [বুধ 18 Feb] 'বিভাগ' — দ্র ঐ ১৪।৩২৯-৩১
৬ ফাল্গুন [বৃহ 19 Feb] 'দ্রষ্টা' — দ্র ঐ ১৪।৩৩২-৩৩
৭ ফাল্গুন [শুক্র 19 Feb] 'নিত্যধাম' — দ্র ঐ ১৪।৩৩৩-৩৪
৯ ফাল্গুন [রবি 21 Feb] 'পরিণয়' — দ্র ঐ ১৪।৩৩৪-৩৫

৭৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থ শান্তিনিকেতন পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হয় 15 Apr 1909 [বৃহ ২ বৈশাখ ১৩১৬]। একই দিনে ষষ্ঠ ভাগও প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৮। এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত চৌদ্দটি ভাষণ দেওয়া হয় ১০ থেকে ২০ ফাল্গুনের মধ্যে। ভাষণগুলি হল:

১০ ফাল্গুন [সোম 22 Feb] 'তিনতলা' — দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৩৩৮-৩৯
১১ ফাল্গুন [মঙ্গল 23 Feb] 'বাসনা, ইচ্ছা, মঙ্গল' — দ্র ঐ ১৪।৩৪০-৪২
১১ ফাল্গুন [মঙ্গল 23 Feb] 'স্বাভাবিকী প্রেম' — দ্র ঐ ১৪।৩৪২-৪৪

১২ ফাল্গুন [বুধ 24 Feb] 'পরশরতন' দ্র ঐ ১৪|৩৪৪-৪৫
১৩ ফাল্গুন [বৃহ 25 Feb] 'অভ্যাস' দ্র ঐ ১৪।৩৪৬-৪৮
১৪ ফাল্গুন [শুক্র 26 Feb] 'প্রার্থনা' দ্র ঐ ১৪|৩৪৮-৫০
১৫ ফাল্গুন [শনি 21 Feb] 'বৈরাগ্য' দ্র ঐ ১৪।৩৫০-৫২
১৬ ফাল্গুন [রবি 28 Feb] 'বিশ্বাস' দ্র ঐ ১৪।৩৫৩-৫৫
১৬ ফাল্গুন [রবি 28 Feb] 'সংহরণ' দ্র ঐ ১৪।৩৫৫-৫৬
১৭ ফাল্গুন [সোম 1 Mar] 'নিষ্ঠা' দ্র ঐ ১৪।৩৫৭-৫৮
১৭ ফাল্গুন [সোম 1 Mar] 'নিষ্ঠার কাজ' দ্র ঐ ১৪।৩৫৮-৬০
১৮ ফাল্গুন [মঙ্গল 2 Mar] 'বিমুখতা' দ্র ঐ ১৪।৩৬০-৬৩
১৯ ফাল্গুন' [বুধ 3 Mar] 'মরণ' দ্র ঐ ১৪।৩৬৩-৬৭
২০ ফাল্গুন [বৃহ 4 Mar] 'ফল' দ্র ঐ ১৪।৩৬৭-৬৯

'মরণ' ভাষণটিতে রবীন্দ্রনাথ ১৩ আশ্বিন ১৩০২ তারিখে রচিত 'এসো গো নূতন জীবন' [দ্র গীত ২। ৫৪৭] গানটি থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন।

'শান্তিনিকেতন' দ্বিতীয় ভাগ 24 Feb [বুধ ১১ ফাল্গুন], তৃতীয় ভাগ 5 Mar [শুক্র ২১ ফাল্গুন] ও চতুর্থ ভাগ 12 Mar [শুক্র ২৮ ফাল্গুন] তারিখে প্রকাশিত হয়। এই মাসে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৫ [৩২।১১]:

৫১০-১৪ 'দুই ইচ্ছা'

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৫ [৮।১১]:

৫৯৩-৬০০ 'গোরা' ৪১-৪২ দ্র গোরা ৬|৩৬০-৭২ [৪১-৪২]

৬১৪-২০ 'নবযুগের উৎসব' দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৩১৩-২১

তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮৩০ শক [৭৮৭ সংখ্যা]:

১৬৬-৬৭ ['মৃত্যুর প্রকাশ'] দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৩১১-১২

১৬১-৭১ *['দুই ইচ্ছা']*

১৭৩-৭৯ ['নবযুগের উৎসব'] দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৩১৩-২১

এছাড়া পত্রিকাটির ১৭১-৭২ ও ১৭৯-৮১ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত তেরোটি ব্রহ্মসংগীত মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ফাল্গুন ১৩১৫ [৮।৬]:

১১১-১৩ টোড়ী-নবতাল। প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে দ্র স্বর ২৬

১১৪-১৫ মিশ্র রামকেলী-কাওয়ালি। তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে দ্র স্বর ২৬

দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানসী, ফাল্গুন ১৩১৫ [১।১]:

২-৩ 'সূচনা'

ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [শিবরতন মিত্র] সম্পাদনায় পত্রিকাটি এই মাস থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করে। তাঁদের দ্বারা 'বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ' হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সূচনা'টি লিখে দেন। ফকিরচন্দ্র এর স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন: 'যাহাতে প্রথম সংখ্যা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচনায় সুশোভিত হইয়া বাহির হয় তাহার জন্য [হপসিং কোম্পানির] সুবোধ বাবু (দত্ত) ও আমি গিয়া তাঁহাকে ধরিলাম। প্রথমটা "মাসিকপত্র চলিতে পারে না, লেখক কোথা পাইবে, টাকা অভাবে প্রেসের দোষে কাগজ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে" এই প্রকার আশঙ্কার কথাই রবীন্দ্রবাবু বুঝাইলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। তখন রবি বাবু লেখা দিতে স্বীকৃত হইলেন। ...এই সময় রবিবাবু আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া বলিলেন, "তোমাদের দলের ভিতর আর একটী ছোকরাকে রাখিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।" তাঁহার নাম ও ঠিকানা তিনি আমাদের দিলেন। ...তিনি ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।'[৯৯ক] 'সূচনা' লেখার দায়িত্ব নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ গোড়াতেই বলে নিয়েছেন: 'এই পত্রিকাখানি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে এবং কোন্ সিদ্ধিলাভের জন্য ইহার সাধনা তাহা আমি নিশ্চয় জানি না—জানিলেও আমার তাহাতে কোনো হাত নাই—আমি দর্শকমাত্র।' সেইজন্য এই সূচনাকে তিনি 'দায়িত্ব-প্রচার স্বরূপে' গ্রহণ না করে 'মাঙ্গলিক স্বরূপে' গণ্য করতে বলেন। কিন্তু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করার মতো কোনো সুলক্ষণ তাঁর মধ্যে আছে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছেন:

আমার বয়সে আমি একাধিক মাসিকপত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ইহাকে কোন মতেই সুলক্ষণ বলা যায় না। আমি অনেক কাগজকে ডুবাইয়াছি বলিয়াই অনেক কাগজের সম্পাদক হইতে পারিয়াছি—এ সম্বন্ধে আমি যদি "পয়মন্ত" হইতাম তবে যে কোনো একখানা কাগজের সম্পাদকতা করিয়াই আমার আয়ু শেষ হইত।

সূচনা-টি তিনি শেষ করেছেন ' "মানসী" যখন মানস-তপোবন হইতে যাত্রা করিয়া পাঠক-সাধারণের রাজ-প্রাসাদ-অভিমুখে শঙ্কিত-চরণে চলিয়াছে' তখন তাকে 'রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিশ্' শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ দিয়ে আশীর্বাদ করে:

মাঝে মাঝে পদ্মবনে/ পথ তব হোক্ মনোহর!
ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজি/ ঢেকে দিক্ তীব্র রবিকর!
হোক্ তব পথধূলি/ অতি মৃদু পুষ্পধূলিনিভ,
হোক্ বায়ু অনুকূল/ শান্তিময়, পন্থা হোক্ শিব!

কিন্তু মানসী-র সেবকগণ এই 'অবতরণিকার অবতারণা' করে তাঁকে বিদায় নিতে দেননি, তাঁদের 'সংকল্প'তে লেখেন: 'মানসীর সেবকগণ তাঁহার স্নেহের স্পর্দ্ধা রাখেন। সুতরাং সে স্নেহ কাটাইয়া বিদায় গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে। তাঁহার স্নেহ মানসীর উৎসাহ, তাঁহার উপদেশ মানসীর মন্ত্র, তাঁহার ভালবাসা মানসীর পূজা।' বর্তমান সংখ্যাতেই তাঁরা আর্ট প্রেসে ছাপা 'সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ'-এর ছবি ছাপেন ও পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে অনেক রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশ করেন। সাহিত্যসমাজে তাঁরা প্রথম দিকে নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন—ফাল্গুন-সংখ্যাতেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৌতুক-কবিতা 'রমণীর মুখ' মুদ্রিত হয়—কিন্তু 'কাব্যে নীতি' ও অন্যান্য প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্র-বিদ্বেষ প্রচারের শুরুতেই পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের পক্ষাবলম্বী হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ২০ ফাল্গুন [বৃহ 4 Mar] শান্তিনিকেতন-মন্দিরে 'ফল'-শীর্ষক ভাষণটি দিয়েছিলেন, সম্ভবত পরের দিনই তিনি কলকাতায় চলে আসেন—যদিও ক্যাশবহিতে 'ব° উমাচরণ দাস দং বাবু মহাশয়ের খাবার খরচ ২২ ফাল্গুন হইতে ২ চৈত্র পর্য্যন্ত' হিসাবটি দেখা যায়। তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎকুমার চক্রবর্তী ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ২৫ ভাদ্র ১৩১৪ [11 Sep 1907] ইংলণ্ড যাত্রা করেন। রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন,

তিনি '১৯০৯ সালের ২৬ জানুয়ারি [১৩ মাঘ ১৩১৫] তারিখে... Hilary Term (Gray's Inn) শেষ করেন' ও '২ এপ্রিল (২০ চৈত্র ১৩১৫) হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন'।[১০০] রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, শরৎকুমার জোড়াসাঁকোয় লালবাড়িতে থেকে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। এই সংসার-প্রতিষ্ঠার কারণেই তিনি কলকাতায় আসেন। ক্যাশবহিতে হিসাব দেখা যায়: 'ব° কুঞ্জ দাস দং শ্রীমতী বেলা দেবী ও জামাইবাবু প্রভৃতির খাবার ব্যয় ১ না° ২১ চৈত্র'। ২৮ চৈত্র [শনি 10 Apr] রবীন্দ্রনাথ ভুপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখেছেন: 'শরৎ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়াছেন। আপাতত মজঃফরপুরে গিয়াছেন—ইস্টারের ছুটির পর কলিকাতায় গিয়া ব্যবসায়ে যোগ দিবেন। তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে আমার সংসারের একটা দিকের চিন্তার অবসান হইবে।'[১০১] শরৎকুমার কতটা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন জানা নেই, কিন্তু তাঁর সংসারের দায় কয়েকবছর অনেকটা রবীন্দ্রনাথকেই বহন করতে হয়েছে—যার পরিণাম উভয়ের পক্ষেই দুঃখজনক হয়েছিল।

তাঁর জমিদারির সংসারেও কিছু সংকট দেখা দিয়েছিল। প্রজাকল্যাণের উদ্দেশ্যে বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন করে তিনি পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কয়েকজন সৎ ও আদর্শবাদী কর্মীর উপর। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও ব্যক্তিত্বের সংঘাত দেখা দেয়। এই রকমই একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৪ ফাল্গুন [সোম 8 Mar] জানকীনাথ রায়কে লেখেন:

মধু[সূদন দাস] বোলপুর আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম—সত্যকুমারের [মজুমদার] বিরুদ্ধে তোমার মনে বিকার দেখা দিয়াছে। এবং সেই বিকার যথোচিত উপায়ে সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া মধুকে তুমি তোমার সহায় করিয়াছ। ...তুমি মধুকে যে পত্র লিখিয়াছ তাহার মধ্যে তোমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ পায় নাই—তাহার মধ্যে গূঢ় বিদ্বেষের ভাষা আছে। আমার তাহা পড়িয়া মনে হইল—মধুও সদর হইতে কোনো অত্যুক্তির দ্বারা তোমার মন কলুষিত করিতে চেষ্টা করিতেছে।...

সত্যকুমার সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা জন্মিতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তোমার কোনো কাজের বিরুদ্ধে সত্যকুমার চক্রান্ত করিয়াছে বলিয়া যদি তোমার প্রত্যয় হয় তবে তাহা অমূলক। যদি সমূলকও হয় তবু নিজের মনে কোনো ক্ষুদ্রতা রাখিয়োনা। সংসারে কোথাও কোনো পাপ উঠিতেছে যদি দেখ তবে বাহির হইতেই তাহা মুছিয়া ফেলিবে—তৎক্ষণাৎ তাহার যাহ উচিত প্রতিকার তাহা সারিয়া একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে—তাহাকে নিজের মনের মধ্যে কোনো মতেই তুলিয়া রাখিবেনা। তোমার এই কর্ম্মক্ষেত্রই কি তোমার চিরজীবনের ক্ষেত্র? এইখানকার বাধাবিঘ্ন মান অপমান রাগ দ্বেষ ঈর্ষাই কি তোমার চিরদিনের?... কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে তোমার কোনো ক্ষুদ্রতার সহায় করিয়োনা—তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্রতা দূর না হইয়া কেবলি প্রশ্রয় পাইবে। তুমি নিশ্চয় জানিয়ে ক্ষুদ্রতার বন্ধুরা যখনি সুযোগ পাইবে তখনি তোমার শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইবেনা—ইহাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কর্ম্মের সম্বন্ধ রাখিবে। হৃদয়ের সম্বন্ধ রাখিবে না।[১০২]

পত্রটি রবীন্দ্রনাথের মানবচরিত্রানুশীলনের পরিচায়ক। অবশ্য কেবল উপদেশ দেওয়ার জন্যই তিনি এই চিঠি লেখেননি, তিনি নিজে যে জীবনাদর্শ অনুসরণ করছিলেন সেইটিকেই উপদেশের আকারে বিবৃত করেছেন এখানে। জমিদারির কর্মপরিচালনাকে তিনি দেখেছেন এই আদর্শের দিক দিয়ে। ২৯ চৈত্র [রবি 11 Apr] তিনি জানকীনাথকেই লিখছেন:

আমি জমিদারীকে কেবল নিজের লাভ লোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারিনা। অনেকগুলি লোকের মঙ্গল আমাদের প্রতি নির্ভর করে। ইহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন তাহারা অনেকে কর্ম্মপটু ছিলেন কিন্তু সকলেই আমাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছেন। তোমাদিগকে লইয়া আমি যে একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার মূল উদ্দেশ্যই আমাদের যথার্থ কর্ত্তব্যসাধন করা। তোমরা সকলে মিলিয়া সেই উদ্দেশ্যকে রক্ষা করিবে—তোমাদের কর্ম্ম ধর্মকর্ম্ম হইয়া উঠিবে এবং তাহার পূণ্য তোমরা এবং আমরা লাভ করিব। এই জন্যই তোমাদের চিন্তা ও ব্যবহার কেবলমাত্র বৈষয়িক কর্ম্মের উপযুক্ত না হয় এই দিকে আমার দৃষ্টি আছে। ···তোমাদের চরিত্রে ব্যবহারে ও কর্ম্মপ্রণালীতে আমাদের জমিদারী যেন সকল দিক হইতে ধর্ম্মরাজ্য হইয়া উঠে।[১০৩]

—এতটা আশা পূর্ণ হওয়া কঠিন, রবীন্দ্রনাথের আশাও পূর্ণ হয়নি; কিন্তু একজন মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারের পক্ষে এমন ভাবাটাও কম নয়।

এইবারে কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ ইতস্তত যাতায়াত করেছেন, ক্যাশবহিতে তার হিসাব পাওয়া যায়— ২৬ ও ২৯ ফাল্গুন বালিগঞ্জ, ২৮ ফাল্গুন শ্যামবাজার ও ১ চৈত্র 'মেকলাউড ষ্ট্রীট মোহিনীবাবুর বাটী' ভ্রমণের পর ২ চৈত্র [সোম 15 Mar] তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান।

এই সময়ের মধ্যেই এক পরমহিতৈষী বন্ধুর বিয়োগব্যথা তাঁকে সহ্য করতে হল। ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য ভ্রমণে বেরিয়ে কাশী থেকে সারনাথ যাওয়ার পথে ২৮ ফাল্গুন [শুক্র 12 Mar] মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। মহারাজার দ্বিধাগ্রস্ততা ও খামখেয়ালির জন্য ত্রিপুরার উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে দেখে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের পর ঐ রাজ্যের রাজনীতি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ বিরত হয়েছিলেন, রাধাকিশোরের সঙ্গে তাঁর কিছু দূরত্বও সৃষ্টি হয়েছিল—কিন্তু ত্রিপুরার মঙ্গলকামনায় তিনি যে বিরতি দেননি তা ঐ বছরেই মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লেখা ৬ চৈত্রের চিঠি বা ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লেখা বিভিন্ন পত্র থেকে জানা যায়। তিনি পরে নানা উপলক্ষে রাধাকিশোরের বন্ধুত্ব ও বদান্যতাকে স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন, কিন্তু বর্তমানে তিনি এই মৃত্যুকে দেখলেন দার্শনিক পটভূমিকায়। ৪ চৈত্র [বুধ 17 Mar] শান্তিনিকেতন-মন্দিরে 'মৃত্যু ও অমৃত'-শীর্ষক ভাষণে তিনি বললেন: 'সম্প্রতি অকস্মাৎ আমার একটি বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। এই উপলক্ষে জগতে সকলের চেয়ে পরিচিত যে মৃত্যু তার সঙ্গে আর একবার নূতন পরিচয় হল। জগৎটা গায়ের চামড়ার মতো অত্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিল, মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না। মৃত্যু যখন প্রত্যক্ষ হল তখন সেই জগৎটা যেন কিছু দূরে চলে গেল, আমার সঙ্গে আর যেন সে অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে রইল না।'

রাধাকিশোরের উত্তরাধিকারী যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরকে উপদেশ দিয়ে তিনি একটি পত্র লিখেছিলেন বলে ২৬ চৈত্র [বৃহ 8 Apr] ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়, কিন্তু সেটি পাওয়া যায়নি। উক্ত পত্র বা তার আগে ১০ চৈত্রে [মঙ্গল 23 Apr] লেখা চিঠিতে তিনি ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ত্রিপুরারাজ্যের কল্যাণের স্বার্থে ভাবী রাজা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে সদ্ভাব রাখার উপদেশ দিয়ে লেখেন:

> ত্রিপুরার রাজ্যভার যাঁহার প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে কায়মনোবাক্যে তাঁহার আনুকূল্যে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে—কারণ, তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ তোমাদের সকলের কল্যাণ। রাজ-সিংহাসনের চারিদিকে অনেক শত্রু আছে, এই সময়ে তোমাদের নূতন রাজাকে তাহাদের কপট বন্ধুতা হইতে সাবধানে রক্ষা করিবে। এক্ষণে তুমিই তাঁহার সকলের চেয়ে নিকটতম আত্মীয়—তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মঙ্গল সম্বন্ধ যেন কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন না হয়—তাহা হইলে বাহিরের শত্রুরা সুযোগ পাইয়া বসিবে। তারা তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাহাদের সেরূপ কুচক্রান্ত যেন কোনোদিন সফল না হয়—তোমার অবিচলিত হিতৈষিতার প্রতি রাজার মনে কেহ যেন কোনো দিন সন্দেহ না জন্মাইতে পারে—তোমার স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা সততার দ্বারা তুমি যেন সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের উপরে জয়ী হইয়া তোমাদের রাজ্যের হিতসাধনে তোমার শক্তিকে নিযুক্ত করিতে পার।[১০৪]

রাধাকিশোর ঘটনাচক্রে 'বড়ঠাকুর' সমরেন্দ্রচন্দ্র, নবদ্বীপচন্দ্র প্রভৃতি অনেক শত্রু সৃষ্টি করেছিলেন—বেঙ্গলী-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর প্রতি অনুকূল ছিলেন না, রাধাকিশোরের শোচনীয় অপমৃত্যুও তাঁর পত্রিকার সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হয়নি। পারিবারিক বিরোধের মীমাংসার জন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর তাই কলকাতায় এসেছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে ২৬ চৈত্র তাঁকে লেখেন:

> তুমি যে সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছ—তাহা সিদ্ধ হউক আমি একান্ত মনে এই কামনা করি। আশুকে [আশুতোষ চৌধুরী। মধ্যবর্তীরূপে লইয়াছ ইহাও ঠিক হইয়াছে। তোমাদের এই সঙ্কট কাটিয়া গেলেই তোমরা জোরের সহিত কাজ করিতে পারিবে—রাজ্যের সমস্ত জঞ্জাল দূর করিতে কোনো বাধা থাকিবে না। যেমন করিয়া হোক্ কতকটা ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই কাজটা সারিয়া ফেলা কর্তব্য।...
>
> পুঃ। প্রয়োজন হইলে রমণীমোহনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়ো।[১০৫]

ত্রিপুরারাজ্যের মঙ্গলের জন্য এই শুভেচ্ছার মনোভাব রবীন্দ্রনাথ আজীবন রক্ষা করে গেছেন।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যু হয় ১০ মাঘ ১৩১৫ [শনি 23 Jan] তারিখে। ৯ ফাল্গুন [রবি 21 Feb] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বিশেষ অধিবেশনে তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। এই অধিবেশনে 'মৃত কবির স্মৃতি-চিহ্ন-স্থাপনার্থ একটি সমিতি সংস্থাপিত' হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সমিতির অন্যতম সদস্য নিবাচিত হন; তবে এই সমিতির কাজকর্মে তিনি কোনো অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায় না। কিন্তু নবীনচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা সম্পর্কে চট্টগ্রাম সম্মিলনীর সম্পাদকের পত্রের উত্তরে তিনি ৩ চৈত্র [মঙ্গল 16 Mar] যে চিঠি লেখেন সেইটিকেই তাঁর অভিমত বলে গণ্য করা যায়। তিনি লেখেন:

...কবির স্মৃতি-রক্ষা কেমন করিয়া করিতে হইবে? সেজন্য ত কাহাকেও চেষ্টা করিতে হয় না। কৃত্তিবাসের স্মৃতি নিজেকেই নিজে এতকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা বড় কবি তাঁহারা নিজের কাব্যেই নিজের তাজমহল তৈরি করিয়া যান।

···আমাদের দেশে মেলাই মৃত মহাত্মাদের প্রতি সম্মান প্রকাশের উপায়রূপে প্রচলিত। জয়দেবের বিখ্যাত মেলা তাহার প্রমাণ।

শুনিয়াছি সিন্ধুদেশের কোনো লোক-বিখ্যাত কবির মৃত্যুদিনের মেলায় সেখানকার লোকেরা সমস্ত রাত্রি সেই কবির কাব্য গান করিয়া থাকে। কতকাল হইতে বর্ষে বর্ষে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে, এজন্য কোনো সভাসমিতি বা চাঁদার প্রয়োজন হয় নাই। কবির নিজেরই কীর্ত্তির সাহায্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ, ইহার মত সুন্দর পদ্ধতি আর ত কিছু জানি না।

কবির জন্ম বা মৃত্যুর দিনে তাঁহার জন্মস্থানে বা সাহিত্য-পরিষদে বা নানাস্থানে তাঁহার কাব্য পাঠ, ব্যাখ্যা, আলোচনা প্রভৃতি প্রচলিত হইলে উপযুক্তরূপে তাঁহার প্রতি সমাদর প্রকাশ করা হয়।...

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ স্থান মৃত কবির জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। সেইখানে তাঁহার সমস্ত কাব্যের সমস্ত সংস্করণ, তাঁহার নানা বয়সের প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার হাতের লেখা চিঠিপত্র ও কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার বংশাবলী ও জীবনীর সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইতে পারিবে।

উপযুক্ত বোধ করলে, সম্মিলনীর পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবগুলি সাহিত্য-পরিষৎকে জ্ঞাপন করার কথাও তিনি লিখেছেন। কয়েক বছর আগে বৈশাখ ১৩১২-সংখ্যা ভাণ্ডার-এ রবীন্দ্রনাথ 'স্মৃতিরক্ষা' [দ্র সমাজ ১২। ৪৯৯-৫০০] নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, বর্তমান পত্রটি তার পরিশিষ্ট হিসেবে গণ্য হতে পারে। পত্রটি চৈত্র-সংখ্যা মানসী-তে 'কবির স্মৃতি' [পৃ ৮২-৮৩] শিরোনামে মুদ্রিত হয়। সাহিত্য-পরিষৎ এই প্রস্তাবানুযায়ী কিছুদূর অগ্রসর হন, কিন্তু তার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি।

শান্তিনিকেতনে ফিরে ৩ চৈত্র [মঙ্গল 16 Mar] থেকে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরের ভাষণ দেওয়া শুরু করেন। এই পর্যায়ের ভাষণগুলির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে {Ms. 360(ii)]। ৬২ পৃষ্ঠার একটি সাদা [অর্থাৎ রুল-হীন] এক্সারসাইজ খাতায় ১৪ চৈত্র [শনি 27 Mar]-তে প্রদত্ত 'ভূমা' শীর্ষক রচনাটি পর্যন্ত লেখা হয়েছে। এই ভাষণগুলি 'শান্তিনিকেতন' সপ্তম ভাগে সংকলিত হয়। উল্লেখ্য, পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে রবীন্দ্রনাথ ভুল করে '৬ষ্ঠ ভাগ' লিখে রাখেন।

সপ্তম ভাগের অন্তর্গত চৌদ্দটি ভাষণ ৩ থেকে ১৪ চৈত্রের মধ্যে দেওয়া হয়। ভাষণগুলি হল:

৩ চৈত্র [মঙ্গল 16 Mar] 'সত্যকে দেখা'	দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৩৭০-৭১
৩ চৈত্র [মঙ্গল 16 Mar] 'সৃষ্টি'	দ্র ঐ ১৪।৩৭১-৭২
৪ চৈত্র [বুধ 17 Mar] 'মৃত্যু ও অমৃত'	দ্র ঐ ১৪।৩৭২-৭৪
৪ চৈত্র [বুধ 17 Mar] 'তরী বোঝাই'	দ্র ঐ ১৪।৩৭৫

এই ভাষণটিতে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কবিতাটির একটি 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' দেবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য আমাদের মনে হয়, পূর্ববর্তী ভাষণের সূত্রেই কবিতাটির প্রসঙ্গ এসেছিল—৯ অগ্র ১৩১৩ [25 Nov

1906] অতুলচন্দ্র ঘোষকে লেখা একটি পত্রে তিনি এই ধরনের ব্যাখ্যাকে ধিক্কৃত করেছিলেন।

৫ চৈত্র [বৃহ 18 Mar] 'স্বভাবকে লাভ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৩৭৫-৭৭
৬ চৈত্র [শুক্র 19 Mar] 'অহং' দ্র ঐ ১৪।৩৭৭-৮০
৭ চৈত্র [শনি 20 Mar] 'নদী ও কুল' দ্র ঐ ১৪।৩৮০-৮২
৮ চৈত্র [রবি 21 Mar] 'আত্মার প্রকাশ' দ্র ঐ ১৪।৩৮২-৮৪
৯ চৈত্র [সোম 22 Mar] 'আদেশ' দ্র ঐ ১৪।৩৮৫-৮৬
১০ চৈত্র [মঙ্গল 23 Mar] 'সাধন' দ্র ঐ ১৪।৩৮৬-৮৮
১১ চৈত্র [বুধ 24 Mar] 'ব্রহ্মবিহার' দ্র ঐ ১৪।৩৮৯-৯৪
১২ চৈত্র [বৃহ 25 Mar] 'পূর্ণতা' দ্র ঐ ১৪।৩৯৫-৯৭
১৩ চৈত্র [শুক্র 26 Mar] 'নীড়ের শিক্ষা' দ্র ঐ ১৪।৩৯৭-৯৯
১৪ চৈত্র [শনি 27 Mar] 'ভূমা' দ্র ঐ ১৪।৩৯৯-৪০২

৯৮ পৃষ্ঠার শান্তিনিকেতন সপ্তম ভাগ প্রকাশিত হয় 2 Jun 1909 [বুধ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬] তারিখে, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, মূল্য যথারীতি চার আনা।

শান্তিনিকেতন অষ্টম ভাগের ভাষণগুলি দেওয়া শুরু হয় ১৫ চৈত্র থেকে। এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত কুড়িটি ভাষণ সমাপ্ত হয় ৭ বৈশাখ ১৩১৬ তারিখে। ১৬ অগ্রহায়ণ যে ধারাবাহিক ভাষণমালার সূত্রপাত হয়েছিল, বস্তুত উক্ত দিনেই তা বন্ধ হয়ে যায়। শান্তিনিকেতন গ্রন্থমালার অপর ন'টি খণ্ডে পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ সংকলিত হয়েছে।

অষ্টম ভাগের অন্তর্গত ভাষণগুলিরও পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হয়েছে {Ms. 360 (iii)]। এটিও ৬২ পৃষ্ঠার একটি সাদা এক্সারসাইজ খাতা, ৭ বৈশাখে প্রদত্ত 'মুক্তি'-শীর্ষক ভাষণটি পর্যন্ত এই খাতায় কালিতে লিখিত—খাতাটি শেষ হয়ে গেলে একই দিনে প্রদত্ত 'মুক্তির পথ' ভাষণটি স্বতন্ত্র দুটি কাগজে লিখে ধারাবাহিক সংখ্যা দিয়ে মূল খাতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই খাতাতেও ভুল করে প্রথমে 'সপ্তম ভাগ' লিখেছিলেন, পরে 'সপ্ত' শব্দটি কেটে দিয়ে 'অষ্ট' লেখেন।

কুড়িটি ভাষণের মধ্যে পাঁচটি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে দেওয়া হলেও আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সেগুলিকে এখানেই তালিকাবদ্ধ করে দিচ্ছি:

১৫ চৈত্র [রবি 28 Mar] 'ওঁ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৪০৩-০৫
১৬ চৈত্র [সোম 29 Mar] 'স্বভাবলাভ' দ্র ঐ ১৪।৪০৬-০৮
১৭ চৈত্র [মঙ্গল 30 Mar] 'অখণ্ড পাওয়া' দ্র ঐ ১৪।৪০৮-০৯
১৮ চৈত্র [বুধ 31 Mar] 'আত্মসমর্পণ' দ্র ঐ ১৪।৪১০-১১
১৯ চৈত্র [বৃহ1 Apr] 'সমগ্র এক' দ্র ঐ ১৪।৪১১-১৪
২১ চৈত্র [শনি 3 Apr] 'আত্মপ্রত্যয়' দ্র ঐ ১৪।৪১৪-১৫
২২ চৈত্র [রবি 4 Apr] 'ধীর যুক্তাত্মা' দ্র ঐ ১৪।৪১৫-১৭
২৪ চৈত্র [মঙ্গল 6 Apr] 'শক্ত ও সহজ' দ্র ঐ ১৪।৪১৮-২০
২৬ চৈত্র [বৃহ 8 Apr] 'নমস্তে ই স্তু' দ্র ঐ ১৪।৪২০-২২
২৭ চৈত্র [শুক্র 9 Apr] 'মন্ত্রের বাঁধন' দ্র ঐ ১৪।৪২৩-২৪
২৮ চৈত্র [শনি 10 Apr] 'প্রাণ ও প্রেম' দ্র ঐ ১৪।৪২৪-২৬
২৯ চৈত্র [রবি 11 Apr] 'ভয় ও আনন্দ' দ্র ঐ ১৪।৪২৬-২৮
৩০ চৈত্র [সোম 12 Apr] 'নিয়ম ও মুক্তি' দ্র ঐ ১৪।৪২৯-৩০
৩১ চৈত্র [মঙ্গল 13 Apr] 'দশের ইচ্ছা' দ্র ঐ ১৪।৪৩১-৩৪
৩১ চৈত্র [মঙ্গল 13 Apr] 'বর্ষশেষ' দ্র ঐ ১৪।৪৩৪-৩৬
৩ বৈশাখ [শুক্র 16 Apr] 'অনন্তের ইচ্ছা' দ্র ঐ ১৪।৪৩৬-৩৮

৪ বৈশাখ [শনি 17 Apr] ‘পাওয়া ও না-পাওয়া’ দ্র ঐ ১৪।৪৩৮-৪১
৬ বৈশাখ [সোম 19 Apr] ‘হওয়া’ দ্র ঐ ১৪।৪৪২-৪৪
৭ বৈশাখ [মঙ্গল 20 Apr] ‘মুক্তি’ দ্র ঐ ১৪।৪৪৪-৪৬
৭ বৈশাখ [মঙ্গল 20 Apr] ‘মুক্তির পথ’ দ্র ঐ ১৪।৪৪৬-৪৮

শান্তিনিকেতন অষ্টম ভাগ প্রকাশিত হয় 15 Jun 1909 [মঙ্গল ১ আষাঢ় ১৩১৬]—পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+১৪১; মুদ্রণসংখ্যা: ১০০০; মূল্য: চারি আনা।

এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বউ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসটিকে ‘নাট্যীকৃত’ করে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটক রচনায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। নাটকটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, কিন্তু এর অন্তর্গত কয়েকটি গানের পাণ্ডুলিপি-সংবলিত ২২ পৃষ্ঠার একটি সাদা এক্সারসাইজ খাতা মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে পাওয়া গেছে [Ms. 358]। খাতাটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করা আরম্ভ করেন অনেক আগে থেকে। এর প্রথম পৃষ্ঠায় ২৩ মাঘ ১৩১২ [5 Feb 1906] তারিখে লেখা খেয়া-র ‘মিলন’ [‘আমি কেমন করিয়া জানাব আমার’] কবিতাটির শেষ কয়েকটি ছত্র [‘আজ ত্রিভুবনজোড়া কাহার বক্ষে...আদি ও অন্ত জুড়ালো’], দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ‘তুম সব জানত হো মাত আলঙ্গী’ ইত্যাদি ৮ ছত্রের একটি হিন্দিগান এবং তৃতীয় পৃষ্ঠায় ২৭ অগ্র° ১৩১৪-তে লেখা ‘অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে’ গানটি ও ‘ন তস্য কার্য্যং’ ‘ন তস্য কশ্চিৎ গতিরস্তি’ ‘এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা’ অর্থাৎ ‘তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং’ রবীন্দ্রনাথের সুর-দেওয়া মন্ত্রগানের তিনটি অন্তরার অংশ লেখা দেখে মনে হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবের পূর্বে এগুলি লিখিত হয়েছিল। এর পর রবীন্দ্রনাথ খাতাটি আবার ব্যবহার করতে শুরু করেন আলোচ্য সময়ে, চতুর্থ পৃষ্ঠাতেই তিনি ‘ও যে মানে না মানা’ ও ‘নয়ন মেলে দেখি আমায়’ প্রায়শ্চিত্ত নাটকের দুটি গান রচনা করেছেন। এই গানগুলিতে রচনার তারিখ নেই, তবে অব্যবহিত পরের কয়েকটি গানে রচনা-তারিখ দেখে অনুমান করা সংগত যে, অল্পকালের ব্যবধানেই গানগুলি রচিত হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক বিবরণ-সহ পাণ্ডুলিপি-ধৃত গানগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল:

[১] ও যে মানে না মানা দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 4; প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১২৬, ভৈরবী-কাওয়ালি, নটীর গান, ২য় অঙ্ক ৪ [দৃশ্য]; গীত ২। ৩১৮; স্বরলিপি: সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আষাঢ় ১৩১৬। ২১৯-২০; স্বর ৯।

[২] বিভাস। নয়ন মেলে দেখি আমায় দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 4; প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১২৯, নটীর গান, ২য় অঙ্ক ৬ [দৃশ্য]; গীত ২। ৪২০; স্বর ৯।

[৩] বেহাগ। ওকে ধরিলে ত ধরা দেবে না দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 5; প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১৬৫-৬৬, ভৈরবী, বসন্ত রায় ও বালকদের গান, ৫ম অঙ্ক ২ [দৃশ্য]; গীত ২। ৩৬৭; স্বর ৯।

[৪] তিমির দুয়ার খোলো দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 6-7, 6 পৃষ্ঠায় গানটির খসড়া করে কেটে দিয়ে পরের পৃষ্ঠায় সংশোধিত রূপটি লিখে নীচে তারিখ লেখা হয়েছে: ‘ফাল্গুন ১৩১৫; গীত ১। ১৮৪; প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬। ৮৪-৮৫ [দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি-সহ]; স্বর ৩৬।

পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় এই গানটিতে রচনা-তারিখ ‘ফাল্গুন ১৩১৫’ দেখে সিদ্ধান্ত করা যায়, উল্লিখিত চারটি গান উক্ত মাসের মধ্যে রচিত হয়েছিল।

[৫] হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 7-8, রচন-তারিখ: ‘৯ই চৈত্র ১৩১৫’ [সোম 22 Mar]; গীত ১! ৫৫; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৬। ৩২৩-২৪ [দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি-সহ]; স্বর ৩৬।

[৬] বাঁচান বাঁচি মারেন মরি দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 8-9 রচনা-তারিখ: '১১ই চৈত্র ১৩১৫' [বুধ 24 Mar]; প্রায়শ্চিত্ত ৯।১২৩-২৪, ২য় অঙ্ক ২ [দৃশ্য], মাধবপুরের প্রজাদের গান; গীত ১।১৮০; প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬। ৮১-৮৩ [দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি-সহ]; স্বর ৯।

[৭] আমাকে যে বাঁধবে ধরে দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 9-10; প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১২১-২২, ২য় অঙ্ক ২ [দৃশ্য], ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান; গীত ২। ৫৭১; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আষাঢ় ১৩১৬ | ২১৪-১৫, মিশ্র শঙ্করা-কাশ্মীরী খেম্টা; স্বর ৯।

[৮] খাম্বাজ। কে বলেছে তোমায় বঁধু এত দুঃখ সইতে দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 10; প্রায়শ্চিত্ত ৯।১২২, ২য় অঙ্ক ২ [দৃশ্য], ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান; গীত ২। ৩১৭; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আষাঢ় ১৩১৬। ২১২-১৩, মিশ্র-আড়খেমটা; স্বর ৯।

[৯] রইল বলে রাখলে কারে দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 11, রচনা-তারিখ: '১৩ চৈঃ' [শুক্র 26 Mar]; প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১৩৮, ৩য় অঙ্ক ১ [দৃশ্য], ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান; গীত ১। ২৬২; স্বর ৯।

[১০] আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 12; প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১৩৭, ৩য় অঙ্ক ১ [দৃশ্য], ধনঞ্জয় ও প্রজাদের গান; গীত ১|২১৮; স্বর ৯।

[১১] ওরে আগুন আমার ভাই দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 13, রচনা-তারিখ: '১৪ই চৈত্র' [শনি 27 Mar]; প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১৬০, ৪র্থ অঙ্ক, ৬ [দৃশ্য], ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান; গীত ১।২৪০; স্বর ৯।

[১২] গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 14; প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১৭১ সারি গানের সুর, ৫ম অঙ্ক ৪ [দৃশ্য], ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান; গীত ২। ৫৪৯; স্বর ৯। উল্লেখ্য, গানটির প্রথম পাঠ ছিল: 'ঐ সরল খোলা রাস্তা আমার/ মন ভুলায় রে।/ ওরে লজ্জা সরম বেবাক গেছে/ লুটিছে ধুলায় রে।'

[১৩] ওরে শিকল তোমায় কোলে করে দিয়েছি ঝঙ্কার দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 15; প্রায়শ্চিত্ত ৯ | ১২১-২২, ২য় অঙ্ক ২ [দৃশ্য], ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান; গীত ২। ৫৭১; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আষাঢ় ১৩১৬। ২১৪-১৫, মিশ্র শঙ্করা-কাশ্মীরী খেম্‌টা; স্বর ৯।

[১৪] সকল ভয়ের ভয় যে তারে দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 15-16; প্রায়শ্চিত্ত ৯।১৬৯-৭০, ৫ম অঙ্ক ৪ [দৃশ্য], ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান; গীত ১। ১৯২; স্বর ৯।

[১৫] সুরট। আরো আরো প্রভু আরো আরো দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 16, রচনা-তারিখ: '১৯শে চৈত্র' [বৃহ 1 Apr]; প্রায়শ্চিত্ত ৯।১১৭, ১ম অঙ্ক ৬ [দৃশ্য], ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান; গীত ১।১০০; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬। ১৮২-৮৪, মিশ্র মল্লার-খেমটা; স্বর ৯।

[১৬] ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি টুটবে না দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 17; প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১১৪, ১ম অঙ্ক ৫ [দৃশ্য], সুরমার গান; গীত ৩। ৭৯৮-৯৯; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, বৈশাখ ১৩১৬।১৭৫-৭৬, বাউলের সুর-খেমটা; স্বর ৯।

[১৭] আমরা বসব তোমার সনে দ্র পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা 17; প্রায়শ্চিত্ত ৯।১১৮, ১ম অঙ্ক ৬ [দৃশ্য], ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান; গীত ৩। ৭৯৮; স্বর ৯।

এই পাণ্ডুলিপিতে আরও ছ'টি গান আছে, কিন্তু সেগুলি ১৩১৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রচিত। সেগুলি নিয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে আলোচিত ১৫টি গান ছাড়া আরও আটটি গান আছে। তার মধ্যে 'সারা বরষ দেখিনে মা' গানটি অবিকৃতভাবে বউ-ঠাকুরানীর হাট [১২৮৯] উপন্যাস থেকে গৃহীত; 'আজ তোমারে দেখতে এলেম' গানটির পাঠ রবিচ্ছায়া [১২৯২]-তেই পরিবর্তিত হয়েছিল, সেই পাঠটি নাটকে গৃহীত হয়েছে; 'বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ' গানটির পাঠ পরিবর্তিত হয় গানের বহি [১৩০০]-তে, নাটকে উক্ত পাঠ গৃহীত; 'মলিন মুখে ফুটুক হাসি' গানটির মাত্র দুটি ছত্র বউ-ঠাকুরানীর হাট-এ আছে, পরে এটি পূর্ণাঙ্গ গানে পরিণত হয়। কেদারনাথ চৌধুরী-কৃত উপন্যাসটির মঞ্চসফল নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' [1886]-এ একটি জনপ্রিয় গান ছিল 'মুখের হাসি চাপলে কি হয়' [দ্র রবিজীবনী ৩।৪৭]—গানটি সম্ভবত বউ-ঠাকুরানীর হাট-এর 'হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি কেমন করে,/ হাসির সে প্রাণের সাধ ওই অধরে খেলা করে' অসম্পূর্ণ এই গানটির ছায়াবলম্বনে রচিত, রবীন্দ্রনাথ সেটির রূপান্তর ঘটান 'হাসিরে কি লুকাবি লাজে' গানে। এই দুটি গান অবশ্য যোগীন্দ্রনাথ সরকার-প্রকাশিত 'গান' [আশ্বিন ১৩১৫] গ্রন্থে আছে। পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়নি এমন আর তিনটি গান হল:

[এক] পিলু বারোয়াঁ। মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে দ্র প্রায়শ্চিত্ত ৯।১১৬, ১ম অঙ্ক ৫ [দৃশ্য], বসন্ত রায়ের গান; গীত ২। ৩১৮; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।১৭৯-৮০; স্বর ৯।

[দুই] পরজ বসন্ত-কাওয়ালি। না বলে যেয়োনা চলে মিনতি করি দ্র প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১২৫-২৬, ২য় অঙ্ক ৪ [দৃশ্য], নটীর গান; গীত ২। ৩০৫; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, শ্রাবণ ১৩১৬। ২২৬-২৭; স্বর ৯।

[তিন] আমি ফিরব নারে, ফিরব না আর ফিরব নারে দ্র প্রায়শ্চিত্ত ৯। ১৭৭, উপসংহার, ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান; গীত ২। ৫৫৮; স্বর ৯।

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'প্রায়শ্চিত্ত নাটক আমাদের মতে ১৩১৫ সালের গোড়ার দিকে কোনো সময়ে লেখা; কারণ ১৩১৫ সালের আশ্বিন মাসে যে 'গান' খণ্ড ছাপাখানায় ছিল তাহাতে প্রায়শ্চিত্তের একটি বাদে সকল গানই আছে।'[১০৬] তথ্যটি ঠিক নয়। প্রায়শ্চিত্ত-এর মাত্র পাঁচটি গান উক্ত সংকলনে আছে, যাদের মধ্যে 'হাসিরে কি লুকাবি লাজে' ও 'মলিন মুখে ফুটুক হাসি' ছাড়া বাকি তিনটি গান পূর্ববর্তী সমস্ত সংকলনের অন্তর্ভুক্ত।

ড সুকুমার সেন হিতবাদী লাইব্রেরি কর্তৃক 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রকাশ সম্পর্কে লিখেছেন:

> ১৩১৬ সালে বইটি কেন হিতবাদী লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত হইল তা ভাবিবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক গান ইত্যাদি গ্রন্থের (১৩১০ সালের পূর্বে প্রকাশিত) গ্রন্থাবলী-স্বত্ব হিতবাদী লাইব্রেরিকে বিক্রয় করেন। এই গ্রন্থাবলী 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী' নামে ১৩১১ সালে ছাপা হয়। প্রায়শ্চিত্ত ১৩১১ সালের আগে ছাপা হয় নাই, সুতরাং গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। ১৩১৪ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থ অন্য প্রকাশক ছাপিতেছিল। মুক্তধারার মুখবন্ধরূপে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে প্রায়শ্চিত্ত "এখন হইতে (বৈশাখ ১৩২৯) পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত।" সুতরাং ১৩১২-১৩১৩ সালে লেখা হইয়াছিল এবং লেখা সম্পূর্ণ হইবার আগেই তাহার স্বত্ব হিতবাদী লাইব্রেরিকে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা চলে।[১০৭]

অনুমানটি তথ্যভিত্তিক নয়। আমরা একটি সূত্র থেকে জানতে পারি [আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য], রবীন্দ্রনাথ ৩০ ভাদ্র ১৩১৬ [বুধ 15 Sep 1909] হিতবাদী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি চুক্তি করে তাঁর কয়েকটি বইয়ের প্রকাশন ও বিক্রয়-স্বত্ব প্রদান করেন। অবশ্য তাঁর মৌখিক অনুমতি নিয়ে ঐ তারিখের কিছু আগে থেকেই হিতবাদী তাঁর কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করতে শুরু করেন।

গান গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের নূতন দুটি গান অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ আশ্বিন ১৩১৫-র পূর্ব থেকেই নাটকটি লেখার পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু নাটকটি লেখেন তিনি বর্তমান সময়ে, উল্লিখিত পাণ্ডুলিপিতে এতগুলি গান রচনা তারই প্রমাণ। নাটকে বউ-ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের বহু ঘটনা বর্জিত হলেও মূল ঘটনা এবং প্রধান ও কিছু অপ্রধান চরিত্র তাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্য-সহ স্থান লাভ করেছে। ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তার ভক্তদল ভিন্নরূপে শারদোৎসব-এই ঠাকুরদা ও বালকদলের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল—এর পরে তাঁর অধিকাংশ নাটকেই চরিত্রগুলি রকমারি বেশে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্র-নাটকের আলোচনায় 'প্রায়শ্চিত্ত' বিশেষ গুরুত্ব পায় না, কিন্তু এই ধনঞ্জয় বৈরাগীর কারণেই তার বিশেষ মর্যাদা পাওয়া উচিত ছিল। 'ভেরা সেজোনোভা' প্রবন্ধের অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন: 'দর্পান্ধ প্রবলতার দ্বারা আমরা যদি দলিত বিদলিত হইতে থাকি তথাপি ধর্ম্ম আমাদিগকে এমন করিয়া জয়ী করিতে পারেন যে আমাদের সমস্ত অবমাননার ভার অপমানকারীকেই অবনত করিয়া দিবে।' এই বিশ্বাসকেই তিনি ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে মূর্ত করেছেন। ট্রান্সভালে ব্যারিস্টার গান্ধীর নেতৃত্বে যে অহিংস সত্যাগ্রহ চলছিল, ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে মাধবপুরের প্রজাদের আন্দোলন সেই আদর্শকেই অনুসরণ করেছে—'যে হারে তার বুঝি জোর নেই' এই আদর্শের মূল কথা।

দৃশ্যসজ্জাকে রবীন্দ্রনাথ শারদোৎসব-এ বিদায় দিয়েছিলেন। পঞ্চাঙ্ক বহু দৃশ্যে বিভক্ত প্রায়শ্চিত্ত-তে কাহিনীর কারণেই তা সম্ভব হয়নি—তবু পথের আভাসটি এখানে যে-কোনো সুযোগেই যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রবণতাটি বুঝে নেওয়া শক্ত নয়। স্বয়ং প্রতাপাদিত্যই বলেন: 'বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভালো—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।' এই পথের প্রতীকটি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটকগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

চৈত্র ১৩১৫-তে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের পরিমাণ খুবই কম। ২৫ চৈত্র [বুধ 7 Apr] তিনি বঙ্গদর্শন-সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন: 'আমার পক্ষে আর কাগজে প্রবন্ধ জোগানো কোনোমতেই চলিবেনা। অতএব আমার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দাও।'[১০৮] এই কারণেই পরবর্তী বৎসরে পত্রিকাগুলিকে তাঁর লেখা গান প্রকাশের দিকে মনোযোগ দিতে হয়েছে।

প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৫ [৮।১২]:

৬৪৯-৫৮ 'গোরা' ৪৩-৪৪ দ্র গোরা ৬ | ৩৭৩-৮৭ [৪৩-৪৪]

মানসী, চৈত্র ১৩১৫ [১।২]:

৮২-৮৩ 'কবির স্মৃতি'

৩ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম সম্মিলনীর সম্পাদককে যে পত্র লেখেন, সেইটি পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হয়।

এই মাসে রবীন্দ্রনাথের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রবাসী-তে গোরা তখনও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তবুও এতাবৎ-প্রকাশিত চুয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদ নিয়েই গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী, 3 Apr 1909 [শনি ২১ চৈত্র]। এই সংস্করণটি খুবই দুষ্প্রাপ্য, আখ্যাপত্র-সহ কোনো কপি এখনও পাওয়া যায়নি। তাই উক্ত ক্যাটালগে প্রদত্ত বিবরণটিই আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি:

372/— গোরা [Gorá (a name). An incomplete social story, reprinted from the vernacular magazine Pravási). Pages 170. Published by Púrna Chandra Dás, 61-62, Bow Bázar Street, Calcutta. [3rd April 1909.] 8° Ist edition. Price, 10 annas./ Púrna Chandra Dás, 61-62, Bow Bazar Street, Calcutta,/ 1,000/···,

দশ আনা দামের ১৭০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির ১০০০ কপি কুন্তলীন প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল। গোরা-র অনুরূপ দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হয়েছিল বলে মনে হয় না। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে দু'খণ্ডে গোরা প্রকাশিত হয় 1 Feb 1910 [১৯ মাঘ ১৩১৬] তারিখে।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে গল্পগুচ্ছ-এর চারটি ভাগ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। পঞ্চম ভাগটি প্রকাশিত হয় 8 Apr [বৃহ ২৬ চৈত্র]—পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+৪+২০৩, মুদ্রণসংখ্যা: ১,০৫০; মূল্য: এক টাকা। এই খণ্ডে চারটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল:

১। নষ্টনীড় ২। কর্ম্মফল ৩। গুপ্তধন ৪। মাষ্টার মশায়।

খণ্ডটি ২৫ রায়বাগান স্ট্রীটের ভারতমিহির যন্ত্র থেকে মহেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত হয়।

১৪ চৈত্র [শনি 27 Mar] রবীন্দ্রসাহিত্য অনুবাদের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিন বলে মনে করা যায়। মুরারিপুকুর বাগানে বোমার কারখানা ও সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে আলিপুর কোর্টে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে মামলা চলছিল। ১৩ চৈত্র [শুক্র 26 Mar] মামলার ১১৩তম দিনে আদালতে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। পরের দিনে *The Bengalee* পত্রিকায় ঘটনাটির বিবরণে লেখা হয়:

Before the court sat, infact before the clattering of the hand-cuffs and creaking of boots, were stopped, a voice, at once melodious, and powerful issued forth from the prisoner's dock. ...All the 'golmal' in the room even on the verandah was at once hushed into perfect silence. Even the European sergeants—to whose ears an Indian tune would not naturally sound very sweet—adopted the posture of attention and began to listen with undivided attention.

রাগিণী-ভৈরবী-আড়া।
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।

—এর পরে সম্পূর্ণ গানটি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়।

প্রতিবেদনে গায়কের নাম উল্লিখিত হয়নি, কিন্তু বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন: "বস্তুতঃ, শ্রীউল্লাসকর [দত্ত] কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া গাহিয়াছিলেন বিশ্বকবির বিশ্ববিশ্রুত জাতীয় সংগীত—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' "[১০৯] তবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে লিখেছেন: 'শোনা যায়, ফাঁসির হুকুম হইয়া গেলে উল্লাসকর গান ধরেন "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"'[১১০]—এই শ্রুতিটি তথ্য-সমর্থিত নয়, জজ বীচক্রফ্‌ট্‌, ফাঁসির হুকুম দেন 6 May 1909 [২৩ বৈশাখ ১৩১৬] তারিখে।

মূল ঘটনাটি ও তার বিবরণ অবশ্যই হৃদয়স্পর্শী, কিন্তু আমরা বেঙ্গলী-তে মুদ্রিত গানটির ইংরেজি অনুবাদটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

Blessed is my birth—for I was born in this land,

Blessed is my birth—for I have loved thee.

(1)

I don't know in what garden,

Flowers enrapture so much with perfume;

In what sky rises the moon, smiling such a smile.

(2)

Oh mother, opening my eyes, seeing thy light,

My eyes are regaled;

Keeping my eyes on that light,

I shall close my eyes in the end.

রবীন্দ্র-কবিতার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ তিনি নিজেই করেছিলেন 1888-এ মানসী-র 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি 'Desire for a Human Soul' নামে [দ্র রবিজীবনী ৩।৯৮]—কিন্তু অনুবাদটি বহুকাল প্রকাশিত হয়নি। সেইদিক থেকে বর্তমান অনুবাদটিকে রবীন্দ্র-কবিতার [যদিও এটি কবিতা নয়, গান] প্রথম প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ বলে গণ্য করা যেতে পারে। দুঃখের বিষয়, অনুবাদকের নাম জানার কোনো উপায় নেই।

অবশ্য আলোচ্য সময়েই 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র'[১১১] রবি দত্ত অন্যান্য বাঙালি কবির রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার ইংরেজি অনুবাদের সংকলন *Echoes from East and West* প্রকাশের আয়োজন করছিলেন, তাঁর ভূমিকার তারিখ 28 Sep 1908 [সোম ১২ শ্রাবণ], 25 Nov [বুধ ১০ অগ্র°] তিনি ভূমিকায় সংযোজন করেন—কেম্‌ব্রিজের Galloway and Porter প্রতিষ্ঠান থেকে কাপড়ে বাঁধা ক্রাউন ৮ পেজী সাড়ে তিন শিলিং দামের ৩৫২ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 1909-এ।* রবীন্দ্রভবনে বইটির একটি কপি আছে, সেটি 26 May 1911 [শুক্র ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮] লেখক রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন।

বইটিতে রবীন্দ্রনাথের এগারোটি গান বা কবিতার অনুবাদ আছে, অনুবাদগুলি Oct 1899 [আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬] থেকে Sept 1908 [ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১৫]-এর মধ্যে করা। রচনাগুলি হল:

Pp. 33-34 The Fair martyrs/ (From a Bengali Song)./Blaze, blaze thy last and brightest...Oct 1899. [জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ]

35 The Sworn Hero./ (From Roby Tagore)./ 'Tis for thee, O mother mine...Oct 1899. [তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ]

64 A Song of Ind./ (From Roby Tagore)./ O Charmer of the whole world's mind...Oct 1900. [অয়ি ভুবনমনোমোহিনী]

68 A Twilight Serenade./ (From Roby Tagore)./ Thou—my cloud of twilight sweet...July 1902 [তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা]

69 The Importunate/ (From a Bengali Song.)/ Go not back, ah do not go...July 1902 [যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে]

71 Life's Voyage./(From Roby Tagore). Set, set the barge afloat amid the endless sea...Sep 1902 [অনন্তসাগরমাঝে দাও তরী ভাসাইয়া]

72 The Sense of Loneliness. (From Roby Tagore). Flower on flower is leaming over, and how softly blows the gale! Sep 1902 [ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়]

74 The Rosebud/(From Roby Tagore)./Falls the Rosebud leaning slow...Sep 1902 [গোলাপকলি পড়িছে ঢলি]।

75-78 To the Muse/(From Roby Tagore)./Splendour-winged Poesy...Sep 1902 ['গান আরম্ভ': সন্ধ্যাসংগীত]। অনুবাদক মন্তব্য করেছেন: 'Roby Tagore deserves to be called the Shelley of Bengal, does he not?'

131-34 Urvasi./(From Roby Tagore)./No mother thou, no daughter thou, thou art no bride...July 1908 ['উর্বশী': চিত্রা]

188 The World-Song./(From Roby Tagore)./On Thy mighty throne in session...Sep 1908 [মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে]।

আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টায় অনুবাদক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি, অনেক জায়গায় অর্থবোধেও ত্রুটি আছে—উদ্ধৃত প্রথম ছত্রগুলি থেকেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন। কিন্তু বিদেশ থেকে প্রকাশিত এই অনুবাদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথের গাওয়া গানের রেকর্ডের কথা আমরা আগেই বলেছি [দ্র রবিজীবনী ৫।২৮৬-৮৮]। পরে বিভিন্ন ব্যক্তি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড প্রকাশ করতে থাকেন। এই রেকর্ডগুলির অধিকাংশই বিনষ্ট হয়েছে। তবু ইতিহাস রক্ষার খাতিরে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন থেকে এইরূপ কিছু রেকর্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

30 Mar 1907 [১৬ চৈত্র ১৩১৩] ১৫২ হ্যারিসন রোডের মুখার্জি অ্যাণ্ড মুখার্জি প্রতিষ্ঠান তিন টাকা দামের দশ ইঞ্চি একটি রেকর্ডের বিজ্ঞাপন বেঙ্গলী-তে প্রকাশ করে:

588 বাংলার মাটি বাংলার জল।

—গানটির গায়কের নাম বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত হয়নি।

22 Sep 1907 [৫ আশ্বিন ১৩১৪] একই পত্রিকাতে 'দি গ্রামাফোন অ্যাণ্ড টাইপরাইটার লিঃ' বিজ্ঞাপন দেয়:

4-12508 বাংলার মাটি বাংলার জল (স্বদেশী সঙ্গীত) কানেড়া একতালা।

রেকর্ডটির অপর পিঠে ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান 'সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।' দুটি গানই গেয়েছিলেন মিনার্ভা থিয়েটারের ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

23 Feb 1908 [১১ ফাল্গুন ১৩১৪] পত্রিকাটি ১-২ চৌরঙ্গির কার অ্যাণ্ড মহলানবিশ প্রতিষ্ঠান সত্যভূষণ গুপ্তের গাওয়া তিনটি Beka Record-এর বিজ্ঞাপন ছাপায়:

20423—তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা

20424—আমায় অনেক দিয়েছ নাথ

20425—আমার পরাণ যাহা চায়।

1 Jul 1908 [১৭ আষাঢ় ১৩১৫] একই প্রতিষ্ঠান পত্রিকাটিতে 'শ্রীযুত এস দাস (এমেচার)'-এর গাওয়া Odeon Record-এর বিজ্ঞাপন দেয়:

বি ৪২ বল দাও মোরে বল দাও
পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে।

৩১ চৈত্র [মঙ্গল 13 Apr] সায়ংকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে বর্ষশেষের উপাসনা করেন, শান্তিনিকেতন অষ্টম ভাগে ভাষণটি 'বর্ষশেষ' [দ্র ১৪। ৪৩৪-৩৬] নামে মুদ্রিত হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের পক্ষে বৎসরটি আরম্ভ হল একটি মৃত্যু দিয়ে। ২১ বৈশাখ [সোম 4 May] হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিতেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় মাত্র একচল্লিশ বৎসর বয়সে; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লেখেন: '১১টা রাত্রে হিতুর মৃত্যু'। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হিতেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উৎসাহী সভ্য ছিলেন, পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে পরিষদ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাথের বিপত্নীক মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটার সতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিধবা কন্যা ছায়া দেবীর বিবাহ হয় ৪ আষাঢ় [বৃহ 18 Jun]। কিছুদিন পূর্বে সামাজিক বাধা অতিক্রম করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেন [১২ ফাল্গুন ১৩১৪: 24 Feb 1908]। সম্ভবত তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাক্তন জামাতাকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষায় এই বিবাহে উদ্যোগী হন। কিন্তু দুটি বিবাহের পরিণতি প্রায় একই ধরনের হয়েছিল। পুজোর ছুটিতে পশ্চিম ভারত ভ্রমণে গিয়ে জ্বরাক্রান্ত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এসে ৯।১০ কার্তিক [25/26 Oct] নাগাদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৩ কার্তিক তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন: 'সতীন্দ্রের নূতন জামাই (রবীর ভূতপূর্ব্ব জামাই) জ্বরে মারা গেছে।'

সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহের কয়েকদিন পরেই তাঁর ভাই শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সমরেন্দ্রনাথের যমজ জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধবিকা [বড়পুঁটি]র বিবাহ হয়। পূর্ণিমা দেবী [চট্টোপাধ্যায়] লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথই এই বিয়ের সম্বন্ধ করেন।[১১২] তাঁর ক্যাশবহিতে ৭ আষাঢ় 'গগন বাবুর ভ্রাতুষ্কন্যার বিবাহে আয়ুবিদ্ধান্ন' পাঠানোর হিসাব পাওয়া যায়। মাঘ মাসে অপর কন্যা মালবিকা [ছোটপুঁটি]র বিয়ে হয় প্রদোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তখন গগনেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রমোদকুমারী স্বল্পায়ু কনিষ্ঠ পুত্র ভোম্বলের জন্ম দিতে গিয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে।[১১৩]

৩১ আষাঢ় [বুধ 15 Jul] রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথের পিতা বামনদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।[১১৩ক] ৬ শ্রাবণ [মঙ্গল 21 Jul] তিনি জামাতাকে লেখেন: 'বর্দ্ধমানে তোমার মাতার এবং ভাইদের সেবার মধ্যে তোমার পিতার মৃত্যু ঘটিয়াছে'।[১১৩খ]

১৬ শ্রাবণ [শুক্র 31 Jul] সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা জয়শ্রীর জন্ম হয়।[১১৪] ২৭ শ্রাবণ [মঙ্গল 11 Aug] দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্রী নলিনী দেবীর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে[১১৪]—পূর্ণিমায় জন্ম বলে কন্যার নাম হয় 'পূর্ণিমা'। পরে এঁর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র সুবীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়।

অরুণেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র অজীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন হয় ২৯ শ্রাবণ [বৃহ 13 Aug]। সম্ভবত এই দিন আনন্দানুষ্ঠানের একটি অঙ্গ ছিল 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয়। ১৯ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে মীরা দেবীকে লিখেছেন: 'অরুর ছেলের ভাত দেখে যাবি না ত কি?...লক্ষ্মীর পরীক্ষায় তুই কিছু সাজ্‌বি নে?'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ২ ভাদ্র [মঙ্গল 18 Aug] জন্মাষ্টমীর দিনে তাঁর ডায়ারিতে লেখেন: '৫ ॥ টার সময় যোড়াসাঁকোয় গগনদের বাড়ী 'মিলনী' নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম'। পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> ছেলেদের জন্য বাবা একটা ক্লাব করেছিলেন। পাছে বাইরে মিশে খারাপ হয়ে যায়, তাই বাড়িতে যত ঠাকুর পরিবারের ছেলেদের নিয়ে ক্লাব হয়। তার নাম দিয়েছিলেন 'মিলনী'। ছেলে-জামাইদের দিয়ে থিয়েটার করাতেন। তাতে আমার বড় ভগ্নিপতি [নির্মলচন্দ্র মুখো°] সাজত, সে খুব ভাল করত। প্রথম 'জুলিয়াস সীজার' হয়। খুব ভালই হয়েছিল। রবিদাদার 'বৈকুণ্ঠের খাতা' হয়। আর একবার 'অলীকবাবু' করেছিল।[১১৫]

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ৩ আশ্বিন [শনি 19 Sep] ডায়ারিতে লিখেছেন: 'গগনদের বাড়ীতে ছেলেদের "অলীকবাবুর" অভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলাম—মন্দ হয়নি।'

গত বৎসরের শেষ দিকে রাঁচিতে বেড়াতে গিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির জায়গাটি ভালো লেগে যায়। তাঁরা শেষজীবনটি সেখানেই কাটাতে মনস্থ করেন। পি. ডব্ল্যু. ডি-র ইঞ্জিনিয়ার মহেন্দ্রনাথ দত্তের সহায়তায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়টি কেনার ব্যবস্থা করেন। ৭ কার্তিক [শুক্র 23 Oct] তিনি ডায়ারিতে লেখেন: 'আজ পাহাড়ের জায়গাটা registered হল।' ৬ পৌষ [সোম 21 Dec] তিনি 'পাহাড়ের উপরেই বাড়ী হওয়া স্থির' করেন। তার পরেই পাহাড়ে ওঠার রাস্তা ও বাড়ি তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তাঁর 'শান্তিধাম'-এর উদ্বোধন হয় ৪ বৈশাখ ১৩১৭ [রবি 17 Apr 1910]। এই পাহাড়ের নীচে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'সত্যধাম' নির্মাণ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

সত্যেন্দ্রনাথ ২ ফাল্গুন ১৩১২ থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য এবং ১ শ্রাবণ ১৩১৪ থেকে আচার্য ও সভাপতি নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সমাজের প্রধান পদাধিকারী হলেও তিনি শান্তিনিকেতনে আশ্রয় নেওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথের উপরেই উপাসনার দায়িত্ব পড়ে। কিন্তু তিনিও বর্তমান বৎসরের শুরুতে বায়ুপরিবর্তনের জন্য রাঁচিতে যাওয়ায় উক্ত দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন এবং ৩ আষাঢ় [বুধ 17 Jun] পর্যন্ত প্রায় দু'মাস আদি ব্রাহ্মসমাজে বুধবারের উপাসনাকার্য নিবাহ করেন। তবে তাঁর পক্ষে স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকা সম্ভব ছিল না, তাই পরে এই দায়িত্ব

চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বেতনভোগী উপাচার্যেরাই পালন করতে থাকেন। অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকলে তিনিই উপাসনা করতেন।

৩ জ্যৈষ্ঠ [শনি 16 May] মহর্ষির ৯২-তম জন্মোৎসব উপলক্ষে পারিবারিক বিশেষ উপাসনা হয়। রবীন্দ্রনাথ উপাসনা ও দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গীত করেন। মহর্ষির মৃত্যুর পর থেকে তাঁর জন্মোৎসব পারিবারিক ব্যাপারে পরিণত হয়। মাঘোৎসবের কাছাকাছি হওয়ায় তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীই বরং সাড়ম্বরে পালিত হতে থাকে। ৬ মাঘ [মঙ্গল 19 Jan 1909] মহর্ষির মৃত্যুর চতুর্থ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে 'প্রাতে তাঁহার মধ্যম পুত্র সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতৃগতপ্রাণ শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী পিতার আত্মার কল্যাণ উদ্দেশে ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করেন। অপরাহ্নে ব্রাহ্মসাধারণের নিমন্ত্রণ ছিল। বৈকাল ৪ ঘণ্টার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম শোক ও ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে সমাগত হইয়া মহর্ষিদেবের বহির্বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া উপবেশন করিলে প্রথমে সময়োপযোগী একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হয়। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা সম্পন্ন করেন এবং মহর্ষিদেবের আত্মজীবনী হইতে তাহার বিশেষ বিশেষ স্থান পাঠ করিয়া সকলের চিত্তকে মহর্ষিদেবের মহজ্জীবনের প্রতি আকৃষ্ট ও সকলের হৃদয়কে মোহিত করিয়া তুলেন।' ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ভাষণ দেন। 'সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহর্ষির দীক্ষা গ্রহণের মহাভাব অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিলে পর শান্তিবাচন ও সঙ্গীত দ্বারা কার্য্যশেষ হয়।'[১১৬]

৭ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] শান্তিনিকেতনে অষ্টাদশ সাংবৎসরিক উৎসব হয়। তত্ত্ববোধিনী-তে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের 'উপদেশের সারাংশ' [মাঘ। ১৪৭-৪৯] ও হেমলতা দেবীর 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বালকগণের প্রতি উপদেশ' [চৈত্র। ১৮১-৮২] মুদ্রিত হয়। কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ মুদ্রিত না হওয়ায় উৎসবটির পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি অস্পষ্ট। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ এইদিন 'শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব' ও 'দীক্ষা' শীর্ষক দুটি ভাষণ দিয়েছিলেন।

১১ মাঘ [রবি 24 Jan 1909] ঊনাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ও সন্ধ্যায় মহর্ষিভবনে উপাসনা হয়। প্রাতঃকালীন উপাসনা সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী-তে লেখা হয়: 'গৃহটি শ্রদ্ধাবান উপাসকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনেকেই স্থানাভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। এবৎসর প্রবীণ ও বর্ষীয়ান লোকের যেরূপ সমাগম হইয়াছিল অনেক দিন সে দৃশ্য আমরা দেখি নাই। ধূপ ধুনার গন্ধে সমাজ মন্দির আমোদিত হইলে ঠিক আটটার সময় শঙ্খধ্বনির পর অর্চ্চনা হইয়া উপাসনা ও সঙ্গীত আরম্ভ হইল।' রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদীর আসন গ্রহণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন ও প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এর পর রবীন্দ্রনাথ 'দুই ইচ্ছা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

সায়ংকালীন 'উপাসনার সময় যদিও সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় নির্দ্দিষ্ট ছিল···সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে জনস্রোতে প্রাঙ্গণ ও দ্বিতল পূর্ণ হইয়া গেল। সেদিনের উপাসক ও দর্শক দুই সহস্রেরও অনেক অধিক হইবে।' রবীন্দ্রনাথের বেদগান দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদীর আসন গ্রহণ করার পর প্রিয়নাথ উদ্বোধন করেন। রবীন্দ্রনাথ গায়কদের সঙ্গে সমবেত সংগীতে অংশ নেন। 'তাঁহার নিকটে আমাদের

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথের অষ্টমবর্ষ বয়স্ক [পুত্র] কল্যাণীয় সৌম্যেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার এই তরুণ বয়সে বালকণ্ঠে সকল সঙ্গীতে আশ্চর্য্যভাবে যোগ দিয়া যে গুণপণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় মহর্ষিদেবের পূত বংশে কোনকালে প্রতিভার অভাব ঘটিবে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমানের আশ্চর্য্য শক্তি সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।'[১১৭] তাঁর সম্পর্কে *The Bengalee* [26 Jan]-তে লেখা হয়:

One infant voice gave an additional charm to the music. It was that of Master Shoyama Tagore. ... The melodious voice of the child and its pitch gave an indescribable pleasure to the guests and it is not to much to hope, that when he grows up, he will become another Rabindra Nath in the musical world.

সৌম্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "একবার এগারোই মাঘে আমি অনেকগুলো গান গাইলুম। সে বৎসরের গানগুলোর মধ্যে ছিলো 'এক মনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা', আর 'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা'। রবীন্দ্রনাথ আর আমি দুজনে 'তুমি যত ভার দিয়েছ' এই কীর্তনটি গাই।"[১১৮]

রবীন্দ্রনাথ 'নবযুগের উৎসব' প্রবন্ধটি এই অনুষ্ঠানে পাঠ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

সুরাটের দক্ষযজ্ঞের পর কংগ্রেসের রক্ষণশীল গোষ্ঠী সুকৌশলে জাতীয়তাবাদী তথা প্রগতিশীল গোষ্ঠীকে কোণঠাসা করে ফেলে। 1899-এ লখ্‌নৌ অধিবেশনে কংগ্রেসের একটি গঠনতন্ত্র [constitution] রচিত হয়েছিল, পরের বছর [1900] লাহোরে তা কিছুটা সংশোধিত হয়—কিন্তু যথাযথভাবে এই গঠনতন্ত্র কার্যকরী হয়নি। প্রতিনিধি [delegates] নির্বাচন, সভাপতি মনোনয়ন, বিষয়-নির্বাচনী সমিতি গঠন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়মাবলী নির্দিষ্ট থাকলেও প্রয়োগের পদ্ধতি ছিল ঢিলেঢালা—ফলে কিছু নেতা নিজেদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সুযোগ পেতেন বেশি। বোম্বাইয়ের নরমপন্থী মেহ্‌তা-গোষ্ঠী ছিলেন প্রধান নীতি-নির্ধারক। এঁদেরই চক্রান্তে 1906-এ দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করা হয়, 1907-এ নাগপুর থেকে সুরাটে অধিবেশনের স্থান পরিবর্তন করে টিলকের পরিবর্তে ড রাসবিহারী ঘোষকে বসানো হয় সভাপতির আসনে। সেই অধিবেশন পণ্ড হয়ে যাওয়ার পর নূতন গঠনতন্ত্র রচিত হল এলাহাবাদ কনভেনশনে [18-19 Apr 1908; ৫-৬ বৈশাখ ১৩১৫]। নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের প্রধান বিবাদ ছিল ব্রিটিশের অধীনে স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে কেন্দ্র করে। কনভেনশনে গৃহীত গঠনতন্ত্রের প্রথম ধারাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসিত রাষ্ট্রগুলির মতো শাসনব্যবস্থা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্জনকেই কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট করা হল। এই কংগ্রেস 'creed'কে লিখিতভাবে মেনে নেওয়া কংগ্রেস সভ্যদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করার ফলে স্বভাবতই চরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন। বিপ্লবপন্থী যাঁরা সুরাটের যজ্ঞভঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের এতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি—কংগ্রেসী কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁদের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না।

কিন্তু টিলক-বিপিন পাল প্রমুখ প্রগতিবাদী কংগ্রেসীরা এই বৃহত্তর মঞ্চ থেকে অপসৃত হওয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে সন্ত্রাসমূলক বিপ্লবপ্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈরিতে সাফল্য লাভ করেন, কিন্তু তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেওঘরের নিকটবর্তী দিঘিরিয়া পাহাড়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তী নিহত হন [29 Jan 1908]।[১১৯] ইতিমধ্যে হেমচন্দ্র কানুনগো [দাস] প্যারিস থেকে বিস্ফোরক-বিদ্যায় শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরে আসেন [Jan 1908]। তার আগে রেললাইনে ডিনামাইট পুঁতে ছোটলাট ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে [6 Dec 1907]। হেমচন্দ্রের তৈরি বোমা চন্দননগরের মেয়র তার্দিভিলের উপর ছোঁড়া হয় [11 Apr 1908], কিন্তু তাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বিপ্লবী নেতারা 'কসাই কাজী' কিংসফোর্ডকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একটি বইয়ের মধ্যে বোমা পুরে কিংসফোর্ডের কাছে পাঠানো হয়, কিন্তু বইটি না খোলায় তিনি বেঁচে যান। তিনি মজঃফরপুরে বদলি হলে তাঁকে হত্যার জন্য বোমা ও পিস্তল-সহ প্রেরিত হন ক্ষুদিরাম বসু [1889-1908] ও প্রফুল্ল চাকী [1888-1908]। কিন্তু ভ্রমক্রমে বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয় অন্য একটি গাড়ির উপর, নিহত হন এক শ্বেতাঙ্গ রমণী মিস্ কেনেডি [30 Apr বৃহ ১৭ বৈশাখ] গুরুতর আহত অপর আরোহিণী মিসেস কেনেডি মারা যান 2 May হাসপাতালে। বোমা ছোঁড়ার পরেই হত্যাকারীদ্বয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। সহযাত্রী দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহবশত মোকামা ঘাট স্টেশনে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হলে তিনি আত্মহত্যা করেন [1 May শুক্র ১৮ বৈশাখ]। একই দিনে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন ওয়াইনি [Waini] স্টেশনের কাছে একটি মুদির দোকানে মুড়ি কিনে খাওয়ার সময়ে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট H.C. Woodman-এর কাছে তিনি একটি স্বীকারোক্তি করেন, কিন্তু সঙ্গী দীনেশচন্দ্র রায় [প্রফুল্লকে তিনি এই ছদ্মনামেই জানতেন] ছাড়া আর কাউকেই তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়াননি, বোমা ছোঁড়ার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। হেমচন্দ্র কানুনগো অনুযোগ করেছেন, তাঁকে যা-যা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার অনেক কিছুই পালন করেননি।[১২০]

কিন্তু কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ বিপ্লবীদের উপর নজর রাখছিল অনেক দিন ধরেই। বিপ্লবীরাও তা জানতেন, কিন্তু তাঁদের নেতা বারীন্দ্রকুমার তাতে কোনো গুরুত্ব আরোপ করেননি। রজনীকান্ত [? মিত্র][১২১] নামক একজন গুপ্তচরকেও পুলিশ নিয়োগ করেছিল খবরাখবর নেওয়ার জন্য। 2 May [শনি ১৯ বৈশাখ] ভোররাত্রে পুলিশ তাই একযোগে কলকাতার প্রধান আড্ডাগুলিতে হানা দিয়ে অনেককে গ্রেপ্তার ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। পুলিশ যে সবই জানত, মুরারিপুকুর বাগান, ১৫ গোপীমোহন দত্ত লেন, ১৩৪ হ্যারিসন রোড, ৪৮ গ্রে স্ট্রীট ও ৩৮। ২ নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে একযোগে হানা দেওয়া থেকেই বোঝা যায়। আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশ কোথাও—এমন-কি মুরারিপুকুর বাগানেও—সামান্যতম বাধা বা সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়নি। আরও আশ্চর্যের বিষয়, প্রধান কার্যপরিচালক নেতা বারীন্দ্রকুমারের আচরণ। রাজনীতি ও যোগসাধনার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ অরবিন্দ-বারীন্দ্র-সহ দলের অনেকের সামনেই আরাধ্য রূপে খাড়া করা হয়েছিল। সুতরাং অবিমৃশ্যকারিতার প্রতিফল পাবার উপক্রম হতেই বারীন্দ্রের মনে গীতার বৈরাগ্য উদয় হল, 'অভিমানে আমার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল, রাগে ফুলিয়া ফুলিয়া অন্তরাত্মা বলিলে লাগিল, "ঠাকুর! সব ভেঙে দিলে, সব ভেঙ্গে দিলে? তবে নেও, আমি রিক্ত হয়ে সব দেব।" সেই রাগে যেখানে যাহা ছিল আমি দেখাইয়া দিলাম'।[১২২] শুধু তাই নয়,

দেশবাসীকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেবার জন্য সমস্ত ঘটনা ও বিপ্লবী দলের সদস্যদের নাম-ধাম সহযোগে [কেবল অরবিন্দের সংস্রব সম্পর্কে নীরব থেকে] এমন বিবৃতি দিলেন, যার ফলে যাঁরা তখনও পুলিশের জালে ধরা পড়েননি তাঁরাও কয়েকদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হলেন। এঁদেরই একজন শ্রীরামপুরের ধনীর দুলাল, 'তাহাতে একটু বিশেষ করিয়া বখা,' নরেন্দ্র গোঁসাই ক্ষোভে ও লোভে রাজসাক্ষী হয়। এঁর স্বীকারোক্তি অরবিন্দের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে আশঙ্কায় কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু জেলের মধ্যে তাঁকে হত্যা করে ফাঁসির দড়িকে বরণ করে নেন।

ওদিকে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হবার পর তিনি একটি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই অবস্থায় তিনি কোনো আইনজীবীর সাহায্য পাননি। সীতামারীর ম্যাজিস্ট্রেট বার্থুডের আদালতে 21-23 May [৮-১০ জ্যৈষ্ঠ] তাঁর প্রাথমিক বিচার হয়। এখানে তিনি আর-এক দফা স্বীকারোক্তিতে [23 May] পূর্ব-বিবৃতির কিছুটা সংশোধন করলেও বিচারক তাঁকে দায়রায় সোপর্দ করেন। এখানেও কোনো উকিল তাঁর পক্ষে দাঁড়াননি। দায়রা জজ কর্নডাফের আদালতে বিচার শুরু হয় 8 Jun [২৬ জ্যৈষ্ঠ], এখানে ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করেন কালিদাস বসু। 13 Jun [শনি ৩১ জ্যৈষ্ঠ] দুজন দেশীয় জুরি তাঁকে অপরাধী বলে ঘোষণা করলে বিচারক তাঁর ফাঁসির হুকুম দেন। হাইকোর্টে আপীল করলে 13 Jul [সোম ২৯ আষাঢ়] বিচারপতি ব্রেট ও রিভস তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখেন। আত্মীয়বন্ধুদের অনুরোধে ও উকিলদের পরামর্শে ক্ষুদিরাম লেফটেনান্ট গবর্নরের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন, কিন্তু সেই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। 11 Aug [মঙ্গল ২৭ শ্রাবণ] ভোর ছ'টায় মজঃফরপুর জেলে প্রাণদণ্ড কার্যকরী হল।[১২৩] স্বাধীনতাযুদ্ধে ক্ষুদিরাম তৃতীয় বাঙালি শহীদ।

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড সমস্ত দেশবাসীকে হতবাক করে দিয়েছিল। নিরীহ বাঙালি যুবকদের দ্বারা এমন কাজ হতে পারে সেকথা অনেকেই ভাবতে পারেননি। তার পরেই সংবাদপত্রগুলি এই ঘটনার নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে দুটি স্ত্রী-হত্যা সংঘটিত হওয়ায় এবং কংগ্রেসী আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক 1891-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি ব্যারিস্টার প্রিঙ্গল কেনেডি-র স্ত্রী কন্যা নিহত হওয়ায় সহানুভূতির গতি ভিন্নমুখী হয়।

এদিকে বোমার মামলায় ধৃত ৩১ জনকে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট Leonard Birleyর এজলাসে হাজির করা হয় 4 May [সোম ২১ বৈশাখ]। বারীন্দ্রের প্ররোচনায় তিনি নিজে, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উল্লাসকর দত্ত স্বীকারোক্তি করেন, এই স্বীকারোক্তি অনুসারে 5 May নরেন গোঁসাইকে ও ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকজনকে বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। 19 May [মঙ্গল ৬ জ্যৈষ্ঠ] বিচার আরম্ভ হয়। গোপন খবরের সন্ধানে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রামসদয় মুখার্জি ও সাব-ইনস্পেক্টর শামসুল আলম প্রথমাবধিই তৎপর ছিলেন। নরেন গোঁসাই তাঁদের জালে ধরা পড়ে। সে 29 May [১৬ জ্যৈষ্ঠ] গোপন জবানবন্দী দেয় ও 8 Jun [২৬ জ্যৈষ্ঠ] রাজসাক্ষী হয়, ফলে 23 Jun [৯ আষাঢ়] তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। 24 Jun থেকে 3 Jul [১৯ আষাঢ়] সে আদালতে চার বার বিবৃতি দেয়। এর ফলে অরবিন্দ ও বেশ কয়েকজন গণ্যমাণ্য ব্যক্তি বিপন্ন হয়ে পড়েন।* এই বিপর্যয় এড়ানোর জন্য জেলের মধ্যেই গোঁসাইকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়। বারীন্দ্রকুমার তখন জেল ভেঙে পালাবার আয়োজনে ব্যস্ত, তাই এই পরিকল্পনায় বাধা দেন। সেইজন্য তাঁর অজ্ঞাতে গোপনে রিভলভার আনিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত গোঁসাইকে

হত্যার জন্য প্রস্তুত হন। সত্যেন্দ্রনাথও রাজসাক্ষী হতে চান এইরূপ ইচ্ছা জানিয়ে গোঁসাইয়ের বিশ্বাস অর্জন করেন এবং তিনি ও কানাইলাল 31 Aug [সোম ১৫ ভাদ্র) নরেনকে গুলি করে হত্যা করেন। বস্তুত এই ঘটনাটিই বিপ্লবীদের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল। *The Pioneer* এর মতো গোঁড়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাও কানাই-সত্যেনকে অভিনন্দিত করে [4 Sep]। 3 Sep উভয়কে হত্যাপরাধে দায়রায় সোপর্দ করা হয়—কানাইলাল অপরাধ স্বীকার করলেও অস্ত্রসরবরাহকারী বা অন্য কারোর নাম বলেননি, সত্যেন্দ্রনাথ সব অস্বীকার করেন। 7 Sep মামলা শুরু হয়, 9 Sep ৫ জন জুরি কানাইলালকে দোষী ও ৩ জন সত্যেন্দ্রনাথকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেন। 21 Oct [বুধ ৫ কার্তিক] হাইকোর্টে অধিকাংশ জুরি [৩-২] সত্যেন্দ্রনাথকে নির্দোষ বললেও অবসরকালীন বিচারপতি সরফউদ্দিন ও কক্স [Coxe] উভয়কেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কানাইলাল আপীল করেননি, তাঁর ফাঁসি হয় 10 Nov [মঙ্গল ২৫ কার্তিক]। তাঁর শবদেহ নিয়ে বিরাট মিছিল বের হয়। সত্যেন্দ্রনাথের আপীল নামঞ্জুর হলে 21 Nov [শনি 6 Nov] তাঁর ফাঁসি হয়, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সামান্য কয়েকজনের উপস্থিতিতে জেলের মধ্যেই তাঁর সৎকার হয়। এক্ষেত্রেও বারীন্দ্রকুমারের আচরণ বিস্ময়কর। তিনি 'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী'তে কানাইলালের আত্মোৎসর্গের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রায় নির্বাক। হেমচন্দ্র জানিয়েছেন, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সূচনা থেকেই বারীন্দ্র-সত্যেন্দ্রর বিরোধ ছিল, নরেন গোঁসাইকে হত্যার দিনেই বারীন্দ্র মিটিং ডেকে 'সত্যেনের উপর দোষারোপের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়ে সদ্য গায়ের জ্বালা কতকটা জুড়িয়েছিল'।[১২৪]

অ্যাডিশনাল সেশনস্ জজ Charles Porter Beachcroftএর আদালতে ৩৬ জনের বিচার শুরু হয় 19 Oct [সোম ৩ কার্তিক]। গুরুদাস বসু ও কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় অ্যাসেসর নিযুক্ত হন। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন E. Norton, Mr. Burton ও পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস। ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও কে. এন. চৌধুরী প্রথমে অরবিন্দের পক্ষে দাঁড়ালেও পরে তাঁদের স্থান গ্রহণ করেন চিত্তরঞ্জন দাস। কেউ-কেউ লিখেছেন, চিত্তরঞ্জন বিনা পারিশ্রমিকে মামলা লড়েছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র লিখেছেন: 'তিনি এককালীন অগ্রিম ছ'হাজার টাকা এবং মোকদ্দমা শেষ করতে ১২ হাজার টাকা দাবি করেছিলেন। তখন অরবিন্দবাবুর ভগিনী শ্রদ্ধেয়া কুমারী সরোজিনী ঘোষ তাঁর দাদার জন্য চাঁদা সংগ্রহের 'ফাণ্ড' খুলেছিলেন। তাতে সে যাবৎ লব্ধ টাকা পূর্বোক্ত ব্যারিষ্টার সাহেবকে বিদায় দিতে ব্যয়িত হয়ে গেছল। অথচ সেই দিনই ছ'হাজার টাকা চাই।···কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের মুখে পরে শুনেছি, এক জন সহৃদয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে বলা মাত্রই ছ'হাজার টাকা তক্ষুণি দিয়েছিলেন।'[১২৫] 18 Jun [বৃহ ৪ আষাঢ়] বেঙ্গলী-র মতো 'মডারেট' কাগজে লেখা হয়: 'An appeal for Babu Arabinda Ghosh by his sister Sarojini Ghosh for funds for the defence. ...We believe him to be innocent; he is a man of high character and self sacrifice.' পরেও বহুবার আবেদনটি মুদ্রিত হয়েছে। হেমচন্দ্র আরও লিখেছেন:

...উক্ত ফাণ্ডে না-কি উঠেছিল চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা। অরবিন্দবাবু ছাড়া বারীণ, উল্লাস, উপেন প্রভৃতি আরও দশ-বারো জনের পক্ষ-সমর্থনের ব্যবস্থা হয়েছিল ঐ ফাণ্ড থেকে। মি. আর. সি. ব্যানার্জী ব্যারিষ্টার না-কি, বিনা ফীতে, আর কয়েক জন অল্প ফিতে[য] ওদের পক্ষ নিতে রাজী হয়েছিলেন। বাকী সকল আসামীকে যে যার পথ দেখতে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেইমত অনেকে আপন আপন বাড়ির অবস্থানুযায়ী উকিল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেছিলেন।..কেবল সহৃদয় স্বনামধন্য উকিল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন মহাশয় বিনা ফীতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের জন্য মোকদ্দমা তদ্বিরের সমস্ত ভার নিয়েছিলেন।[১২৫]

সাক্ষীদের জেরা, নথিপত্র ও বিভিন্ন দ্রব্যাদির প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা, দুই পক্ষের কৌঁসুলীদের সওয়াল ইত্যাদির পর জজ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ তাঁর রায় দেন পরের বছর 6 May 1909 [বৃহ ২৩ বৈশাখ ১৩১৬]। ১৩ চৈত্র [শুক্র 26 Mar] বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে উল্লাসকর দত্তের 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানটি গাওয়া ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের নাম অন্তত একবার বিচারের সময়ে উল্লেখিত হয়েছিল। 19 Mar [শুক্র ৬ চৈত্র] মামলার ১০৭-তম দিবসে মিঃ নর্টন তাঁর সওয়ালে ১৫ গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়িতে পাওয়া একটি কবিতার কপির উল্লেখ করেন: 'This poem—as counsel was told—was in praise of Aurobindo Ghosh, composed by Babu Robindra Nath Tagore, ...He did not mean that it was composed after the conspiracy.'

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের ফলে বহু নির্দোষ ব্যক্তি ও পরিবার পুলিশের উৎপীড়নের শিকার হয়। দমনমূলক আইনকানুন কঠিন করা হয়। 8 Jun [২৬ জ্যৈষ্ঠ] Explosive Substances and Indian Newspapers Act পাশ করা হল। 11 Dec [শুক্র ২৬ অগ্র] Indian Criminal Law Amendment Act পাশ করা হল এবং এই দিনই অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, পুলিন দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বাংলার ন'জন নেতাকে বিনা বিচারে বাংলার বাইরে বিভিন্ন জেলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কয়েদ করা হয়। *Bande Mataram* পত্রিকায় 'Traitor in the Camp' প্রবন্ধ মুদ্রণের [12 Sep] দায়ে 4 Nov [১৯ কার্তিক] প্রেসটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। 'সন্ধ্যা' যে প্রেসে ছাপা হত বিহারীলাল চক্রবর্তীর সেই ক্লাসিক প্রেসটি বাজেয়াপ্ত হয় 20 Jan 1909 [৭ মাঘ] তারিখে। মজঃফরপুরের ঘটনা নিয়ে টিলক 12 May ও 9 Jun কেশরী-তে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। রাজদ্রোহ প্রচারের দায়ে টিলককে ছ'বছরের কারাদণ্ড দিয়ে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে প্রেরণ করা হয়। গ্রন্থ-পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করা ও লেখককে কারাদণ্ড দেওয়াও আরম্ভ হল, জীবনকথা অংশে বর্ণিত হীরালাল সেনের 'হুঙ্কার'-সংক্রান্ত মামলায় আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। 5 Jan 1909 [মঙ্গল ২১ পৌষ] ঢাকার অনুশীলন সমিতি, বরিশালের স্বদেশী বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমাজ প্রভৃতি সাতটি সমিতিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

বিপ্লবীদের অনেকে কারারুদ্ধ হলেও যাঁরা বাইরে থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা চুপ করে থাকেননি। নরেন গোঁসাইকে হত্যার জন্য জেলের ভিতর রিভলভার পৌঁছে দেওয়া ছাড়াও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম তাঁরা অব্যাহত রেখেছিলেন। 7 Nov [শনি ২২ কার্তিক] জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী ওভারটুন হলের এক সভায় ছোটলাট ফ্রেজারকে গুলি করেন, অল্পের জন্য তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এর দুদিন পরে 9 Nov প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যার জন্য দায়ী ইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জিকে গুলি করে হত্যা করা হয়, কেউ ধরা পড়েননি। 10 Feb 1909 [বুধ ২৮ মাঘ] বোমার মামলায় পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাসকে প্রতিবন্ধী যুবক চারুচন্দ্র বসু পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেন; 19 Mar [৬ চৈত্র] তাঁর ফাঁসি হয়।* অনেকগুলি রাজনৈতিক ডাকাতিও সংঘটিত হয়েছিল।

1907-এ সুরাটে কংগ্রেসের এয়োবিংশ অধিবেশন পণ্ড হয়ে যাওয়ার পর 29-30 Dec 1908 মাদ্রাজে ড রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বেই যে অধিবেশন বসে তাকেও এয়োবিংশ কংগ্রেস নামেই অভিহিত করা হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে বলেন, ব্রিটিশ রাজত্ব 'cannot certainly be shaken by a

little picric acid and a few flasks of gunpowder.' অবশ্য তিনি একথাও বলেন, লর্ড কার্জনের কৃতকর্মের ফল লর্ড মিন্টোকে ভুগতে হচ্ছে—কিন্তু তিনি যতই দমনমূলক আইন চালু করবেন অসন্তোষ ততই বেড়ে যাবে। অধিবেশনে গৃহীত তৃতীয় প্রস্তাবে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে দশম ও একাদশ প্রস্তাবে যথাক্রমে বিভিন্ন নেতার নির্বাসন ও দমনমূলক আইন প্রবর্তনের সমালোচনা করা হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

নববর্ষের প্রথম দিনটিতে বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে থাকবেন, এই আকাঙ্ক্ষাতেই নানা অসুবিধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ গত বৎসরের শেষে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ১ বৈশাখ প্রাতঃকালে মন্দিরে তিনি উপাসনা অবশ্যই করেছিলেন, কিন্তু তার কোনো বিবরণ রক্ষিত হয়নি।

জলকষ্টের জন্য বৈশাখের প্রারম্ভেই বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মবকাশ ঘোষণা করে দিতে হবে একথা তিনি আগেই জানতেন। ১৬ বৈশাখ [বুধ 29 Apr] থেকে ১ আষাঢ় [সোম 15 Jun] পর্যন্ত দেড় মাস গরমের ছুটি দেওয়া হয়। জলকষ্টের ভাবনা তাঁর মনে ছিল। তাই সারা বৎসর ইঁদারার কথা নানা প্রসঙ্গেই এসেছে। ২৩ জ্যৈষ্ঠ [5 Jun] তিনি জগদানন্দ রায়কে লেখেন: 'ইঁদারা ত্রিশ হাত পর্য্যন্তই খতম করিয়া দিয়ো। তোমাদের ওখানে যখন এঞ্জিন আদি আসিবে তখন কারখানার কাজে জলের দরকার হইবে—সে সমস্ত সামলাইতে পারিবে ত?'[১২৬] কিন্তু বৎসরের শেষদিকেও দেখা যায়, ইঁদারার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। ১১ ফাল্গুন [23 Feb 1909] তিনি প্রাক্তন 'আশ্রমধারী' অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন: 'তোমার সন্ধানে ওখানে ইঁদারা খননে অভিজ্ঞ ভাল লোক আছে কি, গভীর ইঁদারা খুঁড়িতে হইবে—১০০০।১২০০ টাকা খরচ হইবে কিন্তু লোক পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে।'[১২৭] খরচের সমস্যাটিও বড়ো ছিল। ৬ চৈত্র [19 Mar] সত্যপ্রসাদের হিসাবখাতায় দেখা যায়, 'বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কূপ খনন জন্য রবিবাবুকে হাওলাত ৩০০৲'। ১০ চৈত্র [23 Mar] প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৩০০ টাকা পাওয়া যায়, তাই দিয়েই সত্যপ্রসাদের ঋণ শোধ করা হয়। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকে রামানন্দ এইভাবেই ৩০০ টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রবাসী-র জালে বেঁধে ফেলেন তিনি—'মাস্টারমশায়' গল্প ও 'গোরা' উপন্যাস লিখে দেন। এবারের টাকাটি সম্ভবত 'গোরা' উপন্যাসের যে অংশ প্রবাসী-কার্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তারই মূল্য, অনেক প্রবন্ধও রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী-তে দিয়েছিলেন। এছাড়াও সম্পাদককে প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি নিজে ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে প্রবাসী-র 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগের জন্য লেখা তৈরি করে দেবেন। রামানন্দ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পত্রিকা পরিচালনায় বিশ্বাসী—ছিলেন তিনি কেবল প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে থাকেননি, বৈশাখ ১৩১৬-তেই তিনি আরও ১০০ টাকা পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিদ্যালয়কে দান করেন, শিক্ষকদের দিয়ে লিখিয়ে তাঁদের রচনাশক্তির উন্নতির চেষ্টা করা ছাড়াও বিদ্যালয়ের আয়বৃদ্ধির কথাও তিনি ভেবেছিলেন। ৯ শ্রাবণ [24 Jul] এই বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখেছেন:

> অজিতকে বলিবেন, যদি ইংরেজি সোপান বইটা সে আর একবার সংশোধন করিয়া দেয়—যে যে অংশ বাড়ানো আবশ্যক তাহা পূরণ করে তবে ঐ বইটা চারুবাবুদের দ্বারা প্রকাশ করাইয়া বিদ্যালয়ের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি।

সংস্কৃত প্রবেশ বইখানিও হরিচরণ সংশোধন করিয়া দিলে পুনরায় ছাপাইয়া লইয়া চারবাবুদের দ্বারা বিদ্যালয় পাঠ্য করার চেষ্টা করিতে পারি। [১২৮]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশনায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস অবশ্য বই দুখানি পুনর্মুদ্রণ করেনি, ১৩১৬ বঙ্গাব্দে হিতবাদী লাইব্রেরি সেই দায়িত্ব পালন করে।

ইঁদারা ছাড়া আরও কিছু নির্মাণকার্য বিদ্যালয়ে চলছিল। ১৭ ভাদ্র [2 Sep] আশুতোষ রায়চৌধুরীকে 'বোলপুরের রোগিদিগের থাকার ঘর তৈয়ারীর বিলের বাকী' ৪৫০ টাকা শোধ করা হয়েছে। খাবার ঘর পাকা করার কথা ভাবা হয়েছিল, অর্থাভাবে স্থগিত রাখা হয়।

ক্ষিতিমোহন সেন বিদ্যালয়ে যোগ দেন গ্রীষ্মবকাশের পর আষাঢ় মাসে। তিনিই হলেন সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ও সর্বাধিক বেতনভোগী শিক্ষক। বেদ-উপনিষদ ও মধ্যযুগের সন্ত-সাহিত্যে পারঙ্গম ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা তিনি সহজে আকর্ষণ করে নেন। বিদ্যালয়ে বর্ষা-উৎসব, শারদোৎসব প্রভৃতি তাঁর প্রণোদনায় প্রবর্তিত হয়। শান্তিনিকেতন-ভাষণমালার সূত্রপাত তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে। এই-সব প্রসঙ্গ জীবনকথা অংশে আমরা আলোচনা করেছি।

কিন্তু হয়তো এই কারণেই ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল নিজেকে উপেক্ষিত মনে করেছেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একদা এইরূপ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, ভূপেন্দ্রনাথও ভাদ্রের প্রথমে কর্মত্যাগ করেন। তবে মনোরঞ্জনের মতো ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সুসম্পর্ক অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়নি, কিন্তু প্রাপ্ত পত্রগুলিতে সৌহার্দ্যের সুর বর্তমান।

বর্ষা-উৎসবের তারিখ জানা যায়নি, সম্ভবত শ্রাবণের শেষ সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে উৎসবটি নিষ্পন্ন হয়। পত্রে ও বিদ্যালয়ে এসে উৎসবের সাফল্যের কথা জেনে তিনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। শরৎবন্দনা-মূলক কয়েকটি গান দিয়ে আরম্ভ করে ৭ ভাদ্রের [রবি 23 Aug] মধ্যে 'শারদোৎসব' নাটিকাটি রচনা শেষ হয়। ৮ আশ্বিন [বৃহ 24 Sep] ছাত্র ও শিক্ষকেরা মিলে নাটিকাটি অভিনয় করেন। এর আগে 'বিসর্জন' কয়েকবার অভিনীত হয়েছিল। তাছাড়া ছাত্রেরা সন্ধ্যার বিনোদন-পর্বে 'হাস্যকৌতুক' 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর নকশাগুলি অভিনয় করত। কিন্তু বিদ্যালয়ে অভিনয়ের জন্যই নাটক রচনার সূচনা শারদোৎসব-এ। কয়েকমাস পরে এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ 'মুকুট' গল্পটিকে নাট্যীকৃত করেন [প্রকাশ: ১৬ পৌষ]। আমরা অনুমান করেছি, নাটিকাটি ৭ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] অভিনীত হয়ে থাকতে পারে। তবে নাটিকাটির নিশ্চিত অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় ৮ চৈত্র [রবি 21 Mar] অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখা পত্রে: 'ছোট ছেলেরা মুকুট অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে—ছুটির অনতিপূর্ব্বেই হইবে।'[১২৯] ১৫ বৈশাখ ১৩১৬ [বুধ 28 Apr] রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে লেখেন: 'বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়াছে।'[১৩০] হয়তো তার আগের দিনই গ্রীষ্মবকাশ আরম্ভ হয়, 'মুকুট' অভিনয় তারই সমসাময়িক [? ১২ বৈশাখ ১৩১৬ রবি 25 Apr 1909]। কিন্তু এই সময়ে মুকুট অভিনয়ের স্মৃতিবাহিত কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

শান্তিনিকেতনে ধীরে ধীরে নারী-সমাগম বাড়ছিল। শরৎকুমার চক্রবর্তী বিলেতে গেলে মাধুরীলতা শিশু ছাত্রদের পড়াবার দায়িত্ব নেন, 'বড়োমা' হেমলতা দেবীর কাছে এই শিশুরা মায়ের যত্নই লাভ করত। রবীন্দ্রনাথও শিশুদের তত্ত্বাবধান ও পড়াশোনার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকাকে মূল্যবান বলে মনে করতেন। দায়িত্বটিকে ইচ্ছাধীন না রেখে নিয়মানুগ করার বাসনায় তিনি অজিতকুমারের মা সুশীলা দেবীকে

শিশুবিভাগের ভার দেওয়ার কথা লিখেছেন ৪ শ্রাবণের [19 Jul] পত্রে।[১৩১] এই প্রসঙ্গটি মাঝেমাঝেই উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া নানা কারণে সম্ভব হয়নি।

যে-সব মেয়েরা ইতিমধ্যেই শান্তিনিকেতনে এসে পড়েছিলেন, তাঁদের জন্য শিথিল ধরনের শিক্ষার একটি ব্যবস্থা ছিল। আলোচ্য সময়ে আরো কিছু মেয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। বিভুচরণ গুহঠাকুরতার বালবিধবা ভগ্নী লাবণ্যলেখা রবীন্দ্রনাথের কন্যাস্থানীয় হয়ে কার্তিক মাসে শিলাইদহে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন ও পরে শান্তিনিকেতন-বাসিনী হন। পূজাবকাশে ঢাকা গিয়ে ক্ষিতিমোহন তাঁর কিশোরী শ্যালিকা হেমলতা [টুলু] এবং বন্ধু ডাঃ প্রসন্নকুমার সেনের দুই কন্যা হিরণ ও ইন্দুকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। জগদানন্দের কন্যা তরুবালা ও পারুল তখন শান্তিনিকেতনে। এঁদের নিয়ে একটি ছোটো বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠল। ৩১ চৈত্র [13 Apr] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন: 'বিদ্যালয়টি বেশ পূর্ণ হয়ে এসেছে। ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে এবং হু হু করে সেটি বেড়ে ওঠবার মতলব করচে। অনেক দিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয়ে এগইনি—ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই।'[১৩২] এই মেয়েরা বালকদের সঙ্গেই পড়তেন। এঁদের তত্ত্বাবধানের জন্য স্ত্রীলোক কর্ত্রী নিয়োগ করার প্রয়োজন হওয়াতে আষাঢ় ১৩১৬-তে পরলোকগত মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা দেবীকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু পূজাবকাশের পর সুশীলা দেবী এই কাজে ফিরে আসেননি। অনতিকাল পরে বালিকা বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দিতে হয়।

বিদ্যালয়ে এই সময়ে ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট। ৬ পৌষ [21 Dec] রবীন্দ্রনাথ জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখছেন: '৮৫ জন ছেলে হয়েছে—আর রাখবার জায়গা নেই।'[১৩৩] সুধীররঞ্জন দাস [1894-1977] ১৩১৩-র গ্রীষ্মবকাশে বাড়ি গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দু'বছর কলকাতাতেই ছিলেন, ১৩১৫-র পূজাবকাশের পর তিনি আবার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এসে তৃতীয় শ্রেণীতে [বর্তমান অষ্টম শ্রেণী] ভর্তি হন। সহপাঠী শমীন্দ্রনাথকে তিনি পাননি, সরোজচন্দ্র মজুমদার [ভোলা] ছাড়া তাঁর ক্লাসে সবই নতুন ছেলে দেখেছেন—সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, মনোরঞ্জন চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর বসু, বীরেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে [বর্তমান নবম শ্রেণী] পড়তেন গৌরগোপাল ঘোষ ও নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। আরও যাঁদের নাম তিনি করেছেন, তাঁরা হলেন—ত্রিগুণানন্দ রায় [পটল], জিতেন্দ্র [লব] ও ব্রজেন্দ্র [কুশ] ভট্টাচার্য, শ্যাম [?, বিধুশেখর শাস্ত্রীর আত্মীয়], হীরালাল [? বন্দ্যোপাধ্যায়], ক্ষিতিমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁরই শ্যালক প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত [পিলু, সেবক সেন[গুপ্ত], সুরকুমার সেন, সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্তের দৌহিত্র সুহৃদ ও প্রদ্যোতকুমার [হাবলু] সেনগুপ্ত, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, মথুরানাথ নন্দীর তিন পুত্র হিতেন্দ্র, হীরেন্দ্র ও নরেন্দ্র, তরুণকুমার রায়, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, গিরিজানাথ চক্রবর্তী,* মুকুলচন্দ্র দে, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, কিরণ [সিংহ], জ্যোতিষচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [ধীমু], তুহিনশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ ও শশধর সিংহ প্রভৃতি। সুধীরঞ্জন তাঁর স্মৃতিকথা 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে এই সহপাঠীদের অপূর্ব স্বভাবচিত্র অঙ্কন করেছেন [পৃ ৬৫-৭৬]। হাতে-লেখা পত্রিকা শান্তি-র বর্তমান বর্ষের কোনো সংখ্যা পাওয়া যায়নি, পেলে শিল্পী ও লেখক আরো-কিছু ছাত্রের উল্লেখ পাওয়া যেত।

সুধীরঞ্জন দাসের লেখায় শিক্ষকদের সম্পর্কেও কিছু খবর মেলে। পুরোনোদের মধ্যে জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নগেন্দ্রনাথ আইচ ছিলেন—নূতন যাঁদের পেলেন, তাঁরা হলেন ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ, শরৎকুমার রায়, চুনিলাল মুখখাপাধ্যায়, সত্যেশ্বর নাগ, তেজেশ্চন্দ্র সেন, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। অক্ষয়কুমার রায় ও বিনোদবিহারী রায় ছিলেন হাসপাতালের দায়িত্বে। সুধীরঞ্জন জানিয়েছেন, অফিসের দায়িত্ব নেন রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানে বীরেশ্বর নাগ।[১৩৩]

নেপালচন্দ্র রায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন আরও পরে 27 Jun 1910 [১৩ আষাঢ় ১৩১৭] তারিখে।[১৩৪] কিন্তু তাঁর আগমনের ভূমিকা রচিত হয় বর্তমান বৎসরে। বেঙ্গলী-তে 9 Mar 1909 [২৫ ফাল্গুন] একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়:

It having been brought to Sir John Hewett's notice that Babu Nepal Chandra Roy, Head Master of the Anglo-Bengali School, took part in a meeting which took place on 16th October last in Balughat, Allahabad, to celebrate the Partition day. His Honour asked the Director of Public Instruction to disaffiliate the school. The School authorities, to save the school, have decided to severe all connection with Babu Nepal Chandra Roy by accepting his resignation.

সরকারের বিরক্তিভাজন এইরূপ ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ে নিয়োগ করার ফলে রবীন্দ্রনাথও সরকারের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন।

২৮ ফাল্গুন [শুক্র 12 Mar 1909] কাশীতে মোটর-দুর্ঘটনায় মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে বিদ্যালয় একজন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীকে হারাল। তিনি বার্ষিক ১০০০ টাকা বিদ্যালয়কে সাহায্য করতেন, তাঁর উত্তরাধিকারী বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমলে সেই সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক অব্যাহত ছিল, ত্রিপুরা থেকে বহু ছাত্র শান্তিনিকেতনে পড়তে এসেছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্রজীবনী ২ [পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৮৩]। ২২৪

২ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা [পুনর্মুদ্রিত সং, ফাল্গুন ১৩৯৩]। ৩৩৬

৩ রবীন্দ্রবীক্ষা ১১ [শ্রাবণ ১৩৯১]।১৩, পত্র ৩

৪ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪১৬, পত্র ৫৮-৫৯

৫ ঐ, ১৮ কার্তিক ১৩৬২।১৩

৬ ঐ, শারদীয় ১৩৪৯।৪১৭, পত্র ৬২

৭ অমৃত, ১০ ফাল্গুন ১৩৮৫।১০, পত্র ৪

৭ক দেশ, শারদীয় ১৩৯৮। ২৪, পত্র ৬

৮ চিঠিপত্র ৭ [১৩৬৭]।১৩৭, পত্র ২

৯ ঐ ৭।১৩৮, পত্র ৩

১০ ঐ ৭।১৪০, পত্র ৪

১১ অমৃত, ১০ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৯, পত্র ৪

১২ চিঠিপত্র ৭।১৪০, পত্র ৪

১৩ দেশ, ২৫ কার্তিক ১৩৬২।৮৯, পত্র ৪

১৪ ঋতুপত্র, চৈত্র ১৩৬২; অপিচ, দেশ, শারদীয় ১৩৯৯।২১, পত্র ৪

১৫ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২।১-২

১৬ অমৃত, ১০ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৯-১০, পত্র ৪

১৭ তত্ত্ব, আষাঢ়। ৪৯

১৮ চিঠিপত্র ৭।১৩৮, পত্র ৩

১৯ দেশ, ১৮ কার্তিক ১৩৬২।১৪, পত্র ৩

২০ দ্র শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'স্বদেশী আন্দোলন: রবীন্দ্র-অরবিন্দ মতদ্বন্দ্ব': রাতের তারা দিনের রবি [১৩৯৫]। ৪১৭

২১ শচীন্দ্রনাথ অধিকারী: শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ [১৩৮০]। ৮০

২২ আশিষঃ সন্ত [1983]।১, পত্র ১

২২ক ঐ।২, পত্র ২

২৩ সজনীকান্ত দাস: রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য [সুবর্ণরেখা সং: ১৩৯৫]। ২৬

২৪ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৩৮

২৪ক মীরা দেবী-কৃপালনী-সংগ্রহ, র-মূল

২৫ দেশ, ২২ কার্তিক ১৩৯৩। ২৬, পত্র ৬

২৬ সুনীল দাস, 'রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন': দেশ, ১৫ কার্তিক ১৩৯৩। ৫১-৫২

২৭ দেশ, ২২ কার্তিক ১৩৯৩। ২৬, পত্র ৭

২৮ চিঠিপত্র ৭।১২, পত্র ৬

২৯ দ্র চিত্রা দেব, 'রবীন্দ্রনাথ ও ইণ্ডিয়ান প্রেস': অনালোচিত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ [১৩৯২]। ৬৭

৩০ রবি-রশ্মি ২ [১৩৮৮]। ৪৮৪

৩১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত চিন্তামণি ঘোষ ফাইল

৩২ অমৃত, ১০ ফাল্গুন ১৩৮৫।১০, পত্র ৫

৩৩ চিঠিপত্র ১৩ [১৩৯৮]। ৭১, পত্র ৫০

৩৪ পূর্বাশা, রবীন্দ্র-স্মৃতি ১৩৪৮।১১৪-১৫

৩৫ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪১৭, পত্র ৬৪

৩৬ চিঠিপত্র ৭।১৪১, পত্র ৫

৩৭ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪১৮, পত্র ৬৫

৩৮ শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। ৮১

৩৯ দ্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর: পিতৃস্মৃতি [১৩৭৮]। ২৪০-৪৪

৪০ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্র-স্মৃতি [১৩৬৪]। ৯২-৯৩

৪১ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭। ২৬, পত্র ২৫

৪২ চিঠিপত্র ৭।১৪২, পত্র ৬

৪৩ 'বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ': বি.ভা.প., বৈশাখ | ১৩৫০। ৬০১-০২

৪৪ ঐ। ৬০২

৪৫ সুনীল দাস, 'পত্র পরিচিতি': দেশ, ২২ কার্তিক ১৩৯৩। ২৯

৪৬ 'বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ': বি.ভা.প., বৈশাখ ৯ ১৩৫০। ৬০২

৪৭ ঐ। ৬০৩

৪৮ দ্র 'পত্র পরিচিতি': দেশ, ২২ কার্তিক ১৩৯৩। ২৯

৪৯ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪১৯, পত্র ৬৯

৫০ 'পত্র পরিচিতি': দেশ, ২২ কার্তিক ১৩৯৩। ২৯

৫১ রবিরশ্মি ২।১০৭

৫২ ঐ।১০৭-০৮

৫৩ রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৩৫, পাদটীকা ৩

৫৩ক *V.B.N.,* May-June 1986/295

৫৪ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৪।১৫

৫৫ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪১৮-১৯, পত্র ৬৯

৫৬ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: রবীন্দ্রনাথের কথা [১৩৫৩]। ৪৯-৫০

৫৭ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪১৮, পত্র ৬৭

৫৮ ঐ। ৪১৮, পত্র ৬৮

৫৯ চিঠিপত্র ১০। ৪০-৪১, পত্র ৩৮

৬০ ঐ।১০। ৪১, পত্র ৩৯

৬০ক দীনেশচন্দ্র সিংহ, 'বিশ্বকবি-বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ (আশুতোষ পর্ব)': দেশ, ২১ বৈশাখ ১৩৯৭।৪৪-৪৫

৬০খ চিঠিপত্র ১০ | ৩৬-৩৭, পত্র ৩৫

৬০গ দীনেশচন্দ্র সেন: আশুতোষ-স্মৃতিকথা [1936]। ৯০

৬১ দেশ, ২২ কার্তিক ১৩৯৩। ২৭, পত্র ৮

৬২ ঐ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪১৯, পত্র ৭১

৬৩ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩ | ৬

৬৪ দেশ, ২২ কার্তিক ১৩৯৩। ২৭, পত্র ৮

৬৫ ঐ, সাহিত্য ১৩৯৪।১৪, পত্র ৫

৬৬ চিঠিপত্র ১৩। ৭৪, পত্র ৫১

৬৭ বি.ভা.প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪। ২৭২

৬৮ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯।৪১৯, পত্র ৭২

৬৯ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩।৬

৭০ ঋতুপত্র, চৈত্র ১৩৬২

৭১ চিঠিপত্র ৭।১৭, পত্র ৮

৭২ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৫। ৬৮৩

৭৩ আশিষঃ সন্তু। ৪, পত্র ৪

৭৪ বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৬৩। ৭৫৫, পত্র ২

৭৫ অমৃত, ১০ ফাল্গুন ১৩৮৫।১০, পত্র ৬

৭৬ রবীন্দ্রনাথের কথা। ২৮

৭৭ চিন্মোহন সেহানবীশ: রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ [১৩৯২]। ২৭-২৮

৭৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১৩, পত্র ১৬

৭৯ *The Amrita Bazar Patrika*, 5 Dec 1908

৮০ রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ। ২৮

৮১ রবীন্দ্রনাথের কথা। ২৮

৮২ পত্রাবলী [1958]।১৮৯, পত্র ৭৬

৮৩ চিঠিপত্র ১৩। ৭৩, পত্র ৫১

৮৪ ঐ ১৩। ৭৬-৭৭, পত্র ৫২

৮৫ র-প্রতিলিপি

৮৬ ঐ

৮৭ ‘বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ’: বি.ভা.প., বৈশাখ ১৩৫০। ৬০৩-০৪

৮৮ রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৪৫

৮৯ দেশ, ২৫ কার্তিক ১৩৬৮।১১৩, পত্র ২৯৯

৯০ ঐ।১১৩-১৪, পত্র ৩০০

৯১ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১৩-১৪, পত্র ১৬

৯২ ঐ।১৪, পত্র ১৭

৯৩ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত: কান্তকবি রজনীকান্ত [২য় সং: ১৩৭৫]। ৬৫-৬৬

৯৪ দেশ, ২৫ কার্তিক ১৩৬২। ৯০

৯৫ ঐ। ৮৯

৯৬ 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৫। ৬৩

৯৬ক দেশ, ১৮ ফাল্গুন ১৩৯১।১৩, পত্র ৫৫

৯৬খ চিঠিপত্র ১২।২, পত্র ৩

৯৭ আশিষঃ সন্তু। ৬, পত্র ৬

৯৮ ঐ।৯, পত্র ৮

৯৯ অমৃত, ১০ ফাল্গুন ১৩৮৫।১০-১১, পত্র ৭

৯৯ক ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আমাদের মহারাজ': মানসী ও মর্ম্মবাণী, শ্রাবণ ১৩৩৩।৬০০-০১

১০০ রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৬৮

১০১ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪১৯, পত্র ৭৪

১০২ আশিষঃ সন্তু।১১-১২, পত্র ১০

১০৩ ঐ।১৩, পত্র ১১

১০৪ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩৭

১০৫ ঐ। ৩৩৭-৩৮

১০৫ক 'কবির স্মৃতি': মানসী, চৈত্র। ৮২-৮৩

১০৬ রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৭৪

১০৭ ড সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩ [১৩৭৬]। ২৭৭

১০৮ র-মূল

১০৯ 'ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা' [১৩৬৫]। ১২৭-রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ। ১৫০-এ উদ্ধৃত

১১০ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: ভারতে জাতীয় আন্দোলন [১৩৩১]। ২৫০

১১১ রবীন্দ্রজীবনী ২।৩১৪

১১২ পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়: ঠাকুরবাড়ীর গগনঠাকুর [১৩৮১]।১১০

১১৩ দ্র ঐ।১১১-১২

১১৩ক দ্র নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ডায়ারি 1916, রবীন্দ্রভবন।

১১৩খ দেশ, শারদীয় ১৩৯৮।২৫, পত্র ৮

১১৪ দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়ারি 1908, রবীন্দ্রভবন

১১৫ ঠাকুরবাড়ীর গগনঠাকুর। ৮৬-৮৭

১১৬ তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৬৩

১১৭ ঐ।১৭২

১১৮ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর: যাত্রী [১৩৮২]।৭

১১৯ দ্র কালীচরণ ঘোষ: জাগরণ ও বিস্ফোরণ ২ [১৩৮৫]। ২৯৪

১২০ দ্র হেমচন্দ্র কানুনগো: বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা [১৩৯১)। ১৬৮-৬৯

১২১ দ্র ঐ।১৫০; বারীন্দ্রকুমার ঘোষ: বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী [১৩৯০]। ৫৯-৬০

১২২ বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী। ৪৬

১২৩ দ্র মানিক মুখোপাধ্যায়-প্রভৃতি-সম্পাদিত: ক্ষুদিরাম [২য় সং, 1991]। ৪৯

১২৪ বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা। ২০০

১২৫ ঐ। ২১৪

১২৬ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫১

১২৭ মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮।১৬৯

১২৮ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯। ৪১৭-১৮, পত্র ৬৪

১২৯ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪ [শ্রাবণ ১৩৯১]। ১৪, পত্র ৫

১৩০ চিঠিপত্র ৭।১৯, পত্র ৯

১৩১ দ্র অমৃত, ১০ ফাল্গুন ১৩৮৫।১০, পত্র ৫

১৩২ চিঠিপত্র ১৩। ৭৯, পত্র ৫৪

১৩৩ সুধীরঞ্জন দাস: আমাদের শান্তিনিকেতন [১৩৬৬]। ৬৩

১৩৪ দ্র কালীপদ রায়: শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ [১৩৮৮]। ২৭

---

* প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ' [১৩৯২] গ্রন্থে [পৃ ২৪-২৫]; তিনি জানিয়েছেন, প্রবন্ধটি "১৩৭৩-এর শারদীয় 'কালান্তর' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত, পৃ ১১৬"।

* ২৭ ফাল্গুন ১৩১৪ [10 Mar 1908] রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'তোমার লেখাটি পাইয়াছি, সুপাঠ্য হইয়াছে। প্রবাসী সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিব।'—দেশ, শারদীয় ১৩৯৮। ২৩, পত্র ৪

* প্রবাসী ও বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০। ৫২৩-এ পাঠ; 'কারকারবার'; আমরা বঙ্গদর্শন ও গদ্যগ্রন্থাবলী-র পাঠ অনুসরণ করেছি।

* Thomas a Kernpis [1380-1471]. German ecclasiastic and writer, b. Kempen, Prussia; entered Augustinian monastery near Zwolla (1407); ordained (1413); chosen subprior of monastery (1425, 1447); Famed and reputed author of the religious classic *De Imitatione Christi (Imitation of Christ)—Webster's Biographical Dictionary* [1972]/1462

* 'অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যৈব সুপ্রসন্নে কনীনিকে' ইত্যাদি: তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।৪।১ দ্র ড পম্পা মজুমদার: রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস। ৪৬৩; পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ 'মন্ত্রোচ্চারণ' লিখে রেখেছিলেন, পরে সম্ভবত ক্ষিতিমোহন বা বিধুশেখরের সাহায্যে উক্ত শরৎ-প্রশস্তিটি সংগ্রহ করেন। ভ মজুমদার জানিয়েছেন, আরুণ্যক ও ব্রাহ্মণ অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল না।

* পত্রে আছে ৩১ ভাদ্র [16 Sep], কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্রে 15 Sep পোস্টমার্ক দেখা যায়।

* কালীমোহন ঘোষকে লেখা চিঠিটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে দ্র দেশ, শারদীয় ১৩৯৯। ২৪, পত্র ৬—কিন্তু সেখানে চিঠিটির তারিখ: '২৮শে কার্ত্তিক ১৩১৫'; এতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আজ বোলপুরে চলিলাম।'

* ECHOES FROM EAST/AND WEST/TO WHICH ARE ADDED/STRAY NOTES OF MINE OWN BY/ROBY DATTA...Cambridge: Galloway and Porter/1909

* 'সেবার নরেন গোঁসাইকে কানাই-সত্যেন হত্যা না করলে গগনের [ঠাকুর] হাতে হাতকড়া পড়া মোটেই আশ্চর্যের বিষয় হত না।'—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়: গগনেন্দ্রনাথ [১৩৮০]। ৭৫-৭৮

* আশুতোষ বিশ্বাস এক সময়ে কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেইজন্য তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য ৫ ফাল্গুন [17 Feb] দ্বারভাঙ্গার মহারাজার সভাপতিত্বে টাউন হলে একটি সভা হয় ও 'আশুতোষ বিশ্বাস মেমোরিয়াল ফাণ্ড' খোলা হয়।

* 'যতদূর মনে পড়ে ১৩১৫ বাংলার ২৬শে ফাল্গুন ত্রিপুরা হইতে শান্তিনিকেতনে যাই।'—গিরিজানাথ চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্য ও আশ্রমস্মৃতি': রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৯৫

উ ন প ঞ্চা শ   অ ধ্যা য়

১৩১৬ [1909-10] ১৮৩১ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের উনপঞ্চাশ বৎসর

গত বৎসরের শেষ দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন: 'কাল এখানে নববর্ষের উৎসব। প্রার্থনা করি যে নববর্ষ কেবল পঞ্জিকার প্রথম পাতে দেখা না দিয়ে যেন জীবনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। আর কোনো সার্থকতা চাইনে। নূতন জীবন চাই। পুরাতনের যত ভয় লজ্জা দুঃখের জের যেন আর না টেনে আনতে হয়—একেবারে সব সাফ করে দিয়ে বড় রাস্তায় যেন বেরিয়ে পড়তে পারি। আর সমস্তেরই মৃত্যু আছে কেবল আবর্জনারই কি মৃত্যু নেই না কি?'[১] একই দিনে জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'ঈশ্বর করুন এই বর্ষে যেন নূতন জীবনে জন্মলাভ করি—পুরাতন জীবনের সমস্ত জীর্ণতা দূর হয়ে যাক্। পৃথিবীতে এতদিন যা কিছুকে নিজের বলে অহঙ্কার করেছি সমস্তই রিক্ত করে দিয়ে তাঁকে দিয়েই তিনি আমাকে পূর্ণ করে দিন্।'[২]

নববর্ষের (বুধ 14 Apr 1909] প্রাতে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করে যা বলেছিলেন, তার প্রতিবেদন রক্ষিত হয়নি। অষ্টম ভাগ শান্তিনিকেতন-এর পাদটীকায় মুদ্রিত হয়: 'নববর্ষদিনে যাহা বলা হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ ঘটে নাই।' অনুমান করা যায়, তিনি হয়তো উক্ত পত্রদ্বয়ের বক্তব্যের অনুসরণ করেই কিছু বলেছিলেন। সাংসারিক ও দেশীয় সমস্ত সংকীর্ণ স্বার্থকে অতিক্রম করে বিশ্বজীবনের বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনকে এই সময়ে অধিকার করে থেকেছে।

২ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ কোনো ভাষণ দেননি,—কিন্তু ৩, ৪, ৬ ও ৭ বৈশাখ যথাক্রমে 'অনন্তের ইচ্ছা', 'পাওয়া ও না-পাওয়া', 'হওয়া' এবং 'মুক্তি' ও 'মুক্তির পথ' শীর্ষক ভাষণগুলি দেন। 'মুক্তি' ও 'মুক্তির পথ' ভাষণ-দুটি একই দিনে অর্থাৎ ৭ বৈশাখে [মঙ্গল 20 Apr] দেওয়া। ক্যাশবহিতে 'শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয়ের ৭ বৈশাখ হাওড়া হইতে আসার গাড়িভাড়া'র হিসাব থেকে জানা যায়, তিনি এইদিনই কলকাতায় চলে আসেন। এর ফলে ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ [মঙ্গল 1 Dec 1908] থেকে যে ধারাবাহিক ভাষণমালার সূত্রপাত হয়েছিল, তার অবসান ঘটল। এই ভাষণগুলি 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের আটটি ভাগে সংকলিত হয়। এর পরেও উক্ত গ্রন্থের আরও ন'টি ভাগ প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাদের অন্তর্গত ভাষণগুলি বিভিন্ন উপলক্ষে দেওয়া, তাদের প্রকৃতি ভিন্নতর।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী শান্তিনিকেতন পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাগ প্রকাশিত হয় 15 Apr [বৃহ ২ বৈশাখ]। ৮৯ ও ৯৮ পৃষ্ঠার দুটি গ্রন্থে যথাক্রমে আটটি ও চৌদ্দটি ভাষণ অন্তর্ভুক্ত হয়।

বৈশাখ ১৩১৬-তে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচিটি বেশ বড়ো:

ভারতী, বৈশাখ ১৩১৬ [৩৩।১]:

৯-১১ 'নিষ্ঠা' দ্র শান্তিনিকেতন ১৪। ৩৫৭-৫৮

১৭ ফাল্গুন ১৩১৫ তারিখে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে ভাষণটি প্রদত্ত হয়। শান্তিনিকেতন ষষ্ঠ ভাগে এটি 'নিষ্ঠা' ও 'নিষ্ঠার কাজ' শিরোনামে দুটি প্রবন্ধের আকারে মুদ্রিত হয়েছে।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৬ [৯।১]:

১-১০'গোরা' ৪৫-৪৭ দ্র গোরা ৬। ৩৮৮-৪০৩ [৪৫-৪৭]

দেবালয়, বৈশাখ ১৩১৬ [১।১]:

১ 'নববর্ষ-মঙ্গল' ['শক্তির সংঘাত মাঝে বিশ্বে যিনি শান্ত স্থির']

'সেবাব্রত' শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে নিজবাড়িতে 'ধর্ম্মানুশীলন এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশহিতৈষনা ও দানধর্ম্ম চর্চ্চা'র জন্য দেবালয় নামে যে সমিতি রেজেস্ট্রি করেন [3 Jun 1908], তারই মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি বর্তমান মাস থেকে সহকারী-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ২১ বৈশাখ ১৩১৫ [4 May 1908] এখানে উপাসনা করেছিলেন। সম্ভবত সেই যোগাযোগের সূত্রেই কবিতাটি পত্রিকা-সম্পাদক সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ৮ ছত্রের কবিতাটির খসড়া রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত Ms. 351 পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়, প্রথম ছত্রের পাঠ: 'শক্তির চাঞ্চল্য মাঝে বিশ্বে যিনি শান্ত যিনি স্থির'। এই পাণ্ডুলিপিতেই অরবিন্দের উদ্দেশে রচিত 'নমস্কার' ['অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'] কবিতাটি লিখিত হয়েছিল।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, বৈশাখ ১৩১৬ [৮।৮]:

১৭৪-৭৫ ইমন-ঝাঁপতাল। বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ? দ্র স্বর ৯

১৭৫-৭৬ বাউলের সুর-খেমটা। ওর মানের এ বাঁধ টুট্‌বে দ্র ঐ ৯

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের এই গান দুটির স্বরলিপি করেন আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মীরা দেবীর দীর্ঘকালীন অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পাহাড়ী কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা গত বৎসরের গোড়া থেকেই ভাবছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। এবারে তিনি কলকাতায় এলেন সম্ভবত তারই আয়োজনের জন্য। তিনি বেশি দিন কলকাতায় থাকেননি। ক্যাশবহিতে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের ৭ না° ১১ বৈশাখ ৫ দিনের খোরাকী'র হিসাব পাওয়া যায়। উক্ত ১১ বৈশাখেই [শনি 24 Apr]* তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন:

রথীর পরীক্ষা নিশ্চয় এতদিনে হয়ে গেছে তাকে য়ুরোপে যাবার পাথেয় গতকল্য পাঠিয়েছি। সে এবার ফ্রান্স ও জর্ম্মনিতে তার শিক্ষা সমাধা করে আসুক। বোধ হয় এই বৎসরের শেষ ভাগে সে সশরীরে ফিরে আসবে।...

আপনাকে চিঠি লিখচি কিন্তু তিনদিকে তিন জন লোক বসে। ওদিকে আজই লুপ মেলে বোলপুর যাত্রা করবো তার সময় আসন্ন। আজকাল ভাবের ক্ষেত্র থেকে কাজের ক্ষেত্রে নেবে অবধি সময়ের অত্যন্ত টানাটানি—এ পর্য্যন্ত আপনাকে সুস্থভাবে এক লাইন লেখবার সময় পাই নি। আজ এখনি না লিখলে আর অবকাশ হবে না বলে কোনোমতে লিখে দিচ্চি।[৩]

শান্তিনিকেতনে কিছু বালিকার সমাগম হওয়ায় তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার তাগিদে গত বৎসরের শেষদিকে 'একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে' উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেকথা মনোরঞ্জনবাবুকে ৩১ চৈত্রের পত্রে জানিয়েছিলেন। তিনি নিজের মেয়েকে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানান: 'আমাদের মেয়ে ইস্কুলের বেতন ও নিয়মাদি বালক বিদ্যালয়েরই সমান। যদি ইতিমধ্যে এখানে একবার আসেন তবে সমস্ত স্বচক্ষে দেখেশুনে তার পরে যথাবিহিত স্থির করবেন।' ইন্দুমতী নাম্নী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি কুমারী কন্যাকে শিশুবিভাগের কর্ত্রীপদে নিয়োগ করা সম্বন্ধে কাদম্বিনী দত্ত প্রস্তাব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও নিমরাজি ছিলেন। কিন্তু নৌকাডুবি ও পরে গোরা উপন্যাসে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যে কটাক্ষপাত করেন, তার জন্য উক্ত সমাজের অনেকেই তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। হয়তো এঁরা ইন্দুমতীর ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা করেছিলেন —'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চিত্ত আমার প্রতি অনুকূল নহে। ...তুমি এ বিষয়ে আর কোনোরূপ চেষ্টা করিয়ো না' এরূপ মন্তব্য করে রবীন্দ্রনাথ ১৫ বৈশাখ [বুধ 28 Apr] শান্তিনিকেতন থেকে কাদম্বিনী দেবীকে বালিকা-বিদ্যালয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে লেখেন: 'এখন ৬টি মেয়ে পড়ে—ছুটির পরে আষাঢ় মাসে আরো কয়টি আসিবে কথা আছে। মোহিত বাবুর স্ত্রী এবং আর দুই একটি বয়স্কা মহিলা এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবেন।' নিজের সম্পর্কে লেখেন: 'আমার শরীর বিশেষ সুস্থ নহে। বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়াছে। স্থির ছিল আমার কন্যাকে লইয়া পশ্চিমে যাইব। ইতিমধ্যে সে জ্বরে পড়িয়াছে—সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলে আমি যাত্রা করিতে পারিবনা।'[৪]

মীরা দেবী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হলেও রবীন্দ্রনাথ নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটি তারিখহীন চিঠিতে তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন: 'মীরা সেরেছে কিন্তু আমি সেই আমার মুখের বাঁ দিকের neuralgiaতে বড় কাবু হয়ে পড়েছি। এবার কিছু বেশি বাড়াবাড়ি। মীরাকে নিয়ে কালকায় যাওয়াই স্থির। বোধ হয় আস্‌চে সোম মঙ্গলবারেই যাত্রা করতে পারি। কিন্তু আমার শরীরটাকে নিয়ে সন্দেহ আছে।'[৫] ১৯ বৈশাখ [রবি 2 May] রিপন কলেজের অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'রামপুরহাটের প্রসিদ্ধ স্বদেশী প্রচারক ও গায়ক পণ্ডিত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন: জিতেন্দ্রলাল লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ 'কয়েকদিন কানের ব্যথায় ভুগিতেছিলেন, সে দিন অর্শে বড় কাতর।' সেইদিন দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়, জিতেন্দ্রলাল তার বিবরণ 'শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে [দ্র সুপ্রভাত, শ্রাবণ। ৩৩-৩৯, ভাদ্র। ৫৫-৬২; অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রবীন্দ্রবিতান। ১২১-৪০] লিপিবদ্ধ করেন।

বায়ু-পরিবর্তনে যাওয়ার আগে কিছু জরুরি কাজ সারার দরকার ছিল। উক্ত তারিখ-হীন পত্রে তিনি অজিতকুমারকে লিখেছেন:

> ইংরেজি সোপান প্রভৃতি বাবদ ১০০ টাকা কাল পেয়েছি অথচ তার লেখা প্রস্তুত না থাকায় লজ্জা বোধ করচি। দ্বিতীয় ভাগ এবং তার Readerটা হিতবাদী আপিস হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র ৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে রেজেষ্ট্রি করে কাপিটা যদি পাঠাও ত ভাল হয়। আমার Readerটা ধীরে চল্‌চে।
>
> তৃতীয়ভাগের কাপি তোমাকে পাঠাই। এটা বড় meagre হয়েছে। আরো কিছু উদাহরণাদি দিয়ে ভর্ত্তি করে ঐ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ো।[৫]

ইংরাজি-সোপান প্রথমে রবীন্দ্রনাথের নিজব্যয়ে ও পরে কেদারনাথ দাশগুপ্তের উদ্যোগে মুদ্রিত হয়েছিল। বর্তমানে সেই দায়িত্ব নেন হিতবাদী লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ। হিতবাদী লাইব্রেরি রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত, ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা, ইংরাজি পাঠ, ছুটীর পড়া এবং সংস্কৃত প্রবেশ তিন ভাগ প্রকাশ ও পূর্বপ্রকাশিত 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' পুস্তিকার বিক্রয়স্বত্ব গ্রহণ করে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক শরৎকুমার রায়ের 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' গ্রন্থও এই লাইব্রেরির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। বসুমতীর মতো হিতবাদীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধও ভবিষ্যতে তিক্ত হয়ে পড়ে। সে-প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত প্রবাসী-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লেখেন: 'রামানন্দবাবু বিদ্যালয়ে ১০০ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন অতএব আমরা ঋণে আবদ্ধ। তুমি সেই যে দুই একটা কাগজ নিয়ে গেছ তার থেকে কিছু করে দিয়ো। আজ দুই একটা কি এসেছে এখনো মোড়ক খুলি নি—যদি কিছু থাকে তোমাকে পাঠাব।'[৫] রামানন্দ *The Modern Review* পত্রিকার বিনিময়ে ও অর্থমূল্যে বহু বিদেশী পত্রিকা সংগ্রহ করতেন। 'Notes' ও 'বিবিধ প্রসঙ্গ' লেখার জন্য তিনি নিজে ও তাঁর সহযোগিবৃন্দ পত্রিকাগুলি ব্যবহার করতেন—কিছু পত্রিকা তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিতেন প্রবাসী-র 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগের জন্য, পত্রিকাগুলিতে মুদ্রিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার ও তৎসম্পর্কিত মন্তব্য লিখতেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং কখনও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। উল্লিখিত চিঠিতে উক্ত বিভাগে লেখার কথাই বলা হয়েছে। ১৯ বৈশাখ [রবি 2 May] রবীন্দ্রনাথ আর-একজন শিক্ষক হিমাংশুপ্রকাশ রায়কেও এই প্রসঙ্গে লেখেন: 'প্রবাসীর জন্য সেই সংকলনগুলির প্রতি মন দিবেন। প্রবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতি দ্বারা বদ্ধ ছিলাম, সম্প্রতি তিনি বিদ্যালয়কে ১০০ টাকা দান করাতে ঋণেও আবদ্ধ আছি—এই জন্য উদ্বিগ্ন আছি।'[৬]

এই চিঠিতে শান্তিনিকেতন থেকে তিনি লিখেছেন: 'মীরা সারিয়া উঠিতেই আমি পড়িয়াছিলাম। আজ ভাল আছি—পর্শু অথবা তার পরদিন পালাইবার চেষ্টা করিব।' কিন্তু রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: "কলিকাতা হইতে ২০ বৈশাখ যাত্রা করিয়া অবশেষে ২৬শে 'অনেক কষ্টে কাল্‌কায় পৌঁছাইলেন।"[৭] মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ২১।২২ বৈশাখ যাত্রা শুরু করেছিলেন।

কিন্তু তিনি মধ্যে যাত্রাবিরতি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'কিছুকাল হইতে যে নিউর‍্যালজিয়ার বেদনায় তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহা উগ্র হইয়া উঠিলে এলাহাবাদ স্টেশনে নামিয়া তাঁহার বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিল্লীতেও বোধ হয় এইজন্য সুবোধ মজুমদারের আত্মীয় চাঁদনীচকের বিখ্যাত ঔষধবিক্রেতা হেমচন্দ্র সেনের বাড়িতে বিশ্রাম করিয়া লইতে হয়।'[৭] 'বুধবার' [? ৫ জ্যৈষ্ঠ: 19 May] তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'ইতিমধ্যে এলাহাবাদে একদিন নেমেই একেবারে সভার কবলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলুম।'[৮] ২৬ বৈশাখ তাঁকেই লিখেছিলেন: 'দিল্লিতে নিশিকান্তের [সেন] সঙ্গে আলাপ করে বেশ আনন্দ পেয়েছি। নেপাল [চন্দ্র রায়] বাবুর সঙ্গে পরিচয়েও তৃপ্তি লাভ করেছি।'[৯]

নেপালচন্দ্রের পুত্র কালীপদ রায় এই সময়ে এলাহাবাদের অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের ছাত্র—নেপালচন্দ্র পূর্বে যার প্রধানশিক্ষক ছিলেন—তিনি উক্ত সভার প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"গাছের তলায় শিক্ষককে ঘিরে ছেলেরা কম্বলাসনে বসে পড়া আরম্ভ করল, কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত ছেলেরা সব গাছের আগডালে উঠে বসে আছে।"—কথাটি আমি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছিলাম শান্তিনিকেতনে আসবার এক বছর আগেই, সেই আমার রবীন্দ্রনাথকে প্রথম

দেখা। সেদিন এলাহাবাদের অ্যাংলো-বেঙলি স্কুলে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি প্রবাসী বাঙালি ছাত্রদের বাংলা শিক্ষাকে সরস করে তোলবার চেষ্টাকে উৎসাহিত করেছিলেন, যাতে তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবন জীবন্ত এবং আনন্দময় হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে বোলপুরের উন্মুক্ত মাঠের বিদ্যালয়টির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বলেছিলেন।...

...সেদিন রবীন্দ্রনাথ সভায় 'বন্দী বীর' ও 'সোনার তরী' আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। ছাত্রদের অনুরোধে তাঁর নিজের সুরে 'বন্দেমাতরম্' গানটিও গেয়েছিলেন। তখনকার দিনে মাইকের প্রচলন ছিল না, কিন্তু কবির গলা যেমন ছিল শ্রুতিমধুর তেমনি ছিল জোরালো। বন্দেমাতরম্ গান গেয়ে সেদিন তিনি সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন।[৯ক]

২৬ বৈশাখ [রবি 9 May] রবীন্দ্রনাথ কালকায় পৌঁছন, "সেখানে মীরার ভাসুর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ['...নববিধান সমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের এক কন্যা অরুণা আসফ আলি'] কেল্‌নার কোম্পানির বড় চাকুরে।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ এইদিন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন: 'আমার শরীর বিশেষ একটু অসুস্থ হওয়ায় এই গ্রীষ্মের দিনে দূর পথ অতিবাহন করিয়া আজ কালকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। যদি ভাল থাকি তবে কিছু দিন এখানে যাপন করিব।'[১০] একই দিনে তিনি অজিতকুমারকে লিখেছেন:

আজ ২৬শে বৈশাখ কালকায় পৌঁছিয়াই তোমার উপহারটি পেয়ে বড় আনন্দিত হলুম। এই রকম পথ্যই আমার প্রয়োজন।

সংগ্রহ এবং সংবিভাগ ভালই হয়েছে কেবল আরো ১২টি সংগ্রহ যোগ করে দিয়ে ১০০ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। আমার ইচ্ছা ছিল বৎসরের দিনসংখ্যা অনুসারে ৩৬৫টি জিনিষ যোগাড় করা হয়। যখন ১০০ পূর্ণ হল না তখন সে আশা ত্যাগ করা গেল। কিন্তু নিশ্চয়ই আর বারোটি যোগ করা কঠিন হবে না।[৯]

রবীন্দ্রজীবনী-কার এই নির্দেশকে 'চয়নিকা'-সম্পর্কিত বলে ভুল করেছেন,[১১] বস্তুত এখানে 'ভক্তবাণী' নামক সংকলনের কথা বলা হয়েছে। 'বুধবার' [৫ জ্যৈষ্ঠ] তিনি এই বিষয়েই লিখেছেন: 'ভক্তবাক্য যেগুলি সংগ্রহ করেছ তা বড়ই অল্প, পড়ে তৃপ্তি হচ্চে না। ১০০টি হলেও যথেষ্ট হবে না। ৩৬৫টিই করে তুলতে হবে। কেবল যে পুষ্টিকর খাদ্যই আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তা নয়, পেটের গহ্বরটাকে উপযুক্ত পরিমাণে ভর্তি করাও চাই নইলে খাদ্যের সংস্পর্শ লাভের উত্তেজনার অভাবে পাকস্থলী থেকে-যথেষ্ট রসক্ষরণ হয় না।'

অজিতকুমারের ভ্রাতা সুজিতকুমার এই সময়ে দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি ৩১ বৈশাখ [শুক্র 14 May] রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানান, অজিতকুমার সেখানে গিয়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন; তিনি আরও লেখেন: 'আমি, উপেন [ভট্টাচার্য] ও অরবিন্দ [মোহন বসু] তিনজনেই first divisionএ পাশ করেছি। ...যদি B.Sc. পড়তেই হয় একবৎসর পরে পড়ব। এই এক বৎসর আমার বোলপুরে থাকতে ভারি ইচ্ছা করছে।'[১২] ৩ জ্যৈষ্ঠ [সোম 17 May] যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পত্রটি অজিতকুমারকে পাঠিয়ে দেন; লেখেন: 'আমরা পর্শু রওনা হচ্চি। মীরা এবং তার শাশুড়ি যাচ্চে। মীরা সম্ভবত কলকাতায় তার শাশুড়ির সঙ্গেই থাকবে, সেখানে তার পড়াশুনার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'[১৩] কিন্তু দু'দিন পরেই লিখলেন: 'মীরাকে অবশেষে বোলপুরে পড়ানোই স্থির হয়েছে। নগেন্দ্রের দেশে ফিরতে এখনো দুই বছর বাকি আছে সেই অবকাশে যাতে ওর শিক্ষা বেশ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে সে চেষ্টা আমাকেই করতে হবে।'[৮]

কাল্‌কায় অস্বাস্থ্য ও অসুবিধা সত্ত্বেও গোরা উপন্যাসের কিয়দংশ লেখা হয়। উক্ত পত্রে লিখেছেন:

আমি যদি গোরা অন্তত আরো ৪।৫ মাসের মতো লিখে রাখতে পারতুম তাহলে নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু রাস্তার গোলমালে এবং শরীরের অস্বাস্থ্যে ও নানা অসুবিধায় এখানে এসে কেবল এক মাসের লেখা লিখেছি অথাৎ শ্রাবণের কাপি তৈরি হয়েছে। আজ ভাদ্র মাসে হাত দিয়েছি, কিন্তু আজই রাত্রের গাড়িতে আমাকে রওনা হতে হবে। যাতে কলকাতায় থেকেও ভাদ্র আশ্বিনের লেখা এগিয়ে রাখতে পারি তার চেষ্টা করব।

গোরা আমার নানা কাজের অন্তরায় হয়ে কর্তব্যের পথ অনেকখানি জুড়ে পড়ে আছে অথচ নিজেও এগতে চাচ্চে না। এখন গল্পের খরস্রোতের মধ্যে পড়া গেছে।[৮]

৫ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 19 May] রাত্রের গাড়িতে কাল্‌কা ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন ৭ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 21 May]—'৭ জ্যৈষ্ঠ হাওড়ার ষ্টেসন হইতে বাবু মহাশয়ের বাটী আগমন করায় গাড়ীভাড়া' হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারণ করা যায়। 'রবিবার' [৯ জ্যৈষ্ঠ] তিনি অজিতকুমারকে লিখেছেন: 'আমি বোধ হয় ছুটি পর্যন্ত কলকাতায় থাকব। যদি অসহ্য হয় ত' বোলপুরে পালাব।' তিনি ২৫ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 8 Jun] শান্তিনিকেতন প্রত্যাবর্তন করেন।

কলকাতায় এসেও তিনি অস্বাস্থ্যে পীড়িত হয়েছেন; উক্ত পত্রে লেখেন: 'কলিকাতায় এসে এখন ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছি। আমার ব্যামোটা বিশেষ কিছুই নয়, অর্থাৎ তার নাম দেওয়া শক্ত। শরীর ভেঙ্গে পড়া ছাড়া তাকে আর কিছু বলা চলে না।' তবে অন্যান্য বারের তুলনায় কিছু কম হলেও বিভিন্ন স্থানে তাঁর যাতায়াতও চলছিল। ৮ জ্যৈষ্ঠ বালিগঞ্জ, ৯ ও ১২ জ্যৈষ্ঠ ভবানীপুর, ১৩ জ্যৈষ্ঠ রসা রোড, ১৫ জ্যৈষ্ঠ 'হিতবাদি আপিস' ও 'বৈকালে বালিগঞ্জ', ১৮ জ্যৈষ্ঠ 'বাবু মহাশয়ের বালীগঞ্জ নিমন্ত্রণে যাতায়াত' প্রভৃতি হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। ১৬ জ্যৈষ্ঠ [রবি 30 May] অণিমানন্দ [রেবাচাঁদ]-প্রতিষ্ঠিত Boy's Own Home বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন; তথ্যটি পাওয়া যায় তাঁকে লেখা অণিমানন্দের একটি চিঠি থেকে: '১৯০৯ সনের ৩১শে মে তারিখে যখন আমি আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলাম,—আগের দিন 'হোম'-এ পুরস্কার বিতরণী সভায় আপনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে আমাদের অনুগৃহীত করায় আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে—সে সময়ও আমাকে ঐ একই অনুরোধ জানানো হয়েছিল।'[১৪] [পত্রটি নিশ্চয়ই ইংরেজিতে লেখা, রচয়িতা-দ্বয় অনুবাদ করে দিয়েছেন।] রবীন্দ্রনাথ রেবাচাঁদকে পুনরায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কর্মভার গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, পত্রটিতে সেই কথাই উল্লিখিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী সংজ্ঞা দেবীকে ইংরেজি পড়ানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ রেবাচাঁদকে কিছুদিনের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন, সেই তথ্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

'ইংরাজি-সোপান' প্রকাশের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন ছিলেন। উক্ত 'রবিবার' [৯ জ্যৈষ্ঠ: 23 May]-এর পত্রে তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'ইংরাজি সোপান যতটা হয়েছে আমাকে যদি পাঠাতে পার তাহলে ছাপাখানাকে সমস্ত ডিরেকশন দিয়ে ছাপবার, ছবি করবার ও প্রুফ দেখবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাই। নইলে এর পরে বড় অসুবিধা হবে।'[১৫] 'সোমবার' [১৭ জ্যৈষ্ঠ: 31 May] পুনশ্চ লিখেছেন: 'আমি বোধহয় খুব শীঘ্রই বোলপুরে যাচ্চি—আমার সেই ইংরাজি সোপানের অংশটি যতটুকু হয়েছে, ততটুকুই যদি পাঠিয়ে দাও তাহলে আমি তার ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে পারি। বোলপুরে আমি চলে গেলে ভারি অসুবিধা হবে। একটু শীঘ্র পাঠিয়ো।'[১৬] ১৫ জ্যৈষ্ঠ তিনি হিতবাদীর অফিসে গিয়েছিলেন, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। শ্রাবণ-ভাদ্রে 'ইংরাজি-সোপান'-এর দুটি ভাগ প্রকাশিত হয়।

অজিতকুমারকে দিয়েও তিনি লেখাচ্ছিলেন। 'রবিবার' লিখেছেন: 'প্রবাসীর জন্যে লেখাগুলি পেলুম—যথাস্থানে পাঠিয়ে দেব—বেশ ভালই হয়েছে। একটু আধটু মাজাঘষা করেছি।..রবিনসন ক্রুসো যদি হয়ে থাকে তার কপিও আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো।'[১৫] প্রবাসী-র 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগে অজিতকুমারের লেখাগুলি 'অ' আদ্যক্ষর-যুক্ত হয়ে মুদ্রিত হত, রবীন্দ্রনাথের 'মাজাঘষা'র চিহ্ন তাঁর ও অন্যান্য শিক্ষকদের রচনায় আছে।

কিন্তু অজিতকুমার সম্ভবত রবিনসন ক্রুসো-র অনুবাদ শেষ করেননি। নিজের লেখা এগোচ্ছে না বলে রবীন্দ্রনাথ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন 'সোমবার' [১৭ জ্যৈষ্ঠ: 31 May]-এর পত্রে: 'আমার একরকম চলচে। এখানে লিখতে সময় পাচ্চিনে বলে ভারি বিরক্ত বোধ হচ্চে।'[১৬]

জ্যৈষ্ঠ মাসে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ [৩৩।২]:

৮৯-৯৩ 'পাওয়া ও হওয়া' দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৪৩৮-৪৪

শান্তিনিকেতন-মন্দিরে ৪ বৈশাখে কথিত 'পাওয়া ও না-পাওয়া' এবং ৬ বৈশাখে প্রদত্ত 'হওয়া' ভাষণ-দুটি একত্রিত করে ভারতী-র প্রবন্ধটি গঠিত হয়েছে।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ [৯।২]:

৭৩-৮১'গোরা' ৪৭-৫১ দ্র গোরা ৬।৪০৩-১৭ [৪৮-৫২]

৮১-৮৩ 'বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি' দ্র গীত ১।১৮০; স্বর ৯

৮৪-৮৫ 'তিমির দুয়ার খোলো' দ্র গীত ১।১৮৪; স্বর ৩৬

দুটি গানই দিনেন্দ্রনাথ [পত্রিকায় বানান 'দীনেন্দ্রনাথ']-কৃত স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হয়। গোরা-র বর্তমান কিস্তিতে ৪৭ পরিচ্ছেদ-সংখ্যাটি ভ্রমক্রমে [বস্তুত বৈশাখ সংখ্যাতেই ৪৭-সংখ্যক পরিচ্ছেদটি মুদ্রিত হয়] ব্যবহার করার ফলে গ্রন্থের পরিচ্ছেদ-সংখ্যার সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই ভুল অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় সংশোধিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ [৮।৯]:

১৭৯-৮০ পিলু বারোয়াঁ-খেমটা। মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে দ্র স্বর ৯

১৮১-৮২ কাফি কানাড়া-তেওরা। মলিন মুখে ফুটুক হাসি দ্র ঐ ৯

১৮২-৮৪ মিশ্র মল্লার-খেম্‌টা। আরো আরো প্রভু আরো আরো দ্র ঐ ৯

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের অন্তর্গত এই তিনটি গানের স্বরলিপি করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৩-৯৪ মিশ্র বেলাওল-একতালা। সখাহে কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায় দ্র স্বর ৩২

১৯৪-৯৬ বাহার-কাওয়ালি। সেই তো বসন্ত ফিরে এল দ্র ঐ স্বর ১০

১৯৭-৯৮ হাম্বীর-কাওয়ালি। হল না লো, হল না সই—হায় দ্র ঐ ৩২

রবিচ্ছায়া [১২৯২]-র অন্তর্গত এই তিনটি গানেই 'কথাঃ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুরঃ—শ্রীজ্যো' মুদ্রিত আছে। গানগুলির স্বরলিপি সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই করা।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 2 Jun [বুধ ১৯ জ্যৈষ্ঠ] শান্তিনিকেতন সপ্তম ভাগ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৮| এই ভাগে ৩ চৈত্র থেকে ১৪ চৈত্র ১৩১৫ তারিখের মধ্যে প্রদত্ত চৌদ্দটি ভাষণ গ্রন্থভুক্ত হয়।

15 May [শনি ১ জ্যৈষ্ঠ] কাঙালীচরণ সেন-কৃত 'ব্রহ্মসঙ্গীত। স্বরলিপি' পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল। ৪ বৈশাখ [17 Apr] কাঙালীচরণকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রশংসা-পত্র এই ভাগে ছাপা হয়েছে: 'ব্রহ্মসঙ্গীত

স্বরলিপি রচনা দ্বারা তুমি ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিকে চিরজীবন দান করিয়া দেশের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছ। এই কর্ম্মের দ্বারা তুমি যাঁহার সেবা করিলে তিনিই তোমার মঙ্গল করুন।'

২৫ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 4 Jun] রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন, ক্যাশবহিতে '২৫ জ্যৈষ্ঠ বাবু মহাশয় ও মীরা দেবীর বোলপুর যাওয়ার' হিসাব পাওয়া যায়। আষাঢ় মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতনে থাকেন। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক সংবাদ-বহ চিঠির অভাবে তাঁর এই সময়ের জীবনযাত্রার চিত্রটি স্পষ্ট করা কঠিন। কিছুদিন আগে 'সোমবার' [? ১৭ জ্যৈষ্ঠ: 31 May] তিনি কলকাতা থেকে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন: 'আজকাল আমি ইস্কুলমাষ্টারি ধরেছি সে খবর নিশ্চয় রাখ—অর্থাৎ পদ্মবন থেকে বেত্রবনে উঠেছি। ছেলেবেলায় বরাবর ইস্কুল পালিয়েছি শেষ বয়সে তার শোধ দিতে হচ্চে।'[১৭] শান্তিনিকেতনে ফিরে তিনি হয়তো 'মাষ্টার-মূর্ত্তি'ই গ্রহণ করেন।

আষাঢ়ের প্রথমে বিদ্যালয় খুললে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'ছুটির পর' [দ্র তত্ত্ব, আশ্বিন। ৮১-৮৩; শান্তিনিকেতন ১৪।৪৮০-৮২] ভাষণটি দিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের অভ্যর্থনা জানান। অজিতকুমার চক্রবর্তী ভাদ্র-সংখ্যা প্রবাসী-র 'সংকলন ও সমালোচন'-এ *Literary Digest* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে 'টল্‌স্টয়ের শেষ বাণী' [পৃ ২৯৮-৯৯]-শীর্ষক যে রচনাটি লেখেন, তার বক্তব্যের সঙ্গে 'ছুটির পর' ভাষণটির সাদৃশ্য দেখে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ আগেই হয়তো মূল প্রবন্ধটি পড়েছিলেন—তারই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে ভাষণটিতে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, কর্ম থেকে মাঝে মাঝে অবসর নিলে কর্মের সঙ্গে যোগই নবীন হয়ে ওঠে। কর্মকেই চরম মনে করে তার মধ্যে ডুবে থাকলে মানুষ তার আত্মশক্তির গর্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্মের ভিতরকার সত্যকে দেখতে পেলে কর্মের চেয়ে বহুগুণে বড়ো জিনিসটিকে দেখা যায়। এই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেষ্টা আছে, কিন্তু সে মঙ্গলের একটি কল মাত্র নয়। 'এই চেষ্টাকে বড়ো করে দেখা, এই চেষ্টার ফলকেই বড়ো ফল ব'লে গর্ব করা সে নিতান্তই ফাঁকি। মঙ্গল-অনুষ্ঠানে মঙ্গলফল লাভ হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সে গৌণ ফল মাত্র। আসল কথাটি এই যে, মঙ্গলকর্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবিভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলে দেখি তবে মঙ্গলকর্মের উপর সেই বিশ্বমঙ্গলকে দেখতে পাই। মঙ্গল-অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতা তাই। মঙ্গলকর্ম সেই বিশ্বকর্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখবার একটি সাধনা। অলস যে, সে তাঁকে দেখতে পায় না। নিরুদ্যম যে, তার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন।'

চিত্তের এই নিরুদ্যম, প্রকাশের এই আবরণ মোচনের সাধনাই কিছুকাল ধরে রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করে রেখেছে। সেখান থেকেই উৎসারিত হল গীতাঞ্জলি-র কবিতাগুলি, অনেক সময়েই গানের আকারে। বিচ্ছিন্নরূপে এই গীতি-কবিতার সূত্রপাত হয়েছিল ২৭ অগ্র ১৩১৪ [13 Dec] শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অভিঘাত থেকে মুক্তির আকাঙক্ষায় রচিত 'অন্তর মম বিকশিত করো' গানে। এর পরে শারদোৎসব-এর ও মাঘোৎসবের [১৩১৫] কয়েকটি গান 'ভাবের ঐক্য'-সূত্রে গীতাঞ্জলি [১৩১৭] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলেও এই গীতাখ্য কাব্যগ্রন্থের প্রকৃত সূচনা আষাঢ় ১৩১৬-তে 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।১৫-১৬, ১৫-সংখ্যক] গান দিয়ে। যে-পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 358] রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্ত নাটকের গানগুলি লিখছিলেন, তারই ১৮ পৃষ্ঠায় এই গানটি লেখা হয়েছে, নীচে স্থান-কাল: 'বোলপুর/ আষাঢ়/ ১৩১৬'। একই পৃষ্ঠায় পরবর্তী গানটিও লেখা হয় 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' [দ্র ঐ। ১৬-১৭, ১৬-সংখ্যক]। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পর ভগ্নী কবি

সরোজকুমারী দেবী [1875-1926] পুত্রদের শিক্ষা উপলক্ষে এই সময়ে শান্তিনিকেতনে বাস করছিলেন। তিনি লিখেছেন: 'আমরা যে সময় বোলপুরে ছিলাম রবিবাবুর গীতাঞ্জলির অনেকগুলি গান সে সময়ের লেখা। "জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে" যেদিন লেখেন সেই দিন সুর দিয়ে দুপুরে যখন গান করেন আমরা তখন শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম।'[১৮]

পাণ্ডুলিপির ১৯-২০ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো' [দ্র ঐ ১১।১৭-১৮, ১৭-সংখ্যক] গানটি। গানের রূপটি অবশ্য তাঁর কাছে সহজে ধরা দেয়নি, অনেক কাটাকুটির মধ্য দিয়ে একে নির্মাণ করে তোলা হয়েছে। সুপ্রভাত-সম্পাদিকা কুমুদিনী মিত্রের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এটিকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন; ২১ আষাঢ় [সোম 5 Jul] তাঁর একটি পত্রের উত্তরে লেখেন:

> আমার ছোট কবিতাটি তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুসি হইলাম। ইহার নাম দিতে পার—দুঃখাভিসার। এই কবিতা সুরে বসাইয়াছি—যদি ইচ্ছা কর দিনেন্দ্রকে দিয়া স্বরলিপি করাইয়া তাহা তোমাদিগকে পাঠাইয়া দিতে পারি।···
>
> আমার বর্ত্তমান সময়ের ছবি তোলানো হয় নাই।...বারম্বার নানা উপলক্ষ্যে আমার ছবি প্রকাশ হইলে তাহা সঙ্কোচের বিষয় হইয়া উঠে।[১৯]

শ্রাবণ ১৩১৬-সংখ্যা সুপ্রভাত-এ 'মিশ্রদেশ-ঝাঁপতাল' সুর-তাল-নির্দেশিত 'দীনেন্দ্রনাথ'-কৃত স্বরলিপি [পৃ ৩-৬]-সহ গানটি 'দুঃখাভিসার' [পৃ ২-৩] শিরোনামেই প্রকাশিত হয়।

উল্লিখিত পত্রটি থেকে বোঝা যায়, গান তিনটি অন্তত ২১ আষাঢ়ের পূর্বে রচিত, সম্ভবত আষাঢ়ের পূর্বার্ধে লেখা। পাণ্ডুলিপিতে এর পরের গান 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।১৮, ১৮-সংখ্যক]—গানটি শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসী-তে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হয় [পৃ ২২৯]। অনুমান করি, এটিও কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল।

আষাঢ় ১৩১৬-তে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৬ [৯।৩]:

১৪৫-৫৪ 'গোরা' ৫২-৫৩ দ্র গোরা ৬।৪১৭-৩২ [৫৩-৫৪]

১৫৪-৫৬ 'আরো আরো প্রভু' দ্র গীত ১।১০০; স্বর ৯,

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের এই গানটি দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, আষাঢ় ১৩১৬ [৮।১০]:

২১২-১৩ মিশ্র-আড়খেমটা। কে বলেছে তোমায় বঁধু দ্র স্বর ৯

২১৪-১৫ মিশ্র শঙ্করা-কাশ্মীরী খেমটা। আমাকে যে বাঁধরে ধরে দ্র ঐ ৫২

২১৬-১৭ মিশ্র-একতালা। সারা বরষ দেখিনে মা দ্র ঐ ৯

২১৭-১৮ খাম্বাজ-কাশ্মিরী খেম্‌টা। হাসিরে কি লুকাবি লাজে দ্র ঐ ৯

২১৯-২০ ভৈরবী-দাদরা। ও যে মানে না মানা দ্র ঐ ৯

আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী-তে শান্তিনিকেতন অষ্টম ভাগ এবং ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস দ্বারা প্রকাশিত 'রাজা ও রাণী', 'রাজর্ষি' ও 'নৈবেদ্য'-এর নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়। শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থ এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা বলে বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে এদের উল্লেখ নেই, নির্দিষ্ট প্রকাশ-তারিখও জানা যায়

না। উক্ত ক্যাটালগ অনুযায়ী শান্তিনিকেতন অষ্টম ভাগ প্রকাশিত হয় 15 Jun [মঙ্গল ১ আষাঢ়], চার আনা দামের ১৪১ পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে ১৫ চৈত্র ১৩১৫ থেকে ৭ বৈশাখ ১৩১৬ তারিখের মধ্যে প্রদত্ত কুড়িটি ভাষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'২৬শে বাবু মহাশয়ের সঙ্গে স্কুলের ছাত্র ১টী আসায় খাবার খরচ' ক্যাশবহির এই হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ২৬ আষাঢ় [শনি 10 Jul] শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসেছেন। ২৮ আষাঢ় [সোম 12 Jul] তিনি শিলাইদহে পৌঁছন। এইদিন তিনি কাদম্বিনী দত্তকে লেখেন:

আমার শরীর বিশেষ ভাল ছিলনা। বিদ্যালয় লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। বোলপুরে বালক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছি। গ্রীষ্মবকাশের পর তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে আজ শিলাইদহে আসিয়া পদ্মার উপরে আশ্রয় লইয়াছি।[২০]

একই দিনে তিনি অনঙ্গমোহন রায়কে একটি পত্র লেখেন, সেটি নানা দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য:

আমাদের দেশে ঈশ্বরের সুন্দর-স্বরূপের উপাসনা যে অপ্রচলিত আছে তাহা বলিতে পারি না। বস্তুত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রধানত সৌন্দর্য্যরসেরই ধর্ম্ম। য়ুরোপে সুন্দর-স্বরূপ কেবল কবির কাব্যে প্রকাশমান এবং দার্শনিকের তত্ত্বকথায় নিবদ্ধ, কিন্তু সেখানকার পূজা উপাসনার মধ্যে তিনি নাই।

আমাদের দেশে সুন্দর-স্বরূপ ভক্ত-সম্প্রদায়ের ভাবমুগ্ধ চিত্তের পূজা লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

আমার পিতা স্বভাবতই সুন্দরের উপাসক ছিলেন। জ্ঞানের দিক দিয়া ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার সহায়তা তিনি উপনিষদ হইতে পাইয়াছিলেন, রসের দিক দিয়া সুন্দরকে সেবা করিবার উপকরণ তিনি কোন্ শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিতেন এই প্রশ্ন আপনার মনে জাগিয়াছে। ফরাসী দার্শনিক কুঁজ্যার গ্রন্থই তাঁহার অবলম্বন ছিল এ কথা ঠিক নহে—তত্ত্বশাস্ত্র ভক্তিবৃত্তিকে রস জোগাইতে পারে না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মমত ও পদাবলী আমার পিতার হৃদয়কে অধিকার করে নাই সে আমি জানি। তাঁহার রসভোগের সখা ছিলেন হাফেজ। তিনি নিজে কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই তাঁহার সেই আকাঙক্ষা মিটাইয়াছিলেন হাফেজের গানে। উপনিষৎ তাঁহার ক্ষুধা মিটাইত আর হাফেজ তাঁহার তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল।[২১]

—পিতার জীবনদর্শনের উপকরণগুলি রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু এই বিশ্লেষণের মধ্যেই পিতার মানসিকতার সঙ্গে তাঁর নিজের রসোপলব্ধির পার্থক্যটিও ধরা পড়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দর্যলোকের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল কৈশোরে বিদ্যাপতির পদাবলীর মাধ্যমে। তার পরে তিনি চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও রায় বসন্তের পদ আস্বাদন করেছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় পদরত্নাবলী সংকলন করতে গিয়ে অন্যান্য বৈষ্ণব কবির পদাবলী ও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। বিদ্যাপতিকে অনুকরণ করে তিনি ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা করেছিলেন, কিন্তু অন্তর্গূঢ়ভাবে তাঁর রচনায় বৈষ্ণবীয় ভাব ও রূপকল্পের অনুপ্রবেশ তখন থেকেই—রবীন্দ্রকাব্যের নিতান্ত অলস পাঠকেরও তা নজরে পড়তে বাধ্য। 'বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রধানত সৌন্দর্য্যরসেরই ধর্ম্ম' বলে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যরস আস্বাদন ও পরিবেশনেও তার প্রভাব পড়েছে স্বাভাবিকভাবেই। জীবনদেবতার সঙ্গে লীলার যে তত্ত্ব তাঁর মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, রাধাকৃষ্ণ-লীলার বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের সঙ্গে তার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে। গীতাঞ্জলি-তে প্রতীক্ষমাণ্য বা অভিসারিকা নায়িকার রূপকল্পটি বহুলব্যবহৃত। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর যেমন ধর্মাতিরিক্ত একটি মানবিক আবেদন আছে, গীতাঞ্জলি-র ঈশ্বরাকুতিও তেমনি বড়ো 'আমি'র সঙ্গে মিলিয়ে ছোটো 'আমি'কে চেনারই আকাঙক্ষা—ধর্মীয়তা থেকে মুক্ত আধুনিক মনও সেখান থেকে রস আহরণ করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় পুরো শ্রাবণ মাসটি শিলাইদহে কাটান, কিন্তু গান রচনা করেন মাত্র দুটি। প্রথম গানটি ২৯ আষাঢ় [মঙ্গল 13 Jul] তারিখে রচিত 'আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।১৯, ১৯-সংখ্যক]—

দীর্ঘদিন এটি অনির্দিষ্ট 'আষাঢ় ১৩১৬' তারিখ নিয়ে ছাপা হয়েছে, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 358] সুনির্দিষ্ট 'শিলাইদহ/ ২৯শে আষাঢ়/ ১৩১৬' স্থান-কাল উল্লিখিত। দ্বিতীয় গানটি হল 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' [দ্র ঐ ১১।১৯-২০, ২০-সংখ্যক]—এটিও 'আষাঢ় ১৩১৬' রচনাকাল নিয়ে দীর্ঘকাল মুদ্রিত হয়ে এসেছে, পাণ্ডুলিপিতে 'বোট পদ্ম/ শ্রাবণ' স্থান-কাল-চিহ্নিত। দুটি ত্রুটিই সুলভ-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ডে সংশোধিত হয়েছে।

এই রচনাকৃচ্ছ্রতার কারণ জানা যায় ২৪ শ্রাবণ [সোম 9 Aug] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি 'ছিন্ন' পত্রে:

এ[খানে] পদ্মার আতিথ্য ভো[গের বাসনা] শ্রাবণের বর্ষাতেও [আমার মনকে] নিরস্ত করিতে পারিতে[ছ না।] মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে[র দিকে] মন টানে—কিন্তু এবার প[ণ] করিয়া আসিয়াছি—গোর[া] গল্পটা শেষ করিয়া তবে জলগ্রহণ—গ্রহণ বলা চলে [না]—জলত্যাগ করিব। তাই ঘা[ড়] গুঁজিয়া গোরা লিখিে[তছি। শে]ষের দিকে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।[২২]

রবীন্দ্রনাথ আরও দিন-পাঁচেক শিলাইদহে ছিলেন—অনুমান করা যায়, গোরা শেষ করেই তিনি 'জলত্যাগ' করেন।

শ্রাবণ মাসে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়:

ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৬ [৩৩।৪]:

২১৪-১৫ স্বরলিপি। ও যে মানে না মানা দ্র স্বর ৯

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত এই স্বরলিপিটিই আষাঢ়-সংখ্যা সঙ্গীত-প্রকাশিকা-য় মুদ্রিত হয়েছিল।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৬ [৯।৪]:

২১১-২০'গোরা' ৫৪ দ্র গোরা ৬।৪৩২-৪৭ [৫৫]

২২৪-২৭ সংকলন ও সমালোচন

২২৪-২৫ 'একটি দৃষ্টান্ত'

২২৭ 'রচনায় অপূর্ব্বতা'

২২৯ 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।১৮ [১৮-সংখ্যক]

২৩০ 'মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে' দ্র ঐ ১১।১৬-১৭ [১৬-সংখ্যক]

গান-দুটির সঙ্গে 'দীনেন্দ্রনাথ'-কৃত স্বরলিপিও মুদ্রিত হয়।

প্রবাসী-র 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগের জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকার প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ ও বিষয়গুলি সম্পর্কে মন্তব্য রচনা করতেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। প্রবাসী-র দপ্তরে পাঠাবার পূর্বে অধিকাংশ রচনা রবীন্দ্রনাথ 'মাজাঘষা' করতেন, কখনো-কখনো হয়তো কিছু বাক্য বা অনুচ্ছেদও জুড়ে দিতেন, 'হইয়া গেছে' [পৃ ১৬৪] বা 'থাকিয়া গেছে' [পৃ ২২৭] প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রয়োগ থেকে তা অনুমান করা যায়। বিদ্যালয়কে ১০০ টাকা দিয়ে রামানন্দবাবু তাঁকে ঋণী করে রেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে অজিতকুমার ও হিমাংশুপ্রকাশ রায়কে সেকথা লিখেছিলেন। উক্ত ঋণ শোধের জন্য তিনি নিজেই দুটি রচনা বর্তমান সংখ্যার জন্য লিখে দেন, রচনা-শেষে 'র' আদ্যক্ষর দেখে তাদের চিহ্নিত করা যায়।

'একটি দৃষ্টান্ত' রচনাটি একটি আমেরিকান পত্রিকা অবলম্বনে লিখিত। আমেরিকার জর্জিয়া প্রদেশের Possum Trot গ্রামে Miss Martha Berry নামক এক যুবতী কিভাবে একটি সাশ্রম বিদ্যালয় [Boarding School] গড়ে তুলে প্রভূত ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে স্থানীয় বালকদের কর্মশিক্ষায় দীক্ষিত করছেন তার বিবরণই ছিল প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু এবং এই কারণেই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে। তিনি লিখেছেন:

আমাদের দেশে স্বাজাত্যের ভাব যতই জাগিয়া উঠিতেছে ততই লোকহিতকর কাজে আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে। কিন্তু এই প্রবৃত্তি যথেষ্ট ব্যাপক হয় নাই এবং তাহার মধ্যে প্রাণশক্তিও অল্প। অল্প কাজই আরম্ভ হয় এবং তাহা অল্পদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। সফলতার মূর্ত্তি আমরা প্রায়ই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই না বলিয়া দেশের চিত্তে উৎসাহের সঞ্চার হয় না।

কোনো অনুষ্ঠান যে ভাল করিয়া শেষ পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিতে চায় না তাহার প্রধান কারণ আমরা দুর্ব্বল চেষ্টা লইয়া কাজ করি। আমরা অল্পই খরচ করিয়া হাতে হাতে বেশি লাভ করিবার প্রত্যাশা করি। নিস্ফলতার জন্য আমরা অদৃষ্টকে, অবস্থাকে এবং কর্ম্মক্ষেত্রকেই দায়ী করি এবং নিজেকে নিস্কৃতি দিই।

আমাদের সংকল্পের মধ্যে, চেষ্টার মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে এই যে একটা বলহীনতা আছে সেদিকে আমাদের বিশেষ ভাবে মনোযোগ করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের নিজের মধ্যে যে অপরাধ ও অসম্পূর্ণতা আছে তাহাকে অস্বীকার করিয়া অহঙ্কার করিলে আমরা বড় হইব না।

অন্যদেশে প্রতিকূল অবস্থায় সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা কাজ কেমন করিয়া সার্থক হইয়া উঠে তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের পক্ষে বড় আবশ্যক।

—এবং এই কারণেই তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের ইতিহাসটি সংকলন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারারও প্রতিফলন ঘটেছে রচনাটিতে:

তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, হাতের কাজ করিয়া খাটিয়া খাওয়া যে হেয় নহে, এবং নিজের চেষ্টায় নিজের উন্নতি সাধন করা যে সকলেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত ইহাই এখানকার নিশ্চেষ্ট উদাসীন লোকদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই। নিজেদের দারিদ্র্য ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হইয়া জীবন না কাটাইয়া যাহাতে তাহারা একটা জনসমাজ গড়িয়া তোলে এবং নিজের উদ্যমে রাস্তা ঘাট তৈরি ও ইস্কুল স্থাপন করিয়া নিজের শক্তিতেই সকলে সমবেত ভাবে বড় হইবার জন্য প্রস্তত হইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এখন তাহারা যেরূপে ক্ষেত চাষ করে তাহাতে ফসল ভাল হয় না এবং যে দুই তিনটি ফসল তাহারা বরাবর আবাদ করিয়া আসিতেছে তাহা ছাড়া আর কিছুই করিতে চায় না ইহার প্রতিকার করিতে হইবে।

মিস্ বেরির কার্যারম্ভের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসের ও অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য আছে: 'দুটি একটি করিয়া অবশেষে পাঁচটি ছেলে ও দুইটি শিক্ষক লইয়া স্কুল আরম্ভ হইল। নিভৃত পাহাড়ের মধ্যে পাঁচটি গ্রাম্য ছেলেকে পড়াইবার কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহ কত অল্প লোকের হইতে পারে সে কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কারণ আড়ম্বর একটা মস্ত বেতন—সেটুকু হইতেও বঞ্চিত হইলে ত্যাগমাহাত্ম্যের আকর্ষণ চলিয়া যায়।'

'রচনায় অপূর্ব্বতা' *Haper's Magazine*-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। একজন লেখক পরামর্শ দিয়েছেন, রচনাতে নিজের ব্যক্তিগত সুরটি ফুটিয়ে তোলা দরকার—কি লিখতে হবে কেমন করে লিখতে হবে সাহিত্যের মধ্যে তার সন্ধান না করে নিজের মনের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে হবে সেখানে জীবনপরিপূর্ণ এই বিশ্বজগৎ চৈতন্যপটে কি রকমের ছায়াছবি ফুটিয়ে তুলেছে। ছোটগল্প যাঁরা লেখেন তাঁরা কোনো নূতন বিষয় লেখবার চেষ্টা করলেই যে তা নূতন হবে এমন নয়, তাঁরা নিজের মতো করে লিখবেন এইটিই প্রার্থনীয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, উপদেশটি শুনতে সোজা ইলেও কাজে লাগানো শক্ত। যাঁরা নিজের চোখে দেখতে পান ও নিজের সুরে বলতে পারেন তাঁরা তো অসামান্য লোক। সমাজ মানুষকে শেখায় পাঁচ জনের মতো হয়ে উঠতে। তার ব্যতিক্রম নিন্দনীয় হয়। এইজন্য যে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রত্যেকের পক্ষেই সহজ হওয়া উচিত তা আমরা কেবল অসামান্য লোকের কাছেই প্রত্যাশা করি। রবীন্দ্রনাথের মতে, এইটিই প্রার্থনীয়। 'শক্তি যেখানে অসামান্য সেইখানেই বিশেষত্বের মূল্য আছে। প্রত্যেকেই যদি অপূর্ব্ব হইয়া উঠে তাহা হইলে

সমাজই বল সাহিত্যই বল উন্মত্ততায় পরিণত হয়। আসল কথা, ব্যাপক সাধারণতা ও মহৎ বিশেষত্ব, এই দুইয়ের ঠিক সামঞ্জস্যসাধনই ক্ষমতার কাজ। সেই ক্ষমতা পৃথিবীতে চরিত্রে ও সাহিত্যে অল্পই দেখা যায়।'

সুপ্রভাত, শ্রাবণ ১৩১৬ [৩।১]:

২-৩ 'দুঃখাভিসার' [কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।১৭-১৮ [১৭-সংখ্যক]।

পত্রিকাটির ৩-৬ পৃষ্ঠায় গানটির 'মিশ্রদেশ-ঝাঁপতাল' সুর-তালে বিধৃত 'দীনেন্দ্রনাথ'-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয় [দ্র স্বর ১১]। কুমুদিনী মিত্রকে লেখা ২১ আষাঢ়ের পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবি ছাপানো সম্পর্কে আপত্তি করেছিলেন; কিন্তু তাঁর সেই আপত্তি টেঁকেনি, 'বর্তমান সংখ্যার মুখপাতে 'বর্ত্তমান মাসে সুপ্রভাতের জন্য বিশেষ করিয়া এই ফটো তোলা হইয়াছে' টীকা-সহ তাঁর একটি আলোকচিত্র ছাপা হয়। এই সংখ্যাতেই জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'শান্তি-নিকেতন রবীন্দ্রনাথ' [পৃ ৩৩-৩৯] প্রবন্ধের প্রথমাংশ মুদ্রিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, শ্রাবণ ১৩১৬ [৮।১১]:

২২৬-২৭ পরজ বসন্ত-দাদ্রা। না বলে যেয়োনা বলে মিনতি করি দ্র স্বর ৯

২২৮-৩০ বাউলের সুর-দাদ্রা। বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি দ্র ঐ ৯

দুটি গানেরই স্বরলিপি করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৮ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গিয়েছিলেন। এখানে এসে তিনি আসানসোল থেকে ২৬ আষাঢ়ে লেখা রাসবিহারী মণ্ডলের একটি পত্র পেলেন, তিনি খনিজবিদ্যা সম্পর্কে বাংলাভাষায় একটি বই লিখতে চেয়ে পরিভাষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহায্যপ্রার্থী হন। রবীন্দ্রনাথ ৩০ আষাঢ় [বুধ 14 Jul] পত্রটি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে পাঠিয়ে লেখেন:

> চিঠিখানি পড়িয়া যাহা ভাল বুঝেন করিবেন। আমার খনিতে যত গভীর করিয়াই খনন করুন খনিজ পদার্থতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন না—আমার কাব্যে কেবল একটিমাত্র দুর্ভাগা কবিতায় খনিজ বস্তুর সংস্রব আছে—সে ঐ সোনার তরী—কিন্তু সে ত মগ্নপ্রায়। অতএব পত্রলেখকটিকে আপনাদের বৈজ্ঞানিক বাণীভাণ্ডাগারে ডাকিয়া লইবেন।[২৩]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা সাহিত্য-তে মুদ্রিত 'কাব্যে নীতি' [পৃ ১১৪-১৯] প্রবন্ধে নূতন করে রবীন্দ্র-বিদূষণ আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ মগ্নপ্রায় 'সোনার তরী'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সম্ভবত উক্ত প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করে। তিনি নিজে এই বিতর্কে কোনো অংশ গ্রহণ করেননি বটে, কিন্তু রবীন্দ্রানুরাগীরা দ্বিজেন্দ্রলালকে ছেড়ে দেননি।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রবন্ধ আরম্ভই করলেন একটি মহৎ আহ্বান দিয়ে: 'দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন।' তাঁর মতে, নব্য কবি ও ঔপন্যাসিক-নাট্যকারদের রচনার বিষয় একমাত্র প্রেম—'যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই। সব নায়ক, আর নায়িকা।' 'দাম্পত্য প্রেম' নিয়ে কাব্য লিখলে তাঁর আপত্তি ছিল না, কিন্তু 'ইঁহাদের চাই—হয় বিলাতী কোর্টশিপ্, নয় ত টপ্পার প্রেম'। আর আমাদের সমাজে যেহেতু ১২ বৎসর বয়সের বেশি ভদ্রঘরের অনূঢ়া কন্যা দুর্লভ, সুতরাং অবিবাহিত প্রেম মাত্রই 'হয় ইংরাজী (অতএব আমাদের দেশে অস্বাভাবিক), না হয়—দুর্নীতিমূলক। সাহিত্যক্ষেত্র হইতে উভয়েরই উচ্ছেদ আবশ্যক।' ইংরেজিতে কোর্টশিপের গানের পাশাপাশি দাম্পত্য প্রেমের গানেরও অভাব নেই, কিন্তু বাংলাদেশে দাম্পত্য প্রেম ভিন্ন

বিশুদ্ধ প্রেমের অভাব থাকলেও দাম্পত্য প্রেমের গান নেই বললেই হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'সে আসে ধীরে', 'সে কেন চুরী[য] করে চায়', 'দুজনে দেখা হল', 'তুমি যেও না এখনই', 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' প্রভৃতি প্রেমের গানের উল্লেখ করে সেগুলিকে 'ইংরাজী কোর্টশিপের গান' কিংবা 'লম্পট বা অভিসারিকার গান' বলে অভিহিত করে লিখলেন: 'তাঁহার যে কয়টি গানকে "দাম্পত্য প্রেমের গান" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে,—তাহারা সেরূপ খ্যাতি লাভ করে নাই।' তদুপরি তাঁর অভিযোগ: 'এরূপ গানে মৌলিকতাও নাই। শয়ন রচনা করা, মালা গাঁথা, দীপ জ্বালা, এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ! স্থানে স্থানে পংক্তিকে পংক্তি উক্তরূপে গৃহীত। তবে রবিবাবুর সঙ্গে এই বৈষ্ণব কবিদিগের এই প্রভেদ যে, রবিবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে।' শুধু তাঁর গানে নয়, তাঁর খণ্ডকবিতাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল একই পদ্ধতি দেখতে পেয়েছেন: 'নারী জাতিকে দেখিয়া এই কবির মাতৃত্বের কথা মনে পড়ে না। নারী জাতিকে দেখিয়া কেবল তাঁহার "মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত"।' পাঠক ও শ্রোতাদের, 'বিশেষতঃ রবীন্দ্রবাবুর এই ভক্তদের', এমনটিই ভালো লাগলেও 'বড় কবিদের উচিত নয়—পাঠক যাহা চায়, তাহাই দেওয়া। তাঁহাদের উচিত—পাঠক তৈরি করা।'

রবীন্দ্রনাথের খণ্ডকবিতা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল যে অভিযোগ করেন, তারই প্রমাণস্বরূপ তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যটি গ্রহণ করলেন—কারণ 'এটি রবীন্দ্রবাবুর ভক্তদের বড় প্রিয় কি না!' মহাভারত ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার গল্পাংশ সংক্ষেপে বিবৃত করে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন: 'রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন। একজন যে কোনও ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না। ...আর চিত্রাঙ্গদা! বেচারী, মা আমার! বঙ্গের কবিবরের হাতে পড়িয়া তোমার যে এ হেন দুর্গতি হইবে, তাহা বোধ হয় তুমি স্বপ্নেও ভাবো নাই।' কাব্যের এই দুর্নীতিমূলকতাও তিনি ক্ষমা করতে পারতেন, যদি তা 'মনুষ্য-স্বভাবের একখানি ছবি' হত—কিন্তু 'এ চিত্র অস্বাভাবিক'। 'রবীন্দ্রবাবুর গ্রহ-উপগ্রহগণ' নিশ্চয়ই ভারতচন্দ্রকে অশ্লীল ও রবিবাবুকে 'chaste' কবি বলে মনে করেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মতে, ভারতচন্দ্র 'বিদ্যার যে ভোগবর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ—indecent, কিন্তু immoral নয়! রবীন্দ্রবাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ। ..."অশ্লীলতা" ঘৃণার্হ বটে। কিন্তু "অধর্ম" ভয়ানক। ঘরে ঘরে "বিদ্যা" হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেই জন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।' তাই কাব্যটির সুন্দর ভাষা, মধুর ছন্দোবন্ধ, অতুলনীয় উপমা-ছটা, মাইকেলের পর অমিত্রাক্ষরের এত মাধুর্য সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল সিদ্ধান্ত করেছেন: 'এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।' ভাদ্র ১২৯৯-এ প্রথম প্রকাশের [ও নানাবিধ পুনর্মুদ্রণের] প্রায় সতেরো বছর পর দ্বিজেন্দ্রলালের এই চৈতন্যোদয় আশ্চর্যজনক বটে!

কেন রবীন্দ্রনাথকেই তিনি এত আক্রমণ করেন এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল:

আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, "তাহা না করিয়া কি হরি ঘোষকে আক্রমণ করিব।" তাহার দোষ কি? সে বেচারী অন্ধ অনুকারকমাত্র। সে রবিবাবু minus প্রতিভা। সে-সকল ব্যক্তি সমালোচকের অবজ্ঞেয়। তাদের কাব্যের জন্য দোষী অর্ধেক তাহারা, অর্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ কবি রবীন্দ্রবাবু। শুদ্ধ পাপে বড় যায় আসে না; কিন্তু, দুর্নীতি plus শক্তি বড় ভয়ঙ্কর! তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। ...

রবিবাবুর কবিতার প্রাণহীন, ভাবহীন অনুকরণের জ্বালায় মাসিকপত্রের সম্পাদক ও পাঠক উভয়েই জ্বালাতন। ...কিন্তু আমি বলি, সে বেচারীদের দোষ কি?...রবিবাবুর গুণগুলি আয়ত্ত করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত; কিন্তু দোষগুলি হুবহু নকল করিয়াছেন! এমন কি, অনেক সময়ে they

have out-Heroded Herod!*

প্রসঙ্গত দ্বিজেন্দ্রলাল বায়রণ-শেলি-কীটস্-এর প্রকৃতিপ্রেমের তুলনায় বাংলা কাব্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ণনার অভাব নিয়ে আক্ষেপ করেছেন। তিনি যদি সত্যই রবীন্দ্রকবিতার মনোযোগী পাঠক হতেন, তাহলে অন্তত তাঁর কবিতা বা গানে প্রকৃতির অস্তিত্ব খুঁজে বেড়াবার দরকার ছিল না। ইন্দিরা দেবীকে লেখা কিছু-কিছু পত্রাংশ তো 'বিচিত্র প্রবন্ধ' [১৩১৪] গ্রন্থেই প্রকাশিত হয়েছিল! দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন: 'রবীন্দ্রবাবু ত সহস্রাধিক খণ্ড কবিতা ও গান লিখিয়াছেন। পতিপত্নীর পবিত্র প্রেম,—যাহার মূলে সম্ভোগ নহে, যাহার মূলে স্বার্থত্যাগ—সে প্রেম কি তাঁহার তিনটি কবিতায়ও আছে?' তিনি কি 'স্মরণ'-কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না? ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরূপ আশঙ্কার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন: 'সমালোচনার পূর্বে সমালোচ্য পুস্তকখানি একবার পাঠ করা আবশ্যক, এরূপ একটা কুসংস্কার (superstition) অনেকের আছে। কিন্তু আশা করি, আমার পাঠকবর্গ মার্জিতরুচি, তাঁহাদের এরূপ prejudice নাই। গ্রন্থপাঠ না করিয়াও উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিতে পারেন, বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচকের অভাব নাই।' রবীন্দ্রনাথ বই উপহার দেওয়া বন্ধ করার পর দ্বিজেন্দ্রলাল সম্ভবত তাঁর কোনো রচনা পড়ে দেখেননি।

সাহিত্য পত্রিকাতেই তিনটি রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধ সমালোচিত হয়। শ্রাবণ-সংখ্যায় মুদ্রিত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার-লিখিত 'কাব্যে সমালোচনা' [পৃ ২০২-১০] ও অগ্র-সংখ্যায় মুদ্রিত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "'চিত্রাঙ্গদা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" [পৃ ৪৪২-৪৮] রচনা-দুটি ব্যঙ্গাত্মক, কিন্তু অসূয়া-হীন। সুরেন্দ্রনাথ নানা রঙ্গ-রসিকতার মধ্যেই বলে নিয়েছেন: 'কবিতাটি পড়িয়া আপনার যত নীতি-দাহ হইয়াছে, আমাদিগের তত হয় নাই।' 'সোনার তরী'-র 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা'র অনুকরণে ললিতকুমার চিত্রাঙ্গদা-র অভিনব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রথমেই মন্তব্য করলেন: "রবীন্দ্রনাথের যশঃ-সূর্য্যের কালমেঘরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাহিত্য'-আকাশে উদিত।" জড়জগতে চন্দ্র-সূর্যের কার্যকাল সুনির্দিষ্ট—কিন্তু কাব্য-জগতে রবি শশী [দ্বিজেন্দ্র] একসঙ্গেই উদিত হওয়ার ফলে যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হয়েছে, তার প্রতিকারকল্পে 'সাহিত্যসালিশীগণ যদি বিধাতার বিধানের নজীরে নিষ্পত্তি করিয়া দেন যে, এক জন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে উপাসনায় প্রভাতকাল, ছাত্রমণ্ডলীকে শিক্ষাদানে দিবামানের অধিকাংশ সময়, এবং সভাসমিতিতে প্রবন্ধপাঠে অপরাহ্নকাল কাটাইয়া to rule the day নিযুক্ত থাকুন, এবং অপর জন Evening club-এ সান্ধ্য মজলিস করিয়া, স্বরচিত গান গাহিয়া, এবং রাত্রিকালে স্বরচিত নাটকের অভিনয় দেখিয়া to rule the night নিযুক্ত থাকুন, সে নিষ্পত্তিও যে বাদী প্রতিবাদী গ্রাহ্য করিবেন, এমন ত বোধ হয় না।' সেইজন্যই ললিতকুমার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, কেননা, 'রুচিবায়ু অনেকটা শুচিবায়ুর মত। ...শুচিবায়ুর প্রাবল্য ঘটিলে গঙ্গাজল ছিটান ভিন্ন উপায় নাই। রুচিবায়ুর প্রাবল্য ঘটিলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আশ্রয় লইলে সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়। উভয়ই পতিতপাবনী। এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কল্যাণে পঞ্চ-মকার পরকীয়া-প্রীতি, রাসলীলা, সকলই উদ্ধারলাভ করিয়াছে।' এই লক্ষ্য-নির্দেশ থেকেই ললিতকুমারের মনোভঙ্গি ও পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট বোঝা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনার প্রত্যুত্তর হিসেবে প্রিয়নাথ সেন 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধটি লেখেন, এই দীর্ঘ রচনাটি কার্তিক-সংখ্যা সাহিত্য-এর অর্ধেকের বেশি অংশ অধিকার করেছিল [পৃ ৩৭৬-৪০৮]। কাব্যটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে প্রিয়নাথ অনুত্তেজিত ভঙ্গিতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিটি অভিযোগের উত্তর দিয়ে প্রত্যভিযোগ করেছেন: 'আমাদের বোধ হয়, দ্বিজেন্দ্র বাবু যখন তাঁহার এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তখন কাব্যখানি তাঁহার

সম্মুখে ছিল না। তিনি বহু পূর্ব্বকালের পাঠের স্মৃতি বা বিস্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন।' রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল যে নিন্দাবাদ করেন, সেই বিষয়ে প্রিয়নাথের বক্তব্য: 'আমাদের এমন আশা আছে যে, দ্বিজেন্দ্র বাবুর আপত্তি সত্ত্বেও এই নির্দ্দোষ এবং মনোমুগ্ধকর Courtship শীঘ্র সমাজ হইতে বিচ্যুত হইবে না, এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিন্দা সত্ত্বেও রবি বাবুর এই গানগুলি যতদিন বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাহারা আদরের সহিত গীত হইবে।'

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় রবীন্দ্র-বিদূষণের সঙ্গে রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের প্রতিও আঘাত ছিল— সম্ভবত মূল লক্ষ্য ছিলেন তাঁরাই। তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে তীব্র প্রতিঘাত করলেন দুই তরুণ কবি—মানসী পত্রিকার ভাদ্র-সংখ্যায় যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কাব্যে নীতি' [পৃ ২৯১-৩০৪] এবং অগ্র-সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "কাব্যে 'অপহরণ' [পৃ ৪৮৮-৫০১] প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হল। উভয়ের রচনাই আক্রমণাত্মক। যতীন্দ্রমোহন প্রিয়নাথের মতো দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগগুলির উত্তর দিয়েছেন—তারই সঙ্গে তীক্ষ্ণ পরিহাস-বাণ নিক্ষেপ করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর সহচরদের প্রতি। দ্বিজেন্দ্রলালকে 'কাব্যের দুর্নীতি দূর করিতে Don Quixote' বলে অভিহিত করে তিনি লিখেছেন:

> পাপ কলি বোধ হয় পূর্ণ হইল; নতুবা কল্কি-অবতারের সাক্ষাৎ কেন? সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আজ হাসির গান ত্যাগ করিয়া, থিয়েটারের গ্যালারি মাতাইয়া, অনুকরণে শিশুশিক্ষা পুস্তক রচনার অবসানে, সমালোচনার রঙ্গমঞ্চে নূতন রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ—জীবের আর ভাবনা নাই!...
>
> ঐ দেখ, রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য হইতে গদ্‌গদভাবে বাহির হইতেছেন—উনি কে চেন? উনিই সেই দুর্নীতি-সংস্কারক দুঃশাসন—প্রণাম কর, প্রণাম কর। আর ঐ যে চারি পাঁচটি পার্শ্বচর, অশীতিরপর [য] বৃদ্ধ হইতে কুড়ি বৎসরের কুমার পর্য্যন্ত, কেহ বা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছেন, কাহারো বা মুখে চক্ষে ভক্তের প্রসাদশ্রী উদ্ভাসিত—উহাদেরও নমস্কার কর;—উহারাও নমস্য, কারণ উঁহারাই আমাদের নীতির অবতারকে অষ্টপ্রহর তুড়ি ও বাহবা যোগে সজীব রাখেন।

অপহরণ-প্রসঙ্গে তিনি লেখেন: 'এ যদি অপহরণ হয়, তবে ঐ অবজ্ঞেয় অপহারক-কবি রবি বাবু হইতে এই অপহরণ-বিস্মিত সমালোচক-কবি কত অপহরণ করিয়াছেন, 'মানসী'র পৃষ্ঠায় বারান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।' তাঁর হয়ে এই ইচ্ছা পূরণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 'ইংরাজী ও মার্কিন হাসির গানের বিখ্যাত অনুকারক' দ্বিজেন্দ্রলালের 'দিঙ্‌নাগের ভূমিকা'কে উপহাস করে তিনি লিখলেন:

> যে 'দীপজ্বালা' 'মালা গাঁথা' প্রভৃতি ব্যাপারকে দ্বিজেন্দ্র বাবু বৈষ্ণব কবিদের নিজস্ব সম্পত্তি মনে করিয়া রবীন্দ্র বাবুর প্রতি অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই সব অতি সাধারণ 'ব্যাপার' অনুরাগ-ধর্ম্মী মানব হৃদয়ের ritual বা স্বাভাবিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ক্রিয়াপদ্ধতি মাত্র। ...ইহাকে যদি অপহরণ বলিতে হয়, তবে, রবীন্দ্র বাবুর পুরাতন অনেক রচনার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র বাবুর আধুনিক রচনার যে সকল "অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য" লক্ষিত হয় সেই সাদৃশ্যকে অভিধানের কোন্ নামে অভিহিত করা উচিৎ, নিম্নের নমুনা হইতে, বিচক্ষণেরা তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

এর পরে নানাধরনের টিপ্পনী-সহ তিনি ৩২টি উদাহরণ সংকলন করে লেখেন, দ্বিজেন্দ্রলাল-কৃত নাটকগুলির গদ্য পাঠযোগ্য নয় বলে আরও নমুনা সংগ্রহে তিনি বিরত হচ্ছেন। "বঙ্গবাসীর 'অবতার' হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিকে সাপ্তাহিকে, গদ্যে, পদ্যে সভায়, মজলিষে ব্যক্তিগত আক্রমণের যে ন্যক্কারজনক ধারা আজ পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসিয়াছে তাহা আর গড়াইতে দেওয়া উচিত নহে"—এইরূপ কৈফিয়ৎ দিয়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'নাতিনী-সংবাদ' কবিতার দুটি ছত্র বদলে নিয়ে লিখলেন:

> দ্বিজেন্দ্র বাবুর কাব্য রবিতেজে তাজা,
ড্যাফোডিল্ ফুলে যেন মনসার পূজা!

এই প্যারডির সূত্রে তিনি রচনা-শেষে দ্বিজেন্দ্রলালকেও রবীন্দ্র-শিষ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে লিখলেন:

সুতরাং দ্বিজেন্দ্রবাবুর বর্ত্তমান ব্যবহার তাঁহার [ভাবী ঐতিহাসিকের] চক্ষে গুরুনিন্দা রূপে প্রতিভাত হইবে। চিরন্তন মানব-জাতির এজলাসে, হাকিম হইলেও, দ্বিজেন্দ্রবাবু সহজে রেহাই পাইবেন না আমি "অকুতোভয়ে এই ভবিষ্যৎবাণী করিলাম।"

দ্বিজেন্দ্রলাল এই-সব সমালোচনার উত্তর না দিলেও তাঁর অনুগামীরা যথাসাধ্য প্রতি-আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। আষাঢ় ১৩১৭-সংখ্যা অর্চনা-য় যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত 'সাহিত্যে সহযোগিতা' নামক একটি 'প্রতিবাদ'-প্রবন্ধে লেখেন: "আজ কিছুকাল ধরিয়া হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁহার বন্ধুবর্গের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের উপর যে আক্রোশপূর্ণ আক্রমণের স্রোত চলিয়াছে, তাহাকে হিংসার ঝটিকা ভিন্ন কি বলিব বুঝিতে পারি না। গত কয়েক মাস ধরিয়া 'সাহিত্য' 'বসুমতী' 'হিতবাদী' প্রভৃতিতে রবীন্দ্রবাবু সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা বাহির হইয়াছে, তাহাদের অন্য কোন পর্য্যায়ভুক্ত করা সুকঠিন।" 'বসুমতী' বা 'হিতবাদী'র ফাইল দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং সেখানে কী লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তা জানার উপায় নেই, 'সাহিত্য' বহুদিন ধরেই রবীন্দ্রবিরোধী, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের 'কাব্যে নীতি' মুদ্রণ করা ছাড়া এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি—বরং প্রিয়নাথ সেন ও ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ-মূলক দুটি প্রবন্ধ ছেপে আপাত-নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেছে। পক্ষান্তরে 'অর্চনা' নামক একটি মাসিকপত্রকে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে আসতে দেখি। —জনৈক ফণীন্দ্রনাথ রায় এই বিতর্ক শুরুর মুখেই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬-সংখ্যায় [15 Jul: ৩১ আষাঢ়ে প্রকাশিত] 'কবি-জীবনী' [পৃ ১১৩-১৫] শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতায় লেখেন:

লিখিতে বোঁলোনা জীবনী আমার,
গাহিতে বোলোনা গান!
জীবন আমার কবিতা মাখানো
কবিতা আমার প্রাণ!
শুধু হাসি খেলা জীবনে আমার
হয়নি সূতিকাগারে,
তাল-লয়-হীন কাঁদিনি কখন
শুধুই নাসিকা সুরে!
কেঁদেছি যখন, কেঁদেছি তখন
কত মরি কিবা ছন্দে!
শুনি সেই সুর, কহে কেহ 'খোকা
নিরাকারে বুঝি বন্দে!' ···

—সন্দেহ নেই, বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের 'আত্মকথা' তাঁর স্মরণে ছিল! ইনিই আবার অগ্র-সংখ্যায় 'কবি-যুগলের পত্রব্যবহার' (পৃ ৩০৬-০৯] রচনায় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনারীতি নকল করে দুটি পত্র লেখেন; রবীন্দ্রনাথের নামীয় পত্রটিতে তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্যটি চিনে নেওয়া শক্ত হয় না:

আপনি আমার 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের দুর্নীতি দেখাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন, এজন্য অনেক 'বালক' আপনার পদে হুল ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

লজ্জা সরম তেয়াগি'
'রবিপ্রেম' নাম ধরি' প্রচণ্ড অন্যায়
'নীতিরে' ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
'বালকেরা' চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।

এই শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি শুনিয়া ও তাহাদের ‘ভদ্রবেশী বর্বরতা’ দেখিয়া আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি।

এই সংখ্যাতেই তিনি ‘আশ্বিন ও কার্ত্তিক যুগ্ম-সংখ্যার “নব্যভারতে” শ্রীযুক্ত বেণোয়ারী লাল গোস্বামীর “কেন?” কবিতা পাঠে’ লেখেন ‘কারণ!’ [পৃ ২৯৭] কবিতা; তার কয়েকটি ছত্র:

> পড়েছি “নৈবেদ্য” আমি ওহে বংশীধারী!
> পড়েছি “চোখের বালি।” ‘মহেন্দ্র’-‘বিহারী’
> বিনোদিনী সাথে যাহে করিয়াছে কেলি!
> ‘চিত্রা’রে ‘দ্বিজেন্দ্র কবি’ পাড়িয়াছে গালি
> ‘দুর্নীতি’ দেখায়ে শুধু—এই অপরাধ!
> তারি তরে তব চিত্তে এতই বিষাদ!

বেণোয়ারীলাল ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। নব্যভারত-এর শ্রাবণ-সংখ্যায় ‘গর্ব্বী’-শীর্ষক সনেটে [পৃ ২১৩] লেখেন:

> দম্ভ আজি মূর্ত্তি ধরি তোমারি ভিতর
> বাঁধিয়াছে নিজ নীড়, হে গর্ব্ব-সম্ভব!...

‘কেন’ [পৃ ৩৬৩-৬৪] কবিতায় তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুবর্গের মধ্যে কয়েকজনের নাম করেন, কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের অভাবে সকলকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি:

> ‘বিজয়’ পশ্চাতে তব, সঙ্গে মতিমান্
> বন্ধুবর্গ, প্রতিভার উজ্জ্বল অনলে
> দম্ভের ইন্ধন রাশি করিয়া প্রক্ষেপ
> তুলেছে করিয়া তোমা হেন আত্মহারা?...
> আমরা সহায় তব, হেমেন্দ্র, রামেন্দ্র,
> বিজয়, সুরেশচন্দ্র—এসো মিত্রগণ!...
> অতি দূরে দূর্গাদাস করিছে গর্জন...

বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে প্রবাসী-র অগ্র [পৃ ৬৪১-৪৭] ও ফাল্গুন [পৃ ৯০১-০৬]-সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের ‘সীতা’ নাট্যকাব্যের সমালোচনায় উচ্ছ্বসিত ঘোষণা করতে দেখা যায়: ‘বাঙ্গালা ভাষায় “সীতা”র মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাকাব্য পাওয়া শক্ত’—রবীন্দ্র-বিদূষণের ইতিহাসে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম সকলেরই পরিচিত।

কার্তিক-সংখ্যা অর্চনা-র ‘সাহিত্য-সমাচার’-এ মানসী-তে মুদ্রিত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর প্রবন্ধ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়:

> ...দ্বিজেন বাবুর মন্তব্যের সহিত আমাদের বিশেষ কিছু সহানুভূতি নাই এবং তাঁহার মতের সহিত সকলেরই যে ঐকমত্য হইবে, এমন আশা করাও দুরাশা। ...কিন্তু [যতীন্দ্রমোহনের] এ রচনা যেরূপ সঙ্কীর্ণতা দোষে দূষিত, দ্বিজেনবাবুকে ইহাতে যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে—তাহা অমার্জ্জনীয়—অসহনীয়। এমন ‘মেছোহাটা ভাষা’য় লিখিত গালাগালিসর্ব্বস্ব প্রতিবাদ এই আমরা প্রথম দেখিলাম।

সম্পাদক লিখেছেন, ইংলণ্ড-আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই শ্রেণীর সমালোচকদের লাঠ্যৌষধি দেওয়া হয়, কিন্তু ‘ইংলণ্ড প্রত্যাগত হইলেও দ্বিজেনবাবু প্রবীণ ও কৃতবিদ্য এবং শান্তিরক্ষা করা তাঁহার ব্যবসায় সুতরাং আমাদের আশা আছে সমালোচকপ্রবর অক্ষত শরীরে পূজা দেখিতে পাইবেন।’

পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'চিত্রাঙ্গদা' [পৃ ৩২৯-৪১] প্রবন্ধে অমরেন্দ্রনাথ রায় [1888-1957] নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে দ্বিজেন্দ্রলাল-কথিত দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রবীন্দ্রনাথকে মুক্তি দিয়েও অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে 'অসঙ্গতি দোষ' দেখেছেন: 'মানবচিন্তার অদ্ভুত বিশ্লেষণ ইহাতে আছে বটে, কিন্তু সেই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া প্রতিমা ফুটিয়া উঠে নাই। ইহাই এ কাব্যের দোষ।'

৩১ আষাঢ় [বৃহ 15 Jul] শিলাইদহে বিরাহিমপুর পরগণার 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠিত হয়। 'বিরাহিমপুরে স্বয়ং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। উপাসনার আচার্য্য ছিলেন পণ্ডিত যোগীন্দ্রনাথ শিরোমণি। তিনি তথায় ব্রহ্মোপাসনা করিয়া তথাকার কর্ম্মচারী ও প্রজাদিগের প্রতি কল্যাণকর উপদেশ দিয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অনেক ভদ্র ও বিশিষ্ট প্রজা সন্ধ্যায় কাছারী বাটিতে লুচি ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়া আপ্যায়িত হয়েন।'[২৪]

বিশ্রাম ও গোরা উপন্যাস শেষ করার সংকল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেছিলেন। কিন্তু এখানে এসেও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা তাঁকে বিব্রত করে রেখেছে। বাসস্থান ও ব্যবস্থাদির তুলনায় এই সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট বেশি, সেইজন্য নূতন ছাত্র ভর্তি করার ব্যাপারে বিবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কিন্তু চাপে পড়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে বাধ্য হতেন। এইরূপ একটি অনুরোধ পেয়ে তিনি ৩১ আষাঢ় ক্ষিতিমোহনকে লেখেন:

প্রিন্সিপ্‌ল নামক একটা আধুনিক জুজু আছে আমি তাহাকে খুব বেশি ভয় করি না—আমি নিয়ম একেবারে মানি না তাহা নয় আবার তাহাকে অত্যন্ত বেশি সম্মান করাকেও আমি পৌত্তলিকতা বলিয়া মনে করি। ...দরিদ্রকে অনেক সময়ে আমরা ফিরাইতে পারি না—যে রুদ্ধ দ্বার নিয়মের অর্গলে বদ্ধ, করুণা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে। ধনীর সন্তানকেও দয়া করিবেন। তাহারা নিজের দোষে ধনীর ঘরে জন্মায় নাই—তাহারা অনেক বিষয়ে দরিদ্রের চেয়ে অনেক বেশি হতভাগ্য—এজন্য তাহাদের প্রতি চিত্তকে বিমুখ করিবেন না। ...রসিবাবু যখন তাঁহার পুত্রকে অল্প বেতনে দিতে চাহিলেন তখন ক্ষতির কথাটাকে বড় করিয়া তুলিতে পারি নাই—ইঁহারাও যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বিমুখ করিতে কষ্ট বোধ করিতেছি।[২৫]

কিন্তু এই ছাত্রাধিক্য সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের অর্থভাব ঘোচেনি। ৩ শ্রাবণ [সোম 19 Jul] তিনি এই প্রসঙ্গে জগদানন্দ রায়কে লেখেন:

দিনু বিদ্যালয়ের ব্যয় বাহুল্য সম্বন্ধে আশঙ্কা জানিয়েছেন। একবার এ সম্বন্ধে তোমাদের বিশেষভাবে সকলে আলোচনা করে দেখা উচিত। কারণ, আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য যদি এত ছাত্রবৃদ্ধিতেও না হয় তা হলে কিছুতেই হবে না—এবং তা হলে বুঝতে হবে এ বিদ্যালয় কোনোদিন নিজের জোরে টিক্‌তে পারবে না—আমাদের আশ্রিত হয়ে থাকবে। ...অতএব এ সম্বন্ধে তুমি, ক্ষিতিমোহন, অজিত, দিনু, সত্যেশ্বর এবং বঙ্কিম একবার একটা কমিটিতে বসে ভাল করে চিন্তা করে দেখ—তোমাদের মধ্যে জ্ঞানবাবুকেও নিতে পার—কিন্তু তাই বলে বিদ্যালয়ে নূতন পুরাতন ছোট বড় যে কেউ আছেন সকলকে নিয়ে একটা মহতী সভা ডেকো না—তাতে কোনো ফল হয় না।[২৬]

—কমিটিতে আলোচনা করেও ফল হয়নি, সরকারী অধিগ্রহণের আগে বিদ্যালয়ের অভাব কোনদিনই ঘোচেনি।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কবি-ভগিনী সরজকুমারী দেবী দুই পুত্র জ্যোৎস্না ও সুকুমার সেনকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে সেখানেই বাস করার সংকল্প নিয়ে আষাঢ়ের প্রথমে শান্তিনিকেতনে আসেন। মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ শিশুবিভাগের ভার তাঁর উপর অর্পণ করেন। সরোজকুমারী লিখেছেন:

সেই একটি মাস আমি বোলপুরে ছিলাম, তন্মধ্যে দুই সপ্তাহের কিছু উপর সমস্ত শিশুবিভাগের ভার আমার হাতে ছিল। ...

শিশুবিভাগে তখন প্রায় ৩০।৩৫টী শিশু ছিল। ...সারা সকাল ছেলেদের খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা করিতাম সেগুলির ভার আমার হাতেই ছিল। ...

সেই সময় শ্রদ্ধাস্পদ রবিবাবু আমার স্বামীকে [সরকারী উকিল যোগেন্দ্রনাথ সেন] সম্বলপুরে ও আমার দাদাকে (নগেন গুপ্তকে) লিখিয়াছিলেন "অন্নপূর্ণার মত সমস্ত ভার লইয়া তিনি শিশুবিভাগ দেখিতেছেন, বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তিনি মিলিয়া মিশিয়াই আছেন।"[২৭]

কিন্তু পুত্রের অসুস্থতা উপলক্ষে শ্রাবণের শুরুতেই তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। তাঁর বান্ধবী হেমলতা দেবীর চিঠিতে খবরটি জেনে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করে ৪ শ্রাবণ [মঙ্গল 20 Jul] তাঁকে লেখেন:

আপনি বিদ্যালয়ের মধ্যে আসিয়াই স্থান লইয়াছিলেন, ইহার সমস্ত অভাব ত্রুটি অসম্পূর্ণতা আপনার গোচর হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও আমাদের সমস্ত দৈন্য ও অক্ষমতার ভিতর দিয়াও আমাদের সাধনার যিনি লক্ষ্য, তাঁহাকে যদি আমাদের চেষ্টার মধ্যে দেখিয়া থাকেন তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সার্থক হইয়াছে বলিয়াই জানিব। আমাদের বিদ্যালয়ের যেটুকু সত্য আছে গ্রহণ করিবেন ও স্মরণে রাখিবেন—আর যা কিছু সমস্তই ভুলিবার ও ক্ষমা করিবার। অগ্নি জ্বলিবে এই আমাদের আকাঙক্ষা, ধোঁয়া করিয়া তুলি সে আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই ক্লেশকর মলিন ধোঁয়াও অগ্নির ভূমিকা বলিয়া আমি গণ্য করি—সেইজন্য দুই চক্ষু দিয়া জল বাহির হইলেও এই তপস্যাতেই লাগিয়া থাকিতে হইবে।[২৮]

এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়কে ও আর সব-কিছুকেই একটি বড়ো ভাবের দিক থেকে দেখেছেন ও অন্যদের সামনে সেই ভাবকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যালয় পরিচালনা তাঁর কাছে পেশা বা ব্যবসা ছিল না, তবু তার জন্য অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও উদ্বেগ বহন করেছেন এই বড়ো ভাবেরই কারণে—তাঁর কাছে আত্মিক শক্তির বিকাশের একটি ক্ষেত্র ছিল বিদ্যালয়। বিভিন্ন পর্বে কিছু ভাবুক মানুষকে তিনি সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন, অনেক বিরূপ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি একথাও সত্য।

মোহিতচন্দ্র সেনের বিধবা পত্নী সুশীলা সেন তাঁর দুই শিশুকন্যাকে নিয়ে আষাঢ়ের প্রথমে সরোজকুমারীর সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে আসেন বালিকা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই বিভাগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন; ৭ শ্রাবণ [শুক্র 23 Jul] ক্ষিতিমোহনকে লিখেছেন:

দিনু বালিকা বিভাগ সম্বন্ধে নানা কথা লিখেছে—তৎসম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তাকে বলে দিয়েছি। কেবল একটা অংশ উদ্ধৃত করে দিই: —"হিরণ [ডাঃ প্রসন্নকুমার সেনের কন্যা] সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত একলা যেরকম পরিশ্রম করচে তুমি থাক্‌লে হত কিনা বল্‌তে পারিনে।" এ কথাটা যদি সমূলক হয় তাহলে এর মূলোচ্ছেদন করতে ত বেশি সময় লাগা উচিত নয়।

···মোহিতবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা বিহিত নিশ্চয়ই আপনি তাহার ত্রুটি করিবেন না। তাঁহার জন্য আমি উদ্বিগ্ন আছি।[২৯]

নানারকমের বিরোধিতার জন্য উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ ছিল। এইজন্যই তিনি ২২ শ্রাবণ [শনি 7 Aug] সুশীলা সেনকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখে তাঁকে ফলাকাঙক্ষাহীন কর্মযোগের আদর্শে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। 'এই বিশ্রামটি আমার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছিল বলেই ঝড়ঝঞ্ঝার মুখে তোমাদের ফেলে রেখে আমি চলে এসেছিলুম' কৈফিয়ৎটি আছে পত্রের শেষাংশে, কিন্তু চিঠিটি লেখার বাস্তব কারণ ছিল সেটিই:

আমার বড় ইচ্ছা জীবনের মধ্যে যা কিছু সত্য, যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকেই প্রতিদিনের সাধনায় উদ্দীপিত করে তুলে তোমরা শান্তিনিকেতনের আশ্রমের অভিপ্রায়কে সার্থক করে তোল। আমি জানি ইস্কুল নামক জিনিষটা থেকে মানুষ তার শ্রেয়কে লাভ করতে পারে না। যা মানুষের সকলের চেয়ে দরকার তাকেই পাবার এবং দেবার জন্যে আমাদের যার যতটা সাধ্য তা করতেই হবে—নইলে আমাদের জীবনের তাৎপর্য থেকে একেবারে ভ্রষ্ট হব। এইজন্যেই এই মাঠের মাঝখানে আমি ছেলেমেয়েদের ডেকে এনেছি—যা পারি যতটা পারি ওদের অঞ্জলি পূর্ণ করে দিতে হবে। ...আমরা খুব কিছু একটা করে তুলতে <u>পারব</u> সেটা ভাববার কথা নয়—আমরা যথাসাধ্য <u>করব</u> এইটেই আমাদের ধরে থাক্‌তে হবে। ...কোন্‌খানে ফল পাওয়া গেল এবং পাওয়া গেল না তা আমাদের নিশ্চয় বোঝবার কোনো উপায় নেই—কারণ, শক্তি কেবল প্রত্যক্ষভাবে যতটা কাজ করে প্রচ্ছন্নভাবে তার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে। তোমরা যে শক্তিকে খাটাচ্চ এবং যে উপকরণ নিয়ে কাজ করচ এ দুয়ের উপরেই বিশ্বাস রেখো; সর্ব্বদাই ফলকে বাইরে দেখবার জন্যে লুব্ধ হোয়ো না—কারণ, আসল ফল বাইরে নয়, সে ভিতরেই। অবিচলিত সহিষ্ণুতা ও সরস প্রীতির দ্বারা সমস্ত বিরোধকে জয় কোরো—সমস্ত আঘাতকে যদি ক্ষমার দ্বারা গ্রহণ করতে পার তাহলে সেই আঘাত তোমাদের উপর কল্যাণের পুষ্পবৃষ্টি করবে।[৩০]

কিন্তু বালিকাবিদ্যালয়ের সংকটের অবসান হয়নি, সুশীলা দেবীকে পদত্যাগ করতে হয় এবং রবীন্দ্রনাথকে শেষপর্যন্ত বিদ্যালয়ের এই শাখাটি তুলে দিতে হয়। আমরা প্রসঙ্গটি পরে আবার উত্থাপন করব।

গ্রীষ্মবকাশে দার্জিলিঙে গিয়ে অজিতকুমার ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শান্তিনিকেতনে এসেও তিনি নীরোগ হননি। তাই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি হঠাৎ শিলাইদহে উপস্থিত হন। ৭ শ্রাবণ [শুক্র 23 Jul] রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লেখেন: 'আপনাদের রোগীটি হঠাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আজ সকালে এসে পৌঁচেছেন। দেখা যাক পদ্মার পরিচর্য্যায় তিনি কি রকম ফল পান।'[৩১]

পরের দিন ৮ শ্রাবণ [শনি 24 Jul] বন্ধু জগদীশচন্দ্রও সেখানে উপস্থিত হন। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভ্রমণ করে কিছুদিন আগে তিনি দেশে ফিরে আসেন, তার পরে কবি-বন্ধুর সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎকার। দু'তিন দিন পরে তিনি কলকাতায় ফিরে যান। ১২ শ্রাবণ [বুধ 28 Jul] রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লেখেন: 'ডাক্তার বসু দুই তিন দিন আমার সঙ্গে বোটে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বিশেষ উৎসাহ বোধ করিয়াছি। বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার মমত্ব অত্যন্ত গভীর।'[৩২] উভয়ের সমকালীন পত্রাবলী রক্ষিত হয়নি, সেইজন্য তাঁদের সম্পর্কের সঠিক চিত্রটি ফুটিয়ে তোলা শক্ত। কিন্তু কলকাতায় থাকলে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই পার্শিবাগানে জগদীশচন্দ্রের বাড়ি গিয়েছেন।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সময়ে শিলাইদহে তাঁর অতিথি হন। তিনি লিখেছেন:

> রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে একবার শিলাইদহে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি কাছারীর পরপারের চরের গায়ে বজরা বেঁধে বাস করছিলেন। দুখানি বজরা পাশাপাশি বাঁধা, একখানিতে কবি নিজে বাস করেন, আর অন্যখানিতে অজিতকুমার পীড়িত হয়ে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য বাস করছিলেন। আমি অজিতের বজরায় বাসা পেলাম। ...
>
> সে সময়ে তিনি আমাকে যে যত্ন করেছেন, তা আমার জীবনের মহার্ঘ্য সম্বল হয়ে আছে। নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়ানো, আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে সর্বদা উৎসুক থাকা, অজিতকে ক্রমাগত বলা, দেখো অজিত, তোমার বন্ধুর যেন কোনো অসুবিধা না হয়। ...
>
> সন্ধ্যার সময় খুব ঝড়জল আরম্ভ হলো। কবি বললেন—"অজিত, অতিথির সম্বর্ধনা করো, গান ধরো।"
>
> কবি গান ধর্‌লেন, অজিত সঙ্গে যোগ দিলেন—
>
> আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার...
>
> কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো...
>
> এই দুটি গানই আমি প্রবাসীর জন্য চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম, এবং কবির হাতে-লেখা কাগজের টুকরা দুটি এখনো আমার কাছে আছে। [দুটি গানের কোনোটিই অবশ্য প্রবাসী-তে ছাপা হয়নি।]
>
> এই সময় প্রবাসীতে গোরা বাহির হচ্ছিল। তিনি আমাকে বল্‌লেন, আরো একদিন থেকে গোরার কপিও সঙ্গে নিয়ে যেতে [জ্যৈষ্ঠ মাসেই কাল্‌কা ও কলকাতায় ভাদ্র-আশ্বিন মাসের কপি তৈরি হয়ে গিয়েছিল]। আমি তাঁর কাছে থেকে গোরা লেখার পদ্ধতিও দেখবার সৌভাগ্য লাভ করলাম। ঘাড় কাত ক'রে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন, আর খানিক লিখে ফিরে পড়ে দেখে অপছন্দ অংশ চিত্রবিচিত্র করে কেটে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কত সুন্দর সুন্দর রচনাংশ যে কেটে উড়িয়ে দিয়েছেন তা দেখে আমাদের কষ্ট হয়েছে।[৩৩]

৯ শ্রাবণ [রবি 15 Jul] রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য খবরের সঙ্গে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন: 'প্রবল বেগে পূবে বাতাস বইছে—পদ্মা এ কূল থেকে ও কূল পর্য্যন্ত তরঙ্গিত—মাঝে মাঝে বৃষ্টি বয়ে যাচ্চে'—হয়তো অনুরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই তিনি 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' [দ্র ভারতী, ভাদ্র। ২৬২, 'ঝড়ের রাতে'; গীতাঞ্জলি ১১।১৯-২০, ২০-সংখ্যক; গীত ২।৪৬৩; স্বর ১১] গানটি লেখেন; দীর্ঘদিন গানটির রচনাকাল 'আষাঢ় ১৩১৬' হিসেবে মুদ্রিত হলেও পাণ্ডুলিপিতে 'বোট পদ্মা/শ্রাবণ' নির্দেশই দেখা যায়।

শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথ এই একটি গানই লেখেন, এ ছাড়া অবসর সময়টি তিনি ব্যয় করেন গোরা উপন্যাসটি শেষ করার কাজে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে কাল্‌কায় অবস্থানকালে তিনি 'শ্রাবণের কাপি' [অর্থাৎ গ্রন্থের

৫৫-পরিচ্ছেদ] প্রস্তুত করেছিলেন, ৫ জ্যৈষ্ঠ [19 May] ভাদ্র মাসের কিস্তি আরম্ভ করেন, কিন্তু সেইদিনই তাঁকে কলকাতা রওনা হতে হয়। কলকাতায় প্রায় তিন সপ্তাহ থাকার সময়ে হয়তো তিনি সংকল্পিত ভাদ্র-আশ্বিন কিস্তি [গ্রন্থের ৫৬-৬১ পরিচ্ছেদ] সমাপ্ত করেন। অনুমান করা যায়, বাকি পরিচ্ছেদগুলি [৬২-৭৬] তিনি লেখেন শান্তিনিকেতন ও শিলাইদহ অবস্থানকালে। আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করা নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আপত্তি ও অভব্যতায় রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পীড়িত হয়েছিলেন, হিন্দু ও ব্রাহ্ম গোঁড়ামির প্রতি আক্রমণ গোরা উপন্যাসে একটি বড়ো জায়গা করে নিয়েছে হয়তো এরই প্রতিক্রিয়ায়। সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন 'ধর্মপ্রচার' [১২ মাঘ ১৩১০: 26 Jan 1904]-শীর্ষক ভাষণে। এই ভাষণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সমালোচিত হয়েছিল। সমকালীন নৌকাডুবি উপন্যাসও একই কারণে সমালোচিত হয়। কাদম্বিনী দত্তকে রবীন্দ্রনাথ ৮ কার্তিক ১৩১৫ তারিখে লিখেছিলেন: 'আমাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিশেষ শ্রদ্ধা করেন না—তাঁহারা আমাকে পূরা ব্রাহ্ম বলিয়াই গণ্য করেননা'—তিনি নিজেও তা মনে করছিলেন না—তাঁর সেই মানস-বিকাশের গতিময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে গোরা উপন্যাসে। এরই সঙ্গে মিশেছে বঙ্গভঙ্গ-জনিত জাতীয়তার আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তিত মনোভাব। এই উপন্যাস শেষ হয়েছে সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও জাতীয়তার গণ্ডি থেকে উত্তরণের মধ্যে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি গোরা-র সমালোচনায় লিখেছিলেন: "ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন বিবিধ প্রবন্ধে যাহা পড়িয়াছি, 'গোরা' নামক ফনোগ্রাফেও সেই সকল পুরাতন 'গৎ' বাজিতেছে।"[৩৪] 'গোরা' উপন্যাসে কেবল পুরাতন 'গৎ' বাজেনি, নূতন নূতন সুরের সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের পরিণত 'harmony'-কল্পনারও আভাস দিয়েছে। উপন্যাসের শেষে তাঁর গোরা হিন্দুত্ব থেকে ভারতবর্ষীয়ত্বে মুক্তি পেয়েছে—রবীন্দ্রনাথের মন অতঃপর বিশ্বমানবত্বের অভিমুখী।

'সিলাইদহ হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় ৩০শে শ্রাবণ যোড়াসাঁকো আসায় গাড়িভাড়া'র হিসাব থেকে জানা যায়, তিনি ৩০ শ্রাবণ [রবি 15 Aug] কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এবারে তিনি ৭ ভাদ্র সোম 23 Aug] পর্যন্ত কলকাতায় থাকেন। শিলাইদহে অজিতকুমার তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁকে নিয়েই তিনি কলকাতায় আসেন। ১ ভাদ্র [মঙ্গল 17 Aug] ক্ষিতিমোহনকে লিখেছেন: 'আপনার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই অজিতকে লইয়া চলিয়া আসিয়াছি। বোলপুরে যাহাতে সে সাবধানে থাকে এবং পথ্যপালন করিয়া চলে তাহাই ব্যবস্থা করিবেন। এখন তাহাকে কেমন দেখিতেছেন। যদি নিতান্তই বোলপুরের আশ্রমদেবতা তাহার প্রতি বিমুখ হন তবে তাহার জন্য কলিকাতায় কাজ জুটাইতে পারিব বলিয়া আশা হইতেছে। কতকটা ভূমিকা করিয়া রাখিয়াছি।'[৩৫] কিন্তু এখনই তার প্রয়োজন হয়নি।

কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ কিছু ব্যস্ততার মধ্যে কাটান। ৩১ শ্রাবণই তিনি পার্শিবাগানে জগদীশচন্দ্রের কাছে যান, '১ ভাদ্র বাবু জগদীশ বসু দিগকে খাওয়ান ব্যয়' হিসাব থেকে জানা যায়, এই দিন তিনি জগদীশচন্দ্রকে ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। একই দিনে তিনি কলেজ স্কোয়ারে যান।

২ ভাদ্র [বুধ 18 Aug] বিকেল সাড়ে পাঁচটায় শিল্প-বিশেষজ্ঞ ড আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী* ডি. এস্‌সি ১৬৬ বউবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত ন্যাশানাল কলেজে জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কুমারস্বামীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্ভবত ইতিপূর্বেই যোগাযোগ ঘটেছিল। 12 Jan 1909 [২৮ পৌষ ১৩১৫]-সংখ্যা বেঙ্গলী-তে কুমারস্বামীর বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে লেখা হয়: 'Dr. A.K. Coomarswamy is coming out to Calcutta from London, sometime in February, and will stay with Mr. Rabindra Nath Tagore.' এই খবরের সূত্র কী এবং এরূপ বাস্তবিকই ঘটেছিল কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু সংবাদটি উভয়ের পূর্ব-সম্পর্কের ইঙ্গিতবাহী।

বেঙ্গলী-র 19 Aug-সংখ্যায় উক্ত সভার বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত হয়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি-পদের জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করে বলেন: 'We have this day had the pleasure of meeting him after a long period of absence and we cannot do better than place him on the chair, so that we may have, everyone of us, a full view of him.' রবীন্দ্রনাথ বক্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচ সত্ত্বেও তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করছেন, কারণ যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন তিনি তাঁর গুরুজন। বক্তা একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। অনেকেই তাঁর প্রবন্ধগুলি পড়েছেন। মডার্ন রিভিউ এবং অন্যান্য পত্রিকায় তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি কেবল ভারতের নয়, য়ুরোপের সমস্ত দেশের শিল্পকলা সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং এই দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ প্রায় কেউই নেই। তিনি কেবল তথ্যই সংগ্রহ করেননি, তার গভীরে ডুব দিয়েছেন। ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে তাঁর সবিশেষ জ্ঞান আছে। য়ুরোপের যে সমস্ত দেশে শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ আয়োজন আছে সেই সব দেশই তিনি ভ্রমণ করেছেন। সুতরাং এদেশে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত সে-বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার পক্ষে তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি।

উল্লেখ্য, গগনেন্দ্রনাথ 'Sept 1909' তারিখ দিয়ে কুমারস্বামীর একটি ছবি এঁকেছিলেন [দ্র বি.ভা.প., কার্তিক-পৌষ ১৩৫০।২০৫]।

কলকাতায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ ৩ ভাদ্র সুকিয়া স্ট্রীট, ৫ ভাদ্র পার্শিবাগান, ৬ ভাদ্র বালিগঞ্জ ও ৭ ভাদ্র 'থ্যাকার কোং বাটী'তে যাতায়াত করেন। জোড়াসাঁকোতেও অনেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সেইজন্য ৪ ভাদ্র [শুক্র 20 Aug] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন: 'কলিকাতায় অহোরাত্র লোকজনের ভীড়ে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি সেইজন্য আপনাকে চিঠি লিখিতে দেরি হইয়া গেল। এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচি।'[৩৬]

ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

ভারতী, ভাদ্র ১৩১৬ [৩৩।৫]:

২৬২ 'ঝড়ের রাতে' ['ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।১৯-২০ [২০-সংখ্যক]

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৬ [৯।৫]:

২৮৩-৯৪ 'গোরা' ৫৫-৫৭ দ্র গোরা ৬।৪৪৭-৬৬ [৫৬-৫৮]

৩২৪ 'হৃদয়ে তোমার দয়া' দ্র গীত ১।৫৫

'মিশ্র পরজ-কাওয়ালী' সুর-তালে নিবদ্ধ দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিও [দ্র স্বর ৩৬] গানটির সঙ্গে মুদ্রিত হয় [পৃ ৩২৩-২৪]

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৬ [৯।৫]:

২৪৭ ‘বিরহ’ [‘হেরি অহরহ তোমার বিরহ’] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২৩ [২৫-সংখ্যক]

গানটি ১২ ভাদ্র শান্তিনিকেতনে রচিত, পত্রিকাটি বহু বিলম্বে 22 sep [৬ আশ্বিন] তারিখে প্রকাশিত হয়।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ভাদ্র ১৩১৬ [৮।১২]:

২৪৪-৪৬ মিশ্র বেহাগ-কাওয়ালি। শুধু যাওয়া আসা দ্র স্বর ১০

স্বরলিপিকারের নাম উল্লেখিত হয়নি।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী এই মাসে রবীন্দ্রনাথের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 18 Aug [বুধ ২ ভাদ্র] প্রকাশিত হয় ‘ইংরাজী সোপান দ্বিতীয় ভাগ’; ৫৬ পৃষ্ঠার ছয় আনা দামের দ্বিতীয় সংস্করণের এই বইটি হিতবাদী লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে এই সংস্করণের প্রথম ভাগ [২য় সং] প্রকাশের তারিখ 19 Mar 1910 [৫ চৈত্র]—কিন্তু তারিখটি নিশ্চয়ই ভুল। সম্ভবত 2 Jul [শুক্র ১৮ আষাঢ়] তারিখের পূর্বেই দুটি ভাগ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল; ঐ তারিখের বেঙ্গলী পত্রিকায় ‘ইংরাজি সোপান ২ খণ্ডে সমাপ্ত প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।ল০’ বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

10 Sep [শুক্র ২৫ ভাদ্র] প্রকাশিত হয় ‘ইংরাজী পাঠ (প্রথম)’; ৪২ পৃষ্ঠার চার আনা দামের গ্রন্থটির প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরি হলেও মুদ্রক ২০ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের হরিচরণ মান্না, মুদ্রণসংখ্যা ২০০০। আখ্যাপত্র: ইংরাজি পাঠ/ (প্রথম)/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/

বোলপুর/মূল্য চার আনা

হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়-লিখিত গ্রন্থটির একটি বিস্তৃত পরিচয় অনাথনাথ দাস-সম্পাদিত ‘শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ’ [১৩৮৮] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে [প ২৪২-৪৪]।

হিতবাদী লাইব্রেরি থেকে বইগুলি প্রকাশিত হলেও আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয় ৩০ ভাদ্র [বুধ 15 Sep] তারিখে। চুক্তিপত্রটি পাওয়া না গেলেও বিষয়টি জানা যায় সম্ভবত প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত উক্ত লাইব্রেরির ‘তত্ত্বাবধায়ক’ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 2 May 1914 [১৯ বৈশাখ ১৩২১] তারিখের পত্র থেকে:

> আপনার আদেশ অনুযায়ী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (১) প্রায়শ্চিত্ত, (২) ছুটীর পড়া, (৩) ইংরাজি সোপান ১ম ও ২য়, (৪) ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা, (৫) ইংরাজি পাঠ, (৬) সংস্কৃত প্রবেশ ১ম, ২য়, ৩য় ও শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত (৭) শিবাজী ও মারাঠা জাতি পুস্তকের হিসাব পাঠাইলাম। ১৩১৬ সালের ৩০শে ভাদ্র মাসের চুক্তি অনুসারে উক্ত ৭খানি পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ মূল্য হইতে শতকরা ৭৫ টাকা কমিশন আমাদের ও শতকরা ২৫ টাকা কমিশন তাঁহার প্রাপ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমরা আড়াই হাজার ২৫০০৲ টাকা অগ্রিম দিয়াছি। আড়াই হাজার টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঐ পুস্তকগুলির নূতন নূতন সংস্করণ করিয়া বিক্রয় করিব ইহাও রবিবাবুর স্বাক্ষরিত পত্রে লিখিত আছে। ঐ আড়াই হাজার টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত রবিবাবু অথবা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি পুস্তকগুলি প্রকাশিত করিতে কিম্বা অন্য কাহাকেও প্রকাশ করিতে দিতে পারিবেন না। প্রায়শ্চিত্ত, ইংরাজি শ্রুতি[শিক্ষা], সংস্কৃত প্রবেশ, শিবাজী ও মারাঠা জাতি ১ম সংস্করণ এক হাজার হিঃ ও ছুটীর পড়া ও ইংরাজি পাঠ দুই হাজার হিঃ ছাপা হইয়াছে। ঐ পুস্তকগুলির ২য় সংস্করণ হয় নাই। ইংরাজি সোপান ১ম ও ২য় ১ম সংস্করণ এক হাজার হিঃ ও ২য় সংস্করণ এক হাজার হিঃ ছাপা হইয়াছে। তাহার পর আর ছাপা হয় নাই।[৩৭]

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা হয়েছিল, হিতবাদী কর্তৃপক্ষ কয়েকটি বইয়ের নূতন সংস্করণ ছাপিয়ে তার লভ্যাংশ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করছেন। কিছু বঞ্চনা তাঁকে কেউ-কেউ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর খ্যাতির তুলনায় বই বিক্রয়ের পরিমাণ অবশ্যই যথেষ্ট ছিল না।

কিন্তু ইংরেজি শেখানোর জন্য তিনি যখন নূতন নূতন বই লিখছেন, তখনই ১ ভাদ্র [17 Aug] ক্ষিতিমোহনকে লিখেছেন:

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রণীত ইংরাজি শিক্ষার ৩ খানি বই আপনার কাছে পাঠাই—যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে বিদ্যালয়ে ধরাইবেন। অজিত যেন এ বইয়ের প্রতি অবজ্ঞা না করেন বা মনে কোনো বিরুদ্ধতা না রাখেন। সুবিচার করিয়া যেটি ভাল বোধ করেন তাহাই করিবেন—সত্যেশ্বরকেও [নাগ] দেখাইবেন। হয়ত ইংরাজি সোপানের চেয়ে ইহ কাজের হইতে পারে।[৩৮]

দ্বিজেন্দ্রলালের *Lessons in English* গ্রন্থটির তিনটি খণ্ড 20 Dec 1907, 2 May 1908 ও 20 Jan 1909 তারিখে প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে ও তাঁর বন্ধুবর্গ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যা-সব লিখছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত চিঠিতে প্রকাশিত মনোভাব অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

২৬ আষাঢ় [10 Jul] শান্তিনিকেতন ত্যাগ করার মাস দেড়েক পরে রবীন্দ্রনাথ আবার সেখানে ফিরে এলেন ৭ ভাদ্র [সোম 23 Aug] তারিখে। গোরা উপন্যাস লেখা শেষ হয়ে গেছে, অন্য কোনো রচনারও তাগিদ নেই—সেই অবসরে তাঁর অন্তরে সুরের ধারা প্রবাহিত হল। ১০ ভাদ্র থেকে ১৮ ভাদ্র মাত্র ন'দিনের মধ্যে তিনি আঠারোটি গান লিখলেন—প্রায়ই তিনি একদিনে একাধিক গান লিখেছেন, ১৬ ভাদ্রে লিখিত গানের সংখ্যা পাঁচটি।

এবারের গানগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন নূতন একটি পাণ্ডুলিপিতে। ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহ-ভুক্ত এই পাণ্ডুলিপিটি সম্প্রতি তাঁর পুত্র ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন রবীন্দ্রভবনে দান করেছেন। লণ্ডনের Herbert Shering কোম্পানি দ্বারা প্রস্তুত Light and Shade অভিধা-যুক্ত গোলাপি কাপড় দিয়ে মোড়া পাতলা বোর্ডে বাঁধাই একটি খাতা গীতাঞ্জলি-র গান লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রথমে খাতাটিতে অন্য কোনো ব্যক্তি কালি দিয়ে একটি পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে অপর পৃষ্ঠায় একটি করে মোট আঠারোটি হিন্দি দোহা লিখে রেখেছিলেন। কেউ-কেউ মনে করেছেন, এগুলি রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরেই লিখিত[৩৯]—কিন্তু আমাদের তা মনে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আগে-পরে কয়েকবারই অন্যের ব্যবহার করা খাতা হাতের কাছে পেয়ে তাকেই নিজের রচনার বাহন করে তুলেছেন; এইভাবেই তিনি শ্যালক-পত্নী নলিনীবালা রায়চৌধুরীর 'আমার খাতা'য় শিশু-র কবিতাগুলি লেখেন।

পাণ্ডুলিপিটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৮। রবীন্দ্রভবনে মূল পাণ্ডুলিপিটি আসার আগে পৃষ্ঠানুক্রমিক মাইক্রোফিল্ম করা হয় ও প্রতিটি পৃষ্ঠার ফটোকপি প্রস্তুত করে দুটি খণ্ডে বাঁধিয়ে রাখা হয়, নির্দেশক সংখ্যা 427(i) ও 427(ii)। প্রতিটি পৃষ্ঠা একাধিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত, যার সঙ্গে আবার বর্তমানে প্রদত্ত পৃষ্ঠাসংখ্যার পার্থক্য আছে। এ থেকে বোঝা যায়, খাতাটির বাঁধাই খুলে যাওয়ার পর পাতাগুলি ইচ্ছানুক্রমে সাজানো হয়েছে—যার ফলে রচনার মূল বিন্যাস বিপর্যস্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের একটি স্বভাব ছিল, মাঝে মাঝেই খাতাটি উলটে নিয়ে লেখা। কিন্তু পাতাগুলি পুনর্বিন্যস্ত হওয়ায় এই চেহারাটি আর স্পষ্ট নেই, ফলে গীতাঞ্জলি-বহির্ভূত অনেক তারিখ-হীন রচনার আনুমানিক রচনাকাল নির্ণয় দুরূহ হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এরূপ কিছু-কিছু সমস্যার সাক্ষাৎ পাব।

গীতাঞ্জলি-র অন্তর্ভুক্ত ১৫৭টি গান ও কবিতার সবগুলি এই পাণ্ডুলিপিতে নেই। ১ ও ৩-সংখ্যক গানের পাণ্ডুলিপি এখনও পাওয়া যায়নি; মীরা দেবী-কৃপালনী সংগ্রহে ২ ও ৪-সংখ্যক গানের পাণ্ডুলিপি আছে—'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই', ১২ আষাঢ় ১৩১৪ [27 Jun 1907] ও 'বিপদে মোরে রক্ষা করো' ১১ আষাঢ়ে লেখা—দুটি গানই জামাতা নগেন্দ্রনাথের আমেরিকা-যাত্রার প্রাক্কালে কলকাতায় লিখিত হয়েছিল। ৫-সংখ্যক 'অন্তর মম বিকশিত করো' গানটির খসড়া আছে Ms. 358-এ, ১৫-২০-সংখ্যক ৬টি গানও আছে উক্ত

পাণ্ডুলিপিতে। শারদোৎসব নাটকের অন্তর্ভুক্ত ১১-১৩-সংখ্যক ৩টি গান প্রথম খসড়া করা হয়েছিল উক্ত নাটকের পাণ্ডুলিপিতেই—বর্তমানে ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহভুক্ত এই পাণ্ডুলিপিটিও রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে, সংগ্রহণ-সংখ্যা Ms. 440। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে লেখা শুরু হয়েছে ১০ ভাদ্র ১৩১৬ [বৃহ 26 Aug 1909] তারিখে রচিত 'জানি জানি কোন আদি কাল হতে' গীতাঞ্জলি-র ২১-সংখ্যক গানটি দিয়ে।

গীতাঞ্জলি-র আর-একটি পাণ্ডুলিপি মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে রবীন্দ্রভবনে এসেছে [Ms. 357]। এটিকে পাণ্ডুলিপি না বলে প্রেসকপি বলাই ভালো। এতে মুদ্রিত পুস্তকের 'বিজ্ঞাপন'টিও আছে, কিন্তু 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' গানটির আগের রচনাগুলি এখানে পাওয়া যায় না। এই পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক গান বা কবিতাকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করেছেন, মুদ্রিত গ্রন্থেও এই সংখ্যাগুলি আছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত গানটির সংখ্যা '৫৯', বর্তমান প্রচলিত সংস্করণে সংখ্যাটি '৫৮'—এর কারণ প্রথম সংস্করণের [ভাদ্র ১৩১৭] ১৫-সংখ্যক গান 'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি' মাঘ ১৩৩২-এর দশম পুনর্মুদ্রণে বাদ যায়।[৪০]

মূল পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে নূতন গানটি লিখলেন, আগেই বলা হয়েছে, সেটি হল 'জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ২০, ২১ সংখ্যক; গীত ১।১২৫; স্বর ৩৮], পাণ্ডুলিপিতে রচনার স্থান-কাল: বোলপুর/১০ ভাদ্র ১৩১৬ [বৃহ 26 Aug], রাগিণী 'কেদারা' রচনার শীর্ষে লেখা। স্থায়ী ও সঞ্চারী বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে, কাটাকুটিগুলি বিচিত্র এক নক্শায় পরিণত। গানটি 'চির-পরিচয়' নামে কার্তিক সংখ্যা সুপ্রভাত-এ [পৃ ১৫৪] মুদ্রিত হয়।

১০ ভাদ্র 'রাত্রি'তে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২১, ২২-সংখ্যক; গীত ১।৬; স্বর ৩৮] গানটি। 'গুণী' শীর্ষনামে গানটি আশ্বিন-সংখ্যা দেবালয়-এ [পৃ ১৩৩] মুদ্রিত হয়। রাগিণী 'খাম্বাজ' পাণ্ডুলিপিতেই উল্লেখিত।

'টোড়ি ভৈরবী' রাগিণীতে নিবদ্ধ 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ২১-২২, ২৩-সংখ্যক; গীত ১।১৫২; স্বর ৩৭] গানটি লেখা হয়েছে ১১ ভাদ্র [শুক্র 27 Aug] 'রাত্রি'তে।

১২ ভাদ্র [শনি 28 Aug] দুটি গান লেখা হয়: 'কাফি' রাগে নিবদ্ধ 'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২২-২৩, ২৪-সংখ্যক; গীত ১।৬৪-৬৫; স্বর ৩৮] এবং 'হেরি অহরহ তোমারি বিরহ' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২৩, ২৫-সংখ্যক; গীত ১।৬৫; স্বর ৩৭]—প্রথমটি বঙ্গদর্শন-এর পৌষ-সংখ্যায় [পৃ ৪৩১-৩২] 'প্রার্থনা' নামে ও দ্বিতীয়টি ভাদ্র-সংখ্যায় [পৃ ২৪৭] 'বিরহ' নামে মুদ্রিত হয়।

অন্যান্য গানগুলি হল:

১৩ [রবি 29 Aug] 'আর নাই রে বেলা নামল ছায়া' দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ২৪ [২৬]; গীত ২। ৩০৬; স্বর ৩৮; বঙ্গদর্শন, আশ্বিন। ২৯৪, 'দিনান্তে'।

১৪ [সোম 30 Aug] 'আজ বারি ঝরে ঝর ঝর' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২৪-২৫ [২৭]; গীত ২।৪৪১-৪২; স্বর ১১; মানসী, আশ্বিন। ৩৪৩-৪৪, 'বর্ষার গান'।

১৪ রাত্রি [,,] 'প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২৫-২৬ [২৮]; গীত ১।৬৪; স্বর ৩৮।

১৫ [মঙ্গল 31 Aug] 'ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২৬ [২৯]; গীত ১।৫৪; স্বর ৩৭।

১৬ [বুধ 1 Sep] 'এই তো তোমার প্রেম, ওগো' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২৭ [৩০]; গীত ১।২০৭-০৮; স্বর ৩৮|

১৬ [,,] 'আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২৭-২৮ [৩১]; গীত ১। ১৪-১৫; স্বর ৩৮|

১৬ [,,] 'দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও' দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ২৮ [৩২]; গীত ১।১৫৮; স্বর ৩৮।

১৬ [,,] 'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২৯ [৩৩]; গীত ১।৭৬; স্বর ৩৭।

১৬ [,,] 'আমার মিলন লাগি তুমি' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২৯-৩০ [৩৪]; গীত ১।৫৯; স্বর ৩৭।

১৭ [বৃহ 2 sep] 'এসো হে এসো, সজল ঘন' দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৩০ [৩৫]; গীত ২। ৪৬৪-৬৫; স্বর ১১; মানসী, কার্তিক। ৩৯৪, 'আবাহন' [লিপিচিত্র]।

১৮ [শুক্র 3 Sep] 'পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে' দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৩০-৩১ [৩৬]; স্বর ৩৮

১৮ [,,] 'নিশার স্বপন ছুটল রে, ওই' দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৩১-৩২ [৩৭]; গীত ১।১১৬; স্বর ৩৮|

১৮ [,,] 'শরতে আজ কোন্ অতিথি' দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৩২ [৩৮]; গীত ২। ৪৮৫; স্বর ৫০; ভারতী, কার্তিক। ৪০৩, 'অতিথি'।

গানের রসে মন মজে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের অর্থসমস্যার কথা ভুলে থাকতে পারেননি। রাধাকিশোর মাণিক্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে নিয়মিত যে অর্থসাহায্য করতেন, তাঁর উত্তরাধিকারী বীরেন্দ্রকিশোরের আমলেও যেন তা অব্যাহত থাকে এই আশায় ১০ ভাদ্র [বৃহ 26 Aug] তাঁকে লেখেন:

স্বর্গীয় মহারাজের নিকট হইতে বোলপুর বিদ্যালয় বার্ষিক সাহায্য লাভ করিয়া আসিয়াছে তাহা আপনার অগোচর নাই। সেই বদান্যতায় এই বিদ্যালয়কে দুর্দ্দিনে রক্ষা করিয়াছে—পরলোকগত মহাত্মার সহিত আমার এই কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধ কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হইবেনা এবং আমার প্রতি তাঁহার অহেতুক স্নেহ আমি চিরজীবন মনে রাখিব।

স্বর্গীয় মহারাজের সেই দান মহারাজের নিকট হইতে আমরা পাইবার আশা করিতে পারি কিনা জানিবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত আমাদের এই মঙ্গলসম্বন্ধসূত্রটি বিচ্ছিন্ন হইবেনা এই আশা আমরা অন্তরে পোষণ করিতেছি।[৪১]

পত্রের শেষে তিনি আশ্বাস দিয়ে লিখেছেন: 'আমাদের বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আভাসমাত্র নাই। ...এখানকার ছাত্রগণ কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক সভায় বা আন্দোলনে যোগ দিতে পায় নাই।' এই আবেদন বা আশ্বাসে সম্ভবত কোনো কাজ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ২৭ ভাদ্র [রবি 12 Sep] মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লেখেন: 'বিদ্যালয়ের দান সাহায্য জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিয়ো না। যখন তোমাদের সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়ো কিছুমাত্র তাড়া করিয়ো না। আপাতত তোমাদের রাজকার্য্যে শৃঙ্খলাবিধান ও শান্তিস্থাপন হইয়াছে সংবাদ পাইলে আমি নিরুদ্বিগ্ন হইব।'[৪২] ত্রিপুরারাজ্যের বিষাক্ত রাজনৈতিক পরিবেশের কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন, তাই এই নিরীহ পত্রটিও তিনি 'রেজিষ্ট্রি-ডাকে' প্রেরণ করেন।

অর্থ-সংগ্রহের অন্য পন্থার কথাও তিনি ভাবছিলেন। *3 Sep [শুক্র ১৮ ভাদ্র] ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন:

উপনিষৎ সংগ্রহ সম্বন্ধে তোমরা যেরূপ সর্ত্ত করিতে ইচ্ছা কর তাহাতেই রাজি আছি। আমার ইচ্ছা এই যে শান্তিনিকেতন গ্রন্থাবলীতে ধর্ম্মপিপাসু লোকদের জন্য একত্রে নানা ব্যঞ্জনের ভোজের সৃষ্টি করিব। উপনিষৎ অংশ না থাকিলে অসম্পূর্ণ হইবে। ইহার স্বত্ব বোলপুর

বিদ্যালয়ের। কিঞ্চিৎ যৎসামান্য কিছু দিলেও আপত্তি করিব না। আমার বিশ্বাস, যাহারা আমার শান্তিনিকেতন কিনিতেছে তাহারা এ বইও পড়িবে।[৪৩]

চার আনা দামের উপনিষৎ সংগ্রহ-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩১৭-তে।

এই পত্রেই তিনি লেখেন: 'আগামীকাল কলিকাতায় যাইব। রথী পরশু আসিবে।' 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের ১৯ ভাদ্র হাওড়া হইতে আসার' হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ১৯ ভাদ্র [শনি 4 Sep] অরিখেই কলকাতায় আসেন। প্রায় একমাস কলকাতায় থেকে তিনি ১৬ আশ্বিন [শনি 2 Oct] কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে ফিরে যান।

রথীন্দ্রনাথ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যায় B.S. [B.Sc] ডিগ্রি লাভ করে বর্তমান বৎসরের গোড়ায় য়ুরোপ যাত্রা করেন। ১৩ বৈশাখ [সোম 26 Apr] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন: 'তাকে য়ুরোপে যাবার পাথেয় গতকল্য পাঠিয়েছি। সে একবার ফ্রান্স ও জর্ম্মনিতে তার শিক্ষা সমাধা করে আসুক।'[৪৪] রথীন্দ্রনাথ লণ্ডনে কিছুদিন থেকে [রবীন্দ্রভবনে লণ্ডন থেকে 25 Jun পিতাকে লেখা রথীন্দ্রনাথের একটি চিঠি রক্ষিত আছে] জার্মানীর গোয়েটিংগেন [Goettingen] বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ২৪ শ্রাবণ [সোম 9 Aug] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জনকে লেখেন: 'আজ রথীর চিঠি পাইয়াছি। সে এখন জর্ম্মনিতে আছে। দেশে ফিরিবার পাথেয়ের জন্য টেলিগ্রাফ করিয়াছিল। তাহা পাঠান হইয়াছে।'[৪৫] ৪ ভাদ্র [শুক্র 20 Aug] তাঁকেই লিখেছেন: 'রথীকে বোম্বাই ঠিকানায় বেলা পত্র লিখিতেছে তাহাতে আপনাকে খবর দিবার কথা লিখিতে বলিয়া দিলাম।'[৪৬] ২০ ভাদ্র [রবি 5 Sep] 'শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র বাবুর হাওড়ার ষ্টেশন হইতে আসার গাড়িভাড়া'র হিসাব থেকে জানা যায়, তিনি এইদিনই কলকাতায় ফিরেছেন। রবীন্দ্রনাথ এইদিন বালিগঞ্জ যাতায়াত করেন, সম্ভবত বিদেশ-প্রত্যাগত পুত্রকে সঙ্গে করেই। একটি তারিখহীন পত্রে তিনি জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'রথী আসিয়াছেন। ...তাহাকে এখন কিছুদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরিতে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। তাহার কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্যও চিন্তা করিতে হইতেছে। ...আমি সম্প্রতি নানাপ্রকার বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত হইয়া আছি। এটা কাটিয়া গেলে তাহার পর রথী ও শরতের উপরে কার্য্যভার দিয়া আমি কতকটা ছুটি পাইতে পারিব। এই প্রত্যাশাতেই এতদিন প্রতীক্ষা করিয়া ছিলাম।'[৪৭]

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় মোটামুটি ব্যস্ততার মধ্যে ছিলেন। ২৩ ভাদ্র তিনি পার্শিবাগান ও বালিগঞ্জে গিয়েছিলেন, ২৪ ও ৩১ ভাদ্র পুনরায় পার্শিবাগানে গিয়েছেন। জগদীশচন্দ্র পার্শিবাগানের কাছেই থাকতেন, পুত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্যই হয়তো এই যাওয়া-আসা।

হিতবাদী লাইব্রেরি থেকে কয়েকটি গ্রন্থপ্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ ৩০ ভাদ্র [বুধ 15 Sep] চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। ইতিমধ্যে সেখান থেকে ইংরাজী সোপান প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং ইংরাজী পাঠ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে 'গান'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ও রবীন্দ্র-কবিতার নির্বাচিত সংকলন 'চয়নিকা' প্রকাশের আয়োজন চলছিল। 'গান' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ১৮ ভাদ্র চারুচন্দ্রকে লেখেন: 'গানের ভূমিকার ত কোনো প্রয়োজন দেখি না—কারণ ইহা পুরাতন সামগ্রী। এইটুকুমাত্র লিখিয়া দিতে পারেন [য] ইহাতে অনেকগুলি নূতন গান দেওয়া হইয়াছে।' ২৬ ভাদ্র [শনি 11 Sep] তাঁকে লেখেন: 'আমার নূতন গানগুলি অজিত তোমাদের কাছে কি পর্য্যন্ত পাঠিয়েছে জানি নে সুতরাং কোন্‌গুলো

আমাকে কপি করে পাঠাতে হবে বুঝতে পারচি নে।'[৪৮] হয়তো 'নূতন গানগুলি' কপি করতে গিয়েই ২৭ ভাদ্র [রবি 12 Sep] লেখেন: 'হেথা যে গান গাইতে আসা আমার হয় নি সে গান গাওয়া' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৩৩ [৩৯]; গীত ১।১৪; স্বর ৩৮; মানসী, ফাল্গুন। ২২, 'গান'। অবশ্য এর পরে লিখিত গানও উক্ত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন:

এই দিনই [২৬ বৈশাখ] অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র হইতে জানিতে পারি যে কবির প্রথম কবিতা সঞ্চয়ন 'চয়নিকা'র "সংগ্রহ ও সংবিভাগ" পাইয়া তাঁহার ভালোই লাগিতেছে, তবে '১২টি সংগ্রহ যোগ করে ১০০ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে' বলিয়া নির্দেশ দিতেছেন। কিন্তু দেখা যায় পরে আরো যোগ করা হয়; 'চয়নিকা'র প্রথম সংস্করণে শেষ পর্যন্ত ১৩০টি [কণিকা-র ২৩টি সহ ১৪২টি কবিতা ও ১৮টি গান] সঞ্চিত হইয়াছিল। আমাদের আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসঞ্চয়ন 'চয়নিকা' সম্পাদিত হইতেছে; কবির সহিত পরামর্শক্রমে অজিতকুমার চক্রবর্তী এই সম্পাদন কার্য করিতেছেন।[৪৯]

আমরা আগেই বলেছি, বক্তব্যটি ঠিক নয়। বস্তুত উক্ত পত্রে 'ভক্তবাণী' [1909-10] গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহর্ষি, রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ, St. Teresa, Thomas a Kempis, Avrillon, St. Augustine প্রভৃতি দেশী-বিদেশী ভক্তের ১১৩টি বাণী উক্ত গ্রন্থের তিনটি ভাগে সংকলিত হয়।*

চয়নিকা-র কবিতাগুলি কে নির্বাচন করেছিলেন বলা মুশকিল। বেঙ্গলী-তে [8 Jan 1910] মুদ্রিত গ্রন্থটির সমালোচনায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্পাদক বলে অভিহিত করা হয়েছে: 'The editors, Babu Charoo Chandra Banerji and Money Lall Gangooly have exercised a judicious care in choosing the poems.'

২৬ ভাদ্র [শনি 11 Sep] রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লিখেছেন:

তোমাদের বইগুলি এখনো ছাপাখানার জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হচ্চেনা দেখে সকলেই বিস্মিত। কিন্তু প্রকাশক নামক প্রাণীর চালচলন আমি জানি বলেই আমি বিস্ময় বোধ করচি নে। আজ সত্যেন্দ্র এসেছিলেন—তিনি চয়নিকার জন্যে উৎসুক। শৈলেশ বলছিল তোমাদের বিজ্ঞাপন পড়ে অনেকে বই কিন্‌তে এসে ফিরে যাচ্চে—সেটা ক্ষতিজনক। শুনচি তোমরা মণিলালের কাছে, বিতরণের জন্য, কতকগুলি বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছ—কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞাপন বিলি করা আমি শ্রেয় বোধ করি নে।

১২ আশ্বিন [মঙ্গল 28 Sep] রবীন্দ্রনাথ মুদ্রিত চয়নিকা হাতে পেয়েছিলেন। ঐদিন তিনি চারুচন্দ্রকে লেখেন:

চয়নিকা পেয়েছি। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। কবিতা ভাল কি না তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে প্রকাশ পাব তখন জানাব।

কিন্তু ছবি ভাল হয় নি সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এই ছবিগুলোর জন্যই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম কারণ এগুলি আমার রচনা নয়।

নন্দলালের পটে যেরকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না বরঞ্চ একটু খারাপই লাগল।[৫০]

অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলাল বসু [1883-1966] ইতিমধ্যেই চিত্রশিল্পী হিসেবে যথেষ্ট পরিচিত। নন্দলালের আঁকা 'তারা' 'সাবিত্রী' 'যম' প্রভৃতি প্রথম দিকের ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন, বলেছিলেন—'যম এত সুন্দর'। নন্দলালের হাতিবাগানের বাড়িতে বাঁকুড়ার এক সাধু এলে পূজার জন্য নন্দলাল তাঁকে 'তারা'-মূর্তি এঁকে দিয়েছিলেন।তিনি বলেছেন:

তার কিছুদিন পরেই কবির জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সহসা ডাক পড়লো আমার। সসংকোচে গেলুম আমি দেখা করতে। কবি বললেন, —'তোমার 'তারা'-মূর্তি আমি দেখেছি। বেশ হয়েছে। তা, তোমাকে এখন আমার কবিতার বই (চয়নিকা, ১৯০৯, ১৩১৬) ইলাস্‌ট্রেট করতে

হবে।'... কবিকে আমি বললুম,—'আমি আপনার বই পড়িনি বললেই হয়। পড়লেও মানে কিছু বুঝিনি।' কবি বললেন,—'তাতে কি, তুমি পারবে ঠিক। এই আমি পড়ছি, শোন'। বলে, তিনি তাঁর চয়নিকার কবিতা পড়তে আরম্ভ করলেন,—'পরশ পাথর', 'ঝুলন', 'মরণ মিলন' এই সব কবিতা। আর দেখ, তাঁর পড়বার ভঙ্গিতেই আমার মনে যেন নানা ছবি বসতে লাগলো। আগে পরে ছবি এঁকেছি-'খেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর', 'শিবের তাণ্ডব', 'অন্নপূর্ণা ও শিব', 'নকল বুঁদি'—আরও সব।[৫১]

নন্দলালের আঁকা সাতটি চিত্র চয়নিকা-য় মুদ্রিত হয়: (১) 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' (২) 'কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া' (৩) 'যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দেও সলিল মাঝে' (৪) 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর' (৫) 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ' ['শিব তাণ্ডব'—রঙিন] (৬) 'ভূমির পরে জানু পাতি তুলি ধনুঃশর একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়' ['নকলগড়'—রঙিন] (৭) 'আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিন শেষের শেষ খেয়ায়'। ড পঞ্চানন মণ্ডল জানিয়েছেন, "এর মধ্যে তাঁর 'শিবতাণ্ডব', 'নকল বুঁদি' আগেই আঁকা ছিল।" 'নকলগড়' আশ্বিন-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হয়।

স্বপন মজুমদার-সংকলিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি' প্রথম খণ্ড প্রথম পর্ব [১৩৯৫] থেকে আখ্যাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ সংকলন করে দিচ্ছি:

চয়নিকা/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/এলাহাবাদ:— ইণ্ডিয়ান প্রেস/কলিকাতা:— ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস

প্রকাশক: চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; মুদ্রক: পাঁচকড়ি মিত্র, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: আখ্যাপত্র [২]+বিষয়ানুক্রমিক সূচি [৭]+প্রকাশকের নিবেদন [৩]+চিত্রসূচি [১]+প্রবেশক কবিতা [২]+৪৫৯+প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি [৭]+ছবি [৮টি]

মূল্য: চার টাকা।

কবিতাগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত: কবি-মানস, উতলা, রসরূপ, রূপক, বিশ্বপ্রকৃতি, মানব, কণিকা, অতীত, কথা, ভূমা, পরিণাম, গান।

মুখপাতে রবীন্দ্রনাথের একটি আলোকচিত্র ছাড়া তাঁর কবিতা অবলম্বনে নন্দলাল বসু-অঙ্কিত দুটি বহুবর্ণ চিত্র-সহ সাতটি ছবি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়, মুদ্রক ৬৭ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের Seyne & Bros.।

সংকলিত কবিতাগুলি সম্বন্ধে পাঠকদের মতভেদ হতে পারে, সেই সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়ে 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ লেখা হয়:

> ...অনেক কবিতা ছাড়িয়াছি যাহার দুঃখ এখনো মন হইতে যায় নাই, যে জন্য এখনো মনে দ্বিধা রহিয়া গিয়াছে।—ইহার মধ্যে এমন অনেক কবিতা দিয়াছি যাহা এই কবির কাব্যের বিশেষ বৈচিত্র্যের পরিচয় দিবার জন্যই উদ্ধৃত হইয়াছে।
>
> সংগৃহীত কবিতাগুলিকে আমরা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছি। চয়নকর্ত্তার কাজের সুবিধা লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগকে এই শ্রেণীবিভাগ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ইহাতে পাঠকদিগের কোন সুবিধা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কবিতা জিনিষকে শ্রেণীতে ভাগ করা সহজ নহে। এই শ্রেণীভাগ সম্বন্ধে পাঠকদের সকলের সঙ্গে যে আমাদের মতে মিলিবে তাহাও আশা করি না—মতে মিলিবার প্রয়োজনও নাই। এই ভাগ যখন কবির কৃত ভাগ নহে, তখন পাঠকগণ যদি পছন্দ না করেন ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

কাব্যগ্রন্থ-সম্পাদনার সময়ে কবিতাগুলির শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই, চয়নিকা-র শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ নিশ্চয়ই তাঁকে দেখিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ছবি-আঁকার জন্য নন্দলালকে কবিতা তিনিই বেছে দিয়েছিলেন, আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে সে-কথা স্মরণ করতে পারি।

চয়নিকা এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা বলে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে বইটি সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই, নির্দিষ্ট প্রকাশ-তারিখও পাওয়া যায় না। তবে ১২ আশ্বিন [মঙ্গল 28 Sep] চারুচন্দ্রকে লেখা

রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে জানা যায়, বইটি তার আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। কার্তিক-সংখ্যা ভারতী-তে চয়নিকা-র একটি সমালোচনা মুদ্রিত হয় [পৃ ৪০৫]।

বইটিতে রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি ছিল, তা নিয়ে তাঁর আপত্তি ছিল—এমন-কি একথাও লিখেছেন: 'অন্তত আমাকে যে আরো ৯ খানা বই দেবে তাতে আমার ছবি দিয়ো না।' ছবি পরিবর্তিত হয়, ২ কার্তিকে লেখেন: 'ছবির নূতন প্রুফ আত্মীয়বর্গ পছন্দ করেছেন।' আর একটি প্রস্তাব তিনি করেছেন ২৬ আশ্বিনের পত্রে: 'একটা শস্তা দামের চয়নিকা ছাপিয়ে যদি কেবল ১০০ খণ্ড বেশি দামের বই স্বতন্ত্র রাখ্‌তে তাহলে পাঠকদেরও উপকার হত, ব্যবসায়ীরও লাভ হত। অনেকেরই ইচ্ছা কেনে কিন্তু সাধ্যে কুলচ্চে না। আমি যদি পাঠক হতুম তবে চার টাকা দিয়ে চয়নিকা কিনতুম না!'[৫১ক] প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করা হয়। ফাল্গুন-সংখ্যা ভারতী-র বিজ্ঞাপনে প্রকাশ: 'ইহাতে আটখানি মৌলিক বহুবর্ণে মুদ্রিত পরিকল্পনা চিত্র ও কবিবরের একখানি আধুনিক চিত্র আছে। আর্ট কাগজে ছাপা সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণের মূল্য চারি টাকা; সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা।' 'আটখানি চিত্র'-এর উল্লেখ দেখে মনে হয়, নন্দলালের আঁকা আরও একটি চিত্র গ্রন্থে সংযোজিত হয়। কিন্তু সেটি কোন্ ছবি?

চারুচন্দ্রকে লেখা ২৬ ভাদ্রের পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'আজ সত্যেন্দ্র এসেছিলেন'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৩১ ভাদ্র [বৃহ 16 Sep] তারিখেও তাঁর কাছে আসেন ও একটি মূল্যবান উপহার লাভ করেন। 'শিশু' কাব্যের পাণ্ডুলিপির [Ms. 115] ৭৬ পৃষ্ঠায় তিনি লেখেন: '"শিশু" নামক কাব্য গ্রন্থের এই পাণ্ডুলিপিখানি পূজনীয় শ্রীযুক্ত/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে আজ দান করিলেন।/ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/ ॥ ৩১শে ভাদ্র ১৩১৬ সাল ॥' সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের কবি-ভক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্ভবত এই সময়ে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' [Ms. 246], 'কল্পনা', {Ms. 274] প্রভৃতি কয়েকটি পাণ্ডুলিপি উপহার হিসেবে লাভ করেন।

লোকসাহিত্যের উপকরণ হিসেবে ছেলেভুলানো ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি সংগ্রহে জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ অনেককে উৎসাহিত করেছিলেন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রত', দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি', দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র' [1904] প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রকাশ এই উৎসাহেরই ফসল। গত বৎসর ময়মনসিংহের পরমেশপ্রসন্ন রায় 'মেয়েলি ব্রত ও কথা' গ্রন্থের জন্য তাঁর প্রশংসা লাভ করেছিলেন, বর্তমানে দক্ষিণারঞ্জন 'ঠানদিদির থলে/বাঙ্গালার ব্রতকথা ও আলিপনা' গ্রন্থ তাঁরই নির্দেশিত পথে সংকলন করে প্রকাশ করলেন। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর 'নিবেদন'-এ লিখেছেন:

> …তাঁহার প্রবন্ধ পাঠে এবং তাঁহার পত্রে ও প্রধানতঃ তাঁহার উপদেশে এই গ্রন্থের সূচনা।
>
> বাঙ্গালার কথাসাহিত্যের ক্ষীর সাগরে দুঃসাহসের তরণী ভাসাইয়াও ব্রতকথাকে প্রথমে এক পার্শ্বে রাখিয়া চলিতে ছিলাম। উহার জটিলতার আবর্ত্ত ও উদ্দাম তরঙ্গের জন্য। রূপকথা ও গীতকথার পর, তাঁহার পত্র, ঐ তরণীর মুখ ঘুরাইয়া দেয়। …
>
> কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ গ্রন্থকে নৃতত্ত্বের পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ দ্বারা সম্মানিত করাতে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিপ্রায়ের কিয়দংশ এবং আমার শ্রমের বহুলাংশ সার্থক হইয়াছে।

—দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের পত্রটি প্রকাশিত হয়নি।

আশ্বিন মাসে সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশ-সূচিটি এইরূপ:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮৩১ শক [৭৯৪ সংখ্যা]:

৮১-৮৩ ‘ছুটির পর’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৪৮০-৮২

ভারতী, আশ্বিন ১৩১৬ [৩৩।৬]:

২৯১ ‘আষাঢ় সন্ধ্যা’ [‘আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল’] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ১৯

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৬ [৯।৬]:

৩৬১-৭৩ ‘গোরা’ ৫৮-৬০ দ্র গোরা ৬।৪৬৬-৬৮ [৫৯-৬১]

৩৯৪ ‘জগৎ জুড়ে উদার সুরে’ দ্র গীতাঞ্জলি ১১।১৫-১৬; স্বরলিপি: ‘দীনেন্দ্রনাথ’ দ্র স্বর ৩৭

বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১৬ [৯।৬]:

২৯৪ ‘দিনান্তে’ [‘আর, নাইরে বেলা, নামল ছায়া’] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২৪

সুপ্রভাত, আশ্বিন ১৩১৬ [৩।৩]:

১১২ ‘মৃত্যু-লীলা’ [‘পারবি না কি যোগ দিতে’] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৩০-৩১

মানসী, আশ্বিন ১৩১৬ [১।৮]:

৩৪৩-৪৪ ‘বর্ষার গান’ [‘আজ বারি ঝরে ঝর ঝর’] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২৪-২৫

দেবালয়, আশ্বিন ১৩১৬ [১।৫]:

১৩৩ ‘গুণী’ [‘তুমি কেমন করে গান কর হে’] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২১

এই সংখ্যাটি আমরা দেখিনি, বার্ষিক সূচীপত্র থেকে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ও শিরোনাম সংকলিত হয়েছে। বেঙ্গলী [5 Oct)-তে লেখা হয়: ‘The Devalaya Magazine for Aswin...Among the contributors in this issue we notice the names of Babu Rabindra Nath Tagore...’

চয়নিকা ছাড়াও এই মাসে রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত আরও দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—প্রায়শ্চিত্ত ও ছুটির পড়া। ‘প্রায়শ্চিত্ত’ অনেক আগেই সমাপ্ত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির ‘বিজ্ঞাপন’ রচনা করেন ৩১ বৈশাখ [শুক্র 14 May 1909], কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী এর প্রকাশের তারিখ 15 Oct 1909 [শুক্র ২৯ আশ্বিন]—এত বিলম্বের কারণ কী বলা শক্ত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ২৩টি গানের স্বরলিপি গ্রন্থটির সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু এই জন্য গ্রন্থটির প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছিল বলে মনে হয় না—সুরেন্দ্রনাথ-কৃত অন্তত ১২টি গানের স্বরলিপি শ্রাবণ মাসের মধ্যেই সঙ্গীত-প্রকাশিকা-য় মুদ্রিত হয়, দিনেন্দ্রনাথ-কৃত দুটি স্বরলিপি ছাপা হয় প্রবাসী-তে। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ:

প্রায়শ্চিত্ত।/(ঐতিহাসিক নাটক।)/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/মূল্য আট আনা মাত্র।

[পরপৃষ্ঠায়] Published by Manoranjan Banerji from the Hitabadi Library. Printed by N.B. Das at the Hitabadi Press, 70, Colootala Street, Calcutta.

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২ [আখ্যাপত্র]+২ [বিজ্ঞাপন, নাটকের পাত্রগণ]+১০৭+২+৫৭ [স্বরলিপি]; মুদ্রণসংখ্যা: ১০০০।

আখ্যাপত্র গ্রন্থকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম থাকলেও ছুটির পড়া-কে তাঁর রচিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। এটি বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রথম প্রকাশিত হয় 12 Oct [মঙ্গল ২৬ আশ্বিন]। প্রথম সংস্করণটি দেখার সুযোগ হয়নি, উক্ত ক্যাটালগে প্রদত্ত বিবরণটি এইরূপ:

Ravindra Náth Thákur. ছুটির পড়া। [Chhutir Padá. Study during vacation. Some simple poems and stories for children.] Pages 114. Published by Manoranjan Banerjee, Hitabádi Office, Kalutolá, Calcutta. [12th October, 1909.] 8°. 1st edition. Illustrated. Price 12 annas./[Printer] Niradvaran Dás, 70, Kalutolá Street, Calcutta./1,000/...

মোট ২০টি গদ্য ও পদ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়। এর মধ্যে রবীন্দ্ররচনা ১৩টি—এ ছাড়া নরেন্দ্রবালা দেবীর ৩টি এবং সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ১টি করে রচনা গৃহীত হয়—'শিশু' কাব্যগ্রন্থের ৬টি কবিতা ছাড়া সমস্ত রচনাই ১২৯২ বঙ্গাব্দের বালক-এ মুদ্রিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি হল: ছুটির দিনে, মুকুট, কাজের লোক কে, সাহসের পুরস্কার, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, বনবাস, সহিসের ছেলে, বীরপুরুষ, আকবর শাহের উদারতা, মাঝি, ন্যায়ধর্ম, অচলগড়ের রাজা ও কাগজের নৌকা।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক শরৎকুমার রায়ের 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সহ হিতবাদী লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয় 10 Oct [রবি ২৪ আশ্বিন]। ৮৫ পৃষ্ঠার আট আনা দামের বইটি ১০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। শরৎকুমারের 'নিবেদন'-এর তারিখ '২৭এ শ্রাবণ ১৩১৬ [12 Aug] —অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'ভূমিকা' তার আগেই লিখিত হয়।

বিদ্যালয়-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস রাজাদের জীবনবৃত্তান্ত, দেশের ইতিবৃত্ত নয়—পূর্ব-প্রচারিত এই মতের প্রতিধ্বনি করে রবীন্দ্রনাথ 'ভূমিকা'য় লেখেন:

> দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো-একটি অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে এবং সর্বসাধারণে সচেষ্ট হইয়া সেই অভিপ্রায়কে সার্থক করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই সে দেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়।

তাঁর মতে, ভারতীয়দের মধ্যে কেবল মারাঠা জাতিই 'আপনাদের একটি অঙ্গবদ্ধ স্পষ্টসত্তা অনুভব' করেছিল বলে একটি বিশেষ কালের ইতিহাসকে রক্ষা করার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টায় ব্রতী হয়। মারাঠার ইতিহাসে শিবাজীর যে স্থান দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের মতে, সেই স্থানও সমগ্র জাতির সৃষ্টি। বহু দিন থেকে বহু ধর্মবীর তাঁদের সাধনায় উচ্চ-নীচ ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কৃত্রিম ব্যবধান দূর করে দেশের সকলকে সমান গৌরবের অধিকারী করেছিলেন। শিবাজীর প্রতিভা সেই মন্থন থেকেই উদ্ভূত। দেশের ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে তাঁর চেষ্টার যোগ ছিল বলেই রাজ্য থেকে তাঁর দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁর কীর্তি ধ্বংস হয়নি। কিন্তু যেদিন সেই ধর্মসাধনা স্বার্থসাধনে বিকৃত হয়ে গেল, তখনই মারাঠা-শক্তির অবক্ষয় দেখা দেয়। 'ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল, এবং স্বার্থ তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে—ইহাই মারাঠা— অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস।' রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে গোরা-র উদার ধর্মবোধের ভাবলোকে অবস্থান করছেন, তাই রচনা-শেষে লিখলেন: 'ধর্মের উদার ঐক্য দেশের ভেদবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়া দিলে তবেই দেশের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় সফলতা লাভ করে, ইহাই মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের শিক্ষা, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রবল প্রতাপও আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।'

৫ পৃষ্ঠার ভূমিকাটি 'ইতিহাস' [১৩৬২; পৃ ৫৬-৬০] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থপরিচয়ে প্রদত্ত প্রকাশ-সালটি ['১৩১৫'] ভুল।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'গান' গ্রন্থের নূতন সংস্করণ কোন্ তারিখে প্রচারিত হয়, বলা মুশকিল। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত বলে গ্রন্থটির বিবরণ বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

এক বছর আগে [20 Sep 1908: ৪ আশ্বিন ১৩১৫] যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সিটি বুক সোসাইটি থেকে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম গীতি-সংকলন 'গান' প্রকাশিত হয়েছিল, মোট গান ছিল ৫৩৮টি। মাত্র এক বছরের মধ্যে ১০০০ কপি নিঃশেষ হয়ে যাওয়া 'রবিবাবুর গান'-এর জনপ্রিয়তার দিগ্‌নির্দেশক।

চয়নিকা-র সঙ্গেই গান-এর সংকলনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। *3 Sep [শুক্র ১৮ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লিখছেন:

গানের ভূমিকার ত কোনো প্রয়োজন দেখি না—কারণ ইহা পুরাতন সামগ্রী। এইটুকুমাত্র লিখিয়া দিতে পারেন [য] ইহাতে অনেকগুলি নূতন গান দেওয়া হইয়াছে।

"সখি প্রতিদিন হায়" গানটির জন্য এত খোঁজাখুঁজি করিতেছে [য] কেন? এ গান ত আমার কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে আছেই। সে বই কাছে না যদি থাকে তবে যোগীন সরকারের গানের মধ্যে নিশ্চয় পাইবে।[৫১খ]

এই চিঠি থেকেই বোঝা যায়, এর আগেই সংকলনের কাজ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল, 'সখি প্রতিদিন হায়' গানটি গ্রন্থের ১৩৭ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। ২৬ ভাদ্র [শনি 11 Sep] রবীন্দ্রনাথ পুনরায় চারুচন্দ্রকে লেখেন: 'আমার নূতন গানগুলি অজিত তোমাদের কাছে কি পর্য্যন্ত পাঠিয়েছে জানি নে সুতরাং কোন্‌গুলো আমাকে কপি করে পাঠাতে হবে বুঝতে পারচি নে।'[৫১গ] অন্তত ৩০ আশ্বিন [শনি 16 Oct] পর্যন্ত রচিত গান গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তার আগেই বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী 11 Oct [সোম ২৫ আশ্বিন] তারিখে প্রকাশিত কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসী-র 'প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়'-এ 'গান'-এর উল্লেখ [পৃ ৫২৩] বিস্ময়জনক। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

গান/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ইণ্ডিয়া প্রেস, এলাহাবাদ,/১৯০৯/মূল্য দুই টাকা মাত্র

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক—/শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ./এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান্ প্রেস/কলিকাতা—

ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস,/২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্/এলাহাবাদ, 'ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে' শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২ [প্রকাশকের নিবেদন, বিষয়ানুক্রমিক সূচি]+৪১২+১৪ [বর্ণানুক্রমিক সূচি]; মুদ্রণসংখ্যা: আনুমানিক ১০০০।

গানগুলি 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'বিবিধ সঙ্গীত' [২৬৭টি], 'জাতীয় সঙ্গীত' [৩৭টি], 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' [৩০৯টি], 'অনুষ্ঠান সঙ্গীত' [১১টি] ও 'নূতন গান' [১৫টি] এই কয়েকটি বিভাগে বিন্যস্ত। 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ জানানো হয়েছে: 'বিভাগ সম্পূর্ণ করিবার জন্য বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার খেলার গান গুটিকয়েক বিবিধ সঙ্গীতের মধ্যে দ্বিতীয়বার সন্নিবেশিত হইয়াছে। ...এই পুস্তকে সাতশত সাতাশটি গান আছে।' নিবেদন-এর আর একটি অংশ উল্লেখযোগ্য:

সঙ্গীত সুরের অপেক্ষা রাখে। সুরহীন কথা অসম্পূর্ণ। যে-সকল পাঠক এই-সকল গানের সুরের সহিত পরিচিত, তাঁহারা ত আনন্দ পাইবেনই, আর যাঁহারা পরিচিত নহেন, তাঁহারাও বঞ্চিত থাকিবেন না; কারণ কবির গান প্রায়ই ছন্দোময় ও কবিত্বরসপূর্ণ। অনেক গানে এখনো সুর বসানো হয় নাই, সঙ্গীতজ্ঞ পাঠক সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

বহুপূর্বে রবিচ্ছায়া [১২৯২: 1885]-য় 'রচয়িতার নিবেদন'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'অনেকগুলি গানে রাগ রাগিণীর নাম লেখা নাই। সে গানগুলিতে এখনও সুর বসান হয় নাই। সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে সে অভাব পুরণ [য] করিয়া লইতে পারেন।' কিন্তু এখনও গায়কগণকে রবীন্দ্রনাথ এই স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় দিতে প্রস্তুত ছিলেন? অবশ্য গ্রামোফোন রেকর্ডের তৎকালীন গায়ক-গায়িকাগণ সুর-বদ্ধ গানগুলির ক্ষেত্রে যে-ধরনের যথেচ্ছাচার করেছেন, তিনি তার প্রতিকারেও এগিয়ে আসেননি।

গ্রন্থটি প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই সম্ভবত কিছু সংস্কারের প্রয়োজন হয়। ১৬ কার্তিক [মঙ্গল 2 Nov] রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লেখেন: 'গানের বই সংশোধন করা যদি সম্ভব হয় তাহলে ভালই হয়—এ জন্যে যতগুলি পারি নূতন গান তোমাকে পাঠানো যাবে।'[৫১ঘ] বইটি দুষ্প্রাপ্য, তাই যথেষ্ট সংখ্যক কপি না মিলিয়ে বলা সম্ভব নয় 'সংশোধন' কতদূর করা হয়েছিল। কিন্তু 'নূতন গান' শীর্ষক একটি বিভাগ সংযুক্ত করে ১৫টি গান পরে জুড়ে দেওয়া হয় [এর মধ্যে ১২ পৌষে রচিত গানও আছে] এ-সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত; কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসী-তে গ্রন্থটির পরিচয়ে 'ডবল ক্রাউন ৪০৫ পৃষ্ঠা' উল্লেখ করা হয়েছিল, আমাদের দেখা কপিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪১২; বস্তুত 'নূতন গান' শিরোনামে চিহ্নিত ১৫টি গান ৪০৭-৪১২ পৃষ্ঠাগুলিতে সংযযাজিত হয় —এক্ষেত্রে 'বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রটিও নূতন করে ছাপতে হয়েছিল।

১ আশ্বিন [শুক্র 17 Sep] রবীন্দ্রনাথ একটি গান রচনা করেন: 'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৩৩-৩৪, ৪০-সংখ্যক; স্বর ৩৮]। একই দিনে তাঁর ক্যাশবহিতে একটি হিসাব দেখা যায়: 'ব° City of Glasgow Life Insurance Co. শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রবাবুর নামে ১৫ বৎসর মুদ্দতে ৪০০০০৲ টাকার ইনসিওর করায় প্রতি কোয়াটার ৩ মাস অন্তর দিবার করারে দেওয়া যায় ৬৫০৲'। এই দুটি তথ্যকে মিলিয়ে দেখলে গানটির জন্মলগ্নের একটি সূত্রের সন্ধান মেলে—সদ্য আমেরিকা-প্রত্যাগত সাংসারিক জীবনে প্রবেশোন্মুখ রথীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাবিধানে স্ত্রী-কন্যা-পুত্রের বিয়োগবিধুর মানুষটির মন আশানিরাশার রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে, এই ভাবনাটি মনে আনলে ব্রহ্মসংগীতটির ঈশ্বরাভিমুখী বোধটি ব্যক্তিগত মাত্রা লাভ করে।

বেঙ্গলী-তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে একটি সংবাদ মুদ্রিত হয়: 'Arangements have been made for the reading of serial scientific articles by experts in the hall of the Parishad. On the 18th September Babu Ramendra Sundar Trivedi will deliver an introductory lecture.' রবীন্দ্রনাথ 'শুক্রবার' [১ আশ্বিন: 17 Sep] রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখেন: 'বিশেষ বিঘ্ন না ঘটিলে নিশ্চয় সাহিত্য পরিষদে আপনার প্রবন্ধ শুনিতে যাইব।'[৫২] পত্রিকাটিতে [21 Sep] মুদ্রিত বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। 'মায়াপুরী' শীর্ষক রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষণটি কার্তিক-সংখ্যা সাহিত্য-তে মুদ্রিত হয়।

৪ আশ্বিন [সোম 20 Sep] সন্ধ্যায় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের দেবালয়-এ রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেন। বেঙ্গলী-তে [26 Sep] সংবাদটি প্রকাশিত হয়: 'Babu Rabindra Nath Tagore gave an interesting discourse at the Devalaya on "What we should aim at?' on Monday evening last. A conversation followed the discourse in which Pandit [Sitanath] Tattwabhusan took the leading part. The lecturer of the evening sang two of his unpublished songs.' রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত মৌখিক বক্তৃতা করেছিলেন, যার

কোনো অনুলেখন রক্ষিত হয়নি। তবে এই দিন তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তী ও সুশীলা সেনকে দুটি পত্র লেখেন, তাদের মধ্যে হয়তো জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের আভাস পাওয়া যায়। অজিতকুমারকে লিখেছেন:

ঝড়ে আমাদের জমিদারীর বিস্তর ক্ষতি করেছে।···যখন সংসারে কোনো ক্ষতিকে ক্ষতি বলে গণ্য করি তখন তার থেকে প্রমাণ হয় অন্তরের ভিতরকার লাভকে লাভ বলে উপলব্ধি করচি নে।...

তাঁর প্রেম তাঁর আনন্দকে হৃদয়ে যথার্থভাবে লাভ করলে তখনই এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে এড়ানো যায়। সংসারের ক্ষতির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই—একমাত্র প্রেম আছে।...

এই বেদনাটা আমার হৃদয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংসারকে বড় করা চলবে না। সংসার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রিক্ত করবার সাধনা ও শক্তি আমার নেই বলে ভয় করচি অথচ তাঁকে পাওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই এও নিশ্চয় জানি। অতএব এই দ্বন্দ্ব খুব একটা দুঃখের ভিতর দিয়ে ছাড়া কাটবে না। মনে হচ্চে যেন ঈশ্বর দয়া করে এই রকমের একটা দুঃখ আমার কপালে লিখে রেখেছেন। আমার পথ সহজ নয়। যে লোক একটায় আটকা পড়েছে অথচ আর একটাকে চায় তাকে নাড়ি ছেদন করে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হতে হবে।[৫৩]

সুশীলা সেনকে লেখা চিঠিটি প্রধানত বালিকা বিদ্যালয়-সংক্রান্ত। বালক বিদ্যালয় স্থাপনের পর তাঁকে অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়েছিল, বালিকা বিদ্যালয়ও সেই ভবিতব্য এড়াতে পারবে না একথা জানিয়ে তিনি লিখেছেন:

···যেন সে বিরোধ নেই এমন একটা অমূলক কল্পনা নিয়ে কাজ করতে গেলে বিপদ ঘট্‌তে বাধ্য। বিরোধ যে আছে তার প্রমাণ ত পাচ্চই—সেইটিই ত আমাদের এত আঘাত করচে কষ্ট দিচ্চে।

আশার বিষয় এই যে আমরা আঘাত পাচ্চি। যদি আশ্রমের অধিদেবতা জাগ্রত না থাকতেন তাহলে এত দুঃখ পেতুম না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অবস্থা সেখানকার আদর্শের উপযোগী হয়ে না উঠ্‌বে—ততক্ষণ কেবলই থেকে থেকে ঝড় জাগবে—ভাঙাচোরা চল্‌বে—ততক্ষণ আমাদের শান্তি থাক্‌বেনা। যে সত্য সামঞ্জস্যের মধ্যে সমস্ত বিরোধের অবসান হয় সেখানে আমরা চোখ বুজে পৌঁছতে পারিনে—বিস্তর দুঃখদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সেই বৃহৎ শান্তি ও সফলতার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে হয়।...দুঃখকে স্বীকার না করে সার্থকতাকে পাব না এ যখন নিঃসন্দেহ তখন একটাকে বাঁচাতে গেলে অন্যটা ত্যাগ করতে হবে।[৫৪]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী [1895-1974] সম্ভবত উক্ত ভাষণের কথা তাঁর পুণ্যস্মৃতি-তে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভুল করে তারিখ দিয়েছেন '১৩১৭'। তিনি লিখেছেন:

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইতেই, চারি দিক হইতে অনুরোধ আসিতে লাগিল একটি গানের জন্য।...রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট খাতা বাহির করিয়া গান বাছিতে লাগিলেন। 'মেঘের' পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে' গানটি বোধ হয় তখন সম্প্রতি [আষাঢ় ১৩১৬] রচনা করিয়াছিলেন, সেইটিই তিনি গাহিলেন। বক্তৃতার খবর বেশি লোকে পায় নাই, কাজেই 'দেবালয়ে'র ছোট ঘরখানি ভর্তি হইয়া গেলেও বাহিরে তেমন জনসমাগম হয় নাই। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব কণ্ঠস্বর চারটি দেওয়ালের বাধা না মানিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবামাত্র 'দেবালয়ে'র সম্মুখের গলি ও ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে লোক ভরিয়া উঠিল। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক এই গানটির ভিতরেও পৌত্তলিকতার আভাস পাইয়া রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি অদ্ভুত প্রশ্ন করিলেন। তিনি কোনো উত্তর না দিয়া সস্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন, ইহা এখনও মনে আছে।[৫৫]

দেবালয় প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্য সম্পর্কও গড়ে ওঠে; বেঙ্গলী-তে [23 Sep] লেখা হয়: 'Babu Rabindra Nath Tagore has kindly accepted the office of the President of the Devalaya Pathagar. It is hoped that the institution will prosper under his guidance.' অবশ্য এই দায়িত্ব তিনি কতটা পালন করেছিলেন, তা জানা যায় না।

১০ আশ্বিন [রবি 26 Sep] রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্তর্গত ছাত্রসভার একটি বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ছাত্র-সভ্য-পরিদর্শক খগেন্দ্রনাথ মিত্র কার্যবিবরণে লেখেন:

গত ১০ই আশ্বিন ছাত্রসভার যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পুরস্কারযোগ্য প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি এবং রবীন্দ্রবাবু উভয়েই ছাত্রসভ্যগণের কার্য্যে প্রীত হইয়াছিলেন। এই অধিবেশনে শ্রীমান্ সুখবিন্দু সেন গুপ্ত বি,এ, তাঁহার "বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" নামক সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বী ও মধুর ভাষায় ছাত্রসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা করিলেন। ১৩১৬ পৌষের বঙ্গদর্শনে এই বক্তৃতাটির সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে;[৫৫ক]

উক্ত সংখ্যায় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভায় রবীন্দ্র বাবুর অভিভাষণ' [পৃ ৪২৫-৩১] প্রবন্ধে সভার কার্যক্রম ও রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার 'মর্ম্ম' [পৃ ৪২৭-৩১] প্রদত্ত হয়। কিন্তু 'গত ভাদ্র মাসে ছাত্রসভার অধিবেশনে' লিখে সংকলক মনোমোহন বসু যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন, সেটি সংশোধন হওয়া দরকার। তবে রবীন্দ্রনাথের 'সারগর্ভ কথা'গুলির 'সম্যক্ আললাচনা ও বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়' মনে করে তিনি যে বক্তৃতাটির অনুলেখন রক্ষা করে তাকে স্থায়িত্ব দিয়েছেন, এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথেরই প্রস্তাব অনুসারে ১৩১২ বঙ্গাব্দে ছাত্রশাখাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন উৎসাহ সহকারে কাজ করার পর উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে শাখাটি মৃতপ্রায় হয়েছিল, বর্তমানে বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত, সুখবিন্দু সেনগুপ্ত, শশিকান্ত সেন, রাখালদাস কাব্যতীর্থ, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত প্রভৃতি 'কয়েকজন সুবিজ্ঞ বৈদ্যছাত্রের সুচিকিৎসায়' ছাত্রসভাটি পুনর্জীবিত হয়েছে দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অভিনন্দিত করে তাঁর লক্ষ্যটি পুনর্বার ব্যাখ্যা করেন:

> বাস্তবিক ছাত্রসভা-গঠনের প্রস্তাবের সময়, আমার মনে এই ছিল যে সাহিত্য-পরিষদের ও ছাত্রসভার উৎপত্তির সহিত একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি গঠিত হইবে। অন্য অন্য বিদ্যালয়ের পাশ করা, চাকরি করা বা অন্য কোনরূপ স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য; কিন্তু আমাদের এখানে দেশের বিষয় আলোচনা করিতে যে বিদ্যালয় স্থাপিত করিব, তাহার অন্য প্রলোভন নাই। এখানে দেশের সহিত এমন নিভৃত বিশ্রদ্ধ পরিচয় লাভ করিতে পারিব যে তাহা হইতে আমাদের জীবন এক নূতন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। এক অভিনব শক্তির আবির্ভাব হইবে। আমার মনে হয় এইখানে আমরা একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ বপন করিতেছি।

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের জন্য কর্মপন্থাও নির্দিষ্ট করে দেন—(১) অভিধান ও concordance সংকলন (২) অনুবাদ (৩) পুঁথিসংগ্রহ (৪) শব্দতত্ত্ব-চর্চা (৫) ছন্দ-চর্চা (৬) গ্রাম-শহরের ইতিহাস (৭) ছোটো ছোটো নূতন ধর্মপ্রচারকদের জীবনী ও বক্তব্য বিষয় সংগ্রহ। শেষোক্ত বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লালন ফকিরের কথা উল্লেখ করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৩।১৪০-৪১]। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের বিবরণীতে একটি অতিরিক্ত কার্যের উল্লেখ আছে: 'একটি মিউজিয়ম স্থাপন করিবার উদ্দেশে মুদ্রা, ঘট, শিল্প ও পণ্যজাত দ্রব্যাদির সংগ্রহ। জন্তু বা উদ্ভিদ বিশেষের নিদর্শনসংগ্রহ।'

১১ আশ্বিন [সোম 27 Sep] রবীন্দ্রনাথ সিটি কলেজের হলে রামমোহন রায়ের ৭৬-তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু, J.H. Isaac, কুমুদিনী মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতির ভাষণের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বলেন:

> ...to realise the great position of the Raja one must place him in realisation of the true man in the Raja in its perfection and not judge his activities in its manyfold aspects. Raja Ram Mohan Roy was born a man in his perfection. He was not born to achieve greatness in a particular sphere of life but his genius was all-sided. He realised the want of proper food for man. He was faced with all sorts of difficulties which he overcame. He worked in the face of popular opposition and it was in the midst of these oppositions that he appeared brighter. He left a lesson for his people that in adverse circumstances they could sow the seed to reap a good harvest afterwards. In his lifetime he could not achieve success. He showed us a great

lesson in failure and struggle with difficulties. He was born to give the Message of God. In him was found the combination of all that was good. He gave them to realise that India was to rise to be the teacher of the whold humanity. The whole world was watching India which must awake and arise. This was the message the Raja spread among his men.[৫৬]

এই ভাষণের কিয়দংশ সুশীলা সেনকে লেখা তাঁর চিঠিটির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে।

সিটি কলেজের ত্রিতলের হলে সমাগত সকলের স্থানসংকুলান হয়নি বলে নীচের প্রাঙ্গণে আর-একটি সভার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ পরে সেখানে গিয়েও একটি বক্তৃতা করেন।

কালিদাস নাগ [1891-1966] এই সভায় রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন। তাঁর মুগ্ধতার কথা লিখে রেখেছেন ডায়ারিতে: 'কবির ওই উজ্জ্বল উজ্জ্বসে আমি মুগ্ধ শ্রদ্ধায় নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলেছি—তাঁর সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা আর অনাড়ম্বর শৈলী অভিজ্ঞতাটিকে অতুলনীয় করে তুলেছিল।'[৫৬ক]

*28 Sep [মঙ্গল ১২ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন: 'দেদার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। প্রাণ বেরিয়ে গেল। এখনি এক বক্তৃতা অভিযানে চলেছি।'[৫৬খ] 'বক্তৃতা অভিযান'টি হল য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ এনায়েৎ খানের বক্তৃতা-সভায় সভাপতিত্ব। রবীন্দ্রনাথ বক্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তিনি বিখ্যাত সংগীতশিল্পী মৌলা বক্সের [ইনি ৩ ফাল্গুন ১২৮১ (রবি 14 Feb 1875) হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে সংগীত পরিবেশন করেন ও রবীন্দ্রনাথ সেই দিনই 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটি পাঠ করেন দ্র রবিজীবনী ১।২৩৫] পুত্র ও বরোদা রাজদরবারের প্রধান গায়ক। শিল্পীর বয়স মাত্র ত্রিশ হলেও তাঁর পরিহিত পদক-মালা থেকেই বোঝা যাচ্ছে তাঁর প্রতিভা বহুদিন থেকেই সমাদৃত হচ্ছে।

এনায়েৎ খান তাঁর বক্তৃতায় ভারতীয় সংগীতের একটি অ্যাকাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে সংগীততত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন ['spoke at length the philosophy of music'] ও অ্যাকাডেমি-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বক্তার প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি বলেন, 'it would be deplorable indeed that in the midst of our national awakening the national music is allowed to be died out.' স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তাকে ধন্যবাদ দেবার পর সভাপতিকে একটি স্বরচিত গান গাইবার জন্য অনুরোধ করেন। গান গাইতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল, কিন্তু স্যার গুরুদাসের পৌনঃপুনিক অনুরোধে একটি গান গেয়ে শোনান, 'which was of course listened to with rapt attention.'[৫৭]

প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক সুখরঞ্জন রায় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন:

> সভাপতির বক্তৃতার পর বেদীর ওপর যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলে কবিকে ধরে বসলেন গান গাইবার জন্যে। কবি আপত্তি জানালেন। সকলে জিদ করতে লাগলেন। কবির আপত্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগলো, তিনি বললেন, শরীর ক্লান্ত, পূর্বের স্বরও আর নেই, তাছাড়া এই ওস্তাদের কাছে মুখ খুলতে আমি কিছুতেই রাজী নই। যাঁরা জিদ করছিলেন তাঁদের মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই ছিলেন প্রধান। ...শেষে গুরুদাস বলে ফেললেন—(বেদীর খুব নিকটেই বসেছিলুম বলে স্পষ্ট শুনলুম)—'আপনার ভালো গাইতে পারেন ব'লে অহংকার আছে, সেই অহংকারে পাছে কোন দিক দিয়ে ঘা লাগে তাই গাইতে চাচ্ছেন না'। তখন রবীন্দ্রনাথ আর না গেয়ে পারলেন না। প্রথম হারমোনিয়ম নিয়ে চেষ্টা করে পরে শুধু গলাতেই গাইলেন সেই বিখ্যাত গান—'কেমন ক'রে গান কর যে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি।'··· সেটি ছিল তখনো অ-পূর্ব প্রকাশিত। কাজেই স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় গানের অর্থ মিলিয়ে সকলে ধরে নিলেন গুণী এনায়েৎ খাঁকে উদ্দেশ করেই সেই গান তখনি মুখে মুখে রচিত হয়েছিল। সমস্ত হল-ভর্তি শ্রোতৃমণ্ডলীর ওপর আশ্চর্য মায়াজাল বিস্তার করেছিল কবির কণ্ঠ এমন অপরূপ সময়োচিত ভাবে বিকশিত হয়ে।[৫৮]

—গানটি মাসখানেক আগে ১০ ভাদ্র তারিখে রচিত হয়েছিল।

চারটি সভায় বক্তৃতা করা ছাড়াও আশ্বিন মাসের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি স্থানে যাতায়াত করেন। ১ আশ্বিন 'বেলিয়াঘাটা', ২ আশ্বিন সারকুলার রোড, ৬ আশ্বিন সুকিয়া ষ্ট্রীট, ১৪ আশ্বিন কোনো এক স্থানে তাঁর যাতায়াতের হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। ১৫ আশ্বিন [শুক্র 1 Oct] তিনি নির্ঝরিণী সরকারকে লেখেন: 'অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। কয় দিন ধরিয়া অনেকগুলি সভায় অনেক বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। আজ ছুটি পাইয়াছি কাল বোলপুরে যাইব।'[৫৯]

'১৬ রোজ বোলপুর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুক্ত শরৎবাবু মহাশয়গণের গমনাগমনের ব্যয়' ক্যাশবহির এই হিসাব থেকে জানা যায়, ১৬ আশ্বিন [শনি 2Oct] ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও জামাতা শরৎকুমারকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যান—রথীন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী হন। সম্ভবত বৈষয়িক কারণেই তাঁরা এবার শান্তিনিকেতনে যান [প্রসঙ্গটি পরে আলোচিত হবে]—অন্যেরা ১৮ আশ্বিন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে আসেননি। ১৯ আশ্বিন [মঙ্গল 5 Oct] তিনি শান্তিনিকেতনে 'এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৩৪-৩৫, ৪১-সংখ্যক] গানটি রচনা করেন। ৪ আশ্বিন অজিতকুমারকে চিঠিতে যা লিখেছিলেন, তার সঙ্গে গানের ভাবটির মিল আছে। গানটির প্রাথমিক খসড়া ছিল এইরূপ:

সময় বুঝি হয়েছে এইবার
ছাড়তে আমায় হবে অহঙ্কার।
দেখা আমার হবে তাহার সনে
এই বারতা এসেছে মোর মনে,
সাজ্‌তে এবার হবে শোভন আভরণে
গাঁথতে হবে পুষ্পমালার হার।

পাণ্ডুলিপির শীর্ষে লেখা 'উঠরে মলিনমুখ'—হয়তো এই গানটির [দ্র গীত ২।৫৪৭-৪৮] সুর [মজুমদার-পুঁথিতে আছে 'মূলতান', কিন্তু স্বরলিপি নেই] বর্তমান গানটিতে ব্যবহার করার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু সম্ভবত সঙ্গে-সঙ্গেই সুরযোজনা হয়নি। ৩১ আশ্বিন তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'আমি দুটো একটা গান তৈরি করেছি—কিন্তু ইচ্ছা করেই সুর বসাই নি; কারণ যে সুরকে রক্ষা করতে পারব না তাকে সৃষ্টি করে লাভ নেই।'[৬০] হাতের কাছে গান-জানা কাউকে না পেলে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের সমস্যাই হত, স্ব-রচিত সুর তিনি মনে রাখতে পারতেন না।

২০ আশ্বিন [বুধ 6 Oct] ভোরে রবীন্দ্রনাথ প্রায় নির্জন মন্দিরে উপাসনা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বহুকাল পরে 'পুরাতন ডায়ারীর ১ পৃষ্ঠা' রথীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন; তাতে রবীন্দ্রনাথের এই দিনের সংলাপ-কণিকা একটু ধরা আছে:

···মন্দিরে আসিবার সময় তিনি শিউলিফুলের ঘ্রাণে মোহিত হন এবং পুরাতন কালের সেই বিশ্বব্যাপী সহৃদয়তার কথা স্মরণ করেন। ঋষি কণ্বের আশ্রমে থাকিয়া শকুন্তলা আশ্রমমৃগদিগকে পুত্রকন্যা ও বৃক্ষলতাদিগকে ভাইভগিনীবোধে যত্ন করিতেছেন··· শিশুরা প্রকৃতির সহিত যোগ রাখিয়া তাহারই ক্রোড়ে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইত বলিয়া যত কিছু উচ্চ ভাব তাহারা ধারণ করিতে শিখিত। এই ভাব হৃদয়ে অনুভব করিতে শিক্ষা দেওয়াই প্রাচীন হিন্দুদিগের আশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল।[৬১]

এর কয়েকদিন পরেই ১ কার্তিক [সোম 18 Oct] রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণকে বিদ্যালয়ের কর্ম থেকে বিদায় দেন:

সম্প্রতি আমাদের একটা বৈষয়িক পরিবর্ত্তনে সহসা আমার স্কন্ধে দুর্ভর দায় চাপিয়াছে। এতদিন আর্থিক বিষয়ে বিদ্যালয়ের চরম দায়িত্ব আমি নিজের পরেই রাখিয়াছিলাম। এখন তাহা রাখা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য হইবে।

সুতরাং যে পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয় বিদ্যালয় এক্ষণে নিজের আয় হইতে যোগাইতে পারিতেছে না, তাহা নিতান্তই সংক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় আমার হাতে নাই। ত্রিপুরার দানসাহায্যও (বাৎসরিক এক হাজার টাকা) বন্ধ হইয়া গেল। এই কারণেই গভীরতর আন্তরিক বেদনার সহিত আপনাকে কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি দিতে বাধ্য হইতেছি। ...বিদ্যালয়ের হিসাবপত্র সম্প্রতি যে অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহাতে এই অত্যন্ত অপ্রিয় পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইল। এজন্য আপনাকে যে আঘাত দিতেছি তাহা অপেক্ষা যে অল্প আঘাত নিজে পাইতেছি, এমন কথা মনে করিবেন না।[৬১]

সেই যুগে চাকুরির নিরাপত্তা ছিল না, তাই এরূপ ঘটনা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বা অন্যত্র প্রায়ই ঘটেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের জন্য অন্যত্র কর্মানুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। ৮ কার্তিক তাঁকে লিখেছেন: 'আজই আমি আগরতলায় ত্রিপুরার রাজকুমারকে বিশেষভাবে আপনার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়া দিলাম।' কিন্তু ত্রিপুরারাজ্যের সঙ্গে তাঁর পুরোনো সম্পর্কের অবসান ঘটেছে অনেক আগেই, তাই ১৯ কার্তিকের পত্রে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন ২২ আশ্বিন [শুক্র ৪ Oct]—এইদিনই তিনি 'ইন্টালী' ও পার্শিবাগানে যান। পরদিন 'শনিবার' অজিতকুমারকে লেখেন: 'আমি আগামীকাল প্রত্যুষেই রথীকে নিয়ে শিলাইদহে যাচ্চি। বিশেষ কাজ আছে।' 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র বাবু মহাশয়ের শিলাইদহ গমন সংক্রান্ত খরচ' থেকে জানা যায়, তাঁরা যথাদিনেই শিলাইদহে পৌঁছন।

২৫ আশ্বিন [সোম 11 Oct] রবীন্দ্রনাথ একটি গান লেখেন—'গায়ে আমার পুলক লাগে' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৩৫, ৪২-সংখ্যক; স্বর ৩৮]—শিলাইদহের শারদপ্রকৃতি গানটির ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত হয়েছে। একটি তারিখহীন পত্রে গানটি ক্ষিতিমোহনকে পাঠিয়ে লেখেন: 'যখন বোলপুর ছাড়িয়া আসিতেছিলাম তখন জানিতাম না কোথায় আসিতেছি। শারদলক্ষ্মী আমাকে ফাঁকি দিয়া এই নদীর নির্জ্জন তীরে টানিয়া আনিয়াছেন—আমাকে বঞ্চিত করেন নাই।'[৬২]

২৭ আশ্বিন [বুধ 13 Oct] আর-একটি গান লেখা হয়: 'প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত' [দ্র বঙ্গদর্শন, কার্তিক। ৩৪০, 'রাখী'; গীতাঞ্জলি ১১।৩৬, ৪৩-সংখ্যক; স্বর ৩৭]। গানটি অজিতকুমারকে পাঠিয়ে তিনি লেখেন: 'রাখিবন্ধন-দিনের জন্য একটি গান তোমাদের পাঠাই—আশা করি সেই দিন প্রাতে যথাসময়ে পাইবে'।[৬৩] রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথেরই—ভঙ্গ বঙ্গের বাহ্যিক বিচ্ছেদ আন্তরিক ঐক্যে পরিণত হবে এই আকাঙক্ষা নিয়েই তিনি 1905-এ উক্ত প্রস্তাব করেছিলেন—বিখ্যাত রাখী-সংগীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' তিনিই রচনা করে দিয়েছিলেন, জনসাধারণের উদ্দেশে যে আহ্বান প্রচারিত হয়েছিল তার অন্যতম স্বাক্ষরকারী [হয়তো-বা রচয়িতাও] ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি, তাই পরের বছর থেকে এ-ব্যাপারে তিনি উৎসাহ প্রকাশে বিরত ছিলেন। কিন্তু চার বছর পর বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকেরা যখন দিনটি বিশেষভাবে পালন করতে চাইলেন [বস্তুত এর আগে প্রতি বৎসরই আশ্বিন-সংক্রান্তির দিনটি পুজোর ছুটির মধ্যে পড়েছিল], রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বাধা দেননি, কিন্তু নিজের মনোভাবও অজিতকুমারকে স্পষ্ট করে লিখেছেন ২৩ আশ্বিনের শনি [9 Oct] পত্রে:

ঐ দিন সম্বন্ধে সাধারণত আমাদের দেশে যে ভাবের উত্তেজনা প্রচলিত হয়েছে আমি সেই ভাবটিকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের উপযোগী মনে করি নে—বস্তুত সে ভাবটি ও-জায়গার পক্ষে অসঙ্গত।

ছুটি পর্য্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব মনে ছিল। যদি থাকতুম তাহলে ৩০শে আশ্বিনের উৎসবকে আমি একটা বড় দিক থেকে সত্য দিক থেকে দেখবার ও দেখাবার বিশেষ চেষ্টা করতুম। আমি কোনো সঙ্কীর্ণ বিরোধের ভাব এবং তৎসংক্রান্ত চিত্তদাহকে প্রশ্রয় দিতুম না। আমার রাখিবন্ধনের মধ্যে কোনো সাময়িকতার ক্ষোভ ও খণ্ডতা থাকতে দিতুম না। যে রাখিতে আত্মপর শত্রুমিত্র স্বজাতি বিজাতি সকলকেই বাঁধে সেই রাখিই শান্তিনিকেতনের রাখি। ···বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যাদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূলতা আছে এ রাখি তাদের কাছ থেকেও নিরস্ত হবে না। ...আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের একটা অতি উদার অতি বিরাট ইতিহাস সৃষ্টির আয়োজন চল্‌চে এই আমার নিশ্চয় বিশ্বাস—তার মধ্যে বাঙ্গালীও যেমন আছে ইংরেজও তেমনি আছে...যারা আমাদের আঘাত করতেও এসেছে তাদেরও আমরা আত্মসাৎ করব আমাদের উপর এই আদেশ আছে। এখনকার দিনে একথা বল্লে কারো কাছে উপাদেয় বলে মনে হবে না—অনেকে মনে করবেন এ একটা কাপুরুষতার লক্ষণ—কিন্তু তবু এই সত্য কথাটি বলা চাই। সত্যকে কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই সীমাবদ্ধ করা চলবে না। ভারতবর্ষে ইংরাজও সত্য—আজ তারা যদি আমাদের অসুখকর হয়েই থাকে তবু ভারতবর্ষের হিসাবে তারা সত্য—তাদের সুখকর কল্যাণকর করে তুলতে হবে—যতই বাধা পাই ততই চেষ্টাকে জাগ্রত রাখতে হবে। কারণ এই আমাদের স্বধর্ম।...আমাদের আশ্রমেও যদি ভূমা স্থান না পান—সেখানেও যদি সাময়িক বারোয়ারির ক্ষণকালস্থায়ী মৃন্ময় দেবতার পূজার মত্ততাই সঞ্চারিত হয় তাহলে আশ্রমধর্ম পীড়িত হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই সাময়িক নেশায় ভোর হয়ে আছি—সেই জন্য ৩০শে আশ্বিনের মত দেশব্যাপী উন্মত্ততার দিনে নিত্য সত্যকে অবজ্ঞা করার আশঙ্কা আছে—এই জন্যই আমি বারবার করে তোমাদের সতর্ক করতে চাই। যা শ্রেষ্ঠ যা মহত্তম, যা সত্যতম তার থেকে লক্ষ্য কোনো কারণেই কোনোমতেই ফেরাতে দিয়ো না। ...সেদিন তোমরা ছেলেদের ডেকে ভারতবর্ষের সকলের বড় যে বাণী তাই শুনিয়ে দিয়ো। সেদিন সংযম পালন যখন হচ্চে তখন সেই সংযমের উপযোগী সাধনাও যেন অবলম্বন করা হয়—এই তোমাদের সকলের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ।[৬৪]

উদ্ধৃতিটি খুবই দীর্ঘ হল, কিন্তু রাখীবন্ধন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবর্তিত মনোভাব ও তার কারণ এত স্পষ্ট করে আর কোথাও ব্যক্ত করেননি বলে এই উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া তাঁর চিন্তা কোন্ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তারও কিছু হদিশ এর মধ্যে মেলে। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রটিকে তিনি এই সুরে বেঁধেছিলেন, ১৮ আষাঢ় ১৩১৭ তারিখে লেখা ‘মাতৃ-অভিষেক’ কবিতাটিতে এই ভাব কাব্যরূপ লাভ করেছে। ৩০ আশ্বিন [শনি 16 Oct] রাখীবন্ধনের দিনে রবীন্দ্রনাথ এই পর্বের শেষ গানটি লেখেন ‘জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ’ [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৩৬-৩৭; স্বর ৩৭]—তার মধ্যেও ভাবটি অন্তর্লীন হয়ে আছে বলে মনে হয়।

উল্লেখ্য, 13 Oct [বুধ ২৭ আশ্বিন] প্রস্তাবিত ফেডারেশন হল নির্মাণের জন্য দু’ লক্ষ টাকার একটি তহবিল সংগ্রহের জন্য বেঙ্গলী-তে আবেদন প্রচারিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তার অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন।

ইতিমধ্যে সুদূর বরোদা থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি আহ্বান এসে পৌঁছল। দশেরার ছুটিতে বরোদায় মহারাষ্ট্র সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন আহূত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত তখন সেখানকার দেওয়ান। তিনি উক্ত সম্মিলনের অনুষঙ্গে সেখানে একটি সাহিত্য-পরিষদ স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়ে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানান। ১৫ আশ্বিন [শুক্র 1 Oct] ক্যাশবহিতে ‘বরদায় R.C. Duttর নিকট এক পত্র’ হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ সেই আমন্ত্রণের উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু পত্রটি রক্ষিত না হওয়ায় তার বিষয়বস্তু জানার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ ১৬ পৌষ [শুক্র 31 Dec] গৌরহরি সেনকে লেখেন: ‘তাঁহার মৃত্যুর [১৪ অগ্র°: 30 Nov] কিছু পূর্ব্বে বরোদার সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন উপলক্ষে তিনি আমাকে দুই তিন খানি পত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাইতে পারি নাই বলিয়া অদ্য আমার হৃদয় অত্যন্ত অনুতপ্ত আছে।’[৬৫] কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করার আহ্বান জানালে তিনি রাজি হয়ে যান; ২৭ আশ্বিন [বুধ 13 Oct] লেখেন:

সাহিত্য পরিষদের মুখপাত্র হইয়া বরোদায় যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নহে কিন্তু পাত্রটি যদি বাণীশূন্য হয় তবে পাত্রের মুখরক্ষা হইবে কিসের জোরে। শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা এ পর্যন্ত আমাকে দূরে রাখিয়াই চলিয়াছেন—প্রবাসে সভাসঙ্কটে কে আমাকে রক্ষা করিবে?...নিশ্চয়ই সেখানকার যজ্ঞকর্ত্তারা সাহিত্য পরিষদের ইতিবৃত্ত ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিবেন তখন কিরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা আমার মূঢ়তা গোপন

করিব সে পরামর্শ আমাকে দিবেন। যদি আপনারা কেহ সাহিত্য পরিষদের বক্তব্য আমাকে লিখিয়া দেন তবে সজীব গ্রামোফোনের মত আমি তাহা আবৃত্তি করিয়া আসিবার ভার লইতে পারি। আপনি বা হীরেন্দ্রবাবু যদি যান তবে আমি আপনাদের পশ্চাতে থাকিয়া কেবলমাত্র হাত পা নাড়িয়া কাজ চালাইবার ভরসা রাখি।[৬৬]

রামেন্দ্রসুন্দর কী ভরসা দিয়েছিলেন জানা নেই, রবীন্দ্রনাথ 'শুক্রবার' [২৯ আশ্বিন: 15 Oct] তাঁকে লেখেন: 'রাজি। /কিন্তু আমাকে নিরস্ত্র নিঃসহায়ভাবে পাঠানর জন্য দায়ী আপনারাই। আগামী কল্য সায়াহ্নে কলিকাতায় পৌঁছিব। রবিবার প্রাতে আপনার সঙ্গে পরামর্শের সময় থাকিবে কি? একটু সাহস দিবেন। কবে যাত্রা করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিবেন।'[৬৭] বেঙ্গলী-তে [16 Oct: ৩০ আশ্বিন] সংবাদ দেওয়া হয়:

The Bangiya Sahitya Parishad has elected the following gentlemen as delegates to the forthcoming Marhatta Literary Conference to be held at Baroda during the ensuing Dussera holidays:-Mr. Rames Chandra Dutt, Mr. Satyendranath Tagore, Babu Rabindra Nath Tagore and Mahamohopadhyay Haraprasad Shastri.

—কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে রবীন্দ্রনাথের যাওয়া হয়নি। ৩১ আশ্বিন তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'আমি বরদায় যাব কিনা তাই ভাবচি। দীর্ঘপথ—পথের অনিয়মে পাছে শরীর বিকল হয় তাই ভাবচি।'[৬৮] হয়তো এই কারণেই তিনি যাত্রা বাতিল করেন। শুধু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উপস্থিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যদিও অজিতকুমারকে লিখেছিলেন, 'আমি সম্ভবত পয়লা কার্তিক নাগাদ কলকাতায় ফিরব'[৬৯] —কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা সময়সূচি অনুসারে তিনি ৩০ আশ্বিন [শনি 16 Oct] সায়াহ্নে কলকাতায় ফিরে আসেন। ১ কার্তিক [সোম 18 Oct] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন: 'এবার কিছু বৈষয়িক ব্যস্ততার মধ্যে পড়ে গেছি। এইটে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই এবারকার মত বিষয়ব্যাপার থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পেতে পারব এই রকম আশা হচ্চে।'[৭০]

মহর্ষির উইল অনুসারে বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম পরগনার জমিদারী দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সমান ভাগে বন্টিত হয়। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ বার্ষিক ৪৫০০০ টাকার বিনিময়ে ও কয়েকটি শর্ত-সাপেক্ষে তাঁর অংশ সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে ৯৯৯ বছরের জন্য ইজারা দিতে চান। দলিলটি যদিও স্বাক্ষরিত হয় ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ [24 May 1912] তারিখে, কিন্তু ইজারা ১ বৈশাখ ১৩১৬ তারিখ থেকেই বলবৎ বলে গণ্য করা হয়।[৭১] অবশ্য আলোচ্য সময়ে আলোচনা, শলা-পরামর্শ ইত্যাদি চলছিল। এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলার জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার-জামাতা শরৎকুমার ও সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন ১৬ আশ্বিন তারিখে। ৪ কার্তিক [বৃহ 21 Oct] 'মাস্কাবারি হিসাব' খাতায় লেখা হয়: 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর/জমিদারী বিভাগের সর্ত্তানুসারে হিসাবাদি এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত না হওয়ায় আপনার প্রাপ্য কিস্তীর টাকার মধ্যে আপাতত হাওলাত স্বরুপ দেওয়া যায় হিসাব প্রস্তুত হইলে ইহা জমা খরচ করিয়া লওয়া হইবে।—১৫০০্'। ৯ কার্তিক [মঙ্গল 26 Oct] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে [? খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়] লেখেন:

যে ভাবে লেখাপড়া হইবার প্রস্তাব হইতেছে তাহাতে ইন্‌কম ট্যাক্সের দৌরাত্ম্য এড়ানো যাইবেনা শুনিয়া দ্বিপু Personal lease দেওয়াই পছন্দ করিতেছেন। পুনরায় কোন কালে দেউলিয়া অবস্থায় সম্পত্তি তাঁহাদের হাতে যাহাতে ফিরিয়া না আসে এরূপ ব্যবস্থা রাখিতে চান। সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেলে ক্রেতা এই চিরন্তন দায় সমেত কিনিতে বাধ্য হইলে তাঁহাদের চিন্তার কারণ কি কিছু আছে [?]

স্ট্যাম্প খরচা নিদারুণ হইয়া না ওঠে সেদিকেও করুণ দৃষ্টি রক্ষা করিয়ো[।] লেখাপড়া সমাধা করিতে দীর্ঘকাল বিলম্ব হইলে নানা অসুবিধার কারণ জাগিয়া উঠিতে পারে একথাও চিন্তা করিয়া দেখিয়ো।[৭২]

পত্রটির শেষাংশ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা অনুমান করে 'পত্রাবলী' [দ্র দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১। ২০, পত্র ১১]-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পত্রটি যে খগেন্দ্রনাথকেই লেখা তার প্রমাণ সত্যপ্রসাদকে লিখিত ১৬ কার্তিকের চিঠিতে আছে: 'Permanent lease আকারে লেখাপড়া করার প্রস্তাব করে খগেনকে একটা চিঠি লিখেছিলুম তার কোনো উত্তর পাইনি।'[৭৩]

রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, এই ব্যবস্থায় তাঁর আয় বাড়বে এবং শরিক কমে যাওয়ায় পরিচালন-ব্যবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হয়নি, বরং দেনা ও মনোমালিন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

কার্তিক মাসে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি মুদ্রিত হয়:

ভারতী, কার্তিক ১৩১৬ [৩৩।৭]:

৪০৩ 'অতিথি' ['শরতে আজ কোন অতিথি'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৩২ [৩৮]

বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১৬ [৯।৭]:

৩৪০ 'রাখী' ['প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৩৬ [৪৩]

প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৬ [৯।৭]:

৪৬১-৭১ 'গোরা' ৬১-৬২ দ্র গোরা ৬। ৪৮৮-৫০৫ [৬২-৬৩]

৫১২-১৩ 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' দ্র গীত ২। ৫৪৯; স্বর ৯

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের এই গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিটি এখানে মুদ্রিত হয়।

জাহ্নবী, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৬ [৫।৬-৭]

'হর্ষ'

'শেফালী'

জাহ্নবী-র এই সংখ্যাটি আমরা দেখিনি; তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে মাঘ-সংখ্যা মানসী-র 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' [পৃ ৬১৭] থেকে, সেখানে জাহ্নবী-র আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে: 'রবিবাবুর "হর্ষ" (গান) ভাবুকের উপভোগ্য। "শেফালী" কবিতা লেখকের হাতের উপযুক্ত নয়।'

সুপ্রভাত, কার্তিক ১৩১৬ [৩।৪]:

১৫৪ 'চির-পরিচয়' ['জানি জানি কোন্ আদিকাল হ'তে] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ২০ [২১]

মানসী, কার্তিক ১৩১৬ [১।৯]:

৩৯৪ 'আবাহন' ['এসহে এস সজল ঘন'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৩০ [৩৫]

রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লিখিত গানটি ব্লক করে ছাপা হয়।

সম্ভবত এই মাসেই এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে শিশু কাব্যগ্রন্থের নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়, বাংলার বাইরে ছাপা বলে বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে গ্রন্থটির বিবরণ ও প্রকাশ-তারিখ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ২ কার্তিক [মঙ্গল 19 Oct] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন: 'শিশু বের হয়নি বলে অনেকের নিকট হতে

লাঞ্ছনা পাওয়া যাচ্চে। অত আগে থাকতে ঘোষণা করলে কেন? সাধারণের কাছে সত্যরক্ষা না করলে তাদের শ্রদ্ধা হারাবে।'[৭৪] হয়তো এর কিছু পরেই বইটি প্রকাশিত হয়।

৩০ আশ্বিন সন্ধ্যায় কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ ৬ কার্তিক পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। এর মধ্যে ৩ কার্তিক [বুধ 20 Oct] 'বালিগঞ্জের বাটীতে যাওয়া' ছাড়া তাঁর গতিবিধির কোনো খবর পাওয়া যায় না। বরোদায় যাওয়া সম্পর্কে পরামর্শের জন্য 'রবিবার [৩১ আশ্বিন] প্রাতে' রামেন্দ্রসুন্দরকে আহ্বান করেছিলেন, হয়তো তিনি এসেছিলেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বরোদায় যাওয়া হয়নি। ২ কার্তিক চারুচন্দ্রকে লিখেছেন: 'আমার বরোদায় নিমন্ত্রণ আছে। যাব কিনা সন্দেহ।' অথচ কোথাও যাওয়ার জন্য তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ঐ চিঠিতেই আছে:

কোথাও পালাতে ইচ্ছা করচে। কিন্তু পথ পাচ্চিনে—পাথেয়েরও অভাব। ঈশ্বর যদি ডানা দিতেন তাহলে রেলোয়ে কম্পানি ছাড়া আর সকলেরই সুবিধা হত। ডানা যদি না দিলেন তাহলে মনটাকে অচল করলে কোনো নালিশের কারণ থাকত না।[৭৪]

দু'বছর পরে এইরকমই এক পালাবার ইচ্ছে 'ডাকঘর' নাটকের জন্ম দেয়—তারপর সিঙাপুর, জাপান ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণের সূচি পরিবর্তিত হতে হতে ইংলণ্ড-আমেরিকায় তথা বিশ্বজয়ে পরিণতি লাভ করে।

আলোচ্য সময়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে—৬ কার্তিক [শনি 23 Oct] তারিখে। ৯ কার্তিক খগেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: 'ছুটির সময়ে নির্জ্জন শান্তি প্রয়োজন বলিয়া বোধ কর তবে শান্তিনিকেতনের মত এমন জায়গা আর পাইবে না'—নিজেও সেই নির্জন শান্তির আকাঙক্ষায় শান্তিনিকেতনেই এলেন। ১১ কার্তিক [বৃহ 28 Oct] কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে মীরা দেবীকে লিখেছেন:

এখানে নির্জ্জনে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে এমন ভাল লাগে যে লেখায় হাত দিতে ইচ্ছাই করে না। রাত্রে জ্যোৎস্নাও বড় সুন্দর হয়ে ফোটে। কাল বুধবারে মন্দিরে আমাদের উপাসনা হল—আর সে রকম ঘরভরা ছেলে নেই—কেবল দেবল গোরা পটল এবং অজিতকে নিয়ে মন্দিরের পূর্ব্বদিকের অঙ্গনে বসে সুন্দর জ্যোৎস্নায় উপাসনা করলুম। তারপরে গাড়িবারান্দার ছাতে এসে বস্‌লুম—অনেকরাত পর্যন্ত সেখানে বসে গান করলুম।[৭৫]

এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন: 'আমার লেখাটা কাল আরম্ভ করেছি। শেষ না হলে কলকাতায় যেতে পারচিনে।' এটি কোন্ লেখা বলা শক্ত। ১৫ অগ্র [বুধ 1 Dec] তিনি Y.M.C.A.-এর ওভারটুন হলে 'তপোবন' নামে একটি বক্তৃতা করেন, 'লেখা'টি এই প্রবন্ধও হতে পারে। উক্ত পত্রে মীরা দেবীকে তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন, তা প্রবন্ধটির ভাবসূত্রে গ্রথিত:

তোকে সেই ধোঁয়াধূলোর কলকাতায় বন্দী করে একলা ফেলে এসেছি বলে মনে কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু তোর তপস্যার সময় এসেছে—এই তপস্যায় সামান্য কারণে ব্যাঘাত ঘটানো কোনোমতে কল্যাণকর নয় জেনে তোর এই দুঃখ নিজের মনে স্বীকার করেই নিয়েছি। ঈশ্বর তোর মনকে স্বাধীন করে দিন, সে আপনার চারিদিকের পরিবেষ্টনকে ভেদ করে বড় হয়ে উঠুক্—অন্তরের মধ্যে ভূমাকে লাভ করুক, সংসারের কোনো ক্ষুদ্রতাজালে আবদ্ধ না হোক্ এই আমার একান্ত মনের কামনা।

চিঠির শেষে তিনি লিখেছেন: 'লরেন্স্ যখন আছে তখন অমলের [? হোম, 1894-1975] সঙ্গে ইংরাজি আলাপের বিশেষ প্রয়োজন নেই তোর যদি সঙ্কোচ বোধ হয় তাহলে ছেড়ে দিস্।' লরেন্স এইসময়ে কয়েকমাস জোড়াসাঁকোয় থেকে মীরা দেবীকে ইংরেজি পড়ান—Oct 1909 থেকে Feb 1910 পর্যন্ত প্রতি মাসে তাঁকে ৩০্ টাকা করে বেতন দেওয়া হয়েছে।

কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর নব-প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'দেশী ও বিলাতী' [আশ্বিন ১৩১৬] রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথই তাঁকে কবিতা থেকে গল্পের জগতে নিয়ে আসেন, প্রথম দিকে তাঁর গল্প সংশোধন করেছেন ও গল্পের প্লট দিয়েছেন। বইটি পেয়ে ১১ কার্তিক [বৃহ 29 Oct] লেখেন: 'ছুটির সময়ে [এখানকার] সুন্দর নির্জ্জন অবকাশে মাঝে [মাঝে] একটি আধটি করে তোমার [গল্পগুলি] বেশ চেখে চেখে পড়া যাবে।' রবীন্দ্রনাথের গল্প প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন নিবেদিতা [Nov 1900], তার পরে বিভিন্ন জনের করা কয়েকটি গল্পের অনুবাদ *New India* সাপ্তাহিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয় [1901-02]। নিবেদিতার অনুবাদগুলি প্রকাশিত হয়নি, নিউ ইণ্ডিয়া-র অনুবাদগুলির প্রচারও সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে প্রভাতকুমার এই কাজে এগিয়ে এলেন। তাঁর চিঠিতে খবরটি জেনে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

আমার গল্পগুলি [যদি] ইংরাজিতে তর্জমা হয়ে [Modern] Reviewতে বের হয় সে [ত খুব] আনন্দের কথা। ইংরাজি [অনুবাদের ভাল] মন্দের বিচার আমি [করতে অক্ষম,] কিন্তু আমার এ [বিশ্বাস আছে] তোমার হাতে এদের উপযুক্ত সৎকার হবে—কেননা, সাহিত্যরসবোধ এবং ভাষায় অধিকার, এ দুইই তোমার আছে। তাছাড়া আমার প্রতি তোমার সদয়তারও অভাব নেই।[৭৬]

রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যাপূরণ' গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ 'The Riddle Solved' মডার্ন রিভিয়্যু-র Dec 1909-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বহুল-প্রচারিত ছিল, সেইজন্য এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদেশী পাঠক রবীন্দ্রপ্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হলেন। কিছুদিনের মধ্যে আরও কতকগুলি ঘটনা ঘটে যায়, ফলে ভারতপ্রেমী বিদেশীরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আমরা যথাস্থানে সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করব।

এবারে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যে দুটির উল্লেখ করা দরকার। ১৬ কার্তিক [মঙ্গল 2 Nov] চারুচন্দ্রকে যে-চিঠি লেখেন তার কিয়দংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি, তার পরে লিখেছেন:

...গোরা তোমরা সময়মত এবং সুচারুরূপে ছাপিয়ে দিলেই আমার কোনো ক্ষোভ থাক্‌বেনা। আমার মনে এই ছিল যে, ধীরে ধীরে ছাপালে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল থাকবার আশঙ্কা থাকবে না। সেইজন্যেই তাগিদ দিয়েছি। ...যদি মণিলালকে ছাপতে দেওয়ায় কোনো সুবিধা থাকে তাহলেই দিয়ো নতুবা যদি বিরক্ত হয়ে দাও তাহলে আমার প্রতি নির্দ্দয়তা করা হবে—কখনো তা কোরো না। দেখ, এই সমস্ত বই ছাপানো প্রভৃতি যে জঞ্জাল নিয়ে এই বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত কাটিয়ে দেওয়া গেল তা আর বেশিদিন পর্য্যন্ত চল্‌বে না—এই জন্যেই যা লিখেছি তা যথাসম্ভব নির্ভুল করে ছাপিয়ে দিয়ে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন ব্যগ্র হয়েছে। যখন দ্বিতীয় সংস্করণ হবে তখন আমারও দ্বিতীয় সংস্করণের সময় হবে।[৭৭]

এই চিঠি থেকে জানা যায়, প্রবাসী-তে 'গোরা সমাপ্ত হওয়ার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ উপন্যাসটি মুদ্রণের জন্য ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসকে পাণ্ডুলিপিটি প্রদান করেছিলেন। কিছুদিন থেকেই তাঁর বই কলকাতায় ছাপা না হয়ে এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হচ্ছিল—চয়নিকা, গান ও শিশু সেইভাবেই মুদ্রিত হয়। প্রুফ দেখা, সংশোধন-বর্জন-সংযোজনের সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথ চাইলেন গোরা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কান্তিক প্রেসে ছাপা হোক। সেইরূপ ব্যবস্থাই হয়েছিল—1 Feb 1910 [মঙ্গল ১৯ মাঘ] দু'খণ্ডে গোরা প্রকাশিত হয়।

১৬ কার্তিকেই রবীন্দ্রনাথ আর-একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদকে। জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনের যাঁরা গৌরব ছিলেন, তাঁরা ধীরে ধীরে অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করে নিচ্ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনী-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু বছর ধরেই বাড়ি-ছাড়া, দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্তমানে শান্তিনিকেতন-বাসী, আর প্রায় দুই দশক জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রনাথের সাময়িক বাসস্থান-মাত্র। দ্বিজেন্দ্রনাথ-হেমেন্দ্রনাথের পুত্রগণ সেখানে বাস করতেন, কিন্তু বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেননি। সদর কাছারির ম্যানেজার হিসেবে সত্যপ্রসাদই

মা সৌদামিনী দেবীও স্ত্রী-পুত্র সহ পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে সেখানে বাস করতেন। তাই তিনিই যখন জোড়াসাঁকো ত্যাগ করে কাশী-এলাহাবাদে নিজের ও কন্যার শ্বশুরবাড়ি অঞ্চলে চলে যেতে চাইলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ব্যথিতচিত্তে লিখলেন:

তবে আসল কথাটা তোমাকে বলি। জোড়াসাঁকোর সঙ্গে তুমি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে যাচ্চ এতে আমার হৃদয় কোনোমতেই প্রসন্ন হচ্চে না। এক ত আজন্মকালের বন্ধন—বাড়ির সমস্ত ইঁটকাঠের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, তারপরে তোমার উপরে খুব একটা নির্ভরের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। অমনিই ত জোড়াসাঁকো শুন্যপ্রায়—তুমি ওখানে থাক্‌লে তবু মনে হয় বাড়ি বলে একটা পদার্থ আছে—আমার ছেলেমেয়েরা সকলেই তোমাকে যেমন আত্মীয় বলে জানে এমন আর কাউকেই না। তুমি চলে গেলে বাড়িটা অনেকটা পান্থশালার মত হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষতঃ রথীকে মফস্বলেই কাটাতে হবে—তাহলে আর বাড়ি কাকে নিয়ে রইল! এই জন্যেই যতদিন পারা যায় তোমাকে এখানে ধরে রাখবার চেষ্টা করা যাচ্ছিল। কিন্তু শুধু কেবল ঘর দরজা নিয়ে ত তোমার ঘরকন্না চল্‌বে না। তোমার নিজের সবাই রইল অন্যত্র—তোমাকে এখানে আবদ্ধ রেখে কেবল কষ্ট দেওয়া। সেই জন্যেই তোমাকে ছুটি দিতে হল। জোড়াসাঁকো ত আমাদের পক্ষে ফাঁক হয়ে এসেছে এবারে তুমি গেলে আরো ফাঁক হয়ে যাবে।[৭৮]

—সত্যপ্রসাদকে মাসিক ১৫০ টাকা পেনশন মঞ্জুর করা হয়, তিনি পৌষ মাস থেকেই পেনশন পেতে আরম্ভ করেছেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের, হস্তলিখিত পত্রিকা 'শান্তি'-র বৈশাখ ১৩১৭-সংখ্যায় [পৃ ৪৫-৫১] অতুলেন্দু সেনগুপ্তের অনুলেখনে '১৭ই কার্ত্তিক বুধবার মন্দিরে প্রদত্ত গুরুদেবের উপদেশ'-শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হয়; কিন্তু 'বুধবার' ১৬ কার্তিক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ সত্যপ্রসাদকে লিখেছিলেন: 'আমি আর তিন চার দিনের মধ্যেই কলকাতায় যাব। তার আগেই কি তুমি যেতে চাও? আমি খুব সম্ভব শনি কি রবিবারে গিয়ে পৌঁছব।' আবার ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরীকে ১৯ কার্তিক [শুক্র 5 Nov] লেখেন: 'কিছুদিনের জন্য বোলপুর আশ্রমে আসিয়াছিলাম আজ আবার কলিকাতায় যাইতেছি। রথীও এখন কলিকাতায় আছে।'[৭৯] কিন্তু ক্যাশবহির হিসাব '২০ কার্ত্তিক বোলপুর হইতে বাবু মহাশয় আগমন করায়' থেকে জানা যায়, তিনি পূর্বঘোষিত শনিবারেই এসেছিলেন।

এইবারে তিনি ২৬ কার্তিক [শুক্র 12 Nov] পর্যন্ত কলকাতায় থাকেন। কিন্তু ২৩ কার্তিক বালিগঞ্জ যাওয়া ছাড়া তাঁর গতায়াতের বা কাজকর্মের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত পুত্র রথীন্দ্রনাথকে সদর সেরেস্তার জমিদারী কাগজপত্র বুঝিয়ে দেওয়া ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাদি নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। ২৭ কার্তিক [শনি 13 Nov] খুব ভোরে রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি শিলাইদহ হয়ে জলপথে পতিসর রওনা হন। তার আগের দিন 'শুক্রবার' অজিতকুমারকে লেখেন: 'আমি কালই শিলাইদহে যাত্রা করব। সেখান থেকে বোট ভাসিয়ে দিয়ে কালিগ্রামে চলে যাব।'[৮০]

রাজশাহী জেলায় তাঁদের কয়েকটি ছোটখাটো তালুক ছিল, তার সব-ক'টির সঙ্গেই পুত্র ও ভাবী জমিদার রথীন্দ্রনাথকে পরিচিত করে দেবার জন্য এই দীর্ঘ নদীপথে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। এর আগেও পুত্রকে নিয়ে তিনি এই পথে গেছেন, কিন্তু এবারের ভ্রমণ ছিল আনুষ্ঠানিক—তাই কলকাতায় ফেরার পর তাঁর ক্যাশবহিতে লেখা হয়: 'মা° শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয় নগদ দেন ৯৯৲ গিণি ১ থান ১৫৲', সম্ভবত নজরানা হিসেবে এই টাকা পাওয়া গিয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ এই ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন:

ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরেই বাবা আমায় নিয়ে বেরোলেন জমিদারি অঞ্চলে—উদ্দেশ্য, প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হবে ও সেইসঙ্গে জমিদারির কাজকর্ম আমি তাঁর কাছ থেকে বুঝে নেব। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। হাউসবোটে কেবল বাবা আর আমি। বার বার মৃত্যুশোকের আঘাতে, বিশেষ করে অকালে শমী চলে যাওয়ায়, তাঁর মনে তখন গভীর বেদনা, তিনি নিতান্ত একাকী। দীর্ঘকাল প্রবাসের পর আমি ফিরে এসেছি, সুতরাং তাঁর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-ভালোবাসা তিনি যেন উজাড় করে ঢেলে দিলেন। অনেক দিনের চেনাজানা নদীর বুকে আমরা

দুজন ভেসে চলেছি। প্রতি সন্ধ্যায় ডেকে বসে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। এর আগে এমন মন খুলে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ কখনো পাই নি। স্বভাবত আমি মুখচোরা মানুষ, প্রথম প্রথম তাই একটু বাধো বাধো ঠেকত। সদ্য কলেজ-পাস-করা ছোকরার মুখে কৃষিবিদ্যা, সৌজাত্যবিদ্যা অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ধারকরা কেতাবি মতামত শুনে বাবা নিশ্চয় খুব কৌতুক অনুভব করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি চুপ করে থাকতেন ও আমার মুখের বাঁধা বুলি ধৈর্যসহকারে শুনে যেতেন। মাঝে মাঝে যখন তিনি নিজে কিছু বলতেন, তার বিষয় হত দেশের প্রজাসাধারণের সামাজিক ও আর্থিক দূরবস্থা এবং তার প্রতিকারকল্পে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ক্বচিৎ হত —তিনি হয়তো ভাবতেন তাঁর বিজ্ঞানী ছেলের পক্ষে সাহিত্যের রসবোধ কঠিন হবে।[৮১]

পুত্রকে অবশ্য তিনি রচনায় প্রবৃত্ত করিয়েছিলেন—প্রবাসী-র 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগে 'র' আদ্যক্ষরে রথীন্দ্রনাথের দুটি রচনা মুদ্রিত হয়—'পোকার দৌরাত্ম্য' [পৌষ। ৭২৯-৩২] ও 'প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা' [মাঘ।৮১৯-২৪]। শেষোক্ত রচনাটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বহুলপরিমাণে পরিবর্ধিত, তাঁর কিছু বক্তব্যের প্রতিধ্বনি রচনাটিতে পরিলক্ষিত হয়।

জলযাত্রার দীর্ঘ কৌতুকপূর্ণ বিবরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে সম্ভবত ৫ অগ্র [রবি 21 Nov] লিখেছেন:

> শনিবার ভোরে ছেড়েছি—তারপরে আজ আটদিন জলে জলে কাট্‌ল। সেদিন পাঁজি দেখে বেরই নি ফলে অনেক দুঃখ পেতে হয়েছে। কে জান্‌ত প্রতিপদে বেরলে প্রতি পদেই বিপদ। সব চেয়ে অন্যায় হয়েছিল ঠিক আমরা বেরবার সময়েই শরৎ হেঁচেছিলেন। ...পরদিন সকালে যখন বোট ছেড়ে দেওয়া গেল, তখন মেঘ জম্‌চে, আকাশ চারদিক থেকে ভ্রূকুটি করে উঠেছে। ...
>
> আজ রাত্রে কোনো একসময়ে বোধ হয় পতিসর গিয়ে পৌঁছিব।[৮২]

সেই রাত্রেই পতিসরে পৌঁছে তিনি মীরা দেবীকে লিখলেন: 'আজ এই খানিকক্ষণ হল পতিসরে পৌঁছে তোর চিঠি পেলুম। এতদিনকার রাশিকৃত চিঠি জমেছে তার উত্তর দিতে আজ দিন কেটে যাবে।'[৮২ক]

সত্যই অনেক চিঠি জমেছিল। ৯ অগ্র [বৃহ 25 Nov] ত্রিপুরার প্রয়াত মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের রাজ্যাভিষেক হয়। স্বয়ং বীরেন্দ্রকিশোর ও তাঁর ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রকিশোর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান। প্রত্যুত্তরে ৬ অগ্র [সোম 22 Nov] রবীন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রকিশোরকে লেখেন:

> কিছুকাল হইতে জলপথে যাপন করিতেছি এইজন্য মহারাজের সাদর নিমন্ত্রণ পত্র পাইতে বিলম্ব হইয়াছে। আমাকে সম্প্রতি যে বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছে তাহাতে মহারাজের অভিষেক উৎসবে আমার পক্ষে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হইবে। আমি মহারাজের পিতৃবন্ধু এবং একান্তমনে আমি ত্রিপুরারাজ্যের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি।[৮২ক]

একই দিনে তিনি ব্রজেন্দ্রকিশোরকেও প্রায় একই কথা লেখেন, তবে পত্রের ভাষা অনেক অন্তরঙ্গ। এইদিন তিনি কাদম্বিনী দত্ত [দ্র চিঠিপত্র ৭।২৪] ও অজিত চক্রবর্তীকেও [দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮।১৩-১৪] দুটি পত্র লেখেন।

ইতিমধ্যে কলকাতায় একটি ঘটনা ঘটছিল, যা বিদেশে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রচারে সহায়ক হয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের সদস্য জে. র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড [J. Ramsay Macdonald, 1866-1937] ভারতবর্ষের বিভিন্নমুখী সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক ভারতে পদার্পণ করেন ৪ Oct [শুক্র ২২ আশ্বিন]। বরোদা, রাজপুতানা, সিমলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, লাহোর, বেনারস প্রভৃতি ভ্রমণ করে কলকাতায় আসেন 19 Nov [শুক্র ৩ অগ্র]—১৭ এলিসিয়াম রো-তে অবস্থিত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন। 20 Nov [শনি ৪ অগ্র] 'Mr. and Mrs. Macdonald...went to the house of Babu Krishna Kumar Mitra to see his son and daughters and Babu Aurobindo

Ghosh. He had a long talk with Mr. [Arabindo] Ghosh about present politics.'[৮৩] 21 Nov [রবি ৫ অগ্র] ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে তাঁর সম্মানে একটি স্টীমার পার্টির আয়োজন হয়। অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ছাড়াও বহু শিক্ষিতা বাঙালি মহিলা এতে অংশ নেন। প্রথমে 'বন্দে মাতরম্' ও 'আমার দেশ' গাওয়া হয়। পরে 'Three more songs, this time of a devotional nature, were sung by the talented daughters of Babu Krishna Kumar Mitra. Principal [Heramba] Maitra explained the songs to the guests in English.'[৮৪] পরের দিন তাঁরা জগদীশচন্দ্র বসুর ৯২ আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে একটি চা-পানসভায় আপ্যায়িত হন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে পতিসরে থাকলেও, আমাদের ধারণা, সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের বাড়িতে ও উল্লিখিত প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে ম্যাকডোনাল্ড রবীন্দ্রপ্রতিভা ও রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী বিলেতের *Daily Chronicle* পত্রিকায় তাঁদের ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রবন্ধকারে লিখে পাঠাচ্ছিলেন, প্রবন্ধগুলি পরে *The Awakening India* [1910]* গ্রন্থে সংকলিত হয়। তিনি লিখেছেন, বাংলায় আসবার আগে সবাই তাঁকে বাঙালি বাবুদের সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এই দেশ ও তার অধিবাসীদের দেখার পর তাঁর মনে হয়েছে: 'I am breathing a new atmosphere, here there is life and aggressive effort. This is Bengal.' খুব সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তিনি লিখেছেন:

There are no good political leaders there. There are excellent speakers and eloquent writers, but none of the prominent men seem to have that heaven-given capacity to lead. They can prepare men to be lead, but no shepherd then steps forward to pipe the flocks to the green pastures. If Bengal could unite leaders and agitators the system of our rule in India would change as magic.[৮৫]

স্টীমার-পার্টিতে কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যাদের গাওয়া গানের স্মৃতিচারণ করে তিনি লেখেন:

They sang from well-thumbed copies of a collection of hymms written by Tagore the poet, and the music, much of it new and all so unlike our own, clung round our hearts and stole again and again all that day into our ears.[৮৬]

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের নেতৃত্বে ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের উল্লেখ করে তিনি 'মতামত' অংশে আবার রবীন্দ্রসংগীতের কথায় ফিরে এসেছেন:

There still lingers in my mind the winsome music of Robindranath Tagore sung to me by women's sweet voices on the river above Calcutta. It was sung to songs, written by this poet, of yearning and tender love for the land and its life, its mornings and its evenings, its riches and its poverty, its faith and its hopes.[৮৭]

র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড পরে শান্তিনিকেতনেও এসেছেন [1913] এবং *Daily Chronicle*-এ [14 Jan 1914] ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন।

অগ্রহায়ণ মাসে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচনার প্রকাশ-সূচিটি বিশেষ বড়ো নয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্র ১৮৩১ শক [৭৯৬ সংখ্যা]:

১২১-২৩ 'বর্ত্তমান যুগ।/(বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কথিত) দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৪৮৩-৮৫

এই ভাষণটি কবে প্রদত্ত হয়েছিল সে-বিষয়ে কিছু জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের বলেছেন, তারা এমন এক গৌরবময় যুগে জন্মগ্রহণ করেছে যখন সমস্ত পৃথিবী পুরাতন জীর্ণ সংস্কারকে ত্যাগ করে সকল অন্যায়কে চূর্ণ করে নূতনভাবে জীবন ও দেশকে গড়ে তোলায় ব্রতী। কিন্তু অনেক সময়ে পলিটিক্‌সের মতো বাইরের জিনিস বড়ো হয়ে উঠে ধর্মকে আড়াল করে দেয়। ছাত্রদের প্রতি তাঁর উপদেশ, তারা যেন তুচ্ছ বিষয়ে মগ্ন থেকে জগৎ-জোড়া এই উৎসবের আয়োজন থেকে বঞ্চিত না হয়।

প্রবাসী, অগ্র ১৩১৬ [৯।৮]:

৫৬১-৭০ 'গোরা' ৬৪-৬৫ দ্র গোরা ৬।৫০৫-২০ [৬৪-৬৫]

৬৩০-৩১ 'অমল ধবল পালে লেগেছে' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।১৩-১৪ [১২]; স্বর ৫০

দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিটি এখানে মুদ্রিত হয়েছে।

বঙ্গদর্শন, অগ্র ১৩১৬ [৯।৮]:

৩৭৮ 'কামনা' ['ঐ আসনতলের মাটির পরে'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৩৮ [৪৬]

১০ পৌষ তারিখে রচিত গানটি অগ্র-সংখ্যায় মুদ্রিত হওয়া দেখেই বোঝা যায়, পত্রিকাটি বহু বিলম্বে প্রকাশিত হয়েছিল [10 Mar 1910: ২৬ ফাল্গুন]।

The Modern Review, Dec 1909 [Vol. VI, No. 12]:

549-53 "The Riddle Solved'/(A Short Story)/(Frora the Bengali of Ravindra Nath Tagore) Translated by Prabhat Kumar Mukerji

'সমস্যাপূরণ' [সাধনা, অগ্র ১৩০০।৩০-৪০; গল্পগুচ্ছ ১৮।৩১১-১৭] গল্পটি কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত হয়।

ভারতী-র অগ্র-সংখ্যায় ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক 'আমাদের দেশের আহার ও শিক্ষা সম্বন্ধে দুএকটি কথা' প্রবন্ধে [পৃ ৪৩৮-৪২] লেখেন: 'আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের পক্ষে কিরূপ আহার প্রশস্ত—এবং কিরূপ শিক্ষা উপযোগী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সে সম্বন্ধে আমার যে পত্র ব্যবহার চলে নিম্নে তাহাই প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইল।' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের কোনো পত্র বা পত্রাংশ অবশ্য উদ্ধৃত হয়নি।

৬ অগ্র [সোম 22 Nov] রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লিখেছিলেন: 'আমি খুব সম্ভব ১২ই বা ১৩ই অগ্রহায়ণে কলকাতায় যাব—কারণ ১৫ তারিখে YMCA সভায় আমাকে প্রবন্ধ পড়তে হবে।'[৮৮] এই কারণেই তিনি পতিসর থেকে গোয়ালন্দ হয়ে ১২ অগ্র [রবি 28 Nov] কলকাতায় আসেন। পরদিন 'পদ্মার উপর' থেকে রথীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন: 'কালিগ্রাম থেকে আমরা বোটে করেই আবার

ফিরে এলুম। বাবাকে কাল গোয়ালন্দে নামিয়ে রেখে এলুম; তিনি সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় চলে গেলেন কেননা পরশুদিন তাঁকে সেখানে একটা বক্তৃতা দিতে হবে।'*

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে ১৩ অগ্র বালিগঞ্জে যান। ১৪ অগ্র [মঙ্গল 30 Nov] তিনি যান পার্শিবাগানে জগদীশচন্দ্রের বাড়ি তাঁর ৫০তম জন্মোৎসবে যোগ দিতে, ৩ অগ্র ক্যাশবহিতে 'জগদীশ বাবুর ছবি বাঁধাই ব্যায়'-এর হিসাব পাওয়া যায় সম্ভবত এই কারণেই। এই দিন বরোদায় রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু হয়, পরদিন তাঁর জামাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'কাল ডাক্তার জগদীশ বসুর বাড়িতে সংবাদ পাইলাম বরদায় আপনার শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে।/অল্পদিন মাত্র হইল তাঁহার স্নেহপূর্ণ নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলাম, নিতান্ত বিঘ্ন ঘটায় যাইতে পারি নাই বলিয়া আজ অত্যন্ত অনুতাপ বোধ করিতেছি।'[৮৯] এই পত্রে তিনি রমেশচন্দ্রকে 'ভারতবাসীর অকৃত্রিম সুহৃদ' ও 'স্থিরবুদ্ধি প্রবীণ নেতা' বলে অভিহিত করে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

১৫ অগ্র [বুধ 1 Dec] বেঙ্গলী-তে এই বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত হয়: 'Babu Robindra Nath Tagore, the well-known Bengali poet, will read a paper in Bengali in the Overtoun Hall at 6 p.m. this evening (Wedensday). Maharaj-Kumar Sailendra Krishna Deb will preside.' রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির নাম 'তপোবন' [দ্র প্রবাসী, পৌষ। ৬৭৮-৯২; শান্তিনিকেতন ১৪।৪৫৭-৮০]।

অজিতকুমারকে ৬ অগ্রহায়ণের পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'ছুটির পরে বিদ্যালয়ের ভিতরকার জিনিষটিকে আরো পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল, সরস এবং কলেবর বিশিষ্ট করে তোলবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। / ক্রমশ যাতে সত্য আমাদের কাছে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে এই তপস্যা আমাদের করা চাই। আমার তপোবন প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষাপ্রণালী কি রকম হওয়া উচিত তারই আভাস দিয়েছি। আর কেউ গ্রহণ করুক না করুক পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে করতে নিজেদের কাছেও জিনিষটা সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।' প্রাচীন ভারতীয় তপোবন-সভ্যতার আদর্শকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে ব্রহ্মচর্যের সংযমে জীবনযাত্রাকে সরল এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করার উপদেশ দিয়েছিলেন বলে অনেকে তাঁর বক্তব্যকে 'ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞানবিহীনের দুরাশামাত্র' বলে উপহাস করবেন, এই আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ-মধ্যেই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানকালের পক্ষে সেই শিক্ষাই উপযোগী বলে তাঁর ধারণা। তিনি বললেন:

> এই রকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের উর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

স্পষ্টতই তিনি এখানে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কথা উল্লেখ করতে চেয়েছেন। ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে য়ুরোপীয় আদর্শ গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তি ছিল:

> আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা...।

তাঁর মতে, যোগসাধনাই ভারতের ন্যাশনাল সাধনা। তা কোনো উৎকট শারীরিক মানসিক ব্যায়ামচর্চা নয়, তার মানে 'সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্রের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি, ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা

নয় আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।' সেই সত্যটি কী? রবীন্দ্রনাথের মতে, 'সে সত্য প্রধানত বনিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। ...ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।' এই সত্য হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ও ইংরেজকে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে—'দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে'—যতদিন তা না ঘটবে ততদিন দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ব্যর্থ হতে হবে নানাদিক থেকে। প্রবন্ধ-শেষে রবীন্দ্রনাথ বললেন:

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয় কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে, এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। ...যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে।

যুরোপীয় উগ্র-জাতীয়তাবাদকে শতাব্দীর শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ ধিক্কৃত করছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনে সেই ধরনের জাতীয়তাবাদই যখন বাংলাদেশে প্রকট হয়ে উঠতে লাগল তখন স্বভাবতই তিনি শঙ্কিত হয়েছেন। জাতীয়তাবাদীদের আশু লক্ষ্য ছিল বঙ্গভঙ্গরদ ও পরিণামে দেশের স্বাধীনতা—এই লক্ষ্যের বিরোধী ছিলেন না তিনি—কিন্তু আশুলক্ষ্যসাধনে তৎপর হয়ে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করাকে তিনি সর্বনাশী মনে করেছেন। তাঁর সমসাময়িক কাল এই বৃহত্তর লক্ষ্যটি বুঝতে চায়নি, এতদিন পরেও বোধশক্তির সেই অস্বচ্ছতা কি ঘুচেছে?

এই ভাষণের দু'দিন পরে ১৭ অগ্র [শুক্র 3 Dec] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। তার আগে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হয়েছেন জেনে মেয়ো হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে ১৬ অগ্র একটি চিঠি লিখে তাঁর আশ্রয় ও চিকিৎসাবিধানের জন্য অনুরোধ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সদস্য, বন্ধুবৎসল, সাহিত্যানুরাগী এই সুচিকিৎসকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আগেই পরিচয় হয়েছিল, এই পত্রেই তিনি লিখেছেন: 'পূর্ব্বেও আপনার সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছি এইজন্য পুনশ্চ আপনাকে আমার বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিলাম।'[৯০] পরে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

১৭ অগ্র লুপ মেলে শান্তিনিকেতন রওনা হবার আগে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের উকীল বাটী যাতায়াতের' হিসাব পাওয়া যায়। রথীন্দ্রনাথকে জমিদারীর কাজকর্ম বুঝিয়ে দেবার পর তাঁকে কিছু আইনগত অধিকার হস্তান্তরিত করার জন্যই সম্ভবত এই যাতায়াত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধ নিয়ে যে বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল, তাই নিয়ে 'অভ্যুদয়' নামক একটি হিন্দি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ১৭ অগ্র [পত্রে আছে 'শুক্রবার ১৫ অগ্রহায়ণ'] তিনি লেখেন:

তোমাদের অভ্যুদয় পত্রে কবির লড়াই সম্বন্ধে যে খবরটি বেরিয়ে[ছে] সেটি সত্য হলে সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত কৌতুকাবহ হত সন্দেহ নেই কিন্তু কথাটা সত্য নয়। আমি কোথাও কোনো জবাব দাখিল করিনি—একতরফাই চল্‌চে। আমার প্রতি পক্ষপাতী কোনো কোনো পাঠ[ক] আমার হয়ে ওকালতি করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমি তাঁদের কাউকে ওকালৎনামা দিই নি।

অভ্যুদয় পত্রের সম্পাদক হিন্দিতে যদি আমার গল্পের তর্জ্জমা করতে ইচ্ছা করেন আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।[৯১]

অভ্যুদয় পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গল্পের হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা নেই—যদি হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে, অন্য ভাষাভাষীরাও রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় পেতে চলেছেন। বহুদিন আগে [1901] হিন্দি পত্রিকা সরস্বতী-তে 'মুক্তির উপায়' গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মডার্ন রিভিয়্যু-তে মাত্র দু'দিন আগে 'সমস্যাপূরণ' গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

গত বছর অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্রনাথের কাছে 'তাঁহার সেই ধ্যানলব্ধ ঐশ্বর্যের একটু প্রসাদকণার আবেদন' জানিয়েছিলেন, ফলে শান্তিনিকেতন-উপদেশমালার সূত্রপাত হয়েছিল। এবারেও তিনি একটি আবেদন জানালেন। তিনি লিখেছেন:

আবার সেই অগ্রহায়ণ মাস আসিল। এবার তাঁহার কাছে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ছাত্র বার জন্যই কিছু বৈদিক মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ চাহিলাম। তিনি বলিলেন কিছু অনুবাদ তিনি পূর্বেই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা না পাওয়া যাওয়ায় ১৬ই অগ্রহায়ণে* তারিখে তিনি কথা দিলেন এই কাজে তিনি আবার হাত দিবেন। ৭ই পৌষের উৎসব আসিতেছে, তাহার পূর্বেই কতকগুলি মন্ত্রের অনুবাদ হইলে ভাল হয়। মনে হইতেছে ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে সপ্তাহকালের মধ্যে—অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির মধ্যে কয়েকটি বেদমন্ত্রের অনুবাদ আবার হইল। এইগুলিতে সুর দিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। তাই সুর না দিয়া তিনি অনুবাদ বাহির করিতে চান নাই।[৯২]

২২ অগ্র অনুবাদের কাজ আরম্ভ হয়, তার আগে ২০ অগ্র [সোম 6 Dec] 'আলোয় আলোকময় ক'রে হে' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৩৭, ৪৫-সংখ্যক; স্বর ৩৮] গানটি রচিত হল—গীতাঞ্জলি-র আগের গানটি রচিত হয়েছিল ৩০ আশ্বিন তারিখে।

গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতেই অনুবাদগুলি করা হয়েছিল। প্রথমেই তিনি অনুবাদ করেন তাঁর প্রিয় 'পিতা নোইসি' মন্ত্রটি: 'তুমি আমাদের পিতা' [দ্র রূপান্তর।৩; গীত ১।১৬২]—অনুবাদের তারিখ: ২২ অগ্র [বুধ 8 Dec]। এইটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের উপাসনার মন্ত্র, সেইজন্য এইটি দিয়েই তিনি মন্ত্রানুবাদ আরম্ভ করেন। অনুবাদটিতে সুর দিয়ে তিনি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবের উদ্বোধন করেন দ্র স্বর ৩৬। এই একটিমাত্র অনুবাদই তারিখ-সংবলিত। অন্যগুলি হল:

[২] 'যিনি অগ্নিতে যিনি জলে দ্র রূপান্তর [১৩৭২]।৫

[৩] 'যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে' দ্র ঐ।৫

[৪] 'সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাঁই' দ্র ঐ।৫

[৫] 'আপনারে দেন যিনি' দ্র ঐ।৭-৮

'য আত্মদা বলদা যস্য' ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটিতে সুর দিয়ে তার একটি বঙ্গানুবাদ তিনি ইতিপূর্বে করেছিলেন: 'আত্মদা বলদা যিনি' দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন ১৮১৫ শক [১৩০০]।২০৭; রূপান্তর।৯।

[৬] 'যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই' দ্র রূপান্তর। ১১; গীত ১।১৬১

অনুবাদটিতে রবীন্দ্রনাথ সুর-সংযোজন করেন ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-প্রকাশিত 'গান' গ্রন্থে 'নূতন গান' শিরোনামে যে ১৫টি গান পরে সংযোজিত হয় তার মধ্যে এটিকেও স্থান দেন। সুরটি সংরক্ষিত হলেও এখনও স্বরবিতান-এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

[৭]'হে বরুণদেব,/মানুষ আমরা দেবতার কাছে' দ্র রূপান্তর। ১১

[৮]'হে বরুণ, তুমি দূর করা হে' দ্র ঐ।১৩

[৯]'সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর' দ্র ঐ।১৫

[১০]'শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার' দ্র ঐ।১৭

[১১]'অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়' দ্র ঐ।১৭

অথর্ববেদের এই অভয়মন্ত্রটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের 'অভয়ব্রতী'দের জন্য সংকলন করা হয়েছিল [দ্র রবিজীবনী ৫। ৩৭৭]। তৎকালীন শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: 'প্রতিদিন রাত্রে ঘুমাইতে যাইবার আগে তারা লাইনে দাঁড়াইয়া অভয় মন্ত্র আবৃত্তি করিত। সংস্কৃত মন্ত্রটি মনে নাই, কিন্তু তার ভাব কতকটা এই যে, ঊর্ধ্ব-অধঃ সামনে পশ্চাতে কোথাও আমাদের ভয় নাই।'[৯৩]

অনুবাদের পালা এখানেই শেষ হয়েছে। গান-দুটি ছাড়া অন্য অনুবাদগুলি রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন: 'বাকি কয়েকটি অনুবাদ সুরের অপেক্ষায় তিনি আমার কাছে রাখিয়া দেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁহাকে এই বিষয়ে সচেতন করিয়াছি কিন্তু তাঁহার মনের মত সরল অথচ গম্ভীর বেদোচিত সুর দিতে না পারায় তিনি সেগুলি তাঁহার জীবিতকালে বাহির করিতে পারেন নাই।' ক্ষিতিমোহন 'রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ' প্রবন্ধে অনুবাদগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন [দ্র বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫০।৯-১৪]। প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিক অংশ ও মূল মন্ত্রগুলি রূপান্তর গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

পৌষ মাসে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়:

বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১৬ [৯।৯]:

৪২৫-৩১ 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভায় রবীন্দ্র বাবুর অভিভাষণ'

৪৩১-৩২ 'প্রার্থনা' ['যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।২২-২৩

প্রবাসী, পৌষ ১৩১৬ [৯।৯]:

৬৬১-৬৯ 'গোরা' ৬৬-৬৮ দ্র গোরা ৬।৫২১-৩৫ [৬৬-৬৮]

৬৭৮-৯২ 'তপোবন' দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৪৫৭-৮০

দেবালয়, পৌষ ১৩১৬ [১।৯]:

১৯৭ 'নিবেদন' ['জগতে আনন্দ-যজ্ঞে'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৩৬

The Modern Review, Jan 1910 (Vol. VII, No. 1]:

20-26 "We Crown Thee King"/(A Short Story)/From the Bengali of Ravindranath Tagore./ Translated by Prabhat Kumar Mukerjee

মূল গল্পটির নাম 'রাজটিকা' [ভারতী, আশ্বিন ১৩০৫। ৪৮১-৯৭; গল্পগুচ্ছ ২১। ২৩৭-৪৯]।

৭ পৌষ [বুধ 22 Dec] শান্তিনিকেতনের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় দুটি ভাষণ দেন। প্রাতঃকালীন উপাসনায় প্রদত্ত ভাষণটি মাঘ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১৪৫-৫১] ও 'উৎসব' নামে মাঘ-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৫৬২-৬৯] মুদ্রিত হয়, শান্তিনিকেতন নবম খণ্ডে এটির নাম 'আশ্রম' [দ্র ১৪।৪৪৯-৫৭]। ভাষণটির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে [Ms. 360 (iv)]—১৩টি সাদা লম্বাটে কাগজের একদিকে লেখা প্রেসকপি, মুদ্রাকরের মসীলাঞ্ছিত; প্রথম পৃষ্ঠার উপরে কালিতে লেখা: 'প্রুফ চাই', তার নীচে কপিং পেনসিলে:

যদি এ লেখা/ভারতীতে দেওয়া/না হয় (না হওয়াই উচিত)/তাহলে তত্ত্ববোধিনী প্রেসে/প্রসন্নবাবুর হাতে দিয়ো।/শান্তিনিকেতন নবম ভাগের এইটি/দ্বিতীয় প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধটি/"তপোবন"—সেটি ছাপ্‌তে আরম্ভ করে দিলে হয় না?/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম ছিল না—কিন্তু 'উৎসব' শিরোনামে এটি ভারতী-তেও ছাপা হয়—শান্তিনিকেতন নবম ভাগের এটি প্রথম প্রবন্ধ, দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'তপোবন'-সহ গ্রন্থটি ১২ মাঘ প্রকাশিত হয়। 'আশ্রম' প্রবন্ধটিতেও 'তপোবন'-এর সুর শোনা যায়। মহর্ষির দীক্ষা ও আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও ইতিহাসটি এখানে কবিত্বময় ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

এইদিন রাত্রে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণটি দেন তার নাম 'ভক্ত' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৪৮৬-৯৬], এটি কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়নি, একেবারেই শান্তিনিকেতন দশম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ভাষণেও মহর্ষির সাধনা ও আশ্রমের কথা আছে। তারই সঙ্গে বলেছেন 'মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে...সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন' সেই বুদ্ধ খ্রিস্ট ও মহম্মদের কথা: 'দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব।' এঁদের স্মরণ করেই তিনি কয়েকদিন পরে 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ' গানটি রচনা করেন।

সম্ভবত এবারেও পৌষ-উৎসবের অঙ্গ হিসেবে 'বিসর্জন' অভিনীত হয়। সুধীরঞ্জন দাসের স্মৃতিকথা অনুসারে এই অভিনয়ের চরিত্র-লিপিটি এইরূপ:

গোবিন্দমাণিক্য: সরোজচন্দ্র মজুমদার [ভোলা]
গুণবতী: নরেন্দ্রনাথ খাঁ
রঘুপতি: ত্রিগুণানন্দ রায় [পটল]
নক্ষত্ররায়: সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা
জয়সিংহ: মনোরঞ্জন চৌধুরী
অপর্ণা: সুধীরঞ্জন দাস

সুধীরঞ্জন দাস জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথই তাঁদের অভিনয়-শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং রূপসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন—'সম্পূর্ণ নাটকটির অভিনয়ই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল বলে অনেকে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।'[৯৪]

১৭ পৌষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তার মধ্যে চারটি গান ও দুটি কবিতা লেখেন। রচনাগুলি হল:

১০ [শনি 25 Dec] '[ওই আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রব' দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৩৮, ৪৬-সংখ্যক; গীত ১। ১৯৪; স্বর ৩৭,। কীর্তনের সুরে রচিত গানটিতে রবীন্দ্রনাথ হয়তো আখর যোজনা করতে চেয়েছিলেন, পাণ্ডুলিপিতে অন্তরার পাঠে আখরের মতো কয়েকটি ছত্র দেখা যায়।

১২ [সোম 27 Dec] 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৩৮-৩৯, ৪৭-সংখ্যক; গীত ১। ২৩৮; স্বর ৩৮।

[ ]'আকাশতলে উঠল ফুটে' দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৩৯-৪০, ৪৮-সংখ্যক।

[ ]'হেথায় তিনি কোল পেতেছেন' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৪০-৪২, ৪৯-সংখ্যক।

১৭ [শনি 1 Jan] 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৪২-৪৩, ৫০-সংখ্যক; গীত ১।১২৬-২৭; স্বর ৩৮। 'নিভৃত প্রাণের পরম দেবতা' শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র পাঠ সম্পূর্ণ লিখে কেটে দিয়ে বর্তমান পাঠটি রচিত হয়। বর্জিত পাঠটি গ্রন্থপরিচয়-এ সংকলিত হয়েছে দ্র ১১।৪৯৫-৯৬। 'দীক্ষা' নামে অভিহিত নন্দলাল বসুর আঁকা একটি রঙিন চিত্র [বৃদ্ধ পুরোহিত পুত্র বা শিষ্যকে পূজারতিতে দীক্ষিত করছেন] জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হয়। 'চিত্র-ব্যাখ্যা'য় [পৃ ১৭৭] লেখা হয়: '...এই চিত্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কেবলমাত্র কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছবিখানি উপলক্ষ করিয়া যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।' এরপর 'পূরবী-একতালা' সুর-তাল নির্দেশ করে 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' গানটি ঈষৎ পাঠান্তরে মুদ্রিত হয়।

১৭ [শনি 1 Jan] 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৪৩, ৫১-সংখ্যক; স্বর ৩৮।৬ মাঘ মহর্ষি-স্মরণসভায় গানটি গাওয়া হয়।

'১৭ পৌষ শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয় হাওড়া স্টেশন হইতে এবাটীতে আসার' হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ এইদিনই কলকাতায় চলে এসেছেন। এবারে তাঁর কলকাতায় আসার প্রধান উদ্দেশ্য রথীন্দ্রনাথের বিবাহ। বিবাহের ব্যবস্থা যে হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়ারির 4 Jan [মঙ্গল ২০ পৌষ]-এর লেখা: 'রবির চিঠি পেলুম—রথীর বিবাহে উপস্থিত হতে আমাদের অনুরোধ করেছেন'—চিঠিটি পাওয়া যায়নি।

বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের ভগিনী বিনয়িনী দেবী ও শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর [5.11.1893-9.1.1969] সঙ্গে। তাঁর জন্মের পর মৃণালিনী দেবী তাঁকে পুত্রবধূ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথেরও অনুমোদন ছিল। কিন্তু কন্যার অভিভাবকেরা অপেক্ষা করতে রাজি না হওয়ায় সম্বন্ধটি ভেঙে যায়, প্রতিমা দেবীর বিবাহ হয় রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নীলানাথের সঙ্গে ফাল্গুন ১৩১০-এ—বৈশাখ ১৩১১-তে গঙ্গায় ডুবে নীলানাথের মৃত্যু হয় [দ্র রবিজীবনী ৫। ১৪৬]।

প্রাপ্তবয়স্ক রথীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রসঙ্গে ভাবতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথমেই মনে পড়েছে প্রতিমা দেবীর কথা। গগনেন্দ্রনাথের কন্যা পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> ...রথীকাকা বিলেত থেকে ফিরে এলে রবিদাদা...বাবাকে বললেন, "তোমাদের উচিত প্রতিমার আবার বিয়ে দেওয়া। বিনয়িনীকে বল যেন অমত না করে। ওর জীবনে কিছুই হল না। এ বয়সে চারিদিকের প্রলোভন কাটিয়ে ওঠা মুস্কিল। এখন না হয় মা বাপের কাছে আছে। এর পরে ভাইদের সংসারে কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকবে সেইটাই কি তোমাদের কাম্য? না বিয়ে দেওয়া ভাল, সেটা বুঝে দেখ।"
>
> তখন বড়পিসী বলেন, "আমাকে যে সমাজে একঘরে ঠেলবে! আমার আরও ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বিয়ে দিতে হবে।"
>
> বাবা বলেন, "তোমাদের ভয় নেই। তোমাদের পিছনে আমি আছি। তোমায় সমাজ ত্যাগ করলে আমিও সমাজ ত্যাগ করব। তাই বলে একটা বাচ্চা মেয়ের জীবন এভাবে নষ্ট করতে দেওয়া যায় না। আর বাইরের ছেলে নয়। রবিকাকা রথীর...সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে। তুমি অমত কোর না। এখন প্রতিমার মত নেওয়া দরকার। তাকে বোঝাতে হবে।"
>
> প্রথমে শুনে ও রাজি হয়নি। বাবা পরে অনেক বুঝিয়ে তবে রাজি করিয়েছিলেন। বলেন, "যা তোর হয়ে গেছে সেটা স্বপ্ন ভেবে নিস্। এখন নতুন জীবন আরম্ভ করতে হবে।"
>
> সমাজকে অগ্রাহ্য করে নিজের বাড়ি থেকে নিজে দাঁড়িয়ে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। সমাজের বাধা অনেক এসেছিল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না।[৯৫]

৯ মাঘ [শনি 22 Jan] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন: 'সমর গগনদের সঙ্গে রথীর বিবাহ সম্বন্ধে কথা হল—ওরা এবার খুব সাহস দেখিয়েছে'। রবীন্দ্রনাথ ২০ মাঘ [বুধ 2 Feb] আমেরিকা-প্রবাসী জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'বিবাহটি বিধবা বিবাহ হয়েছে তাও বোধহয় শুনেছ। তা নিয়ে গোড়ায় একটা ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা হয়েছিল কিন্তু তার প্রতি মনোযোগ না করাতে সেটা কেটে গেল।'[৯৬]

কলকাতায় এসে তার পরের দিন ১৮ পৌষ [রবি 2 Jan] রবীন্দ্রনাথ বালিগঞ্জ যান, ২১ পৌষ যান পার্শিবাগানে, ২২ পৌষ তাঁর বাগবাজারে যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়।

২৪ পৌষ [শনি ৪ Jan] স্কটিশ চার্চ কলেজ হলে কেশবচন্দ্র সেনের ২৭-তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের ভাষণের পর রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণে বলেন:

আমি এই ভক্তের সময়ে জন্মিয়াও তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারি নাই। তিনি যখন স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া হিন্দু আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন এবং আমার পিতৃগৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন তখন আমি সদ্যপ্রসূত শিশু। তারপর যখন আমি বালক, কিছু কিছু জ্ঞান হইয়াছে, তখন ব্রাহ্ম-সমাজে বিরোধের সময়। আমার মনেও সেই বিরোধের ভাব। আমার মনে হইত, তিনি যে ধর্ম, যে সত্য প্রচার করিতেছেন, তাহা আমাদের স্বদেশী নহে, বিদেশী। তাঁহাকে লইয়া যখন খুব গোলমাল হইতেছে তখন তাঁর প্রতি আমার একটা বিরোধের ভাব আসিয়াছিল, এটা আমার বেশ মনে আছে। স্বীকার করিতে হইবে, আমার অন্তরের ভিতরে বিরোধভাবের সঞ্চার আমার বালককাল হইতেই হইয়াছিল। কি একটা কুহেলিকা আসিয়াছিল যে তাঁর সঙ্গে সে যোগস্থাপন করিতে পারি নাই। তখন বোল ছিল স্বদেশী। এই তখন দম্ভ, দর্প ছিল। আমার মনে হইত বুঝি আমাদের স্বদেশের যে মাহাত্ম্য আছে, বুঝি সেই মহাপুরুষ সে গৌরব খর্ব করিয়াছেন।[৯৭]

ভাষণের পরবর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের ধর্মসমন্বয়ের আদর্শের কথা বলেন। *The Bengalee* [9 Jan 1910]-তে এই বক্তৃতার একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়। আমরা সেখান থেকেই ভাষণের পরবর্তী অংশটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

There must be consciousness to realise God. Keshab Chandra acquired this consciousness and through his life and deeds showed the people of the world the great light with which he illumined his ownself. He was not born, as the speaker at first took it to be, to destroy the great ideal of the people but to uplift them showing the way by his shining light. Keshab Chandra realised and magnified by his life the great truth which their forefathers their rishis of old, held out.

Speaking of religious toleration, the President said that it was absurd to conceive that any particular religion could confine that great truth within the percincts of its own prayer hall but there was truth in every religion. There was no power to limit it.

There was a time, continuing Babu Rabindra Nath said, when there was unification of all classes of the people of India—between Aryans and non-Aryans. There was difference of faith even among those who were responsible for the unity then. But although the light was waning now, there would be a time again for the revival of that truth which Keshab Chandra had held out before them. It was ideal of the land and they must look to Keshab Chandra as one of the Rishis who had done the same in the time of yore.

কেশবচন্দ্রের ধর্মাদর্শের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তিনি নিজে এই সময়ে যে ভাবমার্গে অবস্থান করছিলেন 'তপোবন' প্রভৃতি প্রবন্ধের মতো এখানে তারই প্রকাশ ঘটেছে এবং কেশবচন্দ্রকে তিনি সেই ভাবমার্গের পথিক রূপেই দেখাতে চেয়েছেন।

২৫ পৌষ [রবি 9 Jan] ৬৮ বিডন স্ট্রীট-স্থ কোহিনূর থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' নাটকের প্রথম বাণিজ্যিক অভিনয় হল। ইতিপূর্বে নাটকটি হয়তো পারিবারিকভাবে ও ১৩০৬-এ ভারত সংগীতসমাজে অভিনীত হয় [দ্র রবিজীবনী ৪।২৬৯], কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এইটিই প্রথম অভিনয়। বেঙ্গলী-তে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনেও এই তথ্যটি ঘোষিত হয়েছে: 'Babu Rabindra Nath Tagore's/Side-splitting sketch/ GORAI GALAD/ For the first time on the public stage.' নাটকটি পরবর্তী সপ্তাহে ৩ মাঘ [রবি 16 Jan] পুনরভিনীত হয়—'Second engaging representation of/Babu Rabindra Nath Tagore's/ GORAI GALAD' —২৪ মাঘ, [রবি 6 Feb] কোহিনূর-এ অভিনীত হল 'রাজা ও রানী'—'Rabi Babu's Masterpiece/ RAJA-O-RANI/ Wherein the success achieved by the Company in rendering the play will be tried to/ be maintained.' এই অভিনয়ের ভূমিকালিপিটি এইরূপ: বিক্রম—মন্মথনাথ পাল, কুমারসেন—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, দেবদত্ত—পি. সি. ঘোষ, সুমিত্রা—ভূষণকুমারী, ইলা—চারুবালা, সখী—প্রমোদাসুন্দরী [দ্র *The Bengalee 4 Feb]*। ৬ চৈত্র [রবি 20 Mar] অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাহায্য-রজনী উপলক্ষে যে ২৪টি নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য, সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়, তার মধ্যেও 'রাজা ও রানী' ছিল।

কলকাতায় এলে নানা জায়গায় যাতায়াত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন ব্যস্ত থাকতেন, তাঁর কাছে বিভিন্ন ব্যক্তির আসাযাওয়াও অব্যাহত থাকত। এই ধরনের খবর তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে দিয়েছেন ২৯ পৌষের [বৃহ 13 Jan] পত্রে:

> অতুল [চন্দ্র ঘোষ, বীরেশ্বর গোস্বামী] কাল এসে তাঁর লেখার তাড়া আমার কাছে রেখে গেছেন কিন্তু ঐভাবেই সেটা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—ভূমিকার ব্যবসা আমি ছেড়ে দিয়েছি।... এইটুকু আমি অনেক কষ্টে তোমা[কে] লিখলুম—এখনো একজন ভদ্রলোক [আমার] চৌকির দক্ষিণ দিকে বসে নিঃশব্দে [আমার] পত্রাবসানের প্রতীক্ষা করচেন। তাঁর [করুণ] দৃষ্টিপা[ে]ত আমার লজ্জিতা লেখনীর [গতি] বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়চে অতএব এইখানে বিদায় গ্রহণ করি।[৯৮]

এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন: 'তোমার রাজটীকার [অনুবাদ পড়ে] চিঠি লিখ্‌ব মনে করেছিলুম।' Jan 1910-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তে প্রকাশিত এই অনুবাদ ও পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত 'সমস্যাপূরণ' গল্পের অনুবাদ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-প্রকাশিত পাঁচ খণ্ডের 'গল্পগুচ্ছ'-এর একটি দীর্ঘ উচ্চ প্রশংসা-পূর্ণ সমালোচনা লিখতে গিয়ে বেঙ্গলী-র [13 Jan 1910] সমালোচক লেখেন:

> We hope that the publishers referred to will see their way in arranging to publish an English version of these stories, for they are sure to create an interest in real life of Bengal in England and other Western countries.

চট্টগ্রামের উকিল রজনীরঞ্জন সেন সম্ভবত এই মন্তব্য পড়েই বিদেশী পাঠকদের কাছে 'Glimpses of Bengal Life' পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষায় রবীন্দ্রনাথের গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য তাঁর অনুমতি

সংগ্রহ করেন। তিনি উক্ত নামের গ্রন্থের [1913] ভূমিকায় লিখেছেন, তাঁর অনুবাদগুলি *Wednesday Review, Hindusthan Review* ও *Modern World* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—আমরা এই পত্রিকাগুলি দেখার সুযোগ পাইনি।

মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

ভারতী, মাঘ ১৩১৬ [৩৩।১০]:

৫৬২-৬৯ 'উৎসব।/ (শান্তি নিকেতনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে)' দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৪৪৯-৫৭ ['আশ্রম']।

প্রবাসী মাঘ ১৩১৬ (৯।১০]:

৭৬৫-৭২ 'গোরা' ৬৯-৭০ দ্র গোরা ৬। ৫৩৫-৪৭ [৬৯-৭০]

The Modern Review, Feb 1910 [Vol. VII, No. 2]:

185-91 'The Hungry Stones/ A Short Story/ From the Bengali of Rabindranath Tagore'/ by Panna Lal Basu/ Bangabasi College

'ক্ষুধিত পাষাণ' [সাধনা, শ্রাবণ ১৩০২। ২১৯-৩৭; গল্পগুচ্ছ ২০।২৩১-৪৩] গল্পটি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক পান্নালাল বসু-কর্তৃক অনূদিত হয়।

এই মাসে রবীন্দ্রনাথ-রচিত অনেকগুলি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। সব-কটি গ্রন্থ দেখার সুযোগ হয়নি, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অবলম্বনে তাদের বিবরণ সংকলিত হল।

16 Jan [রবি ৩ মাঘ] 'গীতলিপি ১ম খণ্ড' প্রকাশিত হয়:

গীতলিপি। ১ম খণ্ড। [Gitalipi 1m Khanda. Notations of Songs, Part I. Containing songs composed by Babu Ravíndra Náth Tagore with notations by Surendra Náth Banerji.] Edited by Ravíndra Náth Tagore. Pages 2, 47. Published by Rana Gopál Chakravarti, 55, Upper Chitpur Road, Calcutta. [16th January, 1910.) 8°. 1st edition. Price, 6 annas./.../ 1,000/...

গ্রন্থটির 'সমালোচনা'য় ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১৭৮] লেখা হয়: 'এই বৎসরের মাঘোৎসবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং যাহা উৎসবে গীত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশের স্বরলিপি আদি-ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা ব্রাহ্মসাধারণের নিকট মূল্যবান সম্পত্তি।'

একই দিনে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে ৭ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে ১১ মাঘের উৎসবের 'গানের কাগজ'। পুস্তিকাটিও ১০০০ কপি ছাপা হয়, বিনামূল্যে বিতরিত।

25 Jan [মঙ্গল ১২ মাঘ] শান্তিনিকেতন নবম ভাগ প্রকাশিত হয়। চার আনা দামের ২+২+১১১ পৃষ্ঠার বইটিতে চারটি ভাষণ সংকলিত হয়: আশ্রম, তপোবন, ছুটির পর ও বর্ত্তমান যুগ।

29 Jan [শনি ১৬ মাঘ] শান্তিনিকেতন দশম ভাগ প্রকাশিত হয়। এটির দামও চার আনা, ২+২+১০৩ পৃষ্ঠার বইটিতে ভাষণ-সংখ্যা তিনটি: ভক্ত, চিরনবীনতা ও বিশ্ববোধ।

দু'খণ্ডে গোরা উপন্যাস প্রকাশিত হয় 1 Feb [মঙ্গল ১৯ মাঘ]।

আখ্যাপত্র: গোরা/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ (প্রথম খণ্ড)/ দুই টাকা চার আনা
[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক/ শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস/
২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।/ কান্তিক প্রেস/ ২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা/ শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।
পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+৩৪৬; মুদ্রণসংখ্যা: ১০০০
[উৎসর্গ:] শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ কল্যাণীয়েষু/ ১৪ই মাঘ ১৩১৬
৪৫টি পরিচ্ছেদ এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।
আখ্যাপত্র: গোরা/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/(শেষ খণ্ড)
[পরপৃষ্ঠায় প্রকাশক ও মুদ্রকের বিবরণ একই রকম।]
পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+৩৪৭-৫৯৮; মুদ্রণসংখ্যা: ১০০০। ৪৬-৭৭ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

গোরা প্রবাসী-তে প্রকাশিত হচ্ছিল ভাদ্র ১৩১৪ [Aug 1907]-সংখ্যা থেকে, ফাল্গুন ১৩১৬ [Feb 1910]-সংখ্যায় সমাপ্ত হয়—তার আগেই সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। পত্রিকার পাঠের বেশ কিছু অংশ গ্রন্থে বর্জিত হয়। ফাল্গুন-সংখ্যা ভারতী-তে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়: 'গোরা/আগাগোড়া সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপন্যাসের শেষ কি তাহা জানিবার জন্য আর কাহাকেও অধৈর্য্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হইবে না। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।'

৪ মাঘ [সোম 17 Jan] রবীন্দ্রনাথ পার্শিবাগান ও বালিগঞ্জে গিয়েছিলেন, গাড়িভাড়ার অঙ্ক [৪ টাকা ১০ আনা] দেখে মনে হয় অনেকে মিলে বালিগঞ্জ যাওয়া হয়েছিল—এর আগেও তিনি ২৫ ও ২৭ পৌষ সেখানে গিয়েছিলেন। ঠাকুরপরিবারের বিশিষ্ট আত্মীয় ও প্রভাবশালী বন্ধুদের অনেকেই তখন বালিগঞ্জ-বাসী, রথীন্দ্রনাথের বিবাহ নিয়ে যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল, তার নিরসন-কল্পেই সম্ভবত এই আসা-যাওয়া।

৬ মাঘ [বুধ 19 Jan] মহর্ষির তিরোভাবের পঞ্চম সাম্বৎসরিক স্মরণসভা হয়। এই দিন 'বুধবার' রবীন্দ্রনাথ বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে লেখেন: 'আজ অপরাহ্নে এখানে পিতৃদেবের যে স্মরণসভা বসিবে তাহাতে আপনি কিছু বলিবেন এইরূপ আশা করিয়া আছি। এই কাজে সকলে মিলিয়া যোগ দিবার যে আনন্দ তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না।'[৯৯] তিনি বঞ্চনা করেননি। সভায় হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও বিনয়েন্দ্রনাথের ভাষণের পর 'শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক সুদীর্ঘ ও চিন্তাপূর্ণ প্রস্তাব পাঠ করেন।' রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত স্বতন্ত্র কোনো প্রবন্ধ রচনা করেননি, ৭ পৌষ সায়ংকালীন উপাসনায় পঠিত 'ভক্ত' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৪। ৪৮৬-৯৬] প্রবন্ধটিই অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করে পাঠ করেন—প্রবন্ধটির বৃহদংশে মহর্ষির জীবনসাধনার বৈশিষ্ট্যের কথাই আলোচিত হয়েছে।

১৭ পৌষে রচিত 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' ও 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ' গান-দুটি এই সভায় গীত হয়েছিল।

১১ মাঘ [সোম 24 Jan] অশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদিগ্রহণ করেন। 'অনন্তর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু যে সারগর্ব্ভ উৎকৃষ্ট

বক্তৃতা করেন' তা ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১৬৩-৭১] ও 'চিরনবীনতা' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৪। ৪৯৬-৫০৬] শিরোনামে ভারতী-তে [পৃ ৬০৭-১৫] মুদ্রিত হয়। অবশ্য তার আগেই শান্তিনিকেতন দশম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সময়ে প্রদত্ত প্রত্যেকটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সামঞ্জস্য ও মিলনের কথা বলেছেন, বর্তমান ভাষণটিও তার ব্যতিক্রম নয়। গানের তান যেমন স্বাতন্ত্রের আভাস দেখিয়েও সমে ফিরে আসে, দিনের বিচিত্র কর্মপ্রয়াস যেমন প্রত্যেক প্রভাতে চিরনবীনতাকে অনুভব করে, মানবজীবন ও মানবসভ্যতাকে তেমনই মিলন ও সামঞ্জস্যের সূত্রে বাঁধা দরকার।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে-যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে-যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্রকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনোমতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হয়েছে। যখনই প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ করে তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে।

তবে কি স্বাতন্ত্রের প্রয়োজন নেই? আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মানবস্বভাবের সামঞ্জস্য থেকে ভ্রষ্ট না হয়। এইজন্য ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই উপকরণ-বিরল ব্রহ্মচর্য-সাধনা দ্বারা জীবনের মূল সুরটিকে বেঁধে নিয়ে গৃহস্থাশ্রমের অর্জন-ব্যয় লাভ-ক্ষতি বিচ্ছেদ-মিলনের অন্তে সরল জীবনযাত্রায় প্রত্যাবর্তনের আদর্শটিকে তুলে ধরা হয়েছিল। অন্যথায় 'অধর্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।'

মাঘোৎসবের প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত আটটি গান গাওয়া হয়, 'ইহার মধ্যে কয়েকটি সঙ্গীত মহর্ষি-দেবের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর একাকী গান করিয়াছিলেন।'

[১] তুমি আমাদের পিতা

[২] মিশ্র রামকেলী-কাওয়ালি। তিমির দুয়ার খোলো

[৩] ভৈরোঁ-তেওরা। আলোয় আলোকময় করে হে

[৪] টৌড়ী ভৈরবী—দাদরা। নিশার স্বপন ছুটল রে

[৫] টৌড়ী-ঝম্পক। আবার এরা ঘিরেছে মোর মন

[৬] মিশ্র বিভাস-ঠুংরী। এই ত তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ

[৭] বৃন্দাবনী সারঙ্গ-তেওরা। জয় তব বিচিত্র আনন্দ দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭২; গীত ১।১৫৬; স্বর ৩৬; মূল গান: জয় প্রবল বেগবতি সুরেশ্বরি দ্র গবেষণা গ্রন্থমালা ৩।৬২। গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 427 (ii), p. 168] মূল গানটি ও বিচিত্র রূপান্তরে ভাঙা গানটি পাওয়া যায়। প্রাথমিক খসড়ার কিছুটা উদ্ধার করি:

জয় হে বিশ্বকবি মহাকবি মহেশ্বর
জয় বিপুল তব দয়া মহেশ্বর জয় প্রবল শক্তি
জয় ভব আশ্রয় জয় নিখিল মন...

[৮] জংলা-তেওরা। প্রভাতে আজ কোন্ অতিথি দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭২-৭৩; ১৮ ভাদ্র তারিখে রচিত 'শরতে আজ কোন্ অতিথি' গানটির পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত করে বর্তমান পাঠটি প্রস্তুত হয়েছে।

সায়ংকালীন ‘উপাসনান্তে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার ওজস্বিনী ভাষায় যে গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন তাহাতে সকলে স্তব্ধ হইয়া যান। এই যে বিপুল জনতা, তাহার মধ্যে যে শান্তভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে সকলে যে বিমল তৃপ্তি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।’ ভাষণটি ‘বিশ্ববোধ’ শিরোনামে ফাল্গুন-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৮৮৯-৯৬] ও ‘অশীতিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সায়ংকালীন বক্তৃতা’ শিরোনামে চৈত্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয় দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৫০৭-১৯, অবশ্য তার আগেই শান্তিনিকেতন দশম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। প্রবন্ধটির বৃহদংশের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ *Sadhana* (1913)-র ‘The Relation of the Individual to the Universe’ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন, বিশ্ববোধের সাধনাই ভারতবর্ষের সাধনা। ব্যক্তি থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে সমাজে, সমাজ থেকে স্বদেশে ও স্বদেশ থেকে বিশ্বে নিজেকে ব্যাপ্ত করতে হলে মানুষকে আত্মবিলোপ সাধন করতেই হয়—এই চেষ্টাই মনুষ্যত্বের চেষ্টা। ভারতবর্ষ একদিন এরই সাধনা করেছিল। সেই সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হওয়াতেই সে আজ বিচ্ছিন্ন এবং সেই কারণেই দুর্বল। ‘কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি জানি অভাব যেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে মূর্তি ধারণ করে সেখানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে।’ আজ এ দেশে নানা জাতি এসেছে, নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এখনই সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে সত্য করার সময়। এমন নয় যে, এর দ্বারা আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে—কিন্তু পরস্পর মিলনের দ্বারা পূর্ণ হয়ে ওঠার জন্য মানবজাতির যে অভিপ্রায় তা এতে পূর্ণ হবে। এবং ভারতই হবে মহামানবের সেই মিলনতীর্থ।

সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত তেরোটি গান গীত হয়:

[১] শ্রীরাগ-তেওরা। কার মিলন চাও বিরহী দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭৪; গীত ১।১৭৩; স্বর ৩৬; মূল গান: তনু মিলন দে পরবর দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৬২-৬৩। গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 427 (ii), p. 178] রবীন্দ্রনাথ মূল গানটি সম্পূর্ণ লিখে প্রতি ছত্রের উপর কথা বসিয়েছেন।

[২] ভীমপলশ্রী-সুরফাঁক্তা। দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭৪-৭৫; গীত ১।১১৩; স্বর ৩৬; মূল গান: এরি অব আনন্দ ভয়ো রি দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।২৮-৩০। এই গানটিও উক্ত পাণ্ডুলিপিতে [p. 179] আছে, মূল গানটি সম্পূর্ণ লিখে প্রতি ছত্রের উপরে কথা বসানো—পৃষ্ঠার নীচে রবীন্দ্রনাথ ভাঙা গানটি পরিষ্কার করে লিখেছেন।

[৩] মিশ্র ইমন-তেওরা। জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে।

[৪] মিশ্র কেদারা-কাওয়ালি। জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে

[৫] শ্যাম-একতালা। নয়ান ভাসিল জলে দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭৫; গীত ১। ১৬৬-৬৭; স্বর ১১; মূল গান: পপীহা বোলে লে রে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৮৬।পাণ্ডুলিপিতে [p.175] মূল গানটি লিখে তার নীচে ভাঙা গানটি লিখেছেন। পৃষ্ঠার নীচে বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত আর-একটি গান আছে, সেটিও সম্ভবত একই গান ভেঙে রচিত:

রহিব নাথ হে জোড় করে
ভক্ত ভবনতলে রব দ্বারে।
তুমি সেথা নিশি দিবা আছ হে জানি
সেথায় বাজে তোমার বাণী।
পূজা সৌরভ দক্ষিণ বায়ে—লাগিবে মোর কায়ে।
তব প্রসন্ন মুখের হাসি, আমার প্রাণে পড়িবে আসি।
তব শুভ সৌরভ বহি লয়ে স্নিগ্ধ বায়ু

[৬] কাফি-সিন্ধু—একতালা। যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু

[৭] বাহার-বাগেশ্রী—তেওরা। আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে

[৮] দেশ-তেওরা। জাগ জাগরে জাগ সঙ্গীত দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭৬; গীত ১।১৪; স্বর ৩৬; মূল গান: প্রথম পরবর দিগারহি দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৬৪-৬৫। পাণ্ডুলিপিতে [p. 177] নানারকম চিহ্ন দিয়ে মূল গানটি লিখে তার নীচে ভাঙা গানটি রচিত হয়েছে।

[৯] বেহাগ-ধামার। জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭৬; গীত ১।২১১-১২; স্বর ৩৬; মূল গান: আজু রঙ্গ খেলত হোরি দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৩৯। পাণ্ডুলিপিতে [p. 170] মূল ও ভাঙা গান পর-পর লিখিত।

[১০] বেহাগ-ঝাঁপতাল। মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুরমাঝে দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭৬; গীত ১। ২০৬; স্বর ৩৬; মূল গান: মেরে দুন্দ দল সাজে দশরথসুত রাম দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৫১-৫২। পাণ্ডুলিপিতে [p. 169] মূল গানটির চারটি ছত্র ও ভাঙা গানটি আছে।

[১১] মিশ্র সিন্ধু-একতালা। যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে

[১২]খাম্বাজ-ঠুংরী। রূপসাগরে ডুব দিয়েছি

[১৩]কীর্ত্তনের সুর। ঐ আসন তলের মাটির পরে

এই তালিকায় দেখা যায়, মাঘোৎসবে গীত রবীন্দ্রনাথ-রচিত ২১টি গানের মধ্যে 'তিমির দুয়ার খোলো' ও গীতাঞ্জলি-র অন্তর্ভুক্ত ১২ টি পূর্ব-রচিত গান ছাড়া ৮টি গানই নতুন। এই ৮টি গানের মধ্যে 'তুমি আমাদের পিতা' বৈদিক মন্ত্রের অনুবাদ ২২ অগ্র তারিখে রচিত, সবগুলি গানই গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে লিখিত।

বিভিন্ন বিচারে পাণ্ডুলিপির কয়েকটি তারিখ-হীন গান এই সময়ে রচিত বলে আমাদের ধারণা:

[১] অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে [p. 171] দ্র 'নূতন গান' [1910]। ৪০, কামোদ-ধামার; গীত ১।১৭৩; মূল গান: মৈঁ তো না জাউ দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৪২; গীতলিপি ২ [আষাঢ় ১৩১৭]; স্বর ৩৬।

[২] পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে [p. 176]—'নয়ান ভাসিল জলে' গানটির পাণ্ডুলিপির পরের পৃষ্ঠায় লেখা। দ্র গান [1909]। ৩৭৩; সঙ্গীত-প্রকাশিকা, চৈত্র ১৩১৬; গীত ২। ৫৩৫-৩৬; স্বর ৩৬; মূল গান: গাও মায়ী সোহেলেরা দ্র পাণ্ডুলিপি।

[৩] তিমিরময় নিবিড় নিশা [p. 167]—'জয় তব বিচিত্র আনন্দ' গানটির পরের পৃষ্ঠায় লেখা। দ্র সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ফাল্গুন ১৩১৬; গীত ২।৫৮৮-৮৯; স্বর ৩৬; মূল গান: মেঘ। প্রবল দল মেঘ ঝুক ঝুম য়া ভূম পর দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৫০। মূল গানটি রবীন্দ্রনাথ উপরে লিখে নীচে ভাঙা গানটি রচনা করেছেন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশে [p. 174] 'প্রথম আদি তব শক্তি' গানটিরও পাণ্ডুলিপি আছে, কিন্তু গানটি ১৩১৭ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত ও গীতলিপি ৪র্থ খণ্ডে [15 Feb 1911] প্রথম প্রকাশিত হয় বলে এর রচনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া শক্ত। 'রাখ রাখ রে জীবনে জীবনবল্লভে' গানটির রচনাকালও একই কারণে সংশয়িত।

রথীন্দ্রনাথের বিবাহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আগে থেকেই ব্যস্ত ছিলেন, মাঘোৎসবের পর সেই ব্যস্ততা স্বভাবতই বেড়ে যায়। একটি তারিখ-হীন [? ১৩ মাঘ] পত্রে তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন:

কাল আপনার ওখানে নিমন্ত্রণে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু নানা স্থান ঘুরিয়া কোনোমতেই সময় পাইলাম না—শরীরও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১১ই মাঘের পূর্বে সময়মাত্রই ছিলনা—এখন এত অল্প সময় বাকী যে ইহার মধ্যে বিবাহের আয়োজন ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। সশরীরে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে পারিলাম না বলিয়া অপরাধ [গ্রহণ] করিবেন না—আপনিও সম্ভবত সশরীরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু অরুণের ত কোনো বাধা নাই। বিবাহ ১৪ই মাঘ রাত্রি ৯টার সময়। বউ ভাত ১৭ই মাঘ রবিবার মধ্যাহ্নে [য]।[১০০]

১৪ মাঘ [বৃহ 27 Jan] রাত্রি ৯টার সময়ে রথীন্দ্রনাথ [২১] ও প্রতিমা দেবীর [১৬] বিবাহ হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়ারিতে লেখেন: 'রথীর বিবাহ হয়ে গেছে...প্রতিমা (কনে) মেয়েটি বেশ দেখতে—বয়স ১৬। আমাদের বাড়ীতে এই প্রথম বিধবা বিবাহ। গগনদের বাড়ীতে বিবাহ।' দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই তারিখ দিয়েই পুত্রকে 'গোরা' উপন্যাস উৎসর্গ করেন। জগদীশচন্দ্র একই তারিখ দিয়ে তাঁর *Plant Response as a means of Physiological Investigation* [1906] বইটির একটি কপি রথীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। ক্যাশবহির ১৩ আশ্বিন ১৩১৭-এর হিসাবে বিবাহের মোট ব্যয়ের চিত্রটি পাওয়া যায়: 'ব° শ্রীযুক্ত বাবু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শুভ বিবাহ উপলক্ষে ব্যয়—১৩১৬ সালের ১৪ মাঘ বিবাহ হয়—বিঃ এক হিসাব—৪২৯৫ ৯'।

১৭ মাঘ [রবি 30 Jan] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'আজ রথীর বিবাহে বৌভাত। লাহোরিণী ও হাড়কাটার নরেন্দ্রবালাও গিয়েছিলেন।' 'লাহোরিণী' শরৎকুমারী চৌধুরানী রথীন্দ্রনাথকে একটি মূল্যবান উপহার দেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অর্থাভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'একে একে জিনিসপত্র সব, মায় নিজের বইয়ের লাইব্রেরি' বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিক্রি করে দেন। তাঁর বিয়েতে যৌতুক-পাওয়া সোনার পকেট-ঘড়ি—'দুদিকে তার ডালা, একটা বোতাম টিপলে টুক করে ডালা খুলে যেত। ডালার ভিতরপিঠে R.T. খোদাই করা'—কিনেছিলেন শরৎকুমারী। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমার বিয়ের সময় তিনি আমাকে যৌতুক হিসাবে হাতে একটি বাক্স দিলেন, তার ডালা খুলে অবাক হয়ে দেখলুম বাবার সেই ঘড়ি তার ভিতর রয়েছে। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। ঘড়িটি এখন রবীন্দ্রসদনে।'[১০১]

সাংসারিক অনভিজ্ঞতা-হেতু রবীন্দ্রনাথ পুত্রের বিবাহ-ব্যাপারেও কোনো ত্রুটি ঘটিয়েছিলেন, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সে বিষয়ে অনুযোগ করলে 'মঙ্গলবার' [২৬ মাঘ: 8 Feb] তাঁকে লেখেন:

রথীর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল কিন্তু ব্যবস্থা যা কিছু হয়েছে, সে জন্যে আমাকে দায়ী করলে চলবে না। আমি এ সকল বিষয়ে নিতান্ত অক্ষম অনভিজ্ঞ বলে সমস্ত ভার অন্যদের উপর চাপিয়ে চুপ করে ছিলুম-কেবল টাকাটা আমি দিয়েছি মাত্র এবং ছেলেটি আমার। অপরাধ অনেক হয়েছে এবং সে সমস্তই আমাকেই গ্রহণ করতে হচ্চে কিন্তু আপনার কাছে আমি বেকসুর খালাস প্রত্যাশা করি।[১০২]

রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যান উক্ত ২৬ মাঘ তারিখেই, এই পত্রেই আছে: 'আজই বোলপুর পালাচ্চি।' তার আগে তিনি বিভিন্ন সামাজিকতায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৮ মাঘ [সোম 31 Jan]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: '...সেখান থেকে যোড়াসাঁকোয়—নীচে বেলার ঘরে রবির সঙ্গে দেখা হল'; ২৪ মাঘ তিনি লেখেন: 'সকালে যোগেশদের [চৌধুরী] সঙ্গে যোড়াসাঁকোয় গেলুম—বেলাদের ঘরে রবির সঙ্গে দেখা হল।' রবীন্দ্রনাথ নিজেও গেছেন বিভিন্ন স্থানে—১৯ ও ২৩ মাঘ বালিগঞ্জ, ২০ মাঘ সুকিয়া স্ট্রীট ও পার্শিবাগান, ২৪ মাঘ হ্যারিসন রোড যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়; ২৩ মাঘ [শনি 5 Feb] বালিগঞ্জে যাওয়ার গাড়িভাড়া বেশ মোটা অঙ্কের, সম্ভবত সপরিবারে সেখানে যাওয়া হয়েছিল।

পুত্রবধূর রূপ ও স্বভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রীত করেছিল। সংসারের ভার তাঁর হাতে সমর্পণ করতে চাইছিলেন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ২০ মাঘের [বুধ 2 Feb] এই হিসাব থেকে: 'ব° শ্রীমতী, বধু মাতা ঠাকুরাণী সংসার খরচ জন্য গুঃ রথী বাবু ৫০্'—লক্ষণীয়, হাতখরচ নয়, 'সংসার খরচ' এবং তাও বিবাহের সপ্তাহ পূর্ণ হবার আগেই! এইদিনই তিনি জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন:

...বৌমার সংবাদ বোধহয় এতদিন নানা স্থান থেকে পেয়েছ। সকলেরই তাকে খুব ভাল লেগেছে। শান্তি* ত একেবারে মুগ্ধ ধীরেনেরও* সেই দশা। ওরা বেলাকে বারবার করে বলেচে যে এবার বৌয়ের রূপের কাছে বেলাকেও নিষ্প্রভ করে তুলেছে।

শুধু রূপ নয় বৌমার ভাবখানিও বড় মিষ্ট। মুখে সর্ব্বদাই এমন একটি শান্ত ধীর সুপ্রসন্ন ভাব লেগে রয়েছে যে, যে তাকে দেখে সকলেই আকৃষ্ট হয়।[১০৩]

রথীন্দ্রনাথের জন্য তিনি কাজের যে ক্ষেত্রটি নির্ধারণ করেছেন, তার কথাও পত্রটিতে আছে। শিক্ষা সমাপ্ত করে জামাতাও এই কাজে যোগ দিন, সেই আহ্বানও আছে পত্রটিতে। সমকালীন রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবটিও লক্ষণীয়:

দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতি বিধান করাই এখন যথার্থ আমাদের কাজ। ...রথীর কাজে তুমি যদি সহযোগী হতে চাও তাহলে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। চাষাদের সঙ্গে Co-operation-এ চাষ করা, ব্যাঙ্ক করা, ওদের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান স্থাপন করা, ঋণমোচন করা, ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করে দেওয়া, রাস্তা করা, বাঁধ বেঁধে দেওয়া, জলকষ্ট দূর করা, পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তা সূত্রে আবদ্ধ করা এমন কত কাজ তার সীমা নেই। এক জায়গায় যদি আমরা এই রকম আদর্শপল্লী স্থাপনে কৃতকার্য হতে পারি তবে সমস্ত দেশের পক্ষে তার চেয়ে লাভের আর কিছুই হতে পারে না। এই সমস্ত মঙ্গলকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করতে কাউকেই দেখতে পাইনে—কেবলি উত্তেজনা উন্মাদনা উৎপাত। যেখানে যথার্থ ত্যাগ, যথার্থ কাজ, সেখানে কারো উৎসাহ দেখিনে। পাড়াগাঁয়ের মধ্যে হীন শ্রেণীর উন্নতির জন্যে পড়ে থাকায় কেউ সুখ পায় না —তার কারণ, দেশকে সত্যভাবে কেউ ভালবাসে না—কেউ সেবা করতে চায় না প্রভুত্ব করতেই চায়।

মঙ্গলের ভিতর দিয়ে দেশকে সৃষ্টি করে তোলার কাজে যদি তোমরা লাগ তাহলে বড় খুসি হব—এই হচ্চে ধর্ম্মের কাজ—এই হচ্চে পূণ্যকর্ম্ম —এই হচ্চে ঈশ্বরের সেবা। মনকে সমস্ত অনাবশ্যক বিরোধ বিদ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে বিদেশী ইতিহাসের সমস্ত তামসিক অন্ধ সংস্কার থেকে চিত্তকে নির্ম্মল করে তুলে স্নিগ্ধভাবে শান্তভাবে সাত্ত্বিকভাবে একেবারে মূলের থেকে দেশের কাজে আমরা প্রবৃত্ত হব—অসাধ্য সাধন আমাদের ব্রত—আমরা পূর্ব্ব পশ্চিমকে শত্রু মিত্রকে মহৎ প্রেমে পরম মঙ্গলে এক করব এই আমাদের লক্ষ্য থাক্।

এই-সব কথা তিনি বহুদিন ধরে বিভিন্ন প্রবন্ধে ও ভাষণে বলে আসছিলেন। তখনও তার কটু সমালোচনা হয়েছিল, এখনও বিশেষ রঙ-করা বুদ্ধিজীবীরা এর মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার কূটকৌশল খুঁজে বেড়ান!

২৬ মাঘ [মঙ্গল 8 Feb] রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যান। রথীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম; সুতরাং তাঁর ও তাঁর সহধর্মিণীর যথোপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য বর্তমান ছাত্রেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সুধীরঞ্জন দাস লিখেছেন:

সাব্যস্ত হল গৌর[গোপাল ঘোষ]দা প্রমুখ খেলোয়াড় ও পালোয়ান ছাত্রেরা তাঁদের ব্যায়ামকৌশল দেখাবেন এবং অন্য ছেলেরা 'মালিনী' নাটক অভিনয় করবেন। ...গৌরদা, বীরেন [সেন], হরগোবিন্দ, গোবিন্দ প্রভৃতি লেগে গেলেন শারীরিক কসরৎ অভ্যাসে, আর আমরা লেগে গেলাম অভিনয়ের মহড়ায়। ···যেদিন রথীদা ও প্রতিমাবৌঠান এলেন সেদিন বিকেলে দেখানো হল ব্যায়ামক্রীড়া। যুযুৎসুর সে কত-না প্যাঁচ। আনন্দের হিল্লোল উঠল যখন গৌরদার বুকের উপর দিয়ে চলে গেল গোরুর গাড়ির চাকা। ...সন্ধ্যার সময় হল অভিনয়।[১০৪]

তাঁর বর্ণনানুযায়ী চরিত্রলিপি ছিল এইরূপ:—সুপ্রিয়: মনোরঞ্জন চৌধুরী; ক্ষেমংকর: সরোজচন্দ্র মজুমদার [ভোলা]; মহিষী: নরেন্দ্রনাথ খাঁ; মালিনী: সুধীরঞ্জন দাস।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

এই উপলক্ষে আশ্রমে খাওয়াদাওয়া, খেলা ও নানারকম আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠান হয়। তার মধ্যে একদিন সন্ধ্যায় একটি লটারী অনুষ্ঠান মনে পড়িতেছে। পুরাতন অতিথিশালার গাড়িবারান্দার উপরে ছাত্র, অধ্যাপক, বর ও বধূকে লইয়া গুরুদেব বসিয়াছেন। সামনে চুষিকাঠি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি নানারকম খেলার জিনিস সাজানো। একটি ঝুড়ির মধ্যে প্রত্যেক জিনিসের নাম ভিন্ন ভিন্ন টুকরা কাগজে লিখিয়া মুড়িয়া রাখা হইয়াছে। এক একটি ছেলেকে দাঁড় করাইয়া বধূ এক একটি মোড়ক তুলিতে লাগিলেন। কে কী পাইল গুরুদেব মোড়ক খুলিয়া তা বলিয়া দিতেছিলেন। ক্রমে অধ্যাপকেরাও এক একজন উঠিতে লাগিলেন। যখন গুরুগম্ভীর কোন অধ্যাপকের ভাগ্যে মার্বেল বা চুষিকাঠির মত কোন জিনিস উঠিতেছিল, তখন হাসির রোল পড়িয়া গেল।[১০৭]

এদিকে সরস্বতী পূজার [শ্রীপঞ্চমী: ২ ফাল্গুন] অবকাশে ১-৩ ফাল্গুন [রবি-মঙ্গল 13-15 Feb]. ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন আয়োজিত হয়েছিল, মূল সভাপতি সারদাচরণ মিত্র। রবীন্দ্রনাথ যথারীতি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে প্রথমে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি—সম্ভবত পুত্রবধূর সান্নিধ্যে বহুকাল পরে যে গৃহসুখের আস্বাদ পেয়েছিলেন তা ছেড়ে যেতে তাঁর মন চাইছিল না। কিন্তু সম্মিলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠালে[১০৮] অগত্যা প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর ১ ফাল্গুন 'সন্ধ্যার সময় শারীরিক অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও ভাগলপুরবাসীর বিশেষ আগ্রহ ও সম্মিলনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন'।[১০৯] তখন বিষয়-নির্বাচন সমিতির সভা চলছিল। সম্মিলনের নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি আলোচনার্থ উপস্থিত হলে 'মহারাজ বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থনে ও স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের পোষকতায় স্থির হইল যে, সকলে এই পাণ্ডুলিপি লইয়া আজ রাত্রিতে নিজ নিজ বিবেচনামত সংস্কার করিয়া আগামী কল্য প্রাতে সভায় প্রদান করিবেন, সেখানে সেইগুলি পরিদর্শন করিয়া যথা কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।'[১১০]

প্রথম দিনের অধিবেশনে একটি সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছিল, ২ ফাল্গুন [সোম 14 Feb] পূর্বাহ্নে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের নামে উক্ত ভবনের নামকরণ করা হয় এবং সারদাচরণ মিত্র, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ড প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ৩২ জনকে নিয়ে রমেশচন্দ্র স্মৃতি সমিতি গঠিত হয়। এই দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে একটি 'সঙ্গীত-বৈঠক' বসে। কাশিমবাজার রাজবাড়ির সভাগায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর গান ও গৃহস্বামীর কীর্তনের পর রবীন্দ্রনাথ "সজ্জনগণের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার 'স্বাভাবিক' সুরে একটি স্বরচিত গান গাহিয়াছিলেন।"

৩ ফাল্গুন [মঙ্গল 15 Feb] সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত অধিবেশন চলে সম্মিলন সমাপ্ত হয়। নির্ধারিত বক্তৃতাদির পর সভাপতি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি [উকিল চন্দ্রশেখর সরকার] ও সদস্যগণ ও সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে ""সাহিত্য-সম্মিলনের" প্রথম অধিবেশনের সভাপতি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি স্বভাবসিদ্ধ মধুরভাষায় অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যে, উপমার লহরে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া এরূপ সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য, গতি ও পরিপুষ্টি কিরূপ হওয়া

উচিত ও কিসে হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা করিলেন।'[১১১] অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-প্রণেতা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই বক্তৃতার যে 'নোট' নেন ও 'তাহা হইতে স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া' খগেন্দ্রনাথ মিত্র যে ভাষারূপ দেন, সেটি 'ভাগলপুর সাহিত্যসম্মিলনে রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা' নামে চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসী [৯৬৯-৭২] ও 'সাহিত্যসম্মিলনের উদ্দেশ্য, গতি ও পুষ্টি' নামে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন/তৃতীয় অধিবেশন,—ভাগলপুর' পুস্তিকার পরিশিষ্টে [পৃ ১৯-২৪] মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, কাব্য বা রসাত্মক সাহিত্য নৈসর্গিক সৃষ্টির মতো আপনাকে আপনি বিকশিত করে তা কারোর সহযোগিতার অপেক্ষা করে না—কাজেই সম্মিলনের দ্বারা সেই শ্রেণীর সাহিত্যের কোনো উপকার নেই। কিন্তু নির্মাণকার্যে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত প্রযত্ন সাফল্য লাভ করে বেশি—সেইটিই সাহিত্যপরিষদ ও সাহিত্যসম্মিলনের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র। সাহিত্যপরিষদ যে অল্পদিনের মধ্যে সফলতা লাভ করেছে তার কারণ এই সমবেত চেষ্টা। সাহিত্যসম্মিলনের নিয়মাবলী প্রবর্তিত করার আগে এই কথাটি মনে রাখা দরকার। বাংলায় ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেক অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু সে-সব সম্পূর্ণ সফল হয়ে ওঠেনি। সাহিত্যপরিষদ যে সফল হয়েছে, তার কারণ 'এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, কোনও একজনের বা কোনো একটা সম্প্রদায়ের সৃজিত অনুষ্ঠান নয়, যেহেতু ইহা অনুকরণের ফলে আবির্ভূত হয় নাই, আনন্দের দ্বারা আপনি আপনাকে সৃষ্টি ক'রেছে, ইহা স্থায়ী হবে, এবং ক্রমেই উৎকর্ষ ও প্রসার লাভ কর্‌বে।' সাহিত্যসম্মিলনও তেমনি। বহরমপুরের পর রাজশাহী ও ভাগলপুরে উদ্যম ও সার্থকতা বহু গুণ বর্ধিত হয়েছে। এবারে সম্মিলনের সঙ্গে যে museum স্থাপিত হয়েছে, তা বিশেষ গৌরবের জিনিস। এখন এই অনুষ্ঠানকে দেখতে হবে সমগ্রতার দৃষ্টিতে। যতক্ষণ সমস্ত planটি না জানা হয় ততক্ষণ আমরা মজুরমাত্র—মাথায় করে ঝুড়ি বয়ে আনাতেই কাজের অবসান—তাতে শ্রান্তি আসে। কিন্তু 'যদি ঈর্ষা দৈন্য দূর করে দিয়ে, দিব্য দৃষ্টিতে সেই চিরপ্রফুল্ল সমগ্রতার মূর্ত্তি দেখ্‌তে পারি, তবেই ত্যাগ সহজ হবে—শ্রান্তিবোধ হবে না।'

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এইদিনই শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন, পরদিন ৪ ফাল্গুন [বুধ 16 Feb] সেখানে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে একটি প্রশংসাপত্র লিখে দেন:

> ···কালা ও বোবা ছেলেদের শিক্ষা দিতে হইলে যেরূপ ধৈর্য্য, করুণা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সমবেদনাপূর্ণ চেষ্টাশীলতার প্রয়োজন—তাহা ইঁহার উপযুক্ত পরিমাণে আছে। আমার বিশ্বাস, য়ুরোপ বা আমেরিকা হইতে ইঁহাকে এই বিশেষ কর্ম্মে শিক্ষিত করিয়া আনিলে ইনি বিশেষ দক্ষতা ও ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত কাজ চালাইতে পারিবেন।[১১২]

ফাল্গুন মাসে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৩১ শক [৭৯৯ সংখ্যা]:

১৬৩-৭১ ['চিরনবীনতা'] দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৪৯৬-৫০৬

১৬১, ১৭১-৭৮ [মাঘোৎসবের গান]

ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৬ [৩৩।১১]:

৬০৭-১৫ 'চিরনবীনতা' দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৪৯৬-৫০৬

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৬ [৯।১১]:

৮৬৭-৭৩ 'গোরা' ৭১-৭৩ দ্র গোরা ৬।৫৪৭-৫৮ [৭১-৭৩]

৮৮৯-৯৬ ‘বিশ্ববোধ’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৪|৫০৭-১৯

৯৫৫-৬৩ ‘গোরা’ ৭৪-পরিশিষ্ট দ্র গোরা ৬।৫৫৮-৭২ [৭৪-পরিশিষ্ট]

মানসী, ফাল্গুন ১৩১৬ [২।১]:

২২ ‘গান’/বেহাগ-কাওয়ালী/হেথা যে গান গাইতে আসা দ্র গীত ১।১৪

The Modern Review, March 1910 [Vol. VII, No. 3]:

213-17 ‘The Skeleton’/A Short Story/ (From the Bengali of Ravindra Nath Tagore)./Translated by Prabhat Kumar Mukerji

‘কঙ্কাল’ [দ্র সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮।২৮৭-৯৮; গল্পগুচ্ছ ১৬।৩২১-২৮] গল্পটির প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে *New India*-র 19 May 1902-সংখ্যায় গল্পটির যতীন্দ্রমোহন বাগচি-কৃত অনুবাদ ‘Kankala (The Skeleton)’ নামে মুদ্রিত হয়েছিল [দ্র রবিজীবনী ৫।৩৩]।

5 Mar [শনি ২১ ফাল্গুন] ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’-এর ‘নূতন সংস্করণ’ প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা ১৯৮, মূল্য বারো আনা। এটি বস্তুত চতুর্থ মুদ্রণ।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক শরৎকুমার রায়ের ‘শিবাজী ও মারাঠাজাতি’ গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই সূত্রেই হয়তো শিখগুরু গুরুগগাবিন্দ সিংহের সঙ্গে শিবাজীর একটি তুলনা এবং মারাঠা ও শিখজাতির পতনের কারণ নির্ণয়ের ভাবনা তাঁর মনে আসে। সেই ভাবনাই রূপ নিল ‘শিবাজী ও গুরুগগাবিন্দ সিংহ’ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ১০৩৬-৪০] মুদ্রিত হয় ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত আকারে শরৎকুমারের ‘শিখগুরু ও শিখজাতি’ [বৈশাখ ১৩১৭] গ্রন্থের ভূমিকা-রূপে ব্যবহৃত হয়।

তরুণ বয়স থেকেই শিখজাতির ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল। Joseph Davey Cunningham-রচিত *History of the Sikhs from the Origin of the Nation to the Battles of Sutlej* [1849] অবলম্বনে তিনি ১২৯২ বঙ্গাব্দে ‘বালক’ পত্রিকায় ‘কাজের লোক কে’, ‘বীর গুরু’ ও ‘শিখ-স্বাধীনতা’ প্রবন্ধগুলি লেখেন ও পরে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে ‘কথা’র কয়েকটি কবিতা এই গ্রন্থ অবলম্বনেই রচিত। রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন, আলোচ্য সময়ে তিনি M.A. Macauliffe-রচিত সুবৃহৎ *The Sikh Religion* [6 vols., Oxford, 1909] গ্রন্থপাঠ করেছেন।[১১৩]

তাঁর মতে, হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য মনে নিয়ে শিবাজী ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—দেশজয়, শত্রুবিনাশ, রাজ্যবিস্তার সবই সেই বৃহৎ সংকল্পের অঙ্গ। কিন্তু নানকের ধর্মোপলব্ধি যে ধর্মসম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, মোগলদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ তাদের শিখজাতিতে পরিণত করে। শিখদের দশম বা শেষ গুরু গোবিন্দসিংহ এই কাজেই বিশেষভাবে ব্রতী ছিলেন, ‘তিনিই ধর্মসম্প্রদায়কে বৃহৎ সৈন্যদলে পরিণত করিলেন এবং ধর্মপ্রচারক গুরুর আসনকে শূন্য করিয়া দিলেন।’ এর ফলে ক্ষণকালের জন্য ইতিহাসে শিখদের পরাক্রম উজ্জ্বল হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু মোগলশক্তির ক্ষীণতার সুযোগে ক্রমাগত জয়লাভ করতে করতে বেড়ে ওঠে ক্ষমতাবিস্তারের লোলুপতা—যা পরিণামে হয়ে ওঠে আত্মঘাতী। পরে কিছুদিনের জন্য মহারাজ রণজিৎসিংহ ছলে-বলে-কৌশলে শিখজাতিকে নিবিড় করে বাঁধেন, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কোনো মহৎ ভাবের সঞ্চার করেননি যা তাঁর অবর্তমানেও তাদের বেঁধে রাখতে পারে। ফলে

‘আজ শিখের মধ্যে আর কোনো অগ্রসর-গতি নাই। তাহারা একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বাঁধিয়া গেছে; তাহারা আর বাড়িতেছে না; তাহাদের মধ্যে বহু শতাব্দকালেও আর কোনো মানবগুরুর আবির্ভাব হইল না—জ্ঞানে ধর্মে কর্মে মানবের ভাণ্ডারে তাহারা কোনো নূতন সম্পদ সঞ্চিত করিল না।’ যুদ্ধ-নিপুণ এই জাতিকে ইংরেজ পৃথিবীর নানা স্থানে লড়াইয়ে নিয়োগ করেছে, কিন্তু ‘মনুষ্যত্বের উদার ক্ষেত্রে তাহারা কেবল বারিকে বসিয়া কুচকাওয়াজ করিবে এজন্য নানক জীবন উৎসর্গ করেন নাই।’

পক্ষান্তরে, শিবাজী হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মকে মুসলমান-শাসন থেকে মুক্ত করার সংকল্প করেছিলেন, সমগ্র ভারতের ইতিহাসকেই নূতন করে গড়ে তোলা তাঁর লক্ষ্য ছিল—তিনি যে-সব যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে আনুপূর্বিকতা ছিল, ‘তাহা কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রকাশ নহে, তাহা একটি বৃহৎ অভিপ্রায়সাধনের উদ্‌যোগ।’

কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয় জাতির ইতিহাস একই সময়ে একই প্রকার ব্যর্থতার মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে, তার কারণ কী? রবীন্দ্রনাথের মতে, এর কারণ শিবাজীর চিত্ত সমস্ত দেশের লোকের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করতে পারেনি। ‘যে মঙ্গল সকলের তাহাকে সকলের চিত্তের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠিত না করা হয়, যদি তাহা কেবল আমার বা আমার দলের কয়েক জনের মধ্যেই বদ্ধ থাকে, তবে তাহার মঙ্গলরূপ ঘুচিয়া যায় এবং অন্যের পক্ষে ক্রমে তাহা উৎপাত হইয়া উঠে।’ এইজন্য শিবাজীর বিশুদ্ধ আদর্শ পেশওয়াদের স্বার্থবুদ্ধিতে কলুষিত হয়ে ওঠে ও অন্যের পক্ষে বর্গির উপদ্রব রূপে পরিগণিত হয়। আমাদের দেশে বারম্বার এইরূপই ঘটেছে, এখানে শক্তির উদ্‌ভব হয় কিন্তু তার ধারাবাহিকতা থাকে না। তার কারণ আমাদের বিচ্ছিন্নতা—ধর্মে-কর্মে, আহারে-বিহারে, আদনে-প্রদানে সর্বত্রই বিচ্ছিন্নতা। ‘এইজন্য ভাবের বন্যা নামে, কিন্তু বালুর মধ্যে শুষিয়া যায়; তেজের স্ফুলিঙ্গ পড়ে, কিন্তু ইতস্তত সামান্য ধোঁওয়া জাগাইয়া নিবিয়া যায়। এইজন্য মহৎ চেষ্টা বৃহৎ চেষ্টা হইয়া উঠে না এবং মহাপুরুষ দেশের সর্বসাধারণের অক্ষমতাকে সমুজ্জ্বল ভাবে সপ্রমাণ করিয়া নির্বাণ লাভ করেন।’ পরিবর্ধিত অংশেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> কেবল আঘাত পাইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, অভিমান করিয়া, কোনো জাতি বড়ো হইতে, জয়ী হইতে পারে না—যতক্ষণ তাহার ধর্মবুদ্ধির মধ্যেই অখণ্ডতার তত্ত্ব কাজ করিবার স্থান না পায়, যতক্ষণ মিলনের শক্তি কোনো মহৎ ভাবের অমৃতরসে চিরসঞ্জীবিত হইয়া সকল দিক দিয়াই অন্তরে বাহিরে তাহাকে এক করিবার অভিমুখে না লইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের কোনো আঘাতে ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিবিশেষের কোনো বীরত্বেই তাহাকে দৃঢ়ঘনিষ্ঠ, তাহাকে সজীবসচেতন করিয়া তুলিতে পারে না।

মনে হয়, এইটিই তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল—শিবাজী ও গুরু গোবিন্দসিংহের সাধনার বৈশিষ্ট্য, সাফল্য ও ব্যর্থতার বিশ্লেষণে সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাবটিও এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবন্ধটি ছাড়া একটিমাত্র গান তিনি এই মাসে লেখেন: ‘আজি গন্ধবিধুর সমীরণে’ দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৪৫-৪৬ [৫৪]; গীত ২।৫২৭; স্বর ৩৮|

প্রবাসী-র ‘সংকলন ও সমালোচন’ বিভাগের বৃহদংশ রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ লিখতেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। *19 Feb [শনি ৭ ফাল্গুন] তিনি এ-বিষয়ে রামানন্দকে লেখেন; ‘লিখিতে ভুলিয়াছিলাম জর্ম্মাণ কাগজগুলি এখানেই পাঠাইয়া দিবেন, সংকলনের উপায় করিব। কতকগুলি সংকলন হাতে আসিয়াছে সংশোধন করিয়া পাঠাইয়া দিব।’[১১৪] লরেন্‌স্ জার্মান ভাষা জানতেন; তিনি সম্ভবত এই সময়ে শান্তিনিকেতনে আসেন—তাঁর সাহায্যে ‘জর্ম্মান কাগজগুলি’ থেকে ‘সংকলনের উপায়’ হয়। চৈত্র-

সংখ্যা প্রবাসী-তে অজিতকুমার, শরৎকুমার রায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতির রচনা আছে—অনুমান করা যায়, এর অনেকগুলিতেই রবীন্দ্রনাথের হস্তচিহ্ন বিদ্যমান।

১২ ফাল্গুন [বৃহ 24 Feb] মাঘীপূর্ণিমার রাত্রে সতীশচন্দ্র রায়ের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ক্ষিতিমোহন এই সময়ে অন্যত্র ছিলেন। খবরটি তাঁকে জানিয়ে পরদিন রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

কাল পূর্ণিমার রাত্রে সতীশের শ্রাদ্ধসভা বসিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা আমি বলিয়াছিলাম। আশা করি ছেলেরা তাহার স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে।[১১৫]

এই সময়ে একটি ঘটনা আশ্রমে ও অন্যত্র বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে ক্ষিতিমোহনকে লেখেন: 'অজিতকেও জিতিতে পারে এমন দেবতা জগতে আছে এবং তিনি সশস্ত্রে আশ্রমে প্রবেশ করিতে সঙ্কোচ করেন না...এবারে আমাদের আশ্রমের অধ্যাপকটি লাবণ্যের নিকটে পরাভব স্বীকার করিয়াছেন। এবার গ্রীষ্মকালের ছুটিতে প্রজাপতি নামক অন্য দেবতার আসর বসিবে।' কৌতুক করে লিখলেও এই ঘটনা কয়েক মাস তাঁকে বিব্রত করে রেখেছিল।

১৪ ফাল্গুন [শনি 26 Feb] রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' [দ্র সাধনা, চৈত্র ১২৯৮|৩৮৮-৪০১; গল্পগুচ্ছ ১৬। ৩২৯-৩৭] গল্প অবলম্বনে রচিত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'দশচক্র' প্রহসন স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। কিছুদিন পরেই [15 Mar: ১ চৈত্র] প্রহসনটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সৌরীন্দ্রমোহন ২২ ফাল্গুন [রবি 6 Mar] তারিখ দিয়ে 'পূর্ব্ব-কথা'য় লেখেন:

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত 'মুক্তির উপায়' শীর্ষক ছোট গল্পটি, প্রধানতঃ, অবলম্বন করিয়াই 'দশচক্র' রচিত হইয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে, আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, সুপ্রসিদ্ধ প্রহসনকার, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রহসনের পক্ষে বর্ত্তমান গল্পটির উপযোগিতার উল্লেখ করেন এবং এটি অবলম্বন করিয়া স্বয়ং প্রহসন রচনা করিবার কল্পনাও তাঁহার মনে স্থান পায়। কিন্তু আমার অনুরোধে ও আমার প্রতি স্নেহবশতঃ, তিনি এ কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পণ করেন। ইহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের যে পরিমাণ ক্ষতি হইল, তজ্জন্য আমিই দায়ী!

...রবীন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে অনুমতি প্রদান করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

প্রহসনটি জনপ্রিয় হয়েছিল—১৪ ফাল্গুনের পর ২১ ফাল্গুন [5 Mar], ২৮ ফাল্গুন [12 Mar], ৫ চৈত্র [19 Mar] ও ১২ চৈত্র [26 Mar] এবং আরও বহুবার প্রহসনটি অভিনীত হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ে এঁরা ছিলেন: —ফকিরচাঁদ: অমরেন্দ্রনাথ দত্ত; মাখমলাল: হীরালাল দত্ত; ষষ্ঠীচরণ: কার্তিকচন্দ্র দে; চাকর: সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ; হৈমবতী: নরীসুন্দরী; সুবালা: বসন্তকুমারী; মুরলা: কুসুমকুমারী; কামিনী—হরিসুন্দরী (ব্লাকী)।[১১৬]

রবীন্দ্রনাথ প্রহসনটির অভিনয় দেখেছিলেন কিনা জানা যায়নি। দীর্ঘকাল পরে Jul-Aug 1938 [শ্রাবণ ১৩৪৫] তিনি নিজেই গল্পটিকে 'মুক্তির উপায়' নামেই নাট্যরূপ দেন [দ্র অলকা, আশ্বিন ১৩৪৫; ২৬। ৫৭-৮৮]।

শিলাইদহ ও পতিসর যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন ২০ ফাল্গুন [শুক্র 4 Mar]; এই দিনই তিনি পার্শিবাগানেও যান। পরদিন তিনি যান বালিগঞ্জে; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন: 'আজ মঞ্জুর [সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জুশ্রী] জন্মদিন...যোড়াসাঁকোর সবাই আশুদের সবাই এসেছিলেন চা খেলেন। রাত্রে একদল আহার করলেন—"নগেন্দ্র-শোভনা"র উপলক্ষে।' জয়পুরের ইংরেজির অধ্যাপক

নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হেমেন্দ্রনাথের পঞ্চম কন্যা শোভনার বিয়ে হয় অগ্র ১৩০৩-এ। এঁদের কলকাতায় আগমন উপলক্ষেই হয়তো 'নগেন্দ্র-শোভনা' আয়োজিত হয়েছিল।

২২ ফাল্গুন [রবি 6 Mar] রবীন্দ্রনাথ 'সঞ্জীবনী আপিস ও উকিল বাটী' যান। সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র আগ্রা জেলে বন্দীদশা যাপন করে তখন সদ্য মুক্তিলাভ করেছেন ও আলিপুর বোমার মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েও পুনরায় গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কায় অরবিন্দ আত্মগোপন করেছেন। রাজনৈতিক মতের দিক দিয়ে দুজনেই রবীন্দ্রনাথের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণ বসুর আত্মীয় হওয়ার সুবাদে এই পরিবারের প্রতি রবীন্দ্রনাথ প্রীতিপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন, কুমুদিনী মিত্রকে লেখা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত তাঁর পত্র থেকে আমরা সেই মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি। ৬ নং কলেজ স্কোয়ারে সঞ্জীবনীর অফিসের সংলগ্ন বাসায় কৃষ্ণকুমার সপরিবারে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছেই গিয়েছিলেন। '৬ই মার্চ্চ—১৯১০' তারিখ দিয়ে লীলাবতী মিত্র তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন:

পূজ্যতম মহর্ষিদেবের পুত্র ভক্ত রবিবাবু আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে অদ্য ঈশ্বর কৃপায় পাইয়াছিলাম, শিক্ষার্থীর ন্যায় দীনতার সহিত।/ দুই একটী ঈশ্বর কৃপার কথা বলুন, হৃদয় হইতে এই কথা উচ্চারিত হইল।/ প্রধান কথা এই দুর্দ্দিনে ঈশ্বর ছিলেন—এখন যেন তাঁহাকে হারাইয়া না ফেলি, সেই ভয় বড় হইতেছে।

তিনি বলিলেন—আপনি ভয় পাবেন না, নির্ভরই রাখবেন, হতাশ হবেন না, ঈশ্বর সব সময় যে আমাদের মনের শক্তিকে ঘোড়ার মত ছুটাইয়া দেন তাহা নয়, কখন বিশ্রাম দিয়েও আমাদের অজ্ঞাতসারে শিক্ষা দেন। এই যে বিপদ দুঃখ কঠিন পরীক্ষা গিয়াছে তাহার মধ্যে তাঁহাকে খুব কঠিন ভাবে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এখন সে সময় চলে গিয়ে একটি শান্ত সহজ সরল ধারা আরম্ভ হইল। ইহাতেও তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে তাঁহার দিকে লইয়া যাইবেন। এ সময় হয়ত আপনার মনে হইবে কেন আগেকার মতন প্রত্যক্ষরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু তা নয়; তখন তিনি কঠিন বিপদ দিয়ে আপনাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সে বিপদ সরিয়ে শান্তভাবের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করাইবেন।...

আপনার পিতার যে সাধনা ছিল সে তো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায় নাই; আপনার ভিতরে বংশপরম্পরায় সে সাধনার বল থাকবেই।

সেই বলই এই সময় আপনার কাজে লেগেছে। আমি তো আজ তাই দেখ্‌তে এলাম যে আপনারা এই দুঃখ কষ্টর ভিতরে কি লাভ করিয়াছেন। এই যে ঈশ্বরের উপলব্ধি লাভ এই বিপদের মধ্যে করিয়াছেন ইহা কি আপনাদের কম সৌভাগ্য?...আপনাদের তো খুব সৌভাগ্য যে বিপদের দিনে ঈশ্বরকে বুঝ্‌তে পেরেছেন। কত হতভাগ্য আছে, তারা বিপদ দুঃখেও কিছু ঈশ্বরকে বুঝিবার সহজ সময় থাক্‌তে বুঝিতে পারে না। আমি দেখে তৃপ্ত হলাম, যা আশা করে এসেছিলাম তা পেলাম।[১১৭]

দুঃখ জয়ের সাধনা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল, তাই অন্যের অনুরূপ সাধনায় তিনি সহমর্মিতা অনুভব করেছেন। কিন্তু সরকারের সন্দেহভাজন কৃষ্ণকুমারের বাড়ি [যেখানে অন্তর্ধানের পূর্বে অরবিন্দ বাস করতেন] যাওয়া তাঁর পক্ষে আশঙ্কাজনক ছিল এবং তিনি নিজেও সে-কথা জানতেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল F.C. Daly 27 Jul 1909 [১১ শ্রাবণ ১৩১৬] তারিখের ৬ নম্বর সার্কুলারে সমস্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে যে ২২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[১১৮]

এই সময়েই ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক Morgan Brooks [1861-1955] ও তাঁর স্ত্রী ভারত-ভ্রমণে এসে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। ৩০ ফাল্গুন [সোম 14 Mar] তিনি নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'তোমাদের অধ্যাপক ব্রুক্‌স্‌ সপরিবারে এখানে এসেছিলেন—তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা সকলে খুব খুসি হয়েছি। Mrs. Brooks বলছিলেন মীরাকে যদি আমেরিকায় পাঠাও তাহলে নিশ্চয় যেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।' মীরা দেবীকে আমেরিকা পাঠানোর একটি অলস-চিন্তা তিনি করেছিলেন। কিন্তু প্রতিমা দেবীর সঙ্গিনী হিসেবে Miss Bourdett নামক একজন আমেরিকান মহিলাকে পাওয়ার সম্ভাবনার কথা নগেন্দ্রনাথের চিঠিতেই জানতে পেরে তিনি সেই বিষয়েই উৎসাহী হয়ে ওঠেন;

উল্লিখিত চিঠিতেই লিখেছেন: 'কি রকম সর্ত্তে তিনি এখানে আস্‌তে চাইবেন এবং তাঁকে কত দিতে হবে আমাকে লিখো। ···যদি একজন ভাল মেয়েকে ওখান থেকে পাওয়া যায় তাহলে প্রতিমা এবং মীরা উভয়েরই শিক্ষার জন্যে কাজে লাগে'।[১১৯] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ 1 Nov 1912 [১৬ কার্তিক ১৩১৯] আরবানায় গিয়ে প্রথমে অধ্যাপক ব্রুক্‌সের বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করেন।

রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ যাত্রা করেন ২৪ ফাল্গুন [মঙ্গল 8 Mar], প্রত্যাবর্তন করেন ৫ চৈত্র [শনি 19 Mar]—'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র বাবু মহাশয়ের সিলাইদহ গমনের ব্যায় ২৪ ফাল্গুন সিলাইদহ গমন করিয়া ৫ চৈত্র আগমন করেন' হিসাব থেকে তারিখ-দুটি নির্ধারিত হয়েছে। বস্তুত কাজ সামান্য ছিল। নগেন্দ্রনাথকে ৩০ ফাল্গুন লেখেন: 'কিছুদিনের জন্যে কার্য উপলক্ষ্য করে রথীকে নিয়ে শিলাইদহে এসেছি। বস্তুতঃ কাজের ছুটি নেবার জন্যেই আমি এখানে আসি। কাজ যেটুকু ছিল সে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো না কোনো ছুতোয় এই পদ্মার উপর বসন্তযাপনটা দীর্ঘ করে নিচ্চি।' ২৮ ফাল্গুন [শনি 12 Mar] তিনি অজিতকুমারকে এই বসন্তযাপনের সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন।[১২০]

শিলাইদহ থেকে পতিসরে যাওয়ার কথা ছিল। সম্ভবত ১ চৈত্র [মঙ্গল 15 Mar] তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'আমার পদ্মার চরের মেয়াদ ফুরিয়ে আস্‌চে। পর্শু পতিসর অভিমুখে যাত্রা করে শুক্রবারে [৪ চৈত্র] সেখানে পৌঁছব।'[১২১] কিন্তু এই পত্রেরই শেষে লিখলেন: 'কালিগ্রামে যাওয়া ঘটল না। মনটা নিতান্ত বিমুখ হয়ে দাঁড়াল। কালিগ্রামের ম্যানেজারকে এইখানেই এসে কাজ চুকিয়ে দিয়ে যাবার জন্যে তলব করে পাঠালুম। যদি কাজের টানে বাঁধা থাকতেই হয় তাহলে পদ্মাকে ছেড়ে যেতে চাইনে।' ১ চৈত্র তারিখেই ম্যানেজার জানকীনাথ রায়কে লেখেন: 'নানা কারণে এক্ষণে কালিগ্রামে যাওয়া অসুবিধাকর—অতএব সত্যকুমারকে লইয়া তুমি সত্বর একবার দুই চারিদিনের জন্য এখানে আসিলে সমস্ত কাজের কথা নিভৃতে আলোচিত হইতে পারিবে। অতএব তোমাদের জন্য এখানেই অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।'[১২২]

পদ্মার চরে বসন্তযাপন যতই মধুর লাগুক, অজিতকুমার-লাবণ্যলেখার বিবাহ-সমস্যা সেখানেও তাঁকে উৎপীড়িত করে তুলছিল। উত্তরকালের সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথ নিজেই তারিখহীন [? চৈত্র ১৩১৬] একটি দীর্ঘ পত্রে [দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ১৪-১৬, পত্র ৯] উভয়ের সম্পর্কের উত্থান-পতনের আনুপূর্বিক ইতিহাসটি লিখে রেখেছেন। অজিতকুমারের মায়ের এই বিবাহে সম্মতি ছিল না, তিনি এবং এই ঘটনায় জড়িত প্রায় প্রত্যেকেই এর জন্য তাঁকেই দায়ী করছিলেন জেনে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে নিজের ভূমিকাটি বিবৃত করে পত্রটি অজিতকুমারের মাকে দেখাতে বলেন। বিবাহের আগে পর্যন্ত তিনি লাবণ্যলেখাকে আশ্রম থেকে দূরে জোড়াসাঁকোয় রেখে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে খবরটি গোপন থাকে। কিন্তু তা হয়নি। এ নিয়ে মেয়েলি কথাবার্তা চলছে জেনে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে সম্ভবত ২৮ ফাল্গুন অজিতকুমারকে লেখেন: 'তোমাদের বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের বাড়িতে যে খবর ছড়িয়ে পড়েছে শুনে খুব খারাপ লাগ্‌চে। কিন্তু আজ রথীর কাছে শুনচি যে এটা মীরার দ্বারা হয়নি—কেমন করে অরবিন্দ ও লাবণ্যর অসতর্ক কোন কথায় দিনু জানতে পারে—তার থেকে কমল জেনেছে—সুতরাং কথাটাকে আর ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়েছে। যাই হোক যাতে এই ব্যাপার নিয়ে হাসিকৌতুক আলোচনা কোনো মতেই কিছুমাত্র প্রশ্রয় না পায় সেজন্য আজ মীরাকে চিঠি লিখে দিলুম।'[১২৩] ২৮ ফাল্গুনে [শনি 12 Ma] মীরা দেবীকে লেখা পত্রটির ভাষা অত্যন্ত কঠিন:

...এই খবরটা আমাদের বাড়ির মেয়েদের মধ্যে রাষ্ট্র হয় এমন আমার ইচ্ছা ছিল না। কারণ এ কথা নিয়ে লঘুভাবে ঠাট্টাতামাসা হাসিগুজব ও মেয়েলি টিট্‌কারি চলতে থাকা আমার কাছে অত্যন্ত জঘন্য বলে মনে হয়। এ সকল ব্যাপারের মধ্যে যে একটি গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা আছে তা নষ্ট হতে না দেওয়াই উচিত।/...মেয়েরা দিনরাত্রি জীবনকে যেরকম হাল্‌কা করে দেখে, যে রকম সঙ্কীর্ণ ভাব থেকে সমস্ত বড় জিনিষকে বিকৃত করে তোলে, জগতে যে সকল বড় শক্তি কাজ করচে তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থেকে দিনরাত্রি কেবল হাসিগুজব নিয়েই হো হো করে কাটায় তার থেকেই তোদের রক্ষা করবার জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করেছি—আশা করি আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে না, এবং জীবনকে কেবল ক্ষুদ্র বিষয়ে তুচ্ছ আলোচনায় বিক্ষিপ্ত করে নষ্ট করে ফেলবি নে।[১২৪]

নিজের মেয়েদের এবং এখন থেকে পুত্রবধূকে নানাধরনের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে রেখে তিনি তাঁদের জীবনযাপনকে অর্থবহ করে তুলতে চেয়েছেন—অন্তত প্রতিমা দেবীর ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস সার্থক হয়েছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে।

চৈত্র মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৩১ শক [৮০০ সংখ্যা]:

১৭৯-৮৯ 'অশীতিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সায়ংকালীন বক্তৃতা দ্র শান্তিনিকেতন ১৪ | ৫০৭-১৯ ['বিশ্ববোধ']

প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৬ [৯।১২]:

৯৬৯-৭২ 'ভাগলপুর সাহিত্যসম্মিলনে রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতা'

১০৩৬-৪০ 'শিবাজি ও গুরুগগাবিন্দ সিংহ' দ্র ইতিহাস [১৩৬২]। ৬১-৭০

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে দেখা যায়, 19 Mar 1910 [শনি ৫ চৈত্র] 'ইংরাজি সোপান। প্রথম ভাগ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ৭০, কলুটোলা স্ট্রীট থেকে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+৮১, মূল্য ছ'আনা। আমরা জানি, হিতবাদী লাইব্রেরি থেকে গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় 18 Aug 1909 [২ ভাদ্র] তারিখে। সুতরাং তার এতদিন পরে প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া বিস্ময়কর। আরও আশ্চর্যজনক ক্যাটালগে প্রদত্ত গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর বিবরণ: 'A manual of translation from Bengali into English and *vice versa*, intended for beginners.' এর সঙ্গে 'ইংরেজি সোপান প্রথম ভাগ'-এর বিষয়বস্তুর কোনো মিল নেই। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, এটি অন্য কোনো বই যেটির বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। পৃষ্ঠাসংখ্যাটিও লক্ষণীয়।

৫ চৈত্র [শনি 19 Mar] রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১১ চৈত্র [শুক্র 25 Mar] তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। এই সপ্তাহকালের মধ্যে লেখা তাঁর কোনো চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি, ক্যাশবহিতে তাঁর গতায়াতেরও কোনো হিসাব নেই—সুতরাং এই সাত দিন কলকাতায় তিনি কী করছিলেন বলা শক্ত। সম্ভবত অজিতকুমার এই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বিবাহ-বিষয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন। পূর্বোল্লিখিত তারিখ-হীন দীর্ঘ চিঠিটিতে তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'কাল রাত্রে তোমার সঙ্গে মুখে কথা হয়ে কতকটা পরিষ্কার হয়েছে কিন্তু তবু চিঠিতে সমস্তই খোলসা করে লেখার দরকার আছে বলে মনে করচি।'[১২৫] এমন হতে পারে যে, ১০ চৈত্র রাত্রে অজিতকুমারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরের দিন শান্তিনিকেতনে ফিরে তিনি দীর্ঘ পত্রটি লেখেন এবং বিষয়টির গুরুত্ব ও গোপনীয়তা বিবেচনা করে পত্রটি

রেজেস্ট্রি ডাকে প্রেরণ করেন। তিনি *11 Apr [সোম ২৮ চৈত্র] রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'অজিত কলকাতায় থাকাকালে তাকে একখানি রেজেস্ট্রি ও একখানা সাধারণ চিঠি লিখেছিলুম—দুটোই শিবনাথ শাস্ত্রীমশায়ের কেয়ারে ২১০।৩/৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ঠিকানায় পাঠিয়ে ছিলুম। কিন্তু [অজিত] সেখানে যায় নাই—সুতরাং সে দুটো চিঠি পায়নি। সেই চিঠি দুইখানি তুই যদি আনিয়ে নিস্ ত ভাল হয়। কারণ সে চিঠি কোথাও পড়ে থাকে বা আর কারো হাতে যায় এ আমার ইচ্ছা নয়।'[১২৬] 'সাধারণ চিঠিটি সম্ভবত অজিতকুমারের মা সুশীলা দেবীকে বিদ্যালয়ের কর্মভার থেকে অব্যাহতি দান সম্পর্কীয়।[১২৭] তিনি 'শিশুবিভাগের আহারাদি পর্য্যবেক্ষণের' দায়িত্বে ছিলেন, তাঁর অসুস্থতা ও বিদ্যালয়ের অসুবিধা এই দুই যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অব্যাহতি দিতে চাইলেও প্রকৃত কারণ হয়তো অজিতকুমারের বিবাহ নিয়ে মনোমালিন্য। ক্ষুদ্র ক্ষোভ-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে ওঠার সাধনা ছিল রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু এই ছোটো ঘটনাগুলিই তাঁর মনুষ্যস্বরূপকে চিনিয়ে দেয়। গ্রীষ্মের ছুটির পর উক্ত দায়িত্ব দিয়ে তিনি রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মা গিরিবালা দেবীকে আশ্রমে নিয়ে আসেন।

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে [? ১ চৈত্র] অজিতকুমারকে লিখেছিলেন: 'শরৎবাবুকে [শরৎকুমার রায়] জানিয়ো যতই তাড়াতাড়ি করি ১১ই তারিখে বোলপুরে পৌঁছন হয়ে উঠবে না। যদুবাবু [ড যদুনাথ সরকার] যদি আসেন ত আমার সঙ্গে হয় ত দেখা হবে না।' তিনি ১১ চৈত্রেই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, সুতরাং আকাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎকারটি সংঘটিত হয়েছিল।

ড যদুনাথ সরকার [1870-1958] ছাত্রজীবন থেকেই রবীন্দ্রানুরাগী, দ্বিভাষিক 'সুহৃদ' [১৩০১] পত্রিকায় ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সমালোচনা লিখে তিনি তাঁর অনুরাগের প্রথম নিদর্শন রাখেন, 'সোনার তরী'-বিতর্কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসেন পরবর্তী কালে [১৩১৩]। ভাগলপুর সাহিত্যসম্মিলনে তিনি রবীন্দ্রনাথের মৌখিক বক্তৃতার নোট নিয়েছেন, আর কিছুদিন পরে তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও ছোটগল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করে রবীন্দ্রচিন্তার সঙ্গে অবাঙালি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেবেন। সুতরাং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতি তাঁর আকর্ষণ হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া মারাঠা ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অসামান্য জ্ঞানের জন্য শরৎকুমার রায় 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' বইটি পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বইটির উচ্চ প্রশংসা করেন [প্রশংসা-পত্রের কিয়দংশ 'শিখগুরু ও শিখজাতি' গ্রন্থে ছাপা হয়]। এই-সব যোগাযোগে শরৎকুমার তাঁকে শান্তিনিকেতনে এসে ছাত্রদের কিছু বলতে আহ্বান করেন ও যদুনাথ তাতে সম্মতি জানান। তিনি লিখেছেন: 'আমি ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ও মুসলিম সৌধ ও দৃশ্যের প্রায় এক শত ম্যাজিক ল্যান্টার্ন স্লাইড নিজের খরচে প্রস্তুত করাইয়া শান্তিনিকেতনে উপহার দিই, এবং এই পত্রের পূর্ব্বকার বোলপুর-প্রবাসের সময় তাহার কতকগুলি দেখাইয়া ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করি। কবি উপস্থিত ছিলেন।'[১২৮] যদুনাথ যে-পত্রটির উল্লেখ করেছেন, সেটি ২৫ বৈশাখ ১৩১৭ [8 May 1910] তারিখে লিখিত: 'রথীন্দ্র বিদ্যালয়ে একটি বেশ ভাল magic lantern দিয়াছে—কবে ইহার মধ্য দিয়া আর একদিন আপনি জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের দৃশ্য উদঘাটন করিয়া দিবেন? মাঝে মাঝে এক একবার দর্শন দিয়া যাইবেন।'

তাঁদের মধ্যে অন্যান্য কথাও হয়েছিল। যদুনাথ লিখেছেন:

'আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করি যে "কথা" (প্রথম সংস্করণের) ঐ কটি ব্যালাড্ লিখিয়া তিনি কেন ক্ষান্ত হইয়াছেন, ওগুলি ত অতি উপাদেয় এবং যে কোন সাহিত্যেই অতুলনীয় বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি উত্তর করিলেন, বৌদ্ধ অবদান, টডের রাজস্থান প্রভৃতি আধার গ্রন্থ তিনি ব্যবহার করিয়া

শেষ করিয়াছেন; ফর্বস সাহেবের রচিত Ras Mala or the Hindoo Annals of Goozerat হইতে কতকগুলি ঘটনা লইয়া আরও কটি ব্যালাড্ লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ বইখানা এখন হারাইয়া গিয়াছে। ...আমার কাছে যে পুরাতন সংস্করণ ছিল তাহাই রবীন্দ্রনাথকে ডাকে পাঠাইয়া দিই।

উল্লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'রাসমালা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। দেখি যদি কিছু সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু মুস্কিল এই, মনটা ওদিকে নাই আবার এ সব কাজ জবরদস্তি করিয়া হয় না।' আসলে, 'কথা' লেখার সময়ে তিনি যে ভাবলোকে অবস্থান করছিলেন, সেখান থেকে বর্তমানে অনেক দূরে সরে এসেছেন—যদুনাথের প্রয়াস যে ব্যর্থ হল এইটিই তার কারণ। কিন্তু অনতিপরে 'রাজা' ও 'অচলায়তন' লেখার জন্য তিনি পুনরায় বৌদ্ধ অবদানের সাহায্য নিয়েছেন।

বর্তমান বৎসরে বিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দুজন—গৌরগোপাল ঘোষ ও নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। কিন্তু তাঁদের বিদ্যালয় ত্যাগের সময়ে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না; এইজন্য দুঃখ করে ৩ চৈত্র [বৃহ 17 Mar] শিলাইদহ থেকে গৌরগোপালকে লেখেন: 'আমার বড় ইচ্ছা ছিল তোমরা আশ্রম হইতে বিদায় লইবার সময় আমি উপস্থিত থাকিয়া তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিব। তাহার ব্যাঘাত ঘটিল।'[১২৯] অবশ্য প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ সর্বদাই বর্ষিত হত, এই পত্রে এবং অল্প ব্যবধানে রচিত আরও তিনটি দীর্ঘ পত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮ চৈত্র [শুক্র 1 Apr] লেখেন: 'আমাদের এখানকার প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে এবং বুধবারের উপাসনার মধ্যে এখন তোমাদের দুজনের অভাব আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করি।'[১৩০] এই পত্রেই তিনি গৌরগোপালকে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কলকাতায় পড়াশুনোর পর তাঁরা দুজনেই আশ্রমে ফিরে আসেন, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনে দীর্ঘকাল কাজ করার পর শান্তিনিকেতনেই গৌরগোপালের জীবনাবসান হয় [1940]।

শান্তিনিকেতনে থাকলে রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষেই মন্দিরে উপাসনা করতেন, বুধবারে হত আনুষ্ঠানিক উপাসনা। কিন্তু শান্তিনিকেতন-ভাষণমালার মতো তিনি এর সব-কটি ভাষণই লিপিবদ্ধ করেননি। তবে ইতিমধ্যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কোনো-কোনো উৎসাহী ছাত্র তাঁদের 'গুরুদেবের উপদেশ' লিখে রাখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাদের মধ্যে কতকগুলি হাতে-লেখা 'শান্তি' বা অন্য কোনো পত্রিকায় 'প্রকাশিত' হয়েছে—বৈশাখ ১৩১৭-সংখ্যার শান্তি-তে অতুলেন্দু সেনগুপ্ত-কৃত '১৭ই কার্ত্তিক বুধবার মন্দিরে প্রদত্ত গুরুদেবের উপদেশ'-এর অনুলেখন এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় ত্রিগুণানন্দ রায়-অনুলিখিত '২৩ চৈত্রের উপদেশ' অন্তর্ভুক্ত হয়। ২৩ চৈত্র [বুধ 6 Apr] রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, তার স্বলিখিত অনুলেখনটি আমরা 'গুহাহিত' নামে আষাঢ় ১৩১৭-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হতে দেখি [দ্র শান্তিনিকেতন ১৫।৪৫২-৫৮]। এমন হতে পারে, ত্রিগুণানন্দ তাঁর নোটটি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে দিলে তিনি সেটির সংস্কার করে প্রবন্ধ-রূপ দেন। এরূপ আর-একটি উপদেশ 'রসের ধর্ম' নামে বৈশাখ ১৩১৭-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হয় [দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৪৩-৫১]। রচনাটিতে তারিখ নেই, সম্ভবত ১৬ চৈত্র [বুধ 30 Mar] উপদেশটি মন্দিরে কথিত হয়েছিল।

বৎসরের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ আবার গান রচনায় মগ্ন হয়েছেন। কয়েকদিনের মধ্যে পাঁচটি গান লেখা হল:

২৬ চৈত্র [শনি 9 Apr] 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৪৬, ৫৫-সংখ্যক; গীত ২। ৫০১-০২; স্বর ৩৮। গানটি 'রাজা' নাটকেও ব্যবহৃত হয়। পাণ্ডুলিপিতে গানটির একটি পাঠান্তর আছে দ্র গ্রন্থপরিচয় ১১।৪৯৭।

২৭ চৈত্র [রবি 10 Apr] 'তব সিংহাসনের আসন হতে' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৪৭ [৫৬]; গীত ১।১২৪; স্বর ৩৭।

২৮ চৈত্র [সোম 11 Apr] 'তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৪৭-৪৮ [৫৭]; গীত ১।৫৫; স্বর ৩৮। পাণ্ডুলিপিতে গানটির উপর লেখা 'বাউল' ও পাশে '(আমি একবারো না)'—হয়তো এইরূপ কোনো বাউল গানের সুরের আধারে গানটি রচিত।

একই দিনে রচিত আর একটি গান 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৪৮-৪৯; গীত ১।৪৪; স্বর ৩৮।

৩০ চৈত্র [বুধ 13 Apr] 'এবার নীরব করে দাও হে তোমার' দ্র সুপ্রভাত, বৈশাখ ১৩১৭। ৪৪২, 'নিশীথে'; গীতাঞ্জলি ১১।৪৯ [৫৯]; গীত ১।১১০-১১; স্বর ৩৭। পাণ্ডুলিপিতে শেষ স্তবকটির একটি বর্জিত পাঠ আছে।

বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকায় গেলেও ফেরার সময়ে তাঁর সহযাত্রী হননি। পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে [Dec 1909] তিনি জাপানের পথে দেশে ফেরেন। বিদেশে থাকতেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল [২৩ কার্তিক ১৩১৫: 8 Nov 1908], সুতরাং জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে বিরাট সংসারের বোঝা তাঁর উপরে এসে পড়ে। বাঙালির প্রবণতা ও আশু প্রয়োজন বশত তাঁর পক্ষে চাকরি নেওয়াই স্বাভাবিক ছিল, তাঁকে ম্যানেজার রেখে ব্যবসা খোলবার উদ্দেশ্যে দু'তিনটি প্রস্তাবও আসে—কিন্তু সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতনেই একটি গোশালা খুলতে মনস্থ করেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ছাত্রদের জন্য দুধ সংগ্রহের সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করছিল, তাই উক্ত প্রস্তাবে তিনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ৩০ ফাল্গুন [সোম 14 Mar] জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখেন:

> সন্তোষ পাঁচটি গোরু নিয়ে বোলপুর বিদ্যালয়েই একটি ছোটখাট dairy খুলছে।
>
> বোলপুরে গোরু রাখার বিস্তর অসুবিধা—ঘাস নেই, গোরুর অন্যান্য খাবারও বহুদূর থেকে বেশি দাম দিয়ে আনিয়ে নিতে হয়। তবু দেখা যাচ্চে লোকসান হবার আশঙ্কা নেই। আমরা যদি গোটা দশেক গোরু আনা যায় তাহলে ঐ জায়গাতেই ১৫০।২০০ টাকা মাসে খরচ বাদে পাওয়া যেতে পারে।···এটা বেশ দেখা যাচ্চে চাষের চেয়ে আমাদের দেশে গোরুর ব্যবসা অনেক বেশি লাভজনক। দেশে গোরুর উন্নতি করা বিশেষ প্রয়োজন। ...বাংলা দেশের সকল পাড়াগাঁয়েই দুধ ঘি দুর্ম্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে শুধু কতকগুলো মস্লাগোলা জল দিয়ে ভাত খেয়ে বাঙালী কখনো মানুষ হতে পারবে?[১৩১]

কোনো পরিকল্পনা মনে লেগে গেলে তাকে আদর্শায়িত করে দেখা তাঁর স্বভাব ছিল, এখানে তার আর-একটি নমুনা দেখা গেল। ভাবনা ক্রমশই বিস্তৃতি লাভ করেছে। ১২।১৩ চৈত্র নাগাদ লেখা একটি তারিখ-হীন পত্রে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন:

> উপেন্দ্র সেনের ভাইঝির সঙ্গে সন্তোষকে বিবাহ দেবার জন্যে তাঁরা উৎসুক। আমার কাছে প্রস্তাব করেছিলেন।...এ বিবাহ যদি সন্তোষ করে তাহলে ব্যবসায়ের জন্যে তাঁদের কাছ থেকে ও আট দশ হাজার টাকা পেতে পারবে। একদিন সন্তোষের কাছে কথাটা পেড়েছিলুম—ও ত হাঁ না কিছুই বল্লে না।[১৩২]

এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন: 'যে রকম হিসাব করা যাচ্চে তাতে দেখতে পাচ্চি বোলপুরেই অতি সহজে সন্তোষ মাসিক দুশো টাকা লাভের কাজ করতে পারবে। এমন স্থলে কোনো কোম্পানির অধীনে চাকরিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় কি সুবিধা হবে?'[১৩৩] রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব তাঁর আত্মীয়মহলে 'সন্তোষকে বিদ্যালয়ে বেঁধে রাখবার জন্যে...একান্ত ইচ্ছা' বলে সমালোচিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবু এই প্রয়াসকে তিনি সর্বপ্রযত্নে সাহায্য করেছেন। 'শনিবার' [? ১৯ চৈত্র: 2 Apr] ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লেখেন: 'আশ্রমকে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য সন্তোষ প্রায় হাজার টাকায় পাঁচটা গোরু আনিয়াছে। কিন্তু ভুষি এখানে পাওয়া যায় না—গোয়ালাও নাই বড় মুস্কিলে পড়া গেছে। ভুষি আপনাদের অঞ্চলে যদি সস্তায় পাওয়া যায় তবে আপনার সাহায্যে আনাইব। দর কত? গোয়ালা ওখান হইতে জন দুই কি পাওয়া যায় না?'[১৩৪] ৩ আষাঢ় ১৩১৭ [17 Jun 1910] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন: 'ছাগলের জন্য চিন্তামণি [ঘোষ] বাবুকে কিছু লিখেছ কি? ও আমাদের চাই। এক ট্রাক্ নিতেও আমাদের আপত্তি নেই।'[১৩৫] * 2 Jul [১৮ আষাঢ়] পুনরায় তাঁকে তাগিদ দিয়েছেন: 'ছাগলগুলি কবে আমাদের শান্তিনিকেতনের তৃণরাজি কবলিত করতে আসবে?'[১৩৬] গোখাদ্যের চাষ ও গোচারণের জন্য সুপুরের জমিদারদের কাছ থেকে অল্প মূল্যে ২০০ বিঘা জমি তিনি সন্তোষচন্দ্রকে পাইয়ে দেন। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ, প্রমোদ [? নাথ রায়] প্রভৃতি যখন অনেক মূলধন জড়ো করে বড় আকারে ডেয়ারি খোলার পরিকল্পনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তখন পূর্ব-অভিজ্ঞতা স্মরণ করে তাঁদের বাধা দিয়েছেন:

> আয়োজন আড়ম্বর যতই বড় তার সফলতাও ততই বৃহৎ বলে কল্পনা করচিস্—যতদিন লোকালয়ের হট্টগোলের মধ্যে ছিলুম আমিও এমন ভুল বারম্বার করেছি প্রত্যেকবারেই দণ্ড দিয়েছি। অনেক বড় বড় আড়ম্বরের মধ্যে আমি যোগ দিয়েছি—নিজেরা স্বদেশি দোকান করে বিস্তর ক্ষতি করেছি—Indian Storesএ হাজার টাকা দেনা করে দিয়ে আজ পর্যন্ত অনুতাপ করচি—জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ঢাক পিটিয়ে এখন লজ্জা বোধ হচ্চে; National ফণ্ডের আমি একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলুম বলে নিজেকে অপরাধী মনে করচি। প্রথমেই প্রকাণ্ড করে ফেঁদে যে কিছু আয়োজন হয়েছে প্রত্যেক বারেই সমস্ত দেশ আশান্বিত হয়ে উঠেছে এবং তারপরেই দুর্গতির লজ্জা ভোগ করতে হয়েছে। এখন এই সমস্ত চেষ্টার বিফলতা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন আমার মনে আর সন্দেহমাত্র নেই যে, আমাদের দেশে যদি কোনো কাজকে সফল করতে হয়। তবে একলা ছোটরকম করে আরম্ভ করে লোকচক্ষুর অগোচরে তাকে ধীরে ধীরে মানুষ করে তোলাই তার প্রকৃষ্ট উপায়। সেইটেই স্বাভাবিক পন্থা। বিশেষত যাদের অর্থাভাবে কৃপণের মতই কাজ করতে হবে—যাদের কার্য্যশিক্ষার ক্ষতি বহন করবারও ক্ষমতা নেই।[১৩৭]

1895-এ ঠাকুর কোম্পানি [দ্র রবিজীবনী ৪।৫৪], 1896-এ স্বদেশী ভাণ্ডার লিমিটেড [দ্র ঐ ৪।১৫৪] ও 1902-তে ইণ্ডিয়ান স্টোর্স [দ্র ঐ ৫।৮৭]—বড়ো আকারে ব্যবসা শুরু ও তার জন্য দণ্ডভোগের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ প্রচুর পরিমাণেই অর্জন করেছিলেন—ঠাকুর কোম্পানির দেনার ভার বহু বছর ধরে তাঁর আর্থিক মেরুদণ্ডটি বাঁকিয়ে রেখেছিল। সুতরাং তিনি যখন ক্ষুদ্র আকারের প্রয়াস দ্বারা আত্মশক্তি চর্চার কথা বলেন, তখন বলেন এই-সব অভিজ্ঞতা থেকে—'শাসকশ্রেণীকে তার শোষণ অব্যাহত রাখার নিরঙ্কুশ সুযোগ করে দেওয়া'[১৩৮] তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দেশজোড়া উচ্ছ্বাসের সময়েও গান রচনা করেছিলেন: 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। সন্তোষচন্দ্রের ডেয়ারি-ব্যবসা সফল হয়নি, বিদেশের শিক্ষা পুরোপুরি কাজে না লাগিয়ে তিনি বিদ্যালয়ের কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন—কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য, বড়ো করে ফাঁদতে গিয়ে সর্বনাশকে আমন্ত্রণ করেননি।

৩০ চৈত্র [সোম 11 Apr] মন্দিরে বর্ষশেষের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই উপাসনা করেছিলেন, কিন্তু তার কোনো লিখিত রূপ রক্ষিত হয়নি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

রথীন্দ্রনাথ চৈত্র ১৩১২ [Mar-Apr 1906]-র মাঝামাঝি কোনো সময়ে আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আরবানার ইলিনয় য়ুনিভার্সিটিতে প্রায় তিন বৎসর অধ্যয়ন করে B.S. বা Bachelor of Science ডিগ্রি লাভ করেন 1909-এর গোড়ায়। 6 Jun 1909 [২৩ জ্যৈষ্ঠ] 'Caronia' জাহাজে তিনি নিউইয়র্ক ত্যাগ করে ইংলণ্ড যাত্রা করেন।[১৩৮ক] য়ুরোপের কৃষি-গবেষণা বিষয়ে পরিচিত হবার জন্য তিনি প্রথমে লণ্ডনে ও পরে জার্মানিতে যান। রথীন্দ্রনাথ ২৯ আষাঢ় [13 Jul] লণ্ডন থেকে পিতাকে একটি পত্র লিখেছেন, তখন তিনি সেখানে ক্লেমেন্টস্ ইন্ নামক একটি হোটেলে বাস করছেন। ভাণ্ডার পত্রিকার ভূতপূর্ব কর্মাধ্যক্ষ কেদারনাথ দাশগুপ্ত তখন সেখানেই ছিলেন।[১৩৯]

লণ্ডন থেকে তিনি যান জার্মানির গোয়েটিংগেনে ['জার্মানির গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি একপর্বকাল নিয়মিত বক্তৃতা শুনেছি'—পিতৃস্মৃতি। ১১৮-১৯]। এখানে তাঁর কয়েকমাস থাকার কথা ছিল, কিন্তু 20 Aug [৪ ভাদ্র] তারিখেই ফ্রান্সের মার্সাই বন্দর থেকে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন India জাহাজ-যোগে। এর কারণ সম্পর্কে তাঁর অধ্যাপক-পত্নী Mrs. Seymour-কে 25 Jul [৯ শ্রাবণ] গোয়েটিংগেন থেকে লেখেন: 'When I came to Gottingen I thought I would stay here at least two or three months, in order to pick up the language a little bit and study the social life and agricultural conditions of Germany. But since learning that my father's health is not so good and breaking down every day under the strain, I have been longing to go home as soon as possible and have so decided to start from here next week some time.' ২০ ভাদ্র [রবি 5 Sep] তিনি কলকাতায় পৌঁছন।

সংসার ও জমিদারির দায়ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন ধরেই পোষণ করছিলেন। রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসাতে তাঁর সেই বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ এল। জমিদারির ব্যাপক অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি পুত্রকে প্রজাদের ও জমিদারির সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত করিয়ে দিলেন। রথীন্দ্রনাথও জমিদারিতে বিদেশী নিয়মকানুন প্রবর্তন করতে শুরু করেছিলেন, ২২ পৌষের [6 Jan 1910] হিসাবে তার নিদর্শন আছে: 'পরগণা কালীগ্রাম ও বিরাহিমপুরের জন্য স্বারয়িকা [? স্মারক] কার্ড মুদ্রাঙ্কনের ১ বিল শোধ'। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী এই কার্ড সম্বন্ধে লিখেছেন: 'রথীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্যঅর্জিত বিদেশী অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিরাট শ্রমসাপেক্ষ জমাওয়াশিল বাকির কাগজের পরিবর্তে কার্ডের ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য পরিশ্রম করতে লাগলেন,...আমি স্বচক্ষে ঐ সমস্ত কার্ড ইনডেক্স্ বোর্ড দেখেছি।'[১৪০]

জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে সংসারেও রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে প্রতিষ্ঠা করলেন মৃণালিনী দেবীর মনোনীতা কন্যা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে। ঠাকুরপরিবারের এই প্রথম বিধবাবিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় ১৪ মাঘ [বৃহ 27 Jan 1910] তারিখে।

জমিদারি ব্যবস্থাতেও একটি পরিবর্তন আসন্ন হয়ে এসেছিল। মহর্ষির উইল অনুসারে বিভিন্ন শর্ত-সাপেক্ষে কালী-গ্রাম ও বিরাহিমপুর পরগনার জমিদারির মালিক হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ এই সময়ে জমিদারিতে তাঁর অংশ বার্ষিক ৪৫,০০০ টাকার [চার কিস্তিতে দেয়] বিনিময়ে সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে ৯৯৯ বছরের জন্য ইজারা দেবার প্রস্তাব করেন ও প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। বাংলায় লেখা 'ইজারা পাট্টা' স্বাক্ষরিত হয় ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ [শুক্র 24 May 1912] তারিখে বিলাত-যাত্রার জন্য রবীন্দ্রনাথের কলকাতা ত্যাগের দিনে। যদিও এই ইজারা ১ বৈশাখ ১৩১৬ [বুধ 14 Apr 1909] থেকে বলবৎ বলে গণ্য করা হয়।

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় বহু বছর সদর সেরেস্তার ম্যানেজার হিসেবে মহর্ষিপরিবারের বৈষয়িক ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তিনিও এই সময়ে অবসর গ্রহণ করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। পৌষ মাসেই সত্যপ্রসাদ ১৫০ টাকা পেনশন গ্রহণ করেছেন।

জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ি ['লালবাড়ি'] তিনি শান্তিনিকেতনবাসী হওয়ার প্রায়ই খালি পড়ে থাকত। সেইজন্য অগ্র ১৩১৩ থেকে মাসিক ১০০ টাকায় বাড়িটির নীচের তলা এস্টেটের পক্ষ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়। কিন্তু জামাতা শরৎকুমার এই বাড়িতে থেকে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করছিলেন। তদুপরি মীরা দেবীর জন্যও এই বাড়ির দোতলায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়। রথীন্দ্রনাথের বিবাহের আয়োজন হলে পৌষ মাসে সেরেস্তার একাংশ আবার পুরোনো বাড়িতে সরিয়ে নেওয়া হয়, ভাড়া ধার্য হয় মাসিক ৫০ টাকা।

আমরা আগেই বলেছি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়ারিগুলির সাহিত্যমূল্য না থাকলেও নানা ধরনের সংবাদের জন্য মূল্যবান। তাই তিনি ১৮ মাঘ [31 Jan] যখন লেখেন: 'আর একটা পোকায় কাটা diary পড়ে ছিঁড়ে ফেল্লুম। 1897এ সঙ্গীত সমাজ স্থাপনা 1887এ আমার জাহাজ বিক্রী হয়'—তখন আফশোস জাগে। এই দিনই তিনি লেখেন: 'আজ সকালে... কাকিমা [ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী] এবার মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেছেন।' তিনি বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ২০ মাঘ [বুধ 2 Feb] তিনি সৌদামিনী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতীর স্বামী ডাঃ নিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর লিখে রাখেন: 'বিবিরা মনুর কাছ থেকে ছোট নিত্যর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে।' ২৯ মাঘ [শুক্র 11 Feb] লেখেন: 'আজ সকালে বিবিদের ওখানে নিত্যর শ্রাদ্ধ উপাসনা হল—মেঝদাদা সমস্ত কার্য নির্ব্বাহ করলেন।' এঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ভাই মন্মথের বিবাহ হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সময়ে কলকাতা ত্যাগ করে রাঁচিতে বসবাসের আয়োজন করছিলেন, তাই কিছুটা ভারমুক্ত হয়েছেন ১৭ ফাল্গুন [মঙ্গল 1 Mar] তারিখে: 'প্রমথকে আমার কতকগুল ফ্রেঞ্চ বই দিলুম—প্রিয়কে [প্রিয়ম্বদা দেবী] কতকগুল সংস্কৃত বই দিলুম।' বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের 'প্রমথ চৌধুরী-সংগ্রহ'তে এই ফরাসী বইগুলির কিছুটা রয়েছে—যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের ফরাসী-চর্চার নিদর্শন-যুক্ত Victor Hugo-র *Les Contemplations*এর দুটি খণ্ড রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে।

মহর্ষিভবনের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা একে-একে অন্যত্র বাসস্থান খুঁজে নেওয়ায় সাংস্কৃতিক জগতে এই বাড়িটির গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছিল, কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী-ভ্রাতৃদ্বয়ের আকর্ষণে ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের 'বৈঠকখানা বাড়ি'টি ক্রমশ প্রাধান্য অর্জন করছিল। নিবেদিতা, ওকাকুরা, টাইকান, হিসিদা প্রভৃতি মহর্ষিভবনেই এসেছেন সুরেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের। যোগসূত্রে—এমন-কি অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচিত হন জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মধ্যস্থতায়। কিন্তু হ্যাভেলের উদ্যোগে অবনীন্দ্রনাথ যখন কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করলেন [15 Aug 1905] এবং মানসিকভাবে অসুস্থ হ্যাভেল দেশে ফিরে যাওয়ায়

তাঁর জায়গায় স্থানাপন্ন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন [Feb 1906], তখন থেকেই প্রাচ্যশিল্পানুরাগী ইংরেজ ও ভারতীয়েরা নিয়মিত বৈঠকখানা বাড়ির অতিথি হয়েছেন। 27 Apr 1907 [১৪ বৈশাখ ১৩১৪] এঁদের উদ্যোগেই ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, অবনীন্দ্রনাথ অবৈতনিক যুগ্মসম্পাদকের অন্যতম ও গগনেন্দ্রনাথ-সমরেন্দ্রনাথ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। এঁরা কেউই উপাধি-লোলুপ সাহেব-ঘেঁষা ছিলেন না, সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে গগনেন্দ্রনাথ তো পুলিশের সন্দেহভাজনদের তালিকায় ছিলেন, তবু উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীগণ শিল্পকলার আকর্ষণে এঁদের বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করেছেন। বিভিন্ন চিত্রপ্রদর্শনীতে অনেক দিন ধরেই অবনীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্র পুরস্কৃত হচ্ছিল। তাঁকে কেন্দ্র করে যে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তাঁরাও ধীরে ধীরে প্রাধান্য অর্জন করছিলেন—আর প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়্যু, হ্যাভেল, নিবেদিতা প্রভৃতির প্রচারে তাঁদের খ্যাতি দেশেবিদেশে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও বিদেশীদের পরিচয় হয়েছে অনেক সময়ে অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের মাধ্যমে। শিল্পী উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ বৈঠকখানা বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায়, এই তথ্য আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি।

আত্মীয়স্বজনের প্রতিও এই পরিবার প্রতিভাবাপন্ন ছিলেন। নাট্যচর্চা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদির জন্য 'মিলনী' ক্লাব খোলা হয়েছিল, সেখানে 'জুলিয়াস সীজার', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'অলীকবাবু' প্রভৃতির অভিনয় হয়।[১৪১] অমৃতবাজার পত্রিকা [19 Dec 1908]-র একটি খবরে জানা যায়, 17 Dec 'মিলনী'র বিশেষ অধিবেশনে ডাঃ গারফিল্ড্ উইলিয়াম্স্ খ্রিস্টের জীবন ও বাণী বিষয়ে একটি আকর্ষণীয় বক্তৃতা করেন ও মিঃ বারবার ম্যাজিকলণ্ঠনে রাফায়েল, রুবেনস্ প্রভৃতি শিল্পিদের আঁকা ছবি প্রদর্শন করেন। দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনকে সাহায্যের জন্য স্থাপিত হয়েছিল 'পারিবারিক হিতকারী সভা'। পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> সকলেই আত্মীয়দের পুষত বলে বাবা রবিদাদা ও অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে সব বাড়ি থেকে কিছু কিছু চাঁদা তুলে ফাণ্ড করবেন সেই ফাণ্ড থেকে দুঃস্থ লোকেদের সাহায্য করা যায়। তা হলে কারও গায়ে লাগে না। তাই "পারিবারিক হিতকারী সভা" নাম দিয়ে একটা কমিটি গঠন করেন। সকলে মিলে দেখাশোনা করতেন। সেই ফাণ্ড থেকে খালি ঠাকুরবাবুদের আত্মীয়দের ভিতর মাসোহারার বন্দোবস্ত থাকবে। পরিবারের বাইরের লোক থাকবে না। আর ফাণ্ড বাড়াবার জন্য বছর বছর দানমেলা হবে। সব বাড়ির মেয়েরা হাতের সেলাই, খাবার ও চাটনী যে যা পারবে করে মেলায় দেবে। বিক্রী হলে টাকাটা ফান্ডে জমা হবে। ...প্রত্যেক বাড়িতে একদিন করে মিটিং হত। ...মেয়েদেরও উৎসাহ দেওয়ার জন্য ঠিক হয়েছিল যার হাতের কাজ ভাল হবে সে প্রাইজ পাবে।[১৪২]

রবীন্দ্রনাথের ও সত্যপ্রসাদের হিসাবের খাতায় আমরা এই সভার জন্য চাঁদা বরাদ্দ হতে দেখেছি। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে দেখা যায়, 20 May 1909 [বৃহ ৬ জ্যৈষ্ঠ] ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন থেকে উমাপদ রায় কর্তৃক সম্পাদিত ২৮ পৃষ্ঠার 'পারিবারিক হিতকারী সভার প্রথম বর্ষের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকাটির সন্ধান পেলে তার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সম্ভব হত।

এই বৎসর শ্রাবণ মাসে অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহনলালের [মৃত্যু: 14 Jan 1969] জন্ম হয়। এঁর লেখা 'দক্ষিণের বারান্দা' [১৩৮৮] গ্রন্থ খুবই সুখ্যাত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

আমরা আগেই বলেছি, মহর্ষির মৃত্যুর পর তাঁর জন্মদিবস পালিত হত পারিবারিক ভাবে। সেইরূপেই ৩ জ্যৈষ্ঠ [সোম 17 May] তাঁর ৯৩-তম জন্মোৎসবে সত্যেন্দ্রনাথ 'মহর্ষির জন্মতিথি' [দ্র তত্ত্ব, আষাঢ়। ৪১-৪৫] প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের 'নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়' গানটি গীত হয়।

৬ মাঘ [বুধ 19 Jan] মহর্ষির পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। 'বৈকালে মহর্ষিদেবের বাটীর প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন জন্য তিন ব্রাহ্মসমাজ হইতেই বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তৎপরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহর্ষিদেবের আদর্শজীবনের গুণাবলী ও তাঁহার বিশেষত্ব কীর্ত্তন করিলে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক সুদীর্ঘ ও চিন্তাপূর্ণ প্রস্তাব পাঠ করেন।'[১৪৩] আমরা আগেই বলেছি, সম্ভবত শান্তিনিকেতনে ৭ পৌষ সায়ংকালে পঠিত 'ভক্ত' প্রবন্ধটিই তিনি অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করে এখানে পাঠ করেন। তত্ত্বোধিনী-তে লিখিত হয়: 'এতদুপলক্ষে যে দুইটি নূতন সঙ্গীত রচিত ও গীত হইয়াছিল তাহা এই—

পূরবী—একতালা। নিভৃত প্রাণের দেবতা...

বাউলের সুর—কাহার্‌বা। কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ'[১৪৩]

দুটি গানই ১৭ পৌষ শান্তিনিকেতনে রচিত।

৭ পৌষ [বুধ 22 Dec] শান্তিনিকেতনে ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাতঃকালীন উপাসনায় 'আশ্রম' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৪৪৯-৫৭] ও সন্ধ্যায় 'ভক্ত' [দ্র ঐ ১৪।৪৮৬-৯৬] প্রবন্ধ দুটি পাঠ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উৎসব উপলক্ষে 'বিসর্জন' অভিনয় করে। কিন্তু তত্ত্বোধিনী-তে প্রথম ভাষণটি ছাড়া উৎসবের কোনো বিবরণ মুদ্রিত হয়নি।

১১ মাঘ [সোম 24 Jan] আদি ব্রাহ্মসমাজের অশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদীর আসন গ্রহণ করেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর উদ্বোধনের পর রবীন্দ্রনাথ 'চিরনবীনতা' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৪৯৬-৫০৬] শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ-রচিত আটটি ব্রহ্মসংগীত ছাড়া হেমলতা দেবী-রচিত 'কে সে পরম সুন্দর' গানটিও গীত হয়। 'ইহার মধ্যে কয়েকটি সঙ্গীত মহর্ষি-দেবের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর একাকী গান করিয়া সকলকে বিমুগ্ধ করেন।'[১৪৪]

মহর্ষিভবনে অনুষ্ঠিত সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববোধ' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৪।৫০৭-১৯] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে গীত তেরোটি গানই রবীন্দ্রনাথের রচনা।

কয়েক বছর আদি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা কার্য সম্পাদনের পর সত্যেন্দ্রনাথ গত বৎসরের প্রথমে বায়ুপরিবর্তনের জন্য রাঁচি যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ মাস-দুয়েক তাঁর পরিবর্তে বুধবারের উপাসনা-কার্য নির্বাহ করেন। রাঁচিতে স্থায়িভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ ১১ ফাল্গুন [বুধ 23 Feb] 'আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করিয়া উপদেশান্তে উপাসকমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রকাশ্যভাবে কিছু দিনের জন্য বিদায় চাহিতে গিয়া নিজে চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই'।[১৪৫]

সত্যেন্দ্রনাথ এই বৎসর তত্ত্ববোধিনী-র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন, ১৮৩২ শকেও [১৩১৭] তিনি সম্পাদক ছিলেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদন-কার্যে তাঁকে সহায়তা করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

গত বৎসর 19 Oct 1908 [৩ কার্তিক ১৩১৫] আলিপুরের অ্যাডিশনাল সেশন্‌স্ জজ বীচক্রফটের আদালতে অরবিন্দ-প্রমুখ ৩৬ জনের বিচার আরম্ভ হয়—মামলাটি আলিপুর বোমার মামলা নামে খ্যাত। দীর্ঘ শুনানির পর 6 May 1909 [বৃহ ২৩ বৈশাখ] রায় দেওয়া হয়, অরবিন্দ-সহ ১৭ জন মুক্তিলাভ করেন, বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম হয়, ১৭ জনের নানা মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। 13 May [৩০ বৈশাখ] বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের জন্য এবং 17 May [৩ জ্যৈষ্ঠ] অন্যান্যদের জন্য হাইকোর্টে আপীল করা হয়। বিচারপতি Jenkins ও Carnduff রায় দেন 23 Nov [৭ অগ্র], কিন্তু ৫ জন সম্পর্কে মতদ্বৈধ হওয়ায় বিচারপতি Richard Harrington পুনর্বিচার করে 18 Feb 1910 [৬ ফাল্গুন] রায় ঘোষণা করেন। আপীলেই বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পরিণত হয়েছিল, অশোক নন্দী দায়রা বিচারে ৭ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করলেও আপীল বিচারের সময়ে মারা যান, অনেকের দণ্ডহ্রাস হয়, ১ জন মুক্তি পান; পুনর্বিচারে ৩ জন মুক্তি পান, অপর ২ জনের দণ্ডহ্রাস হয়। নিম্নের সারণীটি দ্রষ্টব্য:

আসামী	6 May 1909	23 Nov 1909	18 Feb 1910
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	ফাঁসি	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	
উল্লাসকর দত্ত	ফাঁসি	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	
হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	
বিভূতিভূষণ সরকার	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১০ বছর দ্বীপান্তর	
হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১০ বছর দ্বীপান্তর	
ইন্দুভূষণ রায়	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	১০ বছর দ্বীপান্তর	
বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	দ্বিমত	৭ বছর দ্বীপান্তর
সুধীরচন্দ্র সরকার	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	৭ বছর দ্বীপান্তর	
ইন্দ্রনাথ নন্দী	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	দ্বিমত	মুক্তি
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	৭ বছর দ্বীপান্তর	
শৈলেন্দ্রনাথ বসু	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর	দ্বিমত	৫ বছর সশ্রম
শিশিরকুমার ঘোষ	১০ বছর দ্বীপান্তর	৫ বছর সশ্রম	
নিরাপদ রায়	১০ বছর দ্বীপান্তর	৫ বছর সশ্রম	
পরেশচন্দ্র মৌলিক	১০ বছর দ্বীপান্তর	৭ বছর দ্বীপান্তর	
সুশীলকুমার সেন	৭ বছর দ্বীপান্তর	দ্বিমত	মুক্তি
বালকৃষ্ণ হরি কানে	৭ বছর দ্বীপান্তর	মুক্তি	
অশোক নন্দী	৭ বছর দ্বীপান্তর	মৃত	
কৃষ্ণজীবন সান্যাল	১ বছর সশ্রম	দ্বিমত	মুক্তি[১৪৬]

—দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত বিপ্লবীদের 12 Dec [রবি ২৬ অগ্র] 'মহারাজা' জাহাজে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[১৪৭]

ইংরেজ শাসনের যতই নিন্দা করা হোক, অন্য কোনো য়ুরোপীয় জাতি ভারতের শাসক হলে এই ধরনের বিচার কিছুতেই সম্ভব ছিল না। বিশেষত বাংলার লেফটেনাণ্ট গবর্নর ফ্রেজার ও ভাইসরয় মিণ্টো অরবিন্দের মুক্তিতে খুশি হতে পারেন নি। তাঁরা চেষ্টা করছিলেন অরবিন্দকে পুনরায় গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু জেল-ফেরৎ অরবিন্দ মতে ও কর্মে এক নূতন মানুষে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ভাব-জীবনের সূত্রপাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে তিনি রাজনীতি ও ধর্মের অশুভ সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন এবং সেই ধর্মও ছিল পৌরাণিক পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যোগ-সাধনার মাধ্যমে রাজনীতিতে ম্যাজিক ঘটানোর কল্পনা। অবশ্য এর জন্য একা অরবিন্দকে দায়ী করা ঠিক নয়। খুব আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় সব বিপ্লবীদলেই ধর্মসাধনা, বিশেষত কালী-সাধনা, নানারূপে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। গীতা-র অপব্যাখ্যা থেকে আরম্ভ করে 'নির্দেশ' পাওয়া, বাসুদেব-দর্শন প্রভৃতি অনেক কিছুই ঘটছিল—আর তা শুধু অরবিন্দের মতো 'মহাযোগী'র ক্ষেত্রেই নয়, বারীন্দ্রেরও! যোগসাধনার সাহায্যে মানসিক স্থৈর্য লাভ করে ঈর্ষা-লোভ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি দমন করার শক্তি অর্জনের চেষ্টা খুবই ভালো ব্যাপার—কিন্তু অন্তত বারীন্দ্রের আচরণে, এমনকি লেখাতেও, এর বিপরীত ফলই প্রত্যক্ষ করা যায়। —যাই হোক, জেল থেকে মুক্ত হয়ে অরবিন্দ 'ধর্ম্ম' [প্রথম প্রকাশ: ৭ ভাদ্র ১৩১৬ সোম 23 Aug 1909] নামক একটি বাংলা ও *Karmoyogin* [প্রথম প্রকাশ: 19 Jun শনি ৫ আষাঢ়] নামক একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক সম্পাদনা শুরু করেন। এখানে প্রকাশিত অরবিন্দের রাজনৈতিক দর্শন অন্য ধাতুর: 'with the stray assassinations which have troubled the country we have no concern, and, having once clearly and firmly dissociated ourselves from them, we need notice them no further.' অনেকে বলেন, পুনরায় গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যই এই সুর বদল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ খুঁজছিলেন। 25 Dec-এর কর্মযোগিন-এ অরবিন্দের খোলা চিঠি তাঁদের সেই সুযোগ এনে দিল। এর একমাস পরে 24 Jan আলিপুর বোমার মামলায় সরকার-পক্ষের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশ পদে উন্নীত ও খানবাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত শামসুল আলম বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের গুলিতে নিহত হন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়েছে জেনে 'নির্দেশ' পেয়ে অরবিন্দ বাগবাজারের ঘাট থেকে নৌকাযোগে ফরাসি চন্দননগরে গিয়ে মতিলাল রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে কয়েকমাস থেকে ফরাসি-শাসনাধীন পণ্ডিচেরিতে উপস্থিত হন 4 Apr 1910 [২১ চৈত্র]। সেখানে তাঁর 'দিব্যজীবনে'র প্রকাশ ঘটে।

আলিপুর বোমার মামলা, ৯ জন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতার নির্বাসন, ৭টি বৈপ্লবিক সমিতির নিষিদ্ধকরণ, নির্বিচার খানাতল্লাশি ও গ্রেপ্তার প্রভৃতি কারণে বাংলার বিপ্লবান্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হলেও থেমে যায়নি। বরং ধর্মগন্ধী বিপ্লবীয়ানা থেকে মুক্ত হয়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [বাঘা যতীন, 1880-1915], নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য [মানবেন্দ্রনাথ রায়, 1887-1954], রাসবিহারী বসু [1885-1945] প্রভৃতির মতো বাস্তববাদীর নেতৃত্বে বিপ্লবী কাজকর্ম অনেক নিখুঁত ও ফলপ্রদ হয়ে উঠেছিল। আলিপুর বোমার মামলায় সরকারপক্ষের দুই প্রধান স্তম্ভের একজন আশুতোষ বিশ্বাস গত বৎসর 10 Feb 1909 প্রতিবন্ধী যুবক চারুচন্দ্র বসুর রিভলভারের গুলিতে নিহত হন, অপরজন শামসুল হক একইভাবে নিহত হন 24 Jan 1910 [১১ মাঘ]— বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত ধরা পড়েন ও তাঁর সহযোগী সতীশচন্দ্র সরকার পালাতে সমর্থ হন—দুজনকেই

বহুলোকের মাঝখানে হত্যা করা হয়। ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান পুলিনবিহারী দাস [1877-1949] নির্বাসিত [16 Dec 1908] ও সমিতি নিষিদ্ধ [5 Jan 1909] হওয়ায় বৈপ্লবিক কাজকর্ম সাময়িকভাবে স্থবিরত্বপ্রাপ্ত হলেও শীঘ্রই আশুতোষ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সরকারী নিপীড়নের ভয়ে অর্থের উৎস শুকিয়ে গিয়েছিল ও প্রধান কর্মীরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হওয়ায় প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডাকাতির ঘটনা বাড়তে থাকে। এর মধ্যে আলোচ্য সময়ে উল্লেখযোগ্য ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় 11 Oct ঢাকার কাছে রাজেন্দ্রপুর স্টেশনে—২৩ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। 10 Nov রাজারনগরে এক সুদখোর ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি করে নগদে ও অলঙ্কারে ২৮ হাজার টাকা লুঠ হয়। পরের দিন ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর বাজার থেকে ১৬ হাজার টাকা ডাকাতি করে আনা হয়। কিন্তু আশুতোষ দাশগুপ্ত Dec 1909-এই গ্রেপ্তার হন।

1905-এর শেষে ইংলণ্ডে লিবারেল দল ক্ষমতাসীন হলে ভারতবাসীরা আশা করেছিল শাসন-সংস্কার হবে ও দেশীয়রা অধিকতর শাসনক্ষমতা অর্জন করবে। বিশেষত মর্লি ভারতসচিব নিযুক্ত হওয়ায় এবং কার্জন ও ফুলার পদত্যাগ করার এই আশা বর্ধিত হয়েছিল। নবনিযুক্ত ভাইসরয় মিন্টোকেও তারা স্বাগত জানিয়েছিল। তাঁরা দুজনেই বঙ্গভঙ্গকে নির্বুদ্ধিতা মনে করলেও ব্রিটিশ প্রেস্টিজ রক্ষা করার দায়িত্বকেও জরুরি মনে করতেন। তাই শাসন-সংস্কারের মাধ্যমে কিঞ্চিৎ সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করে তাঁরা ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রশমিত করতে চাইলেন। কিন্তু সংস্কারের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের বিরোধ চরমে উঠল। অপরদিকে কার্জন-ফুলারের মুসলিম-তোষণ নীতি মুসলমানদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত করেছিল। মর্লির দূর্বলচিত্ততার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যের স্বার্থে মিন্টো সুকৌশলে কংগ্রেসের বিরোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে ও মুসলমানদের তোয়াজ করতে লাগলেন। আর মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের অবিমৃষ্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দমনমূলক আইন প্রবর্তন করে চরমপন্থী তথা বিপ্লববাদীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 1909-এ প্রবর্তিত মর্লি-মিন্টো সংস্কার বা Indian Councils Act একটি বৃহৎ ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়। এর আগেই 1907-এ ভারতসচিবের দরবারে দুজন ভারতীয়কে গ্রহণ করা হয়েছিল—অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ন কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামীকে—যাঁদের ভারতবর্ষীয়দের উপকার করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা কোনোটাই ছিল না। পরে বড়োলাটের মন্ত্রণাপরিষদে ব্যারিস্টার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে গ্রহণ করা হল [19 Apr 1909]—বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে মিন্টোর পছন্দ হয়নি তাঁর গাত্রবর্ণ 'as black as my hat' বলে।

15 Nov 1909 [সোম ২৯ কার্তিক] Indian Councils Act 1909 কার্যকরী হয়।[১৪৮] কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন-পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও বাজেট-সম্পর্কীয় আলোচনার সুযোগ ছাড়া এই আইনে ভালো কিছুই ছিল না। নির্বাচনপ্রার্থীদের সম্পর্কে কয়েকটি বিধিনিষেধ প্রবর্তন করে সরকারের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের নির্বাচনের বাইরে রাখা হয়। পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী গঠন করে, ভোটার হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণে মুসলমানদের প্রতি এমন অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছিল যে, নরমপন্থী কংগ্রেসীরাও ধিক্কার না জানিয়ে পারেননি। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে রেখে মুসলমানদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রহরী বানাবার চেষ্টা এই নূতন আইনের প্রায় প্রতিটি বিধানে লক্ষিত হয়। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন কার্জন, মর্লি-মিন্টো তা পুষ্পিত হওয়ার সুযোগ করে দিলেন।

তবে এই শূন্যগর্ভ সংস্কার প্রবর্তন করে ব্রিটিশ গবর্মেন্ট ভেবেছিল অধিকাংশ ভারতবাসী এতে খুশি হবে। বাঙালিদের খুশি করার জন্য ৯ জন নির্বাসিতকে মুক্তি দেওয়া হয় Feb 1910-এ। কিন্তু এঁদের মধ্যে সর্বাধিক বিপজ্জনক পুলিনবিহারী দাসকে মুক্ত রাখা তাঁরা বাঞ্ছনীয় মনে করেননি। কয়েকমাস পরে তাঁকে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে সাত বৎসরের দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

বর্তমান বৎসরে রবীন্দ্রনাথ নববর্ষের দিন [বুধ 14 Apr 1909] শান্তিনিকেতনে ছিলেন ও যথারীতি প্রাতে উপাসনা করেন, কিন্তু সেটি লিখিত রূপ পায়নি।

রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২ বৈশাখ [বৃহ 15 Apr] প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন।* তিনি লিখেছেন: 'তখন গিরিধির হিমাংশুপ্রকাশ রায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্যতম শিক্ষক। তিনি তাঁহারই অতিথি হন ও লাইব্রেরির: '[বর্তমানে পাঠভবনের অফিস] উপরতলায় যে প্রকাণ্ড চালাঘর ছিল, সেইখানে রাত্রি যাপন করেন। লাইব্রেরির পশ্চিম দিকের ঘরে বিধুশেখর শাস্ত্রী থাকিতেন তাঁহার ছোট ভাইপোকে [সুধাংশু ভট্টাচার্য] লইয়া। ...মাঝের ঘরে ছিল ল্যাবরেটারি। পূর্বের ঘরে দিনেন্দ্রনাথ গান শিখাইতেন। তখন হলঘর, নাট্যঘর ও লাইব্রেরির পিছনে একটা খড়ের বড় ঘর (সাধারণত চাকরদের ঘর বলা হইত, কারণ একসময়ে চাকররা সেখানে থাকিত) ছিল ছাত্রাবাস। ...বিধুশেখরের ঘরের পশ্চিমে তখন কোনো ঘর ছিল না। অতঃপর ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে যখন লেখক আসেন তখন সেইখানে নিচুছাদের একটা পাকাঘর সদ্য নির্মিত হইয়াছে। লেখকের মতো নবাগত অতিথি ও নূতন কর্মচারীদের সেখানে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।'[১৪৯]

বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয় ১৫ বৈশাখ [বুধ 28 Apr]। রবীন্দ্রনাথ পূর্বদিন জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি আসন্ন হয়েছে। কাল বন্ধ হবে।'[১৫০] এর পূর্বে ছাত্ররা 'মুকুট' নাটিকাটি অভিনয় করে। *21 Mar [৮ চৈত্র ১৩১৫] তিনি অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লিখেছিলেন: 'ছোট ছেলেরা মুকুট অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে—ছুটির অনতিপূর্ব্বেই হইবে।'[১৫১] পরবর্তী কোনো অভিনয়ে প্রমথনাথ বিশী 'ইশা খাঁ'র চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন, কিন্তু বর্তমানে অভিনয়ের স্মৃতিবাহিত কোনো বিবরণ আমাদের চোখে পড়েনি। 'বিসর্জন' নাটকের সঙ্গে 'মুকুট' অভিনয়ের একটি বিবরণ লিখেছেন গিরিজানাথ চক্রবর্তী 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্য ও আশ্রমস্মৃতি' প্রবন্ধে: 'ইহাতে সরোজরঞ্জন [চৌধুরী] যুবরাজের ভূমিকায় ও তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ইশা খাঁর ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন মুকুল দে।'[১৫২] এই অভিনয় অবশ্যই ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ঘটনা—কারণ, বিসর্জন-এ ঐকতানের অন্যতম সদস্য কাশীনাথ দেবল এই বৎসরের শেষে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন ও 'বিসর্জন'-এর অন্যতম অভিনেতা সরোজচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১০ আষাঢ় ১৩১৭-তে। গিরিজানাথ লিখেছেন, অভিনয়ের দিন রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না।

গত বছরের শেষ দিকে বালক-বিদ্যালয়ের পাশাপাশি 'একটি বালিকা বিদ্যালয়ের চারা আপনিই গজিয়ে' উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী হয়ে তাতে জলসেচন করতে থাকেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কন্যাকে এই

বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন: 'আমাদের মেয়ে ইস্কুলের বেতন ও নিয়মাদি বালক বিদ্যালয়েরই সমান।' ১৫ বৈশাখ কাদম্বিনী দত্তকে লেখেন: 'এখন ৬টি মেয়ে পড়ে—ছুটির পরে আষাঢ় মাসে আরো কয়টি আসিবে কথা আছে।' ১ আষাঢ় [মঙ্গল 15 Jun] বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের পর যখন খোলে মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা দেবী তখন দুই শিশুকন্যা মীরা ও উমাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বালিকাবিদ্যালয়ের কর্ত্রীপদ গ্রহণ করেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগ্নী কবি সরোজকুমারী দেবী দুই পুত্র জ্যোৎস্না ও সুকুমারকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নিজেও সেখানে শিশুবিভাগের দেখাশোনার ভার নেন। কিন্তু পুত্রদের স্বাস্থ্যের কারণে একমাসের বেশি তাঁর থাকা হয়নি। সুশীলা সেনও পূজাবকাশের পর আর বিদ্যালয়ে ফিরে যাননি—বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিই তাঁর কর্মত্যাগের কারণ।

বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাবধি নানা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিল। বাধার চেহারাটি স্পষ্ট নয়, সম্ভবত শান্তিনিকেতন-ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কিছু প্রতিবন্ধকতা আসছিল। ৭ শ্রাবণ [23 Jul] রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লেখেন: 'দিনু বালিকা বিভাগ সম্বন্ধে নানা কথা লিখেছে—তৎসম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তাকে বলে দিয়েছি। কেবল একটা অংশ উদ্ধৃত করে দিই: 'হিরণ সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত একলা যেরকম পরিশ্রম করচে তুমি থাক্‌লে হত কিনা বল্‌তে পারিনে।" এ কথাটা যদি সমূলক হয় তাহলে এর মূলোচ্ছেদন করতে ত বেশি সময় লাগা উচিত নয়।'[১৫৩] ছাত্রীসংখ্যার তুলনায় ব্যয়াধিক্যও অন্যতম সমস্যা ছিল।

ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের মৃত্যুর [২৮ ফাল্গুন ১৩১৫] পর ত্রিপুরার বার্ষিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরকে ১০ ভাদ্র তারিখে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, কিন্তু সাহায্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু অন্য সূত্র থেকে এই সাহায্য এসেছিল। ২৬ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন: 'লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বদান্যতায় আমাদের বিদ্যালয় রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার একখানি ছবি সংগ্রহ করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে যদি পাঠাইয়া দেন তবে বড় উপকৃত হইব। এ সম্বন্ধে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই।'[১৫৪] ২৭ আশ্বিন তাঁকেই লেখেন: 'লালগোলার রাজাবাহাদুর আমার গৃহে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হইতেছে। তাঁহার প্রতি আমার সুগভীর শ্রদ্ধা আছে'।[১৫৫] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সূত্রেই দানবীর লালগোলা-রাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল, কিন্তু তিনি বিদ্যালয়-রক্ষায় কী ধরনের সাহায্য করেছিলেন আমাদের জানা নেই। তাঁদের পত্রালাপের কোনো দৃষ্টান্তও আমাদের চোখে পড়েনি।

রবীন্দ্রনাথও নানা উপায়ে বিদ্যালয়ের আয় বাড়াবার ব্যবস্থা করছিলেন। তাঁর গ্রন্থসমূহের আয় বিদ্যালয়ের খাতেই জমা হত। নিজের ও বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের লিখিত কয়েকটি বইয়ের সাময়িক প্রকাশ-স্বত্ব হিতবাদি লাইব্রেরিকে বিক্রয় করে তিনি ২৫০০ টাকা সংগ্রহ করেন। তিনি নিজে, মীরা দেবী, হেমলতা দেবী ও শিক্ষকগণ বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে যে সংক্ষিপ্তসার রচনা করতেন, সেগুলি সংশোধন ও পুনর্লিখন করে তিনি প্রবাসী-র 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগে প্রেরণ করতেন, বিনিময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বহুবার নানা অঙ্কের টাকা পাঠাতেন। তবু অভাব মিটত না। ৯ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন: '১৮ টাকা বেতন অভিভাবকদের পক্ষে কিছু কঠিন তবু তৎসত্ত্বে এতেও আমাদের টানাটানি হয়। ছেলে যত বাড়চে, মাষ্টারও বাড়চে—সুতরাং খরচও বাড়চে। কবে একে নিজের শক্তিতে

প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো জানিনে।’[১৫৬] এই প্রসঙ্গেই তিনি ৩ শ্রাবণ জগদানন্দ রায়কে লিখেছিলেন: ‘দিনু বিদ্যালয়ের ব্যয় বাহুল্য সম্বন্ধে আশঙ্কা জানিয়েছেন। একবার এ সম্বন্ধে তোমাদের বিশেষভাবে সকলে আলোচনা করে দেখা উচিত। কারণ, আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য যদি এত ছাত্রবৃদ্ধিতেও না হয় তা হলে বুঝতে হবে এ বিদ্যালয় কোনোদিন নিজের জোরে টিক্‌তে পারবে না—আমাদের আশ্রিত হয়ে থাকবে। ...অতএব এ সম্বন্ধে তুমি, ক্ষিতিমোহন, অজিত, দিনু, সত্যেশ্বর [নাগ] এবং বঙ্কিম [চন্দ্র রায়] একবার একটা কমিটিতে বসে ভাল করে চিন্তা করে দেখ—তোমাদের মধ্যে জ্ঞানবাবুকেও নিতে পার—কিন্তু তাই বলে বিদ্যালয়ে নূতন পুরাতন ছোট বড় কেউ আছেন সকলকে নিয়ে একটা মহতী সভা ডেকো না—তাতে কোনো ফল হয় না।’[১৫৭] এর মধ্যেই আমরা বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষকদের একটি তালিকা পেয়ে যাই। এঁরা ছাড়া শরৎকুমার রায়, কালীমোহন ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র রায়, চুণিলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষকও ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়কে আর্থিক অসুবিধার জন্য ১ কার্তিক বিদায় দেওয়া হয়। অবশ্য তাঁর শিক্ষাদানপদ্ধতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট ছিলেন না।

বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। ১৪ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ জামাতা নগেন্দ্রনাথকে জানান: ‘আমাদের এখানে আজকাল প্রায় ১০০ জন ছেলে’। ১০ জ্যৈষ্ঠ ক্ষিতিমোহনকে লেখেন: ‘অনেকগুলি নূতন ছাত্র ছুটির পরে বোলপুরে যোগ দিবে—ততদিনে ঘর তৈরি হইয়া গেলে নিশ্চিন্ত হইব—কিন্তু সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।’[১৫৮] ঘর তৈরি হয়েছিল—রবীন্দ্রজীবনী-কার পূজাবকাশের পর যখন ছয় মাসের জন্য ‘বিনা বেতনে পেট ভাতায়’ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন, তখন লাইব্রেরির পশ্চিমে ‘নিচুছাদের একটা পাকা ঘর’ দেখেন এবং সেখানেই আশ্রয়লাভ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু প্রার্থীকে ভর্তি করা সম্ভব হয়নি। মাঘ মাসের শেষ দিকে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৩০ জন ছাত্রের কথা লিখে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন: ‘আপনি যে ছেলেটির কথা লিখেছেন তাকে নিতে কোনো আপত্তি নেই—কেবল সম্প্রতি একেবারেই স্থানাভাব। গ্রীষ্মাবকাশে নূতন ঘর তৈরি হলে তার পরে আষাঢ় মাসে নূতন ছেলে নেওয়া সম্ভব হবে—তৎপূর্ব্বে চল্‌বে না।’[১৫৯]

গত বৎসরের প্রাসঙ্গিক তথ্যে আমরা তৎকালীন অনেক ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছি। তাঁদের মধ্যে গৌরগোপাল ঘোষ ও নারায়ণ কাশীনাথ দেবল এই বছর এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। বর্তমান বৎসরের কিছু নূতন ছাত্রের নাম আমরা জানতে পারি হস্তলিখিত ‘প্রভাত’ পত্রিকা থেকে—‘শান্তি’ পত্রিকার বর্তমান বৎসরের কোনো সংখ্যা আমরা দেখতে পাইনি। প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘প্রভাত’-এর প্রথম সংখ্যা [মাঘ ১৩১৬] প্রকাশিত হয় ২৬ মাঘ তারিখে। পত্রিকার শিরোভূষণ ছিল এই কবিতাটি:

প্রথম পাতাখানি মেলেছে শতদল
নবীন হৃদয়ের হায়
প্রভাত শুভাশীষ কিরণ উজ্জ্বল
যেন রে তাঁহারে ফুটায়।

এর বর্তমান বৎসরের তিনটি সংখ্যায় নূতন ছাত্রের নাম পাওয়া যায় ১৭টি: প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়, যদুকিশোর চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, যোগীন্দ্রনাথ দেববর্মা, গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, হৃষীকেশ মুস্তফি,

খগেন্দ্রনাথ সরকার, হরিশচন্দ্র দাস, প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সেন, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কামিনীমোহন চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, অতুলেন্দু সেনগুপ্ত। এঁদের মধ্যে মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত পরবর্তী জীবনে শিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

এই বছর ৩০ আশ্বিন [শনি 16 Oct] রাখীবন্ধন-দিবস বিদ্যালয়ে পালিত হয়েছিল, অন্যান্য বছর দিনটি ছুটির মধ্যে পড়ত। এবার পূজাবকাশ শুরু হয় সম্ভবত ১ কার্তিক [সপ্তমী: ৪ কার্তিক]। হয়তো গিরিজানাথ চক্রবর্তী-উল্লিখিত 'বিসর্জন' অভিনয় পুজোর ছুটির আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুধীরঞ্জন দাস লিখেছেন: 'ভোলা [সরোজচন্দ্র] হলেন মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, নরেন খাঁ সাজলেন গুণবতী; রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন পটলদা [ত্রিগুণানন্দ] এবং নক্ষত্র রায় হলেন সোমেন্দ্র। মনোরঞ্জনদা নিলেন জয়সিংহের বেশ এবং আমি হলেম অপর্ণা। আমার মেয়ে-ভূমিকায় অভিনয়ের এই হল হাতেখড়ি।'[১৬০] তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অভিনয়-শিক্ষা ও সাজসজ্জার দায়িত্ব পালন করেন।

২৬ মাঘ [মঙ্গল 8 Feb 1910] বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদের অন্যতম রথীন্দ্রনাথ নববধূ প্রতিমা দেবীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গেলে সেই উপলক্ষে বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠান ও 'মালিনী' অভিনীত হয়। এই অনুষ্ঠানের বিবরণ আমরা জীবনকথা অংশে দিয়েছি।

পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন। রথীন্দ্রনাথ 6 Jan [২২ পৌষ] শ্রীমতী সেমুর-কে লেখেন: 'Santosh has arrived. We met him at the dock. ...He has been able to secure a small property near the School at Bolpur, where he intends to start his creamary.' প্রায় হাজার টাকায় পাঁচটি গোরু কিনে সন্তোষচন্দ্র গোশালার পত্তন করেন। সুপুর-জমিদারদের কাছ থেকে অল্পমূল্যে শান্তিনিকেতনের পূর্বদিকে ১০০ বিঘা জমির বন্দোবস্ত করে দেন রবীন্দ্রনাথ। গোশালা কয়েক বৎসর পরে শান্তিনিকেতন থেকে সুরুলে শ্রীনিকেতনে উঠে যায়।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রশাসনতন্ত্র নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানারকম পরীক্ষা হয়েছিল। প্রথমদিকে শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গেই বাস করতেন। ছাত্র, শিক্ষক ও ছাত্রাবাসের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথার পরিবর্তন হয়। তখন একজন করে শিক্ষক একটি ছাত্রাবাসের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। ক্রমে শিক্ষকেরা সপরিবারে আশ্রমবাসী হওয়ায় এই ব্যবস্থার পরিবর্তনও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যবস্থাবিধির সামঞ্জস্যবিধানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই ১০ কার্তিক [বুধ 28 Oct] তিনি ক্ষিতিমোহনকে নূতন নিয়মাবলি লিখে দিলেন:

অহরহ অধ্যাপক ও ছাত্রদের একত্রবাস কল্যাণকর নহে বলিয়া আমার মনে হয় এই দুইপক্ষের কিঞ্চিৎ দূরত্ব অত্যাবশ্যক। পরস্পর অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি হইলে অধ্যাপকদের প্রভাব খর্ব্ব হইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপকদের নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে নানাকারণে যে সকল বিরোধ জাগিয়া উঠে, সান্নিধ্যবশতঃ ছাত্রদের নিকটে তাহা সুগোচর হইয়া উঠে। ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে পর্যবেক্ষণের শৈথিল্যই ঘটে; অসতর্কতা আসিয়া পড়ে, এবং আমাদের নিজের ব্যবহারে যদি কোনো জড়ত্ব থাকে তাহা ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। চতুর্থতঃ অহোরাত্র অধ্যাপকদের চোখের উপরে থাকিলে নিজেদের ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্রদের স্বাধীন দায়িত্ববোধ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে আমি ইচ্ছা করি দিনের বেলায় লেখাপড়া ও বিশ্রামের জন্য অধ্যাপকদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ক্লাসের কর্ম্মের অবকাশে সেইখানে তাঁহারা সহযোগিদের সহিত একত্রে দিনযাপন করিবেন।···

তিনজন বিশেষ অধ্যাপকের উপর আপনি ভারার্পণ করিবেন তাঁহারা মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিবেন, ছেলেরা সকলে স্ব স্ব স্থানে আছে এবং নিয়ম পালন করিতেছে। কোনো প্রকার ব্যবস্থার ত্রুটি দেখিলে প্রত্যেক কক্ষের নায়কছাত্রকে সেজন্য দায়ী করা হইবে। ছাত্র পরিচালনা ব্যবস্থাকে দুই ভাগ করিতে হইবে। বড় ছেলেদের ও ছোট ছেলেদের অধিনায়ক স্বতন্ত্র হইবে।

ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষাদান সম্বন্ধে শান্তিনিকেতন ট্রষ্ট-ডীডের বিধিলঙ্ঘন করা চলিবে না। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোনো সাম্প্রদায়িক পন্থায় চালনা করিবার চেষ্টামাত্র করিবেন না।...

প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে, মধ্যাহ্নে, সূর্য্যাস্তকালে ও শয়নের পূর্ব্বে উপনিষৎ ও বেদ হইতে বিশেষ নির্ব্বাচিত চারিটি কবিতা স্বরসংযোগে সুকণ্ঠ বালকদের দ্বারা গান করাইতে হইবে—সেই সময়ে সমস্ত ছাত্র সেখানে একত্র মিলিত হইবে।

বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ চৈতন্য নানক কবীর রামমোহন প্রভৃতি মহাপুরুষদের মৃত্যুদিনে উৎসব করিতে হইবে, সেই দিনটি তাঁহাদের জীবনী ও উপদেশ ব্যাখ্যা ও তাঁহাদের রচনা পাঠ বা গান করিবার দিন।

আশ্রমের পশুপক্ষী তরুলতার সহিত ছাত্রদের চিত্তের যোগসাধনের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। ...বনের উৎসব, বর্ষায় সপ্তপর্ণ-কুসুমোদ্‌গমের উৎসব, শরতে শেফালিতলের উৎসব, বসন্তে শালমঞ্জরীর উৎসব উপযুক্ত বেশ, সঙ্গীত ও ভোজ্যের দ্বারা সমাধা করিতে হইবে।...

আশ্রম ভৃত্যদিগকে সেবার জন্য বিশেষ কয়েকটি দিন নির্দ্দিষ্ট হইবে। সেইদিন তাহাদিগকে পরিবেষণ করিয়া আহার করানো, আমোদ দেওয়া পুরাণ-শোনানো প্রভৃতি করিতে হইবে। এককথায় আশ্রমের তরুলতা পশুপক্ষী ও ভৃত্যদের সহিত যাহাতে বালকদের হৃদয়ের যোগসাধন ঘটে তাহার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক হইবে।[১৬১]

পরে এই নির্দেশাবলির ইতঃস্তত পরিবর্তন হয়, কিন্তু কয়েকটি মূলনীতি চিরকাল অনুসৃত হয়েছে। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি নামকরণ পরবর্তীকালের ব্যাপার, কিন্তু লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ এইসময়েই অনুষ্ঠানগুলির কথা ভাবছেন। সমসাময়িক মহাপুরুষ-স্মরণদিবস পালনের বিবরণ আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি, কিন্তু কয়েকবছরের মধ্যেই অনুরূপ বিবরণ সুলভ হয়ে আসবে। বর্তমান বৎসরে মাঘীপূর্ণিমায় [১২ ফাল্গুন: 24 Feb] প্রয়াত শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়কে স্মরণ করা হয়। ভৃত্য-সেবার আদর্শটি পরে 'গান্ধী-পুণ্যাহে'র রূপ লাভ করে।

৩০ চৈত্র [বুধ 13 Apr] সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ বর্ষশেষের উপাসনা করেন, কিন্তু তার অনুলেখন রক্ষিত হয়নি।

উল্লেখপঞ্জী

১ চিঠিপত্র ১৩। ৭৯, পত্র ৫৪

২ দেশ, শারদীয় ১৩৬২।১০, পত্র ৩

৩ চিঠিপত্র ১৩। ৮০-৮১, পত্র ৫৫

৪ চিঠিপত্র ৭।১৯, পত্র ৯

৫ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৮।৬৯০

৬ র-প্রতিলিপি

৭ রবীন্দ্রজীবনী ২।২৬৯

৮ অমৃত, ১০ ফাল্গুন ১৩৮৫।১১, পত্র ৯

৯ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৮।৬৯১, পত্র ৩

৯ক শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ। ৩৫-৩৭

১০ দেশ, সাহিত্য, ১৩৮৫।১৪, পত্র ১৮

১১ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২।২৬৯

১২ র-মূল

১৩ অমৃত, ১০ ফাল্গুন ১৩৮৫।১১, পত্র ১১

১৪ ড হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়: উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। ১৬১

১৫ অমৃত, ১০ ফাল্গুন ১৩৮৫।১১, পত্র ১০

১৬ ঐ।১১, পত্র ৮

১৭ র-প্রতিলিপি

১৮ 'বোলপুরে একমাস': শ্রেয়সী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯।৫৭

১৯ বসুমতী, শারদীয়া ১৩৫৯।১৪

২০ চিঠিপত্র ৭ | ২১, পত্র ১০

২১ প্রবাসী, অগ্র ১৩৩৩।১৯৮-৯৯

২২ র-মূল

২৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ১৪, পত্র ১৯

২৪ তত্ত্ব, ভাদ্র। ৭৮

২৫ দেশ, ২২ কার্তিক ১৩৯৩। ২৮, পত্র ৯

২৬ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫১-৫২, পত্র ২

২৭ শ্রেয়সী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯।৫৪-৫৫

২৮ ঐ।৫৮

২৯ দেশ, ২২ কার্তিক ১৩৯৩। ২৮, পত্র ১০

৩০ ঐ, শারদীয় ১৩৯৬।৩৫, পত্র ৩

৩১ ঐ, ২২ কার্তিক ১৩৯৩।২৮, পত্র ১০

৩২ ঐ, ২৯ কার্তিক ১৩৯৩।১৫, পত্র ১১

৩৩ রবিরশ্মি ২।৪৮৭-৮৮

৩৪ সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫।১১৬

৩৫ দেশ, ২৯ কার্তিক ১৩৯৩।১৬, পত্র ১৩

৩৬ চিঠিপত্র ১৩। ৮৪-৮৫, পত্র ৫৮

৩৭ র-মূল

৩৮ দেশ, ২৯ কার্তিক ১৩৯৩।১৬, পত্র ১৩

৩৯ দ্র ড রামেশ্বর মিশ্র, 'মধ্যযুগীয় সন্তবাণী ও রবীন্দ্রনাথ': রবীন্দ্রভাবনা, May-June 1989/১১৫; মধ্যযুগীয় হিন্দী সন্তবাণী ঔর রবীন্দ্রনাথ [1989]।১৭২

৪০ দ্র স্বপন মজুমদার: রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি ১ [১৩৯৫]। ৩৭৬

৪১ র-মূল

৪২ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৪৪

৪৩ দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১।১৮, পত্র ৬

৪৪ চিঠিপত্র ১৩। ৮০, পত্র ৫৫

৪৫ র-মূল

৪৬ চিঠিপত্র ১৩। ৮৫, পত্র ৫৮

৪৭ দেশ, ২৫ কার্তিক ১৩৬২। ৯০, পত্র ৬

৪৮ ঐ, ১৯ মাঘ ১৩৯১।১৯, পত্র ৭

৪৯ রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৬৯-৭০

৫০ দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১।১৯, পত্র ৮

৫১ ড পঞ্চানন মণ্ডল: ভারতশিল্পী নন্দলাল ১ [১৩৮৯]। ৩৭৭

৫১ক দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১: ১৯-২০, পত্র ৯

৫১খ ঐ।১৮, পত্র ৬

৫১গ ঐ।১৯, পত্র ৭

৫১ঘ ঐ। ২১, পত্র ১২

৫২ ঐ, সাহিত্য ১৩৮৫।১৫, পত্র ২০

৫৩ অমৃত, ১৭ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪২, পত্র ১৩

৫৪ দেশ, শারদীয় ১৩৯৬। ৩৫-৩৬

৫৫ সীতা দেবী: পুণ্যস্মৃতি [১৩৭১]।১০

৫৫ক সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা [১৩১৭]।১৬৭

৫৬ *The Bengalee*, 28 Sep 1909

৫৬ক বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ [1986]।১২

৫৬খ দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১।১৯, পত্র ৮

৫৭ *The Bengalee*, 30 Sep 1909

৫৮ সুখরঞ্জন রায়, ‘পূর্বকথা’: রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্প-সূত্র [১৩৮৩]।৯

৫৯ চিঠিপত্র ৭।১৪৮, পত্র ১০

৬০ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ১৩, পত্র ৪

৬১ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়-ফাইল, রবীন্দ্রভবন

৬২ দেশ, ২৯ কার্তিক ১৩৯৩।১৬, পত্র ১৪

৬৩ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৫। ৬৮৩

৬৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮।১২, পত্র ৪

৬৫ মানসী, আষাঢ় ১৩১৭। ২৭৮

৬৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১৫, পত্র ২১

৬৭ ঐ।১৫, পত্র ২২

৬৮ ঐ, সাহিত্য ১৩৮৮। ১৩, পত্র ৪

৬৯ অমৃত, ১৭ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪২, পত্র ১৪

৭০ চিঠিপত্র ১৩। ৮৫, পত্র ৫৯

৭১ দ্র Tagore Family Papers, No. 113

৭২ পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ, 20 May 1985

৭৩ র-মূল

৭৪ দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১। ২০, পত্র ১০

৭৫ র-মূল

৭৬ র-প্রতিলিপি

৭৭ দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১। ২১, পত্র ১২

৭৮ র-মূল

৭৯ শনিবারের চিঠি, অগ্র ১৩৪৮।১৬৫

৮০ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮।১৩, পত্র ৫

৮১ পিতৃস্মৃতি।১২১

৮২ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭। ২৯, পত্র ৩১

৮২ক র-মূল

৮৩ *The Bengalee*, 21 Nov 1909

৮৪ ঐ, 23 Nov

৮৫ The *Awakening India* [Popular edition, n.d.] / 48-49

৮৬ Ibid / 49

৮৭ Ibid/ 123

৮৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮।১৩, পত্র ৬

৮৯ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫। ৪৮

৯০ চিঠিপত্র ১৩। ২৮৪,'গ্রন্থপরিচয়'

৯১ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৭৬, পত্র ৪

৯২ 'বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ': বি.ভা.প., বৈশাখ ১৩৫০ | ৬০৫

৯৩ 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন': দেশ, সাহিত্য ১৩৬৬। ২২১

৯৪ দ্র আমাদের শান্তিনিকেতন। ৮১-৮৪

৯৫ ঠাকুরবাড়ির গগনঠাকুর। ৭৭
৯৬ দেশ, ২৫ কার্তিক ১৩৬২। ৯১, পত্র ১০
৯৭ দ্র ঝরা বসু: উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র [১৩৮৬]। ২৭৪-৭৫
৯৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৭৬, পত্র ৫
৯৯ র-মূল
১০০ চিঠিপত্র ১০। ৪২, পত্র ৪০
১০১ পিতৃস্মৃতি। ১৪
১০২ চিঠিপত্র ১৩। ৮৭, পত্র ৬১
১০৩ দেশ, ২৫ কার্তিক ১৩৬২। ৯১, পত্র ১০
১০৪ আমাদের শান্তিনিকেতন। ৮৪
১০৭ 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন': দেশ, সাহিত্য ১৩৬৬। ২২৫
১০৮ দ্র বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন': সুপ্রভাত, চৈত্র। ৪০৪
১০৯ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন/তৃতীয় অধিবেশন,—ভাগলপুর [১৩১৭]। ২০
১১০ ঐ। ২১
১১১ ঐ। ৩৫
১১২ র-মূল
১১৩ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৮৯
১১৪ চিঠিপত্র ১২। ২, পত্র ২
১১৫ দেশ, ৬ অগ্র ১৩৯৩।১৬, পত্র ২১
১১৬ রমাপতি দত্ত: রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ [১৩৪৮]। ৪৪২
১১৭ লীলাবতী মিত্র [তারিখহীন]।১১৯-২১
১১৮ দ্র রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ। ১৮-১৯
১১৯ দেশ, ৩ অগ্র ১৩৬২।১৭০, পত্র ৮
১২০ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮।১৪, পত্র ৭
১২১ ঐ।১৪, পত্র ৮
১২২ আশিষঃ সন্তু। ১৭
১২৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮।১৭, পত্র ১১
১২৪ র-মূল
১২৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮ ১৫, পত্র ৯
১২৬ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪।১, পত্র ১

১২৭ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮।১৬-১৭, পত্র ১০

১২৮ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২।৩৯৩

১২৯ হরিহর শেঠ-সম্পাদিত: রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর [১৩৬৮]।১৪০, পত্র ১

১৩০ ঐ।১৪২, পত্র ২

১৩১ দেশ, ৩ অগ্র ১৩৬২।১৬৯, পত্র ৮

১৩২ র-মূল

১৩৩ চিঠিপত্র ২।১৭, পত্র ৫

১৩৪ দেশ, শারদীয় ১৩৪৯।৪২০, পত্র ৭৬

১৩৫ ঐ, ১৯ মাঘ ১৩৯১।২১, পত্র ১৩

১৩৬ ঐ।২২, পত্র ১৬

১৩৭ চিঠিপত্র ২।১৪-১৫, পত্র ৪

১৩৮ প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস, 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী: তথ্য ও তত্ত্ব': অনুষ্টুপ, বসন্ত সংখ্যা ১৩৯৬।৫৩

১৩৮ক দ্র Seymour-File, রবীন্দ্রভবন

১৩৯ দ্র পিতৃস্মৃতি। ১১৮

১৪০ শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। ২১-২২

১৪১ দ্র ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল। ৮৭

১৪২ ঐ।১৪১

১৪৩ তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭৮

১৪৪ ঐ।১৭৩

১৪৫ ঐ, চৈত্র। ১৯৪

১৪৬ দ্র জাগরণ ও বিস্ফোরণ ২। ৩০০-০২

১৪৭ দ্র *The Bengalee,* 14 Dec 1909

১৪৮ দ্র ঐ, 16 Nov 1909

১৪৯ রবীন্দ্রজীবনী ২।২৬৮-৬৯, পাদটীকা ৫

১৫০ দেশ, শারদীয় ১৩৯৮।২৭, পত্র ১২

১৫১ রবীন্দ্রবীক্ষা ১১ [শ্রাবণ ১৩৯১]।১৪, পত্র ৫

১৫২ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা।২২৯

১৫৩ দেশ, ২২ কার্তিক ১৩৯৩।২৮, পত্র ১০

১৫৪ ঐ, সাহিত্য ১৩৮৫।১৪, পত্র ১৮

১৫৫ ঐ।১৫, পত্র ২১

১৫৬ চিঠিপত্র ১৩।৮২, পত্র ৫৬

১৫৭ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬।২৫১-৫২, পত্র ২

১৫৮ দেশ, ৬ অগ্র ১৩৯৩।১৫, পত্র ১৬

১৫৯ চিঠিপত্র ১৩৮৭-৮৮, পত্র ৬১

১৬০ আমাদের শান্তিনিকেতন। ৮১

১৬১ দেশ, ২৯ কার্তিক ১৩৯৩।১৭-১৮, পত্র ১৫

---

* পত্রে আছে '১৩ই বৈশাখ, কিন্তু ক্যাশবহিতে তাঁর ১১ বৈশাখ বোলপুর যাওয়ার হিসাব লেখা হয়েছে।

* প্রবন্ধের উদ্ধৃতিগুলি ড অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রবীন্দ্রবিতান [১৩৬৮]। ১১৬-২০ থেকে গৃহীত।

* আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী [1877-1947] সিংহলের এক সম্ভ্রান্ত তামিল খৃস্টান পরিবারের সন্তান, পিতা আইনজীবী স্যার মুতু কুমারস্বামী ও মাতা ইংরেজ-মহিলা এলিজাবেথ বীবি। শিশুকাল থেকে ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূবিদ্যায় ডি. এস্‌সি উপাধি লাভ করে 1903-তে সিংহলের মিনের‍্যালজিক্যাল সার্ভে-র ডিরেক্টর হয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। এই সময়েই তিনি দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হন ও ক্রমে ভারতীয় শিল্প, মূর্তিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন। সম্ভবত অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর সূত্রে তিনি ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন।

* প্রথম ভাগের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

শান্তিনিকেতন/(ভক্তবাণী)/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/মূল্য ।৹ আনা

[পরপৃষ্ঠায়:] প্রকাশক—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ./এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান প্রেস/কলিকাতা/ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস/২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্/ এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান্ প্রেস হইতে শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

পৃ ২+৮৭; ৩৪টি বাণী মুদ্রিত হয়।

দ্বিতীয় ভাগ: মূল্য চার আনা; পৃ ২+৮৭; ৩৩টি বাণী মুদ্রিত হয়।

তৃতীয় ভাগ: মূল্য চার আনা; পৃ ২+৯২; ৪৬টি বাণী মুদ্রিত হয়।

প্রথম ভাগ প্রকাশের সময় জানা যায় না। দ্বিতীয় ভাগ ২৬ আশ্বিনের [12 Oct] পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ঐ দিনে লেখা একটি পত্রে গ্রন্থটির প্রাপ্তিস্বীকার করেছেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় 5 Mar 1910 [২১ ফাল্গুন ১৩১৬]।

* দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থটি ড রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি।

* পিতৃস্মৃতি। ৩০৩; এইদিন ছিল রথীন্দ্রনাথের ২১-তম জন্মদিন।

* তারিখটি অবশ্যই ভুল; রবীন্দ্রনাথ এই তারিখে শান্তিনিকেতনে ছিলেন না।

* নগেন্দ্রনাথের দুই ভ্রাতা।

* তিনি রবীন্দ্রজীবনী ও আত্মজীবনী 'ফিরে ফিরে চাই' [১৩৮৫] দুজায়গাতেই লিখেছেন 'নববর্ষের দিন'—কিন্তু আত্মজীবনীর বর্ণনা: নববর্ষের দিন (১৯০৯ এপ্রিল ১৫) বোলপুর এলাম দুপুরের গাড়িতে...সেদিন ছিল বৃহস্পতিবারের হাট' [পৃ ১৪১-৪২]।

প ঞ্চা শ   অ ধ্যা য়

১৩১৭ [1910-11] ১৮৩২ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চাশ বৎসর

রথীন্দ্রনাথকে 11 Apr [সোম ২৮ চৈত্র ১৩১৬] রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> নববর্ষের উপাসনা ভোরে আরম্ভ হবে। তোরা তার আগের দিন যদি এখানে দুপুর রাত্রে এসে পৌঁছস তাহলে পরের দিন কষ্ট হবে—এবং তোদের সঙ্গে যে সব ফল প্রভৃতি আসবে তারও সুব্যবস্থা হতে পারবে না। উপাসনার পর ছেলেরা খাবে—অতএব সন্ধ্যার সময়েই সমস্ত ঠিক করে রেখে দিতে হবে—অতএব মেল ট্রেনেই তোদের আসা ভাল। যদি লাবণ্য এবং প্রমোদ [নাথ রায়] আসে তাহলে গাড়ি রিজার্ভ করে আসাই ভাল—গাড়িতে কিছু বরফ তুলে নিস্—পথে অত্যন্ত গরম।[১]

এর আগে *6 Apr [বুধ ২৩ চৈত্র] তাঁকেই লেখেন: 'তুই আসবার সময় মীরাকে সঙ্গে আনিস্।'[২] সুতরাং অনুমান করা যায়, স্বজন-বন্ধুদের উপস্থিতিতে ১ বৈশাখ [বৃহ 14 Apr] শান্তিনিকেতন মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা সমারোহ-সহকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কিছু বলেছিলেন, কিন্তু তার লিখিত রূপ রক্ষিত হয়নি। ৮ বৈশাখ [বৃহ 21 Apr] তিনি ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লেখেন: 'এবারে ছাত্র ও অধ্যাপকদের লইয়া ১লা বৈশাখের প্রত্যুষে ঈশ্বরের নাম লইয়া আমরা যে বৎসর আরম্ভ করিয়াছি তাঁহার প্রসাদে তাহা সার্থক হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে বড় আশা করিতেছি। আমাদের সেই বর্ষারম্ভের আনন্দ ও মঙ্গল, সেই একান্ত আত্মনিবেদনের আবেগ তোমাকেও স্পর্শ করুক এই আমার কামনা।'[৩] নববর্ষের উপাসনাতেও হয়তো এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হয়েছিল।

এইদিন ছাত্রদের সাহিত্যসভার উদ্বোধন হয় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরই সভাপতিত্বে। পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সরোজচন্দ্র [ভোলা] ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি বৈশাখ ১৩১৭-সংখ্যা [৩।৪] শান্তি-তে 'সাহিত্যসভা' [পৃ ৯১-৯৩] শীর্ষক এক 'প্রস্তাব'-এ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করার জন্য এইরূপ সভা স্থাপনের উপযোগিতা প্রদর্শন করেন। উদ্বোধনী সভায় সরোজচন্দ্র যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন, সেটি 'সাহিত্যসভার মুখবন্ধ' নামে 'সরোজ-স্মৃতি' [১৩১৮] গ্রন্থে [পৃ ৪৯-৫০] মুদ্রিত হয়, পাদটীকায় লেখা হয়: '১৩১৭ সালের ১লা বৈশাখে সাহিত্য সভার জন্মদিনে সরোজচন্দ্র এইটি পাঠ করিয়াছিল।' এইটিই সূচনা—আদ্য, মধ্য ও শিশু বিভাগের সাহিত্যসভা আজও পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের জীবনচর্যার অঙ্গ হয়ে আছে।

৩ বৈশাখ [শনি 16 Apr] রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন: 'কয়দিন বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই।'[৪] এই ব্যস্ততা নববর্ষের উৎসব-সংক্রান্ত এবং সম্ভবত 'মালিনী' অভিনয়ের কারণে। গত বৎসর ২৬ চৈত্র [শনি 9 Apr] তিনি গৌরগোপাল ঘোষকে লিখেছিলেন: 'ছাত্ররা মালিনী নামক নাটক অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। গ্রীষ্মাবকাশের অনতিকালপূর্বে অভিনয় হইবে—অর্থাৎ বোধ হয় ১০ই বৈশাখে অভিনয় হইয়া ১২ই ছুটি আরম্ভ হইবে।'[৫] ক্যাশবহির হিসাবে দেখা যায়: '৩০ চৈত্র

বোলপুর চুল, দাড়ি, রুদ্রাক্ষের মালা প্রভৃতি ক্রয়ের ১ ফর্দ্দ'—মালিনী অভিনয়ের জন্য এই দ্রব্যাদি ক্রীত হয়ে হয়তো রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রেরিত হয়েছিল।

সম্ভবত ১০ বৈশাখেই [শনি 23 Apr] মালিনী অভিনীত হয়। কিছুদিন আগেই নববিবাহিত রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর আশ্রমে অভ্যর্থনা উপলক্ষে ছাত্রেরা ২৬ মাঘ ১৩১৬ [মঙ্গল 8 Feb] তারিখে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এইবারে ভূমিকালিপি কিছু পরিবর্তিত হয়। 'সরোজ-স্মৃতি' [১৩১৮] পুস্তিকা থেকে জানা যায়, সরোজচন্দ্র [ভোলা] সুপ্রিয়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন[৬]—সেটি সম্ভবত বর্তমান অভিনয়ের কথা, সুধীরঞ্জন দাসের স্মৃতিকথা অনুসারে পূর্ববর্তী অভিনয়ে তিনি ক্ষেমংকরের ভূমিকা নেন। গিরিজানাথ চক্রবর্তী লিখেছেন:

> মালিনীর ভূমিকায় সুধীরঞ্জন দাশ, সন্ন্যাসী—ভবানীদা, রাণী—নগেন লাহিড়ী, হাস্যরসে—দেবেন্দ্র বিশ্বাস। রিহার্সেল আরম্ভ হইল, গুরুদেব দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে যখন রাজকুমারীর প্রথম সাক্ষাৎ হইল তখন তাঁহার ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার সঙ্গে রাজকুমারীর অন্তরের সম্পর্ক, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন অভিনয়ের দিন।
>
> নিজেই সাজাইয়া গুছাইয়া অভিনয়ের আরম্ভের একটু আগে ড্রপসীনের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এখন যে নাটকের অভিনয় হবে, আমি হচ্চি তার দলপতি। সেই হিসাবেই এর ঐতিহাসিক ঘটনাটা একটু বোলে দিচ্ছি।" এই বলিয়া নাটকের মূল বিষয়বস্তুটি বিশ্লেষণ করিলেন। তারপর সমস্ত ছেলেদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের বাহিরে আসিয়া বসিলেন। নাটক আরম্ভ হইল। সমস্ত নাটকটা এমন নিখুঁত সুন্দর হইয়াছিল যে এতদিনের কথা আজও যেন সেদিনের কথা বলিয়া মনে হইতেছে।[৭]

রবীন্দ্রজীবনী-কারের স্মৃতি অনুযায়ী, মহড়া পরিচালনা করতেন অজিতকুমার; অভিনয়ে ছিলেন—রাজা: প্রভাতকুমার; সুপ্রিয়: সরোজচন্দ্র; ক্ষেমঙ্কর: ত্রিগুণানন্দ; রানী: নরেন্দ্র খাঁ; মালিনী: সুধীরঞ্জন দাস; রাজপুত্র: ময়মনসিংহের কোনো জমিদারের ছেলে নগেন্দ্র; অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন কিরণ দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সোমেন্দ্র দেববর্মা, অতুল সেন, বিশু বসু, গিরিজানাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি।[৮]

অভিনয়ের দু'দিন পরে ১২ বৈশাখ [সোম 25 Apr] বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হয়। এই দিনই রবীন্দ্রনাথ নির্ঝরিণী সরকারকে লেখেন: 'আজ বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়াছে আজ হইতে কিছুদিনের জন্য অবকাশ পাইব।'[৯] কিন্তু শান্তিনিকেতন তখনই ছাত্র ও শিক্ষক-শূন্য হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ২৭ চৈত্রের পত্রে গৌরগোপাল ঘোষকে লিখেছিলেন: 'এবার ছুটির সময় অনেকগুলি ছাত্র এখানে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছে। অধ্যাপকদের মধ্যে জগদানন্দ ও অজিত থাকিবেন—হয়ত কালীমোহনও থাকিতে পারেন।'[১০] আরও কিছু শিক্ষক থেকে গিয়েছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দুটি গান লেখেন। ৪ বৈশাখ [রবি 17 Apr] লিখিত হয় 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৫০, ৬০-সংখ্যক; বঙ্গদর্শন, বৈশাখ। ২৯, 'নিশীথে'; গীত ১।৬৩; স্বর ৩৮]। ১২ বৈশাখ [সোম 25 Apr] লেখা হয় 'সে যে পাশে এসে বসেছিল' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৫০-৫১, ৬১-সংখ্যক; গীত ২। ৩৭৮; স্বর ৩৮]।

বৈশাখ ১৩১৭-তে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা মুদ্রিত হয়েছিল:

ভারতী, বৈশাখ ১৩১৭ [৩৪।১]:

৩৬-৪৩ 'রসের ধর্ম্ম' দ্র শান্তিনিকেতন ১৫।৪৪৩-৫১

এই ভাষণটি তারিখ-হীন, আমরা অনুমান করেছি, এটি ১৬ চৈত্র ১৩১৬ [বুধ 30 Mar] মন্দিরে কথিত হয়ে থাকতে পারে।

বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১৭ [১০।১]:

২৯ 'নিশীথে' ['বিশ্ব যখন নিদ্রামগন'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৫০, ৬০-সংখ্যক

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী, সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 10 Jul [২৬ আষাঢ়]—সেইজন্যই ৪ বৈশাখে লেখা গানটি বৈশাখ সংখ্যাতেই মুদ্রিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

সুপ্রভাত, বৈশাখ ১৩১৭ [৩।১০]:

৪৪২ 'নিশীথে' ['এবার নীরব করে দাওহে তোমার'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৪৯, ৫৯-সংখ্যক

দেবালয়, বৈশাখ ১৩১৭ [২।১]:

৪ 'গান' ['নামাও নামাও আমায় তোমার চরণ তলে'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৪৪-৪৫, ৫৩-সংখ্যক

১৯-২২ 'বিশ্ববোধ/বিগত মাঘোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত উপদেশের সারসঙ্কলন'

মাঘ ১৩১৬-তে রচিত 'গান'টির পত্রিকায় মুদ্রিত পাঠে কিছু-কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। 'বিশ্ববোধ' ইতিপূর্বেই প্রবাসী, তত্ত্ববোধিনী ও শান্তিনিকেতন দশম ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল—এখানে সম্পাদক সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী-কৃত ভাষণটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ সংকলিত হয়েছে।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৭ [১০।১]:

৯-১১ 'বিরহ কাব্য'

রচনাটি এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি—আশা করি, অচিরে প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে সংকলিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ রচনাটির উপলক্ষ সম্পর্কে লিখেছেন: 'মেঘদূত সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে কিছুকাল হইল একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম [দ্র শ্রাবণ ১৩০৮।১৭৪-৭৮; বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৬৪-৬৮, 'নববর্ষা']। আমার একজন বন্ধু বলেন ঐ প্রবন্ধে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মাত্রা কিছু অধিক দেখা দিয়াছে এরূপ অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে।' কষ্টকল্পনা অবশ্যই দূষণীয়, একথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে লিখলেন:

> ভাল কাব্য মাত্রেরই একটি গুণ আছে তাহার মধ্য হইতে নানা লোক নানা ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং তাহার অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সবগুলিকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কোনো ক্ষতি নাই। বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের সহিত কাব্যের এইখানে প্রভেদ আছে।

মেঘদূত কাব্যে তিনি যে বিশেষ রস আস্বাদন করেছেন, তা একটি গভীর তত্ত্বকে স্পর্শ করে বলে তিনি তাকে পরিহার করতে পারেননি। 'বিরহ কাব্য' প্রবন্ধে তিনি সেই বিশেষ রস ও গভীর তত্ত্বকে পুনর্বার ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রবন্ধটি নিরীহ, প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে ও অন্যান্য বহু প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব রসানুভব একই রীতিতে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উদ্ভাবিত শব্দগুচ্ছ 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা'র মৌরসী-পাট্টায় হস্তক্ষেপ করায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' নামেই একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ফেললেন এবং সেটি রবীন্দ্র-বিরোধী 'অর্চ্চনা' পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যায় [পৃ ৬৫-৭৩] মুদ্রিত হল—বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 20 Jun [৬ আষাঢ়], তাই বৈশাখ-সংখ্যা প্রবাসী-তে প্রকাশিত রচনার সমালোচনা বৈশাখ-সংখ্যাতেই করা সম্ভব হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন: 'রবীন্দ্রবাবু একদিন শ্রীচন্দ্রনাথ বসুকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন হিং টিং ছট। আমি দেখিতেছি তিনি স্বয়ং

ক্রমে ক্রমে সেই দলে ঢুকিতেছেন।' রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে কুমারসম্ভব কাব্যের কথাও উল্লেখ করেছিলেন, তাঁর প্রবন্ধের নানা ধরনের ভ্রম প্রদর্শন করে শেষে লেখেন: 'কুমারসম্ভব সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।' এই ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করেন পত্রিকাটির ভাদ্র-সংখ্যায় 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা (কুমারসম্ভব)' প্রবন্ধে [পৃ ২১২-২০]। এই প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করলেন:

'বিরহকাব্য' প্রবন্ধেরও ভ্রম দেখাইবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেখিলাম রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে আমার 'সোণার তরী'র সমালোচনার উত্তর। নহিলে এত জোরের সহিত তাঁহার একথা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না যে ভালোকাব্য মাত্রেরই একটি গুণ এই যে নানা লোকে তাহা হইতে নানা অর্থ বাহির করে। আমি এরূপ ভ্রান্তমতপ্রচার বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যের পক্ষে অনিষ্টকর বিবেচনা করি, সেইজন্য প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।

এর ফলে আর-এক দফা বিতর্কের সূত্রপাত হল ও নিন্দা-প্রতিনিন্দার ঝড় বয়ে গেল। অর্চ্চনা-তেই আষাঢ়-সংখ্যায় ফণীন্দ্রনাথ রায় 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' [পৃ ১৪৪-৪৭] প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালকে সমর্থন করেন এবং যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত "সাহিত্যে সহযোগিতা/('আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা'র প্রতিবাদ)" [পৃ ১৫৩-৫৮] প্রবন্ধে তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করলেন। অর্চ্চনা-কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি ছাপালেও শিরোনামটি সম্পর্কে পাদটীকায় উল্লেখ করতে ভুললেন না: 'মন্তব্যটি লেখকের নিজস্ব। বলা বাহুল্য এ সম্বন্ধে আমাদের কোন মতামতই ব্যক্ত হয় নাই।' আষাঢ়-সংখ্যা মানসী-তে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী 'বিরহ কাব্য' [পৃ ২২৫-৫৬] শীর্ষক এক অতিদীর্ঘ প্রবন্ধে নৈয়ায়িকের ভঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রবন্ধের প্রতিটি যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন।

চাপান-উতোরের পালা চলছিল-ই। তৃষিতকুমার তলাপাত্র নামে সম্ভবত কোনো ছদ্মনামধারী মানসী-তে ধারাবাহিকভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের 'নুর-জাহান' নাটকের সমালোচনা আরম্ভ করেছিলেন বৈশাখ-সংখ্যাতে—রচনাটির পরবর্তী অংশ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। 'দশপদী কবিতা' নামে এক বিচিত্র ধরনের কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল আষাঢ় ১৩১৬-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [পৃ ১৫৪]-এ; একই শিরোনামে তাঁর আর-একটি কবিতা মুদ্রিত হয় বৈশাখ ১৩১৭-সংখ্যা [পৃ ১৮] দেবালয়-এ ['ওরে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র! দাঁড়িয়ে আছো এমনি দর্পভরে']—রবীন্দ্রানুরাগীরা হয়তো কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন অধ্যাত্মরসসিক্ত গানগুলির প্রতি কটাক্ষ লক্ষ্য করেছিলেন—জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা মানসী-তে "'দেবালয়ে' উপদ্রব" [প ২১৬-২১] প্রবন্ধে যতীন্দ্রমোহন বাগচী এই নূতন রীতির কবিতার ছন্দ ভাষা ও গঠনবৈশিষ্ট্যের সমালোচনা করলেন, জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা দেবালয়-এ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখলেন 'দশপদী/(কিন্তু কবিতা নহে)' [পৃ ৩৩]-শীর্ষক ব্যঙ্গকবিতা ['ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব, হস্তী সম মস্ত মোটেই নহে'] শ্রাবণ-সংখ্যা মানসী-তে 'দুটী কথা' [পৃ ৩২৯-৩৫] প্রবন্ধে বিপিনবিহারী গুপ্ত দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর 'ভাষ্যকার মল্লিনাথ'-এর সমালোচনা করলেন, ভাদ্র-সংখ্যায় 'নব আলেখ্য' [পৃ ৩৮৬-৮৯] রচনায় সন্তোষকুমার বসু 'ভূমিকা' এবং 'ছন্দ...ভাষা...ভাব' বিশ্লেষণ করে 'কবিকুলতিলক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণে' আলেখ্য [১৩১৪] কাব্যের 'উলঙ্গ শিশু' কবিতা অবলম্বনে পাঁচ স্তবকের একটি অনুকৃতি-কবিতা [parody) রচনা করলেন। এর পরেই আশ্বিন-সংখ্যায় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'পাণ' [পৃ ৪৫৩-৬১] প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের 'একটি পুরাতন মাঝির গান।/(আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)' [দ্র সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৩।৩৭৭-৭৯] রচনাটিকে ব্যঙ্গ করে 'বন্ধু পাণ খাইয়া যাও' গানটির প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক ও

সাহিত্যিক ব্যাখ্যা দিলেন। পক্ষান্তরে অর্চ্চনা-র ভাদ্র-সংখ্যায় ফণীন্দ্রনাথ রায় দ্বিজেন্দ্রলালের উপর এই-সব আক্রমণকে ধিক্কার দিয়েছেন 'সাহিত্যে সুরুচি।/(প্রতিবাদ)' [পৃ ২২০-২৩] প্রবন্ধে। দ্বিজেন্দ্রলালও চুপ করে থাকেননি। পৌষ-সংখ্যা নব্যভারত-এ 'সাহিত্যে আবর্জ্জনা' [পৃ ৫১৩-১৮] শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি কাম ও প্রেমের পার্থক্য সম্বন্ধে দীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনা করে লিখলেন:

> সাহিত্যের গতি শারীরিক প্রেম হইতে মানসিক প্রেমের দিকে, বিলাস হইতে কর্ত্তব্যের দিকে। ...পুরাতন কবিগণ এত উচ্চ ধারণায় অনেকেই উঠিতে পারেন নাই। ...আধুনিক কবিবর মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং অনেক কবিতায় নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পুরাতন আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়াছেন। এখন জঘন্য চিত্রাঙ্গদার খাতিরে কি উজান বাহিয়া পুরাতন কুরুচি ও কুনীতিপূর্ণ রাজত্বে ছুটিতে হইবে? আধুনিক 'কবি'গণ প্রায়ই রবীন্দ্র বাবুর অনুগামী। তাঁহারা তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনার অনুকরণে অক্ষম। তাই তাঁহারা যাহা সহজ, যাহা তাঁহাদের মুখরোচক, রবীন্দ্র বাবুর যেগুলি অর্থহীন ঝঙ্কার বা ব্যাধির উদ্বমন, তাহারই অনুকরণ করেন।
>
> যদি কোন অক্ষম পদ্যকার এই পাপের মনোহর চিত্র আঁকিতে যান, নিস্ফল হইবেন—কুৎসিৎ কুৎসিৎই রহিয়া যাইবে? কিন্তু যে শক্তিশালী কবি এই পাপে রঙ ফলাইতে বসেন এবং তাহার অস্বাভাবিকরূপ মনোহর পরিণাম দেখান, যিনি শক্তিবলে তরলমতি যুবকদিগের চক্ষু বাঁধিয়া প্রকৃত সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অন্ধ করিয়া দেন, তিনি প্রতিভাশালী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি সেই পরিমাণে কাব্যসাহিত্যের শত্রু। তাঁহার সেই রচনাকে কষাঘাত করিবার জন্য কোন ভাষা অতিরিক্ত তীব্র হইতে পারে না। এইরূপ রচনাকে কাব্যকুঞ্জ হইতে দূর করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা প্রত্যেক সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য—সামান্য কর্ত্তব্য মাত্র। কামকবিগণ ত তাঁহার উপাসনা করিবেনই। কারণ তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রবৃত্তির অনুযায়ী কবি পাইয়াছেন। তাঁহারাই বঙ্গদেশে "Satanic school"এর কবি। কিন্তু যিনি তাঁহাদিগের নেতা, যিনি তাঁহাদিগের এই কামানলে বাতাস দিতেছেন, যিনি বঙ্গ সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের নামে কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন লালসাকে বড় করিয়া তুলিতেছেন এবং সাহিত্যের তপোবনে এই বিষধর ছাড়িয়া দিতেছেন,—তাঁহাকে কি বলিব?

কিছুই বলার নেই—নিজে বুঝতে না পারুন, প্রিয়নাথ সেনের অসাধারণ বিশ্লেষণও যাঁকে চিত্রাঙ্গদা-র উত্তরণ বুঝিয়ে দিতে পারে না, রবীন্দ্রকাব্যের পরবর্তী বিকাশের দিকে যিনি চোখ বন্ধ করেই রাখতে চান, ঈর্ষার বিষে যাঁর মন জর্জরিত ও মোসাহেবদের তোষামোদ যাঁকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে তোলে—তাঁর মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়াই উচিত। কিন্তু ইতিহাসের চিত্রটি সম্পূর্ণ করার জন্য এই-সব 'আবর্জ্জনা'রও উল্লেখ থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, কেউ-কেউ মনে করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধিতা একটি বিশেষ সাহিত্যাদর্শের কারণে—কিন্তু স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালের লেখাগুলি পড়লে এই মত উদারতার অতিরেক বলেই মনে হবে।

কিন্তু বাণী-র সম্পাদক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ [1879-1940], কী উদ্দেশ্যে জানি না, এই দ্বিজেন্দ্রলালকেই 'গোরা' উপন্যাস সমালোচনার জন্য পাঠিয়েছেন এবং পত্রিকাটির আশ্বিন-কার্তিক [৩।৬-৭]-সংখ্যায় 'শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়'-স্বাক্ষরিত [অন্যান্য সমালোচকদের নাম ছাপা হত না] যে 'সমালোচনা'টি [পৃ ৪৩৩-৩৯] মুদ্রিত হয়, তা সত্যই আশ্চর্যজনক। কাহিনী ও চরিত্রগুলির যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন, অন্তর্দৃষ্টির অভাবে তা নিতান্তই বৈশিষ্ট্যবিবর্জিত, কিন্তু যে-পরিমাণ প্রশংসা গ্রন্থটির উপর বর্ষিত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালীন মানসিক অবস্থার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই। হয়তো বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথের একটি বই পড়তে পেয়ে প্রশংসা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখনী থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। গীতাঞ্জলি-ও তখন প্রকাশিত হয়েছে, এই বইটির একটি কপি কেউ যদি তাঁকে পাঠিয়ে দিতেন, তাহলে হয়তো 'সাহিত্যে আবর্জ্জনা' প্রবন্ধের উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি লিখতে তিনি সংকোচ বোধ করতেন। 'সমালোচনা'টি 'ক্রমশঃ'-চিহ্নিত, কিন্তু এর অবশিষ্টাংশ আমাদের চোখে পড়েনি।

১২ বৈশাখ বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ ১৩ বৈশাখ [মঙ্গল 26 Apr] কলকাতায় আসেন —'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় রাত্রে ১৩ বৈশাখ হাওড়ার ষ্টেশন হইতে আসার গাড়িভাড়া' হিসাব থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে। ১৪ বৈশাখ মেয়ো হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কাছে চোখের চিকিৎসার জন্য 'দৈবদুর্বিপাকে ঘুরিতে ঘুরিতে...আশ্রমে আসিয়া আশ্রয়' নেওয়া এক অন্ধ ভদ্রলোককে পাঠান।[১১] এরূপ কাজ তিনি আগেও করেছেন—এগুলি ডাঃ মৈত্রের সঙ্গে তাঁর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার নিদর্শন।

ব্রিটিশ য়ুনিটোরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য 1895 থেকে একটি বৃত্তি দিচ্ছিলেন। বর্তমান বৎসরে এই বৃত্তির জন্য অজিতকুমার চক্রবর্তীর নাম সুপারিশ করে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম নির্বাচক ড প্রসন্নকুমার রায়কে একটি চিঠি লেখেন 28 Apr [বৃহ ১৫ বৈশাখ]।[১২] এই সুপারিশে কাজ হয়েছিল; অজিতকুমার উক্ত বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়ে ভাদ্র মাসের শেষে ইংলণ্ড রওনা হন। এইদিন রবীন্দ্রনাথ বালিগঞ্জে যান সম্ভবত সপরিবারে, গাড়িভাড়ার হিসাব থেকে সেইরকমই মনে হয়।

তিনি পুরীতে বেড়াতে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, সেটি জানা যায় ১৭ বৈশাখ। [পত্রে আছে '১৮ই', কিন্তু পোস্টমার্ক 30 Apr] অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখা পত্র থেকে: 'পুরী যাওয়া হইলনা। যেখানে আমার চরম গতি সেইখানেই চলিলাম—অর্থাৎ বোলপুরে।'[১৩] 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের সিটি কলেজে যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া' ১৯ বৈশাখের এই হিসাব থেকে জানা যায় ১৪-১৮ বৈশাখের কোনো একদিন সেখানে গিয়েছিলেন—কিন্তু উপলক্ষটি জানা যায়নি। '১৮ বৈশাখ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় বোলপুর গমন কালীন সঙ্গে লইয়া যান ৫০' ক্যাশবহির হিসাবটি তাঁর শান্তিনিকেতন যাত্রার তারিখটি চিহ্নিত করে। পরের দিন ১৯ বৈশাখেই [সোম 2 May] তিনি রথীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন: 'কাল রাত্রে এসে পৌঁচেছি। এখানে এসে বেশ ভালই বোধ হচ্ছে।'

এই দীর্ঘ পত্রে [দ্র চিঠিপত্র ২।৭-১১] তিনি রথীন্দ্রনাথের ভাবী সংসারজীবন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: 'বৌমার মধ্যে অনেক ভাল জিনিষ আছে—সে সমস্তকে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তোলবার দায়িত্ব তোর—সে দিকে যদি তোর চিন্তা না থাকে তবে এর পরে আর সুযোগ পাবিনে...এই মহৎ জীবনকে তোদের দুজনের যোগে গড়ে তুলতে হবে তাই এখন থেকেই তপস্যা চাই।' তিনি লেখেন: 'তোদের ভিতরে থেকে কিছু করা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব—করতে চেষ্টা করাও ঠিক উচিত হবে না—কেননা স্বাতন্ত্র্য সকলেরই আছে—নিজের জীবনের ও সংসারের সমস্যা অন্য কারো দ্বারা পূরণ হয় না—সমস্তই সুখে দুঃখে কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতার ভিতর দিয়ে নিজেকেই গড়ে তুলতে হবে—বাইরে থেকে কোনো আইডিয়া চাপাতে গেলে সেটা পীড়ার কারণ হয়ে ওঠে'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আইডিয়ার মধ্য দিয়েই জগৎ ও জীবনকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাই প্রতিমা দেবীর শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনচর্যাকে নিজের আইডিয়ার দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস করেছেন বারবার। রথীন্দ্রনাথের ভোগপিপাসু মনও ছিল বহির্মুখী—তিনি প্রপিতামহ দ্বারকানাথের মতো বৈষয়িক সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় নানা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবসায়িক প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেছেন, কিন্তু প্রকৃত নিষ্ঠার অভাবে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছেন। প্রতিমা দেবীর সম্পর্কেও তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন না, তাই

রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে যে দাম্পত্য-সম্পর্ক আপাত-অটুট ছিল, তাঁর জীবনাবসানের কয়েক বছরের মধ্যেই তা বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে।

এই পত্রটির শেষে অন্তঃপুরের প্রাইভেসি সম্পর্কে একটি দীর্ঘ 'পুঃ' আছে, যা চিঠিপত্র দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়নি। জোড়াসাঁকোর তথাকথিত সংস্কৃতিমান্ ঠাকুরপরিবারের অন্তঃপুরের মেয়েলি পরিবেশ যে কতটা নিম্নরুচির দ্বারা আক্রান্ত ছিল তার কিছু পরিচয় এই অংশে পাওয়া যায়। অজিতকুমার-লাবণ্যলেখার বিবাহ নিয়ে মেয়েমহলে কানাকানি-হাসাহাসি চলছিল, রথীন্দ্রনাথের বিধবাবিবাহও অনেকে মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমাদের ঘরে বাড়ির মেয়েরা যাতায়াত বন্ধ করেছে; এটা কোনোমতেই উচিত হচ্চে না।'

রবীন্দ্রনাথ পুরী যাত্রার উদ্দেশ্যে কলকাতায় গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই যাত্রা বাতিল করে ১৮ বৈশাখ তিনি যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন, তখন সেখানে অবস্থানরত গুটিকয়েক ছাত্র-শিক্ষক তাঁর পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্তটি নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে নেওয়া হয়েছিল, রথীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রে বা ২৩ বৈশাখ [শুক্র 6 May] ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন তাতে এরূপ আয়োজনের কোনো আভাস নেই। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনী-কার তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'জন্মোৎসবের দিনই সন্ধ্যায়' ছাত্র-শিক্ষকেরা মিলে এই উপলক্ষে 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয় করেন[১৪] [রবীন্দ্রজীবনী-র বর্ণনা: 'গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে'[১৫]—কিন্তু তখন 'মালিনী' অভিনীত হয়েছিল]। সমকালীন ছাত্র গিরিজানাথ চক্রবর্তী লিখেছেন:

> এদিকে 'বিসর্জ্জন' পুনরায় অভিনীত হইবার কথা থাকিলেও অবশেষে মত বদলাইয়া গেল। মাষ্টার মহাশয়দের মধ্যে কথা উঠিল তাঁহারা অভিনয় করিবেন 'প্রায়শ্চিত্ত'। ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন অজিতবাবু, শরৎবাবু, জগদানন্দবাবু, সন্তোষবাবু, জ্ঞানবাবু, যতীনবাবু ও চুনিবাবু।
>
> গুরুদেব সকলকে সাজাইয়া দিলেন। জগদানন্দবাবুকে সাজাইয়া গুরুদেব বলিলেন, "মানিয়েছে যেন কার্ত্তিকের মতো।" জগদানন্দবাবু অভিনয় করিতেন খুব সুন্দর। হাস্যরসের পাঠ তিনি খুব ভাল করিতেন। সকলকে সাজাইয়া দিয়া গুরুদেব নিজে গিয়া দর্শকের সঙ্গে আসনে উপবেশন করিলেন। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান খুব সুন্দর হইয়াছিল।[১৬]

রবীন্দ্রজীবনী-তে চরিত্রাভিনেতাদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়:

> প্রায়শ্চিত্তের অভিনয়ে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের নাম: ধনঞ্জয় বৈরাগী—অজিতকুমার চক্রবর্তী। প্রতাপাদিত্য—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বসন্ত রায়—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। উদয়াদিত্য—নগেন্দ্রনাথ আইচ। রামচন্দ্র—জগদানন্দ রায়। রমাই ভাঁড়—হীরালাল সেন। রামমোহন মাল—কালীমোহন ঘোষ। ফার্নান্দিজ—চুণিলাল মুখোপাধ্যায়। বিভা—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মুক্তিয়ার খাঁ—কালিদাস বসু। মন্ত্রী—শরৎকুমার রায়। রাজশ্যালক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। মাধবপুরের প্রজারা—অক্ষয়কুমার রায়, অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী, অন্নদাচরণ বর্ধন, সন্তোষ মিত্র, উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।
>
> রামচন্দ্রের রাজসভায় দীনেন্দ্রনাথ [য] বৈঠকী গান করিয়াছিলেন।[১৭]

সুধীরঞ্জন দাস তাঁর স্মৃতিকথায় অনুরূপ চরিত্রলিপির কথাই লিখেছেন। রামচন্দ্রের ভূমিকায় জগদানন্দ রায়ের অভিনয়ের তিনি সরস বর্ণনা দিয়েছেন।[১৮] তবে তিনি লিখেছেন: 'হৃষীকেশ [সিংহ] রাজশ্যালক সেজে সেই-যে 'মামা' নাম পেলেন সে নাম তাঁর কোনোদিন ঘুচল না'—সেটি সম্ভবত কোনো পরবর্তী অভিনয়ের ব্যাপার।

২৫ বৈশাখ [রবি 8 May] জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হয় সকালবেলায়। রবীন্দ্রনাথ এইদিন প্রিয়ম্বদা দেবীকে লিখেছেন:

আজ এখানে প্রাতে আমার জন্মদিনের উৎসব হয়ে গেল। আমার যে একটা জন্মদিন আছে সে কথা ভুলে গিয়েছিলুম। বহুকাল হয়ে গেল যখন আত্মীয় পরিজনের স্নেহের মধ্যে এই উৎসব হত—কিন্তু সে যেন জন্মান্তরের কথা। আজ মনে হল আর [এক] ক্ষেত্রে নব জন্মলাভ করেছি—এখন যারা আমার কাছে এসেছে আমাকে কাছে পেয়েছে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার কোনো সম্বন্ধ নেই—তারা কত দেশের কত ঘরের কত ছেলে। তারাই আনন্দ করে আজ সকালে আমাকে নিয়ে উৎসব করেছে—এই আমার আশ্রমের জীবন—এই আমার মঙ্গললোকে নূতন জন্মলাভ—ঈশ্বর আমার এই জন্মকে সার্থক করুন এই প্রার্থনা করি।[১৯]

উৎসব-অভিনন্দনের উত্তরে তিনি 'জন্মোৎসব' [দ্র ভারতী, ভাদ্র। ৩৯৪-৯৯; শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৬২-৬৮, 'বক্তার জন্মদিনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত'] শীর্ষক যে ভাষণটি দেন, তারও মূলকথা একই। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই লিখিত ভাষণ পাঠ করেননি, কারোর অনুলেখন অবলম্বন করে পরে প্রবন্ধ-রূপ দান করেছেন—এরূপ পদ্ধতি ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছিল।

হেমলতা দেবী 'জন্মদিন' নামে একটি কবিতা হয়তো রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন—কবিতাটি জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় [৩।৫-৬]-সংখ্যা শান্তি-তে 'গত ২৫শে বৈশাখ গুরুদেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে' টীকা-সহ 'প্রকাশিত' হয়। ছেলেরা ফুল তুলে ঘর সাজিয়েছিল, একথা রবীন্দ্রনাথের ভাষণেই আছে।

গিরিজানাথ জন্মোৎসবের আর-একটি অনুষ্ঠানের কথা লিখেছেন: 'অভিনয়ের পর এই উপলক্ষে একটা খেলাধূলা হইল। তাহাতে একটা খেলা হইল মাষ্টার মহাশয়গণ ও ছাত্রদের মধ্যে দড়ি টানাটানি। গুরুদেব মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এই নাও আমি মাঝখানে রইলুম।" সেদিনকার পুরস্কার বিতরণ হইয়াছিল মাঠেই।'

কলকাতা থেকে এই উপলক্ষে আগত রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ [1893-1972]। অবাঞ্ছিত এক অতিথির আগমনের কথা লিখেছেন রবীন্দ্রজীবন-কার:

সে সময় প্রায়ই আশ্রমে পুলিসের গুপ্তচর আসতো। উৎসবের আভাস পেয়ে এসেছেন এক বৈরাগী—সদ্য-রঙ-করা গেরুয়া পরা। প্রশান্ত ও আমরা কয়জন সেই বৈরাগীকে নিয়ে বৈশাখের ঠিক দুপুরে খালিপায়ে আশ্রম ও চারপাশের মাঠ পরিক্রমা করলাম। বেচারাকে থামতে দেওয়া হচ্ছে না—আমরা রিলে করছি। ব্যাপার আরও কি গড়াতে পারে আন্দাজ করে বৈরাগী সরে পড়লেন।[২০]

২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ প্রিয়ম্বদা দেবীকে লিখেছিলেন: 'কাল কলকাতায় যাব। কতদিন থাকব, কোথায় যাব কিছুই জানি নে। বালিগঞ্জে যদি যাওয়া ঘটে তবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।' রবীন্দ্রনাথ ২৬ বৈশাখ [সোম 9 May] কলকাতায় এসে ৪ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 18 May] পর্যন্ত সেখানে থাকেন। ২৭ বৈশাখ 'নন্দন বাগান পার্শীবাগান প্রভৃতি স্থানে', ২৮ বৈশাখ ভবানীপুর, ৩০ বৈশাখ আমহার্স্ট স্ট্রীট, ১ জ্যৈষ্ঠ 'বালিগঞ্জ ষ্টেশন' ও ২ জ্যৈষ্ঠ ডালহৌসী স্কোয়ারে যাতায়াতের হিসাব তাঁর ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ের মধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে লাবণ্যলেখার বিবাহ হয় ৩০ বৈশাখ [শুক্র 13 May]।* রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন:

...কবিরই কন্যাসম্প্রদানের কথা। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতনে অজিতকুমারের বিবাহ হয়--পাত্রপাত্রী উভয়েই আশ্রমের সেবক-সেবিকা। তাঁহার আরো ইচ্ছা ছিল আদিব্রাহ্মসমাজ-অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাহ হয়। কিন্তু বাধা দুইটিতেই পড়িল। প্রথমে আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে অসবর্ণ বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে আপত্তি করিলেন। বিনা রেজিস্ট্রেশনে আদিসমাজীয় মতে বিবাহের বাধা কোথায় তাহা দেখাইলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তিনি বলিলেন অজিত অসবর্ণ বিবাহের সন্তান, কারণ তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা বিধবা বৈদ্য কন্যা। বিবাহ হইয়াছিল ১৮৭২ সালের সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে। তাহাতে 'আমি হিন্দু নহি' বলিয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছিল। সুতরাং অজিতের বিবাহ আদিসমাজীয় মতে আইনসিদ্ধ না হইবার আশঙ্কা আছে। অগত্যা কবিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুসারে বিবাহ দিতে হইল।[২১]

দ্বিপেন্দ্রনাথের আপত্তির কথা তিনি রথীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন ১২।১৩ চৈত্র ১৩১৬ তারিখের পত্রে: '···এইরকম বিবাহ দ্বিপু আশ্রমে দিতে চান না—কারণ এ নিয়ে সমাজে আপত্তি উঠবে—আশ্রমকে অনর্থক এই সমস্ত জড়ানো দ্বিপুর ইচ্ছা নয়'।[২২] কিন্তু অজিতকুমারকে তিনি একটি তারিখ-হীন চিঠিতে লিখেছেন:

রেজিস্ট্রেশন সম্বন্ধে আমার সঙ্কোচের ভিতরের কথাটা তোমরা ঠিক বুঝতে পারচ না। সেটা একেবারেই বাইরের জিনিষ নয়—লোকে মন্দ বলবে, আমার আত্মীয় স্বজন কষ্ট বোধ করবে সেইটেই এর মুখ্য দিক নয়—এর মধ্যে এমন একটি জায়গায় আঘাত আছে যার সঙ্কোচ আমি কিছুতেই কাটাতেই পারচিনে। রেজেষ্ট্রি বিবাহে আমার পিতার আপত্তিকে আমি সর্বসমক্ষে অপমানিত করতে পারিনে—কারণ রেজেষ্ট্রি বিবাহ এমন মঙ্গল নয় যার জন্যে আমি আমার পূজার সামগ্রীকে এমন করে অনাদর করতে পারি। অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। কারণ আমি অসবর্ণ বিবাহকে সমাজের মঙ্গল বলে জ্ঞান করি, সুতরাং সেখানে আমার কিছুই সঙ্কোচ করবার বা চিন্তা করবার নেই। অতএব যদি তোমাদের সমাজের সম্মতিক্রমে রেজেষ্ট্রি ব্যাপার বাদ দিতে পার তাহলে সম্প্রদানে আমি আপত্তি করবইনা। কিন্তু সমাজের অসম্মতিতে এই বিপ্লব ঘটানো তোমাদের অবস্থায় উচিত হবে বলে আমি মনে করিনে। ...তোমাদের বিবাহে আমি অন্তরে এবং বাহিরে যোগ দেব কেবলমাত্র অনুষ্ঠানভাগে যোগ না দেওয়াতে তোমরা কেন মনকে পীড়িত করবে?[২৩]

নির্বাচিত মন্ত্রপাঠ, সপ্তপদী ও সংগীত সহযোগে বিবাহটি নিষ্পন্ন হয়। ৪ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 18 May] রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লেখেন: 'বেশি কিছু বর্ণনা করবার নেই—সেদিন যথা সময়ে শুভকর্ম্ম লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত শেষ হয়েছে কেবল উত্তরকাণ্ড বাকি আছে—অর্থাৎ রেজিষ্ট্রেশন সমাধা হলেই যুগল মিলনের সাধনা সম্পূর্ণ হবে।'[২৪] সম্ভবত আনুষ্ঠানিক বিবাহে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে কন্যা-সম্প্রদান করেন, কিন্তু বিবাহ আইনসিদ্ধ করার জন্য রেজিস্ট্রেশনের সময়ে তিনি অনুপস্থিত হয়ে দুই কূল বজায় রাখেন। অজিতকুমারকে লেখা তাঁর ৯ জ্যৈষ্ঠের পত্রেও তথ্যটি প্রকারান্তরে সমর্থিত হয়: 'তোমাদের বিবাহের রাত্রে কেবলি আমার মনে এই কথাটা জাগছিল—তোমাদের দুইজনকার জীবনের বাধাহীন মিলনের মধ্যে যে একটি পবিত্র রহস্যময় গাম্ভীর্য আছে তাতেই যেন আজ থেকে ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে যেতে তোমাদের সাহায্য করে।'[২৫] অজিতকুমার বিবাহের খরচের জন্য ৩৫০ টাকা রবীন্দ্রনাথের ক্যাশে জমা রেখেছিলেন, ৫ জ্যৈষ্ঠ ক্যাশবহির হিসাব: 'উক্ত বাবুর বিবাহের খরচ জন্য...নগদ দেওয়া যায় ২৯ বৈশাখ ১৫্ ৩০ বৈশাখ ১০০্ ৪ জ্যৈষ্ঠ অজিত বাবুর হস্তে ১৪২। ৬'।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী শান্তিনিকেতন-গ্রন্থমালার অন্তর্গত 'উপনিষৎ সংগ্রহ। প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হয় 10 May 1910 [মঙ্গল ২৭ বৈশাখ]। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন ও মুণ্ডক উপনিষদ থেকে নির্বাচিত শ্লোকসমূহের সহজ সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বিধুশেখর ভট্টাচার্যের বঙ্গানুবাদ-সংবলিত ১৬+১৩৭ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়, মূল্য চার আনা। রবীন্দ্রনাথের নাম সম্পাদক-রূপে উল্লেখিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'বৃহস্পতিবার' [১৭ ভাদ্র ১৩১৬: 2 Sep 1909] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন: 'উপনিষৎ সংগ্রহ সম্বন্ধে তোমরা যেরূপ সর্ত্ত করিতে ইচ্ছা কর তাহাতেই রাজি আছি। আমার ইচ্ছা এই যে শান্তিনিকেতন গ্রন্থাবলীতে ধর্ম্মপিপাসু লোকদের জন্য একত্রে নানা ব্যঞ্জনের ভোজের সৃষ্টি করিব। উপনিষৎ অংশ না থাকিলে অসম্পূর্ণ হইবে। ইহার স্বত্ব বোলপুর বিদ্যালয়ের। কিঞ্চিৎ যৎসামান্য কিছু দিলেও আপত্তি করিব না। এক কাজ করিতে পার। আগে তোমাদের খরচ তুলিয়া তাহার পরে লাভের অংশ

দিয়ো। আমার বিশ্বাস, যাহারা আমার শান্তিনিকেতন কিনিতেছে তাহার[1] এ বইও পড়িবে।'[২৬] ২৬ আশ্বিন [12 Oct] এই শর্তের কিছু সংশোধন করে লেখেন: 'বিদ্যালয়কে না দিয়ে শাস্ত্রী মহাশয়কেই দিয়ো।'[২৭]

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭-তে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশ নেই বললেই চলে। কেবল ভারতী-তে নন্দলাল বসু-অঙ্কিত 'দীক্ষা' ছবিটির 'চিত্র ব্যাখ্যা' প্রসঙ্গে 'কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছবিখানি উপলক্ষ করিয়া যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন' সেই 'নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৪২, ৫০-সংখ্যক] গানটি উদ্ধৃত হয়েছে [পৃ ৭৭]। এই সময়ে মন্দিরের ভাষণগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গান-রচয়িতা এবং সেগুলি সাময়িকপত্রে ছাপার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিল। এই কারণেই তিনি ৩ আষাঢ় [শুক্র 17 Jun] চারুচন্দ্রকে লেখেন: 'লেখা ত কিছু নেই। শীঘ্র যে কিছু আশা আছে তাও বল্‌তে পারিনে। ...গানগুলো সাময়িকে ছাপ্‌তে দিতে আমার প্রবৃত্তি নেই—ওর প্রতি লোভ দিয়ো না।'[২৮] তবু অনুরোধ-উপরোধে তিনি বাধ্য হয়েছেন। দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতন ভাষণমালা ও গানই তাঁর রচনা হিসেবে সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা অলংকৃত করেছে।

শান্তিনিকেতন-কলকাতা যাতায়াত ও বিভিন্ন কর্মে ব্যস্ত থাকার জন্য ১২ বৈশাখের পর রবীন্দ্রনাথের লেখনী স্তব্ধ। অজিতকুমার-লাবণ্যলেখার বিবাহের প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর ৩ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 17 May] তিনি লিখলেন, 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৫১, ৬২-সংখ্যক; গীত ১।৬০-৬১; স্বর ৩৮]। গীতলিপি তৃতীয় খণ্ডে [ভাদ্র ১৩১৭] গানটির সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয়, সেখানে এর রাগ-তাল 'সিন্ধু বারোঁয়া-যৎ' বলে উল্লেখিত—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপির শীর্ষে লিখে রেখেছেন: 'সিন্ধু ঝাঁপতাল'।

৪ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 18 May] রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং জেলার তিনধরিয়া যাত্রা করেন। এইদিন তিনি ক্ষিতিমোহনকে লেখেন: 'পুরীতে যাবার কথা হয়েছিল বটে কিন্তু বৌমার ইচ্ছা হল পার্ব্বতীর পিতৃগৃহ দেখবার জন্য—তাই আজ বিকালের মেলে তিনদরিয়ায় রওনা হচ্চি—দেখা যাক্ নগাধিরাজ কি রকম আতিথ্য করেন।'[২৯] আশুতোষ চৌধুরী সেখানে যে বাংলোটি কিনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সেখানে যাওয়ার কথা হয়েছিল দু'বছর আগে [দ্র রবিজীবনী ৫।৪১৩]—এতদিন পরে সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হল। রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও মীরা দেবী দু'জন ভৃত্য-সহ তাঁর সঙ্গী হন। ক্যাশবহির হিসাবে পাওয়া যায়: 'রিটার্ন টিকিট তিনধরিয়া পর্য্যন্ত সেকেণ্ড ক্লাস ৪ খান ২৮ ৷৷ল০হিঃ ১১৪।০ তৃতীয় শ্রেণীর ২ খান ৫ ৺০ হিঃ ১১ ৷৷ল০'। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, 'আমেরিকা হইতে সদ্য প্রত্যাগত জামাতা নগেন্দ্রনাথ এবং হেমলতা দেবী'ও সঙ্গে যান।[৩০] কিন্তু নগেন্দ্রনাথ দেশে ফেরেন বর্তমান বৎসরের মাঘ মাসে, হেমলতা দেবীর যাওয়া সম্পর্কে আমাদের হাতে কোনো তথ্য নেই—অন্তত উপরের হিসাবে চারজনের যাওয়ার কথাই জানা যায়, তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট নিশ্চয়ই ভৃত্যদের জন্য।

তিনধরিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন ২২ জ্যৈষ্ঠ [রবি 5 Jun]। দু'সপ্তাহের এই অবস্থান ভালোয়-মন্দে কেটেছিল। ক্ষিতিমোহনকে উল্লিখিত পত্রে তিনি লিখেছিলেন: 'কলিকাতায় এসে আমার শরীর কিছু দুঃখ দিয়েছে—আশা করচি এখান থেকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান হবে।' ৯ জ্যৈষ্ঠ [সোম 23 May] অজিতকুমারকে লিখছেন: 'এখানে একরকম গুছিয়ে বসেছি। বেশ বুঝতে পারচি এই রকম জায়গায়

সুদীর্ঘকাল একলা থাকলে অনেক লাভ হত'।[৩১] আবার ১৩ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 27 May] গৌরগোপাল ঘোষকে লিখেছেন: 'শরীর কয়দিন অসুস্থ ছিল বলিয়া বেড়াইতে যাইতে পারি নাই—সমস্ত দিন খোলা বারান্দায় বসিয়া পাহাড়ের ঘনশ্যামল অরণ্যের উপর মেঘবৃষ্টি ও রৌদ্রের লীলা দেখিতেছি।'[৩২] ১৬ জ্যৈষ্ঠ [সোম 30 May] অজিতকুমারকে লেখা চিঠিতেও অসুস্থতার কথা আছে: 'কাল যখন তোমাকে চিঠি [?] লিখছিলুম তখন অসহ্য যন্ত্রণায় আমার কলম সরছিল না।/আজ কতকটা ভাল আছি।' কিন্তু এই যন্ত্রণা যতটা শারীরিক, ঠিক ততটাই মানসিক। চিঠিতে ঠিক এর পরেই লিখেছেন:

এই যন্ত্রণায় শরীর ছাড়া আমার আর কিছুরই ক্ষতি করেনি। বরঞ্চ এই দারুণ যন্ত্রণা দুঃসহ অগ্নিশিখার মত আমার সমস্ত শরীর মনকে উপরের দিকে একাগ্র করে তুলেছিল। আমি আমার সুখ দুঃখ দেহমন সমস্তকে নিবিড়রূপে মিলিয়ে কাল তাঁকে একান্তভাবে নিবেদন করতে পেরেছিলুম—তাতে কাল আমার ভারি আনন্দ হয়েছিল।[৩৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ও আদর্শের টানে অজিতকুমার বি.এ.পাশ করেই [কিন্তু অনার্স ছাড়া] অল্প বেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু এতে তাঁর আত্মীয়-বান্ধবরা খুশি হননি। তাছাড়া মা ও দুই ভাইয়ের ভরণপোষণের পারিবারিক দায়িত্বও তাঁর উপরে ছিল। সেই দিক দিয়েই। মা সুশীলা দেবীকে নিজের কাছে রাখা নিয়ে ১৩১৫-র শেষ দিক থেকে একটা গোলযোগ চলছিল, লাবণ্যলেখাকে বিবাহ করা নিয়েও সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া যে আদর্শ নিয়ে অজিতকুমার আশ্রমে যোগ দিয়েছিলেন, বাস্তবে তার বিচ্যুতি তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। পরবর্তীকালে একটি পত্রে [? ১৬ ফাল্গুন ১৩১৮: 28 Feb 1912] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন:

ক্রমেই দেখিতেছি যে, এটা ইস্কুল হইতে চলিয়াছে—কর্মের জাল এমন বিস্তীর্ণ এবং সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবের লোকের এরূপ সমাবেশ হইয়াছে যে, এখন কোথাও দেখি না যে সেই আদর্শের কোন সুর কোন হাওয়া আছে!...দুঃখ হয় যে যাঁহারা বিদ্যালয়ে মানুষ হইয়াছেন তাঁহাদেরও মধ্যে আদর্শের বিশুদ্ধতাটা দেখি না—কোথায় সৌন্দর্য উপভোগ, কোথায় কাব্যকলা, কোথায় রস, কোথায় প্রাণ, কোথায় জ্ঞানতপস্যা, কোথায় মাধুর্যময় সংযমের সাধনা—কেবল পড়াশুনা—আর ছাত্রদের লইয়া দিনরাত খিটিমিটি—নিছক বোর্ডিং স্কুল—হঠাৎ যখন এক এক সময় এই চিত্রটা আসিয়া জাগ্রত হয়—তখন আমার চিত্ত কিছুতেই ইহার সঙ্গে সায় দিতে পারে না।[৩৪]

বর্তমানেও হয়তো এই ধরনের আক্ষেপ ব্যক্তিগত ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর পত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে উক্ত ১৬ জ্যৈষ্ঠের পত্রে যা লিখেছেন, তাঁর সাধনা ও অনুরাগীদের সঙ্গে যে সম্পর্ক তিনি রক্ষা করতে চাইতেন সেইটি বোঝার পক্ষে তা খুবই মূল্যবান:

তুমি লিখেছ আমি তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু দিতে পারিনি। সে কথাটা ঠিক—আমি কাউকেই সে রকমভাবে কিছু দিতে পারিনে—কারণ আমার জীবনে কোনো বড় জিনিষ সচেষ্ট সাধনার ভিতর দিয়ে পাইনে। যখনি আমার কল্পনাদৃষ্টির সামনে কোনো বিশেষ আঘাতে কোনো বিশেষ আবরণ ছিন্ন হয়ে সত্যের কোনো একটি মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে তখনি আমি তাকে প্রথম দেখেছি—মনে হয়েছে জগতে এই যেন তার প্রথম প্রকাশ। ...

এমন যার অবস্থা সে অন্যকে কোনোমতে চালনা করতে পারে না। ...অথাৎ জগতে যদি আমার কোনো সত্যকার স্থান থাকে তবে সে কবি হিসাবে—গুরু হিসাবে একেবারেই না। অথচ কেমন একটা দুর্বিপাকে আমাকে তোমরা পাঁচ জনে মিলে একটা গুরুর আসন দিয়েচ—এটাকে আমি কোন মতেই ঠিকভাবে অধিকার করতে পারচিনে—আমি মনে মনে তোমাদের ভক্তির প্রণাম গ্রহণ করিনে—বারবার কুণ্ঠিত হই—আপত্তি করেও কোনো ফল পাইনে।

এটা কারো পক্ষেই ঠিক ভাল হচ্ছে বলে মনে হয় না। এতে একদিকে যেমন অন্যায় প্রত্যাশা জন্মে তেমনি অন্যদিকে সেই প্রত্যাশাকে মেটাবার জন্যে একটা অধিকার বহির্ভূত ব্যর্থ চেষ্টার উৎপত্তি হতে পারে। সে রকম চেষ্টা অন্যের পক্ষে যেমনি হোক আমার পক্ষে ভাল নয়। কারণ আমার প্রকৃতিতে চেষ্টা জিনিষটা সত্য পাবার উপায় নয়, বরঞ্চ ব্যাঘাত।

তিনধরিয়া থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ বারোটি কবিতা ও গান লেখেন, সেগুলি হল:

৭ জ্যৈষ্ঠ [শনি 21 May]‘মেনেছি, হার মেনেছি’ দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৫২ [৬৩]

৮ জ্যৈষ্ঠ [রবি 22 May]‘একটি একটি করে তোমার’ দ্র ঐ ১১।৫২-৫৩ [৬৪]

৯ জ্যৈষ্ঠ [সোম 23 May] ‘কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে’ দ্র ঐ ১১।৫৩-৫৪ [৬৫]; গীত ১। ১৮-১৯; স্বর ৩৭, ইমনকল্যাণ-তেওরা

১০ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 24 May]‘তোমার প্রেম যে বইতে পারি’ দ্র ঐ ১১।৫৪-৫৫ [৬৬]

১৭ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 31 May] ‘সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে’ দ্র ঐ।৫৫-৫৬ [৬৭]

১৭ জ্যৈষ্ঠ (মঙ্গল 31 May]‘আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে’ দ্র ঐ।৫৬[৬৮]; গীত ১।৩২; স্বর ৩৭, মিশ্র মল্লার—দাদরা

১৮ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 1 Jun] ‘ঐ রে তরী দিল খুলে’ দ্র ঐ।৫৭ [৬৯]; গীত ১।১৮৮; স্বর ৩৭, ভৈরবী-রূপকড়া

১৮ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 1 Jun]‘চিত্ত আমার হারাল আজ’ দ্র ঐ ৫৭-৫৮ [৭০]; গীত ২।৪৬৫; স্বর ১৩

১৮ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 1 Jun] ‘ওগো মৌন, না যদি কও’ দ্র ঐ ১১। ৫৮ [৭১]; পাণ্ডুলিপিতে গানটির নীচে লেখা: ‘কত যে করুণা’—হয়তো সত্যেন্দ্রনাথের ‘কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে’ গানটির সুর [জয়জয়ন্তী-কাওয়ালি] তিনি আরোপ করেছিলেন রচনাটিতে, পরে কোনো কারণে মত পরিবর্তন করেন।

২১ জ্যৈষ্ঠ [শনি 4 Jun] ‘যতবার আলো জ্বালাতে চাই’ দ্র ঐ ১১।৫৯ [৭২]; গীত ১।৭৫-৭৬; স্বর ৩৮, কামোদ-একতালা; পাণ্ডুলিপিতে গানটির নীচে লেখা: ‘ঠাড়ি রহ’—এইরূপ কোনো হিন্দিগানের সুর কি গানটিতে আরোপ করা হয়েছিল? গ্রন্থপ্রকাশের পর গানটি ‘বেদনা’ শীর্ষনামে মাঘ ১৩১৭-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [পৃ ৫২৮]-এ মুদ্রিত হয়।

২১ জ্যৈষ্ঠ [শনি 4 Jun]‘সবা হতে রাখব তোমায়’ দ্র ঐ ১১।৫৯-৬০ [৭৩]

২১ জ্যৈষ্ঠ [শনি 4 Jun] ‘বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি’ দ্র ঐ ১১।৬০ [৭৪]; গীত ১।৯৮; স্বর ১৩; রচনার সময়ে বা অব্যবহিত পরবর্তী কালে সম্ভবত এটিতে সুরযোজনা হয়নি, বহু পরে অগ্র ১৩৩৬-সংখ্যা বিচিত্রা-তে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয়, সুরটি সম্ভবত সেই সময়ের রচনা—‘চিত্ত আমার হারাল আজ’ গানটি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

২২ জ্যৈষ্ঠ [রবি 5 Jun] ‘তিনধোরিয়া হইতে আগমনকালীন সিলাইদহার [য] ষ্টেশন হইতে যোড়াসাঁকো আসিবার’ গাড়িভাড়ার হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ এইদিন কলকাতায় ফিরে এসেছেন।

কলকাতায় তিনি এক সপ্তাহ থাকেন। ২৩ জ্যৈষ্ঠ বালিগঞ্জে এবং ২৪শে ‘কাঁশারীপাড়া’ ও ভবানীপুর যান। কবি রজনীকান্ত সেন তখন কণ্ঠদেশে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ নিয়ে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের একটি কটেজে মৃত্যুপথযাত্রী—কথা বলতে পারেন না, লিখে প্রশ্নের উত্তর ও নিজের মনোভাব জানান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নূতন ভবন উদ্বোধনের দিন ২১ অগ্র ১৩১৫ [রবি 6 Dec] তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল। ‘দাঁড়াও আমার আঁখির আগে’ গানটির সুর অবলম্বনে লিখিত রজনীকান্তের ‘শুনাও তোমার অমৃত বাণী’ গানটি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা সুপ্রভাত-এ [পৃ ৫০৫] মুদ্রিত হয়। হাসপাতালের পরিবেশ সম্পর্কে মানসিক অস্বস্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যুঞ্জয়ী ভক্তকবির সঙ্গে দেখা করার জন্য মেডিক্যাল কলেজে যান ২৮ জ্যৈষ্ঠ [শনি 11 Jun] সকালে। রজনীকান্তের জীবনীকার নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত লিখেছেন: ‘রজনীকান্তের বহু দিনের অপূর্ণ

সাধ আজ পূর্ণ হইল। তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া কৃতজ্ঞ কবি অবনতমস্তকে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন। ভক্তিযমুনা ও ভাবগঙ্গার অপূর্ব সম্মিলন হইল।' নলিনীরঞ্জন তাঁর 'কান্তকবি রজনীকান্ত' [১ম সং: ১৩২৮; ২য় সং: ১৩৭৫] গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ে [পৃ ১৫৮-৬২] রজনীকান্তের রোজনামচা থেকে রোগীর 'সংলাপ'গুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে এই সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। তা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তের পুত্রকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। কন্যা শান্তিবালা ও পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ পিতার রচিত 'বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙে না, হায়' গানটি রবীন্দ্রনাথকে গেয়ে শোনান, স্বয়ং রজনীকান্ত হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেন। বেঙ্গলী-তেও [13 Jun] সাক্ষাৎকারের সংবাদটি প্রকাশিত হয়:

Babu Rabindranath Tagore, paid a visit to Babu Rajani Kanta Sen of Rajshahi at the cottage ward of the Medical College Hospital on Saturday morning. Rabi Babu went straight to the invalid's room and took his seat on the sick bed. Rajani Babu expressed his feelings in writing and Rabindra Nath was visibly moved. The farewell was really touching. Mr. S.K. Lahiri also visited Rajani Babu.

প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা শরৎকুমার লাহিড়ীই হয়তো অসুস্থ কবির আহ্বান রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে দেন ও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান।

নলিনীরঞ্জন লিখেছেন, রজনীকান্ত এইদিন বিকেলেই তাঁর বিখ্যাত 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ, গর্ব করিতে চুর' [রচনা: ২৮ জ্যৈষ্ঠ দ্র প্রবাসী, শ্রাবণ। ৩৯৪-৯৫] গানটি রচনা করেন ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রজনীকান্তের 29 Jun [বুধ ১৫ আষাঢ়]-এর পত্র থেকে জানা যায়, তথ্যটি ঠিক নয়। রজনীকান্ত লিখেছেন: '...১লা আষাঢ় তারিখে রাত্রিতে যে সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলাম তাহা আপনাকে দেখাইতে ইচ্ছা হইল, পত্রের অভ্যন্তর পৃষ্ঠায় নকল করিয়া দিলাম। পড়িয়া যদি ভাল লাগে দয়া করিয়া জানাইবেন।' গানটি হল: 'যজ্ঞভঙ্গ।/মিশ্র ভৈরবী—একতালা/এই মুক্তপ্রাণের দৃপ্তবাসনা তৃপ্ত করিবে কে?' প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১৬ আষাঢ় [বৃহ 30 Jun] লেখেন:

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রানী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

'এ-রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়!...' [২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য]

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোটো এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই, কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই, পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও

আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্তস্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত-বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য![৩৫]

আত্মীয়-বন্ধুর বিয়োগ-পরম্পরায় ও শারীরিক দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে 'মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়' তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, তাই এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। উক্ত সাক্ষাৎকারের ঠিক তিনমাস পরে ২৮ ভাদ্র [মঙ্গল 13 Sep] রজনীকান্তের জীবনাবসান হয়।

কলকাতায় অবস্থান-কালে রবীন্দ্রনাথ পাঁচটি গান বা কবিতা রচনা করেন:

২৪ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 7 Jun] 'দয়া দিয়ে হবে গো মোর' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৬১ [৭৫]; গীত ১।১৯৩; স্বর ৩৭, ভৈরবী-একতালা।

২৪ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 7 Jun] 'সভা যখন ভাঙবে তখন' দ্র ঐ ১১।৬১-৬২ [৭৬]

২৬ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 9 Jun] 'চিরজনমের বেদনা' দ্র ঐ ১১।৬২ [৭৭]

২৭ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 10 Jun] 'তুমি যখন গান গাহিতে বল' দ্র ঐ ১১।৬৩ [৭৮]

২৮ জ্যৈষ্ঠ [শনি 11 Jun] 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা' দ্র ঐ ১১।৬৩-৬৪ [৭৯]; গীত ১।৪৩-৪৪; স্বর ৩৭, ঝিঁঝিট-ঝাঁপতাল।

এইদিনই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। সেখানে গিয়েও রচনার ধারা অব্যাহত থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের বাকি তিন দিনে পাই চারটি রচনা, সবগুলিই কবিতা

২৯ জ্যৈষ্ঠ [রবি 12 Jun] 'তারা দিনের বেলা এসেছিল' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৬৪ [৮০]

২৯ জ্যৈষ্ঠ [রবি 12 Jun] 'তারা তোমার নামে বাটের মাঝে' দ্র ঐ ১১।৬৫ [৮১]

২৯ জ্যৈষ্ঠ [রবি 12 Jun] 'এই জ্যোৎস্নারাতে জাগে আমার প্রাণ' দ্র ঐ ১১।৬৫-৬৬ [৮২]

৩০ জ্যৈষ্ঠ [সোম 13 Jun] 'কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি' দ্র ঐ ১১।৬৬ [৮৩]

আষাঢ় মাসে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮৩২ শক [৮০৩ সংখ্যা]:

৩৯ প্রভাতী-ঝাঁপতাল। যাওরে অনন্ত ধামে দেহতাপ পাসরি

মহর্ষির মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধসভায় কালমৃগয়া-র 'যাও রে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি' গানটির এই পরিবর্তিত রূপ গীত হয় [দ্র রবিজীবনী ৫।২১৭]। বর্তমানে গানটি প্রকাশের উপলক্ষ কাঙালীচরণ সেন-কৃত স্বরলিপি; স্বরলিপিটি ৪০-৪১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় দ্র স্বর ৮।

ভারতী, আষাঢ় ১৩১৭ [৩৪।৩]:

১৮৭-৯০ 'দুর্লভ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৫।৪৫৮-৬১

[রবীন্দ্রনাথের ‘তোমরা ও আমরা’ কবিতা অবলম্বনে অঙ্কিত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি চিত্র এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।]

বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৭ [১০।৩]:

১৬৪ ‘আষাঢ়’ [‘আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে’] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৭৬-৭৭ [৯৯]

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 15 Jul [৩১ আষাঢ়], সেই কারণেই ১০ আষাঢ়ে [24 Jun] লেখা গানটি এই সংখ্যায় মুদ্রণ সম্ভব হয়েছিল।

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৭ (১০।৩]:

২০৭-১১ ‘গুহাহিত’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৫।৪৫২-৫৮

মানসী, আষাঢ় ১৩১৭ [২।৫]:

২৭৮ ‘স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে কয়েকটী কথা/(রবিন্দ্রবাবুর পত্র)’ [য]

রমেশচন্দ্রের জামাতা গৌরহরি সেনকে ১৬ পৌষ ১৩১৬ [31 Dec 1909] তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রটি মুদ্রিত হয়। গৌরহরি রমেশচন্দ্রের জীবনী লেখার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করছিলেন।

The Modern Review, July 1910 [Vol. VIII, No. 11]:

15 ‘Baisakh/(From the Bengali of Babu Rabindranath Tagore)’

31-36 ‘The Elder Sister’

‘Baisakh’ জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত রবীন্দ্রনাথের ‘বৈশাখ’ [দ্র কল্পনা ৭।১৯৬-৯৮] কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। রবি দত্তের *Echoes from East and West* [1909] গ্রন্থভুক্ত কাব্যানুবাদের পর সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-কবিতার অনুবাদ এইটিই প্রথম প্রকাশিত হল। এর আগে কয়েকটি গানের অনুবাদ অবশ্য দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

‘The Elder Sister’ ‘দিদি’ [দ্র সাধনা, চৈত্র ১৩০১।৪১৫-৩০; গল্পগুচ্ছ ১৯।২৮৭-৮৮] গল্পের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় [Rashbehari Mookerjee]-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

এই মাসে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক ‘নৌকাডুবি’ [18 Jun: ৪ আষাঢ়, পৃষ্ঠা: ২+৩৬৮, মূল্য: এক টাকা চার আনা] ও ‘চোখের বালি’ [20 Jun: ৬ আষাঢ়, পৃষ্ঠা: ২+৩১০, মূল্য: এক টাকা] উপন্যাস দুটির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

20 Jun [সোম ৬ আষাঢ়] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ‘গীতলিপি/২য় খণ্ড’ [পৃষ্ঠা: ২+৫০, মূল্য: ছয় আনা] প্রকাশিত হয়।

তিনধরিয়ায় থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে গানের [বা গীতরূপ কবিতার] যে জোয়ার এসেছিল, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে তা কূলপ্লাবী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, যখনই একটি গ্রন্থের আকার নেবার মতো কবিতা জমে উঠেছে তখনই তাঁর রচনার পরিমাণ ক্রমবর্ধমান—কখনও কখনও মুদ্রণ ও রচনা একই সঙ্গে চলেছে। মোটামুটি আষাঢ় ১৩১৬ থেকে আরম্ভ হয়ে [১৩১৩-১৫ কালপর্বে রচিত ১৪টি গান-সহ] জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭-র শেষ পর্যন্ত তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যা ৮৩টি—নৈবেদ্য-এর মতো একটি

ছোটো বই প্রকাশের পক্ষে প্রায় যথেষ্ট, এই ভাবনাই হয়তো তাঁর রচনায় গতি সঞ্চার করেছে। আষাঢ় মাসে তাঁর রচনার সংখ্যা ৪১ ও শ্রাবণ মাসে ৩৪টি!

আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে রচিত রচনার সংখ্যা বারো:

১ আষাঢ় [বুধ 15 Jun] 'আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৬৭ [৮৪]

২ আষাঢ় [বৃহ 16 Jun] 'একা আমি ফিরব না আর' দ্র ঐ ১১।৬৭-৬৮ [৮৫]

৩ আষাঢ় [শুক্র 17 Jun] 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ' দ্র ঐ ১১। ৬৮-৬৯ [৮৬]; গীত ২। ৪৬৪; স্বর ১১; শ্রাবণ ১৩১৭-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ [পৃ ১৮০] গানটি 'নিদ্রাহীন' শিরোনামে মুদ্রিত হয়।

৩ আষাঢ় [শুক্র 17 Jun] 'ছিন্ন করে লও হে মোরে' দ্র ঐ ১১।৬৯ [৮৭]

৩ আষাঢ় [শুক্র 17 Jun] 'চাই গো আমি তোমারে চাই' দ্র ঐ ১১।৭০ [৮৮]

৪ আষাঢ় [শনি 18 Jun] 'আমার এ প্রেম নয় তো ভীরু' দ্র ঐ ১১।৭০-৭১ [৮৯]

৪ আষাঢ় [শনি 18 Jun] 'আরো আঘাত সইবে আমার' দু ঐ ১১।৭১ [৯০]; গীত ১।৯৮-৯৯; স্বর ৩৭, ঝিঁঝিট খাম্বাজ-যৎ।

৪ আষাঢ় [শনি 18 Jun] 'এই করেছ ভালো, নিঠুর' দ্র ঐ ১১।৭২ [৯১]; গীত ১।৯৮; স্বর ৩৮, ইমনকল্যাণ-একতাল।

৫ আষাঢ় [রবি 19 Jun] 'দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে' দ্র ঐ ১১।৭২-৭৩ [৯২]; গীত ১।৭২; স্বর ৩৭, সিন্ধু-খাম্বাজ-একতাল।

৬ আষাঢ় [সোম 20 Jun] 'তুমি যে কাজ করছ, আমায়' দ্র ঐ ১১।৭৩ [৯৩]

৭ আষাঢ় [মঙ্গল 21 Jun] 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো' দ্র ঐ ১১। ৭৪ [৯৪]; গীত ১। ১৫১; স্বর ৩৭, ভৈরবী-কাহারবা।

৭ আষাঢ় [মঙ্গল 21 Jun] 'ডাকো ডাকো ডাকো আমারে' দ্র ঐ ১১। ৭৪-৭৫ [৯৫]

বুধবার সাপ্তাহিক ছুটি বলে সম্ভবত ২ আষাঢ় [বৃহ 16 Jun] গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। ৫ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ গৌরগোপাল ঘোষকে মাসিক বারো টাকাতেই একটি দুঃস্থ ছাত্রকে গ্রহণ করায় সম্মতি জানিয়ে লেখেন: 'আমাদের সমস্ত খবর ভাল; বিদ্যালয় লইয়া ব্যস্ত আছি।'[৩৬] কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে গেল। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র অরুণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পিতা দীনেশচন্দ্র সেনের নানা বিষয়ে মনান্তর হচ্ছিল এবং দীনেশচন্দ্র তার জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা তথা রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করছিলেন। লেখাপড়া শেষ না করে ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হয়ে বিবাহ করতে অরুণচন্দ্রের আপত্তি ছিল, কিন্তু দীনেশচন্দ্র তাঁর উপর চাপ দিচ্ছিলেন। ফলে অরুণচন্দ্র গৃহত্যাগ করে গিরিডিতে বন্ধু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আশ্রয় নেন। পলাতকের সন্ধানে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিরণচন্দ্র ও ভগ্নীপতি কুলদাকুমার সেনরায় শান্তিনিকেতনে এলে ৭ আষাঢ় [মঙ্গল 21 Jun] রবীন্দ্রনাথ একটি পত্র-সহ তাঁদের পাটনায় ড যদুনাথ সরকারের কাছে প্রেরণ করেন।[৩৭] 'বুধবার' [৮ আষাঢ়: 22 Jun] তিনি দীনেশচন্দ্রকে লেখেন:

> অরুণ পালাইয়াছে কাল জানিলাম। অরুণ যে পাটনায় যায় নাই তাহা অজিত বলিলেন কিন্তু সে কোথায় গেছে তাহা বলিতে পারিলেন না।...তাহারা [কিরণচন্দ্র ও তাঁর ভগ্নীপতি] চলিয়া যাইবার কিছু পরেই অরুণের টেলিগ্রাম পাইয়াছি। তাহাকে এখানে ধরিয়া আনিবার জন্য ব্যবস্থা

করিতেছি।...আপনি বোধহয় জানেন না অরুণ আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। তাহার স্বভাব অত্যন্ত বেদনাশীল। এই ঘটনার পরে যদি তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক না হন তবে কোন্‌দিন তাহাকে হারাইবেন। বোলপুরে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াই আমি তাহাকে আপনাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিব।

আমি অরুণের পলায়নে কোনোমতেই প্রশ্রয় দিই নাই একথা বিশ্বাস করিবেন। আমি তাহাকে নিরস্ত করিব জানিয়াই অরুণ আমার কাছে গোপন করিয়া গিয়াছে।...আপনারা তাহাকে লইয়া টানাটানি করিতে গেলে পাছে তাহার হিতে বিপরীত হয় এই জন্য আমিই তাহাকে ফিরাইবার ব্যবস্থাভার নিজের উপর লইতেছি। যদি না পারি তখন আপনাদিগকে জানাইব।[৩৮]

রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন, অরুণচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গিরিডি পাঠান ও তাঁরা ১০ আষাঢ় [শুক্র 24 Jun] আশ্রমে ফিরে আসেন।[৩৯] রবীন্দ্রনাথ ১১ আষাঢ় অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লিখেছেন: 'অরুণ গিরিডি গিয়াছিল তোক পাঠাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আজ কলিকাতায় পাঠাইয়াছি।'[৪০]

১৯ আষাঢ় [রবি 3 Jul] তিনি অরুণচন্দ্রকে লেখেন: 'বাড়িতে গিয়ে স্নেহ ক্ষমা ও আনন্দের মধ্যে সকলের সঙ্গে তোমার মিলন হয়েছে এতে যে আমি কত সুখী হয়েছি তা বল্‌তে পারিনে'।[৪১]

পুত্রকে ক্ষমা করলেও দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ক্ষমা করেননি। উভয়ের কয়েকটি পত্র রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে নেই,* পরবর্তী একটি তারিখ-হীন পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

...আপনার চিঠি পড়িয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। আমি কোনোদিনই অরুণকে চিরকৌমার্য্যে দীক্ষিত করি নাই। করা আমার পক্ষে অসম্ভব কারণ মানুষের পরিপূর্ণতার পক্ষে বিবাহ আবশ্যক ইহাই আমার মত—আমার ছেলের আমি বিবাহ দিয়াছি—সন্তোষের বিবাহের জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি। একদিনের জন্যও অরুণের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার কথা হয় নাই।

পলায়ন ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিতাম না। সন্তোষ ও অজিত জানিত এবং সম্ভবত তাহাকে সাহায্য করিয়াছে কিন্তু তাহারা বিদ্যালয় নহে এবং অরুণ তাহাদের নিকট পলায়নের কি কারণ বিবৃত করিয়াছে শুনিয়া তাহারা এই পলায়নের অনুমোদন করিয়াছে তাহা আপনিও জানেন না আমিও জানিনা। তাহারা সম্ভবত বিশেষ কারণে অরুণের পলায়নকে তাহাদের নিজের বুদ্ধি অনুসারে ভাল মনে করিয়া থাকিবে কিন্তু আমি তাহার কিছুই জানি না।...

যাহা ব্যক্তিগত তাহাকে আপনি বিদ্যালয়ের সামগ্রী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। অরুণের অসহিষ্ণুতা সম্পূর্ণই অরুণের নিজের—এখানকার শিক্ষায় কখনই এমন কিছু থাকিতে পারে না যাহাতে ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে উদ্ধত করিয়া তুলে।...ইহা আপনি জানিবেন আমি মানসিক উদ্বোধনের সহায়তা করিয়া থাকি কিন্তু কোনো বিশেষ মত শিক্ষা দিই না...

অরুণ অন্য লোকের কাছে কখনো কখনো বলিয়াছে যে সে ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিতে ইচ্ছা করে—আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন এ সম্বন্ধে আমি ইঙ্গিতেও তাহাকে উৎসাহ দিই নাই।...

আমি যে সকল ছাত্রকে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াছি আমি তাহাদের মঙ্গল চাহিয়াছি কিন্তু তাহাদিগকে চাই নাই। আমি দল বাড়াইতে যদি লোভ করিতাম তবে সহজেই পারিতাম কিন্তু আমি ছেলেধরা নই আমি কোনো ছাত্রকে কাছে টানিয়া ভুলাই না—অল্প ছেলেই বিদ্যালয়ের বাহিরে আমার সঙ্গ পায়। অবশ্য যাহারা ইচ্ছা করিয়া আমার কাছে আসে তাহাদিগকে আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করি—কিন্তু আমি কদাচ কাহাকেও টানাটানি করিনা।..অবশ্য ইহা সত্য যে, যদি আমার কোনো ছাত্র কোনোদিন আমার এই বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিতে ইচ্ছুক হয় আমি তাহাতে আনন্দিত হইব—কারণ এই কাজকে আমি যদি শুভকর্ম্ম না মনে করিতাম তবে কখনই আমার অত্যন্ত নিঃসম্বল অবস্থায় আমার পরিবারবর্গের বিশেষ ক্ষতি ও অসন্তোষ ঘটাইয়া এত বড় দায় এত কষ্টে বহন করিতাম না।[৪২]

উদ্ধৃতিটি যথেষ্ট দীর্ঘ হল তার কারণ, প্রথমত পত্রটি এখনও অপ্রকাশিত, দ্বিতীয়ত ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে এত আন্তরিকভাবে ও স্পষ্ট করে লিখেছেন যা সাময়িক প্রয়োজন ছাড়াও মূল্যবান বলে গণ্য হতে পারে।

১৯ আষাঢ় [রবি 3 Jul] দীনেশচন্দ্রকে লেখা আর-একখানি চিঠি থেকে জানা যায়, তাঁদের সম্পর্কের জটিলতা আপাতভাবে লঘু হয়ে এসেছে: '...আপনারা অত্যন্ত মনের ক্ষোভে ক্ষণকালের জন্যও আমার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এই কথা মনে করিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। মনে ছিল দেখা হইলে এ সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার বলিব। আজ আপনার চিঠি পাইয়া বুঝিলাম আপনার মনে আমার প্রতি অবিশ্বাস নাই

—ইহাতে আমার চিত্তভারলাঘব হইল।'[৪২] এইদিন তিনি অরুণচন্দ্রকে যা লেখেন তা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। কলকাতায় গেলে তিনি দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবেন, একথা উভয়কেই লিখেছিলেন, কিন্তু অত্যধিক ব্যস্ততার জন্য তা সম্ভব হয়নি সেকথা অরুণচন্দ্রকে জানিয়েছেন শিলাইদহ থেকে লেখা ২৩ আষাঢ়ের [বৃহ 7 Jul] পত্রে।[৪৩] এইদিনই অরুণচন্দ্র তাঁকে লেখেন: 'আমি সোমবারদিন বিবাহ করিতেছি।...আমার বাবা এই বিবাহে প্রবর্ত্তনা করিবার জন্য আমাকে বাধ্য করেন [নাই]। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কাজ করিতেছি।'[৪৪] ২৪ আষাঢ় [শুক্র ৪ Jul] এই খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ পত্রে তাঁর খুশির কথা ও আশীর্বাদ জানান।[৪৫] একই দিনে তিনি দীনেশচন্দ্রকেও একটি পত্র লিখে তাঁর আনন্দ ব্যক্ত করেন।[৪৬] অমৃতলাল সেনের কন্যা চন্দ্রমুখীর সঙ্গে অরুণচন্দ্রের বিবাহ হয় ২৭ আষাঢ় [সোম 11 Jul]। রবীন্দ্রনাথ তখন রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে নদীপথে জমিদারী পরিদর্শন করছেন, সুতরাং বিবাহানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি—কিন্তু ২৮ শ্রাবণ [শনি 30 Aug] তাঁর 'কাঁটাপুকুর' [১৯ কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজারে দীনেশচন্দ্রের বাসাবাড়ি] যাওয়া এবং 'বাবু দ্বীনেশচন্দ্র সেনের পুত্রের বিবাহে যৌতুক দিবার মান্দ্রাজি জরির সাটী' ও 'দীনেশবাবুর পুত্র ও পুত্রবধূকে খাওয়ান'র হিসাব তাঁর ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়।

এই মনোমালিন্য সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়নি, তার অনেক প্রমাণ আছে। দীনেশচন্দ্র এই 'মনান্তর' সম্পর্কে লিখেছেন: 'দোষ হয়ত আমারই ছিল, কিন্তু কোন কোন চক্রীলোক নানা অমূলক কথা আমার সম্বন্ধে প্রচার করিয়া এই মনোমালিন্যটা বাড়াইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু চিরকালই বন্ধুবৎসল, উদারপ্রকৃতি, তাঁহার মনের দুর্যোগ শীঘ্রই কাটিয়া যায়।'[৪৭] তিনি আরও লিখেছেন: 'সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল—দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে আমার পত্রব্যবহার ও দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। কিন্তু কখনও আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাই নাই—তাঁহার কৃত রাশি রাশি উপকারের কথা বিস্মৃত হই নাই, তাঁহার অপূর্ব সঙ্গসুখের লোভ মন হইতে দূর করিয়া ফেলি নাই।'[৪৮] কিন্তু রবীন্দ্র-বিরোধিতার কোনো-কোনো পর্যায়ে অনেকে দীনেশচন্দ্রের হাত লক্ষ্য করেছেন এবং হয়তো তাঁরা ভুল করেননি। প্রসঙ্গগুলি যথাস্থানে আলোচিত হবে।

এর মধ্যে আশ্রমে একটি দুর্ঘটনা ঘটল। ১০ আষাঢ় [ইংরেজি মতে: শনি 25 Jun] রাত্রে সরোজচন্দ্র মজুমদারের [ভোলা] হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হয়। সহপাঠী সুধীরঞ্জন দাস এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন:

> তখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছেলে আমরা কজন লাইব্রেরি-বাড়ির [বর্তমান পাঠভবন অফিস] পশ্চিম-দেয়ালের লাগাও নূতন ঘরটিতে থাকতাম। একদিন জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরে গিয়েছে [পূর্ণিমা: ৮ আষাঢ়]—রাত্রে খাওয়া শেষ হলে সুহৃদ ও আমি, আর কে কে বেরিয়ে পড়েছি খেলার মাঠে।···হঠাৎ নজরে পড়ল, আমাদেরই ঘরের সামনে কারা লণ্ঠন নিয়ে ছুটোছুটি করছে।...এসে দেখি ভোলা তার বিছানায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন এবং গুরুদেব তাঁর পাশে একটা মোড়া না কিসের উপর স্তম্ভিতভাবে বসে আছেন, নির্নিমেষ চোখে ভোলার দিকে তাকিয়ে। একটা টিপাইয়ের উপর কয়েকটা বাইওকেমিক ওষুধের শিশি। একটু পরেই বোলপুর থেকে হরিচরণ ডাক্তারবাবু এসে যখন বুক পিঠ ও নাড়ী পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, বুঝতে পারলাম যে আমাদের সতীর্থটিকে আমরা হারালাম। গুরুদেবের তন্ময় মুখচ্ছবিতে যে দুঃখ ও করুণার ভাব ফুটে উঠেছিল আজও তা ভুলি নি।[৪৯]

রবীন্দ্রনাথ পরদিন ১১ আষাঢ় সরোজচন্দ্রের প্রাক্তন সহপাঠী অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখেন: 'কাল রাত্রে হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইয়া ভোলার মৃত্যু হইয়াছে। সন্তোষ আজ মাতাকে সংবাদ দিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন।'[৫০]

সরোজচন্দ্র তাঁর স্বভাবমাধুর্যে সহপাঠীদের প্রিয় ছিলেন। ২৬ আষাঢ় [রবি 10 Jul] তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে ত্রিগুণানন্দ রায় 'বন্ধুজীবনী' পাঠ করেন [দ্র শান্তি, শ্রাবণ। ১৫৪-৫৯]। তাঁরই লেখা 'মৃত্যু' ['ওরে মৃত্যু জানি তুই যুগে যুগে উড়াইয়া আপনার/দৃঢ় পক্ষভাব'], হেমলতা দেবীর 'মৃত্যুতে' ও হীরালাল সেনের 'খেলাভঙ্গ' কবিতা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়, এগুলিও হয়তো শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত হয়েছিল।

'আশ্রমবাসী ছাত্রগণ' ১৩১৮ বঙ্গাব্দে ['নিবেদন'-এর তারিখ ১২ আশ্বিন] সরোজচন্দ্রের গদ্য ও পদ্য রচনার একটি ৮০ পৃষ্ঠার সংকলন 'সরোজ-স্মৃতি' নামে প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৫ আষাঢ় [বুধ 29 Jun] মন্দিরের ভাষণে সরোজচন্দ্রের মৃত্যুকে স্মরণ করেন, অতুলেন্দু সেনগুপ্ত-কৃত তার একটি অনুলেখন ভাদ্র-সংখ্যা [৩।৬] শান্তি-তে 'মৃত্যু' [পৃ ৩-৫] শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সরোজচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই ছাত্রেরা 'সরোজ-স্মৃতি' প্রকাশের ও তাঁকে যে স্থানে দাহ করা হয়েছিল সেখানে একটি বেদী নির্মাণের সংকল্প করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে এই কথা স্মরণ করে বললেন:

> ...জীবন হইতে জীবনান্তরে কাল হইতে কালান্তর পর্য্যন্ত আত্মাকে বহন করিতেছে এই মৃত্যু, সুতরাং মৃত্যুও যে গতিশীল। আর যে আত্মাকে তোমরা প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজে, ব্যবহারে, খাটো করিয়া দেখিতেছিলে, মৃত্যুতে তাহার আত্মার যথার্থ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে। ··· তোমরা একসঙ্গে সখাভাবে মিলিত হইয়াছিলে বলিয়া তাহার আত্মাকে তোমরা দেখিতে পাও নাই, বাহিরের নানা আবরণ তাঁহার যথার্থ হৃদয়কে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল—কিন্তু মৃত্যুতে সমস্ত আবরণ কাটিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার যথার্থ স্বরূপটিই প্রকাশিত হইয়াছে, মৃত্যুতে তাঁহার আত্মাকে কত বিরাট বিপুলভাবে দেখিতেছ—তাই মৃত্যু আলোকময়।...
>
> আমি বল্‌ছি তোমরা তাঁকে ঠিক এই দৃষ্টিতে দেখ্‌ছ; সেইজন্যই তোমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছ। তার ভিতরে যে অমরতা রয়েছে সেই অমরতাকেই 'অমর' করিয়া রাখিবার জন্য এই সব আয়োজনের সংকল্প। সেইজন্যই তোমরা তাঁর সমাধিস্থানটির উপর বেদি নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছ, আবার যাতে তার শ্রাদ্ধের দিনে গরীব দুঃখীদের সাহায্য করা যায় তার সংকল্প করেছ—এই সবই ত তাঁর স্মৃতি অমর করে রাখ্‌বার জন্য।
>
> মৃত্যু আজ আমাকে এই কথাটা ভাবতে শিক্ষা দিয়েছে, সারাদিন বসে বসে আমি এই চিন্তাই করেছি—আর যতই চিন্তা করেছি ততই তাঁহাকে আত্মারূপে অন্তরের মধ্যে দেখেছি, সে আর কোথাও নাই—কোন ছোট জিনিষের মধ্যেই নয়, সে আজ অন্তরের মধ্যে অমরতার ভিতরে, আজ আর সে শিষ্য নহে, আজ সে আমার গুরু।...

কিন্তু এইসব ঘটনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের রচনা-কার্য অব্যাহত থেকেছে এবং আশ্চর্য হতে হয়, সমসাময়িক উদ্বেগ-অশান্তির চিহ্ন রচনাগুলিতে প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এখানে আমরা ২১ আষাঢ় পর্যন্ত রচনাগুলি তালিকাবদ্ধ করে দিচ্ছি:

৮ আষাঢ় [বুধ 22 Jun] 'যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে' দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৭৫ [৯৬]; গীত ১।১৫১; স্বর ৩৭, বাউলের সুর-দাদ্‌রা।

৯ আষাঢ় [বৃহ 23 Jun] 'ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান' দ্র ঐ ১১।৭৫-৭৬ [৯৭]

১০ আষাঢ় [শুক্র 24 Jun] 'মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে' দ্র ঐ ১১।৭৬ [৯৮]

১০ আষাঢ় [শুক্র 24 Jun] 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে' দ্র ঐ ১১।৭৬-৭৭ [৯৯]; বঙ্গদর্শন, আষাঢ়। ১৬৪ ['আষাঢ়']; গীত ২। ৪৬৪; স্বর ১১।

১১ আষাঢ় [শনি 25 Jun] 'আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে' দ্র ঐ ১১।৭৭-৭৮ [১০০]; ভারতী, শ্রাবণ। ৩৪৫ ['বরষা']; গীত ২। ৪৭০-৭১; [প্রথম দুটি স্তবক; পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, প্রথমে এই দুটি স্তবক লিখেই রবীন্দ্রনাথ তারিখ লিখেছিলেন, পরে সেটি কেটে দিয়ে তৃতীয় স্তবকটি লেখেন]; স্বরলিপি নেই।

১৩ আষাঢ় [সোম 27 Jun] 'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ' দ্র ঐ ১১।৭৮ [১০১]; গীত ১।৪০; স্বর ৩৭, ইমনকল্যাণ-একতাল।

১৩ আষাঢ় [সোম 27 Jun] 'এই মোর সাধ যেন এ জীবনমাঝে' দ্র ঐ ১১।৭৮-৭৯ [১০২]

১৪ আষাঢ় [মঙ্গল 28 Jun] 'একলা আমি বাহির হলেম' দ্র ঐ ১১।৭৯ [১০৩]

১৫ আষাঢ় [বুধ 29 Jun] 'আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে' দ্র ঐ ১১।৮০ [১০৪]

১৫ আষাঢ় [বুধ 29 Jun] 'আর আমায় আমি নিজের শিরে' দ্র ঐ ১১|৮০-৮১ [১০৫]

১৮ আষাঢ় [শনি 2 Jul] 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে' দ্র ঐ ১১।৮১-৮৪ [১০৬]; প্রবাসী, শ্রাবণ।

৪০৭-০৮ ['মাতৃ-অভিষেক']; গীত ১।২৫১ [১ম, ২য় ও শেষ স্তবক]; স্বর ৪৭, ভীমরাও শাস্ত্রী-কৃত 'সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি' [1927]-তে প্রথম স্বরলিপিটি প্রকাশিত হয়; শান্তিদেব ঘোষ এইটি ও 'যেথায় থাকে সবার অধম' কবিতাদুটি সম্বন্ধে লিখেছেন: '১৩৩৩ সালে ৭ই পৌষের উৎসবে এ-দুটিকে তাঁর গাওয়াবার ইচ্ছা হল, তাই এ-দুটিতে সুরযোজনা করলেন। 'হে মোর চিত্ত' গানটি হল প্রভাতী-রাগিণীতে, ও 'যেথায় থাকে' গানে আছে ভৈরবী-সুর।'[৫১]

১৯ আষাঢ় [রবি 3 Jul] 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন' দ্র ঐ।৮৪-৮৫ [১০৭]; প্রবাসী, ভাদ্র। ৪০৯ ['প্রণতি']; গীত ১।১৯৩-৯৪; স্বর ৩৮, ভৈরবী-দাদরা। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির নীচে তারিখ আছে: '১৭ই আষাঢ়'।

২০ আষাঢ় [সোম 4 Jul] 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান' দ্র ঐ ১১।৮৫-৮৬; প্রবাসী, শ্রাবণ। ৩৭৩ ['অপমান']; রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিক কবিতাটিতে সুরারোপ করে রেকর্ড করেন।

২১ আষাঢ় [মঙ্গল 5 Jul] 'ছাড়িস নে ধরে থাক এঁটে' দ্র ঐ ১১।৮৬-৮৭ [১০৯]

২১ আষাঢ় [মঙ্গল 5 Jul] 'আছ আমার হৃদয় আছ ভরে' দ্র ঐ ১১।৮৭ [১১০]

শেষোক্ত কবিতাটি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা যাওয়ার সময়ে রেলগাড়িতে বসে লেখা।

১৮ আষাঢ় থেকে ২০ আষাঢ় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে তিনটি কবিতা লেখেন, তা বর্তমান কাব্যধারায় প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। রবীন্দ্রজীবনী-কার এর কারণ হিসেবে 'এই সময়ে কাদম্বিনী দেবীর সহিত কবির ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে পত্রব্যবহার চলিতেছিল' তার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গোখলে ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় আনীত যথাক্রমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিল ও বিশেষ বিবাহ আইন (সংশোধন) বিলের কথা লিখেছেন।[৫২] এই দুটি বিলই পরবর্তীকালে উত্থাপিত হয়েছিল [1911], সুতরাং বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। কাদম্বিনী দত্তকেও রবীন্দ্রনাথ ২০ আষাঢ় ও ২৯ আষাঢ় যে দুটি পত্র লিখেছিলেন, তাদের ঠিক 'পত্রব্যবহার' বলা সংগত নয়—হেমন্তবালা দেবী পরবর্তীকালে যেভাবে রবীন্দ্রনাথের মন ও লেখনীকে উশ্‌কে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে বর্তমান পত্রগুলির পার্থক্য আছে। আমরা আগেই দেখেছি, কাদম্বিনী দত্ত বা নির্ঝরিণী সরকারকে রবীন্দ্রনাথ মাঝেমাঝেই উপদেশ দিয়ে পত্র [দ্র চিঠিপত্র ৭] লিখেছেন, কখনও-কখনও নিজের রচনা বা মনোভাব বা আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন—উক্ত দুটি পত্রকেও সেইভাবেই গণ্য করা উচিত। বস্তুত ২০ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ যখন এই বিষয়ে প্রথম পত্রটি [দ্র চিঠিপত্র ৭।

২৭-৩৩, পত্র ১৫] লেখেন, তখন উল্লিখিত তিনটি কবিতাই লেখা হয়ে গিয়েছিল—সেইজন্য এই পত্রটি ও তার পরিশিষ্ট ২৯ আষাঢ়ের পত্রটিকে [দ্র ঐ।৩৪-৩৬, পত্র ১৬] কবিতাগুলির ব্যাখ্যা হিসেবেই মাত্র আমরা ব্যবহার করতে পারি, পত্রগুলি কবিতা রচনার উপলক্ষ নয়। আমরা আগেই বলেছি, 4 Jan 1909 [২০ পৌষ ১৩১৫] রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সমস্যা বিষয়ে Myron H. Phelps-কে ইংরেজিতে যে পত্রটি লিখেছিলেন, সেটি এই সময়ে মডার্ন রিভিয়্যু-তে প্রেরণ করেন এবং এটি নিয়ে ঘষামাজা করার সময়েই আলোচ্য তিনটি কবিতার ভাবরূপ তাঁর মনে সৃষ্ট হয়ে ওঠে।

যাই হোক, কাদম্বিনী দত্তকে লেখা উক্ত পত্র রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শটি সংক্ষেপে বোঝার জন্য মূল্যবান। তিনি লিখেছেন, ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম হলেও ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে তাঁর মন কোনো সংস্কারে আবদ্ধ হয়নি—শিশুকালে তাঁর মধ্যে যে কবিপ্রকৃতি জেগে উঠেছিল তা তাঁকে কল্পনাজগতেই নিমগ্ন রেখেছিল—'ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কে কি বলে বাল্যকালে তা আমার কানেও যায় নি'। এর পরে ১৩।১৪ বৎসর বয়স থেকে তিনি সাগ্রহে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছেন—ছন্দ রস ভাব ভাষায় মুগ্ধ হওয়া ছাড়াও অস্ফুট রকমে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বেও তাঁর প্রবেশ ঘটেছিল। তার তুলনায় নিজের সমাজের ধর্মালোচনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। এইজন্য ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে ঠিক ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখেননি। এর পর যখন থেকে তিনি জীবনের গভীরতম প্রয়োজনে অন্তরতম প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাকুলতার প্রেরণায় সাধনার পথে প্রবৃত্ত হয়েছেন তখন তাঁর পক্ষে যা বাধা তাকে বর্জন ও যা অনুকূল তাকে গ্রহণ করেছেন। দেশপ্রচলিত দেবপূজার প্রণালীকে কেন তিনি সমস্ত মন থেকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, তা শান্তিনিকেতন ভাষণমালার মধ্যে কতকটা প্রচ্ছন্ন ও কতকটা প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

তিনি লিখেছেন: 'আমরা অনেক সময়ে যখন ঈশ্বরকে চাই বলি এবং বিশ্বাস করি তখন বস্তুত অন্যান্য বিষয়েরই মত আর একটা বিষয়কে চাই।' কিন্তু 'যে চাওয়া আধ্যাত্মিক চাওয়া সে তাঁকে পেতে চাওয়া নয়—তাঁর সঙ্গে মিল্‌তে চাওয়া।' পৃথিবীতে কিছুর সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলা কঠিন, তার কারণ সকলেই নিজের সীমা দিয়ে বাধা দেয়। 'তেমনই 'যাঁর মধ্যে আমি সমস্তকেই চাই তাঁকে যতই বিশেষের মধ্যে গণ্ডী দিয়ে বাঁধব ততই তিনি আমার আত্মাকে কোথাও না কোথাও এমন বাধা দেবেন যে অবশেষে তিনিও দশের মধ্যে একজন হয়ে উঠ্‌বেন।' আমাদের দেশে দেবতারা কেবল ধ্যানের বহিরাকৃতি নন, 'তাঁরা জন্মমৃত্যু বিবাহ সন্তানসন্ততি ক্রোধ দ্বেষ প্রভৃতি নানা ইতিহাসের দ্বারা অত্যন্ত আবদ্ধ—সে সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে গেলে নিজের বুদ্ধিকে একেবারেই অন্ধ করতে হয় এবং সে সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে ভগবানের সার্ব্বভৌমিকতা একেবারে চলে যায়—তিনি নিতান্ত আমাদের দেশের ও গ্রামের মানুষটি হয়ে পড়েন—সেইরকম বেশভূষা স্নানাহার আচারব্যবহার।' অথচ ঈশ্বরকে অবলম্বন করেই আমাদের চিত্ত দেশ ও জাতিগত সংকীর্ণতা অতিক্রম করে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। কিন্তু 'আমাদের দেশে ধর্ম্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করচি—এবং সকল প্রকার বুদ্ধি যুক্তিকে একেবারে লঙঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে ফেলে। ...কেন এমন হয়েছে?...আমরা কেবলি বলেছি, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমরা পারি নে, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল আমাদের জন্যে নয়। অতএব আমাদের পক্ষে এই সমস্ত মুগ্ধ কল্পনাই ভাল। এমনি ধর্ম্মকে সহজ

করতে গিয়ে যে তাকে কেবলি নীচু করেছে তার আর উদ্ধারের উপায় নেই। ধর্ম্মকে যে উপরে রেখেছে, ধর্ম্ম তাকে উপরে টেনেছে—হিন্দু তা করে না। হিন্দু কেবলি বলেছে মেয়েদের জন্যে সর্ব্বসাধারণের জন্যে এই রকম আটপৌরে মোটা ধর্ম্মই দরকার—এই বলে সমস্ত দেশের বুদ্ধি ও আকাঙক্ষাকে সেই মোটার দিকে ভারাক্রান্ত করে নেবে যেতে দিয়েছে। আর যাই হোক্ সাধনাকে নীচের দিকে নামতে দিলে কোনো মতেই চল্‌বে না। কল্পনাকে, হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্ম্মকে কেবলি মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে—তাকে কোনো কারণেই কোনো সুযোগের প্রলোভনেই ভুলিয়ে রাখ্‌তে হবে না। আমি নিজের জন্যে এবং দেশের জন্যে সেই মুক্তি চাই। মনে কোরো না সেই মুক্তি জ্ঞানের মধ্যে মুক্তি—সে প্রেমের মধ্যে মুক্তি। তুমি মনে কোরো না প্রতিমা পূজা ছাড়া প্রেম হতেই পারে না—যদি সূফীদের প্রেমের সাধনার বিবরণ পড়ে থাক তবে দেখ্‌বে তাঁরা কি আশ্চর্য্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কি অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন করিয়েছেন। তাঁদের সেই প্রেম কেবল একটা শূন্য ভাবের জিনিষ নয়, তা অত্যন্ত নিকট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অথচ তার সঙ্গে কোনো প্রকার কাল্পনিক জঞ্জালের আবর্জ্জনা নেই।'

নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা কাদম্বিনী হিন্দু দেবতা ও আচার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পড়ে ব্যথিত হয়েছিলেন। সেই কারণেই ২৯ আষাঢ় [বুধ 13 Jul] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে লেখেন: 'তুমি যেখানে বেদনা পেয়েছ আমি যে সেখানে কোনো বেদনা অনুভব করিনে তা মনেও কোরোনা। আমাদের দেশে প্রচলিত পূজার্চ্চনাবিধির মধ্যে এমন সুগভীর তত্ত্ব আছে যা বহুমূল্য। আমাদের দেশে যাঁরা মহাপুরুষ জন্মেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁরা আশ্চর্য্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এ সমস্তই আমি মানি কিন্তু আমার মনের সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও দেশব্যাপী দুর্গতি এবং তার কারণের কথা যখন ভাবি তখন কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে এবং অন্যকে ভোলাবার প্রবৃত্তি একেবারেই চলে যায়।'

পত্র দুটি থেকে উদ্ধৃতি ও আলোচনা অনেক দীর্ঘ হল। কিন্তু এর মধ্যে আমরা গীতাঞ্জলি-র অনেক কবিতা বা গানের মানস-পটভূমিটি প্রসারিত দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ পত্রে বৈষ্ণব পদাবলী ও ধর্মতত্ত্ব এবং সূফীদের প্রেমসাধনার কথা উল্লেখ করেছেন—গীতাঞ্জলি-তে এই উভয় সাধনার প্রভাব অনুভব করা যায়। মহর্ষি বিখ্যাত সূফী কবি হাফেজ [1320-89]-এর ভক্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই অনুরাগ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। বহুদিন পরে পারস্যে গিয়ে তিনি বলেছিলেন: 'আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।'[৫৩] এই সময়ে তিনি সূফী ধর্মতত্ত্ব নিয়েও কিছু পড়াশোনা করেছিলেন, হেমলতা দেবীর সাক্ষ্য থেকে তা জানা যায়।[৫৪]

এখানে মধ্যযুগীয় সন্তবাণী, বিশেষত কবীরের দোঁহাবলীর সঙ্গে গীতাঞ্জলি-র সম্পর্ক বিষয়ে বিতর্কটির প্রসঙ্গও আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি, গীতাঞ্জলি-র মূল পাণ্ডুলিপিতে কবীর, তুলসীদাস প্রমুখ সন্তকবিদের আঠারোটি দোঁহা লিখিত আছে। ড রামেশ্বর মিশ্র এগুলি রবীন্দ্রনাথের হস্তলিখিত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, যার সঙ্গে আমরা একমত নই। কিন্তু চাঁদকবি, তুলসীদাস প্রভৃতি কবির মূল রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, তা ছাড়া কবীরের জীবন ও রচনার সঙ্গেও যে তাঁর কিছু পরিচয় ছিল তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। এই পরিচয় আরও গভীর হয় ক্ষিতিমোহন সেনের সান্নিধ্যে এসে। 'শান্তিনিকেতন গ্রন্থাবলীতে ধর্ম্মপিপাসু লোকদের জন্য একত্রে নানা ব্যঞ্জনের ভোজের সৃষ্টি' করার যে পরিকল্পনা তিনি করেন,

সেখানে ‘কবীর শীঘ্র ক্ষিতিমোহনবাবুকে পাঠাইবে’ এই উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় 3 Sep 1909 [১৮ ভাদ্র ১৩১৬] তারিখে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে,[৫৫] তার বর্ষাধিক পূর্বে ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে এসেছেন এবং সম্ভবত তাঁরই সন্তবাণী লেখা খাতাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি-র গান লিখতে শুরু করেন [১০ ভাদ্র ১৩১৬]। তিনি ক্ষিতিমোহনকেও ২৫ আশ্বিন ১৩১৬ [11 Oct 1909] লেখেন: ‘কবিরের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া আছি—বিলম্ব ঘটাইবেন না’[৫৬], ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ [18 May 1910] তাঁকেই লিখেছেন: ‘কবীরকে আমার নমস্কার জানাবেন’[৫৭] অর্থাৎ ক্ষিতিমোহন কবীরের দোঁহার যে বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের তাগিদ তার পিছনে কার্যকরী ছিল। ৮ ভাদ্র [বুধ 24 Aug] তাঁকে যে পত্র লেখেন, তাতে জানা যায় কবীর অনুবাদেও তিনি কী ভূমিকা নিয়েছিলেন:

> শিলাইদহে থাক্‌তে অনেকটা প্রুফ আমার হাতে পড়েছিল—ক্রমে আমার সাহস বেড়ে যাচ্চে এবার হস্তক্ষেপের মাত্রা যেন একটু বেশি হয়েছিল। কিন্তু আপনাকে ত বলেইছি—মূলকে অতি সামান্য পরিমাণেও ছাড়িয়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না, তাতে যদি ভাব অস্পষ্ট হয় সেও ভাল। ভাবের কিছু পরিমাণ অস্পষ্টতাই দরকার—অতি স্পষ্ট হলে তার অর্থ ছোট হয়ে যায়—কবিতা ত তত্ত্ববিদ্যার ব্যাখ্যা নয় এই জন্যে তার কাছে স্পষ্ট কথার দাবী খাট্‌বে না।
>
> কবিতায় কোনো abstract কথা মানায় না—এই জন্যে কবিরের সাহেব কথাটিকে আমি বাংলায় স্বামী প্রভৃতি কোনো নিকট সম্বন্ধসূচক শব্দের দ্বারাই তর্জ্জমা করা ভাল মনে করি—ঐ একটি কথাই নানা জায়গায় নানাভাবে প্রকাশ পাবে—যেমন আমাদের মানুষ বন্ধু বিচিত্র অবস্থা ও উপলক্ষ্যে আমাদের কাছে নব নব ভাবে ব্যক্ত হন অথচ প্রত্যেকবারেই সেজন্যে তাঁকে নবরূপ গ্রহণ করতে হয় না এও সেই রকম।
>
> “আপা” শব্দ ত অভিমান অর্থে ব্যবহৃত হতেই পারে। কিন্তু অভিমান কথাটা abstract। “আপনা” কথাটাও অভিমান বোঝায় অথচ তার চেয়ে অনেক সহজে অনেক বেশী বোঝায়।
>
> “শব্দ” কথাকে সঙ্গীত বল্লে খাটো করা হয়—এবং দেখেছি কবীর যে বিশেষ কবিতায় “শব্দ” নিয়ে মেতেছেন সেখানে “সঙ্গীত” কথাটা সব জায়গায় ভালো করে খাটে না—“শব্দ” কথার মধ্যে একটি আদিম ধ্বনির ভাব আছে—সে যেন সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র, ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রথম কান্না, তা ওঙ্কারের মত—অর্থাৎ তা অত্যন্ত সহজ এবং ব্যাপক—তা গানের চেয়ে সরল এবং গভীর। যাই হোক্, কবির যখন শব্দ কথাটা ব্যবহার করেছেন, তখন তিনি ওটাকে যে অর্থেই ব্যবহার করুন না কেন মূল শব্দটা রেখে দেওয়াই ভাল। বরঞ্চ এ সম্বন্ধে ভূমিকায় আলোচনা করা চলে।
>
> এই সময়ে [যদি] আপনার কাছে থাকিতে পারিতাম [য], তবে দুইজনে পরামর্শ করিয়া প্রুফ দেখিতাম। শিলাইদহ হইতে চলিয়া আসিয়াছি বলিয়া শেষ অনেকখানি অংশের প্রথম প্রুফ দেখা আমার ঘটে নাই। প্রথম প্রুফ এইজন্য দেখিতে চাহিয়াছিলাম যে, আমার সংস্করণ যেখানে অসঙ্গত বোধ করবেন সেখানে আপনি সংশোধন করে নিতে পারবেন।[৫৮]

‘শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত ‘কবীর’ প্রথম খণ্ডের ক্ষিতিমোহন-লিখিত ‘ভূমিকা’র তারিখ: ‘১লা আশ্বিন, ১৩১৭’, তাতে তিনি লেখেন: ‘যাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ করাই হইত না, সেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।’ ছ’আনা দামের এই খণ্ডে ১৩২ পৃষ্ঠায় কবীরের ১০১টি দোঁহা বঙ্গানুবাদ-সহ ‘কবীর-পরখ’, ‘কবীর উপদেশ’, ‘কবীর সাধনা’, ‘কবীর তত্ত্ব’ ও ‘কবীর-প্রেম’ পর্যায়-বিভক্ত হয়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ৮৪টি দোঁহা-সংবলিত দ্বিতীয় খণ্ড 28 Jan 1911 [১৪ মাঘ], ৮১টি দোঁহা-সংবলিত তৃতীয় খণ্ড 20 May 1911 [৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮] ও ৭৬টি দোঁহা-সংবলিত চতুর্থ খণ্ড 28 Aug 1911 [১১ ভাদ্র ১৩১৮] প্রকাশিত হয় [তারিখগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ থেকে প্রাপ্ত]। ক্ষিতিমোহন ‘ভূমিকা’য় ‘কবীরের একটি বিস্তৃত প্রবেশিকা ও জীবনী কবীরের রচনাবলী সব খণ্ড মুদ্রিত হইলে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা’ ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, কবীরের অনুবাদ ও প্রকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বহুলাংশে যুক্ত ছিলেন এবং গীতাঞ্জলি-র অধিকাংশ রচনা প্রথম খণ্ডটির প্রস্তুতিপর্বের সমসাময়িক। তাই, ক্ষিতিমোহন যে লিখেছেন:

গীতাঞ্জলির মধ্যে মধ্যযুগের বাণীর কিছু ভারসাম্য দেখিয়া আমিই কবীরের বাণীর বিষয় তাঁহাকে প্রথম জানাই। তাতেই আমি কবির কাছে ধরা পড়ি। তাহা ঘটে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। তাহার কিছুকাল পরে আমার কবীরের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। কবীর বাণী দেখিয়া তিনি গীতাঞ্জলি লেখেন নাই। গীতাঞ্জলি দেখিয়া তাঁহাকে আমি কবীর বাণী দেখাই।'[৫৯]

—তথ্যের দিক দিয়ে তা কিছুটা ভ্রমাত্মক। কিন্তু নাগরী প্রচারিণী সভা-সম্পাদিত কবীর গ্রন্থাবলীর উপক্রমণিকায় যে দাবী করা হয়েছে: 'বাংলার কবীন্দ্র রবীন্দ্রকেও কবীরের ঋণ স্বীকার করিতে হইবে। রহস্যবাদের (mysticism) বীজ তিনি কবীরের কাছেই পাইয়াছেন। শুধু তাহাতে জমকালো পাশ্চাত্য পালিশটি দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় রহস্যবাদকে ইনি পাশ্চাত্য ঢঙ্গে সাজাইয়াছেন ইহাতেই তো য়ুরোপে তাঁর এত প্রতিষ্ঠা।'[৬০] —এটিও অতিরেক-দুষ্ট। ভারতীয় সাধনার যে বাণী উপনিষদগুলিতে উচ্চারিত হয়েছে শৈশবাবধি রবীন্দ্রনাথ তার অনুশীলন করেছেন, তার সঙ্গে কৈশোরে মিশেছিল বৈষ্ণব পদাবলী ও ধর্মতত্ত্বের চর্চা। এর সঙ্গে কালিদাস-বাণভট্টের কাব্যে বর্ণিত প্রাচীন ভারত, য়ুরোপীয় কাব্যের রোম্যান্টিক সৌন্দর্যচেতনা ও নিজের সহজাত প্রকৃতিপ্রীতি মিশে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিস্বভাবটি গড়ে উঠেছিল। যৌবনে লোকসাহিত্যের চর্চা করতে গিয়ে তিনি সন্ধান পান বাউলদের সহজিয়া সাধনার, যা কালক্রমে খেয়া-পর্বে এসে একধরনের রহস্যবাদে অন্য-নিরপেক্ষভাবে তাঁর নিজের মধ্যেই সৃষ্ট হয়ে উঠেছিল। গীতাঞ্জলি তারই পরিণাম। এখানে মিশেছে আরও অনেক কিছু-'ধম্মপদ' ইত্যাদি বৌদ্ধসাহিত্য, বাইবেল-পাঠ, খ্রীস্টান ভক্তদের বাণী-সংকলন 'ভক্তবাণী', হাফেজ-প্রমুখ সূফী সাধকদের গীতাবলী এবং কবীর-প্রমুখ মধ্যযুগীয় সন্তদের গীতসমূহ। কিন্তু এর ভিত্তি রচনা করেছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন—শতাব্দীর শুরু থেকেই যা আত্মীয়-বিয়োগব্যথায় ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছে। এরই একটি প্রকাশ আছে শান্তিনিকেতন ভাষণমালায়, যার কথাগুলি—পরবর্তীকালে রানী মহলানবিশকে লিখেছেন—'বস্তুত নিজেকেই নিজে শুনিয়েছি,' গীতাঞ্জলি-র গানও তেমনি, শঙ্খ ঘোষের ভাষায়: 'নিজেকে রচনা করে তুলবার গান। এ এক বিরামহীন আত্মজাগরণের আত্মদীক্ষার গান...দীক্ষার এই বেদি থেকে প্রতিদিনের আত্মচরিতের দিকে তাকিয়ে দেখি। দেখি, এমন কোনো পদ্ম গড়ে ওঠেনি আমার স্বভাবের মাঝখানে যেখানে এসে পা রাখবে, শ্রী, সৌন্দর্য। এই বোধ থেকে শুরু হলো কান্না, অপচয়ের অক্ষমতার অপূর্ণতার কান্না।'[৬১] অবশ্য অপূর্ণতার বেদনা গীতাঞ্জলি-র শেষ কথা নয়—ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে ভালোবাসায় নিজেকে মিলিয়ে দেবার সাধনা ও চরিতার্থতার আনন্দ এখানে আমাদের অলক্ষিত থাকে না।

২১ আষাঢ় [মঙ্গল 5 Jul] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন। এইদিনই তাঁকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে যেতে দেখা যায়। পরদিন ২২ আষাঢ় ভোরে তিনি ও রথীন্দ্রনাথ শিলাইদহ যাত্রা করেন। রেলপথে লেখেন একটি কবিতা: 'গর্ব করে নিই নে ও নাম, জান অন্তর্যামী' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৮৮, ১১১-সংখ্যক]। রাত্রে তাঁরা শিলাইদহে পৌঁছন। পরদিন প্রতিমা দেবীকে লিখেছেন: 'আমরা ত কাল অনেক স্রোত ঠেলে সমস্ত দিন নদীর ধারার সঙ্গে লড়াই করে রাত্রে শিলাইদহে এসে পৌঁচেছি।'

জমিদারির কাজের সূত্রেই শিলাইদহে আসা, কিন্তু এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতি তাঁর মনোহরণ করল। উক্ত পত্রে তিনি লিখেছেন:

অনেকদিন পরে আমি পদ্মায় এসেছি। আজ সকালে সুন্দর রৌদ্র উঠেছিল। নদী একেবারে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। আজ সকালবেলা যখন বোটের ছাদের উপর বসে উপাসনা করছিলুম আমার মনের ভিতরটি আলোকে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই জল স্থল আকাশের মাঝখানে বসে

তাঁকে চিত্তের মধ্যে অনুভব করতে আমার খুব ভাল লাগ্‌চে। ইচ্ছা করে অনেকদিন ধরে এই রকম এখানে শান্তি ও নির্ম্মলতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাই। কিন্তু যিনি প্রভু তিনি ছুটি না দিলে কিছুই হবে না—তিনি এখনো আমার হাতে কাজ রেখে দিয়েছেন।[৬২]

কিন্তু সেই কাজের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি কবিতা ও গান রচনা করার সময় করে নিয়েছেন। ২৯ আষাঢ় [বুধ 13 Jul] পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ-রত অবস্থায় এই অঞ্চলে ছিলেন, তার মধ্যে রচনার সংখ্যা এগারোটি:

২৫ আষাঢ় [শনি 9 Jul] 'কে বলে সব ফেলে যাবি' দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৮৮-৮৯ [১১২]

২৫ আষাঢ় [শনি 9 Jul] 'নদীপারের এই আষাঢ়ের' দ্র ঐ ১১।৮৯-৯০ [১১৩]; গীত ১।১১৩; স্বর ১১। গানটিতে সম্ভবত এই সময়ে সুরারোপ করা হয়নি, এর স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হয় ভীমরাও-শাস্ত্রী-কৃত 'সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি' [1927]-তে—সেখানে আভোগের পাঠটি ভিন্নতর।

২৫ আষাঢ় [শনি 9 Jul] 'মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে' দ্র ঐ। ৯০ [১১৪]

২৬ আষাঢ় [রবি 10 Jul] 'দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোটো হয়ে' দ্র ঐ।৯০-৯১ [১১৫]

২৬ আষাঢ় [রবি 10 Jul] 'ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা' দ্র ঐ।৯১-৯২ [১১৬]; ভারতী, ভাদ্র। ৩৫৫ ['পরিসমাপ্তি']। প্রেসকপিতে [Ms. 357] রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির সামনের পৃষ্ঠায় লিখেছেন : '৫৬ পাতা ভারতীর জন্য দেওয়া হইল'।

২৬ আষাঢ় [রবি 10 Jul] 'যাত্রী আমি ওরে' দ্র ঐ ১১। ৯২–৯৩ [১১৭]; গীত ৩ ৮৫৩–৫৪; স্বর ৩৩। এই গানটির সুরও সম্ভবত পরবর্তীকালে দেওয়া হয়, দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হয় কাব্যগীতি [পৌষ ১৩২৬]-তে। ঈষৎ পাঠান্তর আছে। পাণ্ডুলিপিতে পূর্ববর্তী কবিতাগুলির রচনা-স্থান 'শিলাইদহ' হলেও এটির নীচে লেখা 'গোরাই নদী'—সম্ভবত এইদিন প্রত্যুষে তিনি কয়া, জানিপুর প্রভৃতি তালুক পরিদর্শনে রওনা হন।

২৬ আষাঢ় [রবি 10 Jul] 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে' দ্র ঐ ১১। ৯৩–৯৪ [১১৮]; গীত ১। ৮৩; স্বর ৩৭, টোড়ী-ভৈরবী—কাহার্‌বা। পূর্বদিন রথযাত্রা ছিল।

২৭ আষাঢ় [সোম 11 Jul] 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা' দ্র ঐ ১১। ৯৫–৯৬ [১১৯]; প্রবাসী, ভাদ্র। ৪০৯–১০ ['সাধনা']। কবিতাটির রচনা-স্থান : কয়া।

২৭ আষাঢ় [সোম 11 Jul] 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি' দ্র ঐ ১১। ৯৫–৯৬ [১২০]; বঙ্গদর্শন, মাঘ। ৫২৮ ['প্রকাশ']; গীত ১। ৩২–৩৩; স্বর ৩৭, ছায়ানট-একতাল। গানটির রচনা-স্থল : জানিপুর।

২৮ আষাঢ় [মঙ্গল 12 Jul] 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর' দ্র ঐ ১১। ৯৬ [১২১]; গীত ১। ১২৩–২৪; স্বর ৩৭, মিশ্র জয়জয়ন্তী-দাদ্‌রা। এইদিনও রবীন্দ্রনাথ জানিপুরে আছেন।

২৯ আষাঢ় [বুধ 13 Jul] 'মানের আসন, আরামশয়ন' দ্র ঐ ১১। ৯৭ [১২২]। এই দিন তিনি শিলাইদহে ফিরে এসেছেন।

পূর্বদিন 'মঙ্গলবার' [২৮ আষাঢ় : 12 Jul] জানিপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লেখেন : 'আমি বর্ষায় পরিপূর্ণ গোরাই নদীর উপর বেশ একটি গভীর আনন্দ অনুভব করচি। এখানকার কাজকর্ম্মের সঙ্গে জড়িত বলেই এখানকার শান্তিটি আমার কাছে খুব নিবিড় হয়ে উঠেছে—আমি এমন একটি বিশেষ উপলব্ধির

মধ্যে আছি যা পূর্ব্বে আমার সুস্পষ্ট ছিল না।'[৬৩] উল্লিখিত কবিতা ও গানগুলিতে এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে।

উক্ত পত্রেই তিনি লিখেছেন : 'শিলাইদহের কাজ শেষ হতে আর তিনচার দিন বাকি আছে। তারপরে কালিগ্রামে যেতে হবে। সেখান থেকে বোলপুরে ফিরে যেতে খুব সম্ভব শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়ে যাবে।' কিন্তু ৩১ আষাঢ়ই [শুক্র 15 Jul] তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। এই দিনই তিনি দুটি কবিতা লেখেন :

'প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন' দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৯৭–৯৮ [১২৩]। পাণ্ডুলিপি-তে কবিতাটির বর্জিত প্রথম পাঠটি এইরকম :

> দিন তব সাঙ্গ হল যে পথের শেষে
> হে বীর, মিলবে সেথা কোন ঘরে এসে।
> হে বিজয়ী, হে বীরের দল
> সাঙ্গ হয়ে গেল কোলাহল
> অবসান হল দিন দুর্গম তোমার পথ শেষে

'ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে' দ্র ঐ ১১। ৯৮ [১২৪]। কবিতাটি 'ঠিকাগাড়ি'তে বসে লেখা, রচনা-স্থলের উল্লেখ ছাড়াও পাণ্ডুলিপির প্রথম চারটি ছত্রের আঁকাবাঁকা অক্ষরে তার প্রমাণ রয়েছে।

৩২ আষাঢ় [শনি 16 Jul] রবীন্দ্রনাথ পার্শিবাগানে যান। প্রাক্তন ছাত্র অরবিন্দমোহন নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসুর সঙ্গে কেদার-বদ্রী ভ্রমণে গিয়েছিলেন ও ১৭ আষাঢ় [শুক্র 1 Jul] কলকাতায় ফিরে আসেন।[৬৪] তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ২৩ আষাঢ় [বৃহ 7 Jul] রবীন্দ্রনাথ অরুণচন্দ্র সেনকে লেখেন : 'কেদারনাথ ভ্রমণের উপদ্রবে অরবিন্দের শরীর অসুস্থ হয় নি আশা করি।'[৬৫] তাঁকে দেখতে, এবং অবশ্যই বন্ধু-সন্দর্শনে, তিনি পার্শিবাগানে গিয়েছিলেন।

১ শ্রাবণ [রবি 17 Jul] রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। তার আগে কলকাতাতেই লেখেন 'আমার এ গান ছেড়েছে তার/ সকল অলংকার' [দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৯৯, ১২৫-সংখ্যক] কবিতাটি।

বিভিন্ন সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয় :

ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৭ [৩৪। ৪] :

৩৪৫ 'বরষা' ['আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৭৭–৭৮ [১০০]

বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৭ [১০। ৪] :

১৮০ 'নিদ্রাহীন' ['আমারে যদি জাগালে আজি নাথ'] দ্র ঐ ১১। ৬৮–৬৯ [৮৬]

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৭ [১০। ৪] :

৩৭৩ 'অপমান' ['হে মোর দুর্ভাগা দেশ'] দ্র ঐ ১১। ৮৫–৮৬ [১০৮]

৪০৭–৪৮ 'মাতৃ-অভিষেক' ['হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে'] দ্র ঐ ১১। ৮১–৮৪ [১০৬]

The Modern Review, Aug 1910 [Vol. VIII, No. 2] :

163–67 'The Renunciation'

184–87 'The Problem of India'

'The Renunciation' 'ত্যাগ' [দ্র সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯। ৪৭৪–৮৪; গল্পগুচ্ছ ১৭। ১৫৭–৬৪] গল্পের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

'The Problem of India' নিউইয়র্কের আইনজীবী ভারতপ্রেমিক Myron H. Phelps-কে 4 Jan 1909 [সোম ২০ পৌষ ১৩১৫] তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে ইংরেজিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র। এ-প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিন্তিত ছিলেন। মহর্ষি-পরিবারে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার যে ব্যাপক আয়োজন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, তাঁর ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের পরিবারে সেরূপ দেখা যায়নি। হিন্দু ঐতিহ্যে লালিত এই পরিবারে মেয়েদের শৈশব থেকেই বিয়ের জন্য প্রস্তুত করা হত, বিয়ে দেওয়াও হত দশ-এগারো বছর বয়সে। ফলে এবাড়ির মেয়েদের বিদ্যা প্রাথমিক শ্রেণীর গণ্ডি পার হত না। প্রতিমা দেবী সেইরকম বিদ্যা নিয়েই রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট চিন্তা করতে হয়েছে। বিবাহের অনতিকাল পরেই ৩০ ফাল্গুন ১৩১৬ [14 Mar 1910] তিনি আমেরিকা-প্রবাসী নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'তোমার চিঠিতে Miss Bourdettএর কথা পড়ে মনে হচ্চে তাঁকে পেলে খুব ভালই হবে।' অনুরূপ দেশীয় মেয়ের সন্ধানও তিনি করেছেন। ১১ আষাঢ় [সোম 27 Jun] সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখেন :

> লজ্জাবতীর ইংরাজি ভাষার প্রতি অধিকার ও অধ্যাপনার শক্তি কতদূর তাহা না জানিয়া কিছু স্থির করিতে পারিনা। তাহার প্রকৃতিতে কোনোপ্রকার eccentricity আছে তাহাও জানা আবশ্যক। ...আমার বৌমার অল্পবয়স—যিনি তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া থাকিবেন তাঁহার লোকদের সহিত মিশিবার উপযুক্ত সামাজিক কতকগুলি গুণ বিশেষভাবে থাকা আবশ্যক। নতুবা উভয়ের সঙ্গ উভয়ের পক্ষে ক্লেশকর হইয়া উঠিবে। একবার গ্রহণ করিয়া ত্যাগ করাও আমাদের পক্ষে একান্ত অপ্রিয় হইবে। এই সকল নানা কথা ভাবিয়া আমি কোনোমতে মনস্থির করিতে পারিতেছি না।[৬৬]

১৭ আষাঢ় [শুক্র 1 Jul] তাঁকেই লিখেছেন : 'বৌমাকে [য] মফস্বলে স্ত্রীলোক সঙ্গীবিরহিত হয়ে থাক্‌বে এই জন্যে সকল বিষয়ে তার বয়স্য সুহৃদের মত হয়ে তার সঙ্গে থাক্‌তে পারে এমন একটি মেয়ে হলেই ভাল হয় অথচ সেই সঙ্গে পড়াশোনায় তার সহায়তা করতে পারে এমনটি হওয়া চাই। যে পর্য্যন্ত তার একজন ভাল সঙ্গিনী না জোটে সে পর্য্যন্ত বৌমাকে আমার কাছেই রাখ্‌তে হবে।' মিস্ বুর্ডেটকে কিছুদিনের জন্য পাওয়া গিয়েছিল, তার আগে-পরে রবীন্দ্রনাথকেই পুত্রবধূর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ২৩ আষাঢ় [বৃহ 7 Jul] শিলাইদহ থেকে প্রতিমা দেবীকে লেখা পত্রে এই ব্যবস্থার কিছুটা পরিচয় আছে :

> কিন্তু তোমার পড়ার পাছে ব্যাঘাত হয় এই উদ্বেগ আমার মনের আছে। তোমাকে পড়াবার জন্যে অজিতকে বলে এসেছিলুম সেইমত তোমার পড়া চল্‌চে ত? ইংরাজি পাঠ প্রথম ভাগ ত হয়ে গেছে—আর একটা বই তোমার জন্যে ঠিক করে দিয়েছিলুম সেটা বেশ বুঝতে পারচ ত? সে বইটা ইংরাজিপাঠের চেয়ে ভারী নয় বরঞ্চ হালকা।
>
> হেমলতার কাছ থেকে বাংলা গদ্য ও পদ্য কিছু কিছু পড়ে যেয়ো। বানানটা যাতে ক্রমে বিশুদ্ধ হয় সেই চেষ্টা কোরো।[৬৭]

এই চিঠি থেকে প্রতিমা দেবীর শিক্ষার বর্তমান মান সম্পর্কেও একটি ধারণা করা যায়। কিন্তু এই স্তর থেকেই কয়েক বছরের মধ্যে তিনি বিশ্ববিখ্যাত শ্বশুর মহাশয়ের কাছে আগত বিদেশী মনীষীদের আপ্যায়নকর্ত্রী

হয়ে উঠেছিলেন! পরিণত বয়সে তিনি যে-ক'টি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের রচনা ও ভাষার সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে।

৫ শ্রাবণ [বৃহ 21 Jul] রবীন্দ্রনাথ বেঙ্গলী-র সাব-এডিটর পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখেন :

আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছি এরূপ সম্পূর্ণ অমূলক সংবাদ কোনো বাংলা সংবাদপত্রে প্রচার করা হইয়াছে শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি—দয়া করিয়া আপনাদের পত্রে ইহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।[৬৮]

বেঙ্গলী পত্রিকা একটুও বিলম্ব করেনি, 23 Jul-সংখ্যাতেই প্রতিবাদটি প্রকাশিত হয় :

A STATEMENT CONTRADICTED./ In connection with the statement made by a local vernacular daily to the effect that Babu Rabindra Nath Tagore is going to marry again, we are in a position to state authoritatively that the report is absolutely unfounded.

বাংলা দৈনিক পত্রিকাটির নাম রবীন্দ্রনাথের পত্রে বা বেঙ্গলী-র প্রতিবাদে প্রকাশিত হয়নি। হেমলতা দেবী প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে বলেছেন, "কাগজে বাজে একটা খবর বের হ'ল; রবিঠাকুর আবার বিয়ে করবেন। আমি সেই কাগজ কমলা বৌমাকে (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) দিয়ে কাকামশাইকে দেখতে পাঠালাম। ...কাগজ দেখাতে তিনি ঠাট্টা করে বললেন, 'আর কি এবার আইবুড়ো ভাতের কাপড় নিয়ে এসো, মিষ্টি নিয়ে এসো'।"[৬৯] তবে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ-যে নেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে তিনি বলেছেন :

কাকিমার মৃত্যুর পর মহর্ষিদেব কাকামশাইকে আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কাকামশাই রাজী হন নি। আমিও একবার ঘটকালি করবার চেষ্টা করেছিলাম। ত্রৈলোক্য সান্যাল আমাকে এসে বললেন, কাকামশাইকে আবার বিয়ে করবার জন্যে রাজী করাতে হবে। তিনি রাজী হলে সুচারুর সঙ্গে বিয়ে হলে খুব ভাল হয়। সূচারু অর্থাৎ কেশব সেনের মেয়ে। সে তো আমার বন্ধু। বড় ভাল মেয়ে। আমার স্বামীকে জানালে তিনি বললেন যে কাকামশাই আবার বিয়ে করতে কখনই রাজী হবেন না। আমি ত্রৈলোক্য সান্যালের অনুরোধে কাকামশাইকে বললাম যে সুচারু আমার বন্ধু, তাঁকে যদি তিনি বিয়ে করেন তবে খুব ভাল হয়। কাকামশাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে বললেন, 'তোমার বন্ধুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিও না। আমার মধ্যে বিশেষ একটা প্রবণতা আছে তাকে আমি কখনই থামাতে পারি না। সেজন্য কাউকে আমি কষ্ট দিতে চাই না।[৭০]

কেশবচন্দ্রের কন্যা সুচারু দেবীর সঙ্গে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও-এর বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দুজনেরই যোগাযোগ ছিল, তিনি ৩১ আশ্বিন ১৩১৩ [17 Oct 1906] উভয়কে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেছিলেন।[৭১] মহারাজের মৃত্যু হয় 22 Feb 1912 [১০ ফাল্গুন ১৩১৮] প্রথম পক্ষের দুটি পুত্র ও একটি কন্যা এবং দ্বিতীয় পক্ষের [সুচারু দেবীর গর্ভজাত] একটি পুত্র ও একটি কন্যা রেখে।[৭২] সুতরাং উল্লিখিত বিবাহের সম্বন্ধ কখন হয়েছিল বলা মুশকিল।

মহর্ষি যে সম্বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, সে-বিষয়ে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'ন হন্যতে' গ্রন্থে কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছেন : 'কেউ হয়ত জানে না, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগের পর। মহর্ষিদেবও ইচ্ছা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ করেন নি।'[৭৩] মৈত্রেয়ী দেবী 'রবীন্দ্রনাথ—গৃহে ও বিশ্বে' [১৩৮৩] গ্রন্থের 'গৃহজীবনে' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অনেক খবরাখবর দিয়েছেন হেমলতা দেবীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে—এই সংবাদটিও হয়তো তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া। তবে হেমলতা দেবীর 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' [প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬] প্রবন্ধটি সম্পর্কে তিনি-যে লিখেছেন : 'কবি এই প্রবন্ধটি পড়ে অসন্তুষ্ট হন নি—খুশীই হয়েছিলেন'—তথ্যটি ঠিক নয়। প্রবন্ধটি পড়ে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ মংপু থেকে 6 Apr 1940 [২৪ চৈত্র ১৩৪৬] হেমলতা দেবীকে লিখেছেন :

‘অল্প কিছুদিন আগেই কোনো আলাপে এই বিপদের কথাই হচ্ছিল, একজন বলছিলেন বাইরের লোকেদের দ্বারা আমার জীবনের বিকৃতি তত বেশি দুশ্চিন্তার কারণ হবে না যেমন হবে আত্মীয়দের দ্বারা।’[৭৪]

রবীন্দ্রনাথ ১ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে এসে ২৫ শ্রাবণ [বুধ 10 Aug] পর্যন্ত সেখানে থাকেন। কবিতা [বা গান] রচনার ধারা এখানেও অব্যাহত, যদিও প্রথম সপ্তাহে রচনার পরিমাণ কিছু কম। ২ থেকে ৮ শ্রাবণে রচিত কবিতার সংখ্যা সাত :

২ শ্রাবণ [সোম 18 Jul] ‘নিন্দা দুঃখে অপমানে’ দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৯৯–১০০ [১২৬]

২ শ্রাবণ [সোম 18 Jul] ‘রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে’ দ্র ঐ ১১।১০০–০১ [১২৭]; প্রবাসী, ভাদ্র। ৪১০ [‘রাজবেশ’]

৩ শ্রাবণ [মঙ্গল 19 Jul] ‘জড়িয়ে গেছে সরু মোটা’ দ্র ঐ ১১। ১০১ [১২৮]

৩ শ্রাবণ [মঙ্গল 19 Jul] ‘কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে’ দ্র গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি [সংযোজন] ১১। ২৯৭ [১]; দেবালয়, ফাল্গুন। ২৫৭, ‘গান’। এই কবিতাটি গীতাঞ্জলি-র মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই, আছে প্রেসকপি [Ms. 357]-তে। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে কেন এটি বাদ গেল বোঝা দুষ্কর। কবিতাটিকে যে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেছেন, দেবালয়-এ মুদ্রিত হওয়াই তার প্রমাণ। নূতন কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি-যে প্রেসকপিও প্রস্তুত করে যাচ্ছিলেন, তার প্রমাণ হিসেবেও কবিতাটিকে গণ্য করা যেতে পারে।

৭ শ্রাবণ [শনি 23 Jul] ‘গাবার মতো হয় নি কোনো গান’ দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ১০২ [১২৯]

৭ শ্রাবণ [শনি 23 Jul] ‘আমার মাঝে তোমার লীলা হবে’ দ্র ঐ ১১ ১০২–০৩ [১৩০]

৮ শ্রাবণ [রবি 24 Jul] ‘দুঃস্বপন কোথা হতে এলে’ দ্র ঐ ১১। ১০৩ [১৩১]

শেষোক্ত তিনটি কবিতায় পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থে রচনা-স্থলের উল্লেখ না থাকলেও এগুলি শান্তিনিকেতনেই রচিত। রবীন্দ্রনাথ ২৫ শ্রাবণ [বুধ 10 Aug] ‘সকালের গাড়িতে’[৭৫] কলকাতায় আসেন।

সাধারণত বুধবার ও বৃহস্পতিবার মন্দিরে উপাসনা হলেও রবীন্দ্রনাথ ‘৮ই শ্রাবণ রবিবার’ও যে ‘উপদেশ’ দিয়েছিলেন, সেটি জানা যায় শ্রাবণ ১৩১৭-তে ‘প্রকাশিত’ দীনেন্দ্রকুমার দত্ত-সম্পাদিত ‘বাগান’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা [পৃ ৪–৫] থেকে। রবীন্দ্রনাথ বলেন : ‘তাঁকে যে শুধু অন্তরের ভিতর থেকে উপলব্ধি করতে হবে তা নয় বাহির থেকেও তাঁকে দেখতে হবে।’

ভাষণটির অনুলেখন কে নিয়েছিলেন, পত্রিকাটিতে তার উল্লেখ নেই।

এর তিন দিন পরে ১১ শ্রাবণ [বুধ 27 Jul] রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দিলেন বিশেষ উপলক্ষে। এইদিন রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ঊনবিংশতম জন্মদিন [জন্ম : ১১ শ্রাবণ ১২৯৯ সোম 25 Jul 1892]। তিনি লিখেছেন : ‘বিকালে শান্তিনিকেতনে দ্বিতলে গিয়ে কবিকে প্রণাম করে বললাম, “আজ আমার জন্মদিন, আঠারো বৎসর পূর্ণ হলো।” ...সেদিন বুধবারের সান্ধ্য উপাসনায় কবি আমাকে অমর করে গেলেন।’[৭৬] ভাষণটি ‘পূর্ণ’ শিরোনামে আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসী [পৃ ৫৭৮–৮১]-তে মুদ্রিত হয় [দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৮১–৮৬]। রচনার পাণ্ডুলিপিটি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে রক্ষিত আছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ

প্রসঙ্গত নিজের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের স্মৃতির কথা বলেছেন, যা কয়েকমাসের মধ্যেই পূর্ণতা পেয়ে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

এরই সমকালে কোনো সান্ধ্য উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ 'শ্রাবণসন্ধ্যা' [দ্র প্রবাসী, ভাদ্র। ৪৭৮–৮১; শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৬৮–৭৪] ভাষণটি প্রদান করেন। উল্লেখ করা দরকার, এগুলি প্রথমে মুখে-মুখেই বলা হয়, পরে তিনি লিখিত রূপ দেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক গ্রীষ্মবকাশের পূর্বে আশ্রমের শিক্ষকদের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল, সম্ভবত এই শ্রাবণ মাসেই ছাত্রেরা নাটকটি অভিনয় করে। ২ শ্রাবণ [সোম 18 Jul] রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'ছেলেরা প্রায়শ্চিত্ত অভিনয় করবে—তাদের জন্য মুখ রং করার তিনটে stick ও ভুরু প্রভৃতি আঁকার পেন্সিল একটা আনিয়ে নিস্।'[৭৭] এই অভিনয়ের স্মৃতিবাহিত কোনো বিবরণ রক্ষিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ এর উল্লেখ করেছেন বিলাত-প্রবাসী অজিতকুমারকে লেখা ১৭ আশ্বিনের [মঙ্গল 4 Oct] পত্রে : 'তুমি চলে যাওয়ার পর আর একবার প্রায়শ্চিত্ত অভিনয় হয়েছিল কিন্তু বৈরাগীর পালাটা দেখে সকলেই বিশেষ করে অনুভব করেছিল যে, তুমি চলে গেছ।'[৭৮]

৯ শ্রাবণ থেকে ২৫ শ্রাবণ কলকাতা রওনা হবার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কুড়িটি কবিতা লেখেন, তার মধ্যে গান মাত্র চারটি :

৯ শ্রাবণ [সোম 25 Jul] 'গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি' দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ১০৪ [১৩২]

১০ শ্রাবণ [মঙ্গল 26 Jul] 'তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর' দ্র ঐ ১১। ১০৪–০৫ [১৩৩]

১১ শ্রাবণ [বুধ 27 Jul] 'যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে' দ্র ঐ ১১।১০৫ [১৩৪]

১১ শ্রাবণ [বুধ 27 Jul] 'যখন আমায় বাঁধ আগে পিছে' দ্র ঐ ১১। ১০৬ [১৩৫]

১৪ শ্রাবণ [শনি 30 Jul] 'যতকাল তুই শিশুর মতো' দ্র ঐ ১১।১০৬–০৭ [১৩৬]

১৫ শ্রাবণ [রবি 31 Jul] 'আমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে' দ্র ঐ ১১। ১০৭–০৮ [১৩৭]

১৫ শ্রাবণ [রবি 31 Jul] 'তোমায় আমার প্রভু করে রাখি' দ্র ঐ ১১। ১০৮ [১৩৮]

১৬ শ্রাবণ [সোম 1 Aug] 'যা দিয়েছ আমার এ প্রাণ ভরি' দ্র ঐ ১১।১০৯ [১৩৯]

১৮ শ্রাবণ [বুধ 3 Aug] 'ওরে মাঝি, ওরে আমার' দ্র ঐ ১১। ১০৯–১০ [১৪০]; গীত ২। ৫৭৫; স্বর ৩৮, শ্রীরাগ-একতাল। পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ গানটিতে তালের চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, কোনো-কোনো স্থানে তা স্বরলিপির তাল-বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র।

১৯ শ্রাবণ [বৃহ 4 Aug] 'মনকে, আমার কায়াকে' দ্র ঐ ১১ ১১০–১১ [১৪১]

২০ শ্রাবণ [শুক্র 5 Aug] 'যাবার দিনে এই কথাটি' দ্র ঐ ১১ ১১১ [১৪২]; তত্ত্ব, আষাঢ় ১৮৩৪ শক [১৩১৯]। ৫১, 'শেষ কথা'। গীতাঞ্জলি-র প্রথম সংস্করণে কবিতাটি নেই, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংস্করণে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ কেন এটিকে প্রথমে গ্রন্থভুক্ত করেননি তা বলা শক্ত, কিন্তু রচনাটি যে তাঁর মন থেকে হারিয়ে যায়নি তত্ত্ববোধিনী-তে প্রকাশ থেকেই তা বোঝা যায়—*Gitanjali*-র পাণ্ডুলিপির প্রথম দিকেই এটির মূল বাংলা-সহ ইংরেজি অনুবাদটি লিখিত হয়েছে।

২১ শ্রাবণ [শনি 6 Aug] 'আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে' দ্র ঐ ১১। ১১২ [১৪৩]

২১ শ্রাবণ [শনি 6 Aug] ‘নামটা যেদিন ঘুচাবে, নাথ’ দ্র ঐ ১১। ১১২–১৩ [১৪৪]

২২ শ্রাবণ [রবি 7 Aug] ‘জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই’ দ্র ঐ ১১।১১৩ [১৪৫]; গীত ১। ৮২–৮৩; স্বর ৩৭, মিশ্র সাহানা-তেওরা।

২২ শ্রাবণ [রবি 7 Aug] ‘তোমার দয়া যদি’ দ্র ঐ ১১। ১১৪ [১৪৬]

২৩ শ্রাবণ [সোম 8 Aug] ‘জীবনে যত পূজা’ দ্র ঐ ১১। ১১৫ [১৪৭]; প্রবাসী, আশ্বিন। ৬১০, ‘গান’; গীত ১। ১২৪–২৫; স্বর ৩৮, ভৈরবী-তেওরা।

২৩ শ্রাবণ [সোম ৪ Aug] ‘একটি নমস্কারে, প্রভু’ দ্র ঐ ১১। ১১৫–১৬ [১৪৮]; গীত ১। ২০০; স্বর ৩৮, মিশ্র ছায়ানট-একতাল।

২৪ শ্রাবণ [মঙ্গল 9 Aug] ‘জীবনে যা চিরদিন’ দ্র ঐ ১১।১১৬–১৮ [১৪৯]

২৫ শ্রাবণ [বুধ 10 Aug] ‘তোমার সাথে নিত্য বিরোধ’ দ্র ঐ ১১। ১১৮ [১৫০]

২৫ শ্রাবণ [বুধ 10 Aug] ‘প্রেমের হাতে ধরা দেব’ দ্র ঐ ১১। ১১৯ [১৫১]

এই কবিতাটি লেখার পর ‘সকালের গাড়িতে’ রবীন্দ্রনাথ কলকাতা যাত্রা করেন। ট্রেনেতেই তিনি লিখলেন চারটি কবিতা :

‘সংসারেতে আর-যাহারা’ দ্র ঐ ১১। ১১৯–২০ [১৫২]

‘প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে’ দ্র ঐ ১১। ১২০–২১ [১৫৩]

‘গান গাওয়ালে আমায় তুমি’ দ্র ঐ ১১। ১২১ [১৫৪]

‘মনে করি এইখানে শেষ’ দ্র ঐ ১১। ১২২ [১৫৫]।

২৬ শ্রাবণ [বৃহ 11 Aug] কলকাতায় লিখিত হল গীতাঞ্জলি-র ঊনশেষ কবিতা ‘শেষের মধ্যে অশেষ আছে’ দ্র ঐ ১১। ১২২–২৩ [১৫৬]।

‘মঙ্গলবার’ [২৪ শ্রাবণ : 9 Aug] রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : ‘কাল সকালের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্ছি। দেখা কোরো।’[৭৯] চারুচন্দ্র অবশ্যই দেখা করেছিলেন এবং সম্ভবত ২৬ শ্রাবণ [বৃহ 11 Aug] রবীন্দ্রনাথ মুদ্রণের জন্য গীতাঞ্জলি-র প্রেসকপিটি তাঁর হাতে তুলে দেন। এরূপ অনুমানের কারণ, ২৯ শ্রাবণে [রবি 14 Aug] রচিত গীতাঞ্জলি-র শেষ কবিতা ‘দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি’ [দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ১২৩–২৪, ১৫৭-সংখ্যক] উক্ত প্রেসকপিতে লিখিত হয়নি—গোলাপী রঙের অন্য মাপের একটি কাগজে সংখ্যাচিহ্ন-ছাড়া কবিতাটি কপি করে পরে প্রেরিত হয়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত হয়ে গীতাঞ্জলি, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী, 5 Sep [সোম ২০ ভাদ্র] প্রকাশিত হয়। প্রেসকপিটি মণিলালের কাছেই ছিল, পরে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে আসে [Ms. 357]। ১৯২ পৃষ্ঠার সাদা খাতায় কালিতে ১০৫ পৃষ্ঠা লিখিত। গ্রন্থারম্ভের ‘বিজ্ঞাপন’টিও এই প্রেসকপিতে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লেখা থাকলেও, মুদ্রিত পুস্তকের [১ম সং] ৫৯-সংখ্যক গান ‘জীবন যখন শুকায়ে যায়’ থেকে এই পাণ্ডুলিপি আরম্ভ হয়েছে। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ :

[অর্ধ-নামপত্র :] গীতাঞ্জলি

[আখ্যাপত্র :] গীতাঞ্জলি/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য এক টাকা

[পরপৃষ্ঠায় :] ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্/২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা/শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত/কান্তিক প্রেস/২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২ [বিজ্ঞাপন]+৪ [সূচী´০ -ল০]+১৭৮; মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০।

'শান্তিনিকেতন,/বোলপুর। ৩১শে শ্রাবণ,/১৩১৭' তারিখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখেন :

এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্ব্বে অন্য দুই একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল।

১৫৭টি কবিতা বা গান এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত; তার মধ্যে ৬টি গান শারদোৎসব, ও ১টি গান প্রায়শ্চিত্ত নাটকে পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল, বাকি ১৫০টি কবিতা বা গান এই প্রথম গ্রন্থভুক্ত হল। রবীন্দ্রনাথ সবগুলিকেই 'গান' আখ্যা দিলেও সুর-সংযোজিত গানের সংখ্যা মোট ৮৫টি, যার মধ্যে কয়েকটিতে পরবর্তীকালে সুর দেওয়া হয়েছিল। ১৫-সংখ্যক গান 'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি' মাঘ ১৩৩২ [দশম পুনর্মুদ্রণ] সংস্করণে বর্জিত হয়। পরবর্তী ফাল্গুন ১৩৩৪ সংস্করণে 'সম্ভবতঃ ১৩১৮ সালের রচনা' অনুমানে 'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই' কবিতাটি গ্রন্থশেষে সংযোজিত হয়, পাণ্ডুলিপি-দৃষ্টে রচনাতারিখ-সহ যথাস্থানে মুদ্রিত হয় বৈশাখ ১৩৪৯ সংস্করণে।

25 Aug [বৃহ ৯ ভাদ্র] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত স্বরলিপি-সহ 'গীতলিপি/দ্বিতীয় খণ্ড'তে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ২+২+৪৫ পৃষ্ঠার ছয় আনা মূল্যের গ্রন্থটি ১০০০ কপি ছাপা হয়েছিল।

ভাদ্র মাসে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচিটিও এখানে সংকলন করে নেওয়া যেতে পারে :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩২ শক [৮০৪ সংখ্যা] :

৭৪–৭৯ 'গুহাহিত' দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৫৮–৬১

ভারতী, ভাদ্র ১৩১৭ [৩৪।৫] :

৩৫৫ 'পরিসমাপ্তি' ['ওগো আমার এই জীবনের পরিপূর্ণতা'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৯১–৯২ [১১৬]

৩৯৪–৯৯ 'জন্মোৎসব' দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৬২–৬৮

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৭ [১০।৫] :

৪০৯ 'প্রণতি' ['যেথায় থাকে সবার অধম'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৮৪–৮৫ [১০৭]

৪০৯–১০ 'সাধনা' ['ভজন পূজন সাধন আরাধনা'] দ্র ঐ ১১। ৯৪–৯৫ [১১৯]

৪১০ 'রাজবেশ' ['রাজার মতো বেশে তুমি'] দ্র ঐ ১১।১০০–০১ [১২৭]

৪৭৮–৮১ 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৬৮–৭৪

মানসী, ভাদ্র ১৩১৭ [২।৭] :

৩৪২ 'নাম-গান' ['গর্ব্ব ক'রে নিইনে ও নাম, জান, অন্তর্য্যামী'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৮৮ [১১১]

The Modern Review, Sep 1910 [Vol. VIII, No. 3] :

289–93 'Subha'

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক অনাথনাথ মিত্র রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' [দ্র সাধনা, মাঘ ১২৯৯। ২২৮–৩৭; গল্পগুচ্ছ ১৭। ২৩৬–৪২] গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। পাঠকের মনে থাকতে পারে, যতীন্দ্রমোহন বাগচি-কৃত এই গল্পটির অনুবাদ *New India* পত্রিকার 16 Sep 1901-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল, সেইটিই রবীন্দ্র-গল্পের প্রথম প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ [দ্র রবিজীবনী ৫। ৩২]।

রবীন্দ্রনাথ ২৫ শ্রাবণ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। ২৭ শ্রাবণ [শুক্র 12 Aug] তাঁকে পার্শিবাগান যেতে দেখা যায়। এইদিন তিনি ত্রিপুরার আগরতলায় একটি টেলিগ্রাম করেছিলেন। মহিমচন্দ্র দেববর্মার পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র অজিতকুমারের সঙ্গে বিলেতে যাবেন, এমন একটা কথা হয়েছিল। বোলপুর কোর্টের মুন্সেফের ভ্রাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের এম. এ. ক্লাশের ছাত্র ক্ষিতীশচন্দ্র সেন [ইনিই 'রাজা' নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন] আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে একদিনের জন্য আশ্রমে বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁর ১৪ শ্রাবণের পত্রের উত্তরে ২১ শ্রাবণ [শনি 6 Aug] মনোরঞ্জন চৌধুরী লেখেন : 'আমাদের সহাধ্যায়ী শ্রীমান্ সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা অধ্যয়ন করিবার জন্য অজিতবাবুর সহিত বিলাত যাত্রা করিতেছেন। তাঁহারা আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর বম্বেতে জাহাজে চড়িবেন।'[৮০] সম্ভবত এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় টেলিগ্রাম করেন।

২৮ শ্রাবণ [শনি 13 Aug] তিনি কাঁটাপুকুরে দীনেশচন্দ্র সেনের বাড়ি যান। অরুণচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল, তার অবসান-কল্পে আষাঢ় মাসের শেষেই রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে প্রতিশ্রুত ছিলেন। অরুণচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীকে জোড়াসাঁকোয় নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয় ও একটি 'মান্দ্রাজি জরির সাটী' যৌতুক দেওয়া হয়।

৩০ শ্রাবণ [সোম 15 Aug] রবীন্দ্রনাথ আবার পার্শিবাগানে যান। এইদিন ৯২ আপার সার্কুলার রোডে বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এখানেই গিয়েছিলেন কিনা বলা যায় না, সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকায় তাঁর নাম নেই।

অবশ্য এই ভ্রমণবিবরণ থেকে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ততার হিসাব পাওয়া যায় না। ১ ভাদ্র [সোম 17 Aug] তিনি সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে যে লিখেছেন, 'সেখানে ভোর থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আমাকে যেভাবে কাটাতে হয়েছিল তাতে কোনো কাজ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল'—এইটিই তাঁর এই সময়কার প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত।

৩১ শ্রাবণ [মঙ্গল 16 Aug] তিনি শিলাইদহ যাত্রা করেন। কাজের অজুহাত দেখিয়ে তিনি সেখানে যান, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্যটি প্রকাশ করেছেন সন্তোষচন্দ্রকে লেখা উল্লিখিত পত্রে :

> শিলাইদহে এসে পৌঁচেছি। এখানে আসা আমার মতলব ছিল। তোমরা ভাবচ আমার ভয়ানক কাজ পড়েছে, সে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মাঝে মাঝে মনটা দৌড়তে চায় তাকে একবার ছুট করিয়ে নেবার জন্য এখানে হাজির করেছি। ইচ্ছা করে সুদীর্ঘকালের জন্য সুদূরে কোথাও অন্তর্ধান করি—কবে সেই সুযোগ ঘটবে কে জানে—ঈশ্বরের কাছে, লম্বা ছুটির জন্যে এক একবার দরখাস্ত দাখিল করি—কিন্তু মঞ্জুর করেন না—ছুটি নিলেও তা ক্যান্সেল করে দেন। এবার তাই যেমন করে মিথ্যে ছুতোয় ছেলেবেলায় ইস্কুল পালাতাম তেমনি করে ফাঁকি দিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি। মনকে সকল স্থানেই সকল অবস্থাতেই যদি নির্লিপ্ত রাখতে পারতুম তাহলে থেকে থেকে এমন প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত না। সেই আমার অন্তরের জেলখানার মেয়াদ ফুরোলে তোমরা আমাকে যেখানে খুশি এবং যতদিন খুশি বসিয়ে রাখলে চুপ করে বসেই থাকব।[৮১]

এই কথাই ক'দিন পরে ৭ ভাদ্র [মঙ্গল 23 Aug] পতিসর থেকে লিখেছেন প্রতিমা দেবীকে : 'আমি যে ঠিক কাজের তাগিদে এসেছি সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। লোকজনের মধ্যে যখন জড়িয়ে থাকি তখন ছোট বড়

নানা বন্ধন চারদিকে ফাঁস লাগায়—নানা আবর্জ্জনা জমে ওঠে—দৃষ্টি আবৃত এবং বোধশক্তি অসাড় হয়ে পড়ে—তখন কোথাও পালিয়ে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।'[৮২] এখানে ছুটির বাসনা, দূরে চলে যাবার ইচ্ছা অনেকটাই নির্জনে ঈশ্বরোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ক্রমেই তাঁর লেখায় দূরে চলে যাওয়ার কথা অনেক বেশি করেই চোখে পড়বে, তা ক্রমশই উদ্দেশ ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে উঠেছে—শুধুই দূরে যাওয়া, বৃহৎ পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে ঘুরিয়ে নিজেকে নূতন করে পাওয়া ছাড়া যার আর কোনো লক্ষ্য নেই।

ক্ষিতিমোহন সেনের 'কবীর প্রথম খণ্ড' এই সময়ে ছাপা হচ্ছিল, শিলাইদহে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ তার প্রুফ সংশোধন করতে গিয়ে অনুবাদে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করছিলেন একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। সেই কাজ অসমাপ্ত রেখে রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে নদীপথে তিনি পতিসর রওনা হয়ে ৬ ভাদ্র [সোম 22 Aug] রাত্রে সেখানে পৌঁছন। এই ভ্রমণের কথা ৮ ভাদ্র লিখেছেন ক্ষিতিমোহনকে :

জলে চারিদিক ভেসে গেছে—মাঠে ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। কাজকর্ম্মের কথা সমস্তই মিথ্যে—আসল খবর বোধ হয় এতদিনে আপনারা পেয়ে থাক্‌বেন—ভরা ভাদ্রের গোপন চিঠি আমার মাঠের মধ্যে গিয়ে পৌঁচেছিল, তাই আমাকে ডাঙা থেকে জলে টেনে এনেছে—এই কূল ডোবানো নদীর কিনারায় ধানের ক্ষেতের সবুজ ফরাসের উপর শরতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি—এখনো তৃপ্তি হয়নি—অনেক দূরে অনেক কালের মত চলে যেতে ইচ্ছা করচে—কিন্তু আমার সাহেব এখনো ছুটি দিচ্চেন না।[৮৩]

এই পত্রের শেষে তিনি লিখেছেন : 'শীঘ্রই ফিরতে হবে। ওদিকে অজিতের সমুদ্র পাড়ির সময় নিকট হয়ে এসেছে—তার পাথেয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।' আবার সেইদিনই তিনি শিলাইদহ ঘুরে-আসা অজিতকুমারের জন্মদিনে [৪ ভাদ্র] লিখিত পত্রটি পেয়ে একটি দীর্ঘ উত্তর রচনা করেছেন। অজিতকুমারের পারিবারিক দায়িত্বের বোঝা ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি—এদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব কিছুদিন ধরে জটিল হয়ে উঠছিল, তার আভাস আমরা আগেই দিয়েছি। বিবাহ নিয়ে গোলযোগ এই জটিলতাকে সূচিমুখ করে তুলেছে। এই অবস্থা আর কিছুদিন চললে তিক্ততার মধ্য দিয়ে অজিতকুমারের কর্মত্যাগ অপরিহার্য ছিল। তাঁর ম্যানচেস্টার বৃত্তি লাভ করে বিলাতযাত্রা এই তিক্ততা এড়িয়ে যেতে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথও যে অনেকটা অনুরূপ কারণেই বিদ্যালয় থেকে পলাতক হচ্ছিলেন, তার স্বীকৃতি এই পত্রেই আছে [দ্র অমৃত, ১৭ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৫, পত্র ১৮]। কিন্তু তিনি সংসারকে একান্ত করে তোলার ব্যাপারে অজিতকুমারকেও সতর্ক করে দিয়েছেন :

তোমার মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক ভাবুকতা আছে সংসার যেন তাকে আবৃত এবং স্থূল করে না তোলে। কখনো কোনো অবস্থায় তোমার মন যেন সংসারের ওকালতি করে নিজেকে না ভোলায়।

আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি সংসার আমাদের আইডিয়ালকে যখন খর্ব করবার চেষ্টা করে তখন তার মত সঙ্কট আর নেই। আমি এই দিক থেকে অসহ্য আঘাত পেয়েছি কিন্তু অন্তর্যামী জানেন এখানে আমি কোনোমতেই নিজেকে সম্পূর্ণ পরাস্ত হতে দিই নি—যেখানে অস্ত্রাঘাত করলে নিজের মর্ম্মস্থানই আহত হয়ে ওঠে আমি সেখানেও অস্ত্রাঘাত করেছি।

তোমার কাছে কিছু গোপন করা অন্যায় মনে করেই আজ আমি বল্‌চি আমার মনে কিছুদিন থেকে এই আশঙ্কা জেগেছে তোমার নূতন সংসার তোমাকে নীচের দিকে ভারগ্রস্ত করতে আরম্ভ করেছে। একদিন এমন আশা ছিল যে উপরের পথে চল্‌বার দিকেই তোমার দাম্পত্যজীবন তোমার পাথেয় জোগাবে। কিন্তু আমি হয় ত ভুল বুঝ্‌চি—তবু এই শঙ্কাই নানা ছোটবড় কথায় ও ঘটনায় আমার মনে জেগেছে যে ঠিক সে রকমটি হয়নি বরঞ্চ তার উল্টো হয়েছে এবং তোমাকে এতে খানিকটা পরাভূতও করেছে।

আমার এই কথাটা সত্যই হোক্ মিথ্যাই হোক্ এই কথা মনে আনা ও প্রকাশ করার দরুণ তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমার জীবন সকল দিক দিয়ে অপরাজিত বলে বড় হয়ে উঠ্‌বে এটা আমার এতদিনকার গভীরতর আশার বিষয় যে, তোমার বিবাহের অনতিকাল পর থেকেই যখন হতে মনে আমার সংশয় জন্মেছে তখন থেকে এমন একটা কষ্ট পাচ্ছি যে। সে কথা আজ সন্ধ্যার সময় চিঠি লিখ্‌তে বসে গোপন করতে পারলুমনা।[৮৪]

কিন্তু সম্পর্কের সূত্র আলগা হয়ে এলেও ছেঁড়েনি—অজিতকুমারের বিলাতপ্রবাসের সময়ে তাঁর পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য পালন করেছেন, অসুস্থ হয়ে অকালে দেশে ফিরে এলে তাঁকে পূর্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তত্ত্ববোধিনী-র সম্পাদনা-ভার গ্রহণের পর ও নিজের প্রবাসজীবনে অজিতকুমারের উপরই নির্ভর করেছেন বেশি। কিন্তু দেশে ফেরার পর আবার সংকট ঘনীভূত হয়েছে, যার পরিণতিতে কর্মত্যাগ করেছেন অজিতকুমার।

রবীন্দ্রনাথ ১১ ভাদ্রের [শনি 27 Aug] মধ্যে পতিসর থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু ও শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র বাবু মহাশয়ের বালিগঞ্জ যাতাতের গাড়িভাড়া ১১ ভাদ্র' হিসাব থেকে তা জানা যায়। তিনি ১৪ ভাদ্র [মঙ্গল 30 Aug] শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। তার আগে ১৩ ভাদ্র মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'কয়দিন হইল কলিকাতায় আসিয়া আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু কলিকাতায় আমি অহরহ এমন জনতার মধ্যে থাকি যে কোনো কাজ বা অকাজ করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তাই উত্তর দিতে পারি নাই। ...রথীর সঙ্গে এতদিন বোটে করিয়া জলপথে বেড়াইতেছিলাম। আবার তাহাকে লইয়া বোলপুরে চলিলাম। সেখানে দুই চারিদিন থাকিয়া সম্ভবতঃ সে শিলাইদহে ফিরিবে।'[৮৫]

১৪ ভাদ্র বোলপুর রওনা হবার পূর্বে তিনি পার্শিবাগান ঘুরে আসেন।

গীতাঞ্জলি-র প্রেসকপি মুদ্রণের জন্য প্রকাশকের হাতে তুলে দেবার পর রবীন্দ্রনাথের মনে রচনার তাগিদ নিঃশেষিত। তাই বিদ্যালয়ের কাজে বিশেষ করে মনোনিবেশ করেছেন। ছাত্রসংখ্যা তখন অত্যধিক। সুতরাং তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধানে তিনি কিছুদিন ধরেই বিব্রত ছিলেন। অজিতকুমার ম্যানচেস্টার বৃত্তি পেয়ে 8 Sep [বৃহ ২৩ ভাদ্র] কলম্বো থেকে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁরই বিবাহসভায় নেপালচন্দ্র রায়কে রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করেন অজিতকুমারের স্থলাভিষিক্ত হতে। নেপালচন্দ্র রাজি হন। তাঁর পুত্র কালীপদ রায় জানিয়েছেন : 'আমার এখনও মনে আছে ২৭শে জুন ১৯১০ [সোম ১৩ আষাঢ়] গভীর রাত্রে শান্তিনিকেতনে প্রথম এসেছিলাম আমার পিতৃদেব স্বর্গত নেপালচন্দ্র রায়ের হাত ধরে, তখন আমার বয়স আট বছর। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ম্যাট্রিক ও প্রিপারেটরি বর্গের ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপনার কাজে বাবা তখন কিছুদিনের জন্য এসেছিলেন। ...রবীন্দ্রনাথ তখন আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না।'[৮৬] শেষ বাক্যটি অবশ্যই ভুল, রবীন্দ্রনাথ ঐ দিনে শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। ৮ শ্রাবণ [24 Jul] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : 'নেপালবাবু কিছু দিনের জন্য এখানকার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সেই কিছুকালের মেয়াদ যদি ক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকে তবে আরো আনন্দের কারণ হইবে।'[৮৭] এ থেকে অবশ্য স্পষ্ট হয় না তিনি ইতিমধ্যেই কাজে যোগ দিয়েছিলেন কিনা। যাই হোক, বিদ্যালয়ে নেপালচন্দ্রের অবস্থানের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হয়েছিল।

আরও শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। ১৭ আষাঢ় [1 Jul] সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী সংস্কৃত ও বাংলা ভালমত পড়াতে পারেন এমন শিক্ষক তোমার জানা আছে? আমাদের অভাব ঘটেছে। ইংরেজি তাঁর না জানা থাক্‌লেও চলে যাবে।'[৮৮] ১ ভাদ্র [17 Aug] শিলাইদহ থেকে সন্তোষচন্দ্রকে লেখেন : 'সেই মুঙ্গেরের অধ্যাপক বসন্তবাবুকে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে যদি আসতে বলে দাও তাহলে বড় ভাল হয়। যাতে তাঁর শরীর ভাল থাকে সে পক্ষে যথাসম্ভব চেষ্টা করা যাবে।' ২৮ শ্রাবণ [13

Aug] কাঁটাপুকুর গিয়ে দীনেশচন্দ্রকেও শিক্ষকের কথা বলে এসেছিলেন। সেই সম্পর্কে ২২ ভাদ্র [বুধ 7 Sep] অরুণচন্দ্রকে লিখেছেন :

তোমার বাবা যে লোকটির কথা বলেছিলেন তাঁর কথা আমার মনে আছে। ইতিপূর্ব্বেই মুঙ্গের কলেজের একজন অধ্যাপক [ইনি এম. এ. উপাধিধারী) এখানকার শিক্ষকপদ গ্রহণের জন্য সম্মত হয়েছেন তিনি দুই এক দিনের মধ্যেই আস্‌বেন। ...তিনি মাসিক ৭০ টাকা বেতনে রাজি আছেন। দীনেশবাবু যাঁর কথা বলচেন তিনি বি, এ, অথচ একশত টাকা বেতন চান—আমার এখানে যে সকল বি, এ উপাধিধারী আছেন তাঁরা ৫০ টাকার বেশি নেন না—হঠাৎ এঁদের মাঝখানে ১০০ টাকার আমদানী করলে মনে মনে একটা অশান্তির সূচনা হতে পারে এই আশঙ্কা আছে। যাই হোক, মুঙ্গের থেকে যে শিক্ষকটি আস্‌চেন তিনি এখানে স্থায়ী হবেন কিনা—কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকাতে এখনো কুমুদিনীবাবুর চিন্তা মন থেকে দূর করিনি।'[৮৯]

ক্ষিতিমোহনকে ৮ ভাদ্রের পত্রে লেখেন : 'বামনদাস [মজুমদার, কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা] বাবুকে কালীমোহন পত্র লিখেছিল তার যে কি উত্তর পেলে আজ পর্য্যন্ত জান্‌তে পারা গেল না। যদি বামনদাসবাবুকে না পাওয়া যায় তাহলে নিম্নবিভাগের জন্য আর কাউকে পাওয়া যেতে পারবে না? এমন লোকের দরকার যিনি বাংলা ভাষাটা কিছু কিছু জানেন। সে রকম লোক বাংলাদেশে খুব দুর্লভ—অন্য দেশে একেবারেই পাওয়া যায় না—সুতরাং ছেলেদের বাংলা শেখানো এক বিষম সমস্যা হয়েছে।'[৯০] কিন্তু এঁদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। বড়ো আক্ষেপের সঙ্গে তিনি সন্তোষচন্দ্রকে লিখেছিলেন : 'তোমার ষাঁড় পাওয়া যেমন কঠিন হয়েছিল আমাদের অধ্যাপক পাওয়া যে তেমনি শক্ত হয়ে উঠচে দেখছি।'

শান্তিনিকেতনে মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা ছাড়া ১৮ ভাদ্র [শনি 3 Sep] রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ উপাসনা করলেন। আশ্রমের ছাত্র হিতেন্দ্র, হীরেন্দ্র ও নরেন্দ্র নন্দীর মাতা, ধর্মনিষ্ঠ মথুরানাথ নন্দীর পত্নী যোগমায়া দেবীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মন্দিরে এই উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, তারই লিখিত রূপ 'মাতৃশ্রাদ্ধ' নামে কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ১–৪] মুদ্রিত হয় [দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৮৬–৯১]। ২৭ ভাদ্র [সোম 12 Sep] প্রবন্ধটি চারুচন্দ্রকে পাঠিয়ে তিনি লিখেছেন : 'আমার নিজের লেখাটার নাম মাতৃশ্রাদ্ধ —বোধহয় পছন্দ না হলেও দেবে কেননা আমার নাম আছে—যদি সম্ভব হয় কার্ত্তিক মাসে যাবে কি?'[৯১]

'দ্বিধা' শীর্ষক একটি ভাষণ আশ্বিন-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৪৮৯–৯৩; দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৭৪–৮০] ও 'শেষ' [দ্র ঐ ১৫। ৪৯২–৯৪] আশ্বিন-সংখ্যা মানসী-তে [পৃ ৪৯৪–৯৬] মুদ্রিত হয়। এগুলিও হয়তো ভাদ্র মাসেই মন্দিরে কথিত হয়েছিল।

প্রবাসী-র 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগের অনেক রচনাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ দ্বারা লিখিত হত, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথ এগুলি সংশোধন করে দিতেন। প্রবাসী-সম্পাদক, পারিশ্রমিক হিসেবে নয়, বিদ্যালয়কে সাহায্য হিসেবে এর জন্যে বিভিন্ন অঙ্কের টাকাও দিয়েছেন। ২ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহির এইরূপ একটি হিসাব : 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উক্ত বিদ্যালয়ে যে ৫০০৲ টাকা দেওয়ায় তাহা এই ক্যাশে জমা হইয়াছে তাহা শোধ ৫০০৲'।

অজিতকুমার এই বিভাগে যথেষ্ট পরিমাণে লিখেছেন—তিনি ছাড়া জগদানন্দ রায়, শরৎকুমার রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তেজেশচন্দ্র সেন, সুশীলা সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [রবীন্দ্রজীবনী-কার] প্রভৃতিও লিখেছেন। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ এই কাজে হেমলতা দেবী ও মীরা [অতসী] দেবীকেও লাগিয়েছেন। এঁদেরই দুটি লেখা পাঠিয়ে তিনি ২১ ভাদ্র [মঙ্গল 6 Sep] চারুচন্দ্রকে লেখেন

: 'যদি পছন্দ না হয় ফেলে রেখে দিয়ো না—আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ো। ...বিষয়টা হয়ত উপাদেয় নয়—তার উপরে লম্বা—লেখিকারাও কাঁচা অতএব যদি এই রচনাগুলি বর্জ্জন কর তবে আমরা গর্জ্জন করব না—আবার অন্য লেখাও পাঠাব।'[৯২] হেমলতা দেবী কর্তৃক 'ধর্ম্ম ইতিহাসের আন্তর্জাতিক সভায় মিস্ রোজেনবার্গ কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত' 'বাহা ধর্ম্ম' [পৃ ৩২–৩৫] ও অতসী দেবী কর্তৃক '...সার্ আলফ্রেড লায়াল কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত' 'হিন্দুধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি' [পৃ ৩৫–৩৯] কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়। জার্মানীর বার্লিন শহরে আগস্ট মাসে উদার ধর্মমতাবলম্বীদের যে সভা ['World Congress of Free Christianity and Religious Congress'] হয়েছিল, সেখানে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির কোনো-কোনোটির সারসংক্ষেপের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন এই দুজনকে। আবার ২৭ ভাদ্র [সোম 12 Sep] চারুচন্দ্রকে তিনি আরও দুটি সংকলন পাঠিয়ে লেখেন : 'সঙ্কলন দুটির একটি হেমলতা বৌমা ও অন্যটি আমার কন্যার ভাগে পড়েছিল—কিন্তু শোধন করতে করতে তাদের নিজস্ব এতই যৎসামান্য বাকি রয়ে গেল যে এই দুটি সঙ্কলনে তাদের নাম দেওয়া নিতান্ত অন্যায় হবে মনে করে এ দুটিকে বিনা নামেই চালাতে ইচ্ছা করি।'[৯৩] অগ্র-সংখ্যায় মুদ্রিত এই দুটি রচনা হল 'সূফীমত' [পৃ ১৩২–৩৪] ও 'জৈনধর্ম্ম-তত্ত্ব' [পৃ ১৩৪–৩৬]—দুটিই 'শ্রীঃ—' স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়। প্রবাসী-র পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে দুজনের সংকলিত রচনাগুলি স্বনামেই মুদ্রিত হয়।

৩০ ভাদ্র [বৃহ 15 Sep] দেবালয়-গৃহে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। চারুচন্দ্রই হয়তো সংবাদটি রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি প্রবাসী-তে মুদ্রিত হবে অনুমান করে তিনি সংকুচিত হয়ে পড়েন। ২৯ ভাদ্র চারুচন্দ্রকে লেখেন :

আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভাল করতে। প্রবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের গুণগান ঠিক সুশ্রাব্যও হবে না। ...তোমরা আমার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর তবে একদল লোককে আঘাত দেবে—অথচ সে আঘাত দেবার কোন দরকার নেই কেননা আমার কবিতা তো রয়েইচে—যদি ভাল হয় ত ভালই, যদি ভাল না হয় ত ও আবর্জ্জনা দূর করবার জন্যে ঢোলাই খরচা লাগ্‌বেনা—আপনি নিঃশব্দে সরে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম নিয়ে আর ধূলো ওড়াতে ইচ্ছা করিনে। তোমরা আমার লেখা ভাল বললে আমার ভাল লাগে না এমন কথা বল্লে মিথ্যা বলা হয়—প্রশংসা শুনলে মনের ভিতরটা বেশ একটু নেচে ওঠে—সেই জন্যেই ঐ নেশাটাকে প্রশ্রয় দিতে কোনোমতে ইচ্ছা হয় না—কারণ ঐ জিনিসটার মধ্যে অনেকটা আছে যা মিথ্যা—অর্থাৎ সত্যকে জানবার ইচ্ছা নয় নিজের প্রশংসাবাদ শোনবার ইচ্ছা—সেই ইচ্ছা এ সম্বন্ধে মিথ্যাকেও কামনা করে। অত্যুক্তিকে ভালবাসে—নিজের নাম নামক জিনিষ এমনই একটা বিশ্রী জিনিষ। ...এখন ওটাকে ঢাকা দিয়ে আড়াল করে রাখ যথাসম্ভব ওটাকে ভুলতে দাও—ঐটেকে সর্ব্বদা নাড়া দিয়ে চতুর্দ্দিকে বিদ্বেষের বিষ মথিত করে তুলো না।[৯৪]

রবীন্দ্রনাথের সতর্কীকরণের দরকার ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ ব্যক্তিরা যেরূপ অকারণ বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিলেন, সেখানে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রশংসা করে তাতে আরও ইন্ধন জোগানো অন্তত তাঁর আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। চারুচন্দ্রের প্রবন্ধটি প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়নি, কার্তিক-সংখ্যা দেবালয়-এ [পৃ ১৪৮–৬৯] প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে সুরেশচন্দ্রের সুদীর্ঘ প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় অগ্র-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ৫২৪–২৬] :

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে' নামক স্তরে 'দেবালয়ে'র চাতাল হইতে চূড়া পর্য্যন্ত বোঝাই হইয়া গিয়াছে। 'চারু' প্রথমেই একটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন,—'শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার [য] শীল ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—সমসাময়িক সমগ্র জগতে তাঁহার তুল্য প্রতিভাবান কবি কেহ প্রাদুর্ভূত হয় নাই।' বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার রায় উদক্ষারযান ও যবক্ষারজানের। সাহায্যে বকযন্ত্রে এই মত প্রতিপন্ন করিলে, সত্যই বাঙ্গালীর বুক দশহাত হইয়া উঠিবে। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল সমালোচনায় এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে বাঙ্গালী জগতের সাহিত্যের দরবারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে। পারিবে। ...রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাশালী কবি, কিন্তু তাঁহার সকল কবিতাই কামধেনুর মত দোহন করিলেই 'আধ্যাত্মিক' দুগ্ধ দান করে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

লেখক রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাকে পীড়ন করিয়া আধ্যাত্মিক রস নিঙ্গড়াইয়া বাহির করিয়াছেন। 'পসারিণী' কবিতার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই শ্রেণীর অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিশ্লেষণী শক্তির উজ্জ্বল উদাহরণ। ...হে ভগবন্! রবীন্দ্রনাথ নবযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব;—তুমি তাঁহাকে এই চারু সম্প্রদায়ের নির্ল্লজ্জ স্তাবকতা, নির্জ্জলা খোসামুদী ও নিরবচ্ছিন্ন বিড়ম্বনার নরক হইতে উদ্ধার কর।

বেঙ্গলী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের সংবাদের প্রতিবাদ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, সেই অনুরোধ রক্ষিত হয়েছিল। এখন তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথকে সংক্ষিপ্ত পত্রাকারে আত্মজীবনী লিখতে হল, রচনার তারিখ ২৮ ভাদ্র [মঙ্গল 13 Sep] দ্র আত্মপরিচয় ২৭। ২৪৮ [লিপিচিত্র]। পদ্মিনীমোহন তাঁর একটি ছবিও চেয়েছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনতথ্য কোন্ উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করেছিলেন জানা যায় না।

পূজাবকাশের পূর্বে কোনো একটা নাট্যাভিনয়ের প্রথা ১৩১৫ বঙ্গাব্দ থেকে বিদ্যালয়ে আরম্ভ হয়েছিল। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১৮ ভাদ্র [শনি 3 Sep] রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষকে জানিয়েছেন : 'এখানে ছেলেরা অভিনয় করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছে—এখনো দিনস্থির করা সম্ভবপর নহে। ছুটির কিছু পূর্ব্বে অভিনয় হইতে পারিবে এইরূপ অনুমান করি। বোধ হয় আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অভিনয় হইবে।'[৯৫] বিদ্যালয়ের অভিনয়-খ্যাতি কলকাতার দর্শককেও আগ্রহী করে তুলেছিল, পত্রটিতে তার ইঙ্গিত আছে। ২৭ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লিখেছেন : 'এখানে দুটো অভিনয়ের আয়োজন সুরু হয়েছে—এক শারদোৎসব দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠের খাতা। দেখতে আসবে ত? সত্যেন্দ্রকে টেনে আনতে পারবে?'[৯৬] কিন্তু দুটি নাটকই পরিবর্তিত হয়ে 'বিসর্জন' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনীত হয়।

ভাদ্রের শেষ দিকে উপর্যুপরি জ্বর ও অর্শের উপদ্রবে তাঁর শরীর কিছু দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এরই মধ্যে ২৯ ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 24 Sep [শনি ৭ আশ্বিন] দেবালয়-এ পঠিতব্য তাঁর প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা' ['বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' দ্র আর্যাবর্ত, অগ্র; 'জিজ্ঞাসা'] পাঠের আসরে তাঁকে আহ্বান জানান।[৯৭] অন্য আহ্বানও ছিল। 'শনিবার' [? ৭ আশ্বিন : 24 Sep] ক্ষিতিমোহনকে কলকাতা থেকে লেখা একটি পত্র থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঐদিন সেখানে ছিলেন, কিন্তু ক্যাশবহিতে '৯ আশ্বিন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় ও বধুমাতাঠাকুরাণীদিগের বোলপুর হইতে যোড়াসাঁকো আগমনের রিটার্ণ টিকিট ৫ খানা ক্রয়' হিসাব এ-বিষয়ে একটু সংশয়ান্বিত করে। রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে লেখেন :

রামমোহন রায়ের সভায় আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইবে। কলিকাতায় তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিছুমাত্র অবকাশ পাইতেছি না। লিখিয়া পাঠ করিব এমন উপায় নাই—অতএব সেদিন সভায় উপস্থিতমত আমার বুদ্ধিতে যাহা জোগায় তাহাই বলিতে হইবে। অন্য পাঁচজনের বলা হইয়া গেলে সব শেষে আমার যাহা বক্তব্য থাকে তাহাই বলিব। পালে যদি অনুকূল হাওয়া লাগে তাহা হইলে কোথাও বাধিবে না যদি না লাগে তাহা হইলে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারিব না। এই বুঝিয়া ভাগ্যের পরে নির্ভর করিয়া সভায় আসিতে পারেন। [৯৮]

১০ আশ্বিন [মঙ্গল 27 Sep] বিকেল পাঁচটায় মির্জাপুর স্ট্রীট-স্থ সিটি কলেজে রামমোহনের সাংবৎসরিক স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়। কার্তিক-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে 'নানা কথা' [পৃ ১১৭–১৮] বিভাগে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এই সভার একটি বিস্তৃত বিবরণ দেন। তিনি লেখেন : 'শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্ব ও কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা হইবে, এই সংবাদে সভা বসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই সিটিকালেজের তৃতীয়তলস্থ বৃহৎ হল লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যথা সময়ে এই দুই মহাত্মা গৃহে প্রবেশ করিলে জনস্রোত অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।' বাধ্য হয়ে নিম্নের প্রাঙ্গণে আর একটি

সভার আয়োজন করতে হয়—সেখানে শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। মূল সভায় একটি ব্রহ্মসংগীত গাওয়া হলে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রার্থনা করেন। 'পরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় রাজা রামমোহনকে সকল প্রকার স্বদেশান্নতির মূল কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে নিজ প্রতিনিধি রূপে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া চলিয়া যান।' সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, সুরেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

অতঃপর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বাবু দণ্ডায়মান হন। সমবেত সকলে করতালি ধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সকলকে পুলকিত করিলেন। তাঁহার প্রতিভাময়ী বক্তৃতার মর্ম্ম এই—অনন্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর স্বীয় আদর্শকে এই বাঙ্গালীর গৃহজাত রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া বিশ্ব-মানবের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। রামমোহনের ভিতর দিয়া আমরা সেই আদর্শকেই গ্রহণ করিব। যাঁহাদের মৃত্যু আছে, তাঁহাদের জন্যই স্মৃতি-চিহ্ন [য] স্থাপনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাঁহারা অমর তাঁহারা আদর্শ রূপেই জগতে প্রকাশিত থাকেন, তাঁহাদের স্মৃতি-চিহ্নের [য] প্রয়োজন হয় না। তিনি আরও বলিয়াছেন, হিন্দুর হিন্দুত্ব সেই স্থানেই বর্ত্তমান, যেখানে মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দু আপনার বক্ষে স্থান দিতে পারে, আপনার করিয়া লইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ পরের দিন ১১ আশ্বিন [বুধ 28 Sep] শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। তার আগে ৯ আশ্বিন পার্শিবাগানে ও ১০ আশ্বিন নিমতলা স্ট্রীটে মাধুরীলতার শ্বশুরবাড়িতে বা প্রিয়নাথ সেনের বাড়িতে যান। প্রত্যাবর্তনের দিনই স্টীমারে করে গঙ্গাভ্রমণ করে আসেন। তিনি নিজে জমিদারি পরিদর্শনের সময়ে বজরায় করে যাতায়াত পছন্দ করতেন। কিন্তু আমেরিকা-প্রত্যাগত রথীন্দ্রনাথ এই শ্লথগতির জলযানকে উপযোগী মনে করেননি। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রে এই স্টীমারের প্রসঙ্গ আছে। ৫ আশ্বিনের [বৃহ 22 Sep] হিসাবে দেখি : 'ব° ফোরটিলা কোম্পানী দং উক্ত কোম্পানীর নিকট হইতে ১খানা ষ্টিমার ক্রয়ের মূল্য শোধ ৭৯০০৲'—এই সেই The Bengal Central Flotilla Co. Ltd., যার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্বস্বান্ত হন। রথীন্দ্রনাথের রাজসিক চালচলনের, পিতার উপকরণবাহুল্য-বিমুখ জীবনাদর্শের বিপরীতে চলার সূত্রপাত এখানেই। রবীন্দ্রনাথ এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কিন্তু পুত্রস্নেহে এইসব বিলাসিতাকে প্রশ্রয়ও দিয়েছেন। উক্ত শ্বেতহস্তীটিকে দীর্ঘকাল পোষা যায়নি, কয়েক বছর বাদে ২৫ বৈশাখ ১৩২৪ [8 May 1917] ৩০০০ টাকায় এটিকে বিক্রয় করে দেওয়া হয়।

শান্তিনিকেতনে ফিরেই রবীন্দ্রনাথ অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৭ আশ্বিন [মঙ্গল 3 Oct] বিলাতপ্রবাসী অজিতকুমারকে লেখেন : 'আমাদের ছুটি আসন্ন হয়েছে। পর্শুদিন থেকে ছুটি আরম্ভ হবে। আজ ছেলেরা মিলে বিসর্জ্জন অভিনয় করবে—কাল বড়র দল 'প্রায়শ্চিত্ত' করবে। ...এবারে সকলে আমাকে বৈরাগী সাজবার জন্যে নিতান্তই চেপে ধরেছে—রাজি হয়েছি—তুলনায় পাছে হটে যাই এ ভয় যে একেবারে মনে নেই তা বল্‌তে পারিনে—কিন্তু এখন ত আমার হারবারই বয়স হয়েছে—গাণ্ডীব তুল্‌তে আর পারবনা—অহঙ্কারকে পদে পদেই বিসর্জ্জন দিতে হবে।'[৯৯] 'রবিবার' [১৫ আশ্বিন : 1 Oct] প্রতিমা দেবীকে লিখেছিলেন : 'আমাদের অভিনয়ের দিন কাছে আস্‌চে অথচ আজ পর্য্যন্ত আমার ভাল মুখস্থ হয় নি বলে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। মুখস্থ হবে কি করে? দিন রাত নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতেই দিন কেটে যায়। কলকাতা থেকে লোক এখান পর্য্যন্ত এসে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌চে।'[১০০]

পূজাবকাশের পূর্বে কোনো এক সময়ে ছাত্রীরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'শান্তিনিকেতনের দ্বিতলে অভিনয়—অভিনেত্রীরাই শুধু মেয়ে নয়, দর্শক পর্যন্ত মেয়েরা; অর্থাৎ কোনো পুরুষ অধ্যাপক, এমন-কি, ছাত্রদের সেখানে যাইতে দেওয়া হয় নাই।' তিনি পাদটীকায় লিখেছেন :

"নূতন বন্ধু প্রতিমা দেবী 'ক্ষীরো'র অংশ গ্রহণ করিলেন। ছাত্রীদের মধ্যে হেমলতা (টুলু) 'রাণী কল্যাণী', ইন্দু 'লক্ষ্মী', প্রতিভা 'মালতী', লেখকের দুই ভগ্নী কাত্যায়ণী ও কল্যাণী 'কিনিবিনি'দের দলে।"[১০১] হেমলতা গুপ্ত[সেন] একটি সাক্ষাৎকারে অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই অভিনয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানান : 'গুরুদেব প্রমুখ কয়েকজন চিকের আড়ালে বসে, মেয়েদের অভিনীত প্রথম নাটক দেখে খুশি হলেন।'[১০২]

পূজাবকাশের পূর্বে মেয়েরা 'সতী' [দ্র কাহিনী ৫। ৯৭–১০৬] নাটিকাটিও অভিনয় করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেকথা প্রতিমা দেবীকে জানান পূর্বোদ্ধৃত পুত্রে : 'মেয়েদের অভিনয়ের উৎসাহ খুব বেড়ে গেছে। তারা 'সতী' অভিনয় করবে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে তাদের দেখিয়ে দেওয়া ঘটে উঠ্‌চে না।'

তিনি এই পত্রেই লিখেছেন : 'প্রভাতের মার [গিরিবালা দেবী] শরীর বড়ই খারাপ। তিনি শান্তিনিকেতনেই আছেন। তাঁকে নিয়ে দু তিন রাত জাগ্‌তে হয়েছে।' ঘটনাটি প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার লিখেছেন : 'জীবনী-লেখকের মাতা আষাঢ়মাস হইতে বালিকা বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া 'দেহলি'তে থাকিতেন। তিনি মাঝে মাঝে কবির সহিত শান্তিনিকেতনে দেখা করিতে যাইতেন। একদিন তথায় গিয়া হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন; কবি তাঁহাকে নিজ বাসায় হাঁটিয়া আসিতে দিলেন না; এবং দুই দিন শান্তিনিকেতনে রাখিয়া রাত্রি জাগিয়া চিকিৎসা করেন।'[১০৩] পূজাবকাশে গিরিবালা দুই পুত্র প্রভাতকুমার ও সুহৃৎকুমার এবং দুই কন্যা কাত্যায়ণী ও কল্যাণীকে নিয়ে গিরিডি ফিরে যান। ২৬ আশ্বিন [বৃহ 13 Oct] শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন : 'আপনারা নির্ব্বিঘ্নে গিরিডি পৌঁছিয়াছেন খরর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ...আমার আশ্রমের ছাত্রগুলি আপনার কাছে কেমন আছে? ...আপনি সুস্থ হইয়াছেন সংবাদ পাইলে নিরুদ্বিগ্ন হইব।'[১০৪] শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম তখন ছিল বৃহৎ এক পরিবারের মতো, আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই আশ্রমবাসীদের সুখে-দুঃখে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন।

আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

ভারতী, আশ্বিন ১৩১৭ [৩৪। ৬] :

৪৮৯–৯৩ 'দ্বিধা' দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৭৪–৮০

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭ [১০। ৬] :

৫৭৮–৮১ 'পূর্ণ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৮১–৮৬

৬১০ 'গান' ['জীবনে যত পূজা'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ১১৫ [১৪৭]

মানসী, আশ্বিন ১৩১৭ [২। ৮] :

৪৯৪–৯৬ 'শেষ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৯২–৯৪

'জীবনে যত পূজা' গানটি ইতিপূর্বে গীতাঞ্জলি-তে গ্রন্থভুক্ত হয়েছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রবাসী-তে পুনঃপ্রকাশের কারণটি আছে চারুচন্দ্রকে লেখা একটি তারিখহীন পত্রে : 'গীতাঞ্জলিতে এ গান অত্যন্ত অশুদ্ধ আকারে বেরিয়েছে—গীতাঞ্জলি এখনো প্রকাশ হয়নি—অর্থাৎ আশ্বিনের পূর্ব্বে মণিলাল তাকে বাজারে দেবে না। বিশুদ্ধ পাঠটিকে কোথাও রক্ষা করবার জন্যেই আমার এই ব্যাকুলতা। ...নাম কি দিতে হবে জানিনে।

কবিতার নাম দেওয়া শক্ত। বস্তুত নাম না দেওয়াই উচিত—কারণ নামে কবিতার পরিচয় নয়।'[১০৫] 'অত্যন্ত অশুদ্ধ'টি অবশ্য সত্যই 'অত্যন্ত' ছিল না। চতুর্থ ছত্রে 'হয়নি হারা'র জায়গায় 'হয়নি সারা' ছাপা হয়েছিল, যদিও দশম ও বিংশ ছত্রে ধূয়াটি সঠিকভাবেই মুদ্রিত হয়।

এই চিঠি থেকে জানা যায়, যদিও বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গীতাঞ্জলি-র প্রকাশ-তারিখ 5 Sep [২০ ভাদ্র], তবু আশ্বিনের পূর্বে গ্রন্থটি বাজারে আসেনি। অবশ্য গ্রন্থটির সমালোচনা আশ্বিন-সংখ্যা ভারতী [পৃ ৫২৮] ও প্রবাসী [পৃ ৬১৮]-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

শান্তিনিকেতন একাদশ ভাগ প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী, 8 Oct [শনি ২১ আশ্বিন]; পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+১১০, মূল্য চার আনা। ৬টি রচনা এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয় রসের ধর্ম, গুহাহিত, দুর্লভ, জন্মোৎসব, শ্রাবণ-সন্ধ্যা, দ্বিধা।

গীতাঞ্জলি-র শেষ দিকের কবিতাগুলি দ্রুততার সঙ্গে লিখিত হয়েছিল, কিন্তু ২৯ শ্রাবণ [14 Aug] শেষ কবিতাটি লিখিত হয়ে প্রেসকপি মুদ্রাকরের হস্তে সমর্পিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেরণা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল—ভাদ্র মাসে একটিও কবিতা বা গান রচিত হয়নি। কিন্তু আশ্বিন মাসে শরতের দু'এক পশলা বৃষ্টির মতো তিনটি গান ও একটি কবিতা তাঁর লেখনী থেকে বর্ষিত হল। ভাবে ও আকারে এগুলি যেন গীতাঞ্জলি-রই অবশেষ—এদের মধ্যে একটি পরবর্তী কাব্য গীতিমাল্য-এর অন্তর্ভুক্ত হলেও অপর তিনটির সেই সৌভাগ্য হয়নি।

৪ আশ্বিন [বুধ 21 Sep] 'জাগো নির্মল নেত্রে' দ্র সংযোজন ১১। ২৯৭–৯৮ [২]; গীত ১। ১১৮; স্বর ৩৬, হাম্বীর-একতাল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের হস্তলিখিত পত্রিকা প্রভাত-এর আশ্বিন-সংখ্যায় [১৯] গানটি 'জাগরণ' শিরোনামে 'প্রকাশিত' হয়, সেখানে সঠিক সুর-তালেরও উল্লেখ আছে। গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে গানটি লিখিত হয়।

৫ আশ্বিন [বৃহ 22 Sep] 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে' দ্র সংযোজন ১১। ২৯৮ [৩], গীত ১। ৩৪; স্বর ৩৬, কেদারা-একতাল। বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ২০৩। এই গানটিও গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে লিখিত।

১৫ আশ্বিন [রবি 2 Oct] নিশীথে 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১২৭ [১]; মানসী, ফাল্গুন। ১, 'আলো-আঁধারে'; গীত ১। ৩১; স্বর ৩৯। গীতিমাল্য কাব্যগ্রন্থের এই প্রথম রচনাটি গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে লিখিত। একই পৃষ্ঠাতে বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত 'তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে' [দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ২০৩, বেহাগ-কাওয়ালি; গীত ১ ১৭২; স্বর ৩৬, বেহাগ-ত্রিতাল] গানটিও লিখিত হয়—এটিও হয়তো সমকালে লেখা। গানটি 'ক্যায়সে কটোঙ্গি রয়না সো পিয়া বিনা' রবীন্দ্রনাথের প্রিয় এই হিন্দি গানটি ভেঙে রচিত দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৭৭–৭৮।

১৯ আশ্বিন [বৃহ 6 Oct] 'তব গানের সুরে হৃদয় মম রাখো হে রাখো ধরে' দ্র সংযোজন ১১। ২৯৯ [৪]; ভারতী, বৈশাখ ১৩১৮। ২২, 'প্রার্থনা'। এই কবিতাটি গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে নেই, তারিখটি ভারতী থেকে সংগৃহীত।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পূজাবকাশ ১৯ আশ্বিন [বৃহ 5 Oct] থেকে শুরু হয়। তার আগে ১৭ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লিখেছিলেন : 'আমার শরীরটা এবার খারাপ আছে—ছুটি হলে একবার জলের শরণ নিতে যাব—যেখানে সর্ব্বদা থাকি সেখান থেকে দূরে যাওয়াই দরকার।'[১০৬] কিন্তু 'শ্রীযুক্ত খোদ বাবু মহাশয়ের হাওড়ার ষ্টেশন হইতে আসার গাড়ি ভাড়া/২৩ আশ্বিন' [সোম 10 Oct] হিসাব থেকে জানা যায়, তিনি কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে সপ্তমী পূজার দিন কলকাতায় আসেন। মীরা দেবীর শাশুড়ি তখন বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করছিলেন, ২৪ আশ্বিন 'বালিগঞ্জ ষ্টেশন যাতায়াতের' গাড়িভাড়ার হিসাব থেকে মনে হয়, কন্যাকে নিয়ে এইদিন তিনি বৈবাহিকার সঙ্গে দেখা করে আসেন। '২৫ আশ্বিন অরবিন্দ বাবু (জগদীশ বাবুর ভাগ্নে) রাত্রে আহার করার ব্যায়' হিসাব প্রিয় প্রাক্ত ছাত্রের প্রতি তাঁর স্নেহের নিদর্শন—অরবিন্দমোহন ও অজিতকুমারের ভ্রাতা সুজিতকুমার চক্রবর্তী এই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এস্‌সি পরীক্ষা পাশ করেন। অজিতকুমারের অনুপস্থিতিতে সুজিতকুমারের পড়াশোনার খরচ রবীন্দ্রনাথই বহন করেন; ২৫ ভাদ্র [শনি 10 Sep] এ-বিষয়ে তিনি রথীন্দ্রনাথকে নির্দেশ দেন : 'আশ্বিন মাস থেকে ঠিক মাসের ৩রা তারিখের মধ্যে সুজিতের কলেজের খরচ প্রভৃতির জন্যে তাকে ৩৫ টাকা করে পাঠাতে হবে।'[১০৭]

২৬ আশ্বিন [বৃহ 13 Oct] বিজয়ার দিন রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, আশ্রমের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও হীরালাল সেন প্রভৃতিকে নিয়ে শিলাইদহে আসেন। রবীন্দ্রজীবনী-কারের মাতা গিরিবালা দেবীকে এইদিন তিনি সেখান থেকে লেখেন :

> আমরা আজ শিলাইদহে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমাদের সঙ্গে জ্ঞান, হীরালাল ও অরুণ [?] আসিয়াছে। তাহারা কুষ্টিয়া নামিয়া খাওয়া দাওয়া করিতেছে—আমরা ষ্টীমারে করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। তাহাদের জন্য বোট রাখিয়া দিয়াছি। আকাশে ঘন মেঘ করিয়া আসিয়াছে—মাঝে মাঝে হাওয়াও দিতেছে। দুই একদিনের মধ্যেই একটা ঝড় আসিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।[১০৮]

রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করে এসেছিলেন, তার প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহকেই মনোনীত করেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> শিলাইদহে আমার নূতন জীবন শুরু হল—আমি যেন ইংলণ্ড-আমেরিকার পল্লী-অঞ্চলের একজন সম্পন্ন কৃষাণ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে খেত তৈরি হল, আমেরিকা থেকে আমদানি হয়ে এল ভুট্টার বীজ ও গৃহপালিত পশুর জাব খাবার মতো নানাবিধ ঘাসের বীজ। এ দেশের উপযোগী করে নানারকম লাঙল, ফলা ও কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি করা হল—এমন-কি, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য ছোটোখাটো একটি গবেষণাগারের পত্তন হল।[১০৯]

রবীন্দ্রনাথ এইখানে পুত্র ও পুত্রবধূর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। অসুস্থতা নিয়ে এসেছিলেন; ২ কার্তিক [বুধ 19 Oct] অজিতকুমারকে লেখেন : 'কিছুদিন থেকে আমার লিভারের বিকৃতি ঘটে আমাকে অসুস্থ করে তুলেছিল—এ রকম ইতিপূর্বে আমার আর কখনো ঘটেনি—তাই কিছুদিনের জন্য এখানে এসেছি। এসে ভাল বোধ হচ্চে। লিভারের সেই উৎপাতটা এখন আর বুঝতে পারচি নে।' কুঠিবাড়ির ছাদের উপর একটি ছোটো ঘর তৈরি হয়েছিল—সেখানেই তিনি আশ্রয় নেন। বর্ষণমুক্ত জ্যোতির্ময় আকাশের নীচে পদ্মার জলধারা ও সবুজ শস্যক্ষেত এবং তারই পাশে গ্রামের আলস্যমন্থর জীবনযাত্রা তাঁর মনে অবকাশের ভাব ঘনিয়ে তুলেছে। সেই মনোভাবের বিবরণ দিয়ে তিনি উল্লিখিত পত্রে অজিতকুমারকে লিখেছেন :

এই সমস্ত মিলে আমাকে এমনি ভিতরের দিকে টেনে নিচ্চে, এমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বুকের মাঝখানটাতে আকর্ষণ করচে সে আমি বলতে পারি নে, কি করব বল, আমার সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ করে দিয়েছে—আমার হাতের থেকে কলম কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—বই এবার আনিনি—তাতে খুব উপকার পেয়েছি—নিজের মধ্যে যে বিজনবিহারী আছে দায়ে পড়ে তার সঙ্গ এবং পরিচয় লাভ করচি—তার পেটে যে এত কথা আছে তা কেবল বই পড়ে পড়ে আমরা ভুলে যাই। ...

যাই হোক এখানে আমি বইহীনতার নির্জন দ্বীপে রবিনসন ক্রুসো হয়ে বসে আছি। পড়বার উপযুক্ত একখানি বই সঙ্গে ছিল সেটি দুদিনেই শেষ করেছি। বইটির নাম ফ্রম দি বটম আপ। পড়ে খুবই উপকার পেয়েছি। য়ুরোপের যেখানে মহত্ত্ব এবং আমাদের যেখানে দৈন্য এই বইটিতে সেই জায়গাটা খুব বড় করে দেখিয়ে দেয়। আইডিয়া জিনিষটা আমাদের মনের, কিন্তু বাইরেই তার সার্থকতা সেইখানেই সে সুন্দর, সেইখানেই সে প্রবল এই কথাটা আমাদের শিখতে হবে। ...আইডিয়াকে শক্তি আকারে পরিণত করবার যে সাধনা সেইটেকে আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়ে জাগ্রত করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে এই কথাটা ক'দিন ধরে বেলি আমার মনে আঘাত করচে।[১১০]

From the Bottom Up বইটি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল—বিদ্যালয়ের গণিত ও বাংলার অধ্যাপক কালিদাস বসু কবিরত্নকে [1888–1933] তিনি ৫ কার্তিক [শনি 22 Oct] বইটি সম্পর্কে প্রায় একই ভাষায় প্রশংসা করে লিখেছেন।[১১১]

বই ও লেখনীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন বলে অজিতকুমারকে লিখলেও, শীঘ্রই তাঁকে কলম তুলে নিতে হল। শারদোৎসব জাতীয় একটি নাটক লিখে দেবার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকেরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। সম্ভবত এই সময়েই একটি তারিখহীন পত্রে তিনি ক্ষিতিমোহনকে লিখেছেন : 'বীজ কিছুকাল মাটিতে পুঁতে রেখে দিতে হয় তবে অঙ্কুর বেরয়। আমার নাটকের বীজ এখন মনের তলাকার অন্ধকারে পুঁতা আছে—অঙ্কুর বেরলেই তার সঙ্গে লাগা যাবে—তার জন্যে উদ্বিগ্ন হবেন না।'[১১২] অবকাশে নিমগ্ন থাকার মধ্যেই সেই বীজ অঙ্কুরিত হল। খবরটি প্রথম পাওয়া যায় ১২ কার্তিক [শনি 29 Oct] বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী ইন্দুলেখা চৌধুরীকে লেখা পত্রে; 'শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকেরা আমাকে একটা নূতন নাটক লেখবার জন্যে ধরেছেন—তাই একটু একটু করে লিখি—লিখ্‌তে ইচ্ছা করে না—অধিকাংশ সময় চুপ করে বসেই কাটে।'[১১৩]

নূতন নাটক লেখার সংবাদ প্রবাসী-র সহ-সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছলে তিনি পত্রিকার জন্য লেখাটি চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বৃহস্পতিবার' [*3 Nov: ১৭ কার্তিক] তাঁকে লেখেন :

আমি এখানে একটা লেখাতে হাত দিয়েছি বটে কিন্তু সেটার উপর তোমরা চোখ দিলে চল্‌বেনা। জিনিষটি ছোট নাটক—শারদোৎসবের স্বজাতীয়—আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের অনুরোধে পড়ে লিখ্‌তে বসেছি। তাকে টুক্‌রো করে তোমাদের কাগজে দিলে কারো ভাল লাগ্‌বেনা। জিনিষটাও একটু অদ্ভুত রকমের হবে—কেউ বল্‌বে ভাল কেউবা বল্‌বে মন্দ এবং অনেকে হয়ত ভেবেই পাবেনা ভাল বল্‌বে কি মন্দ বল্‌বে। মোটের উপর বারো আনা লোক বল্‌বে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবুর সাহিত্যিক শক্তির হ্রাস হচ্চে। ...যাই হোক্ হঠাৎ যে জিনিষটাকে ঠিক ধরা যাবেনা তাকে মাসিকে দিলে তার আর দুর্গতির সীমা থাক্‌বেনা। তুমি ত দেখেইছ শারদোৎসবটাতে পাঠকদের কিরকম পীড়া উৎপাদন করেছে।[১১৪]

২৫ কার্তিক [শুক্র 11 Nov] তিনি চারুচন্দ্রকেই জানিয়েছেন : 'আমার নাটকটা আজ শেষ করেছি। আর একবার তুলি বুলোতে হবে।'[১১৫]

নাটকটি হল 'রাজা'। কৌতুক করে ২২ কার্তিক [মঙ্গল 8 Nov] নাটকটি সম্পর্কে ক্ষিতিমোহনকে লিখেছিলেন : 'মনে করিয়াছিলাম শিশিরোৎসব লিখিব—সময় এবং আমার বয়স অনুসারে সেইটেই সঙ্গত হইত কিন্তু বিধাতা পরিহাস করিয়া আমাকে বসন্তোৎসব লেখাইতেছেন'।[১১৬] ৩০ কার্তিক [বুধ 16 Nov] তিনি নাটকটি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে লিখলেন অজিতকুমারকে :

রীতিমত নাটক যাকে বলে তা নয়—শারদোৎসব জাতের জিনিসটা। গল্পের সূত্রটি সূক্ষ্ম। তারি দ্বারা কতকগুলি গান গাঁথা। একটি পুরাতন বৌদ্ধ গল্প নিয়ে সেটাকে রূপকে পরিণত করে এইটে লিখেছি। ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তা ঠিক করে বলতে পারিনে—কিন্তু প্রতিদিন এই যে কল্পনার সূত্র নিয়ে মন নির্জনে বসে ভাবের মালা গাঁথছিল তাতে এখানকার দিনগুলি আরো বেশি রাঙিয়ে উঠছিল—অন্তরে বাইরে যেন একটা প্রেমালাপের আদান-প্রদান চলছিল। লেখাটি শেষ করেছি—এখন সেটাকে কপি করার ছলে আবার সেটার উপর মন বুলিয়ে চলেছি। ইস্কুলে ফিরে গিয়ে সকলকে শোনাব—সকলেই তার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে—কিন্তু এতদিন পরে আমার শ্রোতার দলের মধ্যে একটা মস্ত অভাব অনুভব করতে হবে। ...শোনাবার আবেগ এখন আমার আর পূর্বের মত নেই—আমার মধ্যে সাহিত্যের স্রোতের বেগটা কেবলি অন্তঃশীলা হবার উপক্রম করচে তবু লেখার একটা প্রধান সুখ শোনানো, বই পড়তে দেওয়া নয়, সেটা এখনো অনুভব করি।[১১৭]

ড রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* [1882] থেকে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে 'মালিনী' নাটক ও 'কথা' কাব্যের অনেকগুলি কবিতার কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থেরই 'মহাবস্তু-অবদান'-এর অন্তর্গত 'The Story of Kusa' [pp. 142–44] অবলম্বনে 'রাজা' রচিত হল। এই গ্রন্থেই 110–11 পৃষ্ঠায় 'Kusa Jataka' অংশে কাহিনীটির একটি সংক্ষিপ্ত ভিন্ন রূপ আছে, রবীন্দ্রনাথ 'The Story of Kusa'-র বিস্তৃততর কাহিনীটি আশ্রয় করেছেন—144 পৃষ্ঠার মার্জিনে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে 'রাজা' লেখা দেখা যায়। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :

বারাণসীর রাজা ইক্ষাকুর বহু মহিষীর প্রধান ছিলেন অলিন্দা। কিন্তু রাজা পরিণত বয়সেও সন্তানলাভে অসমর্থ হওয়ায় জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শে পক্ষকালে তিনবার অন্তঃপুর উন্মুক্ত করে দেন। অলিন্দা ছাড়া আর সব রানীই এই সুযোগ কাজে লাগান। ইক্ষাকুর পিতৃব্যস্থানীয় একজন তখন ত্রয়স্ত্রিংশতম স্বর্গে ইন্দ্রত্ব পদে ছিলেন। ইক্ষাকুর লজ্জাজনক আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এক কদাকার ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে ইক্ষাকুর কাছে তাঁর এক রানীকে প্রার্থনা করেন। রাজা তাঁকে বেছে নেবার অনুমতি দিলে তিনি অলিন্দাকে পছন্দ করে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাসাদ থেকে দূরে একটি পুরোনো ভাঙা বাড়িতে টেনে নিয়ে যান। সেখানে অলিন্দাকে তাঁর পা ধুইয়ে দিতে ও নগ্ন হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেন। কিন্তু অলিন্দা কিছুতেই তাঁর কামনা তৃপ্ত করতে রাজি হলেন না। পরদিন ভোরে ইন্দ্র নিজমূর্তি ধারণ করে অলিন্দার আচরণে খুশি হয়ে তাঁকে একটি ঔষধ দিয়ে জল মিশিয়ে খেতে বলেন—এর ফলে তাঁর একটি সর্বগুণান্বিত পুত্র জন্মাবে, কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর কামনা পূর্ণ করেননি সেইজন্য পুত্রটি হবে কদাকার। অলিন্দা তাঁর স্বামীকে সব কথা বললে তিনি ঔষধটি সব রানীকে খাওয়াতে বলেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যাধিক্যের জন্য প্রত্যেকের ভাগে জোটে কুশাগ্রপরিমাণ ঔষধ। তাতেই রাজার পাঁচশত পুত্র জন্মাল, তিনি তাদের নামকরণ করলেন ইন্দ্রকুশ, দেবকুশ ইত্যাদি—কদাকার পুত্রটির নাম হল কুশ বা শুদ্ধকুশ। কিন্তু রাজা তাঁকে পছন্দ করতেন না ও নানাভাবে চেষ্টা করতেন উত্তরাধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে। কিন্তু কুশ নিজ বুদ্ধি ও শক্তির সাহায্যে তাঁর সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে রাজা হন।

কান্যকুব্জের রাজা মহেন্দ্রকের সুদর্শনা নামে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। কুশের রাজ্যাভিষেকের পর অলিন্দা এই কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ করেন। কান্যকুব্জে পাত্রের অনুপস্থিতিতেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অলিন্দা জানতেন, কুদর্শন স্বামীকে দেখলেই সুদর্শনা আত্মহত্যা করবেন। তাই তিনি কুলপ্রথার দোহাই দিয়ে মাটির নীচে একটি অন্ধকার গৃহ নির্মাণ করিয়ে সেখানেই নবদম্পতির মধুচন্দ্রিকা যাপনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সুদর্শনা তাঁর স্বামীকে দেখার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠেন, অলিন্দাকে অনুরোধ করেন আলোতে তাঁদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে। অলিন্দা তাঁর এক সতীনপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে কদাকার কুশকে রাখেন রাজছত্রধারী রূপে।

সুদর্শনা ছদ্মরাজাকে দেখে মুগ্ধ হন, কিন্তু রাজছত্রধারণের জন্য এক কুৎসিত ব্যক্তিকে মনোনীত করায় ঘৃণা ব্যক্ত করেন। একদিন রাজোদ্যানে ভ্রমণের সময়ে কুশকে দেখে তিনি দানব ভেবে পালিয়ে যান।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁর ভ্রম সংশোধিত হল। নগরীতে একটি বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটলে কেবলমাত্র রাজার চেষ্টাতেই করভোদ্যান রক্ষা পায়। সেই সময়ে লোকের মুখে শুধু তাঁরই কথা। তারা বলে, তিনি খুব কালো, বড়ো বড়ো লাল চোখ তাঁর ইত্যাদি। সুদর্শনা তখন তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। বিস্ময় এবং দুঃখের সঙ্গে তিনি জানলেন, উদ্যানের সেই দানবই তাঁর স্বামী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অলিন্দার কাছে কান্যকুব্জে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। সম্মতি পেয়েই তিনি নিজের লজ্জা গোপনের জন্য কান্যকুব্জ রওনা হলেন।

রাজা এই বিচ্ছেদ সইতে না পেরে তাঁর এক সৎভাইকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করে একটি বীণা হাতে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। কান্যকুব্জে পৌঁছে তাঁর প্রথম চেষ্টা হল তাঁর উপস্থিতির কথা সুদর্শনাকে জানানো। রন্ধনশিল্পে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে তিনি রাজার পাকশালায় নিযুক্ত হন। সেখানে একান্তে তিনি অবাধ্য স্ত্রীকে বশ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

এরমধ্যে সুদর্শনার স্বামী গৃহত্যাগের কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। কান্যকুব্জরাজের সাতজন সামন্ত তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তাঁদের প্রস্তাব রাজা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলে তাঁরা একজোট হয়ে রাজধানী দখলের জন্য অগ্রসর হলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে অবাধ্য কন্যাকে তিরস্কার করে বলেন, যুদ্ধে পরাস্ত হলে তিনি তাঁকে সাতটি টুকরো করে ঐ সাত বিদ্রোহীকে প্রদান করবেন। ভীত সুদর্শনা পাকশালায় তাঁর প্রায়-পরিত্যক্ত স্বামীর শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর পিতার পক্ষে যুদ্ধ করার কথা বলেন। কান্যকুব্জরাজ জামাতার উপস্থিতির কথা জেনে তাঁকে সমাদর প্রদর্শন করেন। একটি হাতির পিঠে চড়ে শত্রুদের সম্মুখীন হয়েই রাজা এমন একটি চীৎকার করলেন যে বিদ্রোহীরা ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। কুশের অনুরোধে কান্যকুব্জরাজ তাঁদের প্রত্যেককেই একটি করে কন্যা দান করেন। বশীভূতা স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে কুশ নিজের রাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে একটি নদীর স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত নিজের কুৎসিত রূপ দেখে দুঃখে ডুবে মরতে চাইলেন তিনি। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ইন্দ্র তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করে জ্যোতিরস নামক দুর্লভ রত্নখচিত একটি মালা দিয়ে বললেন, মালাটি পরলে তিনি পৃথিবীর সুন্দরতম পুরুষ হবেন, এটিকে কাপড়ে ঢাকা দিলে সৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়ে পূর্বরূপ প্রকাশ পাবে। কুশ রত্নটি ধারণ করলেন, স্বামীর দৈবরূপ দর্শন করে সুদর্শনা মুগ্ধ হলেন।

রবীন্দ্রভবনে 'রাজা' নাটকের দুটি পাণ্ডুলিপি আছে। প্রথমটি [Ms. 143] ফুল্‌স্‌ক্যাপ মাপের সাদা কাগজের খাতা, পৃষ্ঠাগুলি লম্বালম্বি আধাআধি ভাঁজ করে বাঁদিকের অর্ধে লেখা, সংযোজন হয়েছে ডানদিকের অর্ধে; মোট ৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৪৮ পৃষ্ঠা লিখিত। এইটিই প্রথম পাণ্ডুলিপি।

এই পাণ্ডুলিপিতে নাটকটির সূচনা অন্ধকার ঘরের দৃশ্য দিয়ে, কিন্তু দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি [Ms. 148]-তে ও প্রথম সংস্করণে এটি দ্বিতীয় দৃশ্যে পরিণত হয়—যদিও দ্বিতীয় সংস্করণে প্রাথমিক দৃশ্যবিন্যাস ফিরিয়ে আনা হয়। উক্ত সংস্করণে [12 Apr 1921: ৩০ চৈত্র ১৩২৭] 'লেখকের নিবেদন'-এ রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> এই "রাজা" প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া ছাপানো হইয়াছিল। হয়ত তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল।

অবশ্য দ্বিতীয় সংস্করণে অন্যান্য দৃশ্যগুলিব পারম্পর্য অপরিবর্তিত থেকেছে। সংযোজন-বর্জন-পরিবর্তন হয়েছে গানের ক্ষেত্রে। গানগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপির খালি পৃষ্ঠায় বা ফাঁকা জায়গায় এবং রাজা-র পাণ্ডুলিপিতে। প্রথম সংস্করণে মোট বাইশটি গান ছিল তার মধ্যে একটি গান পূর্ব-রচিত; দ্বিতীয় সংস্করণে একটি গান বাদ দিয়ে পূর্ব-রচিত একটি গান-সহ পাঁচটি গান সংযোজিত হয় :

[১] খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর দ্র গীত ২। ৩১৬; স্বর ৪২।

[২] এ যে মোর আবরণ দ্র গীত ১। ৭৪; স্বরলিপি নেই। পাণ্ডুলিপিতে সুর : হাম্বির।

[৩] কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে দ্র গীত ২। ৪০১; স্বর ৪২; গানটি গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে রচিত; রাজা-র পাণ্ডুলিপিতে গানটির শীর্ষে লেখা : 'সাহানা/ডেকেছেন/প্রিয়তম'।

[৪] আজি দখিন-দুয়ার খোলা দ্র গীত ২। ৫০৭–০৮; স্বর ৪২; গানটি গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে রচিত।

[৫] যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা দ্র গীত ৩। ৭৯৯; স্বরলিপি নেই। পাণ্ডুলিপিতে সুরের নির্দেশ আছে : 'যদি তোর/ডাক শুনে'।

[৬] আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে দ্র গীত ১। ২৪৭; স্বর ৪২

[৭] আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে দ্র গীত ১। ২১৬; স্বর ৪২; গানটি গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে রচিত।

[৮] তোরা যে যা বলিস ভাই দ্র গীত ২। ৩৪৩–৪৪; স্বর ৫৬; গানটি গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে রচিত।

[৯] আজি কমলমুকুলদল খুলিল দ্র গীত ২। ৫৩৫; স্বর ৩৬; গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে গানটির নীচে লেখা : 'শিলাইদা/১৩১৭'।

[১০] মোদের কিছু নাই রে নাই দ্র গীত ২। ৫৯৭–৯৮; স্বর ৪২; গানটি গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে রচিত, গানটির নীচে সুরের নির্দেশ আছে : 'এত প্রেম আশা সে যে/প্রাণের তিয়াষা'—সংক্ষেপে এই উল্লেখটি রাজা-র পাণ্ডুলিপিতেও পাওয়া যায়।

[১১] মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে দ্র গীত ২। ৫৪৫–৪৬; স্বর ৪২; গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে প্রথম রচিত পাঠটি ছিল : 'হৃদি মাঝে কে যে নাচে'।

[১২] বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে দ্র গীত ২। ৫০৮; স্বর ৪২; রাজা-র পাণ্ডুলিপিতে নির্দেশিত রাগিণী : বাহার।

[১৩] বিরহ মধুর হল আজি দ্র গীত ২। ৩৭৬; স্বর ৩৬; গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে গানটি লেখা হয়, সেখানে রচনার স্থান-কাল : শিলাইদহ/১৩১৭ অগ্রহায়ণ; রাজা-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 143] গানটি নেই, এর জায়গায় পূর্ব-রচিত 'আজি [এই] গন্ধবিধুর সমীরণে' গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল—দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতেও [Ms. 148] পুরো গানটি লিখে কেটে দিয়ে 'বিরহ মধুর হল আজি' সংযোজিত হয়।

[১৪] যা ছিল কালো ধলো দ্র গীত ২। ৩০৭; স্বর ৪২; রাজা-র পাণ্ডুলিপিতে সুরের নির্দেশ দিয়ে লেখা : 'কত কাল এমনি ভাবে/এমন/সুখের আশে/দেশবিদেশে/ঘুরে মরি &/ তবু হলনা &c'।

[১৫] আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা দ্র গীত ২। ৩০৭; স্বর ৪২।

[১৬] আমার সকল নিয়ে বসে আছি দ্র গীত ২। ৩০৭; স্বর ৪২; পাণ্ডুলিপিতে সুর-নির্দেশ : 'নিমেষের তরে'।

[১৭] আমার ঘুর লেগেছে—তাধিন তাধিন দ্র গীত ২। ৫৪৬; স্বরলিপি নেই; পাণ্ডুলিপিতে সুর-নির্দেশ : 'সংসারে মন দিয়েছিনু/সুখ বলে দুখ &c'।

[১৮] পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে দ্র গীত ২। ৫৩৫–৩৬; স্বর ৩৬; গানটি পূর্ব-রচিত, রাজা-র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে গানটি লিখে কেটে দেওয়া হয়েছিল।

[১৯] আমি রূপে তোমায় ভোলাব না দ্র গীত ২। ৩০৭; স্বর ৪২; পাণ্ডুলিপিতে সুর-নির্দেশ : 'শিশুকাল হতে'। গানটি প্রথম সংস্করণে ছিল না।

[২০] ভয়েরে মোর আঘাত করো দ্র গীত ১। ৯৭–৯৮; স্বরলিপি নেই; পাণ্ডুলিপিতে সুর-নির্দেশ : সারং। রাজা-র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে গানটি বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত ও 'আমারে তুমি কিসের ছলে' গানটি সংযোজিত হয়—প্রথম সংস্করণে এই গানটিই ছিল [পৃ ৭৭], দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম পাণ্ডুলিপির অনুসরণে 'ভয়েরে মোর...' গানটি ফিরিয়ে আনা হয়।

[২১] আমি তোমার প্রেমে হব সবার দ্র গীত ২। ৩০৭–০৮; স্বর ৬২।

[২২] আমি কেবল তোমার দাসী দ্র গীত ২। ৪১৬; স্বরলিপি নেই। পাণ্ডুলিপিতে সুর-নির্দেশ : 'পাশে এসে বসেছিল'। রাজা-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রচিত গানটি দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে বর্জিত হয়, সুতরাং প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়নি—দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়। গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে গানটির একটি পাঠান্তর চোখে পড়ে : 'আমি অধম অবিশ্বাসী' [দ্র সংযোজন ১১। ৩০০, ৬-সংখ্যক]—এটি সম্ভবত অগ্র ১৩১৭-তে রাজা-র প্রেসকপি প্রস্তুতের সময়ে লেখা, 'আমি কেবল তোমার দাসী' গানটির সংস্কার করে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার প্রয়াসে রচিত, কিন্তু পছন্দ না হওয়ায় দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে এটিকে স্থান দেননি।

[২৩] এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে দ্র গীত ১। ৪৩; স্বরলিপি নেই।

[২৪] আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে দ্র গীত ২। ৫০০–০২; স্বর ৩৮; পূর্ব-রচিত এই গানটি রাজা-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে থাকলেও প্রথম সংস্করণে গৃহীত হয়নি, দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হয়। প্রথম সংস্করণে এই জায়গায় 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি' পূর্বোল্লিখিত গানটি ছিল।

[২৫] অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে দ্র গীত ১। ৩৯; স্বরলিপি নেই; পাণ্ডুলিপিতে সুর-নির্দেশ : 'সুরট/কোথা হতে জাগে'। রাজা-র প্রথম সংস্করণে নেই।

[২৬] ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান দ্র গীত ১। ১১৬; স্বর ৪২।

রাজা নাটকের সংস্কারসাধন ও প্রেসকপি প্রস্তুতের সময়ে অগ্রহায়ণ মাসে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ 'বিরহ মধুর হল আজি' গানটি রচনা করেছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। গানটি গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে রচিত। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে একই স্থান-কাল-চিহ্নিত আরও দুটি গান পাওয়া যায় :

আমারে তুমি কিসের ছলে দ্র গীত ১। ৪০–৪১; স্বরলিপি নেই। আমরা আগেই বলেছি, এটি 'ভয়েরে মোর আঘাত করো' গানের পরিবর্তে প্রথম সংস্করণের ৮ম দৃশ্যে সুরঙ্গমার গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। রাজা-র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে গানটির সুর-নির্দেশ : 'বিদায় করেছ যারে'।

আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে দ্র গীত ১। ১১৬; স্বর ৩৭, বেহাগ-কাওয়ালি; সংযোজন ১১। ২৯৯ [৫]।

এই দুটি গান স্থান-কাল-চিহ্নিত; কিন্তু গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে আরও দুটি গান পাওয়া যায়, যেগুলি আমাদের মতে এই সময়েই রচিত। এদের মধ্যে 'আমি অধম অবিশ্বাসী' গানটির উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি, আরেকটি হল :

যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে দ্র গীত ১। ৩৮; স্বর ৩৬, রামকেলী-দাদরা; সংযোজন ১১। ৩০০ [৭]; গানটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ১৯৫।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী, 'রাজা' প্রকাশিত হয় 6 Jan 1911 [শুক্র ২২ পৌষ] তারিখে। প্রেসকপি প্রস্তুত করার সময়েই রবীন্দ্রনাথ একাধিক কিস্তিতে কপি মুদ্রাকরের [? মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়] কাছে প্রেরণ করছিলেন। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির [Ms. 148] ১৩/41 পৃষ্ঠার উপরে তিনি লিখে রেখেছেন : '১২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত/কাপি পাঠান/হইল'। পাণ্ডুলিপিটির ১৫ থেকে ৩৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সম্ভবত এই কারণেই হারিয়ে গেছে।

'রাজা' নাটকের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ দেওয়া হল : রাজা/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ মূল্য আনা

[পরপৃষ্ঠায় :] প্রকাশক/শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র/ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস/২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/কান্তিক প্রেস/২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২২৮; মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০।

নাটকটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে অতৃপ্তি ছিল। তাই দ্বিতীয় সংস্করণে [12 Apr 1921: ৩০ চৈত্র ১৩২৭] তিনি প্রথম পাণ্ডুলিপির পাঠটি অনুসরণ করেন। বর্তমানে এই পাঠটিই প্রচলিত আছে। কিন্তু তার আগেই তিনি নাটকটি 'অরূপ রতন' [মাঘ ১৩২৬ : 1920] নামে পরিবর্তিত করে লেখেন : 'এই নাট্য-রূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।' ১৩৪২ বঙ্গাব্দে এটি পুনঃপরিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশরূপ লাভ করে। আবার এই নাট্যকাহিনীই ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'শাপমোচন' নামে নৃত্যনাট্যের রূপ পায় বিভিন্ন অভিনয়ে গান ও পাঠ্যাংশের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল।

কার্তিক মাসে রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্র রচনা সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৭ [১০।৭] :

১—৪ 'মাতৃশ্রাদ্ধ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৮৬—৯১

অগ্রহায়ণ মাসে তাঁর নিজস্ব রচনা কোনো সাময়িকপত্রে মুদ্রিত না হলেও প্রকাশিত কিছু রচনা অন্য কারণে উল্লেখযোগ্য :

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, অগ্র ১৩১৭ [১০।৩] :

৪৭—৪৮ সিন্ধুড়া-ঝাঁপতাল। কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে দ্র স্বর ২৬

৪৯—৫০ সাহানা-কাওয়ালি। আজ বুঝি আইল প্রিয়তম দ্র ঐ ২৫

দুটি গানেরই স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন।

প্রবাসী, অগ্র ১৩১৭ [১০।৮] :

১৩২—৩৪ 'সূফীমত'/শ্রীঃ—

১৩৪–৩৬ 'জৈনধর্ম্ম-তত্ত্ব'/শ্রীঃ—

'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগের অন্তর্গত এই দুটি রচনা যথাক্রমে হেমলতা দেবী ও মীরা দেবীর লেখা। কিন্তু সংশোধন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এগুলিতে এত বেশি পরিবর্তন করেন যে, তিনি নিজেই 'তাদের নাম দেওয়া নিতান্ত অন্যায় হবে মনে করে এ দুটিকে বিনা নামে চালাতে ইচ্ছা' করে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্র লেখেন।[১১৮]

প্রবাসী-র বর্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'কি সুর বাজে আমার প্রাণে/আমি জানি আমার মনই জানে' ছত্র দুটি অবলম্বনে অসিতকুমার হালদার-অঙ্কিত একটি ত্রিবর্ণ চিত্র মুদ্রিত হয়। ভারতী-র বর্তমান সংখ্যায় 'বঙ্গবীর' কবিতাটির কয়েকটি ছত্র অবলম্বনে যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়।

The Modern Review, Dec 1910 [Vol. VIII, No. 12]:

628–32 'The Philosophy of Indian History'

রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' [দ্র বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩০৯। ২২১–৩৬; ভারতবর্ষ ৪। ৩৭৭–৮৭] প্রবন্ধটি S.D. Varma ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শন-এরই আশ্বিন-সংখ্যায় মুদ্রিত 'শকুন্তলা' প্রবন্ধের অজানা অনুবাদক-কৃত ইংরেজি অনুবাদ 'The Sakuntala/A Review' *New India* [11 Dec-18 Dec 1901] পত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে রবীন্দ্র-চিন্তার সঙ্গে অবাঙালি পাঠকের পরিচয় সাধন করেছিল। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে বর্তমান অনুবাদটিকে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান দিতে পারি। অনুবাদকের পরিচয়টি অবশ্য জানা যায়নি। উক্ত প্রবন্ধটির কিছু-কিছু বক্তব্যের সমালোচনা করে লক্ষ্ণৌ থেকে নরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র 24 Jan 1911 একটি পত্র লেখেন ও সেটি 'Babu Rabindra Nath Tagore on the Philosophy of Indian History' [pp. 198–99) নামে মর্ডান রিভিয়্যু-র Feb 1911-সংখ্যায় 'Comment and Criticism' বিভাগে মুদ্রিত হয়। প্রত্যুত্তরে সম্পাদক রামানন্দ Aug 1910-সংখ্যায় মুদ্রিত Myron H. Phelpsকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেন [p. 199]।

পৌষ মাসেও রবীন্দ্রনাথের কোনো নূতন রচনা সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়নি। কেবল তাঁর 'পোস্টমাস্টার' [দ্র হিতবাদী ১২৯৮; গল্পগুচ্ছ ১৫। ৪১১–১৭] গল্পটির দেবেন্দ্রনাথ মিত্র-কৃত ইংরেজি অনুবাদ Jan 1911 [Vol. IX, No. 1]-সংখ্যা *The Modem Review*-এ মুদ্রিত হয় [pp. 36–39]। অনুবাদটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এইটি পাঠ করেই ইংরেজ শিল্পী উইলিয়াম রোটেনস্টাইন প্রথম রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হন।

প্রায় ছ'সপ্তাহ শিলাইদহে কাটিয়ে ৭ অগ্র [বুধ 23 Nov] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইদিনই বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র, ভৃত্য উমাচরণ প্রভৃতিকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। তার আগে বালিগঞ্জ ও পার্শিবাগানও ঘুরে আসেন। ৯ অগ্র [শুক্র 25 Nov] তিনি কাদম্বিনী দত্তকে লেখেন : 'কাল বোলপুরে ফিরিয়া আসিয়াছি। বিদ্যালয় খুলিয়াছে এখানকার কাজ আরম্ভ হইয়াছে—এখন কিছুদিন আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইবে।'[১১৯] *From The Bottom Up* বইটি পড়ার পর থেকেই তিনি 'আইডিয়াকে শক্তি আকারে পরিণত করবার যে সাধনা সেইটেকে আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়ে জাগ্রত করে তোলবার চেষ্টা' করার কথা ভাবছিলেন। পূজাবকাশের সময়ে ভিতরের ও বাইরের নানা বিরোধিতা ও অব্যবস্থার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু এর জন্য মানসিক পীড়নও অনুভব করছিলেন। ২ কার্তিক [19 Oct] প্রবাসী অজিতকুমারকে লেখেন : 'মেয়ে বিদ্যালয় উঠে গেছে কিন্তু

তার বেদনা আমার মন থেকে কিছুতে যাচ্ছে না। এক একবার মনে করচি সেই বিদ্যালয়টাকে আর কোনো একটা অনুকূল জায়গায় গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। দেশে যার প্রয়োজন আছে তাকে সহজে ত্যাগ করা চলে না।'[১২০] ১২ কার্তিক [29 Oct] অন্যতমা ছাত্রী ইন্দুলেখা চৌধুরীকে আশ্বাস দিয়ে লেখেন : 'তোমাদের জন্যে আমার মন ব্যথিত আছে সে তোমরা জান, যদি পেরে উঠি তবে আবার তোমাদের কাছে আনবার ব্যবস্থা করব।'[১২১] এটি নিছক আশ্বাস ছিল না, সেকথা জানা যায় ২২ কার্তিক [8 Nov] ক্ষিতিমোহনকে লেখা পত্রে : 'এখানে কন্যা বিদ্যালয় খুলিবার জন্য রথীর সঙ্গে কথা চলিতেছে। স্থানাভাব আছে—একটা কাছারির ঘর প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে, সেইটি হইলে তবে এখানে জায়গা হইবে। ইতিমধ্যে ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী আসিয়া পৌঁছিবেন। তিনি আমেরিকা ছাড়িয়াছেন—যাহা হউক্ আপনার সঙ্গে আর একবার পরামর্শ করিতে হইবে—অনেক আলোচ্য বিষয় আছে।'[১২২] শিলাইদহে প্রতিমা দেবী ও মীরা দেবী বাস করছিলেন, তাঁদের শিক্ষয়িত্রী ও সঙ্গিনী হিসেবে মিস বুর্ডেট আসছিলেন—এই সুযোগটিকে রবীন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের কাজে ব্যবহার করতে চাইলেন, কিন্তু সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি।

কাদম্বিনী দত্তকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'এখন কিছুদিন আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইবে'; ১৭ অগ্র [শনি 3 Dec] সুশীলকুমার গুপ্তকে লিখেছেন : 'ছুটির পরে এখন অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।'[১২৩] রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন, এই ব্যস্ততা বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন-সংক্রান্ত [দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩০৭–০৯]।

বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত থাকার সময়েই তাঁকে বাইরের সমস্যারও মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিছুদিন আগে কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকায় তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের সংবাদ রটনা করা হয়েছিল। ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্পর্কেও নানাবিধ সত্য-মিথ্যা সংবাদ পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হত, পত্রিকাগুলির ফাইল বিলুপ্ত হওয়ায় সমালোচনার প্রকৃতিটি কেমন ছিল জানা শক্ত। হয়তো এরই প্রতিক্রিয়ায় 28 Oct [শুক্র ১১ কার্তিক]-সংখ্যা বেঙ্গলী-তে 'Bolpur Brahmacharyasram' শীর্ষক দেড় কলম-ব্যাপী একটি সুদীর্ঘ প্রশস্তি মুদ্রিত হয়। কাশীর সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী গ্রীষ্মবকাশের শেষে কর্মস্থলে ফেরার সময়ে কয়েকঘণ্টার জন্য শান্তিনিকেতনে এসে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিদর্শন করেন; তাঁর ইতিবাচক অভিজ্ঞতার বিবরণ তিনি 'বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়' [দ্র প্রবাসী, অগ্র। ১২৬–৩১] প্রবন্ধে ব্যক্ত করেন।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে অনুমিত হয়, বিরোধী পত্রিকাগুলিতে তাঁর ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে যে নিন্দা প্রকাশিত হচ্ছিল, দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন তার মূলে। ১৩ অগ্র [মঙ্গল 29 Nov] তিনি লেখেন :

> আপনি এতকাল আমার যে নিন্দাবাদ করিয়া আসিয়াছেন তাহা আমি নিরুত্তরে শিরোধার্য্য করিয়াছি।
>
> আজ করজোড়ে আপনার নিকট একটি কথা নিবেদন করিব—আপনি বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং সকল বাঙালীর সহিত যোগ দিয়া আমিও আপনাকে শ্রদ্ধা করিতেই ইচ্ছা করি—আপনি এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচার করিতেছেন তাহা সমূলক হইলেও আপনার পক্ষে অশোভন হইত কিন্তু অমূলক কুৎসাবাদের দ্বারা আপনি নিজেকেই লাঞ্ছিত করিতেছেন।
>
> আমার দ্বারা আপনার যে সকল অনিষ্ট আপনি কল্পনা করিয়াছেন অন্তর্যামী জানেন আমি সে সম্বন্ধে নির্দ্দোষ। তৎসত্ত্বেও আমি আপনার চরণে ধরিয়া মিনতি করিতেছি আমাকে ক্ষমা করিবার চেষ্টা করিবেন—হৃদয়ের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দাহ এতদিন ধরিয়া এমন করিয়া পোষণ করিয়া রাখিবেন না—ইহাতে আপনি দুঃখই পাইতেছেন। ...আমি রাগ করিয়া আপনার সঙ্গে বিবাদ করিব না—আমি নত হইয়া আপনার বিচার গ্রহণ করিব—কিন্তু করজোড়ে এই নিবেদন যে, মনে সেইটুকু দয়া রাখিবেন যাহাতে সুবিচার করিতে পারেন।[১২৪]

দীনেশচন্দ্র এই পত্রের নিশ্চয়ই কোনো আশ্বাসজনক উত্তর পাঠিয়েছিলেন, প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি তারিখ-হীন পত্রে লেখেন :

যে জিনিষটা ঢুকে গেছে তাকে নিঃশেষে বিদায় দেওয়াই ভাল। আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন যে কথাটা আলোচনা করা গেছে সেটাকে আমি শেষ করে দিয়েছি আমি তা মনে রাখব না এবং কারো মনে তুলব না। আপনি না বললেও আমি কখনই অরুণকে এসব কথা বলতুম না।

আপনাকে তীব্র বাক্যের দ্বারা যা কিছু বেদনা দিয়েছি তা মনে রাখবেন না—দেনাপাওনা শোধ হয়ে গেছে ভালই হয়েছে।[১২৪]

অরুণচন্দ্র ৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনে আসবেন, সেকথা রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রের পত্রেই জেনেছিলেন। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ও পত্রব্যবহার অব্যাহত ছিল, কিন্তু দীনেশচন্দ্র দীর্ঘকাল রবীন্দ্র-বিরোধিতার সুযোগ ত্যাগ করেননি।

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ম্যানচেস্টার বৃত্তি লাভ করে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য কলম্বো থেকে R.M.S. Otway জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করেন 8 Sep [বৃহ ২৩ ভাদ্র]। আমরা আগেই বলেছি, তাঁর পরিবার ও বিবাহকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কিছু অবনতি ঘটে। এর মধ্যে অজিতকুমারের বিলাতযাত্রা সেদিক দিয়ে সুফলপ্রসূ হয়। লাবণ্যলেখা তখন অন্তঃসত্ত্বা—তাঁর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি উদ্বিগ্ন থেকেছেন। ১ আশ্বিন [রবি 18 Sep] তাঁকে লেখেন : 'আশা করি তুমি মনকে সুস্থ ও প্রসন্ন রাখতে পারচ। তোমার এই অবস্থায় তুমি যদি চিত্তকে সর্ব্বদা উদারভাবে নিবিষ্ট করতে পার এবং চিন্তাকে ভগবানের প্রসন্নতার জ্যোতির মধ্যে নিমগ্ন করে রাখ্‌তে পার তাহলে সেটা সকল দিক থেকে পরম হিতকর হবে একথা নিশ্চয় জেনো।'[১২৫] পূজাবকাশের কিছু পূর্বে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন, রবীন্দ্রনাথ সুযোগটিকে কাজে লাগান ভুল-বোঝাবুঝির অবসানে। ১৭ আশ্বিন [মঙ্গল 18 Oct] রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লেখেন : 'কয়েকদিন হল লাবণ্য আশ্রমে এসেছে। ছুটি হয়ে গেলে এখানকার মেয়ে বিভাগটি সে জুড়ে থাক্‌তে পারবে কোনো অসুবিধা হবেনা। ...কাল সন্ধ্যার সময় লাবণ্যর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। কিছুদিন থেকে ছোট বড় সত্য মিথ্যা নানান্ কারণ থেকে মনের মধ্যে কতকগুলা আবর্জ্জনা জমে উঠেছিল। লাবণ্য সেটা অনুভব করেছে এবং তার থেকে আঘাতও পেয়েছে। কাল সেই কথাটা নিয়েই তার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'[১২৫] কিন্তু ৩ কার্তিক [বৃহ 20 Oct] লাবণ্যলেখাকে লিখিত তাঁর পত্রের সুর কিছুটা তিক্ত : 'সন্তোষ লিখেছে সে তোমাকে পড়াচ্ছে। কিন্তু এরকম খাপছাড়া করে পড়া নিতান্তই সময়ের অপব্যয়—ভাষা শেখা অমন করে কখনই হয় না—আর মাস দেড়েক পরে যখন তোমার পড়া চলবেনা তখন মিথ্যা সময় নষ্ট কোরো না।'[১২৫] শান্তিনিকেতনে নারী-পুরুষের নৈকট্য অজিতকুমার-লাবণ্যলেখার অসবর্ণ বিবাহের কারণ ও বিভিন্ন অসামাজিক আচরণকে প্রশ্রয় দেয়, সম্ভবত এইরূপ কোনো অভিযোগ পত্র-পত্রিকাতে আলোচিত হচ্ছিল—রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেইজন্যই এইরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন। উত্তেজনা প্রশমিত হলে তাই ২ অগ্র [শুক্র 18 Nov] তাঁকেই লিখেছেন : 'সেই চিঠির ব্যাপারে তুমি মনকে কিছুমাত্র চঞ্চল কোরো না। এ সকল ক্ষুদ্র ব্যাপারের স্বাভাবিক পরমায়ু অতি অল্প আমরাই অনাবশ্যক আলোচনা দ্বারা তাদের বাঁচিয়ে রাখি।'[১২৫]

অজিতকুমার ইংলণ্ডে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আর্থিক দায়িত্বও কিছুটা বহন করেছিলেন। তাঁর ভ্রাতা সুজিতকুমারের কলকাতায় থেকে পড়াশোনার জন্য তিনি মাসিক ৩৫ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। অজিতকুমারকেও তিনি বিভিন্ন অঙ্কের টাকা পাঠিয়েছেন। ৩০ কার্তিক [16 Nov] তাঁকে লিখেছেন : 'তোমার প্রথম চিঠি পেয়েই বুঝেছিলুম তোমার হাতে টাকাকড়ি কিছুই বাকি নেই সেই জন্যে সেই সপ্তাহেই পাঁচ পাউণ্ড কুকের দ্বারা পাঠিয়েছিলুম...গরম কাপড় যেমন দরকার তৈরি করিয়ে নিয়ো।'[১২৬] পরে

আরও ৩০ পাউণ্ড পাঠিয়ে ১২ অগ্র [28 Nov] লেখেন : 'তোমার হাতে এখন যে ৩০ পাউণ্ড বাকি রইল সেটা আপাতত ব্যাঙ্কে জমা করে রেখে দিও—কেন না যদি হঠাৎ দেশে ফিরে আসবার কোনো গুরুতর প্রয়োজন ঘটে তাহলে অর্থাভাবে মুস্কিলে পড়তে পার।'[১২৭] এজন্য নিজেকে ঋণী ভেবে সংকুচিত হতে নিষেধ করে পূর্বপত্রেই লিখেছিলেন : 'তোমার মধ্যে যদি কোনো শক্তি থাকে তবে সে শক্তি সফল করে তোলবার যে দায় সে কেবল তোমার নয়—সে আমারও। এ কথাটা যদি সত্য না হবে তাহলে পৃথিবীতে নিজের কাজ করা ছাড়া অন্য কারো কাজ করার কোনো অর্থই থাকে না। যে পথে তোমার যথার্থ উন্নতি হতে পারে সে পথে যদি তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারি তাহলে সে লাভ আমার। তুমি যখন সেখানকার সঞ্চয় পরিপূর্ণ করে ফিরে আসবে তখন সেইটেই আমার পক্ষে কত আনন্দের বিষয় হবে তা নিশ্চয়ই তুমি জান। ...অতএব ঋণ শোধের কথা তুমি মনে ভেবো না এবং আমার কাছে উত্থাপন কোরো না।'

কিন্তু ইংলণ্ডে পৌঁছবার কিছুদিনের মধ্যেই অজিতকুমার উদরপীড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন—ডাক্তারেরা ক্ষয়রোগ সন্দেহ করেন। দেশে ফিরে আসছেন একথা জানানোর পরেও তিনি ইংলণ্ডে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ আনন্দিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন; ৩০ কার্তিক [16 Nov] তাঁকে লেখেন : 'দুদিন হল তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে জানা গেল থেকে যাওয়াই স্থির করেছ। সে খবরটাতে আমরা সবাই খুসি হয়েছি। কিন্তু তোমার শরীরের অবস্থাটা কি রকম সে সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত নিরুদ্বিগ্ন হতে পারচি নে।' অজিতকুমার অবশ্য অক্সফোর্ডে ম্যানচেস্টার কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিদেশী বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করে শুনিয়ে তাঁর প্রতিভার প্রচার করতে শুরু করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের আবহাওয়া তাঁর সহ্য হয়নি। তিন বৎসরের বৃত্তি নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন, তিন মাস পরেই তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে মিস বুর্ডেট শিলাইদহে পৌঁছে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন পত্রে মীরা দেবীকে লিখেছেন : 'তোদের আমেরিকান বন্ধুটি কি রকম হল—তার সঙ্গে তোদের কি রকম ভাবে কথাবার্ত্তা খেলাধূলো আমোদপ্রমোদ চলাফেরা চল্‌চে সব আনুপূর্ব্বিক লিখিস্‌। ...মিস্‌ বুর্ডেটের কাছে তুই ইংরেজি সাহিত্যটা যথাসম্ভব ভালো করে পড়ে নিস্‌।'[১২৮] *6 Dec [মঙ্গল ২০ অগ্র] প্রতিমা দেবীকে লেখা পত্রে 'বিদ্যে, তাঁর পেটে যা কিছু আছে সমস্ত তাড়াতাড়ি আদায় করে' নেবার ফর্দটি কিঞ্চিৎ বড়ো : 'মিস্‌ বুর্ডেটকে ত শুধু ভাল লাগ্‌লে হবে না তাঁকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি যদি শেলাই জানেন হয় তাহলে তাঁর কাছ থেকে ভাল করে শেলাই শিখে নিয়ো—কেবল সৌখীন শেলাই নয়—জামা কাপড় প্রভৃতি কাট্‌তে শেখা চাই। সেলাই শেখা উপলক্ষ্যে খানিকটা ইংরাজি কথা কওয়ার অভ্যাস সুরু হবে। ...মীরা ওঁকে বাংলা শেখাবার ভার নিতে পারে। ...আমি যখন যাব তখন দেখব তোমাদের খুব ইংরিজি কথা হুহুঃ শব্দে চলছে।'[১২৯] ইংলণ্ডে ডাঃ স্কটের বাড়িতে থাকার সময়ে মেয়েদের জীবনযাত্রার যে চিত্রটি তিনি দেখেছিলেন, নিজের পরিবারেও তা প্রবর্তনে তিনি উৎসাহী ছিলেন। মিস্‌ বুর্ডেটের মনোরঞ্জনের আয়োজন করার দিকে নজর রাখার কথা তিনি উভয়কেই লিখেছেন।

মীরা দেবীকে লেখা চিঠিটিতে কিঞ্চিৎ আশ্রম-সংবাদও আছে : 'এখানে এবার মেয়ে বিদ্যালয় নেই। মেয়েদের মধ্যে কালীমোহনের স্ত্রী এবং বিপিনের বউ হচ্ছে নতুন আমদানী—ডাক্তারের স্ত্রী ত পূর্ব্বেই ছিল।

অজিতের মা লাবণ্যর কাছে ঢাকায় চলে গেছেন।' আর-একটি চিঠিতে লিখেছেন : 'কালীমোহনের স্ত্রী বেশ ভালমানুষ—রোগীদের পথ্য প্রভৃতি তৈরির ভার সে এবং ডাক্তারের স্ত্রী নিয়েছে, সঙ্গে বিপিনের বৌ আছে—কিন্তু বিপিনের বৌ কোন কাজই করতে জানে না—এমন কি পান সাজতেও না—তোর সখীর পদ যদি খালি থাকে ওকে পাঠাতে পারি।' কালীমোহন ঘোষ তাঁর স্ত্রী মনোরমা ও শিশুপুত্র শান্তিময় [শান্তিদেব, জন্ম : ২৪ বৈশাখ ১৩১৭ শনি 7 May 1910]কে এর কিছুদিন পূর্বে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছিলেন।

এবার ৭ পৌষ [বৃহ 22 Dec] শান্তিনিকেতনে বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব খুব সমারোহসহকারে পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লিখেছিলেন : '৭ই পৌষ কাছে আস্‌চে—তাই নিয়ে ব্যস্ত আছি। দু বেলা আমাকে বল্‌তে হবে। এবারে গান এখানকার ছেলেরাই করবে—কলকাতা থেকে গাইয়ে আস্‌বে না।'

এই উৎসবে অনেক বিশিষ্ট অতিথির সমাগম হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী-তে লিখিত হয় : 'এবারকার উৎসবে বাঁকীপুর হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় ও শিলঙ হইতে জনৈকা ব্রাহ্ম মহিলা ও দুইজন ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়াছিলেন। এছাড়া কলিকাতা হইতেও অনেক বন্ধু ও উপাসক আগমন করিয়াছিলেন।' ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা প্রকাশচন্দ্র বিবৃত 'অঘোরপ্রকাশ' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন ও বইটির নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তার দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৫। ৪০৯]। বইটি ১৩১৪-তে প্রকাশিত হলেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে আমরা এর একটি কপি দেখেছি, তাতে 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রকাশচন্দ্র [শান্তিনিকেতন—১৯১০]' পরিচয়-সহ একটি আলোকচিত্র আছে—সেটি এই সময়েই গৃহীত হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী-তে 'আশ্রমবিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র'-লিখিত পৌষোৎসবের একটি বিস্তীর্ণ বিবরণ মুদ্রিত হয়। প্রাতঃকালীন উপাসনার বিবরণটি এইরূপ :

> এবার ৭ই পৌষে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অন্যান্য দিন অপেক্ষা কিছু প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া উপাসনা মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ...প্রাতের উপাসনায় যে সকল গান গীত হইবে তাহা ছাপান ছিল; তাহাই মন্দির-দ্বারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একখানি করিয়া দেওয়া হইল। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিলেন।
>
> মন্দিরের ভিতর স্থানাভাব হওয়ায় অনেকে বাহিরে বসিলেন। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ অর্চ্চনার পর উদ্বোধন করিলেন। তিনি যে অভয় বাণীতে উৎসবক্ষেত্রে সমগ্র মানবকে আহ্বান করিলেন তাহাতে মন নির্ভয় হইল। এবার উপাসনার সমস্ত সঙ্গীতগুলিই আশ্রম-বিদ্যালয়ের সুকণ্ঠ বালকবৃন্দের দ্বারা গীত হইয়াছিল। ...
>
> প্রথম সঙ্গীতের পর এবং স্বাধ্যায়ের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী হইতে একটি গান গাহিলেন। সঙ্গীতটি যেন উৎসব-উৎসকে একেবারে খুলিয়া দিল। ইহার পর আশ্রমের বালকবৃন্দ কয়েকটি মনোরম সঙ্গীত গান করিলেন। সেগুলি সমস্তই ঐ ভক্ত কবির নব-রচিত। সঙ্গীতের পর রবীন্দ্রনাথ একটি লিখিত উপদেশ পাঠ করেন। "বাজে বাজে জীবন-বীণা বাজে"—এই জীবন-বীণার সুরে সেদিনকার প্রত্যেক উপাসকের হৃদয়তন্ত্রী কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। উপদেশ পাঠের পর বালকগণ সুমধুর কণ্ঠে শেষ কয়েকটি সঙ্গীত গান করিলেন।[১৩০]

প্রত্যেক বছরই 'গানের কাগজ' ছাপা হত, এগুলি পাওয়া গেলে কোন্ গানগুলি গাওয়া হয়েছিল তা জানা যেত।

রবীন্দ্রনাথ-পঠিত উপদেশটির নাম 'জাগরণ' [দ্র প্রবাসী, মাঘ। ৪৫০–৫৬; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৬৭–৭২; শান্তিনিকেতন ১৫। ৫০৬–১৫]। গীতাঞ্জলি-র অনেকগুলি গান এই অনুষ্ঠানে গীত হয়েছিল, প্রবন্ধটিতেও কয়েকটি গানের ব্যাখ্যা লক্ষিত হয়—কিন্তু সব মিলিয়ে আছে আমি ও আমি-না'র কথা। কোনোটিই বাদ দেবার নয়, উভয়কে মিলিয়ে দেওয়াতেই জীবন সার্থক হয়।

প্রাতঃকালীন উপাসনার পর ছাতিমতলায় শান্তিনিকেতনের প্রথম 'আশ্রমধারী' অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। তত্ত্ববোধিনী-তে লিখিত হয় : 'আশ্রম-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদিকা-সম্মুখে বসিয়া আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সে উপলক্ষে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেরই প্রাণে কর্ত্তব্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। উপদেশে রবীন্দ্রনাথ দীক্ষার্থীকে দীক্ষা গ্রহণের গুরুতর দায়ীত্ব [য] বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মহর্ষির সাধনক্ষেত্রে তাঁহারই দীক্ষার দিনে দীক্ষা লাভ করিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের আত্মা ধন্য হৌক।'[১৩১] দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের উপদেশটির অনুলেখন কেউ রক্ষা করেননি। ইতিপূর্বে তিনি কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আদি ব্রাহ্মসমাজ মতে দীক্ষিত করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৫। ৩৬৩]। পরেও জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষকে সম্ভবত দীক্ষা দেন; একটি তারিখ-হীন ['সোমবার',? কার্তিক ১৩১৬] চিঠিতে। তাঁকে লেখেন : 'তোমার দীক্ষার কথা আমি ভুলি নাই, একদিন সুবিধামত আমার সঙ্গে দেখা করিয়ো।'[১৩২] কিন্তু গুরুবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, এঁকেই ১৪ কার্তিক ১৩১৬ 31 Oct 1909] লিখেছিলেন : 'আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার মঙ্গল কামনা করি কিন্তু আমাকে গুরু বলিয়া কল্পনা করিয়ো না।'

এবারে সান্ধ্য-উপাসনার আয়োজন হয়েছিল বিশেষভাবে সজ্জিত ছাতিমতলায় :

পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা আরম্ভ করিলেন। এবেলাও ছাত্রেরাই গান করিয়াছিল ও গানের ছাপানো কাগজ দেওয়া হইয়াছিল। উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, মহর্ষির আদর্শটিকে তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় অতি হৃদয়গ্রাহী করিয়া ব্যক্ত করেন। মহর্ষির জীবনীতে প্রতিভাত সত্যকে তিনি এক অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। মহর্ষির জীবনে কর্ম্মে ও ভাবে ধ্যানে এবং অনুষ্ঠানে যে একটি সামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত লাভ করা যায় তাহাও এই উপদেশে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।[১৩৩]

এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন তার নাম 'সামঞ্জস্য' [ভারতী, মাঘ। ৭৯৩–৮০৩; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৭৭–৮২; শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৯৪–৫০৬]। এইটিই আবার ৬ মাঘ [শুক্র 20 Jan] মহর্ষির স্মরণসভায় পঠিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ তিনটি মার্গেই সামঞ্জস্যের অভাব কিভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। প্রকারান্তরে মহর্ষির জীবনে ও সাধনায় তিনি এই তিন পথের সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন। কিছুদিন আগে বঙ্কুবিহারী ধর-প্রণীত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত [১৩১৭] পাঠ করে ১২ অগ্র [সোম 28 Nov] অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন :

আমাদের দেশের সাধকদের বিপদ যে কোনখানে তা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী পড়ে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। য়ুরোপে সত্যকে আধখানা করে দেখে বলে সেখানে জীবনযাত্রার ওজন ঠিক থাকে না—সেখানে বহির্বস্তুই মানুষের কাছে অত্যন্ত বড় হয়ে ওঠে—তখনি অর্জনের নেশায়। ক্ষমতার নেশায় মানুষের একেবারে হুঁস থাকে না। আমরাও সত্যকে আধখানা যখন করি তখন আমাদের আধ্যাত্মিক মত্ততায় জ্ঞানহারা করে দেয়। তখন কথায় কথায় মূর্চ্ছা, প্রলাপ ও আত্মসম্বৃতির অভাব ঘটতে থাকে। আমরা মনে করি এই রকম আত্মহারা অবস্থাই আধ্যাত্মিকতার চরম লক্ষণ। আধিভৌতিক উন্মত্ততা ও আধ্যাত্মিক উন্মত্ততা—দুয়ের মধ্যেই সত্যভ্রষ্টতা আছে—সে অবস্থায় আমাদের যে শক্তিবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায় সেটা যথার্থ বৃদ্ধি নয়—...এর মস্ত কুফল এই দেখচি যে এই রকম সামঞ্জস্য ভঙ্গের দ্বারাতেই যে স্বভাবের যে একটা উৎকট ব্যতিক্রম ঘটে তাতেই লোকের চিত্ত হঠাৎ আকৃষ্ট হয়—তারা মনে করে এটা একটা যেন লোকাতীত ব্যাপার। ...আধুনিক ভারতবর্ষ উপনিষৎ ও গীতার উপদেশ ভুলে গিয়েছে—সেইজন্যেই দেখতে পাই উত্তেজিত হৃদয়াবেগকেই আমাদের দেশের লোক সিদ্ধি বলে মনে করে—শাক্ত ও বৈষ্ণব তন্ত্রের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে হৃদয়াবেগ—এই হৃদয়াবেগ মদ খেয়েই হোক বা সবলে খোল করতাল বাজিয়েই হোক এইটেকেই একটা পরম পরিণাম বলে আমরা মনে করি—সেইজন্যেই সন্যাসীরা [য] গাঁজা খেয়ে ব্রহ্মানন্দ পাবার চেষ্টা করে। ...স্বভাবকে একেবারে ঘেঁষে বিলুপ্ত করবার কিম্বা বিকৃত করবার সাধনাই আমাদের দেশের আধুনিক সাধনা। সেই জন্যেই আমি তোমাকে লিখেছিলুম যে আধ্যাত্মিকতাকে তার বাহিরের প্রতিষ্ঠার মধ্যে ভাল করে দেখবার সাধনাই এখানে অত্যন্ত আবশ্যক।[১৩৪]

এই বক্তব্যের ছায়াপাত প্রবন্ধটিতে ঘটেছে বলে মনে হয়। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন : 'রস ও ভাবুকতাকে পবিত্র রক্ষা করে যে কঠিন পাত্র এবং মানব সমাজের সর্বত্র তাকে পরিবেশন করে যে অচ্ছিদ্র ভাণ্ড সেটিকে আগুন দিয়ে তাতিয়ে এবং হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলতেই হবে।' মহর্ষির জীবনসাধনায় এই কঠোরতার অবস্থান তিনি ব্যাখ্যা করেছেন 'সামঞ্জস্য' প্রবন্ধে : 'তাঁর জীবনের অবসান পর্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না,—ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য ও অমনোযোগ ছিল না। ...সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্বাঙ্গীণভাবে সম্পন্ন করতেন—তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্যন্ত যাহা-কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, তার কোনো অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার ও সৌন্দর্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না।' কিছুদিন পরে তিনি যখন 'জীবনস্মৃতি' রচনা করেন, তখন 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়ে তিনি পিতার এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত হিমালয়যাত্রার আরও কিছু স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে।

আর-একটি কথা আলোচনা করে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব। উক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমাদের বিদ্যালয়ে যদি শৃঙ্খলবিধান ব্যবস্থার কঠোরতার দিকে দৃষ্টি রাখি তবেই এ দেশে আধ্যাত্মিকতা অতি সহজেই যে উদ্দাম বিকৃতির মধ্যে গিয়ে পড়ে তার থেকে রক্ষা হবার উপায় হবে।' রবীন্দ্রজীবনী-কার আমাদের জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বিদ্যালয়ে নানাবিধ নিয়মাবলী প্রবর্তন করেছিলেন।[১৩৫] কিছুদিন আগে ২৭ কার্তিক তিনি জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : 'নাটকটাকে হাত থেকে ঝেড়ে না ফেলতে পারলে নিয়মাবলী রচনার সুবিধা হবে না। বোধ হয় সেটা আর বড় দেরী নেই।'[১৩৬] তাঁর ভাবজীবন ও কর্মজীবন কোনো-কোনো সময়ে একসূত্রে গ্রথিত হত, এটি তার একটি উদাহরণ।

১০ পৌষ [রবি 25 Dec] মন্দিরে প্রথম খ্রিস্টোৎসব পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে যে ভাষণ দেন, তার 'সারমর্ম্ম' 'যিশুচরিত' [দ্র তত্ত্ব, ভাদ্র ১৮৩৩ শক। ৯৪–৯৯; খৃষ্ট ২৭। ৪৮৭–৯৭] নামে মুদ্রিত হয়। ঘটনাটি অভিনব। খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে মহর্ষির বিরূপতা কোনো গোপন ব্যাপার ছিল না, খ্রিস্টান হওয়ার কারণেই ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক মনোভাব-সম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ পিতার এই গোঁড়ামির অংশীদার ছিলেন না। কিন্তু এর জন্য তিনি পিতাকে দায়ী করেননি। ইংরেজ-সংসর্গের প্রথম পর্বে বাঙালির স্বধর্মভ্রষ্টতার পটভূমি বর্ণনা করে তিনি উক্ত মনোভাবকে স্বাভাবিক বলেই মনে করেছেন : 'আমাদের খৃষ্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃষ্টান মিশনারিদের নিকট হইতে। খৃষ্টকে তাঁহারা খৃষ্টানি-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্মসংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।'

রবীন্দ্রনাথ বাইবেল মন দিয়ে পড়েছিলেন। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট অংশ তিনি পছন্দ না করলেও নিউ টেস্টামেণ্টে বর্ণিত যিশুচরিতের অলৌকিকতা-বর্জিত মানবপ্রেমিক রূপটি তাঁকে আকর্ষণ করেছে। গত বছর পৌষোৎসবের সান্ধ্য-উপাসনায় কথিত 'ভক্ত' শীর্ষক ভাষণে তিনি 'মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন' যিশুকে তাঁদের অন্যতম বলে ঘোষণা করেছিলেন, 'যিশুচরিত'-এ তাঁর সাধনার ও বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। রচনাটি অজিতকুমার চক্রবর্তী-প্রণীত 'খৃষ্ট' [19 Sep 1911: ২

আশ্বিন ১৩১৮] গ্রন্থের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অজিতকুমার যে লিখেছেন : '১৩১৬ সালে মহাপুরুষদিগের জন্ম কিম্বা মৃত্যুদিনে তাঁহাদিগের চরিত ও উপদেশ আলোচনার জন্য উৎসব করা স্থির হইল। খৃস্ট্মাসে প্রথম খৃস্টোৎসব হইল। তার পরে চৈতন্য ও কবীরের উৎসব হইল।'[১৩৭]—এই তথ্য কতখানি সঠিক বলা মুশকিল। আমরা ১৩১৭ বঙ্গাব্দে আশ্রমে প্রথম খৃস্ট ও চৈতন্য জন্মোৎসবের উল্লেখ দেখতে পাই।

'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের হ্যারিসন রোড যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া ১৩ পৌষ' [বুধ 28 Dec] হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ এইদিন বা তার আগে কলকাতায় আসেন। ১৪ পৌষ গগনেন্দ্রনাথ 'রচনানিরত রবীন্দ্রনাথ'-এর একটি স্কেচ আঁকেন [দ্র ভারতী, মাঘ]। এইদিনই তিনি শিলাইদহ যাত্রা করেন। ১৭ অগ্র [শনি 3 Dec] তিনি যদুনাথ সরকারকে লিখেছিলেন : 'ক্রিষ্ট্মাসের ছুটিতে ডাক্তার বসু শিলাইদহে পদ্মার চরে আমার সঙ্গ ইচ্ছা করিয়াছেন—কিন্তু মাঘোৎসবের জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে এই জন্য সে সময়ে কোথাও যাতায়াত আমার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয় না।'[১৩৮] দেখা যাচ্ছে, যাতায়াত তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল—কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। ১৭ পৌষ [রবি 1 Jan 1911] রবীন্দ্রনাথ অরুণচন্দ্র সেনকে লিখেছেন : 'তুমি বোধ হয় জান্‌তে না যে আমি শেষকালে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে শিলাইদহে এসে পড়েছি। রথী বিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপককেই বলে এসেছিল আমাকে তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিতে। যাহোক্ এখানে এসে ত ভালোই আছি। মিস্ বুর্ডেটের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মীরাদের সঙ্গে তার খুব বনে গিয়েছে, দিনরাত্তির হাস্‌চে গল্প করচে, খেল্‌চে, বাজনা বাজাচ্চে।'[১৩৯]

মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ দুটি বড়ো প্রবন্ধ পাঠ করেন—'কর্মযোগ' ও 'আত্মবোধ'—শিলাইদহে হয়তো এই দুটি লেখা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এই সময়ে কয়েকটি চিঠি লেখা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো রচনা-কর্মের সংবাদ পাওয়া যায়নি। ২৩ পৌষ [শনি 7 Jan] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে হরিপ্রসাদ মিত্র নামে একজন আমেরিকা-ফেরৎ কৃষিবিজ্ঞানীর পরিচয় দিয়ে তাঁর সাহায্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কৃষিতত্ত্ব আলোচনার প্রস্তাব করে পাঠান। তিনি তখনও পরিষদের সহ-সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও কোনও কাজেই তাঁকে পাওয়া যায় না বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে এই পত্রে লিখেছেন :

> আমি অন্তরালে আছি কিন্তু উদাসীন নহি—নানা কাজ হইতে নিষ্কৃতি না লইলে কোনো কাজই হয় না বলিয়া দূরে আসিয়াছি—কিন্তু তথাপি এখনো আমাকে আপনাদের সেবক বলিয়াই জানিবেন—তবে আগে ছিলাম বাজার সরকার, কথায় কথায় সকল কাজেই হাটে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে হইত এখন শেষ দশায় কিঞ্চিৎ পদোন্নতি হইয়াছে—কিন্তু বেতন সম্বন্ধে কিছুই প্রভেদ হয় নাই—বাঁধা খোরাক মেলে না, চরিয়া খাই, কাঁটাও জোটে ঘাসও মেলে—সেজন্য কোনো আক্ষেপ করিতে চাই না।[১৪০]

কিছুদিন বাদেই ১৫ মাঘ [রবি 29 Jan] তিনি 'পরিষৎ সম্পাদক' রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে জগদীশচন্দ্রকে সভাপতি ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে সহ-সভাপতি পদে বরণ করার কার্যকরী প্রস্তাব পেশ করেন।[১৪১] উল্লেখ্য, তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

ভারতী, মাঘ ১৩১৭ [৩৪।১০] :

৭৯৩–৮০৩ 'সামঞ্জস্য' দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৪৯৪–৫০৬

প্রবাসী, মাঘ ১৩১৭ [১০।১০] :

৪৫০–৫৬ 'জাগরণ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৫০৬–১৫

বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৭ [১০।১০] :

৫২৮ 'বেদনা' ['যতবার আলো জ্বালাতে চাই'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ৫৯ [৭১]

৫২৮ 'প্রকাশ' ['সীমার মাঝে অসীম তুমি'] দ্র ঐ ১১। ৯৫–৯৬ [১১০]

The Modern Review, Feb 1911 [Vol. IX, No. 2]:

171–75 'Sakuntala: Its Inner Meaning'

'শকুন্তলা' [দ্র বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩০৯। ২৭৫–৯০; প্রাচীন সাহিত্য ৫। ৫২১–৩৭] প্রবন্ধটির যদুনাথ সরকার-কৃত সংক্ষেপিত অনুবাদ। অনুবাদটির প্রুফ রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের জন্য পাঠালে তিনি ১৭ আশ্বিন [মঙ্গল 4 Oct 1910] যদুনাথকে লিখেছিলেন :

> আপনি যে ভাবে তর্জ্জমা করিয়াছেন ইহাই আমার কাছে ভাল বোধ হইল। বাংলায় যে সকল অলংকার শোভা পায় ইংরাজিতে তাহা কোনো মতেই উপাদেয় হয় না এই জন্য বাংলা মূলের অনেকটা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। ইংরাজিতে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত বক্তব্য বিষয়টির অনুসরণ করিলেই ভাল হয়।[১৪২]

24 Jan [মঙ্গল ১০ মাঘ] শান্তিনিকেতন দ্বাদশ ভাগ প্রকাশিত হয়। পৌষ উৎসবে পঠিত 'সামঞ্জস্য' ও 'জাগরণ'-সহ পাঁচটি ভাষণ ১০৭ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ৪ মাঘ [বুধ 18 Jan] শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসেন। পূর্বদিন 'মঙ্গলবার' তিনি ত্রিপুরার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লেখেন : 'আগামী কল্য কলিকাতায় যাত্রা করিব।'[১৪৩] এই চিঠি থেকেই তাঁর কলকাতায় আসার তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

৬ মাঘ [শুক্র 20 Jan] অপরাহ্ন সাড়ে চারটায় মহর্ষিভবনে মহর্ষির মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের উপাসনার পর 'শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু তাঁহার বিচিত্র ও ওজস্বিনী ভাষায় মহর্ষি-চরিত্র আলোচনা করেন।' ৭ পৌষ সায়ংকালীন উপাসনায় পঠিত 'সামঞ্জস্য' প্রবন্ধটিই তিনি এখানে পাঠ করেন। এটি ইতিপূর্বেই মাঘ-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এইদিনই দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে [1885–1952] যা লেখেন তা এই প্রবন্ধটির ভাবেরই প্রতিধ্বনি, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও আছে :

> জীবন সাধনার কোনো না কোনো অবস্থায় হৃদয়াবেগকে আমরা অতিমাত্র প্রাধান্য দিই—তাহাতে আমাদের জীবনের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। আমি অনেকদিন হৃদয়াবেগের ঘূর্ণাপথে আপনার মধ্যে আপনি পাক খাইয়া মরিয়াছি। তখন দুঃখের অন্ত ছিল না। যখন শক্তির ক্ষেত্রে কর্মের ক্ষেত্রে মঙ্গলের পথে তাহাকে বাহির করিয়া দিবার উপায় করিয়া দিলাম বাঁচিয়া গেলাম। বেশ দেখিয়াছি হৃদয়াবেগপ্রধান সাধনায় চিত্তের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়—ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনাকে আপনি আলিঙ্গনের দ্বারা বৃথা পীড়িত করিতে থাকি। হৃদয়কে সেই আত্মবিলীন ভাবসম্ভোগের মধ্যে পীড়িত না করিয়া যখন তাহাকে উদার কর্ম্মক্ষেত্রে মুক্তি দিয়া বিশ্বের সকলের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দিই তখনই সে দেখিতে দেখিতে প্রকৃতিস্থ হইয়া ওঠে। হৃদয়ের রসবাহুল্যে শক্তিকে যখন চারদিক হইতে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলি তখন সেই মাদকতায় এক এক সময় অস্বাভাবিক উত্তেজনার সুখ হয় বটে কিন্তু তাহার অবসাদ অতি দুঃখদায়ক। যেমন করিয়াই হৌক্ হৃদয়ের মধ্যেই হৃদয়ের পরিতৃপ্তি নাই—সে আপনাকে আপনি খাইয়া পুষ্ট হইতে পারে না।[১৪৪]

১১ মাঘ [বুধ 25 Jan] আদি ব্রাহ্মসমাজের একাশীতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। 'বিগত ১১ই মাঘ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একাকী আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালের বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন।' তিনি এখানে 'কর্মযোগ' [দ্র ভারতী, ফাল্গুন। ৮৮১–৯২; তত্ত্ব, চৈত্র। ১৮৭–৯৪; শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৪৩–৫৬] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এখানেও মূল বক্তব্যটি 'সামঞ্জস্য' প্রবন্ধের সুরে বাঁধা : 'নিয়মেই যেমন

আনন্দের প্রকাশ, কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়।' উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু কর্মের নেশায় মত্ত হয়ে গেলে মানবচিত্ত এক-একটা কেন্দ্রের চারদিকে ভয়ংকর আবর্ত রচনা করে, স্বার্থের আবর্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত, ক্ষমতাভিমানের আবর্ত। পাশ্চাত্যে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরে ব্যাপ্তির রাজ্যে ঝুঁকে পড়ে অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য তাকে পরিত্যাগ করার চেষ্টায় আছে। অপরপক্ষে আমাদের দেশে চিত্তের ভিতরের দিকটিতেই ঝুঁকে পড়ে শক্তি ও ব্যাপ্তির দিককে পরিত্যাগ করা হয়েছে। 'শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না, স্থানু হয়ে বসে আপনাকে আপনিই নিরীক্ষণ করতে চায়, আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধুলোয় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে।' অন্তর-বাহিরের সামঞ্জস্য সাধনেই সত্যকে পাওয়া যায়—'কর্মকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোলবার সাধনাই হচ্ছে সত্যের সাধনা, ধর্মের সাধনা। ...কর্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হয়ে ওঠে—সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ,—তখন সংসারই তো আনন্দনিকেতন।'

প্রবন্ধটির কিছু অংশ বাদ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'Realisation in Action' নামে অনুবাদ করেন ও সেটি *Sadhana: The Realisation of Life* [1913] গ্রন্থে সংকলিত হয়।

প্রাতঃকালীন উপাসনায় ৯টি ব্রহ্মসংগীত গাওয়া হয়, তার মধ্যে আটটিই রবীন্দ্রনাথের রচনা, পাঁচটি গান গীতাঞ্জলি-র অন্তর্ভুক্ত :

[১] ললিত-আড়াঠেকা। প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ১৯৪; গীত ১। ১১৭; স্বর ৩৬; গানটির গঠন দেখে মনে হয়, এটি একটি হিন্দি-ভাঙা রচনা—কিন্তু মূল গানটির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

[২] বিভাস-কাওয়ালি। ঘোর দুঃখে জাগিনু ঘন ঘোরা যামিনী দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ১৯৪; গীত ১। ১৭৪–৭৫; স্বর ৩৬। এটিও সম্ভবত হিন্দি-ভাঙা গান।

[৩] ভৈরবী-একতালা। দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে

[৪] সরফর্দা-একতালা। জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ

[৫] ভৈরবী-কাহারবা। বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো

[৬] ভৈরবী-তেওরা। জীবনে যত পূজা হল না সারা

[৭] মিশ্র রামকেলী-দাদরা। যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে। গানটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

[৮] টোড়ি ভৈরবী-কাহারবা। উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে।

সায়ংকালীন উপাসনাতেও রবীন্দ্রনাথ আচার্যের কার্য করেন। তিনি এখানে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তার নাম 'আত্মবোধ' [দ্র প্রবাসী, ফাল্গুন। ৫০১–১২; তত্ত্ব, চৈত্র। ১৯৫–২০২; শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৫৬–৭৩]। রবীন্দ্রভবনে প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপির ফটোকপি আছে—এতে প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদ নেই, অন্য অংশেও যথেষ্ট পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

'আমাদের চিত্ত...প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারিদিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাইনে কিছুই দিইনে; যখনই সমস্তকে সংহত সংযত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনই আমি সত্য যে কী তা জানি, তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোটো বড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়'—এইটিই প্রবন্ধটির মূল কথা। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে মধ্যযুগের সাধক-কবি জ্ঞানদাস বঘেলি-র কবিতা অনুবাদ করে দিয়েছেন। ক্ষিতিমোহনের আনুকূল্যে তিনি এই-সব ভক্তিরসাশ্রিত কবিতার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন। একটি তারিখ-হীন পত্রে তিনি ক্ষিতিমোহনকে লেখেন : 'আমার প্রতি দয়া যদি করেন তবে কিছু কিছু জ্ঞানদাস ও অন্যান্য তর্জ্জমাযোগ্য কবিতা অল্প পরিমাণে প্রত্যহ পাঠালে আপনারও কষ্ট হবে না আমারও আনন্দ হবে এবং সেগুলি যাতে বহুলোকের আনন্দজনক হয় আমি তার চেষ্টা করব।'[১৪৫] পরে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসাদির কবিতা ইংরেজিতেও অনুবাদ করেছেন।

সায়ংকালীন উপাসনায় গীত তেরোটি গানই রবীন্দ্রনাথের রচিত, তার মধ্যে আটটি গান গীতাঞ্জলি-র অন্তর্ভুক্ত :

[১] সোহিনী-সুরফাঁক্তা। প্রথম আদি তব শক্তি দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ২০৩; গীত ১। ১৮৫; স্বর ৩৬; মূল গান : প্রথম আদ শিব শক্তি দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৩১–৩৩; গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ মূল গানটি সম্পূর্ণ লিখে প্রতি ছত্রের উপরে কথা বসিয়েছেন—মূল গানের পাঠে পার্থক্য আছে।

[২] গৌড়-ঝাঁপতাল। হে নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ২০৩; গীত ১। ২০২; স্বর ৩৬; এটিও হিন্দি-ভাঙা গান হতে পারে।

[৩] কেদারা-কাওয়ালী। ডাকে বার বার ডাকে দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ২০৩; গীত ১। ১৪৬–৪৭; স্বর ৩৬।

[৪] হাম্বীর-একতালা। জাগ নির্মল নেত্রে রাত্রির পর পারে

[৫] কামোদ-একতালা। যতবার আলো জ্বালাতে চাই

[৬] বেহাগ-কাওয়ালি। তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ২০৩; গীত ১। ১৭২; স্বর ৩৬; মূল গান : ক্যায়সে কটোঙ্গি রয়না সো পিয়া বিনা দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৭৭–৭৮; গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে গানটি রচিত, কিন্তু সেখানে মূল গানটি নেই।

[৭] ইমন কল্যাণ-একতালা। হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ

[৮] কেদারা-একতালা। প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে

[৯] ছায়ানট-একতালা। সীমার মাঝে, অসীম, তুমি

[১০] মিশ্র জয়জয়ন্তী-দাদ্‌রা। তাই তোমার আনন্দ আমার পর

[১১] সিন্ধু খাম্বাজ-একতালা। দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে

[১২] বাউলের সুর-দাদ্‌রা। যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে

[১৩] কীর্ত্তনের সুর-ঠুংরী। প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত।

মাঘোৎসবের পরের দিন ১২ মাঘ [বৃহ 26 Jan] সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' [দ্র প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৮। ৪৬–৫১; শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৭৪–৮২] প্রবন্ধটি পাঠ

করেন। তত্ত্ববোধিনী-তে লিখিত হয় : ‘পর দিন রবীন্দ্র বাবু আহূত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করেন। তাঁহার নামে সমাজগৃহের মধ্যে লোকের ইয়ত্তা ছিল না। রাস্তার ফুটপাথ পর্য্যন্ত লোক দাঁড়াইয়াছিল। সে ব্যূহ ভেদ করিয়া সমাজগৃহে প্রবেশ করে কার সাধ্য। অনেককেই বিমুখ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। তাঁহার চিন্তাশীল দীর্ঘ বক্তৃতায় সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্র বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় বঙ্গদেশ স্তম্ভিত সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।’[১৪৬]

ঘটনাটি কিঞ্চিৎ অভিনব। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বহুবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা আয়োজিত রামমোহন-স্মৃতিসভায় সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নেতারাও মহর্ষি-স্মৃতিসভায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু ‘ধর্মপ্রচার’ প্রবন্ধ, নৌকাডুবি ও গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার যে চিত্র আঁকেন, স্বাভাবিকভাবেই সমাজের প্রাচীনপন্থী গোষ্ঠী তা পছন্দ করেননি—নৌকাডুবি প্রসঙ্গে *Indian Messenger*-এর যে-মন্তব্য আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি [দ্র রবিজীবনী ৫। ১৬৩], তার মধ্যেই সেই অসন্তোষের পরিচয় আছে। কিন্তু শান্তিনিকেতন-ভাষণমালায় ও গীতাঞ্জলি-র গানে রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবুকতার যে রূপটি প্রস্ফুটিত হচ্ছিল, তার দিক থেকে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সভ্যেরা তো তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এরই ফলস্বরূপ মাঘোৎসবের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের বেদী থেকে বক্তৃতা করবার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়; বেঙ্গলী-তে মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তিটি এইরূপ : ‘Babu Rabindra Nath Tagore will conduct Divine Service to-day in the Prayer Hall of the Sadharan Brahmo Samaj at 6-30 p.m.’ [স্থূলাক্ষর লেখকের নির্দেশে]।

রবীন্দ্রনাথেরও আগ্রহ ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নববিধান সমাজের যে দূরত্ব ছিল, তাঁরই চেষ্টায় তা অনেকটা দূরীভূত হয়—গত বৎসর তিনি কেশবচন্দ্রের স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করেন, বর্তমান বৎসরেও ‘আহ্বান পত্র’ পেয়ে *7 Jan [শনি ২৩ পৌষ] বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে লেখেন : ‘যথাসময়ে চিঠি পাইলে অথবা কলিকাতায় থাকিলে আমি নিশ্চয়ই কেশবচন্দ্রের স্মৃতিসভায় যোগ দিয়া নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতাম’[১৪৭] —সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেও তাঁর অনুরূপ মনোভাবই ছিল। প্রবন্ধটিতেও তিনি সমন্বয়ের কথাই বললেন। হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের একসময়ে বিরোধিতার সম্পর্ক ছিল। ‘যে-সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুসমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে বসেছিল—ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।’ সেই আঘাতের প্রয়োজন ছিল এবং বিরোধ দেখা দিয়েছিল সেই কারণেই। আজ হিন্দুসমাজ জাগ্রত হয়ে নানা দিক দিয়ে নিজের ভিতরকার ‘নিত্যতম এবং মহত্তম সত্য’কে উপলব্ধি করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে—সুতরাং তাকে আঘাত করার প্রয়োজন ব্রাহ্মসমাজের ফুরিয়েছে। এখন সময় এসেছে তাকে সাম্প্রদায়িকতার বাইরে মুক্তক্ষেত্রে দেখবার। কোথায় সেই মুক্তক্ষেত্র? রবীন্দ্রনাথ বললেন : ‘ভারতবর্ষের সাধনভাণ্ডারে এবার পাশ্চাত্য অতিথিকে সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে—ভয় নেই, কোনো অভাব নেই—এইবার যে ভোজ হবে সেই আনন্দভোজে পূর্ব পশ্চিম এক পংক্তিতে বসে যাবে’—একে সফল করতে পারলেই ব্রাহ্মসমাজ সার্থকতা লাভ করবে।

দু'দিন পরে ১৪ মাঘ [শনি 28 Jan] রবীন্দ্রনাথ তরুণ ব্রাহ্মদের অন্যতম অমল হোম [1894–1975]কে লেখেন :

সেদিন তোমাদের সমাজে যে প্রবন্ধ পড়েছি তাতে যে সকলকে খুসী করতে পারিনি তা আমি জানি। প্রাচীনেরা যদি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু একথা কোনমতেই স্বীকার করতে পারব না যে সাম্প্রদায়িকতা থেকে ব্রাহ্মসমাজ মুক্ত। ব্রাহ্মসমাজ যে আজ একটা গণ্ডীর মধ্যে বাসা বেঁধেছে একথা স্বীকার করতে যদি কুণ্ঠিত হই তবে নিশ্চিত জানব যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসকে আমরা ব্যর্থ করতে চলেছি। ব্রাহ্মসমাজের সাধনা কোথাও পারে না স্তব্ধ থাকতে। ব্রাহ্মসমাজের যুবচিত্ত জাগ্রত হোক সেই সমাপ্তির অপঘাত থেকে তাকে মুক্তি দিতে। ...

সুকুমারকে [রায়, 1887–1923] বোলো যে ছাত্রসমাজে কিছু বলবার প্রতিশ্রুতি আমি মনে রাখব।[১৪৮]

মুদ্রিত পত্রের শীর্ষে 'জোড়াসাঁকো' লেখা, সেটি সম্ভবত ভুল; *27 Jan [শুক্র ১৩ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দত্তকে লিখেছেন : 'এখনি বোলপুরে যাইতেছি। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।'[১৪৯] ১৫ মাঘ তিনি জগদীশচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে যথাক্রমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে বরণ করার প্রস্তাব দিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পাদককে চিঠি লেখেন, সেটি শান্তিনিকেতন থেকে লেখা।

কয়েকদিন পরেই তিনি আবার কলকাতায় আসেন; ১৯ মাঘ [বৃহ 2 Feb] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'তুমি কাল এসে ফিরে গেছ সেজন্য আমি দুঃখিত আছি। আজ যদি আর একবার চেষ্টা কর তাহলে ফিরতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'[১৫০]

২০ মাঘ [শুক্র 3 Feb] তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকা থেকে লণ্ডন হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। বেঙ্গলী-র 9 Feb-সংখ্যায় সংবাদটি মুদ্রিত হয় : '...Mr. Nagendranath Ganguly, B.Sc. (Illinois) have just come back from America as agricultural experts. ...He took soil fertility and diary for his special study. Both of them arrived here on the 3rd February last.' রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই রথীন্দ্রনাথের কৃষিকর্মে সহায়তা করার জন্য তাঁকে শিলাইদহে প্রেরণ করেন।

২১ মাঘ [শনি 4 Feb] তাঁর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। পূর্বদিন বেঙ্গলী-তে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয় :

A meeting will be held on Saturday next the 4th instant at 4–30 p.m. at the Overtoun Hall College Street to discuss the condition of the depressed classes in Bengal and to concert measures for their amelioration. Mr. Satyendranath Tagore will preside and Messers Bhupendranath Basu, Rabindranath Tagore, Heramba Chandra Moitra, Benoyendranath Sen and Rev. B.A. Nag will address the meeting.

7 Feb পত্রিকাটিতে সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের উল্লেখ নেই—তিনি উপস্থিত ছিলেন কিনা তাও বলা যায় না। তবে বিনয়েন্দ্রনাথের প্রস্তাবে সত্যেন্দ্রনাথকে সভাপতি করে যে কমিটি গঠিত হয়, তাতে অন্যতম সহ-সভাপতি রূপে রবীন্দ্রনাথের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

২৩ মাঘ [সোম 6 Feb] সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিকের কন্যা শৈলবালার বিবাহ হয়। শান্তিনিকেতন থেকে বরযাত্রীদের পথ দেখিয়ে কন্যাগৃহ ভবানীপুরে নিয়ে যাওয়ার স্মৃতিচারণ করেছেন সুধীরঞ্জন দাস।[১৫১] লাবণ্যলেখাকে লিখিত অজিতকুমারের চিঠি থেকে জানা যায়, তিনি, জগদানন্দ ও প্রবেশিকা বর্গের বড়ো ছেলেরা বিবাহানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন : 'গুরুদেব খুসী—তিনি বিবাহের পরদিন আশীর্ব্বাদ করতে গিয়েছিলেন।'

রবীন্দ্রনাথ কবে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন, তা জানা যায়নি। তবে ২৭ মাঘ [শুক্র 10 Feb] তিনি শান্তিনিকেতন থেকেই প্রাক্তন ছাত্র সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে একটি পত্র লেখেন।[১৫২]

মাঘোৎসবের কাছাকাছি সময়ে ভারতপ্রেমিক ইংরেজ শিল্পী উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের [William Rothenstein, 1872–1945] সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। তাঁর জীবনে এই সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব অপরিসীম।

অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও ই. বি. হ্যাভেলের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে যে নব্যরীতির চিত্রকলার উদ্ভব হয়েছিল, তার খ্যাতি দেশবিদেশে বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ প্রচুর অর্থব্যয় করে যে-সব শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করেছিলেন, তার আকর্ষণে কলকাতার উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীগণ তাঁদের গৃহে সমবেত হতেন। বিদেশ থেকে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি ভারতভ্রমণে এলে এঁদের যোগাযোগে তাঁরাও আসতেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। কুমারস্বামী এসেছিলেন এইভাবে, এবারে রোটেনস্টাইনও এলেন।

এর কিছুকাল আগে লণ্ডনে India Societyর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 13 Jan 1910 [বৃহ ২৯ পৌষ ১৩১৬] লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব্ আর্টস্-এর ভারতীয় শাখায় স্যার জর্জ বার্ডয়ুড-এর সভাপতিত্বে হ্যাভেল 'Art Administration in India'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করলে বার্ডয়ুড ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেন। সভায় উপস্থিত রোটেনস্টাইন এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং তাঁর ও কিছু শিল্পবিশেষজ্ঞের স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদপত্র *The Times* [28 Feb 1910] পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। শুধু প্রতিবাদ করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, 'to promote the study and appreciation of Indian culture in its aesthetic aspects, believing that in Indian sculpture, architecture, and painting, as well as in Indian literature and music, there is a vast unexplored field, the investigation of which will bring about a better understanding of Indian ideals and aspirations, both in this country and in India' [The Times, 11 Jun 1910] India Society প্রতিষ্ঠিত প্রস্তাবও করেন। 15 Jun [বুধ ১ আষাঢ়] রোটেনস্টাইনের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ Clifford's Inn-এ একটি সভায় মিলিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। Mary M. Lago জানিয়েছেন, Apr 1911-এর মধ্যে ইংলণ্ড, ভারত ও আমেরিকার সোসাইটির সভ্যসংখ্যা ১৯৩-এ পৌঁছয়—সভাপতি ছিলেন পালিভাষাবিদ্ T.W. Rhys Davids [1843–1922], কোষাধ্যক্ষ T. W. Rolleston [1857–1920]. সম্পাদক Arthur H. Fox Strangways [1859–1948]।[১৫৩] রবীন্দ্রপ্রতিভাকে পাশ্চাত্যজগতে পরিচিত করার ব্যাপারে এই সোসাইটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ভারতশিল্পের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাবার উদ্দেশ্যে রোটেনস্টাইন ভারত যাত্রা করেন। 'ইউনিভার্সিটি কলেজ, লণ্ডন' থেকে লিখিত অশ্বিনীকুমার বর্মণের 'চিত্র-কলাবিদ্যা ও মিঃ উইলিয়াম রদেন্‌ষ্টাইনের চিত্রাবলী' [প্রবাসী, অগ্র। ১৮২–৮৭] প্রবন্ধে রোটেনস্টাইনের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে লেখা হয় : 'তিনি আপাততঃ ভারতযাত্রা করিয়াছেন। বোধ হয় নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারতে পৌঁছিবেন। তিনি অজন্টাগুহা, আবু পাহাড়, বেনারস প্রভৃতি স্থান দেখিয়া পরে বাঙ্গালায় যাইবেন।' কিন্তু কাশীর গঙ্গাতীরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি কলকাতা যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করে অবনীন্দ্রনাথ বা তাঁর ছাত্রদের কাশী আসার জন্য লেখেন। অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের যাওয়ার অসুবিধার কথা জানিয়ে তাঁকেই কলকাতায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান, লোভ দেখান : 'we will show you collections of old Indian pictures and Bronzes which are unique in India.' [16 Dec:

১ পৌষ]। কলকাতা হাইকোর্টের জজ Sir John Woodroffe [1865–1936] ও Sir Harry Stephen [1860–1945] বড়োদিনের ছুটিতে কাশী গিয়ে রোটেনস্টাইনের আতিথ্য গ্রহণ করেন ও তাঁকে কলকাতায় আসতে বলেন। Jan 1911-এর শেষে [মাঘ ১৩১৭] রোটেনস্টাইন কলকাতায় আসেন ও স্যার স্টিফেনের ৪ ক্যামাক স্ট্রীটের বাসায় ওঠেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন : 'Should I not have stayed awhile longer to continue my painting, and given up my plan of going to Calcutta, Darjeeling, and Puri? Had I done so, I should never have met Tagore.'[১৫৪]

অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ তাঁকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে যান, সেখানে শিল্পবস্তুর সংগ্রহ দেখে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর মুগ্ধতার অন্য কারণও ছিল :

I was attracted, each time I went to Jorasanko, by their uncle, a strikingly handsome figure, dressed in a white *dhoti* and *chadur*, who sat silently listening as we talked. I felt an immediate attraction, and asked whether I might draw him, for I discerned an inner charm as well as great physical beauty, which I tried to set down with my pencil.

অসিতকুমার হালদার 'উইলিয়ম রদেন্‌ষ্টাইন' [দ্র ভারতী, চৈত্র। ১০২৩–২৬] প্রবন্ধে লিখেছেন : 'আমরা তাঁর আঁকা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি রেখাঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখেছি। এই ছবিখানিতে রবীন্দ্রের উপাসনা কালীন মুখের এবং অঙ্গের ভক্তি-পুলকসঞ্চারিত প্রকৃতির গম্ভীর ভাবটী সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে।'

কিন্তু রোটেনস্টাইন অভিযোগ করেছেন : 'That this uncle was one of the remarkable men of his time no one gave me a hint./ Sir John Woodroffe, who, with Sir Harry Stephen, had visited me at Benares, knew the Tagores well; it puzzles me that he told me nothing about Rabindranath, for we discussed both Abanindranath and Gaganendranath.' তবে রবীন্দ্রনাথের কার্যাবলীর পরিচয় তিনি একেবারে পাননি তা নয়। তিনি যখন দার্জিলিঙে, অবনীন্দ্রনাথ দুটি চিঠিতে [? 14 Feb, 15 Feb: ২–৩ ফাল্গুন] তাঁকে শান্তিনিকেতন ঘুরে আসার জন্য লেখেন; কুমারস্বামী 17 Feb [শুক্র ৫ ফাল্গুন] তাঁকে লেখেন : 'It is peculiarly attractive to know Rabindranath in his own world.' রোটেনস্টাইনও লিখেছেন : 'Before leaving Darjeeling a telegram came from Rabindranath Tagore, asking me to join him at Bolpur; but my passage was booked, and I must reluctantly refuse.'

তিনি শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তা কার্যকরী হয়নি। 21 Feb [মঙ্গল ৯ ফাল্গুন] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'I had a desperate hope that I should be able to catch the mid-day train yesterday but failed to do so.' পরের দিনই তিনি জাহাজ ধরার উদ্দেশ্যে বোম্বাই যাত্রা করেন, সুতরাং ভারতে তাঁদের আর দেখা হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা ও গল্প লেখেন, সেই পরিচয় তিনি কলকাতাতেই অবগত হয়েছিলেন—মডার্ন রিভিয়্যু-তে প্রকাশিত কিছু গল্প-কবিতার অনুবাদও পড়ে থাকতে পারেন, তার ইঙ্গিত আছে পত্রটির শেষাংশে :

Yourself I shall always allow myself to regard with reverence & affection, & I hope you will allow me to write to you sometimes & that you will perhaps remember that I shall be grateful for any translations of poems or stories which may appear at any time.[১৫৫]

লণ্ডনে ফিরে তিনি প্রমথলাল সেন ও ড ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে পরিচিত হন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁকে আরও আগ্রহী করে তোলেন। বেণীমাধব দাস লিখেছেন :

At Pramathalal's request Nadan (Prof. Satyendra Nath Roy of Lucknow) had long since been rendering into English some of the Poet's beautiful poems and songs, which Pramathalal liked best. A few were done up by Principal Lalit Mohan Chatterjee...and some more were taken up by Pramathalal himself. ...Pramathalal took Dr. Brajendra Nath Seal to his [Rothenstein's] house at Hampstead Heath, to be introduced to him. Their talks veered round Rabindranath and this fascinated the Artist.[১৫৬]

রবীন্দ্রনাথ ১৫ আশ্বিন ১৩১৮ [1 Oct 1911] অজিতকুমার চক্রবর্তীকে যে পত্র লেখেন, তাতে প্রসঙ্গটির সমর্থন পাওয়া যায় :

আজ প্রমথবাবুর চিঠি পেলুম, তিনি লিখচেন—'আপনার গোটাকতক কবিতা অজিত ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন, সেগুলি শীঘ্র পাঠিয়ে দিতে বলবেন কি? কবিতাগুলির সঙ্গে দরকারমত কিছু কিছু নোটস্ থাকলে ভাল হয় কিম্বা সবগুলির একটা প্রিফেস লিখলে কেমন হয়? শীঘ্র আমার হাতে যাতে পৌঁছয় করবেন। কথা হচ্ছে কি—মিঃ রথেনস্টাইন আপনার একজন ভক্ত—আজ তিনি মিঃ স্ট্যাঙ্গওয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন—এই দুজন বন্ধুকে দিয়ে আপনার কতকগুলো গান ও কবিতার ভাব যদি এখানকার কাগজপত্রে প্রকাশ হয় ত মন্দ কি?'[১৫৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *Gitanjali* উৎসর্গ করেছিলেন রোটেনস্টাইনকে ও রোটেনস্টাইন তাঁর *Six Portraits of Sir Rabindranath Tagore* প্রমথলাল ও ব্রজেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন—পারস্পরিক যোগের ইতিহাসটুকু এই দুটি তথ্যে বিধৃত আছে। এই যোগাযোগগুলি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বখ্যাতির ভূমিকা রচনা করেছিল।

ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৩২ শক [৮১১ সংখ্যা] :

১৬৭–৭২ ['জাগরণ'] দ্র শান্তিনিকেতন ১৫। ৫০৬–১৫

১৭৭–৮২ ['সামঞ্জস্য'] দ্র ঐ ১৫। ৪৯৪–৫০৬

ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৭ [৩৪। ১১] :

৮৮১–৯২ 'কর্ম্মযোগ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৪৩–৫৬

['দেশের উন্নতি' কবিতার 'মাদুর পেতে...দেশের উপকার' পংক্তিগুলি অবলম্বনে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত একটি ব্যঙ্গচিত্র এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।]

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৭ [১০। ১১] :

৫০১–০২ 'আত্মবোধ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৫৬–৭৩

মানসী, ফাল্গুন ১৩১৭ [৩। ১] :

১ 'আলো-আঁধারে' ['রাত্রি এসে যেথায় মেশে'] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১২৭ [১]

দেবালয়, ফাল্গুন ১৩১৭ [২। ১১] :

২৫৭ 'গান' ['কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে?'] দ্র সংযোজন ১১। ২৯৭ [১]

The Modern Review, Mar 1911 [vol. IX, No. 3]:

238–44 'The Future of India'

রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ব ও পশ্চিম' [দ্র প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৫। ২৮৮–৯৫; সমাজ ১২। ২৬১–৭৩] প্রবন্ধটি S.D. Varma ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

296 'Janmakatha' ['Where have I come from Oh where didst thou find me?']/Translated by A.K. Chakravarti and A.K. Coomaraswamy

অজিতকুমার চক্রবর্তী ও আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী 'জন্মকথা' [দ্র শিশু ৯। ৭–৮] কবিতাটি অনুবাদ করেন। পরবর্তী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় কুমারস্বামী-কৃত একটি অনুবাদ মুদ্রিত হয়।

আমরা আগেই বলেছি, ২৩ মাঘ [সোম 6 Feb] সন্তোষচন্দ্রের বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ২ ফাল্গুন [মঙ্গল 14 Feb] অপরাহ্নে তিনি আদ্য বিভাগের হস্তলিখিত মাসিকপত্র শান্তি-র চতুর্থ বার্ষিক জন্মোৎসবে সভাপতিত্ব করেন। এই দিনই সন্ধ্যায় মন্দিরে তিনি সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু উপলক্ষে উপাসনা করেন। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর ডায়ারিতে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের সারমর্ম লিখে রাখেন :

তিনি বলিয়াছেন, এই তাপস, তাহার জীবন এমন নির্মল ছিল যে প্রকৃতির সকল কক্ষে এবং সকল মানবের হৃদয়ে তাঁহার সহজ একটি প্রবেশ ছিল। এই কারণে সকল রসই তাঁহার কাছে জীবন্ত ও মূর্তিমান হইয়া উঠিত এবং এই রসলোকে তিনি সকলকেই টানিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। ...এইদিনে যিনি পরলোকগমন করিয়াছেন, তিনি তাঁহার মৃত্যুর দ্বারা জীবন ও মৃত্যুকে একটি রহস্যময় সঙ্গমে সঙ্গত করিয়াছেন। তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন বলিয়া এখনও দূরে যান নাই। এখনও তিনি হৃদয়ে জীবন্ত এবং মৃত্যুলোকে তিনি গিয়াছেন বলিয়া আমাদের হৃদয়ের সহিত মৃত্যুলোকের মধ্যে তিনি একটি সেতুস্বরূপ। এজন্য তাঁহার মধ্যদিয়া নিত্য একটি ছায়ালোকের বিচিত্র সৃষ্টি আমাদের অন্তরে চলিয়াছে।

উপাসনার পর রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন, অজিতকুমার, সন্তোষচন্দ্র ও দিনেন্দ্রনাথ রেললাইনের পূর্বপারে পারুলবনে যান। 'পারুলবনে পৌঁছাইয়া গুরুদেব মাটিতে বসিলেন। বসিয়া সংগীতে সংগীতে বনকে একেবারে মুখরিত করিতে লাগিলেন। সমস্ত প্রকৃতির গভীর রসে আমাদের মনপ্রাণ একেবারে ভরিয়া আসিতে লাগিল। গানের মধ্যে কয়েকটি প্রাচীন হিন্দী গানও ছিল। রাত্রি আটটা হইতে রাত্রি এগারোটা কৌমুদীর রসে আমরা সিক্ত হইলাম।'[১৫৮]

17 Feb [শুক্র ৫ ফাল্গুন] আনন্দ কুমারস্বামী রোটেনস্টাইনকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করেন। তিনি এই সময়েই সেখানে গিয়েছিলেন। ৭ ফাল্গুন [রবি 19 Feb] রবীন্দ্রনাথ জামাতা নগেন্দ্রনাথকে সংবাদটি দিয়ে লিখেছেন :

কুমারস্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম, তাঁর এখানকার সমস্ত ভাল লেগেছে—সমস্ত দিন আমার কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন—তাঁর ভারি ইচ্ছা ওর থেকে তিনি অনেকগুলো অনুবাদ করে ছাপান। সেই জন্যে আগামী বৎসরে এখানে এসে দুমাস থাক্‌তে চেয়েছেন।[১৫৯]

অজিতকুমারের সহায়তায় কুমারস্বামী 'জন্মকথা' কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথও 'বিদায়' [দ্র শিশু ৯। ৫৬–৫৭] কবিতাটি অনুবাদে তাঁকে সাহায্য করেন ও সেটি মডার্ন রিভিয়্যুর Apr 1911

সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। অনুবাদের খসড়া রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন, এবিষয়ে ৮ ফাল্গুন [সোম 20 Feb] তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন :

কুমারস্বামী আশ্রমে আসিয়াছিলেন—তিনি আমার কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন—সেইজন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে আমি তাড়াতাড়ি গোটা তিনচার কবিতা নিতান্ত নীরস গদ্যে তর্জ্জমা করিয়া দিয়াছিলাম। কুমারস্বামী যদি সেগুলি অবলম্বন করিয়া লিখিয়া দেন তবে Modern Review পত্রিকায় ছাপাইবেন। তাঁহার হাত দিয়া বাহির হইয়া আসিলে আমার আপত্তির কারণ থাকিবেনা। অজিত কতকগুলি তর্জ্জমা করিয়াছিল—সেও কুমারস্বামীর হাতে আছে—তিনি যাহা ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া আপনার হাতে দিবেন তাহা আপনি প্রকাশ করিবেন। কিন্তু স্বকৃত তর্জ্জমার বিড়ম্বনাগুলিকে কুমারস্বামী মাজিয়া ঘষিয়া দিলে তাহাতে অনুবাদক বলিয়া আমার নাম সংযোগ করা সঙ্গত হইবেনা।[১৬০]

অবশ্য মডার্ন রিভিয়্যু-তে কুমারস্বামী দ্বারা মার্জিত অজিতকুমারের একটি ও রবীন্দ্রনাথের একটি অনুবাদ মাত্র মুদ্রিত হয়। কিন্তু তাঁরা অন্তত এগারোটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন, যেগুলি কুমারস্বামী অল্পবিস্তর সংশোধন করে তাঁর *Art and Swadesh* [1912] গ্রন্থে 'Poems of Rabindranath Tagore' [pp. 111–26] প্রবন্ধে মুদ্রিত করেন। এদের মধ্যে 'The Touchstone' ['পরশপাথর'—সোনার তরী], 'Renunciation' ['বৈরাগ্য'—চৈতালি], 'The Creation of Women' ['মানসী'—ঐ] এবং 'Is it True?' ['প্রণয়প্রশ্ন'—কল্পনা] অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ-কৃত, এগুলি সামান্য পরিবর্তিত আকারে *The Gardener* [1913]-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। 'Biday [Farewell]' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ আবার অনুবাদ করে 'The End' নামে *The Crescent Moon* [1913] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রবন্ধটির অন্তর্গত অপর পাঁচটি কবিতা হল : 'The Way of Salvation' ['বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি'—নৈবেদ্য], 'The Metaphysics of a Poet' ['তত্ত্বজ্ঞানহীন'—চৈতালি], 'Salvation' ['মুক্তি'—সোনার তরী], 'The Guide' ['চালক'—কণিকা] ও 'Death' ['মৃত্যু'—কণিকা]—এদের মধ্যে প্রথমটি রবীন্দ্রনাথ পুনরনুবাদ করে *Gitanjali* [No. 73]-র অন্তর্ভুক্ত করেন—কণিকা-র দুটি কবিতাও তিনিই অনুবাদ করেন, এগুলি অন্যান্য কবিতার সঙ্গে মডার্ন রিভিয়্যু-তে 'Poems' [Nov 1913/433] নামে মুদ্রিত হয়।

রামানন্দকে লিখিত উক্ত ৮ ফাল্গুনের পত্রেই নিবেদিতা-কৃত 'কাবুলিওয়ালা' ও 'ছুটি' গল্পের ইংরেজি অনুবাদ পত্রিকাটিতে প্রকাশের কথা আছে। অনুবাদগুলি Nov 1900-তে ইংলণ্ডে থাকার সময়ে করা হয়েছিল [দ্র রবিজীবনী ৪। ২৯৭–৯৮]। কিন্তু এদের মধ্যে কেবল 'The Cabuliwallah' পত্রিকাটির Jan 1912-সংখ্যায় নিবেদিতার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। 'ছুটি' ['The Leave of Absence'] এবং 'দান প্রতিদান' ['Giving and Giving in Return'] গল্পদুটির অনুবাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে বিভিন্ন ব্যক্তির কৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গল্প-প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন রিভিয়্যু-র প্রতিটি সংখ্যাতেই মুদ্রিত হতে থাকে। এগুলিও বিদেশে তাঁর খ্যাতির ভূমিকা রচনা করতে সহায়ক হয়েছিল।

'মাতৃ অভিষেক' ['হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে'] কবিতায় ও অন্যান্য রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ বলে আসছিলেন। বিলেতে ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, রোটেনস্টাইনের মতো 'বড়ো' ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ভাইসরয় পদে লর্ড মিণ্টোর পর লর্ড হার্ডিঞ্জের নিয়োগে ভারতে দমননীতির লাঘব প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে ইংরেজ-বিরোধিতা সম্ভবত কমিয়ে আনছিল। এরই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ২৬ ফাল্গুন [শুক্র 10 Mar] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে। সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করার জন্য ইংরেজ গবর্মেণ্ট একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকাকে কুক্ষিগত করতে চাইছিল। *The Indian Minor*-এর

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন সন্ত্রাসবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তাঁর সামনেই গবর্মেণ্ট টোপ ফেলল। নির্ধারিত দু'পয়সা মূল্যে গবর্মেণ্ট প্রত্যহ পত্রিকাটির ২৫ হাজার কপি কিনে নিয়ে বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করবে এই শর্তে আকৃষ্ট হয়ে নরেন্দ্রনাথ ১ বৈশাখ ১৩১৮ [শুক্র 14 Apr 1911] থেকে কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকাটি নবপর্যায়ে প্রকাশ করবেন বলে ঠিক করেন। তিনি লেখকরূপে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেছেন জেনে চারুচন্দ্র তার সত্যতা যাচাই করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

নরেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে গত কল্য অনুরোধ পেয়েছি—আমি সম্মতি দান করিনি। না দেবার প্রধান কারণ এই যে, এতদিন ধরে কলমের মুখে অনেক কালী মাখিয়েছি এখন তার কলঙ্ক ক্ষালন করে ভাল মানুষটি হয়ে চুপ করে বসে থাকব এই আমার সঙ্কল্প। কিন্তু গবর্মেণ্টের এই কাগজের জয়ঢাকটাকে অবলম্বন করে পলিটিক্স বাদ দিয়ে অন্যান্য ভাল ভাল প্রয়োজনীয় তথ্য দেশময় প্রচার করবার সুযোগ অবলম্বন করলে দোষ কি? কোন দীন প্রাণ প্রাইভেট কাগজের দ্বারা ত এ সুবিধা ঘটতে পারে না। বস্তুত আমাদের বাংলা খবরের কাগজগুলো ত লোকশিক্ষার পক্ষে উপযোগী হচ্ছে না—হলেও তার গ্রাহক পাওয়া শক্ত হয় এমন স্থলে এরকম কাগজের দ্বারা কাজ পাওয়া যেতে পারে।[১৬১]

তিনি পত্রিকাটিতে লেখেননি, কিন্তু অনর্থক সরকার-বিরোধিতার সমর্থনও তিনি করেননি। অবশ্য এই মনোভাব তাঁর পক্ষে নূতন নয়, জাতীয় শিক্ষান্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার সময়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করার পরিবর্তে তার সহযোগী হবার জন্য তিনি দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আলোচ্য পর্বে তিনি সহযোগিতার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শপ্রার্থী হন। ইতিপূর্বে তিনি একবার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কলেজ শাখা খোলবার কথা ভেবেছিলেন [১৩১৪ : 1908 দ্র রবিজীবনী ৫। ৩৯৩]। কিন্তু সে ছিল অলস চিন্তা, বর্তমানে তা কিছুটা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে তিনি আশুতোষের সঙ্গে সম্ভবত কিছু পত্রালাপও করেন। হয়তো সাক্ষাৎকারের দিন ঠিক করেই তিনি ৮ চৈত্র [বুধ 22 Mar] দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখেন : 'বোধকরি দুইচারিদিনের মধ্যে কলিকাতায় কয়েকদিনের জন্য যাইব। অন্তত বৃহস্পতিবারে কলিকাতায় অবস্থান সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ নাই। সেখানে দেখা হইবে।'[১৬২] সম্ভবত 'বৃহস্পতিবার' [১৬ চৈত্র : 30 Mar]ই তিনি আশুতোষের সঙ্গে দেখা করেন। আশুতোষ বিশেষ ভরসা দিতে পারেননি। 'রবিবার' [১৯ চৈত্র : 2 Apr] ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরীকে লেখেন : 'কলেজ স্থাপনার প্রস্তাব লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। আশুবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলাম বাড়িঘর তৈরি করিতে যে টাকার প্রয়োজন সে আমাদের সাধ্যাতীত—অতএব এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করি।'[১৬৩] একই দিনে জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আমি বোলপুরে কলেজ স্থাপনের আলোচনা করতে এখানে এসেছিলুম...যে রকম খবর পাওয়া গেল তাতে আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় এটা চল্‌বে না—আমারো ওতে মনের উৎসাহ ছিল না।'[১৬৪] ৭ বৈশাখ ১৩১৮ [বৃহ 20 Apr 1911] যদুনাথ সরকারকে লিখিত পত্র থেকে মনে হয় এ ব্যাপারে আশুতোষ স্বয়ং আগ্রহ দেখিয়েছিলেন :

এখানে কলেজ স্থাপনের পরামর্শ করিতে আশু মুখুয্যে মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলাম তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন আমাকে টাকা জমা দিতে হইবে না—জামিন হইলেই চলিবে। অবশ্য ক্লাসের ঘর ও সাজসরঞ্জামে টাকা লাগিবে। এ টাকা সাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব কিনা সন্দেহ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মনে ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হইলে পরামর্শ করা যাইবে।[১৬৫]

এই পরামর্শ হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। কিন্তু সম্ভবত আর্থিক অনটনের জন্যই প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।

চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের সহকারিত্বে সত্যেন্দ্রনাথ এতদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করে আসছিলেন। বর্তমানে তিনি সেই দায়িত্ব পরিত্যাগ করায় রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। সংবাদটি 17 Mar [শুক্র ৩ চৈত্র]-সংখ্যা বেঙ্গলী-তে প্রকাশিত হয় : 'We are glad to announce that Babu Rabindra Nath Tagore will take up the Editorship of the Bengali Journal "Tattwabodhini Patrika" the organ of the Adi Brahmo Samaj, for the next Bengali year.' এর ফলে বৈশাখ-সংখ্যা থেকেই পত্রিকাটিতে 'আশ্রম সংবাদ' নাম দিয়ে একটি নূতন বিভাগ প্রবর্তিত হয়, যার সাহায্যে আমরা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও রবীন্দ্রনাথের কার্যকলাপ সংক্রান্ত অনেক তথ্য লাভ করি।

১ বৈশাখ ১৩১৭ তারিখে ছাত্রদের 'সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। বিভিন্ন ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করত, সেই উপলক্ষেও সভা হত। রবীন্দ্রনাথও অনিয়মিতভাবে অধ্যাপকদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। আলোচ্য সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি 'প্রবন্ধ পাঠ সভা' স্থাপিত হল। তত্ত্ববোধিনী-তে লিখিত হয়েছে :

> "প্রবন্ধ পাঠ সভা" নামে একটি সমিতি গত ফাল্গুন মাসে স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিতে বিশেষজ্ঞদের লিখিত প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। ২৪এ ফাল্গুনের [বুধ 8 Mar] অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় নিম্বার্ক প্রবর্ত্তিত দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তারপর গত ১লা [বুধ 15 Mar], ৮ই [বুধ 22 Mar] ও ১৫ই চৈত্র [বুধ 29 Mar] পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "গীতাপাঠের ভূমিকা" বিষয়ক প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব পাঠ করিয়া গত ২২এ চৈত্র [বুধ 5 Apr] গীতা সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "বাংলা বিশেষ্য পদের একবচন" নামক একটি প্রবন্ধ ৪ঠা চৈত্র [শনি 18 Mar] তারিখে পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।[১৬৬]

এই বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রধানত বুধবার সন্ধ্যাতেই সমিতির অধিবেশন হলেও প্রয়োজনমতো অন্যান্য দিনেও সভা হওয়ার বাধা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পঠিত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে উল্লেখ করা দরকার, তাঁর প্রকাশিত রচনার মধ্যে উক্ত নামের কোনো প্রবন্ধ নেই। সম্ভবত বহুল পরিবর্তিত হয়ে 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য' নামে ভাদ্র ১৩১৮-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয় [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ১৪৩–৪৭]। শব্দতত্ত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গভীর, কিন্তু ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ [27 May 1904] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধটি পাঠ করার পর তিনি বিষয়টি নিয়ে অনেকদিন আলোচনা করেননি। সম্ভবত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বিষয়টির প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। *25 Jun 1910 [১১ আষাঢ়] তিনি চারুচন্দ্রকে লেখেন : 'তোমার কাছ হইতে বইগুলা [?] আসিয়া পৌঁছিলেই তোমার suggestion মত লেখা আরম্ভ করিয়া দিব। চলিত কথার রীতি সম্বন্ধে তুমি যে পরামর্শ দিয়াছ তাহা কাজে লাগানো শক্ত হইবে না।'[১৬৭] *2 Jul [১৮ আষাঢ়] তাঁকে লেখেন : 'বইগুলি পেয়েছি। যতই ভেবে দেখ্‌ছি ততই বুঝ্‌চি অজিতের কর্ম্ম নয় আমাকেই করতে হবে। তারপরে কোন ইংরিজি ব্যাকরণ মুদ্রারাক্ষসকে দিয়ে তর্জ্জমা করিয়ে নিতে হবে। বাংলাভাষাকে ত analyse করে এপর্য্যন্ত দেখা হয়নি—অতএব অনেক চিন্তা করতে হবে। এ পথে চিন্তা করা অজিতের অভ্যস্ত নয়। তৈরি করে তুল্‌তে সময় লাগ্‌বে নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে চল্‌বেনা।'[১৬৮] প্রসঙ্গটি স্পষ্ট নয়। 'প্রবন্ধ পাঠ সভায়' রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং আষাঢ় ১৩১৮ থেকে প্রবাসী-তে প্রায় ধারাবাহিকভাবে শব্দতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর যে প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হয় তাতে বিশেষভাবে 'চলিত কথার রীতি' প্রসঙ্গে আলোচনা নেই। ইংরেজিতে 'তর্জ্জমা' করার বিষয়টিও স্পষ্ট নয়।

মহাপুরুষদের জন্ম কিংবা মৃত্যুদিনে তাঁদের চরিত ও উপদেশ আলোচনার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল বর্তমান বৎসরের খ্রিস্ট-জন্মদিনে। এই রীতি অনুসরণ করে ৩০ ফাল্গুন [মঙ্গল 14 Ma] 'বাসন্তী পূর্ণিমা রজনীতে স্থানীয় মন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মোপলক্ষ্যে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি সংক্ষেপে সোজা কথায় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করেন।'[১৬৯]

'রাজা' নাটক প্রকাশিত হয়েছিল পৌষ মাসে। ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ তার অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সুধীরঞ্জন দাস লিখেছেন :

'আমাদের অভিনয় শেখাতে গুরুদেব খুব বেশি পরিশ্রম করেছিলেন। এক-এক দৃশ্য কত বার অভ্যাস করতে হয়েছিল। আঁধার ঘরের রানী সুদর্শনা সেজেছিলাম আমি। সুরঙ্গমা হয়েছিলেন যতদূর মনে পড়ে অজিতবাবুর ছোটো ভাই সুশীল, তাঁর গানের খ্যাতি ছিল। গুরুদেব নিজে হলেন রাজা। দিনুবাবুকে খুব মানিয়েছিল ঠাকুরদার ভূমিকায়। মাস্টারমশায়দের কেউ-বা কাঞ্চী, কেউ কোশল, কেউ বিদর্ভের রাজা সেজেছিলেন। ...নিজে তিনি আমাকে সাজিয়ে দিলেন বড়োমা ও মীরাদির কত-না গয়নাকাপড় দিয়ে। গলাটি যাতে আমাদের শ্রুতিমধুর হয় সেজন্যে নিজে গরম দুধে ডিম ফেটিয়েও খাইয়েছেন। এত তালিম দিয়ে যখন অভিনয় হল, দর্শকসমাজ সকলেই সমস্বরে সাধুবাদ দিয়েছিলেন। সুরঙ্গমার অভিনয়ও খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। অদৃশ্য রাজার ভূমিকায় গুরুদেবের সুললিত অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর আজও আমার কানে বাজে, সেই রাত্রির অভিনয়ের কথা মনে করলেই।[১৭০]

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদা'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন : রোহিণী—নরেন্দ্রনাথ খাঁ, রাজবেশী—অন্নদাচরণ বর্ধন, কাঞ্চীরাজ—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কোশলরাজ—জগদানন্দ রায়, কলিঙ্গরাজ—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাউলের দলে শিক্ষক ও কর্মীদের অনেকেই ছিলেন।'[১৭১]

তাঁর মতে, ৫ চৈত্র [রবি 19 Mar] 'রাজা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। *10 Mar [শুক্র ২৬ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লেখেন : 'আগামী রবিবারের পর রবিবারে "রাজা" অভিনয়ের নিমন্ত্রণ রইল।'[১৭২] একটি তারিখ-হীন [? ৭ চৈত্র : 21 Mar] পত্রে তিনি প্রতিমা দেবীকে অভিনয়ের বিবরণ দিয়ে লেখেন :

এ কয় দিন অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে ছিলুম। রাজা অভিনয়ের আয়োজন করতে কিছুদিন থেকে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তার পরে অভিনয় দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে অনেক অতিথি এখানে এসেছিলেন—তাঁদের আতিথ্য নিয়েও আমার আর কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না। মেয়ে আটজন ও পুরুষ নয় দশ জন এসেছিলেন। মেয়েরা হেমলতা বৌমার বাড়িতে ছিলেন, পুরুষেরা শান্তিনিকেতনের দোতলায়। ...পর্শু অভিনয় হতে রাত দুপুর হয়েছিল—তার পরে কাল রাত্রে মেয়েরা অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা ব্যাপার নিয়ে আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল। আজ ভোর রাত্রে তাঁরা সব চলে গেলেন। আমাদের অভিনয়ে সুধীরঞ্জন সেজেছিল রাণী—বেশ ভাল করে তাকে সাজানো গিয়েছিল—অন্তত তার চেহারাটা সকলের ভাল লেগেছিল—তার অভিনয়ও মন্দ হয় নি। মোটের উপর লোকদের ভালই লেগেছে। কিন্তু আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল।[১৭৩]

কলকাতা থেকে আগত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তা দেবী [1893–1984]। তিনি লিখেছেন, কোনো-এক বিবাহ-সভায় ডাঃ নীলরতন সরকারের কন্যা নলিনী ও তিনি শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পরিকল্পনা করে রামানন্দকে তাঁদের নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। রামানন্দ সাগ্রহে তাঁদের নিয়ে যান। তাঁর এইটিই প্রথম শান্তিনিকেতনে আগমন। শান্তা দেবী লিখেছেন :

...মাটির "নাট্যঘরে" খড়ের চালার তলায় নবীন কিশলয়ে ও সদ্যতোলা পুষ্পদলে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে গান ও অভিনয় যেন আতসবাজির ফুলের মত ঝলমল করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ...অভিনয়ের আগে পরেও রবীন্দ্রনাথের আনন্দ বিতরণের কি সমারোহ! অতিথিশালার উপরের ঘরে বসিয়া একসঙ্গে পঞ্চাশটা পর্য্যন্ত গান তিনি অনায়াসে গাহিয়া গেলেন। অতিথিদের সঙ্গে করিয়া সমস্ত আশ্রম নিজে দেখাইলেন। তাঁর আতিথ্য, তাঁর সৌজন্য, তাঁর বাৎসল্য, তাঁর কণ্ঠমাধুর্য্য, তাঁর সৌন্দর্য্য, তাঁর দৈহিক ক্ষমতা, তাঁর প্রসন্নতা কিছুরই যেন সীমা ছিল না। ...গভীর জ্যোৎস্না রাত্রে পারুল বনে তিনি হাঁটিয়া যাইতেন সঙ্গীত উৎসব করিতে, বিদায়ের সময় অন্ধকার রাত্রে আলো হাতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতেন এই অতিথিদের গাড়ীতে তুলিয়া দিতে।[১৭৪]

আমরা আগেই বলেছি, কলেজ স্থাপনা বিষয়ে আলোচনা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ১৬ চৈত্র [বৃহ 30 Mar] আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তার আগের দিন তিনি মন্দিরে যে উপাসনা করেন, সেটি 'সুন্দর' [দ্র তত্ত্ব, আষাঢ় ১৮৩৩ শক। ৫০–৫২; ভারতী, আষাঢ় ১৩১৮। ২৬৮–৭৩; শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৮৩–৮৮] নামে মুদ্রিত হয়।

আশুতোষের সঙ্গে আলোচনার পরেও রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন কলকাতায় থেকে যান। 'রবিবার' [১৯ চৈত্র : 2 Apr] জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'আগামী বৈশাখ মাস থেকে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক পদ আমার উপরে চেপেচে—সে জন্যেও আমাকে কিছু খাট্‌তে হচ্চে এবং আরও হবে'[১৭৫]—হয়তো এই কারণেই তিনি কলকাতায় ছিলেন। এই পত্রেই তিনি লেখেন, 'আগামী মঙ্গলবারে ফিরে যাব'—কিন্তু সম্ভবত রবিবারই তিনি জগদীশচন্দ্রকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। *4 Apr [মঙ্গল ২১ চৈত্র] সেখান থেকে চারুচন্দ্রকে লেখেন : 'ইতিমধ্যে জগদীশ দুই দিন এখানে যাপন করে গেছেন।'[১৭৬]

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পূর্ব্ববৎ থাকলেও, 'বৌঠাকুরাণী' অবলা বসুর প্রতি তিনি বিরূপ হয়ে পড়েছিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি জগদীশচন্দ্রকে একটি পত্র লেখেন [পত্রটি পাওয়া যায়নি], প্রত্যুত্তরে 11 Apr [মঙ্গল ২৮ চৈত্র] অবলা বসু তাঁকে লেখেন : 'অনেকদিন পরে আপনি অধ্যাপক মহাশয়কে পত্র দিয়াছেন, তাঁর চিঠির উত্তর তিনি নিজেই দেবেন। ...আপনি যে আমাদের বোলপুরে চান না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের যাইতে লেখেন নাই'।[১৭৭] এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ৩০ চৈত্র [বৃহ 13 Apr] তাঁকে একটি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতি ভাগিনেয় অরবিন্দমোহনের অতিরিক্ত আকর্ষণ অবলা বসু পছন্দ করেননি এবং রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁদের নিধাররিত কর্তব্যপথ থেকে অরবিন্দমোহন যেন ভ্রষ্ট না হন, তার জন্য 'এখন হইতে...তাহাকে সর্ব্বদা আমাদের নিকটেই রাখিব' ঘোষণা রবীন্দ্রনাথকে উদ্বেজিত করে। অন্য অনেক কথার সঙ্গে পত্রের শেষে তিনি লেখেন :

> এবারে আপনাকে বোলপুরে আসবার কথা বলি নি—তার কারণ, কিছুদিন থেকে আমি অনুভব করছিলুম, এই বিদ্যালয়ের প্রতি আপনার হৃদয় অনুকুল নেই। অথচ এই বিদ্যালয়টি আমার জীবনের সাধনার ক্ষেত্র—আমার দেবতা এইখানে, আমার মুক্তি এইখানে—এ সামান্য ইস্কুলমাত্র নয়—এখানে আপনি মনে লেশমাত্র বিমুখতা নিয়ে আসবেন, এখানে এসে কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করে যাবেন, এ আমার পক্ষে অসহ্য। অনেক লোক তেমন ভাবে এখানে আসে যায়—আমি পৃথিবীর সকল লোকের কাছেই সহানুভূতির কাঙালবৃত্তি করতে তো চাই নে—কিন্তু আপনাদের তেমন উদাসীনভাবে দেখতে পারি নে। যে জায়গায় আমি সকলের চেয়ে সার্থকতা লাভ করেছি সে জায়গায় আপনাদের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে সেখানে খেলাচ্ছলেও আমাদের মিলন হতে পারে না—আর সব জায়গাই রইল—কলকাতা আছে, আমাদের পদ্মার চর আছে, আর যেখানেই বলেন সেখানেই কোনো বাধা নেই।[১৭৮]

ছাত্রদের সঙ্গে সম্বন্ধকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে অনুভব করতেন, তাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশকে তিনি পুঁথি-পড়া বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে কত বড়ো বলে মনে করতেন—দীর্ঘ পত্রটির ছত্রে ছত্রে তা প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় একই কারণে কয়েকমাস আগে দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, কিন্তু জগদীশচন্দ্র ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে এত একাত্ম অনুভব করতেন যে এক্ষেত্রে তাঁর বেদনা ছিল অনেক বেশি। এর পরেও জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তিনি নানা কর্মসূত্রে জড়িত থেকেছেন, কিন্তু পূর্ব্বের ভারহীন সম্পর্ক আর ফিরে আসেনি।

শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর বৃহস্পতিবার [২৩ চৈত্র : 6 Apr] রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে ছাত্রদের যে উপদেশ দেন, অন্যতম ছাত্র নরেন্দ্রনাথ নন্দী তার অনুলেখন করেন ও সেটি 'গুরুদেবের উপদেশ' নামে অগ্র

১৩১৮-সংখ্যা বাগান-এ প্রকাশিত হয়। নরেন্দ্রনাথ '২৪ চৈত্র ১৩১৭/বৃহস্পতিবার' তারিখ লিখেছেন, কিন্তু ২৪ চৈত্র 'শুক্রবার' ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'তোমরা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছ, দেখিতে২ বড় হইতেছ। ইহাতে তোমাদের তেমন চেষ্টা কিছুই নাই; এর প্রতি সম্পূর্ণ অচেতন থাকিয়াও তোমরা বাড়িয়া উঠিতেছই!...কিন্তু প্রকৃত বড় হইতে হইলে তোমাদের নিজের চেষ্টা ভিন্ন কিছুতেই কিছু হইবেনা।' শরীরের বড়ো হওয়া বাইরের আকার দেখে বোঝা যায়, কিন্তু ভিতরের বড়ো হওয়া কাজকর্মে প্রকাশ পায়। বাধ্যতামূলক উপাসনা করতে হয়তো কারোর ভালো লাগে না, কিন্তু 'ধীরে ধীরে তাঁহার উপাসনা করিতে করিতে তোমরা শিশুর ন্যায় ভগবান্‌কে যেদিন পিতামাতা বলিয়া জানিতে ডাকিতে পারিবে, সেই দিন হইতেই তোমাদের প্রকৃত জীবনের সূচনা হইবে। ...কুঁড়ি যখন ফুটে উঠে তখন তার সুগন্ধে যেমন চারিদিক আমোদিত করে তোমাদের হৃদয়গুলিও তখন ভক্তির সুবাস ছড়াইয়া সকলকে মুগ্ধ করিবে।' ছাত্রদের মধ্যে ঈশ্বর-নির্ভর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন রবীন্দ্রনাথ আকাঙ্ক্ষা করতেন, এই উপদেশে সেই ইচ্ছাই ব্যক্ত হয়েছে।

বর্ষশেষ ও নববর্ষের উপাসনা-উৎসবের জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। *4 Apr [২১ চৈত্র] তিনি এই প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'বর্ষশেষের দিনে তোমরা আসতে পারবে ত? সেদিন মেয়েরা কেউ আসবেন কিনা আজও জানতে পারা গেল না।'[১৭৯] উৎসব, অভিনয় প্রভৃতি উপলক্ষ করে শান্তিনিকেতনে মহিলাসহ জনসমাগম ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল—এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন : "বর্ষশেষে (১৩১৭) পূর্ণিমারাতে গোয়ালপাড়া যাইবার পথের পূর্ব দিকে জনহীন প্রান্তরে উপাসনা হইল। সেই রাতে কবি স্বয়ং গান করিয়াছিলেন 'জাগে নাথ জ্যোৎস্নারাতে'—সেই স্মৃতি ভুলিবার নয়।"[১৮০] 'শান্তিনিকেতন আশ্রমে বর্ষশেষের উপাসনাকালীন বক্তৃতার সারমর্ম্ম' 'বর্ষশেষ' নামে জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৩ শক-সংখ্যা [পৃ ২৯–৩১] তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয় [দ্র ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮। ১৩৭–৪০; শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৮৯–৯২]। পূর্ণিমার রাত্রে বর্ষশেষ এই যোগাযোগটি তিনি সুন্দরভাবে ভাষণে ব্যবহার করলেন : 'কোনো শেষই যে শূন্যতার মধ্যে শেষ হয় না—ছন্দের যতির মধ্যেও ছন্দের সৌন্দর্য যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়—বিরাম যে কেবল কর্মের অভাবমাত্র নয়, কর্ম বিরামের মধ্যেই আপনার মধুর এবং গভীর সার্থকতাকে দেখতে পায় এই কথাটি আজ এই চৈত্রপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকাশে যেন মূর্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি জগতে যা-কিছু চলে যায় ক্ষয় হয়ে যায় তার দ্বারাও সেই অক্ষয় পূর্ণতাই প্রকাশ পাচ্ছেন।'

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন্ন ৫১তম জন্মদিন বা পঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁকে জাতীয়ভাবে সংবর্ধিত করার একটি পরিকল্পনা রবীন্দ্রানুরাগী মহলে দানা বেঁধে উঠছিল। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় পরিকল্পনাটির সূচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : '১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাস...কান্তিক প্রেসের আসরে বৈকালে সত্যেন্দ্র দত্ত এসে বললেন—১৩১৮ সালের বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। তাঁর জন্মদিনে সারা দেশের লোকের প্রতিনিধি-স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে যাতে তাঁর রীতিমত সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়, সে-ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?'[১৮১] বন্ধুরা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। সৌরীন্দ্রমোহনের বর্ণনা অনুযায়ী, 'চারু বন্দ্যো, সত্যেন্দ্র দত্ত, মণিলাল গঙ্গো, বীরেন্দ্র দত্ত এবং আমি' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে গিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকেও এই কর্মকাণ্ডে জড়াতে সমর্থ হন তাঁরা। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বর্ণনাটি ভিন্নতর। তিনি লিখেছেন : 'আমার এক দাদা দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর

পুরোবর্তিতায় আমাদেরই গৃহে একটি অনাড়ম্বর রবীন্দ্রচক্রের সূচনা ঘটিয়াছিল...আমাদের অনামিকা গৃহসভায় একদিন কথা উঠিল,—কবি পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিবেন, এই উপলক্ষে তাঁহার শুভ শতায়ু কামনা করিয়া আমাদের শ্রদ্ধানিবেদনকল্পে একটি প্রকাশ্য সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে। ...যে কয়জন সভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম—দ্বিজদা, আমি, সত্যেন, চারু ও মণিলাল—প্রত্যেকেই একশত টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়া কার্যারম্ভ করিয়া দিলাম।'[১৮২] কিন্তু পরিকল্পনার ব্যাপকতার তুলনায় এই অর্থ যৎসামান্য, ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস ও নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় 'সম্মানোচিত দান' দিলেও 'অন্যত্র প্রায় নিরাশ হইতে হইল'। গত্যন্তর হয়ে তাঁরা রামেন্দ্রসুন্দরের শরণাপন্ন হন। 'তিনি প্রসন্ন মনে ও উৎসাহ সহকারে আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন ও পরিষদেই একটা মন্ত্রণাসভা ডাকিলেন।'

কিন্তু তার আগেই একটি মন্ত্রণাসভা বসেছিল ভারত সঙ্গীতসমাজ গৃহে, দুঃখের বিষয়, আমরা তার তারিখ ও সভার আলোচনার বিবরণ সংগ্রহ করতে পারিনি। এই সভায় সংবর্ধনার দায়িত্ব একটি সমিতির উপর অর্পিত হয়, সমিতির সম্পাদক হন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও কোষাধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। জনসাধারণের উদ্দেশে একটি আবেদনপত্র প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হীরেন্দ্রনাথ স্বহস্তে যে খসড়াটি লিপিবদ্ধ করেন, তাতে তিনি ছাড়া স্বাক্ষর করেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরী, সারদাচরণ মিত্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও জগদীশচন্দ্র বসু [দ্র *The Calcutta Municipal Gazette*, Tagore Memorial Special Supplement 1941, p. 115]। 'কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত' মুদ্রিত আবেদনপত্রটি এইরূপ :

কবি-সম্বর্ধনা।

আগামী ২৫শে বৈশাখ রবিবার কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। রবীন্দ্র বাবু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক; তিনি বহু বর্ষ ধরিয়া নানা ভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার একপঞ্চাশৎতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সংবর্দ্ধনা করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হওয়াতে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমিতি ইচ্ছা করিলে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেশের সাহিত্যিকগণকে যথোচিত সম্মান জানাই নাই; তাহাতে আমাদের জাতীয় ত্রুটি হইয়াছে। রবীন্দ্র বাবুর আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে যেন আমরা ঐ ত্রুটির সংশোধন আরম্ভ করিতে পারি।

রবীন্দ্র বাবুর প্রতি সম্মান দান যাহাতে দেশব্যাপী হয়, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন। এবং পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য্য করিবেন।

সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, উৎসব দিবসে সাধারণ উৎসবের সঙ্গে কবিবরকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ উপহার দেওয়া হইবে এবং কবিবরের নাম স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে কোনও লোকহিতকর স্থায়ী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে।

সমিতির উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতি সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ বিষয়ে সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়। যিনি যাহা দিবেন সাদরে গৃহীত হইবে এবং সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে।

এই আবেদনপত্র বিভিন্ন সাময়িকপত্রেও প্রচারিত হয়। সমিতির সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ এর একটি কপি সাহিত্যপরিষদ-সম্পাদককে পাঠিয়ে লেখেন :

বহুমানাস্পদ/শ্রীযুক্ত সাহিত্য-পরিষদ্-সম্পাদক মহাশয়/সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন/কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ৫১তম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির অনুষ্ঠানপত্র এতৎসহ পাঠাইলাম। সমিতির অনুরোধ যে বঙ্গসাহিত্যের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে পরিষদের সম্মতি জানিতে [পারিলে] সমিতি আবশ্যকমত অর্থ পরিষদের হস্তে অর্পণ করিবেন।

আশা করি আগামী অধিবেশনে আপনি এই পত্র পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থিত করিবেন।

কার্যনির্বাহক সমিতির ১০ বৈশাখ ১৩১৮ [রবি 23 Apr 1911] তারিখের ১৭শ অধিবেশনে প্রসঙ্গটি ওঠে, কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ অনুপস্থিত থাকায় ১৩ বৈশাখের [বুধ 26 Apr] স্থগিত অধিবেশনে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রসঙ্গটি আমরা যথাস্থানে উত্থাপন করব।

শান্তিনিকেতনে ৭ পৌষ সান্ধ্য-উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ 'সামঞ্জস্য' নামে যে প্রবন্ধ পড়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর বাল্যকালে পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের কিছু স্মৃতিচারণ ও পিতার চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে এবং তার সঙ্গে জীবনস্মৃতি-র 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়ের কিছুটা মিল লক্ষিত হয়—একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। সম্ভবত এই সময়ে বা এর কিছু পরে তিনি 'জীবনস্মৃতি' লিখতে শুরু করেন। ইতিপূর্বে ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য তিনি যখন জীবনবৃত্তান্ত লিখতে অনুরুদ্ধ হন, তখন 'বৃত্তান্তটা' বাদ দিয়ে 'কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে' সেইটি লিখে দিয়েছিলেন। তারও আগে বালক-পাঠ্য 'সখা ও সাথী'র সম্পাদক ভুবনমোহন রায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পত্রিকাটির শ্রাবণ ১৩০২ [পৃ ৭৬–৭৯] সংখ্যায় প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করে যে পত্র দেন সেটি ছাপা হয় ভাদ্র-সংখ্যায় [পৃ ১০৩–০৪]। এর পরে তিনি পদ্মিনীমোহন নিয়োগীর অনুরোধে ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ [13 Sep 1910] পত্রাকারে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিখে দেন—এখানে পরিণত বয়সের জীবনকথা স্থান পেলেও পত্রের স্বতন্ত্র শেষাংশে পিতার সঙ্গে হিমালয়ভ্রমণের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেয়েছে। জীবনস্মৃতি-তে অবশ্য সখা ও সাথী-তে বর্ণিত জীবনকথার পর্বটি অর্থাৎ রাজর্ষি-কড়ি ও কোমল রচনা পর্যন্ত জীবনের কথাই বলা হয়েছে।

'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথ কখন লিখতে শুরু করেন বলা শক্ত। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : "'রাজা' নাটক প্রকাশের (পৌষ ১৩১৭) পর কবি তাঁহার জীবনস্মৃতির খসড়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন; শান্তিনিকেতন দ্বিতল গৃহের মধ্যের কামরায় জাজিম পাতা মেঝেয় বসিয়া আমরা সেই-সব শুনিতাম।"[১৮৩] কিন্তু এই-সময়ে লিখিত চিঠিপত্রে এরূপ রচনা-পাঠের আসরের কথা নেই, সেইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় চৈত্র মাসের শেষ দিকে লেখা চিঠিতে; যেমন মীরা দেবীকে লিখেছেন : 'রোজ দুপুর বেলা খাওয়ার পর অধ্যাপকেরা আসেন আমি জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাগুলো ব্যাখ্যা [করে] তাঁদের শোনাই—দেখি তাঁদের অনেকে খাতা নিয়ে তার নোট নিতে থাকেন। অজিত বোধ করি আমার জন্মদিনে আমার রচনা সম্বন্ধে কিছু একটা পাঠ করবে, তারই জন্যে আমার জীবনবৃত্তান্তের ও ভিন্ন ভিন্ন কাব্য রচনার দিন ক্ষণ তারিখ নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে'।[১৮৪]

২৪ বৈশাখ [রবি 7 May] অজিতকুমার শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসবে 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তাতে 'জীবনচরিত ও কাব্য উভয়কেই একত্র' মিলিয়ে দেখতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের মুখের কথা ছাড়াও জীবনস্মৃতি-র পাণ্ডুলিপি থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই পাণ্ডুলিপিটি একটি প্রাথমিক খসড়া, বহুল পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে 'জীবনস্মৃতি' প্রবাসী-র ভাদ্র ১৩১৮-সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক মুদ্রিত হয়।

প্রথম পাণ্ডুলিপিটি [Ms. 146 (i)] ৫২ পৃষ্ঠার ৩৫.৩×২৫ সেন্টিমিটার আকারের রুলটানা কাগজের খাতা, বর্তমানে সংরক্ষণের উপযোগী করে বাঁধানো। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রবীক্ষা ১৩ [২২ শ্রাবণ ১৩৯২ : 7

Aug 1985]-তে প্রাসঙ্গিক তথ্য-সহ মুদ্রিত হয়েছে। অজিতকুমার এই পাণ্ডুলিপিটিই ব্যবহার করেছিলেন তার প্রমাণ 'প্রভাতসঙ্গীত' অধ্যায়ের আংশিক উদ্ধৃতি, মুদ্রিত গ্রন্থে এই অংশের পাঠ একেবারেই আলাদা।

এখন প্রশ্ন এই যে, এটি কখন লিখিত হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, প্রথম পাণ্ডুলিপির ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে মুদ্রিত আত্মপরিচয়ের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ মিলিয়ে দেখলে। প্রথম পাণ্ডুলিপির পাঠটি এইরূপ :

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে। সে অনুরোধ পালন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু নিজের কথা লিখিতে বসিলে যে অহমিকা আসিয়া পড়ে তাহার জন্য পাঠকদের কাছ হইতে ক্ষমা চাই।

অপর রচনাটির প্রথমাংশ :

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু...ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

শুধু এই নয়। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখেছেন : 'আমার হাতে আমারই রচিত অনেকগুলি পুরাতন চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে—বর্ত্তমান প্রবন্ধে মাঝে মাঝে আমার এই চিঠিগুলি হইতে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করিব।' দুটি রচনাতেই ইন্দিরা দেবীকে লিখিত [ছিন্নপত্রাবলী-তে সংকলিত, কিন্তু সবগুলি নয়] অনেকগুলি পত্রাংশ উদ্ধৃত হয়েছে।

এর থেকে আমাদের মনে হয়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনবৃত্তান্ত প্রথম পাণ্ডুলিপিতেই লিখতে শুরু করেন—কিন্তু ভূমিকা অংশটি লেখার পরই সেটি কেটে দিয়ে [উল্লম্ব একটি রেখা টেনে কেটে দেওয়ার চিহ্ন পাণ্ডুলিপিতেই আছে] অন্যভাবে লিখে বঙ্গবাসী-কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। সেই দায় মিটে যাবার পরেও হয়তো কিছুটা লেখা হয়েছিল—প্রবাসী-র পাঠে ভূমিকার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের পর এই অতিরিক্ত অংশটুকু আছে : 'এমনি করিয়া ছবি দেখিয়া প্রতিচ্ছবি আঁকার মতো কিছুদিন জীবনের স্মৃতি লিখিয়া চলিয়াছিলাম। কিছুদূর পর্য্যন্ত লিখিতেই কাজের ভিড় আসিয়া পড়িল, লেখা বন্ধ হইয়া গেল।' রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত জীবনস্মৃতি-র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 146 (ii)] পরিবর্তিত ভূমিকায় আছে : 'কয়েক বৎসর হইল তেমনি করিয়া অতীত জীবনের কথা কয়েক পাতা লিখিয়াছিলাম।' এ থেকে অবশ্য বোঝা যায় না, তিনি প্রথম পাণ্ডুলিপির সবটুকুই 'কয়েক বৎসর' আগে লিখেছিলেন কিনা। অন্তত 'কাব্যরচনাচর্চ্চা' অধ্যায়ে 'আমার সেকালের কবিতাকে কোনোমতেই যে দুর্ব্বোধ বলা চলে না, তাহারই প্রমাণস্বরূপ লাইন দুটোকে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম...ইহার মধ্যে যেটুকু গভীরতা তাহা সরোবর সংক্রান্ত—অত্যন্ত স্বচ্ছ—কাহারো বুঝিবার কোনো ব্যাঘাত হইবে না' বক্রোক্তিটি ১৩১৩–১৪ সালে রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল-কৃত অস্পষ্টতার অভিযোগ আনার পরে লিখিত বলেই মনে হয়।

সম্প্রতি ড প্রতাপ মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ চট্টগ্রাম এবং' [1992] গ্রন্থের অন্তর্গত "রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-র প্রথম পাঠক" [পৃ ১১৫–২৯৩] প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি প্রধানত চট্টগ্রাম-নিবাসী 'বিশিষ্ট লেখক ও শিল্প-সমালোচক' যামিনীকান্ত সেন, তত্ত্ববারিধি [1881–1949]র জীবনকথা —প্রসঙ্গত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, যামিনীকান্ত সেনের অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' রচনা আরম্ভ করেন ও তিনিই এর পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠক। যামিনীকান্ত কার্তিক ১৩৪৮-সংখ্যা

প্রবর্তক-এ 'রবীন্দ্রনাথ—যেমনটি দেখেছি ও বুঝেছি' [পৃ ৪৯–৬২]-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন; এতে তিনি বর্তমান প্রসঙ্গে লেখেন :

> ১৯০৬ সালে কবির আহ্বানে আমি বোলপুরের শান্তিনিকেতনে শিক্ষামন্দিরে যোগদান করি। ...একদিন কবিবরের সঙ্গে কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে আমি বললুম, "wordsworth এবং অন্যান্য কবিদের কবিতা পাঠের সময় বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয় না—কারণ কোন্ কবিতা কোন্ সময় বা কি উপলক্ষ্যে রচিত সে সম্বন্ধে প্রচুর খবর পাওয়া যায়—অনেক সময় কবিরা নিজেই সে ব লিখে গেছেন। কিন্তু আপনার কবিতাগুলি একেবারে নিঃসঙ্গ—এ সবের কোন দিক্‌দর্শন নেই বিশেষতঃ আপনার জীবনের মুখ্য ঘটনা, গতিবিধি বা ভাব ও চিন্তার খবর কেউ জানে না—কাজেই কবিতাগুলি পাঠের কোন অনুকূল আবহাওয়া পাওয়া যায় না। এজন্য আপনি যদি আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু লেখেন, তবে আপনার কবিতার রসভোগের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে।" তিনি এ কথা খুব আগ্রহের সহিত শুনলেন এবং আমার সহিত একমত হলেন, মনে হ'ল।
>
> এর কিছুকাল পরে তিনি আমাকে হস্তলিখিত একখানি পাণ্ডুলিপি দিলেন পাঠ করতে। এটিই হচ্ছে তাঁর জীবন-স্মৃতি। এটা হ'ল ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসের ঘটনা। আমি হাতে লেখা গ্রন্থখানি নিয়ে এলুম। মধুর গন্ধে যেমন মৌমাছি আকৃষ্ট হয়, তেমনি হয়ত কবিবরের নিকট ইঙ্গিত পেয়ে একদিন অজিতকুমার এসে আমার সহিত রহস্য সুরু করলেন বালকের মত—যেন আমি কারও কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রেখেছি। শেষটা এই জীবনস্মৃতির কথা উত্থাপন করাতে আমি বললুম—কবি আমাকে দেখতে দিয়েছেন বিশেষ করে'—এটা এক সময় সকলেই দেখতে পাবে। সে জন্য ছট্‌ফট্ করে' লাভ কি? অজিতকুমার হাস্‌লেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা অনুসরণে আমরা জানতে পারি, 14 Aug 1906 [২৯ শ্রাবণ ১৩১৩] কলকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদের উদ্‌বোধনী সভায় 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রবন্ধ পাঠের পর তিনি শান্তিনিকেতনে যান ও ২৮ ভাদ্রের [13 Sep] কয়েকদিন আগে পর্যন্ত প্রায় একমাস সেখানেই ছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৫। ৩১৯–২১]। সুতরাং যামিনীকান্ত-কথিত জীবনবৃত্তান্ত লেখার অনুরোধ ও সেই অনুসারে কিছুদিন পরে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পড়তে দেওয়ার ঘটনা কেবল এই সময়েই ঘটতে পারে। তবে, "এই হল 'জীবনস্মৃতি'র উৎপত্তির ইতিহাস"—অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের এই দাবীটি আমাদের একটু অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। যামিনীকান্ত যদি পাণ্ডুলিপিটির বহিরঙ্গ বিবরণ ও বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতেন, তাহলেও এটিকে শনাক্ত করা সহজ হত। তার অভাবে আমাদের অনুমান করতে হয়, যামিনীকান্তের আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথ পূর্বলিখিত জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ তাঁকে পড়তে দিয়েছিলেন—তখনও পাণ্ডুলিপিতে 'কাব্যরচনাচর্চ্চা' অধ্যায়ের পূর্বোদ্ধৃত অংশ লেখা হয়নি, কারণ, রবীন্দ্ররচনাকে দুর্বোধ্য আখ্যা দিয়ে লিখিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রবন্ধ 'কাব্যের অভিব্যক্তি' আলোচ্য ঘটনার কয়েকমাস পরে কার্তিক ১৩১৩-সংখ্যা প্রবাসী-তে প্রকাশিত হয়।

চৈত্র ১৩১৭-তে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচিটি ক্ষীণকায় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৩২ শক [৮১২ সংখ্যা] :

১৮৭–৯৪ ['কর্মযোগ'] দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৪৩–৫৬

১৯৪–৯৬ [ব্রহ্মসংগীত ৮টি]

১৯৫–২০২ ['আত্মবোধ'] দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৫৬–৭৩

২০৩–০৪ [ব্রহ্মসংগীত ১৩টি]

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, চৈত্র ১৩১৭ [১০।৭] :

১৪১–৪৩ কাফি-সিন্ধু—আড়খেম্‌টা। মম চিত্তে নিতি নৃত্যে দ্র স্বর ৪২

১৪৪–৪৬ মিশ্র বারোয়াঁ—দাদ্‌রা। তব সিংহাসনের আসন হতে দ্র ঐ ৩৭

১৪৭–৪৮ বেহাগ—ঠুংরী। বিরহ মধুর হল আজি মধু রাতে দ্র ঐ ৩৬

The Modern Review, Apr 1911 [Vol. IX, No. 4]:

334–38 'The Rise and Fall of the Sikh Power'

371 '"Biday"/(Farewell)' ['Mother darling! Let me go, oh! let me go!']

এদের মধ্যে প্রথম রচনাটি শরৎকুমার রায়ের 'শিখগুরু ও শিখজাতি' গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'ভূমিকা'র যদুনাথ সরকার-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

শিশু কাব্যগ্রন্থের 'বিদায়' [দ্র ৯। ৫৬–৫৭] কবিতার রবীন্দ্রনাথ ও আনন্দ কুমারস্বামী-কৃত ইংরেজি অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের আপত্তি সত্ত্বেও 'Translated by the author and A.K. Coomaraswamy' পরিচয়-সহ মুদ্রিত হয়। কবিতাটি কুমারস্বামীর *Art and Swadeshi* [pp. 120–22] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' গল্পটিকে 'দশচক্র' নামে প্রহসনে পরিণত করেছিলেন ও সেটি স্টার থিয়েটারে ১৪ ফাল্গুন [26 Feb 1910] প্রথম অভিনীত হয়। বর্তমান বৎসরেও প্রহসনটি কয়েকবার অভিনীত হয়—[আমরা সব অভিনয়ের বিবরণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করিনি]—৩ বৈশাখ [শনি 16 Apr], ১০ বৈশাখ [শনি 23 Apr], ২৮ বৈশাখ [বুধ 11 May], ২৬ কার্তিক [শনি 12 Nov] ও ১১ অগ্র [রবি 27 Nov]। কোহিনূর থিয়েটারে 'রাজা ও রানী' অভিনয় হয় ২৫ [রবি 8 May] ও ৩১ বৈশাখ [শনি 14 May]। ৬ আশ্বিন [শুক্র 23 Sep] কলকাতার কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্স্ অ্যাণ্ড সার্জন্স্-এর ড্রামাটিক ক্লাব হাসপাতালের সাহায্যার্থে করিন্থিয়ান থিয়েটারে 'রাজা ও রানী' অভিনয় করে।

রবীন্দ্রসংগীতের কয়েকটি নূতন রেকর্ড প্রকাশের খবর পাওয়া যায় বেঙ্গলী-তে। 2Oct [১৫ আশ্বিন] ১৮২ ধর্মতলা স্ট্রীটের মল্লিক ব্রাদার্স বলাইদাস শীলের গাওয়া চারটি 'ব্রহ্মসংগীত'-এর Beka Record-এর বিজ্ঞাপন দেন :

21777 শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন (ঝাপতাল)

21778 তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা (ঝাপতাল)

21780 অল্প লইয়া থাকি (ছায়ানট—একতালা)

21781 তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে (বেহাগ—খাম্বাজ)

এঁরাই আরও দুটি রেকর্ডের বিজ্ঞাপন দেন 12 Jan 1911 [২৮ পৌষ]; এদের মধ্যে প্রথমটি সংগীতচার্য বিশ্বনাথ রাও-এর এবং দ্বিতীয়টি অমূল্যচন্দ্র মিত্রের গাওয়া :

21739 দেখ সখা ভুল করে ভাল বেস না।

21749 ওহে জীবন বল্লভ [কীর্ত্তন—ঢপ্)।

এইচ বোস টকিং মেসিন হল এস. এন. মৈত্র (অ্যামেচার)-এর গাওয়া দুটি Pathey Record-এর বিজ্ঞাপন দেন 27 Nov [১১ অগ্র] :

33044 ব্রহ্ম সঙ্গীত   বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা

33045 বেহাগ   দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।

বিজ্ঞাপনদাতারা কেউই রচয়িতার নাম ঘোষণা করেননি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

আমরা আগেই বলেছি, ১৩১৪-র শেষ দিকে রাঁচি ভ্রমণে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ জায়গাটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সেখানেই শেষজীবনটি কাটাতে মনস্থ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মোরাবাদী পাহাড়টি কেনেন ৭ কার্তিক ১৩১৫ [23 Oct 1908] তারিখে। পাহাড়ে ওঠার রাস্তা, চূড়ায় একটি মন্দির ও নিচে একটি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয় তার পরে। বর্তমান বৎসরে ১ বৈশাখ [বৃহ 14 Apr] উক্ত মন্দিরে উপাসনা হয়, সত্যেন্দ্রনাথ 'উপদেশ' দেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন : 'আজ ভোর ৫ ।টার সময় মন্দিরে আরতি হল—প্রথমে "তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন"—এই গান—তার পর "পিতা নোসি"—তারপর "অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি"।' ৪ বৈশাখ [রবি 17 Apr] ব্রহ্মোৎসব করে তাঁর বাসগৃহ 'শান্তিধাম' প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তিনিকেতনের 'আশ্রমধারী' স্বামী অচ্যুতানন্দ মিশ্র মন্দিরের আচার্য পদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও সত্যেন্দ্রনাথ বেদী গ্রহণ করে উপাসনা করেন।[১৮৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আগের দিন ডায়ারিতে লিখেছিলেন : 'মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সুরেন, সংজ্ঞা, দিদি, সত্য, বর্ণ ও শাস্ত্রী এসেছেন।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গোপন কোনো অভিমানে এই অনুষ্ঠানে তো বটেই, কোনোদিনই রাঁচিতে যাননি।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ ১৩ আষাঢ় ১৩১৪ [28 Jun 1907] কলকাতা ত্যাগ করে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করে ৬ ভাদ্র [23 Aug] আরবানায় পৌঁছন। কৃষিবিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট হয়ে তিনি আরবানা ত্যাগ করেন এই বছর ২ আষাঢ় [16 Jun]। নিউ ইয়র্ক থেকে ইংলণ্ড যাত্রা করেন 9 Nov [২৩ কার্তিক] Mauretania জাহাজযোগে; লিভারপুলে পৌঁছন 14 Nov [২৮ কার্তিক]—ভারতযাত্রা করেন 24 Dec [৯ পৌষ]—বেঙ্গলী [9 Feb] পত্রিকা থেকে জানা যায়, তিনি 3 Feb 1911 [শুক্র ২০ মাঘ] কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারকে এই বছর দুটি মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ২৭ আষাঢ় [11 Jul] ডায়ারিতে লেখেন : 'মেঝদাদার পত্রে জানা গেল যদুর [শরৎকুমারী দেবীর স্বামী যদুনাথ মুখোপাধ্যায়] মৃত্যু হয়েছে।' ৬ পৌষ [21 Dec] তিনি লেখেন : 'সংজ্ঞা লিখেছে, সেঝবৌঠান [হেমেন্দ্রনাথের পত্নী নীপময়ী দেবী] মারা গেছেন।' তত্ত্ববোধিনী-র বিবরণ [দ্র মাঘ। ১৬৬] থেকে জানা যায়, ১৪ পৌষ [বৃহ 29 Dec] তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় পুষ্ট ভারতবর্ষে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে সমস্ত রকম স্বাদেশিক ভাবধারা জাগ্রত হয়ে উঠলেও রাজা-রানীর প্রতি ভক্তি ছিল মজ্জাগত। রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শোকজ্ঞাপক সাম্রাজ্যেশ্বরী' প্রবন্ধ পাঠ করেন [দ্র রবিজীবনী ৪। ৩০৯]। তাঁর পুত্র সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হয় ২৩ বৈশাখ [শুক্র 6 May]। 'বিগত ২৮এ বৈশাখ বুধবারের উপাসনায় আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে সম্রাটের পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা হইয়াছিল।' পরে '৬ই জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 20 May] সন্ধ্যায় আদি-

ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তিন দলের ব্রাহ্মগণ একত্র হইয়া সম্মিলিত ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন।'[১৮৬] সত্যেন্দ্রনাথ ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বেদী গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর রচিত 'যাওরে অনন্ত ধামে দেহতাপ পাসরি' গানটি সভাস্থলে গীত হয়।

1893-তে শিকাগোর বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ধর্মসভার পর বিভিন্ন শহরে ধর্মসভার আয়োজন করা হচ্ছিল। 1910-এর সভা আহূত হয়েছিল বার্লিন শহরে 5 Aug থেকে 11 Aug [২০–২৬ শ্রাবণ] পর্যন্ত। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই সভায় যোগ দেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রমথলাল সেন ও T.L. Vaswani। আদি ব্রাহ্মসমাজ যথেষ্ট প্রচারমুখী ছিল না, তাই এই ধর্মসভার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটেনি। কিন্তু সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি সম্পর্কে তিনি উৎসাহী ছিলেন। এগুলি অবলম্বনে তিনি অনেককে প্রবাসী-র 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগে লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। ইতিপূর্বে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিও তিনি একই ভাবে সংকলন করিয়েছিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রচারবিমুখ হলেও কিছু-কিছু মানুষ তাঁদের মতে দীক্ষা গ্রহণ করছিলেন। তত্ত্ববোধিনী-র সংবাদে প্রকাশ, ২১ অগ্র আচার্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বসন্তকুমারী দাসী এবং হেরম্বচন্দ্র দাস ও তাঁর পত্নী সরলাকে আদি ব্রাহ্মসমাজ পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষিত করেন। অন্যতম উপাচার্য কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ বাঁশবেড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে তিনকড়ি আঢ্য, হরিহর ঘোষ, প্যারিলাল সেন, সুধীরচন্দ্র শেঠ ও হরেকৃষ্ণ সাধুখাঁ-কে দীক্ষিত করেন। ৭ পৌষ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দীক্ষা দেন, সেকথা আমরা পূর্বেই জানিয়েছি।

পৌষ ও মাঘোৎসবের বিবরণ আমরা জীবনকথা অংশে দিয়েছি। মাঘোৎসবের প্রাতঃকালীন উপাসনায় গীত রামকেলি-ঝাঁপতালে রচিত 'প্রভু, মুছাও আঁখিবারি' গানটি ছাড়া উভয় উৎসবেই রবীন্দ্র-সর্বস্বতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। এইটিই আরও স্পষ্ট হয়, আগামী বৈশাখ মাস থেকে রবীন্দ্রনাথকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করায়। তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রায় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মুখপত্রে পরিণত হয়।

কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে 1872-তে যে Special Marriage Act বিধিবদ্ধ হয়েছিল, তার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, রেজিস্ট্রেশনের সময়ে বর-কন্যাকে ঘোষণা করতে হত তারা কোন ধর্মাবলম্বী নয়। এ নিয়ে অনেকের আপত্তি ছিল। এর প্রতিকারকল্পে ভূপেন্দ্রনাথ বসু কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বিশেষ বিবাহ (সংশোধন) বিল আনয়ন করেন। মডার্ন রিভিয়্যু-র Apr 1911-সংখ্যায় বিলটির বিবরণ দিয়ে লেখা হয় : 'Mr. Rabindranath Tagore, the last known and most prominent member of the Adi Brahmo Samaj, holds very advanced views in social matters we are sure the Bill will have his hearty support.'[১৮৭] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রেজেষ্ট্রি-বিবাহেরই সমর্থক ছিলেন না, তাই এই বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। বিলটি সম্পর্কে সরকারী সার্কুলারের উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের মতামত জানিয়ে লেখেন, হিন্দু বিবাহের আবশ্যিক প্রথাগুলি তাঁরা অনুসরণ করেন বলে আইনটি বা তার সংশোধনের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও তাঁরা জবাব দিচ্ছেন 'to convey our unqualified approval and entire support of the proposed amendments to Act III of 1972; and would respectfully impress upon Government the desirability of not being led to deviate from its consistent policy of allowing the fullest liberty of conscience and conduct by attaching too much weight to any

merely fanatic or sectarian clamour.' মহর্ষির আদর্শ থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজ কতটা সরে এসেছে এই চিঠিই তার একটি প্রমাণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

২৩ বৈশাখ [শুক্র 6 May] রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হয়। 22 Jan 1901 [৯ মাঘ ১৩০৭] রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভারতের, বিশেষ করে বাংলার দিক থেকে তাঁর এই দশ বছরের রাজত্বকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমন করবার জন্য এই সময়ের মধ্যে কার্জন বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করেন, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে উৎসাহিত করেন। তাঁর উত্তরসূরী মিণ্টোও জাতীয়তাবাদ-বিরোধীর মুসলিম রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন, 1909-এর মর্লি-মিণ্টো সংস্কার প্রধানত এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অক্ষুণ্ণ করে রচিত। বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম দমন করার জন্য মিণ্টো বিভিন্ন নিপীড়নমূলক আইন ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এগুলি অবশ্য কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। অন্তত ১৩১৭ বঙ্গাব্দে বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি কিঞ্চিৎ স্থবিরতাগ্রস্ত, দিশেহারা।

সপ্তম এডওয়ার্ডের পুত্র পঞ্চম জর্জ [George Frederick Emest Albert, 1865–1936] সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর ভারত-সংক্রান্ত ব্রিটিশ রাজনীতিতে দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল। মর্লির জায়গায় ভারতসচিব নিযুক্ত হলেন লর্ড ক্রু, মিণ্টোর কার্যকাল শেষ হলে তাঁর স্থানে এলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। লর্ড হার্ডিঞ্জ 21 Nov [৫ অগ্র] কলকাতায় এসে কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ছোটলাট এডওয়ার্ড বেকারকে অধিকাংশ রাজদ্রোহাত্মক মামলা তুলে নিতে বলেন। পঞ্চম জর্জ সস্ত্রীক ভারতভ্রমণে এসে 1 Jan 1912 দিল্লিতে একটি দরবার করবেন, এমন ঘোষণাও করা হয়।

26–28 Dec [১১–১৩ পৌষ] প্রাক্তন সিভিলিয়ান স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্নের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের ২৫-তম অধিবেশন হয়। অত্যন্ত সাদামাটা এই অধিবেশনের সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার যে প্রদর্শনী হয় তাতে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু ও যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি উচ্চপ্রশংসিত হয়। আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী ও উইলিয়াম রোটেনস্টাইন উভয়েই এই প্রদর্শনী দেখেছিলেন।

এলাহাবাদ কংগ্রেসের সময়ে সরলা দেবীর উদ্যোগে জাজিরার মহারানীর সভানেত্রীত্বে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে 30 Dec 1910 সরলা দেবী 'ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। চৈত্র ১৩১৭-সংখ্যা ভারতী-তে প্রবন্ধটির প্রিয়ম্বদা দেবী-কৃত একটি অনুবাদ মুদ্রিত হয় [পৃ ১০০০–০৬], প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয় [Sep 1911]। এটি স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখিসমিতি' ও হিরন্ময়ী দেবীর 'মহিলা শিল্পাশ্রম' প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বভারতীয় সংস্করণ। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করা স্ত্রী-মহামণ্ডলের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপিত হয়। কৃষ্ণভামিনী দাস [1864–1919] কলকাতা শাখার ভার গ্রহণ করে অসামান্য কর্মতৎপরতার পরিচয় দেন।

প্রত্যেক বছরেই শীতকালে ভারতে ও বাংলায় বিশিষ্ট বিদেশী অতিথিদের সমাগম হত। এবারে এলেন জার্মানীর যুবরাজ Freidrich Wilhelm Victor August Ernst। আগস্ট মাস থেকেই তাঁর ভ্রমণের সংবাদ দৈনিক পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যেই তাঁর ভ্রমণের কারণ হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। সিংহল, ভারত, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, চীন, জাপান ভ্রমণ করে সাইবেরিয়া হয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন, ভারততত্ত্ববিদ্ Dr. Schorman তাঁর সহযাত্রী হবেন—এমন কথাও পত্রিকায় ছাপা হয়। অথচ তাঁর ভ্রমণবিবরণে দেখা যায়, বলনাচ শিকারপার্টি ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে ভ্রমণসূচি অসমাপ্ত রেখেই 25 Feb 1911 [১৩ ফাল্গুন] বোম্বাইতে জাহাজে চড়েন। তিনি 14 Dec [২৮ অগ্র] বোম্বাইতে পৌঁছে দক্ষিণ ও উত্তর ভারত ভ্রমণ করে 3 Feb [২০ মাঘ] কলকাতায় আসেন; পরদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ফিরতি জাহাজে সহযাত্রী রোটেনস্টাইন তাঁকে আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকতে দেখেছেন। তিনি লিখেছেন : 'He had been recalled by his father; rumour had it that his conduct had been somewhat unconventional for the son of the All Highest during an official visit.'[১৮৮]

আগামী বৎসর কংগ্রেসের ২৬-তম অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবার কথা। 26 Feb [রবি ১৪ ফাল্গুন] একটি সভায় অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়; ভূপেন্দ্রনাথ বসু হন সভাপতি, জানকীনাথ ঘোষাল, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অম্বিকাচরণ মজুমদার, আশুতোষ চৌধুরী, লেঃ কর্নেল ইউ. এন. মুখার্জি সহ-সভাপতি এবং যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও ডাঃ নীলরতন সরকার সেক্রেটারি এবং জানকীনাথের নেতৃত্বে একটি কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয়, যার মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

16 Mar 1911 [২ চৈত্র] কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে গোখ্‌লে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল আনয়ন করেন।

বাংলার মুসলমানদের বৃহদংশই ছিল ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। বর্ণহিন্দুদের গোঁড়ামির আতিশয্যে এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা অমর্যাদাকর জীবনযাপনে বাধ্য ও শোষিত হচ্ছিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার মোকাবিলা করতে গিয়ে নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়ল এই সমস্যার দিকে। 3 Feb [শুক্র ২০ মাঘ] বেঙ্গলী-তে এবিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় : 'A meeting will be held on Saturday next the 4th instant at 4.30 p.m. at the Overtoun Hall College Street to discuss the condition of the depressed classes in Bengal and to concert measures for their aimelioration.' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সত্যেন্দ্রনাথকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়, তাতে ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও ব্রজগোপাল নিয়োগী সহ-সভাপতি, হেমচন্দ্র সরকার সম্পাদক, উপেন্দ্রনাথ বল সহ-সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ, সারদাচরণ মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বি. দে প্রভৃতি ১৩ জন সদস্য ছিলেন। এই কমিটির কৃতিত্ব খুবই সীমাবদ্ধ, কিন্তু ত্রিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে যে-সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল সে-বিষয়ে প্রাথমিক সচেতনতার নিদর্শন হিসেবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করতেন, মাঘ ১৩১৪-তে প্রথম প্রকাশিত হস্তলিখিত 'শান্তি' পত্রিকায় তার প্রাথমিক নিদর্শন দেখা গিয়েছিল। মাঘ ১৩১৬-তে আর-একটি শিশু ছাত্রদের হস্তলিখিত পত্রিকা 'প্রভাত'-এর আবির্ভাব ঘটে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সরোজচন্দ্র সাহিত্যোৎসাহী ছিলেন, বহুবিধ বিষয়ে লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা 'শান্তি'-তে 'প্রকাশিত' হয়েছিল। বৈশাখ-সংখ্যা শান্তি-তে তিনি একটি 'সাহিত্যসভা' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন, নববর্ষের দিনে এই সাহিত্যসভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই গুণী বালক দীর্ঘজীবী হননি, ১০ আষাঢ় রাত্রি আড়াইটেয় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। সব শ্রেণীর ছাত্রেরাই তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছাত্রেরা চাঁদা দিয়ে 'সরোজ স্মৃতি ফাণ্ড' গঠন করেন; এর উদ্দেশ্য ছিল শ্মশানে যেখানে তাঁকে দাহ করা হয়েছিল সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা এবং 'তল্লিখিত গদ্য ও পদ্য রচনাগুলি একত্র মুদ্রিত করিয়া আশ্রমস্থ তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ এক একখানি পুস্তক নিজেদের কাছে রাখিবেন'। দুটি সংকল্পই পূর্ণ হয়; স্মৃতিস্তম্ভটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিনষ্ট হয়, ৮+৮০ পৃষ্ঠার 'সরোজ-স্মৃতি' প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩১৮-তে [রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয় বহন করেন'[১৮৯] তথ্যটি ঠিক নয়; ছাত্রেরা নিজেরাই ৮৩ ´০ চাঁদা তুলে ৭১ ॥ল০ ১০ খরচ করে বইটি ছাপান দ্র বাগান, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৮। ৪১–৪৩]।

সরোজচন্দ্র [ভোলা] ডায়ারি লিখতেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই ডায়ারি একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ 'মঙ্গলবার' [২৮ আষাঢ় : 12 Jul] জানিপুর থেকে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন : 'ভোলার ডায়ারি আমি সন্তোষের হাতে দিয়েছিলুম তোমাকে পর্য্যন্ত দেখাইনি। সন্তোষ যে সেই ডায়ারি পুনরায় ছেলেদের হাতে দেবে এবং সেই সূত্রে শরৎবাবুরা পড়বেন এ কথা শুনে আমি বিস্মিত হলুম। কেননা ভোলার ডায়ারির মধ্যে এমন দুই একটা ব্যক্তিগত বিষয়ের আভাস আছে যা পারতপক্ষে কারো দৃষ্টিপথে পড়া উচিত নয়। সন্তোষ তথাপি জেনেশুনে কেন এমন অন্যায় কাজ করলেন?...এই ডায়ারি পড়লে লোকের মনে যে সকল স্বাভাবিক সংশয়ের উদয় হওয়া সম্ভবপর সন্তোষ কি সেইটের বিস্তার করতে ইচ্ছা করেন?'

সন্তোষচন্দ্র আশ্রমে একটি গোশালা প্রতিষ্ঠা করেন। বাইরে থেকে পাঁচটি গোরু নিয়ে এসে বিদ্যালয়ের দুগ্ধসমস্যা মেটাতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এলাহাবাদ থেকে অনেক ছাগল আনারও পরিকল্পনা ছিল। অবসর সময়ে তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াতেন। এতে আর একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। উক্ত *12 Jul রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে লেখেন : 'এবার কলকাতায় গিয়ে সন্তোষের মার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল— তিনি মনে বড়ই আঘাত পেয়েছেন। ভোলার মৃত্যুতে ত পেয়েইছেন—তার উপর সন্তোষ-হিরণের খবর পেয়ে তাঁর পক্ষে বড়ই মর্ম্মান্তিক হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর দ্বারা যে বিচ্ছেদ ঘটে সে একরকম সহ্য হয় কিন্তু বেঁচে থেকেও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলে মার পক্ষে তা সহ্য করা বড় কঠিন। বিশেষতঃ ছেলেদের মধ্যে এখন সন্তোষ ছাড়া ওঁর আর ত কেউ আশ্রয় নেই—হঠাৎ কোথা থেকে দুদিনের জন্যে হিরণের মত এক মেয়ে এসে মায়ের সেই চিরকালের দাবী একেবারে ধূলিসাৎ করে দিলে এর মত নিদারুণ আর কি হতে পারে।' কিছুদিন আগে অজিতকুমার-লাবণ্যলেখার প্রণয় ও বিবাহ রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যালয়ের পক্ষে অস্বস্তির কারণ ঘটিয়েছিল। বর্তমান

ঘটনাটি তাকে গভীরতর করেছে। বালিকা-বিদ্যালয়টি তুলে দেওয়ার এটিও একটি কারণ, যা রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে পুরুষ-সংস্রব-বিবর্জিত বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভাবনায় প্ররোচিত করেছিল। যাই হোক, সমস্যাটি শেষপর্যন্ত গুরুতর হয়ে ওঠেনি, ২৩ মাঘ [সোম 6 Feb 1911] ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিকের কন্যা শৈলবালার সঙ্গে সন্তোষচন্দ্রের বিবাহ হয়।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হয় ১২ বৈশাখ [সোম 25 Apr] থেকে। রবীন্দ্রনাথ এইদিন নির্ঝরিণী সরকারকে লেখেন : 'আজ বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়াছে আজ হইতে কিছুদিনের অবকাশ পাইব।'[১৯০] তিনি এর পূর্বে ৮ বৈশাখ [বৃহ 21 Apr] অল্পবয়সী ছাত্রদের কাছে গ্রীষ্মবকাশের পূর্বে তাঁর শেষ উপদেশ প্রদান করেন; প্রভাত-এর শ্রাবণ [১। ৭]-সংখ্যার ৩৪–৩৮ পৃষ্ঠায় প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-অনুলিখিত 'গুরুদেবের ৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবারের শেষ উপদেশ' নামে এটি 'প্রকাশিত' হয়।

গ্রীষ্মবকাশের পূর্বে সম্ভবত ১০ বৈশাখ [শনি 23 Apr] 'মালিনী' অভিনীত হয়, এটি নাটকটির দ্বিতীয় অভিনয়। জীবনকথা অংশে আমরা অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। ২৫ বৈশাখ [রবি ৪ May] আশ্রমে ঘরোয়া ভাবে রবীন্দ্রনাথের ৫০-তম জন্মদিবস পালিত হয়, শিক্ষকেরা 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয় করেন। এই উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার ছাত্র রবীন্দ্র-ভক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ [1893–1972] প্রথমবার শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার আত্মজীবনীতে গুপ্তচর-সংক্রান্ত একটি কৌতুকপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। ব্রহ্মবিদ্যালয় তখনও পুলিশের কালো তালিকার অন্তর্ভুক্ত, এটি তার প্রমাণ। বিপ্লবীদলের প্রাক্তন সদস্য কালীমোহন ঘোষ ও হীরালাল সেন তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আর রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির উপর পুলিশের নজর তো ছিলই।

ব্রিটিশ ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে Comparative Theology পড়ার জন্য তিন বৎসরের বৃত্তি দিত, অজিতকুমার চক্রবর্তী এবারে তার প্রার্থী হলে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম নির্বাচক ড পি. কে. রায়ের কাছে ১৫ বৈশাখ [বৃহ 28 Apr] একটি সুপারিশপত্র লিখে পাঠিয়ে দেন। এতে কাজ হয়। অজিতকুমার ৪ Sep [বৃহ ২৩ ভাদ্র] কলম্বো থেকে R.M.S. Otway জাহাজে ইংলণ্ড রওনা হন। তাঁর সঙ্গে সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার যাওয়ার কথা ছিল; রথীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'তোমাকে কিছুদিন আগে বোলপুর বিদ্যালয় থেকে সোমেন্দ্র বলে একটি ছেলের urbanaয় যাবার কথা লিখেছিলুম—সে টিকিট পর্য্যন্ত কিনে বসেছিল'। কিন্তু তাঁর এবারে যাওয়া হয়নি, তিনি পরে 27 May 1912 রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রওনা হন। ক্ষীণদেহী অজিতকুমার বিলেতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিন মাস পরে দেশে ফিরে আসেন। 23 Dec [৮ পৌষ] ফ্রান্সের মার্সাই বন্দর থেকে জাহাজে উঠে 6 Jan 1911 [২২ পৌষ] বোম্বাই পৌঁছন। ২৪ পৌষ তিনি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন।

গ্রীষ্মবকাশের পর বিদ্যালয় খোলে ২ আষাঢ় [বৃহ 16 Jun]। রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গতবৎসর পূজাবকাশের পর 'পেটভাতা'য় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন। গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যেই তিনি পারিবারিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে কর্মত্যাগ করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ ২৯ জ্যৈষ্ঠ [রবি 12 Jun] তাঁকে লেখেন : 'সংসারের অভাব মোচনের সংকল্প লইয়া তোমাকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে দিয়া ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন সন্দেহ নাই। কর্ত্তব্যের কঠিন পথে চলিতে গিয়া তুমি মানুষ হইয়া উঠিবে।'[১৯১] কিন্তু এর অনতিকাল পরেই তিনি বেতনভোগী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন; তিনি লিখেছেন : 'গ্রীষ্মের

ছুটির পূর্বে শ্রীশচন্দ্র রায় নামে এক বরিশালবাসী শিক্ষককে বিদায় করার কথা ওঠে। আমাকে তাঁর স্থানে নিয়োগ করলেন আষাঢ় মাস থেকে—বেতন মাসিক পনেরো টাকা।'[১৯২] তাঁর মা গিরিবালা দেবীকেও বালিকা বিভাগের কর্ত্রী নিযুক্ত করা হয়—তিনি কনিষ্ঠ পুত্র সুহৃৎকুমার, কন্যা কাত্যায়নী ও কল্যাণীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন, কিন্তু বালিকাবিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ায় পূজাবকাশের সময়ে গিরিডি ফিরে যান। ভাবী রবীন্দ্রজীবনী-কার সম্বন্ধে একটি বলবার কথা এই—প্রথম থেকেই ইতিহাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখা যায়; 'শান্তি'-র বৈশাখ-সংখ্যায় তাঁর ধারাবাহিক রচনা 'মিশরীয় মামি'-র প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় এর শেষাংশ ছাড়াও 'অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে' [যদুনাথ শ্লাইড-সহযোগে বক্তৃতাটি করেছিলেন ১১ চৈত্র ১৩১৬ তারিখে] লিখিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়, শেষ হয় শ্রাবণ-সংখ্যায়।

অজিতকুমার বিলাতযাত্রা করায় নেপালচন্দ্র রায় ১৩ আষাঢ় [সোম 27 Jun] ইংরেজি-শিক্ষক হিসেবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন।

বিদ্যালয়ের ড্রয়িং-শিক্ষক ওঙ্কারানন্দ [পাঁচুগোপাল রায়] বিদ্যালয় ত্যাগ করলে '১৯১০ সালের আষাঢ়মাসের প্রথম দিকে শ্রীসন্তোষকুমার মিত্রকে অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পাঠালেন। এঁর বাড়ি হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার নতিবপুর গ্রামে। ইনি আর্টস্কুলে দু'বছর শিক্ষালাভ করেছিলেন। তৃতীয় বর্ষে পড়বার সময়ে, রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে অবনীবাবু এঁকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন।'[১৯৩] সন্তোষ মিত্র পরে পল্লীসংগঠন বিভাগের অন্যতম কর্মী হন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও এই সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁকে একবছরের মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের কাজে কলকাতায় প্রেরণ করা হলেও তার আগেই বিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থায় তিনি কতকগুলি বিধি প্রবর্তন করে যান। তিনি নিজেই লিখেছেন : 'ভোরের বেলা এবং সমস্তদিনই সেই ঘণ্টাধ্বনিগুলি শুনি যার নির্ঘণ্ট একদিন আমিই প্রস্তুত করে গেছি। যখন বিভিন্নভাবে ঘণ্টাধ্বনি করে আশ্রম-বিদ্যালয় পরিচালনার প্রয়োজন প্রথম অনুভূত হয় তখন ছাত্র-পরিচালনার ভার আমার উপরে ছিল, সুতরাং এই কোড্ তৈরির সুযোগ আমিই পেয়েছিলাম। আর কোড্ এমনি ব্যাপার যে একবার চলে গেলে তা বদ্লানো তেমন সহজ হয়না, এবং সে-কোডে অসুবিধাজনক কিছু ধরা পড়লেও, তা-ই নিয়েই কাজ চালাতে হয়।'[১৯৪] কথাটি আজকের দিনের পক্ষেও সত্য, সেই কোড্ এখনও চলছে।

কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপর কতটা নির্ভর করেছিলেন, তার উদাহরণ ২৭ কার্তিকের [রবি 13 Nov] এই চিঠি :

> ঐতিহাসিক রেখালিপির একটা শূন্য খসড়াই কাল তোমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে—ছেলেদের পূরণ করতে দিলে তাদের ইতিহাস চর্চ্চার সুবিধা হতে পারবে। আর একটা কাজ আছে। ছেলেদের দিয়ে সমস্ত মুসলমান ও ইংরেজযুগের ভারত-ইতিহাসের একটা synopsis আমি চাই। তার থেকে ইতিহাসের একটি Analytical Table আমি তৈরী করে দিতে চাই—তাতে খুব উপকার আশা করি।
>
> ...Deposit ব্যাপারের একটা কার্য্যপ্রণালী ঠিক করে দাও এবং তার পর্যবেক্ষণ ও চালনার ভারটা তুমি নাও—ওটা বিদ্যালয়ের ভারি একটা উৎপাত হয়েছে।[১৯৫]

রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন, এই সময়ে বিদ্যালয়ে 'সর্বাধ্যক্ষ' পদের সৃষ্টি হয়—এই পদে প্রথম নির্বাচিত হন বিদ্যালয়ের সর্বপ্রাচীন শিক্ষক জগদানন্দ রায়। আদ্য মধ্য শিশু বিভাগে ছাত্রদের বিভক্ত করে

প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করে অধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র পরিচালক ছিলেন, তাঁরা নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যেক ছাত্রের পাঠোন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতেন —এঁরা মাসান্তে প্রত্যেক অধ্যাপকের কাছ থেকে তাঁদের নিজ নিজ বর্গের পাঠচর্চা, প্রতি ছাত্রের উন্নতি বা অবনতির বিস্তারিত বিবরণ, সাপ্তাহিক বা মাসিক পরীক্ষার ফল লিখিত আকারে সংগ্রহ করতেন। তার থেকে পরিচালকেরা বিষয়ানুযায়ী প্রতিবেদন রচনা করে মাসিক অধিবেশনে সকলে মিলে আলোচনা করতেন। পড়াশুনোর ব্যবস্থা ছিল বর্গ (group)-প্রথায়, শ্রেণী (class)-প্রথায় নয়—এই প্রথায় একটি ছাত্র তার বিষয়-জ্ঞানের পার্থক্যে বিভিন্ন বর্গের অধীন হত—বাংলায় ভালো বলে পড়ত এক বর্গে, ইংরেজিতে কাঁচা হলে পড়ত অন্য বর্গে। কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে উপযুক্ত ছাত্রদের পড়ানো হত ম্যাট্রিকুলেশন-বর্গে—কাঁচা ছাত্রদের বিশেষ ক্লাশ নিয়ে এক পর্যায়ভুক্ত করা হত। ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি-সহযোগে বিজ্ঞান পড়ানো হত, গ্রহনক্ষত্রের পরিচয় দেওয়া হত ত্রিপুরারাজ-প্রদত্ত টেলিস্কোপ দিয়ে।[১৯৬] বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল বছরের প্রথম দিকে—এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে তাকে দেখার অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায় সমকালীন ছাত্রদের স্মৃতিকথায়।[১৯৭]

এই বছর পূজাবকাশ আরম্ভ হয় ১৯ আশ্বিন [বৃহ 6 Oct]। এর আগে ১৭ আশ্বিন ছোটরা 'বিসর্জন' ও বড়ো ছাত্ররা 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয় করে—রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্ত-তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। এর পূর্বে ছাত্রীরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করেন। সম্ভবত শ্রাবণ মাসে আর-একবার 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয় হয়েছিল। পুজোর ছুটির পর বিদ্যালয় খোলে ৮ অগ্র [বৃহ 24 Nov]।

৭ পৌষ [বৃহ 22 Dec] শান্তিনিকেতনের বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ যথারীতি উপাসনা করেন। কিন্তু এবারের সান্ধ্য-উপাসনাটির বৈশিষ্ট্য ছিল। কলকাতায় মাঘোৎসবের সায়ংকালীন উপাসনা জনতার ভিড়ে বিপর্যস্ত হত। শান্তিনিকেতনের পৌষোৎসবেও এই উৎপাত দেখা দিয়েছিল। সম্ভবত গত বৎসরে 'বাহিরের জনতা এমন প্রবলবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গোলমাল উৎপন্ন করে যে তাহাতে মন্দিরের কাঁচের দেওয়ালের নানা স্থান আঘাত লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে মন্দিরের ভিতরের উপাসনাও বাধাপ্রাপ্ত হয়।' সেইজন্য 'এবার সাধারণের জন্য মন্দিরে ও যাঁহারা অন্তরের সহিত উপাসনায় যোগ দিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য ছাতিমতলায় সন্ধ্যার উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ছাতিমতলা পরিষ্কার করিয়া বেদির সম্মুখে সতরঞ্চ পাতিয়া ও গাছের ডালে ডালে বিচিত্র কাগজের জাপানীলণ্ঠন ঝুলাইয়া দেওয়ায় উপাসনার স্থানটি বড়ই মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানটি মেলার এক প্রান্তে বলিয়া তাহা মন্দির হইতে অপেক্ষাকৃত কোলাহলশূন্য ছিল।'[১৯৮] রবীন্দ্রনাথ এখানেই উপাসনা করেন। প্রাতঃকালীন উপাসনার পরে তিনি এখানেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আদি ব্রাহ্মসমাজ মতে দীক্ষা দেন।

শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রথম খ্রিস্টোৎসব হয় ১০ পৌষ [রবি 25 Dec]। রবীন্দ্রনাথ এখানে যে ভাষণ দেন, তার সারমর্ম 'যিশুচরিত' নামে মুদ্রিত হয় [দ্র তত্ত্ব, ভাদ্র ১৮৩৩ শক। ৯৪–৯৯; খৃষ্ট ২৭। ৪৮৭–৯৭], প্রবন্ধটি অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'খৃষ্ট' [১৩১৮] গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩০ ফাল্গুন [মঙ্গল 14 Mar] দোলপূর্ণিমায় রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের জন্মোপলক্ষে বক্তৃতা করেন; 'তিনি সংক্ষেপে সোজা কথায় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করেন'।

পৌষোৎসবে বাঁকিপুর থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা প্রকাশচন্দ্র শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তার পূর্বে বেনারসের সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী বিদ্যালয় পরিদর্শন করে 'বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়' [দ্র প্রবাসী, অগ্র। ১২৬–৩১] নামক একটি প্রশস্তি রচনা করেন। 28 Oct [শুক্র ১১ কার্তিক] *The Bengalee* পত্রিকায় 'Bolpur Brahmacharyasram (From a correspondent)'-শীর্ষক একটি দীর্ঘ রচনা মুদ্রিত হয়। বিশিষ্ট শিল্পশাস্ত্রী আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী মাঘ মাসের শেষে আশ্রমে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যান। কুমারস্বামী ভারতভ্রমণরত ইংরেজ শিল্পী উইলিয়াম রোটেনস্টাইনকেও সেখানে আহ্বান করেন, কিন্তু তিনি সময় করে উঠতে পারেননি। 5 Feb 1911 [২২ মাঘ] সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ার Oakland থেকে 'Freinds of Hindustan' সংস্থা রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহায্যের প্রস্তাব পাঠায় : 'to assist them in the acquirement of Scientific, technical and industrial education.' বিদ্যালয়ের খ্যাতি যে বিস্তৃত হচ্ছিল, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তথ্যগুলি উল্লেখ করা হল।

বিদ্যালয়ের কাজকর্মের পরিধিও বিস্তৃত হচ্ছিল। 'আশ্রম সংবাদ'-এ লিখিত হয়েছে : 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিদ্যালয়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ শাস্ত্রানুশীলনের নিমিত্ত অধ্যাপক ও ছাত্রদের কয়েকটি সমিতি আছে। / "প্রবন্ধ পাঠ সভা" নামে একটি সমিতি গত ফাল্গুন মাসে স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিতে বিশেষজ্ঞদের লিখিত প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। ২৪এ ফাল্গুনের [বুধ 8 Mar] অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় নিম্বার্ক প্রবর্ত্তিত দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।' ১ চৈত্র [বুধ 15 Mar] দ্বিজেন্দ্রনাথ 'গীতাপাঠের ভূমিকা' বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব পাঠ করেন, ৮ চৈত্র [বুধ 22 Mar] ও ১৫ চৈত্র [বুধ 29 Mar] উক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব এবং ২২ চৈত্র [বুধ 5 Apr] তিনি 'গীতা সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ' পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠসভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ৪ চৈত্র [শনি 18 Mar] 'বাংলা বিশেষ্য পদের একবচন' প্রবন্ধ পাঠ করেন। চৈত্র মাসে ছাত্রদের সাহিত্য সভায় 'বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাস', 'বঙ্গসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' ও 'নিয়মনিষ্ঠা' প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয়। এই মাসেই একটি ইংরেজি তর্কসভা প্রতিষ্ঠা হয়; প্রথম দিনে সভার বিধিব্যবস্থা আলোচিত হয়ে দ্বিতীয় দিন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষা ভালো' বিষয়ে বিতর্ক হয়—পক্ষে-বিপক্ষে চারজন করে ছাত্র অংশ নেয়, 'বিচারকদের মতে সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষীয় বালকদের বক্তৃতা অধিকতর যুক্তিপূর্ণ হওয়ায় তাহারা জয়লাভ করিয়াছিল।'[১৯৯]

ছাত্রদের হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'শান্তি' প্রথম প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩১৪-তে। তার চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষে ২ ফাল্গুন [মঙ্গল 14 Feb] অপরাহ্নে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 'বীথিকা' গৃহের সামনে শান্তি-র জন্মোৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর ডায়ারিতে :

> চতুর্থ বৎসরের এই সংখ্যাটি সভাপতির সামনে নিচু টুলে রক্ষিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ, গল্প, স্বরচিত কবিতা, ধারাবাহিক রচনা, আশ্রম সংবাদ পাঠের পর সভাপতি গুরুদেব বলিলেন, তোমাদের মতো বিশ্বপ্রকৃতিও এখানে একটি ঋতুর মাসিক বাহির করে। কত পত্রে পুষ্পে মুকুলে পল্লবে লিখিত সচিত্র একটি পত্র আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার পাঠক কয়জন? লিখিত পত্রিকার পাঠক তোমরা অনেকেই আছ, কিন্তু প্রকৃতির এই পত্রের গ্রাহক কয়জন? খুবই কম একথা বলিলে কম করিয়া বলা হয় না, তার কারণ এ লেখা প্রাণের ভাষায় লেখা, প্রাণ দিয়া তাহা পাঠ করিতে হয়। আমরা সে ভাষা বুঝি না বলিয়া তাহার সম্পদও বুঝি না।[২০০]

অল্পবয়সী ছাত্রদের একটি পত্রিকা 'প্রভাত' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মাঘ ১৩১৬-তে; ২১ মাঘ [শনি 4 Feb] 'প্রভাতের জন্মোৎসব সভা' অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যবয়সী ছাত্রদের 'বাগান' পত্রিকা 'বাগানবাড়ি' ছাত্রাবাস

থেকে কালীমোহন ঘোষ ও কালিদাস বসুর উৎসাহে দীনেন্দ্রকুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে শ্রাবণ ১৩১৭ থেকে। বাগান-এর ৪র্থ বার্ষিক সভায় [১৩২০] বিবৃত হয় : 'শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় তখন "বাগান" বাড়ীর ঘরের ছেলের ভার লইয়া তাহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন। উক্ত গৃহের সম্মুখে তিনি ছেলেদের নিজের হাতে বাগান করিতে শিক্ষা দেন। এই বাগানের গাছগুলি যখন বেশ বাড়িয়া উঠিল তখন তাদের মনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের আর-এক বাগানের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় ছিলেন।' এই চেষ্টারই ফল 'বাগান' পত্রিকার প্রকাশ। 'আশ্রম' নামে একটি স্বল্পজীবী পত্রিকার শ্রাবণ-সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৩০ শ্রাবণ। 'কুটীর' পত্রিকার সাল-তারিখহীন একটিমাত্র সংখ্যা দেখেছি—লেখকদের নাম দেখে মনে হয়, পত্রিকাটি বর্তমান বৎসরেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে জল-অচল বিভাগ ছিল না। বহুপ্রসূ 'আশ্রম-কবি' কালিদাস বসু, হীরালাল সেন, হেমলতা দেবীর রচনা সব পত্রিকাতেই সাদরে গৃহীত হত—রবীন্দ্রনাথের রচনাও সুযোগমতো প্রকাশ করা হয়েছে। তবে পত্রিকাগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল—মাঝেমাঝেই অপরের সম্পর্কে অম্ল-তিক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হত।

রবীন্দ্রনাথ ৮ বৈশাখ [21 Apr 1910] ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লিখেছিলেন : 'ছাত্র এখন ১২০ জন—আর স্থান দিতে পারিতেছি না।'[২০১] এর পরেও ছাত্রসংখ্যা কিছু বাড়ে, যাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম পাওয়া যায় উক্ত পত্রিকাগুলিতে : সুহৃৎকুমার মুখো°, পূর্ণচন্দ্র মুখো°, দীনেন্দ্রকুমার দত্ত, মুরলীধর পাল, প্রভাতকুমার সেন (বংশু), অবনীনাথ রায়, গৌরচন্দ্র মুখো°, ভুবনেশ্বর নাগ, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, সুধীরকুমার [কান্ত] মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, অমিয়নাথ চট্টো°, সমরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধচন্দ্র বসু, গোপালচন্দ্র ভাদুড়ী, মহাদেব শর্মা, ধীরেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার বসু, খগেন্দ্রনাথ সরকার, বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ। ত্রিপুরার অনাথবন্ধু চৌধুরী লিখেছেন, তিনি পুজোর ছুটির পর বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন।[২০২] উপর দেওয়া তালিকায় কিছু ভুল থাকতে পারে—এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো আগেই ভর্তি হন, লেখক বা শিল্পীরূপে তাঁদের প্রতিভার প্রকাশ এই বছরেই ঘটেছে। আবার আরও অনেকের নাম বাদ পড়ে গেছে, যাঁদের প্রতিভার স্ফুরণ এখনও দেখা যায়নি—দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রমথনাথ বিশীর নাম করা যায় যিনি আষাঢ় মাসে ভর্তির পর নবনির্মিত 'বীথিকা' ঘরে স্থানলাভ করেন,[২০৩] ঘরটি তার আগেই নির্মিত হয়েছিল, রবীন্দ্রজীবনী-কার বেতনভোগী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়ে এই ঘরেই আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ছাত্রদের মধ্যে সুধীরঞ্জন দাস, সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, বিশ্বেশ্বর বসু, বীরেন্দ্রনাথ বসু, ত্রিগুণানন্দ রায় এই বছর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁরা বহিরাগত ছাত্র হিসেবে টেস্ট ও মূল পরীক্ষা দিয়েছিলেন সিউড়ির সরকারি হাইস্কুলে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার পর এই ছাত্ররা বিভিন্ন কলেজে ছড়িয়ে যান, এটা হয়তো রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগছিল না। তাই শান্তিনিকেতনেই একটি কলেজ স্থাপনের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেন ১৬ চৈত্র [বৃহ 30 Mar] তারিখে। কিন্তু এর জন্য যে-পরিমাণ আর্থিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে সেকথা ভেবেই তিনি পিছিয়ে যান।

৫ চৈত্র [রবি 19 Mar] নাট্যঘরে 'রাজা' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়।

শান্তিনিকেতনে পরীক্ষামূলকভাবে একটি ডাকঘর খোলা হয় সম্ভবত শ্রাবণ মাসের গোড়ায় [Jul 1910-এর মাঝামাঝি]। 'SANTINIKETAN/EXPERIMENTAL P.O.' ডাকমোহর-যুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠিটির সাক্ষাৎ মেলে ৫ শ্রাবণ [বৃহ 21 Jul] তারিখে—চিঠিটি পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা। এর আগে 2 Jul [শনি ১৮ আষাঢ়] তিনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে চিঠি লেখেন, তাতে বোলপুর ডাকঘরের ছাপ দেখা যায়। মধ্যবর্তী সময়ের অনেকটাই তিনি শিলাইদহ ও কলকাতায় ছিলেন। আশ্রম-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এই পরীক্ষামূলক ডাকঘর খোলা হয়েছিল, তাই তার স্থানও হয়েছিল শান্তিনিকেতন-বাড়ির একতলার একটি প্রকোষ্ঠে। প্রাক্তন ছাত্র নারায়ণ কাশীনাথ দেবল নিযুক্ত হয়েছিলেন পোস্টমাস্টার—তবে প্রথম থেকেই তিনি এই কাজ করছিলেন কিনা জানা নেই।

উল্লেখপঞ্জী

১ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪। ১, পত্র ১
২ চিঠিপত্র ২।১৫, পত্র ৪
৩ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩৮
৪ চিঠিপত্র ১৩। ৮৯, পত্র ৬২
৫ দেশ, শারদীয় ১৩৫৬। ৭, পত্র ৩
৬ দ্র সরোজ-স্মৃতি [১৩১৮]। ১২
৭ 'রবীন্দ্র সান্নিধ্য ও আশ্রম-স্মৃতি' : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৩১
৮ দ্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : ফিরে ফিরে চাই [১৩৮৫]। ১৫৫–৫৬
৯ চিঠিপত্র ৭। ১৫১, পত্র ১২
১০ দেশ, শারদীয় ১৩৫৬। ৭, পত্র ৩
১১ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৮৯। ৯, পত্র ১
১২ দ্র কবিপ্রণাম [অগ্র ১৩৪৮]। ১০৫
১৩ রবীন্দ্রবীক্ষা ১১। ১৭, পত্র ৯
১৪ ফিরে ফিরে চাই। ১৫৭
১৫ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৯১
১৬ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২৩০
১৭ রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৯১, পাদটীকা ৫
১৮ আমাদের শান্তিনিকেতন। ৮৮
১৯ র-প্রতিলিপি।
২০ ফিরে ফিরে চাই। ১৫৭

২১ রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৯২

২২ চিঠিপত্র ২। ১৮-এর বর্জিত অংশ

২৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ১৭, পত্র ১২

২৪ ঐ, ৬ অগ্র ১৩৯৩। ১৬–১৭, পত্র ২২

২৫ অমৃত, ১৭ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৩, পত্র ১৬

২৬ দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১। ১৮, পত্র ৬

২৭ ঐ। ১৯, পত্র ৯

২৮ ঐ। ২১, পত্র ১৩

২৯ ঐ, ৬ অগ্র ১৩৯৩। ১৬, পত্র ২২

৩০ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৯২

৩১ অমৃত, ১৭ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৩, পত্র ১৬

৩২ দেশ, শারদীয় ১৩৫৬। ৭, পত্র ৪

৩৩ ঐ। ৪৪, পত্র ১৭

৩৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৬। ১৫৩, পত্র ২

৩৫ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত : কান্তকবি রজনীকান্ত [১৩৭৫]। ১৬১–৬২

৩৬ রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর। ১৪৫, পত্র ৫

৩৭ দ্র প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২। ৩৯৩

৩৮ র-মূল

৩৯ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৯৩–৯৪

৪০ রবীন্দ্রবীক্ষা ১১ [শ্রাবণ ১৩৯১]। ১৭, পত্র ১০

৪১ ঐ ১৭ [শ্রাবণ ১৩৯৪]। ৩, পত্র ১

৪২ র-মূল

৪৩ দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১৭।৩, পত্র ২

৪৪ র-মূল

৪৫ দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১৭। ৪–৫, পত্র ৩

৪৬ দ্র ঐ ৭ [শ্রাবণ ১৩৮৯]। ৯

৪৭ ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য। ১৯৬

৪৮ ঐ। ২০৪

৪৯ আমাদের শান্তিনিকেতন। ৯৫

৫০ বীন্দ্রবীক্ষা ১১।১৭, পত্র ১০

৫১ শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত [১৩৭৬]। ১৭২

৫২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩০৪–০৬

৫৩ পারস্যে, গ্রন্থপরিচয় ২২। ৫১২

৫৪ দ্র 'স্মৃতিচারণ' : রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

৫৫ দ্র দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১। ১৮, পত্র ৬

৫৬ ঐ, ২৯ কার্তিক ১৩৯৩। ১৬, পত্র ১৪

৫৭ ঐ। ১৭, পত্র ২২

৫৮ ঐ। ১৭, পত্র ২৪

৫৯ 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' : মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫৩। ৩৬

৬০ ক্ষিতিমোহন সেনের অনুবাদ : ঐ। ৩৫

৬১ শঙ্খ ঘোষ : এ আমির আবরণ [১৩৮৭]। ১৯

৬২ চিঠিপত্র ৩ [১৩৪৯]। ২, পত্র ১

৬৩ র-প্রতিলিপি

৬৪ দ্র *Letters of Sister Nivedita,* Vol. II [1982] / 1103, No. 683

৬৫ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৭। ৪, পত্র ২

৬৬ র-মূল

৬৭ চিঠিপত্র ৩। ১, পত্র ১

৬৮ দেশ, শারদীয় ১৩৬১। ৩

৬৯ 'স্মৃতিচারণ' : রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, Jan-Mar 1966, পৃ ৬৬

৭০ ঐ। ৬৬

৭১ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭১। ২১, পত্র ৫

৭২ দ্র *The Bengalee,* 23 Feb 1912

৭৩ মৈত্রেয়ী দেবী : ন হন্যতে [1977]। ১০১

৭৪ র-প্রতিলিপি

৭৫ দ্র দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১২, পত্র ১৮

৭৬ ফিরে ফিরে চাই। ১৬১

৭৭ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪। ২, পত্র ২

৭৮ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৪, পত্র ২০

৭৯ দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১২, পত্র ১৮

৮০ 'দুইখানি পত্র' : শান্তি, ভাদ্র ১৩১৭। ১৩

৮১ দেশ, শারদীয় ১৩৫০। ৭, পত্র ২
৮২ চিঠিপত্র ৩। ৩, পত্র ২
৮৩ দেশ, ৬ অগ্র ১৩৯৩। ১৭, পত্র ২৪
৮৪ র-প্রতিলিপি
৮৫ চিঠিপত্র ১৩। ৮৯–৯০, পত্র ৬৩
৮৬ কালীপদ রায় : শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ [১৩৮৮]। ২৭
৮৭ চিঠিপত্র ১২। ২–৩, পত্র ৩
৮৮ র-মূল
৮৯ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৭। ৬, পত্র ৪
৯০ দেশ, ৬ অগ্র ১৩৯৩। ১৭, পত্র ২৪
৯১ ঐ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১৩, পত্র ২১
৯২ ঐ। ১২, পত্র ২০
৯৩ ঐ। ১৩, পত্র ২১
৯৪ ঐ। ১৩, পত্র ২২
৯৫ মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৬৩। ৯, পত্র ৪
৯৬ দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১৩, পত্র ২১
৯৭ দ্র ঐ, সাহিত্য ১৩৮৫। ২৫, পত্র ৪
৯৮ ঐ, ১৩ অগ্র ১৩৯৩। ১৪, পত্র ২৫
৯৯ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৪, পত্র ২০
১০০ চিঠিপত্র ৩। ৬, পত্র ৩
১০১ রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৯৬
১০২ মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ। ১৬
১০৩ রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৯৯–৩০০
১০৪ র-প্রতিলিপি
১০৫ দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১২, পত্র ১৮
১০৬ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৪, পত্র ২০
১০৭ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪। ২, পত্র ৩
১০৮ র-প্রতিলিপি
১০৯ পিতৃস্মৃতি। ১২১–২২
১১০ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৪–৪৫, পত্র ২১

১১১ দ্র বি.ভা.প., আষাঢ় ১৩৫০। ৭৭৫

১১২ দেশ, ৬ অগ্র ১৩৯৩। ১৭, পত্র ২৩

১১৩ শনিবারের চিঠি, অগ্র ১৩৪৮। ১৬৮

১১৪ দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১৫, পত্র ২৫

১১৫ ঐ। ১৪, পত্র ২৬

১১৬ ঐ, ১৩ অগ্র ১৩৯৩। ১৫, পত্র ২৭

১১৭ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৫–৪৬, পত্র ২২

১১৮ দ্র দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১৩, পত্র ২১

১১৯ চিঠিপত্র ৭। ৩৭, পত্র ১৭

১২০ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৫, পত্র ২১

১২১ শনিবারের চিঠি, অগ্র ১৩৪৮। ১৬৮

১২২ দেশ, ১৩ অগ্র ১৩৯৩। ১৫, পত্র ২৭

১২৩ ঐ, সাহিত্য ১৩৬৩। ১২, পত্র ২

১২৪ র-মূল

১২৫ র-প্রতিলিপি

১২৬ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৫, পত্র ২২

১২৭ ঐ। ৪৬, পত্র ২৩

১২৮ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭। ৩১, পত্র ৩৭

১২৯ চিঠিপত্র ৩। ৮–৯, পত্র ৪

১৩০ তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮৫

১৩১ ঐ। ১৮৬

১৩২ মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৬৩। ৯, পত্র ৩

১৩৩ তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮৬

১৩৪ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৬, পত্র ২৩

১৩৫ দ্র রবীন্দ্রজীবনী, ২। ৩০৮–০৯

১৩৬ মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮। ১৭৩

১৩৭ অজিতকুমার চক্রবর্তী : ব্রহ্মবিদ্যালয় [১৩৫৮]। ৪৯

১৩৮ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২। ৩৯৪

১৩৯ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৭। ৭, পত্র ৬

১৪০ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ১৬, পত্র ২৬

১৪১ দ্র ঐ। ১৬, পত্র ২৭

১৪২ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২। ৩৯৪

১৪৩ র-মূল

১৪৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৬৩। ১৪, পত্র ২; মৈত্রেয়ী দেবী-রচিত ‘স্বর্গের কাছাকাছি’ [১৩৮৮, পৃ ১২–১৩]-তে পত্রটির তারিখ : ৫ মাঘ।

১৪৫ ঐ, ১৩ অগ্র ১৩৯৩। ১৪–১৫, পত্র ২৬

১৪৬ তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮৬

১৪৭ র-মূল

১৪৮ যুগান্তর, শারদীয়া ১৩৬৭। ২০, পত্র ২

১৪৯ চিঠিপত্র ৭। ৩৮, পত্র ১৮

১৫০ দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১৪, পত্র ২৮

১৫১ দ্র আমাদের শান্তিনিকেতন। ৮৫–৮৬

১৫২ দ্র দেশ, শারদীয় ১৩৯৪। ১৪, পত্র ১

১৫৩ দ্র Mary M. Lago*: Imperfect Encounter* [1972] / 8

১৫৪ William Rothenstein: *Men and Memories*, Vol. II [1934] / 249

১৫৫ *Imperfect Encounter*/ 35, No. 1

১৫৬ *Pilgrimage through Prayer*/13–14

১৫৭ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৭, পত্র ২৬

১৫৮ সুনীল দাস-সম্পাদিত ‘দিনলিপি’ : দেশ, সাহিত্য ১৩৯৪। ১৩০

১৫৯ দেশ, ৩ অগ্র ১৩৬২। ১৭১, পত্র ৯

১৬০ চিঠিপত্র ১২। ৪–৫, পত্র ৫

১৬১ দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১৫, পত্র ২৯

১৬২ ঐ, সাহিত্য ১৩৬৩। ১৪, পত্র ৩

১৬৩ শনিবারের চিঠি, অগ্র ১৩৪৮। ১৬৭

১৬৪ র-মূল

১৬৫ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২। ৩৯৪–৯৫, পত্র ৭

১৬৬ তত্ত্ব, বৈশাখ ১৩৮৮ শক [১৩১৮]। ২২

১৬৭ দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৯১। ২২, পত্র ১৫

১৬৮ ঐ। ২২, পত্র ১৬

১৬৯ তত্ত্ব, বৈশাখ ১৮৩৩ শক। ২২

১৭০ আমাদের শান্তিনিকেতন। ৮৬–৮৭

১৭১ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩১৫, পাদটীকা ৪

১৭২ দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১৫, পত্র ২৯

১৭৩ চিঠিপত্র ৩। ৭২–৭৩, পত্র ৩১

১৭৪ শান্তা দেবী : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা। ১৬০

১৭৫ র-মূল

১৭৬ দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১৫, পত্র ৩০

১৭৭ পত্রাবলী [1958]। ২২৬, পত্র ৬

১৭৮ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ [১৩৮৮]। ১৫৫

১৭৯ দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১৫, পত্র ৩০

১৮০ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩১৬

১৮১ রবীন্দ্র-স্মৃতি। ১৩১–৩২

১৮২ যতীন্দ্রমোহন বাগচি : রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য [১৩৫৪]। ৩৭–৩৮

১৮৩ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩১৬

১৮৪ চিঠিপত্র ৪। ১৯, পত্র ৩

১৮৫ দ্র 'রাচির গিরিগৃহে ব্রহ্মোৎসব' : তত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ। ২১–২৩

১৮৬ তত্ত্ব, আষাঢ়। ৩৭

১৮৭ *The Modern Review*, Apr 1911 / 431

১৮৮ *Men and Memories II*/254

১৮৯ রবীন্দ্রজীবনী ২। ২৯৪

১৯০ চিঠিপত্র ৭।১৫১, পত্র ১২

১৯১ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩। ১

১৯২ ফিরে ফিরে চাই। ১৫০

১৯৩ ভারতশিল্পী নন্দলাল ১। ৫৩০

১৯৪ 'শান্তিনিকেতনের কথা' : শান্তিনিকেতন আশ্রম [১৩৫৭]। ৭৭

১৯৫ মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮। ১৭৩

১৯৬ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩০৮

১৯৭ দ্র আমাদের শান্তিনিকেতন। ৪৭

১৯৮ তত্ত্ব, মাঘ। ১৮৬

১৯৯ 'আশ্রম সংবাদ' : তত্ত্ব, বৈশাখ ১৮৩৩ শক। ২২

২০০ 'দিনলিপি' : দেশ, সাহিত্য ১৩৯৪। ১৩০

২০১ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩৯

২০২ দ্র ঐ। ২১১

২০৩ দ্র প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন [১৩৯৩]। ১১

---

* এই তারিখ-সংবলিত কান্তিক প্রেসে ছাপা 'শ্রীমান্ অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও/শ্রীমতী লাবণ্যলেখা দেবীর/শুভ-পরিণয় পদ্ধতি' পুস্তিকাটি শ্রদ্ধেয়া অমিতা ঠাকুর ও বন্ধুবর রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর সৌজন্যে আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি।

* এইরূপ একটি পত্রের কিয়দংশ দীনেশচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত করেছেন, দ্র ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য [১৩৭৬]।১৯৬

একপঞ্চাশ অধ্যায়

১৩১৮ [1911–12] ১৮৩৩ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের একপঞ্চাশ বৎসর

নববর্ষের দিন [শুক্র 14 Apr] তে শান্তিনিকেতন মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ নববর্ষের উপাসনা করেন। তাঁর 'বক্তৃতার সারমর্ম্ম' জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী [পৃ ৩১–৩৪]-তে 'অন্তরের নববর্ষ' [দ্র প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ। ১২৬–২৯; শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৯৩–৯৮, 'নববর্ষ'] শিরোনামে মুদ্রিত হয়। রাজা-র অভিনয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা ও তাঁর বান্ধবীরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আশা ছিল, তাঁরা নববর্ষ উৎসবেও যযাগ দেবেন। অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা নিয়ে একটি পরিকল্পনা ও তার কৌতুকাবহ পরিণতির বিবরণ পাওয়া যায় গত বৎসরের শেষ দিকে মীরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে :

পর্শুদিন রথীকে লিখেছিলুম কোনো লোক দিয়ে ওখান থেকে পয়লা বৈশাখের জন্য ওখানকার তরমুজ খরমুজ ইত্যাদি পাঠাতে—অত্যন্ত সহজে ও সস্তায় কাজ সারবার এই অসামান্য দৃষ্টান্তে এখানকার লোকের আমার বুদ্ধির প্রতি এমন একটু শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে যে আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছি। আমার এই অনুরোধটা রথী যদি কাজে পরিণত করে তাহলে এই ব্যাপারটা আমাদের বিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষত দেখ্‌তে পাচ্চি আমার জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে একটা আলোচনা চল্‌চে এই সময়ে যদি শিলাইদহ থেকে বোলপুরে তরমুজ ও ফুটি এসে পড়ে তাহলে সেই কীর্ত্তিটা হয়ত কারো অমর লেখনীর দ্বারা অবিনশ্বরভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব তোর দাদাকে লিখিস্‌ খবরদার যেন তরমুজ না পাঠায়।[১]

শান্তা দেবীরা আসেননি, কিন্তু অন্যান্য অতিথিদের সমাগমে নববর্ষ উৎসব যথাযথভাবে পালিত হয়। এইদিনই রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে লিখেছেন : 'আজ খুব ভোর রাত্রে মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল—সকলেই আমরা গভীর আনন্দ পেয়েছি।'[২]

অন্যান্য বৎসর বৈশাখের শুরুতেই বিদ্যালয় ছুটি হয়ে যেত, কিন্তু বর্তমান বৎসরে ঘটা করে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উৎসব করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ছুটি পিছিয়ে যায় ২৬ বৈশাখে। অথচ গ্রীষ্মের খরতাপ ও ইঁদারার জল শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অতিবাস্তব সমস্যার কোনো প্রতিকার ছিল না। শিক্ষকেরা ও রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে বিব্রত ছিলেন—অভিভাবকেরাও হয়তো এই কারণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ৬ বৈশাখ [বুধ 19 Apr] সায়ংকালে মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ 'বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা' [দ্র তত্ত্ব, শ্রাবণ। ৭২–৭৩; ভারতী, শ্রাবণ। ৩০১–০৩; শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৯৮–৪০১] শীর্ষক যে ভাষণ দেন, তার সূচনাতেই এই সমস্যার কথা আছে। কিন্তু যখন মনে হচ্ছিল 'এই কঠোর শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না,' তখনই আকাশ ঘিরে মেঘ জমে বর্ষার অজস্র জলধারায় চারদিক ভাসিয়ে দিলে—গভীর কৃতজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে 'পূর্ণতার আবির্ভাব' লক্ষ্য করে বললেন : 'গ্রীষ্মসন্ধ্যার এই অপর্যাপ্ত বর্ষণ এই নিবিড় সুন্দর স্নিগ্ধতা আমারও মন থেকে সমস্ত

প্রয়াস সমস্ত ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। পরিপূর্ণতা যে আমারই ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে দীনভাবে বসে নেই, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন এই কথাটা একমুহূর্তে অনুভব করলে।'

শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় জন্মোৎসবের আয়োজন চলছিল। আশ্রমের ছাত্র-শিক্ষকদের শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রত্যাখ্যান করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু কলকাতার আয়োজন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অন্যরকম ছিল। ৭ বৈশাখ [বৃহ 20 Apr] সেই কথাই লিখেছেন যদুনাথ সরকারকে :

আমার ২৫শে বৈশাখের জন্মোৎসব এখানকার ছেলেরা করিবে। সে সময়ে কলিকাতায় যাইতে পারিব না। সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ যে উৎসব করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা সম্ভবত তাঁহাদের বার্ষিক অধিবেশনের দিনে—সে কবে আমি জানি না। সে সভায় আমি উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করি না—যদি কোন মতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কোথাও পালাইতে পারি সে চেষ্টা করিব।

আমার জন্মোৎসবের ভার যদি সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করেন তবে সম্ভবত চাঁদার টাকা লইয়া তাঁহারা সাহিত্য সম্বন্ধীয় কোন একটা কাজের ভার নিজেরাই গ্রহণ করিবেন। ও দিকে দৃষ্টি দিয়া কোনো ফল হইবে মনে করি না। এই সমস্ত বাহ্য আড়ম্বরের উদ্যোগ আয়োজনে আমি যে কিরূপ সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি তাহা অন্তর্যামীই জানেন।[৩]

উৎসবের জন্য চাঁদা তোলা শুরু হয়ে গিয়েছিল, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। যতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখেছেন : 'বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার (পরে অধ্যাপক) বলিলেন, "আপনারা যে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, আমি একাই, আশা করি, সেই অর্থ আপনাদের সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব। কিন্তু খরচ বাদে সঞ্চিত অর্থে কোনও স্থায়ী কাজ করিতে হইবে, যাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে।"'[৪] তিনি বহরমপুর ও লালগোলা গিয়ে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের আর্থিক প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ করে আনেন। সম্ভবত এইসব খবর রবীন্দ্রনাথের কাছেও পৌঁছেছিল। তিনি তখন শান্তিনিকেতনে কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। টেকনিক্যাল বিভাগ খোলার ইচ্ছা তো অনেক পুরোনো। ২ বৈশাখ [শনি 15 Apr] এবিষয়ে প্রিয়ম্বদা দেবীকে লিখেছিলেন : 'এখানে টেকনিক্যাল বিভাগের জন্যে চাঁদা তোলা আবশ্যক হবে। অনেকে আশা দিয়েছে চাঁদা তোলা অসম্ভব নয়। কিন্তু এ সমস্ত আশার উপর নির্ভর করে তাকিয়ে থাকা কিছু নয়—কাজেই সাধ্যমত অল্প অল্প করে কাজ সুরু করে দিতে হবে।'[৫] তাঁর হয়তো ক্ষীণ আশা ছিল, তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রসারে ব্যয়িত হবার প্রস্তাব উঠতে পারে। কিন্তু ভরসাও বিশেষ ছিল না, যদুনাথকে লিখিত 'ও দিকে দৃষ্টি দিয়া কোন ফল হইবে মনে করি না' বাক্যটিতেই তা প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৭শ বার্ষিক অধিবেশন নির্দিষ্ট ছিল ৩১ বৈশাখ [রবি 14 May] তারিখে—এই দিনে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার আয়োজন করা অসুবিধাজনক ছিল। বস্তুত যদুনাথকে পত্র লেখার সময়ে পরিষদ এই প্রস্তাব বিবেচনাই করেনি।

'কবি-সম্বর্দ্ধনা'র মুদ্রিত প্রচারপত্র-সহ সম্বর্ধনা-সমিতির সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পত্রটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির ১৭শ অধিবেশনে [১০ বৈশাখ রবি 23 Apr] উপস্থিত করা হয়। এবিষয়ে কার্যবিবরণী হস্তলিখিত খাতায় ৮ম দফায় লেখা হয় :

বঙ্গদেশের পক্ষ হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে অভিনন্দন দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এক পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্র সম্বন্ধে কিছুকাল আলোচনার পর স্থির হইল যে হীরেন্দ্র বাবু এই সভাতে অনুপস্থিত থাকা হেতু আগামী অধিবেশন পর্য্যন্ত এই আলোচনা স্থগিত রহিল ও স্থির হইল যে আগামী ১৩ই বৈশাখ অপরাহ্ন ৭টার সময় এই স্থগিত সভার অধিবেশন হইবে।

এই প্রস্তাবানুযায়ী ১৩ বৈশাখ [বুধ 26 Apr] '১৭শ স্থগিত অধিবেশন' বসলে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হীরেন্দ্রনাথের পত্রটি পাঠ করার পর—

এই পত্র সম্বন্ধে অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে সাহিত্য-পরিষদ্ হীরেন্দ্রবাবুর পত্রোক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়দ্বয় এই প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। স্থির হইল যে পরিষদের এই সম্মতি হীরেন্দ্র বাবুকে জানাইতে হইবে এবং এ বিষয়ে পরিষদের পক্ষ হইতে কার্য্য করিবার জন্য মন্মথ [মোহন বসু] বাবু, যতীন্দ্র [নাথ চৌধুরী, রায়] বাবু, খগেন্দ্র [নাথ মিত্র] বাবু, হীরেন্দ্রবাবু ও ব্যোমকেশ [মুস্তফি] বাবুকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইল।

কবি-সংবর্ধনার বিরোধীদের মধ্যে দুজনকে এই প্রতিবেদন থেকেই শনাক্ত করা যায়। ৩১ বৈশাখ [রবি 14 May] পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের দিন কার্যনির্বাহক সমিতির ১৯শ অধিবেশনের বিবরণীর ১২শ দফায় লেখা হয় : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অভিনন্দন দেওয়া সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত হইল ও স্থির হইল যে এই পত্রের কোনও উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা নাই।' বিরোধীরা একটি পাল্টা প্রচারপত্রও মুদ্রিত করেন ও রবীন্দ্রনাথকেও একটি কপি পাঠিয়ে দেন। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ ২১ বৈশাখ [বৃহ 4May] রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখেন :

আমাদের দেশে জন্মলাভকে একটা পরম দুঃখ বলিয়া থাকে কথাটা যে অমূলক নহে তাহা আমার জন্মদিনের পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে অনুভব করিবার কারণ ঘটিল। ...

আপনারা পরিষৎ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন। নিঃসন্দেহ তাঁহারা পরিষদের সভ্য। আপনাদের এই কবি সম্বর্দ্ধনা প্রস্তাবের ইতিহাস আমি কিছুই জানি না সুতরাং তাঁহারা যে লিখিয়াছেন আপনারা চক্ষুলজ্জার বিড়ম্বনায় আপনাদের বিধিলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সত্য কিনা বলিতে পারি না কিন্তু তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে তাহা পড়িয়া বুঝিলাম আমার চিরন্তন ভাগ্য আমার পাঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি আজ আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর একটি নিন্দা আমার জন্মদিনের উপহার রূপে লাভ করিলাম এই যে আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি এবং অভিনন্দনের দায় হইতে পরিষৎকে নিষ্কৃতি দান করা আমারই উপর নির্ভর করিতেছে। এই নিন্দাটিকেও নতশিরে গ্রহণ করিয়া আমার একপঞ্চাশৎ বৎসরের জীবনকে আরম্ভ করিলাম—আপনারা আশীর্ব্বাদ করিবেন সকল অপমান সার্থক হয় যেন।[৬]

পরের দিন ২২ বৈশাখ [শুক্র 5 May] রবীন্দ্রনাথ আবার রামেন্দ্রসুন্দরকেই লেখেন :

একখানি পত্র এই সঙ্গে পাঠাইলাম। লেখক আমাকে জানাইয়াছেন যে, আপনাদিগকে আশু সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া আমার ঔদার্য্য প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে—অথচ আমার পূজাটাও একেবারে মারা না যায় এমন সান্ত্বনাজনক ব্যবস্থারও অভাব নাই।

...অন্তর্যামী জানেন আমি মিথ্যা বলিতেছি না এই সম্মানের ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই আমি আমার পক্ষে কল্যাণ বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের সভায় আমি উপস্থিত থাকিব না বলিয়া প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম—কিন্তু আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, একথা জানেন আত্মহত্যা করিলেই যে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহা নহে। আমার অনুপস্থিতিতেও আমার মুক্তি হইবে না। এই জন্য আপনাদের কাছে সানুনয়ে আমি মুক্তি ভিক্ষা করিতেছি।[৭]

পূর্বোক্ত প্রচারপত্র বা বর্তমান চিঠির সঙ্গে পাঠানো পত্রটি আমরা পাইনি, উদ্যোক্তাদের মধ্যে যাঁরা স্মৃতিকথা লিখেছেন তাঁরাও সৌজন্যবশত বিরোধীদের নাম করেননি—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর যে বিরাট জনতা স্পেশাল ট্রেনে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁকে সংবর্ধিত করেন তাঁদের মধ্যে এই বিরোধীগোষ্ঠীরও কেউ-কেউ উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দেখেই স্বাভাবিক সংযম থেকে ভ্রষ্ট হন এবং তার ফলেও তাঁকে নিন্দাবাদ সহ্য করতে হয়।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে ছাত্র ও শিক্ষকেরা জন্মোৎসবের যে আয়োজন করছিলেন, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো সংকোচ ছিল না। তিনি পূর্বোদ্ধৃত ২১ বৈশাখের পত্রে লিখেছিলেন : 'এক্ষণে আমি যে বিদ্যালয়ে কাজ করি সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমার বৃদ্ধবয়সের সূচনা লইয়া উৎসবের আয়োজন করিতেছেন—

আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন সে তাঁহাদের অকৃত্রিম আত্মীয়তারই আনন্দ উপদ্রব—তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য আমার নাই। এখানে ইঁহারা আমাকে যে মালা দিয়া সাজাইবেন তাহা ফুলের মালা, তাহা বহিতে পারিব।'

তরুণ রবীন্দ্রভক্তদের কয়েকজন—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ—জন্মোৎসবের অনেক পূর্বেই শান্তিনিকেতনে সমবেত হন। ক্ষিতিমোহন সেনের ডায়ারি থেকে জানা যায়, ১২ বৈশাখ [মঙ্গল 25 Apr] সকালে রবীন্দ্রনাথকে 'তাঁর কাব্যালোচনার জন্য' অনুরোধ করলে তিনি প্রথমে অসম্মত হয়েও পরে রাজি হয়ে যান। চৈত্র ১৩১৭-র শেষ দিকে তিনি 'জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাগুলো ব্যাখ্যা' করে অধ্যাপকদের শোনানোর কথা মীরা দেবীকে লিখেছিলেন, 'অনেকে খাতা নিয়ে তার নোট নিতে থাকেন' এমন কথা লিখলেও সেইরূপ কোনো 'নোট' আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু এইসময়ে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যালোচনা করেন, ক্ষিতিমোহন-কৃত তার অনুলেখন তাঁর 'দিনলিপি' থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন সুনীল দাস [দ্র 'দিনলিপি' : দেশ, সাহিত্য ১৩৯৪। ১৩৪–৪৬]; সুনীলবাবু অবশ্য প্রত্যেকটি দিনের আলোচনার বিবরণ উদ্ধৃত করেননি—সুতরাং কাব্যরচনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে প্রতিটি কাব্য-নাটক নিয়েই আলোচনা হয়েছিল কিনা বোঝা যায় না।

১৪ বৈশাখ [বৃহ 27 Apr] শান্তিনিকেতন বাড়ির দোতলায় ক্ষিতিমোহন, অজিতকুমার, চারুচন্দ্র, সত্যেন্দ্র দত্ত, সুকুমার রায়, প্রশান্তচন্দ্র, ধীরেন্দ্র দত্ত [?] ও নেপালচন্দ্র রায়ের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত-এর কবিতা ও ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনার কিছু-কিছু বক্তব্য সুসংস্কৃত হয়ে জীবনস্মৃতি-র সর্বশেষ পাঠের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৫ থেকে ১৭ বৈশাখ সম্ভবত প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী এবং সোনার তরী-র কবিতা আলোচিত হয়। ১৮ বৈশাখ [সোম 1 May] আলোচনায় পুরুষপ্রকৃতি-বিষয়ে তর্ক উঠলে রবীন্দ্রনাথ বিদায় অভিশাপ-এর ভাবটি ব্যাখ্যা করেন। চিত্রা-র কবিতাগুলিও ব্যাখ্যাত হয়। এই আলোচনা পরের দুদিনও চলে। ২১ বৈশাখ [বৃহ 4 May] আলোচনা করা হয় মালিনী ও চৈতালি। মালিনী-প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় : 'লোকেনের ওখানে বসে বসে লেখা'। লোকেন্দ্রনাথ পালিত ১২৯৯ [1892–93] বঙ্গাব্দে রাজশাহী জেলার ডিস্ট্রিক্ট জজ ছিলেন, উক্ত বৎসরের চৈত্র মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে জেলা-সদর রামপুর-বোয়ালিয়ায় কয়েকদিন কাটান—মালিনী সম্ভবত সেই সময়েই লেখা হয়েছিল। তার বছর-দুয়েক আগে লণ্ডনে তারকনাথ পালিতের বাসায় যে স্বপ্নদৃশ্য দেখেছিলেন [রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনায় ঘটনাটি প্রথম বিলাতপ্রবাসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, সেটি ঠিক নয়], তার সঙ্গে মহাবস্তাবদানের বৌদ্ধকাহিনী মিলিয়ে মালিনী-র কাহিনী রচিত হয়।

চৈতালি-সম্পর্কিত আলোচনাটি ক্ষিতিমোহনের নামে 'চৈতালিটা আমার বড় আদরের' শিরোনামে ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-সংখ্যা দেশ-এ [পৃ ৪১–৪৪] প্রকাশিত হয়। ১৪ বৈশাখের আলোচনাটিও 'জীবনস্মৃতির জন্মকথা' শিরোনামে ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা-য় [পৃ ১১–১৩] মুদ্রিত হয়েছিল।

আলোচনার ধারাটি ২১ বৈশাখেই রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ এর পরেই জন্মোৎসবে যোগদানের জন্য কলকাতা থেকে বহু অতিথি শান্তিনিকেতনে আসতে আরম্ভ করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই কন্যা শান্তা ও সীতা দেবী অতিথিদের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁরা দুজনেই এই উৎসবের বিবরণ তাঁদের স্মৃতিকথায় লিখে রেখে গেছেন। সীতা দেবী লিখেছেন :

২২শে বৈশাখ রাত্রির ট্রেনে আমরা একদল ছেলেমেয়ে বাবা ও স্বর্গীয়া ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই ট্রেনে আরও অনেকে শান্তিনিকেতনে যাইতেছিলেন। অধিকাংশই আমাদের পরিচিত। 'রাজা' অভিনয় এবারেও হইবে শুনিয়াছিলাম। তাহার অনেক সাজসরঞ্জাম আমাদের সঙ্গে এই ট্রেনেই চলিল দেখিলাম।[৮]

গভীর রাত্রে ট্রেন বোলপুর স্টেশনে পৌঁছলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কয়েকটি ছাত্র তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। রামানন্দের অভিভাবকত্বে মেয়েরা আশ্রয় নেন নীচুবাংলার বাড়িতে—গৃহস্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন পুত্রবধূ হেমলতা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের অধীনে আতিথ্যের দায়িত্ব ছিল আশ্রমবালকদের উপর—সীতা দেবী তাঁদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। শান্তিনিকেতনের আতিথ্যের এই প্রশংসা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

২৩ বৈশাখ [শনি 6 May] ভোরে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্পোর্টস্ হয়। সীতা দেবী জানিয়েছেন, দুপুরে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জীবনস্মৃতি-র অনেকটা পড়ে শুনিয়েছিলেন। তখনও প্রথম খসড়া পাণ্ডুলিপিটিই সম্বল, রবীন্দ্রনাথ তারই অংশবিশেষ পাঠ করেন।

২৪ বৈশাখ [রবি 7 May] সকালে জন্মোৎসবের ভূমিকা-স্বরূপ 'রবীন্দ্রনাথ'-শীর্ষক একটি দীর্ঘ স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান অজিতকুমার চক্রবর্তী। প্রবন্ধটি আষাঢ় ও শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর কাব্যালোচনার এইটিই প্রথম প্রয়াস—আজও রচনাটির মূল্য কমেনি।

এইদিনই সন্ধ্যায় 'নাট্যঘর'-এ 'রাজা' নাটক পুনরভিনীত হয়। ১৯৮ বহুবাজার স্ট্রীটের কৃষ্ণ প্রেসে ছাপা চার পৃষ্ঠার একটি অভিনয়পত্রী দর্শকদের মধ্যে বিতরিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠাটি এইরূপ : 'ওঁ/পরম ভক্তিভাজন আশ্রমগুরু/শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের/শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে—/"রাজা।"/ শান্তিনিকেতন।/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর—/২৪শে বৈশাখ, ১৩১৮ সাল।' ভূমিকালিপিটি ছিল এইরূপ : ঠাকুরদাদা—রবীন্দ্রনাথ; পাগল, বিদর্ভরাজ ও বাউল—দিনেন্দ্রনাথ; কাঞ্চীরাজ—জগদানন্দ রায়; কোশলরাজ—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; কান্যকুব্জরাজ—হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়; কলিঙ্গরাজ ও রোহিণী—অবনীনাথ রায়; পাঞ্চালরাজ—বীরেন্দ্রনাথ বসু; বিরাটরাজ—সুধাকান্ত রায়[চৌধুরী]; মন্ত্রী, দূত ও মালী—তারকদাস মুখোপাধ্যায়; জনার্দন ও বিরূপাক্ষ—সরোজরঞ্জন চৌধুরী; ভবদত্ত, বিশ্ববসু ও কুম্ভ—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়; কৌণ্ডিল্য ও ভদ্রসেন—দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস; প্রথম নাগরিক, মাধব ও বাউল—হীরালাল সেন; প্রহরী ও পদাতিক—কালিদাস বসু; রাজবেশী—অন্নদাচরণ বর্ধন; মালী—শচীবিলাস রায়; বাউল—তেজেশচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার রায়, উপেন্দ্রনাথ দত্ত [দিনেন্দ্রনাথ ও হীরালাল সেন]; বালকগণ—হৃষীকেশ মুস্তফী, প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়, সুরকুমার সেন, অমিয় চৌধুরী, অরবিন্দ চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মুরলীধর পাল, প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ, ও প্রদ্যোৎকুমার সেন। স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুশীলকুমার চক্রবর্তী ও অবনীনাথ রায় যথাক্রমে সুদর্শনা, সুরঙ্গমা ও রোহিণীর ভূমিকায়। উল্লেখ্য, অবনীনাথ রায় কলিঙ্গরাজের ভূমিকাও গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ অভিনয়-শিক্ষা দিয়েছিলেন, সাজসজ্জা ও মেক-আপের দায়িত্বও তাঁকেই নিতে হয়। প্রত্যক্ষদর্শী সীতা দেবী তাঁর সানন্দ অভিজ্ঞতার বিবরণে লেখেন :

'রাজা' অভিনয় দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরদা' সাজিয়াছিলেন, আড়াল হইতে 'রাজা'র ভূমিকাও তিনিই অভিনয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরদা সাজিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। সদাসর্বদা যে গেরুয়া রঙের পোশাক পরিতেন, তাহার উপর ফুলের মালা পরিয়া তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরদা যেখানে রাজসেনাপতির বেশে আবির্ভূত হইলেন, সেখানে অবশ্য বেশের পরিবর্তন ঘটিল। সাদা রেশমের পোশাকের উপর চওড়া লাল কোমরবন্ধ পরিয়া তিনি বাহির হইলেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের আর কি বর্ণনা দিব! তাঁহার সব-কিছুর তুলনা একমাত্র তাঁহাতেই মিলিত। একটি জিনিস আমার সর্বদা মনে হইত, যখনই তাঁহার অভিনয় দেখিতাম—তিনি যে ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হোন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ইহা কিছুতেই ভুলিতে পারিতাম না। আত্মগোপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, যদিও তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। ...

দিনেন্দ্রনাথ কালিঝুলি মাখিয়া, আলখাল্লার উপর নানা রঙের ন্যাকড়ার ফালি ঝুলাইয়া, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তিনি পাগল সাজিয়াছিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া দুই-তিনটি শিশু কাঁদিয়া উঠিল। ...নাটকের ভিতর অনেকগুলি গান ছিল, তাহার কয়েকটি বাদ দেওয়া হইয়াছিল। পরে শুনিলাম, অভিনয় বেশি দীর্ঘ হইলে অতিথিরা পাছে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাই এই ব্যবস্থা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন। ...ছেলেদের গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যবর্তী ঠাকুরদারূপী কবিবরের নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অতি সুন্দর নৃত্য করিতে পারিতেন।[৯]

২৫ বৈশাখ [সোম 8 May] ভোরে আম্রকুঞ্জে জন্মোৎসবের আয়োজন হয়। কাশীর ব্যাসবেদীর অনুকরণে বেদী নির্মাণ করে আলপনা, ধূপদীপ, গন্ধপুষ্প প্রভৃতি দিয়ে সাজানো হয়েছিল। সকলে স্নান করে উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হন। দিনেন্দ্রনাথ ছাত্রদের নিয়ে গান করেন। ক্ষিতিমোহন, বিধুশেখর ও নেপালচন্দ্র আচার্যের কার্য করেন। এই উৎসবের মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্রটির সূচনাটি এইরূপ :

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাধিপতি/ পরমভক্তিভাজন/ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ মহাশয়ের/ পঞ্চাশতম জন্মতিথি-উৎসবে/ অর্ঘ্যাভিহরণ

তৈত্তিরীয় আরণ্যক, রাজসেনীয় সংহিতা, ঋগ্‌বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ ও অথর্ববেদ থেকে সংকলিত কয়েকটি মন্ত্র মঙ্গলগীতি, আবাহন, অর্ঘ্যাভিহরণ ও শান্তি এই চার ভাগে মূল ও বঙ্গানুবাদ-সহ পঠিত হয়। সীতা দেবী লিখেছেন :

নেপালবাবু শেষের দিকে ছাত্রদের কিছু উপদেশ দিলেন। তাঁহার কয়েকটি কথা মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা সকলেই গুরুদেবকে ভক্তি করো, কিন্তু তাঁকে কখনও যেন ঈশ্বরের স্থানে বসিয়ো না।'...

রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের পক্ষ হইতে অনেকগুলি সময়োচিত উপহার দেওয়া হইল। তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া অল্প-কিছু বলিলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছিলেন তাহার কিছু মনে আছে। 'আমাকে আপনারা যে উপহার দিলেন সেগুলি পাবার আমি কতখানি যোগ্য তা যদি আমি মনে করতে যাই তা হলে আমাকে লজ্জিত হতে হবে। কিন্তু একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে মানুষের কোনো লজ্জা নেই, সেটা প্রীতির ক্ষেত্র। এই-সব উপহার আমাকে আপনারা প্রীতির সহিত দিচ্ছেন, সেইজন্য এ-সব গ্রহণ করতে আমার কোনো বাধা নেই।'...

সভার কার্য শেষ হইতেই কবিকে প্রণাম করিবার ধুম পড়িয়া গেল। প্রায় তিন শত ব্যক্তির প্রণাম গ্রহণ করিতে তাঁহাকে আধ ঘণ্টারও বেশি দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনি সমস্তক্ষণই নতমস্তকে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।[১০]

অতিথিদের অনেকেই সেইদিন দুপুরের ট্রেনে ফিরে গেলেও স-কন্যা রামানন্দ ও আরও কেউ-কেউ থেকে যান। দুপুরে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জীবনস্মৃতি-র আরও কিছুটা পড়ে শোনান। 'মধ্যে ক্ষিতিমোহনবাবু আসিয়া বলিলেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অতিথিরা শান্তিনিকেতনকে শান্তিনিকেতন বলিতেছেন।'[১১] তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কয়েকটি বর্ষার গান গেয়ে শোনান। সন্ধ্যাতেও তিনি 'ওই আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে রব' গানটি করেন।

সন্ধ্যায় নাট্যঘরে 'কলির ভগীরথ' ও 'বিনিপয়সার ভোজ' অভিনীত হয়। সম্ভবত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অভিনয় করে।

২৬ বৈশাখ [মঙ্গল 9 May] সকালে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে ছাত্রদের নিয়ে উপাসনা করেন। এইদিনই বিদ্যালয় ছুটি হয়, সম্ভবত ছুটির আগে তিনি ছাত্রদের উপদেশ দেন। এর পরে শান্তিনিকেতন বাড়ির গাড়িবারান্দায় তিনি মেয়েদের নিয়ে উপাসনা করেন।

বিকেলে অবশিষ্ট অতিথি ও আশ্রমবাসীদের নিয়ে তিনি রেলসেতু [উপাচার্যের বর্তমান বাসগৃহের কাছে এই সেতু ছিল] পার হয়ে পারুলবনে বেড়াতে যান। খোলা মাঠে চন্দ্রালোকে [পূর্ণিমা—৩১ বৈশাখ : 14 May] গানের আসর বসে। 'রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কয়েকটি হিন্দী ও বাংলা গান গাহিলেন। দিনেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্তী মিলিয়া আরও কয়েকটি গান করিলেন।'[১২] ডাঃ নীলরতন সরকারের কন্যা অরুন্ধতী একটি হিন্দি গান গেয়েছিলেন। গভীর রাত্রের ট্রেনে অবশিষ্ট অতিথিগণ শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন।

২৭ বৈশাখ [বুধ 10 May] রবীন্দ্রনাথ প্রিয়ংবদা দেবীকে লেখেন :

আজ প্রত্যুষে সমস্ত অতিথিরা চলে গেছেন তাই আজ অনেক কালের সঞ্চিত পত্রগুলির উত্তর দিতে বসেছি। ...

এখানে আমার জন্মোৎসব হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্চে এই উৎসবে আমি মঙ্গল লাভ করেছি। ঈশ্বর আমার একটি নূতন জীবনের সূচনায় এই আনন্দ আয়োজন ঘটিয়েছেন। তিনি আমাকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে যাচ্চেন যেখানে পরিচয় বা পারিবারিক সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ আত্মীয় হয় না—যেখানে আত্মার পক্ষে আত্মীয়তাই সহজধর্ম্ম—সেই জন্যে কত অজানাকে কত সহজেই আপন করে লাভ করেছি।[১৩]

একই দিনে লিখিত তাঁর আরও চারটি চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে—ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরী, 'বীরভূমের ইতিবৃত্ত'-লেখক শিবরতন মিত্র [১২৭৮–১৩৪৫], দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে চিঠিগুলি লেখা। রামেন্দ্রসুন্দর হয়তো তাঁর ২১–২২ বৈশাখের পত্র সম্বন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, সেই বিষয়ে লেখেন : 'জগদীশের নিকট হইতে ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমি কোন কথাই আর কহিব না।' পত্রের অন্য অংশ উদ্ধারযোগ্য :

আপনাদের অধ্যাপক হরিচরণ একখানি বাংলা অভিধান রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন আপনারা যাহা চান ইনি তাহাই করিয়া তুলিতেছেন। ব্যাপারখানি প্রকাণ্ড হইবে। একবার দেখিয়া দিবেন। যদি পছন্দ হয় তবে এটা লইয়া কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিবেন। বাংলা সাহিত্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হয় না এমন শব্দও ইহাতে স্থান পাইয়াছে সেইটে আমার কাছে সঙ্গত বোধ হয় না। মোটের উপর এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে।[১৪]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [1867–1959] ভাদ্র ১৩০৯-এ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংস্কৃত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে তিন খণ্ডে 'সংস্কৃত প্রবেশ' রচনা করেন। এই কাজের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলাভাষার একটি অভিধান-প্রণয়নের কথা বলেন। 'সংস্কৃত প্রবেশ' রচনা-শেষে হরিচরণ তাঁর অনুমতিক্রমে অভিধান-সংকলনের কাজ শুরু করেন, 'তখন ১৩১২ সাল'। হরিচরণ লিখেছেন : '১৩১৪ সালের ১৬ই চৈত্র আমার প্রথম শব্দ-সংগ্রহের সমাপ্তির দিন। ...১৩১৭ সালের বৈশাখের প্রারম্ভেই শব্দানুক্রমণিকা সমাপ্ত হয়। পরে বাঙ্‌লা শব্দের সহিত বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দ সংযোজন করিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি ও শিষ্টপ্রয়োগ সহ অর্থ-প্রভৃতি লিখিতে আরম্ভ করি। ইহাই প্রকৃতপক্ষে অভিধানের আরম্ভ।'[১৫] এই পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের সহায়তা প্রার্থনা করেন। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ অর্থাভাব-হেতু এই কাজে সাহায্য করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে দেখা করে হরিচরণের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। হরিচরণ লিখেছেন :

'এইরূপে আমার অর্থসমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইলে, কবিবর দেখা করিবার নিমিত্ত আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার মুখে বৃত্তির কথা শুনিলাম। আমি সর্ব্বপ্রকারেই নগণ্য, আমারই নিমিত্ত কবিবরের যাচকবৃত্তি, ইহা চিন্তা করিতে করিতে আমি তাঁহার

চরিত্রের মহত্ত্বে ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম...আমার হৃদয়গত ভাব বুঝিয়া কবিবর ধীর কণ্ঠে কহিলেন, 'স্থির হও, আমি কর্ত্তব্যই করিয়াছি।' ...এই সময়ে একদিন অভিধানের কথাপ্রসঙ্গে কবিবর বলিয়াছিলেন, 'মহারাজের বৃত্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, অভিধানের সমাপ্তির পূর্ব্বে তোমার জীবননাশের সম্ভাবনা নাই।' কবি-গুরুর এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে—ক্রমাগত ত্রয়োদশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া, ১৩৩০ সালের ১১ই মাঘ এই বৃহৎ অভিধান সমাপ্ত করিয়াছি।[১৬]

এত বড়ো অভিধান প্রকাশের ব্যাপারেও সংকট ছিল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতী মুদ্রণের দায়িত্ব নেবে—বিধুশেখর শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নিয়ে তিনি একটি সম্পাদক-সংঘ গঠন করেন। ৮ আশ্বিন ১৩৩৯ [24 Sep 1932] তিনি সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি প্রচারপত্রও লিখে দেন। কিন্তু বিশ্বভারতীর পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। হরিচরণ তখন নিজব্যয়ে খণ্ডাকারে গ্রন্থটি মুদ্রণের আয়োজন করেন—১৩৪০ বঙ্গাব্দে আরম্ভ হয়ে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে ১০৫ খণ্ডে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এর মুদ্রণ সমাপ্ত হয়।

বৈশাখ ১৩১৮-তে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৩৩ শক [৮১৩ সংখ্যা] :

৬–১০ 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৭৪–৮২

রবীন্দ্রনাথ এই সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি যে পত্রিকাগুলি সম্পাদনা করেছিলেন, সেগুলির কলেবর পূর্ণ হত প্রধানত তাঁর রচনা দিয়ে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী-র ক্ষেত্রে তার অন্যথা হল। পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা অল্প—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি পত্রিকাটির নিয়মিত লেখকরা ছাড়া ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক, আত্মীয়-বন্ধুর লেখা সহজলভ্য ছিল—এই জন্য তাঁর উপর চাপ অনেক কম ছিল। তবু সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি যথাসাধ্য পালন করেছেন। তরুণদের রচনা-সংশোধন ছাড়াও তিনি কয়েকটি রচনায় সম্পাদকীয় পাদটীকা যুক্ত করেন, সেগুলি সংকলনযোগ্য। ক্ষিতিমোহন সেনের দোঁহাবলীর অনুবাদ 'দাদূ' এই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাদটীকায় লেখেন :

অনুবাদক মহাশয় যথাসাধ্য মূলের অনুগত অনুবাদ করিয়াছেন। এমন কি, কাব্যভাষার প্রণালীর অনুসরণ করিয়া গদ্যরীতিকে অনেক স্থলে পরিহার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা মূলের রসটুকু অনুবাদে অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। মূলে যেখানে ভাবের গভীরতাবশত অর্থের অস্পষ্টতা আছে সেখানে অনুবাদে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা না করা উচিত। কারণ, কবি কি বলিয়াছেন তাহাই আমরা চাই, অনুবাদক কি বুঝিয়াছেন তাহার গুরুত্ব তত বেশি নহে। কারণ অনুবাদক ভুল বুঝিতেও পারেন। তা ছাড়া গভীর তত্ত্বমূলক কবিতা ভিন্ন পাঠকে ভিন্ন রূপেই বুঝিবেন ইহাই স্বাভাবিক; তাহার পথরোধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যে যে স্থলে বিশেষ ভাবে বিশদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক, সেখানে অনুবাদক স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা যোজনা করিয়া দিয়াছেন।[১৭]

E.G. Browne-এর একটি প্রবন্ধ থেকে সংকলন করে দিনেন্দ্রনাথ 'সুফী ধর্ম্ম' [পৃ ১৭–১৯] শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ পাদটীকায় লেখেন :

হিন্দুস্থানে এইরূপ গূঢ়গম্ভীর ভাবুকতার ধর্ম্মকে "মরমী" বলিয়া থাকে এবং এইরূপ ভাবের ভাবুককে "মরমিয়া" বলে। যে ধর্ম্মের মূল মর্ম্মগত, যাহা শাস্ত্রগত জ্ঞানগত নহে, তাহাকে কেবল মর্ম্ম দিয়াই বুঝা যায় এইজন্য তাহার ভাষা ও ভাব বাহিরের লোকের পক্ষে অস্পষ্ট। হিন্দুস্থান প্রচলিত এই "মরমী" ও "মরমিয়া" শব্দকে আমরা mysticism ও mystic শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিব।[১৮]

ভারতী, বৈশাখ ১৩১৮ [৩৫। ১]:

২২ 'প্রার্থনা' ['তব গানের সুরে হৃদয় মম রাখ হে রাখ ধরে'] দ্র সংযোজন ১১। ২৯৯ [৪]

কবিতাটি ১৯ আশ্বিন ১৩১৭ তারিখে রচিত।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৮ [১১ । ১] :

৪৬–৫১ 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৭৪–৮২

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, বৈশাখ ১৩১৮ [১০ । ৮] :

১৬২–৬৪ পিলু বারোয়াঁ-ঠুংরী। কি সুর বাজে আমার প্রাণে দ্র স্বর ৩৬

স্বরলিপিটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত।

The Modern Review, May 1911 [Vol. IX, No. 5]:

463–64 'Fruitless Cry'

498–502 'The Impact of Europe in India'

প্রথম রচনাটি 'নিস্ফল কামনা' [দ্র মানসী ২।১৩২–৩৫] কবিতাটির লোকেন্দ্রনাথ পালিত-কৃত ইংরেজি অনুবাদ। দ্বিতীয়টি যদুনাথ সরকার অনুবাদ করেন য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশ 'নূতন ও পুরাতন' [দ্র স্বদেশ ১১। ৪৬৯–৮৪] থেকে। অনুবাদটি এই সংখ্যায় সম্পূর্ণ হয়নি, পরবর্তী অংশ প্রকাশিত হয় July-সংখ্যায়।

বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ১৬টি গানের স্বরলিপি 'গীতলিপি। পঞ্চম খণ্ড' প্রকাশিত হয় 25 Apr [মঙ্গল ১২ বৈশাখ]; ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত ও আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+৪৩, মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০ ও মূল্য ছয় আনা। 'শান্তিনিকেতন [ত্রয়োদশ)' প্রকাশিত হয় 10 May [বুধ ২৭ বৈশাখ]—পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+১১৯, মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০ ও মূল্য চার আনা। 'কর্মযোগ', 'আত্মবোধ' ও 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' ভাষণ-তিনটি এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্র-রচনার সূচিটিও আমরা এখানে সংকলন করে দিচ্ছি :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৩ শক [৮১৪ সংখ্যা] :

২৯–৩১ 'বর্ষশেষ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৮৯–৯২

৩১–৩৪ 'অন্তরের নববর্ষ' দ্র ঐ ১৬। ৩৯৩–৯৮ ['নববর্ষ']

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ [৩৫ । ২] :

১৩৭–৪০ 'বর্ষশেষ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৮৯–৯২

তত্ত্ব-কৌমুদী, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৩ শক [৩৫ । ৩] :

৩০–৩৪ 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৭৪–৮২

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ [১১ । ২] :

১২৬–২৯ 'নববর্ষ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৯৩–৯৮

সঙ্গীত-প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ [১০ । ৯] :

১৯৪–৯৬ বেহাগ-যৎ। কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ দ্র স্বর ২৬

কাঙালীচরণ সেন গানটির স্বরলিপি করেন।

The Modern Review, June 1911 [Vol. IX, No. 6]:

560–61 'Raja and Rani'

মুড়াপাড়া-র জমিদার কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'সদর ও অন্দর' [দ্র প্রদীপ, আষাঢ় ১৩০৭। ২৩২–৩৪; গল্পগুচ্ছ ২২। ১৭৫–৭৮] গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

কাঙালীচরণ সেন-কৃত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি। ষষ্ঠ ভাগ' প্রকাশিত হয় 12 Jun [সোম ২৯ জ্যৈষ্ঠ]। মোট ৫০টি গানের মধ্যে ৩৯টিই রবীন্দ্রনাথের।

২৭ বৈশাখ [বুধ 10 May] রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখেছিলেন, তিনি সেইদিন রাত্রেই শিলাইদহ রওনা হবেন। কিন্তু কলকাতায় এসে তিনি শিলাইদহ যাত্রা করেন ২৯ বৈশাখ [শুক্র 12 May]। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'নিবেদন' কাব্যগ্রন্থটি উপহার পেয়ে ২৭ বৈশাখ তাঁকে লিখেছিলেন : 'এখানে এখনো অত্যন্ত গোলমাল, সেইজন্য ভিতরে প্রবেশ করি নাই—আজ রাত্রে শিলাইদহে রওনা হইব—সেখানে নির্জ্জনে সম্ভোগের অবকাশ পাওয়া যাইবে।'[১৯] সম্ভবত জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি একটি তারিখ-হীন পত্রে তিনি কাব্য-সমালোচনাটি পাঠিয়ে দেন—প্রশংসা করতে পারেননি : 'ভাবগুলি রূপ ধরিয়া উঠে নাই। ...অনেক ভাব আছে যাহা গভীর। যাহা হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে না কিন্তু হৃদয়কে যাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় সেই সকল ভাবের দুর্গমতা লইয়া আমি কোনো নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু কবিতায় এবং সকল সৃষ্টিতে দেখিতে হইবে রূপটা ফুটিয়া উঠিয়াছে কিনা। এই জন্যই রূপের মধ্যে আনন্দের পরিচয়। কবিতায় ভাবের পরিচয়ের চেয়ে এই আনন্দের পরিচয় মূল্যবান।'[২০] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যাদর্শ সম্পর্কে সমকালীন অনেকেরই কোনো ধারণা ছিল না, ফলে তাঁর রচনার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে অসংখ্য।

রবীন্দ্রনাথ জন্মোৎসবে আগত অতিথিদের কাছে জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিটি পড়ে শুনিয়েছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। শান্তা দেবী লিখেছেন : 'ফিরিবার সময় রামানন্দ প্রবাসীতে "জীবনস্মৃতি" প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।' কয়েকদিন পরে সহ-সম্পাদক চারুচন্দ্রের কাছ থেকে সেই অনুরোধ পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথ *16 May [মঙ্গল ২ জ্যৈষ্ঠ] তাঁকে লেখেন : 'বাঃ তুমি ত বেশ লোক! একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাও! এতদিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে—এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করতে হবে?...যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জীবনটা থাক্'।[২১] ৬ জ্যৈষ্ঠ [শনি 20 May] পুনরায় তাঁকে লেখেন :

'আমার জীবনের প্রতি দাবি করে তুমি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সেটা সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ "আপনার জীবনটা চাই"—এর পিছনে যদি কামান বন্দুক বা অন্তত Halliday* সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাকত তাহলে তোমার যুক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাকত না—তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধিকারে থাকবে এইটেই সঙ্গত।

আসল কথা হচ্চে এই যে, তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটি করেছ, না, সম্পাদকীয় দুর্জ্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এই দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্চ তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারচিনে বলে কিছু স্থির করতে পারচিনে। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন; অতএব এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কি, তা না জেনে তোমাদের মাসিকপত্রের black and white-এ আমার জীবনটার একগালে চুন ও একগালে কালী লেপন করতে পারব না। পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগলভ হবার অধিকার লাভ করে কিন্তু তবুও শাদা চুল ও শ্বেত শ্মশ্রুতে অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র করে তুলতে পারে না।[২২]

এই চিঠি থেকেই বোঝা যায়, জীবনস্মৃতি প্রবাসী-তে প্রকাশ করতে দিতে তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু বিরোধীদের কথা ভেবে তিনি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্তও ছিলেন। রামানন্দের অনুরোধ পেয়ে তিনি সম্মতি জানান, কিন্তু তার অন্তরালবর্তী অন্য একটি কারণও ছিল—সেই কথাই জানিয়েছেন রামানন্দকে ৯ জ্যৈষ্ঠের [মঙ্গল 22 May] পত্রে :

আমার জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার ঐ লেখা নকল করিয়া মফঃস্বলে কোনো সভায় আমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার অযথা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের পূর্ব্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা ভাল। ...আমি ঐ লেখাটার ফাঁক ভরাইয়া আবার একটু সংশোধন করিয়া লইতেছি।[২৩]

এই 'সংশোধন' করা হয় জীবনস্মৃতি-র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 146 (ii)]। এটি একটি রুল টানা exercise খাতা, পাতাগুলি মাঝামাঝি ভাঁজ করে বাঁদিকে লেখা—ডানদিকে প্রয়োজনমতো সংযোজন করা হয়েছে। প্রথম পাণ্ডুলিপিটি শেষ হয়েছিল 'বালক' পত্রিকা প্রকাশের বিবরণ দিয়ে, দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি ৯০ পৃষ্ঠায় শেষ হয় 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লেখবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে অধ্যায়-বিভাগ করেননি, পরে বেগুনি কালিতে তিনি অধ্যায়গুলির নাম লিখে দেন। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে অবশ্য বিভাগগুলি গোড়া থেকেই রক্ষা করা হয়েছে। ভূমিকাটি অনেক কাটাকুটি করে পুনর্লিখিত হয়, পরিবর্তিত রূপটি জীবনস্মৃতি-র গ্রন্থপরিচয়-এ উদ্ধৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পাঠককে [এবং জীবনীকারকেও] সতর্ক করে দিয়ে এখানে লেখেন : '×...সন্ধান, সংগ্রহ ও বিচার করিয়া জীবনের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা ইহাতে নাই। ×... ইহাকে জীবনের পুরাবৃত্ত বলা চলে না—ইহা স্মৃতির ছবি। ইহার মধ্যে অত্যন্ত যথাযথ সংবাদ কেহ প্রত্যাশা করিবেন না'। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্তান্ত রচনায় এই গ্রন্থের তথ্যগুলিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে', কাপড়চোপড় মোজা-জুতো প্রভৃতি বিতর্কিত প্রসঙ্গগুলি কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবনস্মৃতি-তে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে, পাণ্ডুলিপিগুলির তুলনামূলক আলোচনা করলেই তা ধরা পড়ে—তথ্য হিসেবে তাদের মূল্য নেই।

এইসময়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র এই পাণ্ডুলিপিটি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ১৩ জ্যৈষ্ঠ [শনি 27 May] রামানন্দকে লেখেন :

জীবনস্মৃতি কপি করিতে দিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন—তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। ...ইতিমধ্যে আমি কালীমোহনকে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিতেছি তিনি আমার লেখাটাকে যেন প্রচার না করেন।

জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে—সমস্তটাই আবার নূতন করিয়া লিখিত হইতেছে।[২৪]

১৮ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 1 Jun] তিনি রামানন্দকে লিখলেন : 'কাল জ্ঞানের হাত দিয়া আমার জীবনস্মৃতির কাপি আপনার কাছে পাঠাইয়াছি—বোধ হয় পাইয়াছেন। আশা করি আমার এই লেখাটিতে আমার শত্রু মিত্র কোনো পক্ষকেই উদ্বেজিত করিয়া তুলিবে না। যে পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছি ইহার পরেও আরো খানিকটা লেখা আছে। তাহাতে ক্রমশ অধিক করিয়া আমার রচনার কথা আসিয়া পড়িয়াছে। আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয়া তাহার পরে বিবেচনা করা যাইবে সে অংশটা বাহির করা চলিবে কিনা।'[২৫] সম্ভবত দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির কোনো নকল রামানন্দের কাছে প্রেরিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারে অজিতকুমারের 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ

আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। সেই সময়কে কাজে লাগিয়ে তিনি দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটিরও ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। কিন্তু প্রবাসী-তে মুদ্রণের জন্য কপি পাঠানো হয় বিভিন্ন কিস্তিতে—সেই সুযোগটিও তিনি পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কাজে লাগান। রামানন্দকে তিনি লিখেছিলেন, অজিতকুমারের রচনার প্রথম কিস্তি বের হলে অর্থাৎ আষাঢ়-সংখ্যা প্রকাশের পর শ্রাবণ-সংখ্যা থেকে জীবনস্মৃতি ছাপা যেতে পারে। চারুচন্দ্রকে 'সোমবার' [? ২২ জ্যৈষ্ঠ : 5 Jun]। লিখলেন : 'শ্রাবণে তোমরা আমার বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেছ লিখেছ—তা যদি হয় তবে সেইটে চুকে গেলে ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে আমার জীবনস্মৃতি বের করলে কেমন হয়? তাহলে একটা প্রসঙ্গক্রমে ওটা বের হতে পারে।'[২৬] তাঁর প্রস্তাবই রক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর 'বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ' করা হয় আষাঢ় সংখ্যাতেই—সুশীলা দেবী [সেন]-র 'কবির প্রতি' [পৃ ২৬৪–৬৫], 'বঙ্গমহিলা' [? হিরন্ময়ী দেবী]-র "কবি-সম্বর্দ্ধনা' [পৃ ২৬৫], প্রফুল্লময়ী দেবীর 'শ্রদ্ধাস্পদ কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত' "অর্ঘ্য" [পৃ ২৬৫–৬৬] এবং হেমলতা দেবীর 'কবি ও যোগী' [পৃ ২৬৬] কবিতা-চারটি উক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এইগুলি হয়তো তাঁর জন্মদিনে উপহার দেওয়া হয়েছিল।

*16 May [মঙ্গল ২ জ্যৈষ্ঠ] তিনি চারুচন্দ্রকে লিখেছিলেন : 'একটা নূতন নাটক লেখবার চেষ্টায় আছি। দুই এক দিনের মধ্যেই সুরু করব।' নাটকটি হল 'অচলায়তন'। কিন্তু জীবনস্মৃতি-র সংস্কারসাধনে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় নাটক লেখার কাজ সম্ভবত আরম্ভ হতে পারেনি। ১৭ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 31 May] জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে জীবনস্মৃতি প্রবাসী-র দপ্তরে পাঠানোর পর নাটকটি রচনার কাজ শুরু হয়। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ' [শুক্র *16 Jun] চারুচন্দ্রকে লিখেছেন : 'নাটকখানা লিখ্‌তে সুরু করেছি। কিন্তু আকাশে ঘন মেঘের ঘটা, চারিদিকে ঘন সবুজ ক্ষেত, আমার তিনতলার ঘরের জানালা দরজা সমস্ত খোলা—কলম এগতে পারচে না—একেবারে রাজকীয় আলস্যে ভরপুর হয়ে বসে আছি। তবু একটা অঙ্ক শেষ হয়েছে।'[২৭] কয়েকদিন পরে 'মঙ্গলবার' [৫ আষাঢ় : 20 Jun] তাঁকেই লেখেন :

> সেই নাটকটা এতদিন পরে একটু মন দিয়ে লেখবার অবকাশ পাওয়া গেছে। এ পর্য্যন্ত এখানে অতিথির অভাব ছিল না সেইজন্য লেখায় সম্পূর্ণ মন লাগেনি, খাপছাড়াভাবে চলছিল। এখন নিভৃতে বেশ একটু হাঁকিয়ে কলম চালানো যাচ্চে। ভীড় থাক্‌লে মোটর গাড়ি পূরা দমে চালানো যায় না—কলম সম্বন্ধেও ঠিক তাই। এখন বোধকরি আর দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যে আমার এ লেখাটা শেষ হয়ে যাবে।[২৮]

১৪ আষাঢ় [বৃহ 29 Jun] তাঁকেই লেখেন : 'নাটকটা শেষ করেছি।'[২৯] ১৭ আষাঢ় [রবি 2 Jul] বিকেলে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশদের কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাসায় গুণমুগ্ধ বহু ব্যক্তির সমাবেশে তিনি নাটকটি পড়ে শোনান। কিন্তু এর পরেও তিনি এটির কিছু সংস্কার করেন। *14 Jul [শুক্র ২৯ আষাঢ়] শান্তিনিকেতন থেকে চারুচন্দ্রকে লেখেন : 'সমস্ত জিনিষটা আর একবার মেজে ঘষে বাড়িয়ে কমিয়ে এবারে বেশ আমার মনের মত করে নিয়েছি।'[২৯]

অচলায়তন-এর কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেন ড রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* [1882] গ্রন্থের অন্তর্গত দিব্যাবদানমালা-র 'Story of Panchaka' [p. 311] থেকে। কাহিনীটি এইরূপ : এক ব্রাহ্মণের অনেকগুলি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা যায়। পরবর্তী সন্তান জন্মের সময়ে এক বৃদ্ধা প্রসূতিকে প্রসব করিয়ে পুত্রসন্তানটিকে কোলে করে তার মুখে মাখন ভরে দেন এবং সাদা কাপড়ে জড়িয়ে একটি দাসীকে দিয়ে বলেন, "শিশুটিকে নিয়ে রাজপথের সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে থাক, প্রতিটি

ব্রাহ্মণ বা শ্রমণকে দেখলেই বলবে, 'শিশুটি আপনাকে প্রণাম করছে', সূর্য অস্ত গেলে তাকে ফিরিয়ে আনবে।" তাই করা হল এবং শিশুটি বেঁচে গেল। তার নাম হল মহাপঞ্চক। আর একটি পুত্রসন্তান জন্মাল ও তাকেও একই উপায়ে বাঁচানো হল। তার নাম হল পঞ্চক। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর মহাপঞ্চক সন্ন্যাস গ্রহণ করল ও শীঘ্রই অর্হত্ত্ব অর্জন করল : পঞ্চক ছিল এক নির্বোধ যুবক, সে কিছুই শিক্ষা করতে পারেনি; সেই কারণে তার দাদা তাকে বিহার থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং সে পথের ধারে বসে কাঁদতে থাকে। ভগবান বুদ্ধ তাকে সেই অবস্থায় দেখেন, একজন সন্ন্যাসীকে বলেন তাকে শিক্ষা দিতে এবং কিছুকাল পরেই তাকে অর্হত্ত্ব প্রদান করেন।

স্পষ্টতই, রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনী থেকে মহাপঞ্চক ও পঞ্চক নাম-দুটি এবং তাদের পাণ্ডিত্য ও মূর্খতার বৈশিষ্ট্য ছাড়া তাঁর নাটকে আর কিছুই গ্রহণ করেননি। অবশ্য বৌদ্ধতান্ত্রিক পরিবেশটি ফুটিয়ে তোলার জন্য কয়েকটি মন্ত্র ও মন্ত্রনাম তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করেছেন।

যে বক্তব্যটি অচলায়তন-এ নাট্যরূপ লাভ করেছে, রবীন্দ্র-রচনায় তার প্রকাশ দেখা যায় অনেক আগে থেকেই। অনর্থক আচারকেই যারা ধর্ম বলে মানে, তাদের তিনি ধিক্কার দিয়েছিলেন নৈবেদ্য-র ৫২-সংখ্যক কবিতায় :

> কর্মেরে করেছে পজ নিরর্থ আচারের,
> জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে,
> আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
> করেছে সংকীর্ণ রুধি দ্বার-বাতায়ন—

৭২-সংখ্যক কবিতায় ভারতকে সেই স্বর্গে জাগরিত দেখতে চেয়েছিলেন 'যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি/ বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি'। এরপরে নানা রচনায়, বিশেষত শান্তিনিকেতন-ভাষণমালায়, তিনি আচারসর্বস্বতার সমালোচনা করেছেন। এদের মধ্যে অচলায়তন-এর ভাবপটভূমি হিসেবে আমরা 'সামঞ্জস্য', 'কর্মযোগ' ও 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' প্রবন্ধগুলির কথা উল্লেখ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে মন্ত্রসাধনাকে ব্যঙ্গ করেছেন বলে সমালোচনা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা এর ভ্রান্তি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। গায়ত্রীমন্ত্র ও উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্র তিনি আত্মবোধের উদ্বোধনে সর্বদাই ব্যবহার করেছেন, অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করেছেন মন্ত্রের সাধনায়। সমালোচনার উত্তরে তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন ৩ অগ্র [রবি 19 Nov] ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে : 'মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। ...কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে।'[৩০]

আর একটি বিষয়ও অচলায়তন প্রসঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। গত বৎসর ৩০ কার্তিক রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন : 'আগামী সেশনের জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা ও নিয়ম করবার আছে— আবার কবির আসন ছেড়ে কাজের ক্ষেত্রে নামতে হবে।'[৩১] কিছুদিন পরে ১২ অগ্র তাঁকেই লেখেন : 'আমাদের বিদ্যালয়ে যদি শৃঙ্খলাবিধান ব্যবস্থার কঠোরতার দিকে দৃষ্টি রাখি তবেই এ দেশে আধ্যাত্মিকতা অতি সহজেই যে উদ্দাম বিকৃতির মধ্যে গিয়ে পড়ে তার থেকে রক্ষা হবার উপায় হবে।'[৩২] রবীন্দ্রজীবনী-কার

জানিয়েছেন, 'বিদ্যালয় পরিচালনার নানাপ্রকার নিয়ম নিষেধ, অপিস-পত্তন, নানাপ্রকার রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পেশ প্রভৃতির ব্যবস্থা' হয়েছিল।[৩৩] জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ে প্রাত্যহিক কৃত্যসূচক ঘণ্টাধ্বনির সংকেতাবলি প্রণয়ন করেন। আদ্য-মধ্য-শিশু বিভাগের অধ্যক্ষ ও সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচনের প্রথা প্রচলিত হয়। 'ছাত্রদের পালনীয় কর্তব্য'[৩৪]-সূচি ও ছাত্রশাসনতন্ত্রও প্রণয়ন করা হয়। বিদ্যালয়ে তখন ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান—অনেক শিক্ষক সপরিবারে বসবাস শুরু করায় আশ্রমবাসীর সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল। সুতরাং কিছু নিয়ম আরোপ করা অনিবার্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই-সব প্রথা সোৎসাহে সমর্থন করেছেন—তারপরেই নিয়মাবলির আধিপত্যে ক্রমশই আত্মপীড়ন অনুভব করতে শুরু করেন। সমকালীন চিঠিপত্রে বা অন্যান্য রচনায় তাঁর এই মনোভাব প্রকাশিত হয়নি বটে—কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবনে এরূপ প্রতিক্রিয়ার পরিচয় অপ্রতুল নয়। আমাদের মনে হয়, অচলায়তন-এ আচারের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে নিজেকেই নিজে প্রদক্ষিণ করার অন্তহীন পুনরাবৃত্তির যে যন্ত্রণার উপলব্ধি আচার্যের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথেরই মনের কথা। এর কিছুদিন পরেই তিনি অভ্যস্ত পরিবেষ্টনের বাইরে দূর বিদেশে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। সম্ভবত অজিতকুমার চক্রবর্তী চৈত্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-র 'আশ্রম-কথা'য় লেখেন :

> তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে তিনি নানা উপলক্ষ্যে আমাদিগকে কেবলি বলিয়াছেন যে, তিনি সেই সমস্ত বিশ্বের একটি হাওয়া আমাদের এই আশ্রমের মধ্যে বহাইতে চান। আমরা এই একটুখানি জায়গার মধ্যে আছি, এবং পঠনপাঠন করিতেছি, এ সংস্কারটাকে দূর করিয়া ইহাই আমাদের দ্বারা সর্ব্বদা অনুভব করাইতে চান্ যে আমরা বিশ্বে আছি—যেখানে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে একটা চিন্তাশক্তি অহরহ অদ্ভুত সৃজনকাজে নিযুক্ত হইয়া আছে। সেই বিচিত্র জ্ঞানকর্ম্মপ্রেমের সৃজনের বিরাট ক্ষেত্রে আমরা আছি, সেইখানে কাজ করিতেছি, সেইখানে ভাবিতেছি, সেইখানে জ্ঞানলাভ করিতেছি—এই চেতনাটা যাহাতে বড় হয়—কেবল কতকগুলি বাহিরের শুষ্ক বিধিবিধান মানিয়া চলিবার অভ্যাস যাহাতে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া না বসে, তদ্বিষয়ে তিনি যাইবার পূর্ব্বে বারম্বার আমাদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন।[৩৫]

—অচলায়তন-এ এই ভাবনাই নাট্যরূপ লাভ করেছে।

রবীন্দ্রভবনে অচলায়তন-এর দুটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে [Ms. 125 এবং Ms. 244]। এর মধ্যে Ms. 125-টিই প্রথম পাণ্ডুলিপি—একটি এক্সারসাইজ খাতার পৃষ্ঠাগুলি মাঝামাঝি ভাঁজ করে বাঁদিকে লেখা হয়েছে, সংযোজন করা হয় ডানদিকের অংশে—পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৬; রচনাশেষের তারিখ : '১৫ই আষাঢ়/ ১৩১৮/শিলাইদা' [শুক্র 30 Jun]। পাণ্ডুলিপিতে সংশোধন, সংযোজন, বর্জন প্রভৃতি সব-কিছুই যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়েছে। মূল রচনায় মহাপঞ্চকের প্ররোচনায় আচার্যের বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিদ্রোহের উদ্‌যোগ ও দ্বিধা অনেক বিস্তৃতভাবে রূপায়িত হয়েছিল—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাত্ররাজনীতির এই কল্পচিত্রের দৃষ্টান্ত সম্ভবত ছাত্রদের পক্ষে মঙ্গলজনক বিবেচনা করেননি—তার বহুলাংশই বর্জিত হয়।

প্রায়শ্চিত্ত, শারদোৎসব ও রাজা নাটকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথ গানগুলি প্রথমে রচনা করেছিলেন অন্য কোনো পাণ্ডুলিপিতে। অচলায়তন-এর ক্ষেত্রে এরূপ কোনো পাণ্ডুলিপির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু প্রথম গানটি ছাড়া অন্যগুলিতে সংশোধনের স্বল্পতা দেখে আনুষঙ্গিক কোনো পাণ্ডুলিপির অস্তিত্বের কথাই মনে হয়। মুদ্রিত নাটকে মোট ২৩টি গান আছে, পাণ্ডুলিপিতে গানের সংখ্যা আরও তিনটি বেশি :

[১] তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৪৫–৪৬; গীত ১। ৭৪; স্বর ৫২।

[২] দূরে কোথায় দূরে দূরে দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৫০; গীত ১।১৭৬; স্বর ৫২।

[৩] এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৬০; গীত ১। ১৬০–৬১; স্বর ৫২।

[৪] (আমরা) তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথী দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৭৭; গীত ১। ৩৯; স্বর ৫২। পাণ্ডুলিপিতে গানটি দ্বিতীয় দৃশ্যে শোণপাংশুদলের গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল, বর্জনচিহ্নাঙ্কিত করে পরে চতুর্থ দৃশ্যে দর্ভকদলের মুখে দেওয়া হয়।

[৫] আমরা চাষ করি আনন্দে দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৬১; গীত ২। ৬০১; সুপ্রভাত, কার্তিক। ১৯১–৯২, 'সঙ্গীত-স্বরলিপি'/মিশ্র খাম্বাজ-দাদ্‌রা, স্বরলিপি : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; স্বর ৫২।

[৬] কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৬২; গীত ২। ৬০১; স্বর ৫২।

[৭] সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৬৩; গীত ২। ৬০০–০১; স্বর ৫২।

[৮] ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৬৪; গীত ২। ৪০০–০১; স্বর ১২। গানটি, পাণ্ডুলিপিতে পরে সংযোজিত হয়।

[৯] আমরা কত দল গো কত দল দ্র গীত ৩! ৯৮৯, 'গ্রন্থপরিচয়'; স্বরলিপি নেই। গানটি বর্জনচিহ্নাঙ্কিত করে সংযোজিত হয় এই গানটি :

[১০] এই একলা মোদের হাজার মানুষ/দাদাঠাকুর' দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৬৫; গীত ৩।৮০০; স্বর ৫২।

[১১] যা হবার তা হবে দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৬৬; গীত ১। ৩৯; স্বর ৫২। পাণ্ডুলিপিতে গানটির শীর্ষে লেখা : 'কাল আসিবে/বলে'—সম্ভবত এই পুরাতনী গানটির সুর অনুসরণ করা হয়েছিল।

[১২] আমি কারে ডাকি গো দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৬৮; গীত ১। ৭৮; স্বরলিপি নেই।

[১৩] বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৬৮; গীত ৩।৮৯৬; স্বর ১১।

[১৪] আজ যেমন করে গাইছে আকাশ দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৬৯; গীত ২। ৪১৭; স্বর ৫২। পাণ্ডুলিপির শীর্ষে লেখা : 'বহে গেল/বেলা'—সুরারোপ করতে গিয়ে হয়তো প্রথমে এই গানটির সুর অনুসরণ করা হয়েছিল।

[১৫] হারে রে রে রে রে দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৬৯–৭০; গীত ২। ৫৬৫; স্বর ১১।

[১৬] বাজেরে বাজে রে দ্র গীত ৩। ৮০০ স্বরলিপি নেই। সীতা দেবী লিখেছেন : "পাণ্ডুলিপিখানি যখন বাবার কাছে আসিল তখন দেখিলাম কবি দুইটি গান কাটিয়া দিয়াছেন। একটি গান, 'কবে তুমি আসবে ব'লে রইব না ব'সে, আমি চলব বাহিরে।' ইহা পরে অধুনালুপ্ত 'সুপ্রভাত' মাসিকপত্রে আবার দিবালোক দেখিয়াছিল [দ্র ভাদ্র ১৩১৮। ৭৪] এবং প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়টি আর কোথাও কোনোদিন দেখি নাই।" এর পরে তিনি ঈষৎ পাঠান্তর-সহ গানটি উদ্ধৃত করেছেন [দ্র, পুণ্যস্মৃতি। ৩২]। পাণ্ডুলিপি অনুসরণে শুদ্ধ পাঠটি গীতবিতান-এ সংকলিত হয়েছে।

[১৭] ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৭৩; গীত ২। ৫৬৪; স্বর ৫২। পাণ্ডুলিপিতে গানটির শীর্ষে লেখা : 'আজ বুকের বসন'।

[১৮] এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৭৬; গীত ২। ৫৩৬; স্বর ৫২। পাণ্ডুলিপিতে 'ওদের সেই বাঁশিতে কেমনে মন হরেছে রে' ছত্রটির পর আরও কয়েকটি ছত্র ছিল : প্রভাত আলোয় নাই ত রেখা,/ আকাশে পথ যায় না দেখা,/ ওরা সেই অকূলে কেমনে পথ/ ধরেছে রে!

[১৯] ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৭৭; গীত ১। ৩৪–৩৫; স্বর ৫২।

[২০] সকল জনম ভ'রে দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৭৯; গীত ১। ৭৫; স্বর ৫২।

[২১] উতল ধারা বাদল ঝরে দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৮০; গীত ২। ৪৫২; স্বর ১১। আশ্বিন-সংখ্যা ভারতী-তে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত গানটির একটি স্বরলিপি [পৃ ৫৪০–৪১] মুদ্রিত হয় [দ্র স্বর ৩৬], কিন্তু সেটির বাণী, সুর ও তাল বিভাগ প্রচলিত গানটি থেকে বহুলাংশে পৃথক। অচলায়তন-এর পাঠটি অনেক বড়ো—যার অর্ধাংশে সুর সংযোজিত হয়।

[২২] আলো, আমার আলো, ওগো দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৮৩; গীত ২। ৫৬৪; স্বর ৫২।

[২৩] যিনি সকল কাজের কাজি, মোরা দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৮৪; গীত ১। ৩৮; স্বর ৫২।

[২৪] কবে তুমি আসবে বলে থাকবনা [রইব না] বসে' দ্র সুপ্রভাত, ভাদ্র। ৭৪, 'গান'; গীত ২। ৩৮৬; স্বর ১৬। পাণ্ডুলিপিতে ষষ্ঠ দৃশ্যে পঞ্চকের গান হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছিল, দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতেও গানটি আছে। কিন্তু প্রবাসী-তে এটি মুদ্রিত হয়নি, পরিবর্তে 'আমি যে সব নিতে চাই' গানটি সংযোজিত হয়। 1917–18-এর কোনো এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ গানটির ইংরেজি অনুবাদ করেন বলাকা-পলাতকা প্রভৃতির পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 111]: 'I shall not wait and watch in the house' [দ্র Poems (1970) p. 94, No. 62]। আশ্বিন ১৩২৫-এ প্রকাশিত 'গীতপঞ্চাশিকা' গ্রন্থে বর্তমান পাঠটি প্রথম মুদ্রিত হয়।

[২৫] আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে' দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৮৬; গীত ২। ৫৬৩–৬৪; স্বর ৫২। গানটি উভয় পাণ্ডুলিপিতেই নেই।

[২৬] আর নহে আর নয় দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৮৭–৮৮; গীত ১।১৫৮; স্বর ৫২।

এই পাণ্ডুলিপিটির সংস্কার করে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি পাণ্ডুলিপি তথা প্রেসকপি [Ms. 244] প্রস্তুত করেন '২৫শে বৈশাখ ১৮৮৯' [১২৯৬] প্রিয়ম্বদা দেবী-কর্তৃক 'রবিবাবুকে জন্মদিনের উপহার' দেওয়া একটি নোটবুক জাতীয় খাতায়। রবীন্দ্রনাথ কোনো-এক সময়ে খাতাটিতে একটি হিন্দি গান 'মোরি নয় লাগায়ে লগিরে' প্রভৃতির পাঁচটি ছত্র ['মোরে বারে বারে ফিরালে' গানটির মূল দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮৭] লিখে রেখেছিলেন, বর্তমানে সেটি অচলায়তন-এর প্রেসকপি তৈরি করার কাজে লাগল। নেপালচন্দ্র রায়ের পুত্র কালীপদ রায় এটি রবীন্দ্রভবনে উপহার দেন। নেপালচন্দ্রের অধিকারে পাণ্ডুলিপিটি যাওয়ার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিবৃত করেছেন চারুচন্দ্রকে লেখা *25 Jul [মঙ্গল ৯ শ্রাবণ] তারিখের পত্রে : 'অচলায়তনের কাপিটা দখল করবার জন্যে নেপালবাবু সেটা নকল করিয়ে নিচ্চেন—তোমরা সেই নকলটি পাবে আসলটি পাচ্চ না।'[৩৬]

এটিও আকারে এক্সারসাইজ খাতার মতো, রুল টানা। পৃষ্ঠাগুলি আড়াআড়ি ভাঁজ করে বাঁদিকের অংশে লেখা, সংযোজন ডান দিকে। প্রেসকপির মতো সাধারণত পাতার এক পৃষ্ঠাতেই লেখা হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা ১৮৪, লিখিত পৃষ্ঠা ১৮৩।

সম্ভবত শ্রাবণের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিটি প্রবাসী-র দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। তার আগেই 'শুক্রবার' [*14 Jul: ২৯ আষাঢ়] তিনি চারুচন্দ্রকে লেখেন :

শেষকালে নাটকটা প্রবাসীর কবলের মধ্যেই পড়ল। অনেক লোকের চক্ষে পড়বে এবং এই নিয়ে কাগজপত্রে বিস্তর মারামারি কাটাকাটি চল্‌বে এই আমার একটা মস্ত সান্ত্বনা।

তোমাদের সম্বর্দ্ধনাটা শেষ হয়ে গেলে সেটা নিঃশেষে হজম করবার যোগ্য যথেষ্ট পরিমাণে গাল খেয়ে নেবার সুযোগ হবে। সমস্ত জিনিষটা আর-একবার মেজে ঘসে বাড়িয়ে কমিয়ে এবারে বেশ আমার মনের মতো করে নিয়েছি।[৩৭]

প্রবাসী-র আশ্বিন-সংখ্যায় [পৃ ৫৪৫—৯২] নাটকটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাতেই রচনাটি উৎসর্গ করা হয় যদুনাথ সরকারের নামে, 'শিলাইদহ/১৫ আষাঢ় ১৩১৮' তারিখ দিয়ে : 'আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এই অচলায়তন নাটকখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিলাম।' রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুরাগী যদুনাথ তখন বিভিন্ন সূত্রেই তাঁর সঙ্গে যুক্ত—তাঁর গল্প ও প্রবন্ধ ইংরেজিতে অনুবাদ করে অবাঙালিদের মধ্যে প্রচার করছেন, বিতর্ক উপস্থিত হলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষ অবলম্বন করে বিপক্ষদের উদ্দেশে শর নিক্ষেপ করছেন, বিদ্যালয়ের জন্য নানাবিধ সাহায্য ও পরামর্শ দান করছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী বৎসরে 2 Aug 1912 [শুক্র ১৭ শ্রাবণ ১৩১৯] নাটকটি যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন উৎসর্গ-পত্রটি মুদ্রিত হয়নি। পরবর্তীকালে [1922] বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের সাময়িক মনোমালিন্য হলেও, বর্তমানে তাঁদের সম্পর্কে কোনো জটিলতা দেখা দেয়নি—সুতরাং উক্ত ঘটনাটি কিঞ্চিৎ বিস্ময়জনক। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ডে [আষাঢ় ১৩৪৯] ও স্বতন্ত্র সংস্করণে উৎসর্গ-পত্রটি পত্রিকা থেকে উদ্ধার করে সংযোজিত হয়।

ছ'বছর পরে ১৩২৪ সালের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'গুরু' নামে রূপান্তরিত করেন। ১ ফাল্গুন ১৩২৪ [13 Feb 1918] ভূমিকায় লেখেন : 'সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি "গুরু" নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।' অচলায়তন-এর ছ'টি দৃশ্য সেখানে চারটি দৃশ্যে পরিণত হয়, অনেক গান ও দীর্ঘ সংলাপ বাদ যায়, 'শোণপাংশু' নাম 'যূনক'-এ পরিবর্তিত হয়ে 'যবন' বা য়ুরোপীয়দের সঙ্গে ভাবসংযোগটি স্পষ্ট করে তোলে।

আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮৩৩ শক [৮১৫ সংখ্যা] :

৫০—৫২ 'সুন্দর' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৮৩—৮৮

ভারতী, আষাঢ় ১৩১৮ [৩৫। ৩] :

২৬৮—৭৩ 'সুন্দর' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৮৩—৮৮

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৮ [১১। ৩] :

২২৪—২৬ 'বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ১৩৭—৪২

বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৮ [১১। ৩] :

১৯৬ 'গ্রন্থসমালোচনা'/'সাধনতত্ত্ব বিচার'

The Modern Review, July 1911 [Vol. X., No. 1]:

93—97 The Impact of Europe on India

যদুনাথ সরকার-কৃত 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদের প্রথমাংশ May 1911-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল, শেষাংশ বর্তমান-সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

গত ৪ চৈত্র ১৩১৭ [শনি 18 Mar 1911] তারিখে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্তর্গত 'প্রবন্ধপাঠসভা'য় রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা বিশেষ্য পদের একবচন' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৩৮] বাংলা শব্দতত্ত্ব-এর 'গ্রন্থপরিচয়'-এ লেখা

হয়েছে : "ইহাই প্রবাসী ১৩১৮ ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য' বলিয়া অনুমিত।"[৩৯] কিন্তু এটি বর্তমান প্রবন্ধও হতে পারে। চৈত্রের শেষদিকে 'মঙ্গলবার' [? ২১ চৈত্র : 4 Apr] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লেখেন : 'ব্যাকরণের প্রথমাংশ পুনরায় সংশোধন করিয়া লিখিতে হইবে—এইজন্য এবার দেওয়া সম্ভব হইবে না—জ্যৈষ্ঠে যাইবে।'[৪০] এই পত্রের ইঙ্গিত থেকেই আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ পূর্বপঠিত প্রবন্ধটির প্রথমাংশ সম্পূর্ণ নূতন করে লিখে 'তির্যক্‌রূপ' শব্দটির ব্যাখ্যাতেই মনোযোগী হন, নবলিখিত প্রবন্ধটির নামান্তর সেই কারণেই। প্রবন্ধটি প্রকাশের পর একটি তারিখহীন চিঠিতে তিনি চারুচন্দ্রকে লেখেন : 'ব্যাকরণটা কি তোমরা ধারাবাহিক প্রকাশ করতে রাজি আছো? ওটা যে খুব রসালো জিনিষ এমন কথা আমার শত্রুপক্ষেরাও বল্‌বে না—ওর মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে যুবক পাঠকের চরিত্র বিকার ঘটতে পারে। তির্যকরূপের মধ্যে যে রূপ আছে তাতে মুনিগণের তপস্যার বিঘ্ন হবে না অতএব এরকম জিনিষ কি মাসিকে চলতে পারবে?'[৪১] তখনকার পাঠকেরা আগ্রহী ও সচেতন ছিলেন। সুতরাং প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শ্রাবণ-সংখ্যার 'আলোচনা'য় [পৃ ৩৭৬–৭৭] সতীশচন্দ্র বসু কিছু-কিছু বক্তব্যের সমালোচনা করেন, যোগেশচন্দ্র রায় ভাদ্র-সংখ্যায় 'বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিচার্য্য' [পৃ ৪৫৮–৬১] প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিচার করেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে এই-সব আলোচনার উল্লেখ করেন।

বঙ্গদর্শন-এ তিনি দীর্ঘকাল পরে লিখলেন—এটি বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব-সংক্রান্ত 'সাধনতত্ত্ব বিচার' নামক একটি গ্রন্থের [লেখক, প্রকাশক, মূল্য ইত্যাদির উল্লেখ নেই] সমালোচনা। সাধারণভাবে গ্রন্থটির প্রশংসা করলেও এতে ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্বকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তিনি লেখেন :

এই গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের যে আলোচনা আছে তাহাতে সকলেরই কিছু না কিছু উপকার হইবে কিন্তু যে অংশ সাম্প্রদায়িক তাহা অবিসম্বাদে গ্রহণ করা চলে না এবং তাহাতে ধর্ম্মের উচ্চ ভাবকে খর্ব্ব ও তাহার গভীর রসকে বিকৃত করিয়া দেয় এইরূপ আমার বিশ্বাস। ভগবানের লীলা সর্ব্বত্রই চলিতেছে কোন এক বিশেষ স্থানে, বিশেষ কালে ও বিশেষরূপে তাহা ঘটিয়াছে বলিলে তাঁহার অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের লীলাকে একপ্রকার অস্বীকার করা হয়। ভগবান কোনো বিশেষ ইতিহাসের বিশেষ পত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নাই, তিনি সকল ইতিহাসের মূলে এবং তাহার সকল অধ্যায়ের সকল পাতাতে তাঁহার অনাদ্যন্ত আনন্দের কাহিনী প্রকাশিত হইয়া চলিতেছে। পৃথিবীর কোনো বিশেষ ভূখণ্ডে কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষরূপে স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করিয়া তিনি অন্য সকল জাতিকে বঞ্চিত করেন নাই—এ প্রকার সঙ্কোচ তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অবশ্য লীলা পদার্থের মধ্যে বিশেষত্ব আছেই, কিন্তু সে বিশেষত্ব প্রত্যেক জীবের মধ্যেই। সে হিসাবে প্রত্যেক জীবেই তিনি প্রভুরূপে প্রেমিকরূপে আত্মার অন্তরতররূপে বিরাজমান। তিনি যেখানেই আছেন সেখানেই তিনি অনন্ত সম্পূর্ণ, তাঁহার অংশ নাই, আমরা যেমন নিজের দৃষ্টিশক্তির সীমাবশতঃ আকাশকে খণ্ড করিয়া দেখি তেমনি তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি—কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ণাবতার অংশাবতার এ সব কথা খাটেই না—তিনি সকল অংশেই পূর্ণ—আমার উপলব্ধি যতই পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিবে আমার মধ্যে তাঁহার আনন্দও ততই পূর্ণ করিয়া ভোগ করিব—তাহাতে আমারই ভোগ বাড়িবে, কিন্তু তাঁহার ভোগ সম্পূর্ণ হইয়া আছে।

বিভিন্ন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন, এই সমালোচনাটি অপর একটি ব্যাখ্যা রূপে গণ্য হতে পারে—হয়তো বৈষ্ণবতত্ত্বকে তাঁর সমকালীন মানসিকতার অনুকূলে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেবার জন্যই তিনি গ্রন্থটি সমালোচনা করার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর 'সনাতনী' গ্রন্থটি সমালোচনা করতে রবীন্দ্রনাথ রাজি না হয়ে ১ আষাঢ় [শুক্র 16 Jun] তাঁকে একটি পত্র লেখেন।[৪১ক]

রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা খড়দহ-নিবাসী শিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পছন্দ হয়নি—'আষাঢ়ে বঙ্গদর্শন' নামক তাঁর একটি প্রতিবাদ 'রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ' [১৩১৮] পুস্তিকায় ছাপা হয় [রচনাটি হয়তো এর আগে

কোনো পত্রিকাতে মুদ্রিত হয়েছিল]; তিনি ব্যঙ্গ করে লেখেন : 'ঠাকুর মহাশয় ঠাকুর মানেন না; ভগবান মানেন, অবতার মানেন না; অনন্ত লীলা মানেন, সান্ত লীলা মানেন না। বলি, নিজের লীলাও মানেন না কি?'[৪১খ]

রবীন্দ্রনাথের রচনাটি এখনও গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

১০ আষাঢ় [রবি 25 Jun] গ্রীষ্মবকাশের পর বিদ্যালয় খোলে, কিন্তু অচলায়তন নাটক রচনায় মগ্ন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ছাড়তে পারেননি। ১৪ আষাঢ় [বৃহ 29 Jun] তিনি চারুচন্দ্রকে লেখেন : 'বোলপুর থেকে বিষম তাড়া আসচে। আর স্থির থাকতে দিলে না। শুক্রবার চাঁদপুর মেলে কলকাতায় পৌঁছব। ...নাটকটা শেষ করেছি। যদি ইচ্ছা কর শনিবার মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্নে ওটা শোনাবার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রবিবার আমাকে বোলপুরে দৌড়তেই হবে।'[৪২] '১৬ আষাঢ় [শনি 1 Jul] সেয়ালদহার ষ্টেশন হইতে বাটী আসিবার' হিসাব থেকে জানা যায়, তিনি শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবার কলকাতায় পৌঁছেছিলেন। সেইদিন নাটকটি পড়া হয়নি। সীতা দেবী লিখেছেন :

> নানা স্থানে নিমন্ত্রণের আতিশয্যে আমরা প্রথম দু-এক দিন তাঁহার দেখা পাইলাম না। পরে শুনিলাম নাটকটি প্রশান্তচন্দ্রদের বাড়িতেই পড়িয়া শোনানো হইবে এবং কবি আমাদের বাড়িতে আসিয়া একবার দেখা করিয়া যাইবেন। ...সেদিন রবিবার [১৭ আষাঢ় : 2 Jul] ছিল। বিকাল হইতে-না-হইতে...প্রশান্তচন্দ্রদের বাড়ি...অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঘণ্টাখানিক পরে রবীন্দ্রনাথ আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী। ...আমার মায়ের সঙ্গে তাঁহার ইতিপূর্বে পরিচয় ছিল না। পরিচয় হওয়ার পর কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, 'আমরা তো আপনার মেয়ে-দুটিকে একরকম দখল ক'রে নিয়েছি, তাই আমার একটিকে নিয়ে এলাম।'...
>
> ...পাঠের ব্যবস্থা যে জায়গায় হইয়াছিল, লোক তাহার তুলনায় অতিরিক্তই হইয়া গিয়াছিল। ক্রমাগতই একজনের পর একজন নূতন শ্রোতা আসিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিতেছেন। 'অচলায়তনে' অনেক গান, সবগুলি তিনি একলাই গাহিয়া গেলেন, তবে গলা একটু ভার থাকায় নিচু গলায়ই গাহিলেন।[৪৩]

চারুচন্দ্র জানিয়েছেন : "প্রথমে যেদিন অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, সেদিনই উহার নাম 'গুরু' রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা 'অচলায়তন' নামটিকেই অধিক সমর্থন করাতে তাহাই বহাল থাকিয়াছিল।"[৪৪]

সীতা দেবী লিখেছেন : 'তাহার পরদিনই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন'—'এখান হইতে বোলপুর গমনের ব্যায় ১৮ রোজ' [সোম-3 Jul] হিসাবে তার সমর্থন পাওয়া যায়।

এর পর শ্রাবণ মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতনে কাটান। অন্যান্য রচনাকার্য বিশেষ নেই। জীবনস্মৃতির দ্বিতীয় খসড়া জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি প্রবাসী-র দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি; শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের কাজের অবসরে তারই সংস্কারে ব্যস্ত থেকেছেন। 'শুক্রবার' [*14 Jul: ২৯ আষাঢ়] চারুচন্দ্রকে লেখেন : 'জীবনস্মৃতিটা নিয়ে পড়েছি—ওটাও সাফসোফ করে দিচ্চি—খুব মনোযোগ করে দেখলুম এ রচনাটা সাহিত্যে চলবার মত হয়েছে—নইলে কিছুতেই আমি দিতুম না। ২/৩ দিনের মধ্যে ওর ১ম কিস্তিটি পাঠিয়ে দেব।'[৪৫] জীবনস্মৃতি-র তৃতীয় পাণ্ডুলিপিটি দেখলে আলাদা আলাদা কিস্তিগুলি বুঝে নেওয়া যায়। পাণ্ডুলিপিটি নানা মাপের কাগজে লেখা। প্রথম দিকে লেখা হয়েছে সাদা ফুল্‌স্‌ক্যাপ কাগজের মাঝামাঝি ভাঁজ করে বাঁদিকের অংশে, সংযোজন ডান দিকে। উক্ত '১ম কিস্তি' দশ পাতার, সূচনা থেকে 'ঘর

ও বাহির' অধ্যায় পর্যন্ত [দ্র ১৭। ২৬৩–৭৪, শেষ তিনটি অনুচ্ছেদ প্রবাসী-র পাঠে ছিল না]। অচলায়তন-এর প্রেসকপিও এই সময়ে প্রস্তুত হয়।

চারুচন্দ্রকে লেখা উক্ত পত্রেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আর-একটি কাজের কথা লিখেছেন : 'হেমলতাকে দিয়ে আমি সুফিধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড বড় বই তর্জ্জমা করাচ্চি।' এই তর্জমার প্রথম কিস্তি তত্ত্ববোধিনী-র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় 'সুফী ধর্ম্মমত ও সাধনা' [পৃ ১৫১–৫৩] নামে মুদ্রিত হয়। উক্ত প্রবন্ধের সম্পাদকীয় পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> সুফীধর্ম্মের সমস্ত বিধি-বিধান ইহার সাধনপদ্ধতি আলোচনা ও সংগ্রহ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফীসম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত গুরু মহম্মদ্-ই-সর্‌বর্দ্দি অবারিফুল মআরিক নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহারই ইংরাজি অনুবাদ হইতে আমরা সারসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণ আমাদের দেশের প্রচলিত সাধনপদ্ধতির সহিত অনেক ঐক্য দেখিতে পাইবেন। এ সম্বন্ধে সুফীদের সহিত ভারতের ভক্তদের যে আদানপ্রদান ছিল তাহা ঐতিহাসিকদের আলোচ্য।[৪৬]

বিভিন্ন ধর্মের, বিশেষত লোকায়ত ধর্মগুলির, অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান ও চর্চা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বৎসরাধিক কাল পূর্ব থেকেই ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে অজিতকুমার 'ভক্তবাণী' সংকলন করেছিলেন, ক্ষিতিমোহন কবীর দাদূ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সন্তদের দোঁহাবলি অনুবাদ করছিলেন, 1908-এ বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলি থেকে সার-সংকলন করছিলেন মীরা [অতসী] দেবী ও হেমলতা দেবী। তিনি তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদনার ভার নেওয়ার পর প্রিয়ম্বদা দেবী ভক্তবাণী-র অনুসরণে 'সাধুবাক্য' [বৈশাখ, শ্রাবণ] সংকলন করেছেন, দিনেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'সুফী ধর্ম্ম' [বৈশাখ], 'সুফী ধর্ম্মমত' [জ্যৈষ্ঠ], 'সুফী কবি' [আষাঢ়], 'বাবীধর্ম্ম' [শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক], জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'বাহাই ধর্ম্ম' [অগ্র, পৌষ], ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন 'মহবুবীধর্ম্ম' [পৌষ] জাতীয় প্রবন্ধগুলি। অনুমান করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমেই প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল ও এদের অনেকগুলিই তাঁর দ্বারা সংশোধিত। সাম্প্রদায়িক ধর্মের গোঁড়ামিতে বদ্ধ না থেকে বিবিধ ধর্মের সারসত্যটুকু তিনি সমন্বিত করে নিতে চাইছিলেন, এগুলি তারই প্রমাণ। তাঁর নিজস্ব রচনায় এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

শ্রাবণ মাসে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার পরিমাণ বেশি নয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৮৩৩ শক [৮১৬ সংখ্যা] :

৭২–৭৩ 'বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৯৮–৪০১

ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৮ [৩৫। ৪] :

৩০১–০৩ 'বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৩৯৮–৪০১

রচনাটি '৬ই বৈশাখে শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম'।

The Modern Review, August 1911 [Vol. X, No. 2]:

201 'The Death of a Star'/(From the Bengali of Rabindranath Tagore)

'তারকার আত্মহত্যা' [দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১। ৬–৭] কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত।

শ্রাবণ মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বিদ্যালয়ের কাজ, কিছু-কিছু রচনাকার্য ও কয়েকটি চিঠিপত্র লেখা ছাড়া তাঁর জীবনযাত্রা তখন কিছুটা আলস্যমন্থর। ১৩ শ্রাবণ [শনি 29 Jul] জয়পুরে সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে যে পত্র লিখেছেন, তার মধ্যে তাঁর সমকালীন মনোভাবটি স্পষ্ট ফুটেছে : 'আমি নানা জালে জড়িয়ে আছি সেইজন্যে যখনি একটু অবকাশ পাই তখনি কুঁড়েমি ধরে, কোনোমতেই সামান্য কোনো কাজেও হাত দিতে পারি নে। এমনি করে লোকের কাছে আমার নানা সামাজিক ঋণ বেড়ে চলেছে—সে আর শোধ দেবার প্রত্যাশা রাখি নে। তোমার লেখাটি সম্বন্ধেও আমার সেই বিপত্তি ঘটেছে। আজ খুব লজ্জার সঙ্গে ফিরিয়ে দিচ্চি।'[৪৭] উপরোধ-অনুরোধ অগ্রাহ্য করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, সেই কারণেই চিঠির বাকি অংশে শান্তিনিকেতনে উট পোষা, জয়পুরের দরবারে নিজের জন্য চাকরি সন্ধান প্রভৃতি লঘু চিন্তার অবতারণা করে প্রত্যাখ্যানের রূঢ়তাকে হালকা করতে চেয়েছেন।

'নানা জালে জড়িয়ে' থাকার প্রসঙ্গটি বিবৃত হয়েছে ৬ শ্রাবণ [শনি 22 Jul] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে, সেখানে তিনি 'বিশেষ চেষ্টায় বিদ্যালয়ের জন্য তিন হাজার টাকা শতকরা বারো টাকা সুদে ধার' নেওয়া ও তার পরিশোধ নিয়ে দুর্ভাবনার কথা লিখেছেন। কিন্তু বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে লঘুতার সঙ্গে—'প্রাচীন দেনার বোঝা যাহা কাঁধে চড়িয়া বসিয়া আছে তাহা সিন্ধ্বাদের সেই স্কন্ধারূঢ় ব্যক্তিটির মত, তাহার নড়িবার কোনো তাগিদ্ নাই—প্রতি মাসে তাহার সুদ জোগাইতেছি'[৪৮]—উপমানটি সংগৃহীত হয়েছে বাল্যকালে পড়া 'আরব্য উপন্যাস' থেকে, জীবনস্মৃতি লিখতে গিয়ে এই কাহিনী স্মৃতিপটে জেগে উঠেছিল।

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [১২৭৫–১৩৩৬] 3 Aug তাঁর 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' [প্রকাশ : 15 Jul শনি ৩০ আষাঢ়, ৫৫ পৃষ্ঠা, চার আনা] পুস্তিকা রবীন্দ্রনাথের মতামতের জন্য ডাকযোগে প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ উত্তর [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ২৫১–৫৩] লেখেন ২০ শ্রাবণ [শনি 5 Aug]। ললিতকুমার সরস ভাষায় লিখতেন, রবীন্দ্রনাথ উত্তরটিও লিখেছেন সরস ভঙ্গিতে। বাঙালি লেখকদের লেখায় সংস্কৃত ব্যাকরণের বিচ্যুতি সম্পর্কে ললিতকুমারের রচনায় কটাক্ষ ছিল—রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রতিই সহানুভূতি জানিয়েছেন। তিনি লেখেন : 'যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণে পণ্ডিত তাঁহারা বাংলা ভাষার প্রতি মন দেন নাই সে তো জানা কথা। এখনো বাংলা যাঁহারা লেখেন তাঁহাদের অতি অল্প সংখ্যাই সংস্কৃত ভালো করিয়া জানেন। কৃষ্ণকমল বাবু বাংলা লেখেন না, আশু মুখুয্যে মহাশয় তথৈবচ, রাজেন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের ভাষা পছন্দ করেন না কিন্তু নিজে এমন কোনো নমুনা দেখান না যাহার নকল করিয়া হাত পাকানো যাইতে পারে। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না কেবল মাত্র সংস্কৃত জানেন তাঁহারা কেহ কেহ বাংলা লেখেন, তাহার ভাষা বিশুদ্ধ কিন্তু বাজারে তাহা চলে না।'[৪৯] সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণের প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজির কথা কেন উত্থাপন করেছেন 4 Aug-এর পত্রে ললিতকুমার তা জানতে চাইলে ২৫ শ্রাবণ [বৃহ 10 Aug] রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দেন [দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ২৫৩–৫৪]। তিনি লেখেন, এর কারণ ভাষা বা ব্যাকরণ নয়—ইতিহাস, বাংলা গদ্যসাহিত্য প্রধানত ইংরেজিশিক্ষিতের সৃষ্টি। ললিতকুমার তাঁর পত্রটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> ...কিন্তু তাহার মধ্যে এক জায়গায় আমাদের দেশের কয়েকটী মান্য লোকের সম্বন্ধে নাম ধরিয়া দুই একটী কথা বলিয়াছি সেটা নিঃসন্দেহেই প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে। আর একটী কথা এই যে, দেশে এক জায়গায় আমার প্রতি এমন একটা অশ্রান্ত প্রতিকূলতা আছে যে, এই যে চিঠি আপনাকে লিখিয়াছি ইহাকে অবলম্বন করিয়াও আমাকে অপমানিত করিবার চেষ্টা হয়ত জাগ্রত হইতে পারে। আঘাত যাহা মাথায় আসিয়া পড়ে তাহা ত চুপ করিয়াই সহ্য করি কিন্তু উপলক্ষ্য বাড়াইতে ইচ্ছা করে না।[৪৯]

ললিতকুমার তাঁর লঘু রচনার সংকলন 'ফোয়ারা' [প্রকাশ : 30 Jan 1911 ১৬ মাঘ ১৩১৭; পৃষ্ঠা ২২৯] অনেক আগে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোনো মন্তব্য করেননি বলে অনুযোগের উত্তরে এই পত্রেই লেখেন :

আপনার ফোয়ারা পড়িয়াও চুপচাপ ছিলাম এজন্য নিশ্চয় আমাকে অরসিক ঠাওরাইয়াছেন। কিন্তু এ অপবাদ আমি মানিতে পারিব না। নিঃশব্দে হাসিয়াছিলাম আপনার কাছে সে খবর পৌঁছায় নাই। বড় বড় সহরের চত্বরে ফোয়ারা দান করিয়া অনেক ধনী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন আপনিও বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি ফোয়ারা দান করিলেন

গৌড়জন যাহে

আনন্দে করিবে ভোগ মজা নিরবধি।[৪৯]

—চিঠির এই অংশে নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে প্রবন্ধাদি কিছু লিখছিলেন কিনা তার হদিশ করা শক্ত। *25 Jul [মঙ্গল ৯ শ্রাবণ] তিনি চারুচন্দ্রকে লিখছেন : '"রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি" প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনীর। অন্নদা[চরণ বর্ধন] ওটা নিতান্ত বোঝাবার ভুলে তোমার হাতে দিয়ে এসেছে। ওটা জ্ঞানকে সমর্পণ কোরো—পরের ধনে লোভ কোরোনা।'[৫০] প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী-র অগ্র-সংখ্যায় [পৃ ১৬৭–৬৯] মুদ্রিত হলেও, এই চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি শ্রাবণ মাসের গোড়ায় লেখা। জার্মান পণ্ডিত ফ্রান্জ্ কুমন্ট্-রচিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত এটি 'সংকলন'-জাতীয় রচনা। কিন্তু এই ধরনের কাজ অন্যদের দিয়ে না করিয়ে তিনি নিজেই কেন সারানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার কারণটি তিনি প্রথমেই বিবৃত করেছেন : 'আমরা সেই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ধর্ম্মান্দোলনের সহিত রোমের তাৎকালিক অবস্থার সাদৃশ্যের প্রতি পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।' প্রাচ্যপ্রভাবে রোমের পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি পরিবর্তিত হয়ে যে ধর্মতন্ত্রের উদ্ভব হয়, তার সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের বিরোধ দেখা দিলেও জ্ঞান ও শীলের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল —মূল প্রবন্ধ থেকে এই বক্তব্যটি সংকলন করে তিনি মন্তব্য করেছেন :

বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম্মেরও প্রায় এইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়। সেই জন্যই কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের যোগ অথবা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শেষ বয়সের মতের সহিত হিন্দুসমাজের মতের মিলন এরূপ সম্ভবপর হইয়াছে। বিবেকানন্দ যে এক সময়ে উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন তাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী মতপরিবর্ত্তনে কোনো গুরুতর বিঘ্ন ঘটায় নাই। বস্তুত খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমের ন্যায় ভারতেও ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রাচীন মতের সহিত নবীন মতের যে একটি আনাগোনা চলিতেছে তাহা একটু দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে; ইহাদের বিরুদ্ধতা ক্ষয় হইয়া ইহাদের ভেদচিহ্ন যে প্রতিদিন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ বিভিন্ন ভাবগর্ভ মন্তব্যে রচনাটি নিছক সারসংকলন হয়ে থাকেনি। ভারতের ও বিশ্বের বিচিত্র ধর্মমতগুলির আভ্যন্তরীণ ঐক্যের সন্ধানকার্যে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। বর্তমান প্রবন্ধটিকে সেই দিক দিয়েই বিচার করা দরকার। তিনি লিখেছেন : 'ভারতবর্ষেও কি প্রাচ্য প্রকৃতি সমস্ত ধর্ম্মভেদের মধ্যে একটি সমন্বয়সাধন করিবার জন্য এখনি আমাদের গোচরে ও অগোচরে কাজ করিতেছেনা?' রবীন্দ্রনাথ অন্তত সচেতনভাবেই এই সমন্বয়ের কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন।

'মঙ্গলবার' [25 Jul: ৯ শ্রাবণ] তিনি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লেখেন : 'তোমার লেখাটি উত্তরসমেত তত্ত্ববোধিনীতে বেরবে—সময় পাচ্চিনে—শরীরও খারাপ।'[৫১] 'কোনো শ্রদ্ধেয় বন্ধুর পত্রের উত্তরে' পাদটীকা-সহ রবীন্দ্রনাথের একটি 'পত্র' ভাদ্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১১১–১৩] মুদ্রিত হয়। এটি যতীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তর কিনা সেবিষয়ে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়—কিন্তু

ইতিপূর্বে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৮ পৌষ ও ৯ ফাল্গুন এবং ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৯ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 23 May] তিনি যতীন্দ্রনাথের যে-তিনটি পত্রের উত্তর দিয়েছেন [দ্র প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৮।৪৬০—৬১], তার সবগুলিই ধর্ম-সম্পর্কিত। 'ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদবিলুপ্তিই মুক্তি নয়, ভেদের চরিতার্থতাই মুক্তি'—এই বক্তব্য পত্রটিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য' [দ্র প্রবাসী, ভাদ্র। ৪৬৯—৭২; বাংলা শব্দতত্ত্ব। ১৪৩—৪৭] প্রবন্ধটিও হয়তো এই মাসে লেখা; শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত সতীশচন্দ্র বসুর 'আলোচনা' সম্পর্কে একটি দীর্ঘ পাদটীকা উক্ত রচনায় যুক্ত হয়েছে।

সীতা দেবী লিখেছেন : 'ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় আসিলেন। আসিবার খবর আগেই পাইয়াছিলাম। ১৩ই আগস্ট ১৯১১ বোধ হয় তিনি কলিকাতায় আসেন। পরদিন সকালে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ি একবার বেড়াইয়া গেলেন।'[৫২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ২৬ শ্রাবণ [শুক্র 11 Aug] নির্ঝরিণী সরকারকে লিখেছিলেন : 'আমি আগামী কাল শনিবারে কলিকাতায় যাইব।'[৫৩] তবে নানা কারণে তাঁর ভ্রমণসূচি প্রায়ই বিপর্যস্ত হত।

ভাদ্র মাসে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৩ শক [৮১৭ সংখ্যা] :

৯৪—৯৯ 'যিশু চরিত' দ্র খৃষ্ট ২৭। ৪৮৭—৯৭

১১১—১৩ 'পত্র'

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৮ [১১। ৫] :

৪৪১—৪৭ 'জীবনস্মৃতি' দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ২৬৩—৭৪

৪৬৯—৭২ 'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ১৪৩—৪৭

সুপ্রভাত, ভাদ্র ১৩১৮ [৫। ২] :

৭৪ 'গান' ['কবে তুমি আস্‌বে বলে থাক্‌ব না বসে'] দ্র গীতবিতান ২। ৩৮৬

The Modern Review, September 1911 [Vol. X. No. 3]:

225—27 'Beauty and Self-control'/(From the Bengali of Ravindranath Tagore.)/Jadunath Sarkar

265 'My Father's House'/(From the Bengali of Ravindranath Tagore.)/Maud Mac Carthy L.of G.

যদুনাথ সরকার 'সৌন্দর্যবোধ' [দ্র সাহিত্য ৮। ৩৫৫—৭২] প্রবন্ধটি সংক্ষেপিত আকারে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। 'My Father's House' 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' [দ্র গীতবিতান ১। ১৯৮] গানটির ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ। কুমারস্বামীর পর একজন বিদেশী-কৃত এই অনুবাদটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে—ইনি ভারতবর্ষীয় সংগীত সম্পর্কে অভিজ্ঞা একজন আইরিশ মহিলা [দ্র 'সংগীত', পথের সঞ্চয় ২৬। ৫৫১—৫২]। * অনুবাদের একটু নমুনা উদ্ধার করা যাক :

In Thy house (Little Child)

Dearest, I am growing;

Life of mine,

Gift of Thine—

Holy and All-knowing!

পত্রিকার এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষ-পূর্তি জন্মোৎসবে সুকুমার রায়ের তোলা একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়; প্রবাসী-তেও তাঁর একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ অনুযোগ করে একটি তারিখহীন [ভাদ্র : Sept] পত্রে চারুচন্দ্রকে লেখেন : 'তোমরা প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে আমার ছবি বের করে আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত করেছ। এই রকম বারবার নিজের ছবি কাগজে দেখার মত শাস্তি নেই। ঐ পাতগুলোর উপর আমি চোখ ফেলতে পারিনি। দোহাই তোমাদের—আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আর আমার ছবি বের কোরো না।'[৫৪] তাঁর এই অনুরোধ কেউই রক্ষা করেননি—মৃত্যুর পূর্বে তাঁর লক্ষ লক্ষ ছবি দেশে-বিদেশে ছাপা হয়েছে। এই পত্রেই তিনি লেখেন :

সোনার তরীর ইংরেজি তর্জমা অজিত করেছিল—বিলাতে তার এক ইংরেজ মহিলা বন্ধুকে দিয়ে সংশোধিত করিয়েছিল তারপরে বিখ্যাত কবি ও ঋষি Edward Carpenterকে দেখিয়ে সেই মহিলা ওটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। Carpenter অজিতের কতকগুলি ইংরাজি অনুবাদের খুব প্রশংসা করেছেন। আমার ত বোধ হয় তার মধ্যে কতকগুলি এর চেয়েও অনেক ভাল—সেইগুলির দিকে আমার ঝোঁক ছিল কিন্তু অজিতের ঝোঁক এইটের উপরেই তাই পাঠিয়ে দিলুম। দুজন ইংরেজের হাতের মধ্যে দিয়ে ফিলটার হয়ে নিশ্চয়ই এর বাঙালীত্ব দোষ ঘুচে গিয়েছে। রামানন্দবাবুকে দেখিয়ো—যদি পছন্দ করেন Modern Reviewতে ছাপতে পারেন।

—কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন সত্ত্বেও অজিতকুমারের কোনো অনুবাদ মডার্ন রিভিয়্যু-তে মুদ্রিত হয়নি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় চারদিনব্যাপী ভাদ্রোৎসবে ভাষণ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন ২৮ শ্রাবণ [রবি 13 Aug]। পরের দিন সকালে তিনি রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে নিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি যান, ৫ ভাদ্র [মঙ্গল 22 Aug] শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের দিন বিকেলে তিনি আরও একবার সেখানে গিয়েছিলেন।[৫৫] কিন্তু ক্যাশবহিতে এই সময়ে তাঁর যাতায়াতের হিসাব লিখিত হয়নি, ফলে তাঁর অন্যত্র গমনাগমনের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

৪ ভাদ্র [সোম 21 Aug] সন্ধ্যা সাতটায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে 'ধর্মের অর্থ' [দ্র তত্ত্ব, আশ্বিন-কার্তিক। ১২৭—৩৫; সঞ্চয় ১৮। ৩৫৬—৭২] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সীতা দেবী লিখেছেন : 'জনতার চাপে প্রায় মন্দিরের দরজা-জানলা ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনেক আগে গিয়া বসিবার স্থান দখল করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ অবধি রাখিতে পারি নাই। দাঁড়াইয়াই বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম।'[৫৫] শান্তা দেবী এই প্রসঙ্গে আর-একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ বাহিরে জুতা রাখিয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। যখন ফিরিলেন তখন জুতা জোড়াটি কে লইয়া পলাইয়াছে। সে ব্যক্তি তাঁহার পদধূলির সন্ধানেই জুতা জোড়া লইয়াছিল ধরিয়া লওয়া ভাল। যাহাই হউক তাহার পর তিনি সাধারণ সমাজ মন্দিরে আসিলে অনেক সময় প্রবাসী অফিসের নীচের ঘরে তাঁহার জুতা লুকাইয়া রাখা হইত।'[৫৫ক] আশ্বিন-সংখ্যা বঙ্গদর্শন [পৃ ৩৭০—৭৪]-এ 'প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' শিরোনামে মুদ্রিত হয়।

পরদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ 'কাজের প্রয়োজনে' বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে ডাঃ নীলরতন সরকারের কন্যা নলিনী [বসু] পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে যান। 'রাজা' নাটকের অভিনয় উপলক্ষে প্রথমবার যাঁরা শান্তিনিকেতনে যান, ইনি তাঁদের অন্যতমা। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, পরে বিশ্বভারতীর অর্থসচিব জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় ড দেবেন্দ্রমোহন বসুর সহধর্মিণী হিসেবে সেই সম্পর্ক গাঢ়তর হয়। ফুলগুলি পেয়ে ৫ ভাদ্র [মঙ্গল 22 Aug] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'মা' সম্বোধনে একটি সুন্দর চিঠি লেখেন [দ্র বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৬২। ১৭১]। এইদিনই বিকেলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘুরে তিনি রাত্রের ট্রেনে শান্তিনিকেতন রওনা হন।

তাঁর শরীর ভালো ছিল না, সেইজন্য পুজোর ছুটির আগে পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই থাকতে মনস্থ করেছিলেন। 'বৃহস্পতিবার' [*31 Aug: ১৪ ভাদ্র] তিনি 'শারদোৎসব' দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে যদুনাথ সরকারকে লেখেন : 'ছুটির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিতান্ত দায়ে না পড়িলে আমি কোথাও যাইব না—অতএব আপনি যখনি আসিবেন দেখা হইবে। ...আমার শরীরটাও ভাল চলিতেছে না। যকৃৎটাই বিকল হইয়াছে।'[৫৬] অর্শের যন্ত্রণা ও রক্তপাত তো ছিলই। অন্য উদ্বেগও ছিল। মীরা দেবী তখন সন্তানসম্ভবা। বালিগঞ্জে তাঁকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আশ্রয়ে রেখে এসেছিলেন। 'রবিবার' [*3 Sep: ১৭ ভাদ্র] তাঁকে লেখেন : 'মীরা ভাল হয়ে গেছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমার কিছুতেই মনে হয়না যে মীরার পক্ষে মাংস খাওয়া ভাল। তুমি ওর যে রকম পথ্য ঠিক করে দিয়েছ সেইটেই ওর পক্ষে উপযোগী। ...যশোরের রক্তের গুণে মীরা খুব সামাজিক...আস্তে আস্তে তোমাদের বালিগঞ্জ অঞ্চলে ওর একটি সখীমণ্ডলী গড়ে উঠ্‌লেই ও বেশ আনন্দে থাকতে পারবে।'[৫৭] এই প্রসঙ্গেই তিনি ২১ আশ্বিন [বৃহ 7 Sep] প্রতিমা দেবীকে লেখেন : 'আজ মেজবৌঠানকে লিখে দেব পঞ্চামৃত প্রভৃতি উৎপাত করবার কোনো দরকার নেই। মিছামিছি ওঁকে এত খরচ করিয়ে কি হবে।'[৫৮] উল্লিখিত পত্রটি পাওয়া যায়নি।

শরীর অসুস্থ থাকলেও ভাদ্র মাসটি তাঁর রচনাকার্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। কলকাতা থেকে ফিরেই তিনি ব্যাকরণ-বিষয়ক তৃতীয় প্রবন্ধ 'বাংলা নির্দেশক' [দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৬৭২–৭৪; বাংলা শব্দতত্ত্ব। ১৪৮–৫১, ৪২৮–২৯] লিখে ফেলেন। প্রবাসী-র আশ্বিন-সংখ্যায় [? শারদীয়া 'অচলায়তন' প্রকাশের সম্মান-মূল্য হিসেবে রামানন্দ তাঁকে ২০০ টাকা দেন। ভারতী-র উক্ত সংখ্যার জন্য একটি গল্প লেখার ফরমায়েশ ছিল, সেইজন্য 'রাসমণির ছেলে' [দ্র ভারতী, আশ্বিন। ৫৮৯–৬১৯; গল্পগুচ্ছ ২২। ৩৭১–৪০৭] লিখতে শুরু করেন। সম্ভবত ১৫।১৬ ভাদ্র [শুক্র। শনি 1/2 Sep] চারুচন্দ্রকে লেখা একটি পত্রে তথ্যগুলি পাওয়া যায় :

প্রবাসীর জন্য রেজেষ্ট্রি ডাকে আজ আমার "বাংলা নির্দ্দেশক" সন্তোষের "অশ্বের মনস্তত্ত্ব" এবং শরৎবাবুর একটা সংকলন পাঠাই। ...

ভারতীর জন্যে গল্প লিখতে বসেছি কিন্তু কাজের ভিড় এবং শরীরের অপটুতার জন্যে এগতে পারচিনে। মুস্কিলে পড়েছি। পাতা ষোলো লিখেছি এখনো অন্তত ১২। ১৩ পাতা বাকি।

...রামানন্দবাবুকে বোলো ২০০ টাকা হস্তগত হয়েছে।[৫৯]

শনিবারেই [১৬ ভাদ্র : 2 Sep] তিনি গল্পটি লিখে ফেলেন। পরের দিন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন :

কাল শনিবারে গল্পটা লিখে শেষ করেছি। আজ রবিবারে রেজেষ্ট্রি ডাক বন্ধ বলে ডাকে দেবার সুবিধা হল না। সৌভাগ্যক্রমে ফণী বলে একটি ছাত্র কলকাতায় যাচ্চেন তাঁরই হাতে দিয়ে দিলুম—এতক্ষণে হয়ত পেয়েছ। ...গল্পটি নিতান্ত ছোট হয়নি। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল তবু সাধ্যমত

ফাঁকি দিইনি। আয়তনেও নিতান্ত ছোট হয়নি হয়ত তোমাদের ভারতীর প্রায় ৩০ পাতা হবে।

সমস্তটা এক সংখ্যাতেই ছাপতে হবে। নইলে রসভঙ্গ হবে। দেখো কিছুতেই অন্যথা কোরো না। রামানন্দবাবু ৪৮ পাত অচলায়তনকে দিয়েছেন—তোমাদের ২৫/৩০ পাত দিতে হবে।

দ্বিতীয় কথা, এ গল্পের মূল্য আমি ভারতীর কাছে নেব। আমার জন্মোৎসবে এখানে অনেক টাকা ঋণ এখনো আছে। আমার শোধবার অন্য উপায় নেই। ...তোমরা যা দেবে আমি শিরোধার্য করে নেব, কিন্তু একেবারে বঞ্চিত হতে ইচ্ছা করিনে।

তার পরে, আমাকে শরীরটা শোধরাবার জন্য একবার কোথাও লম্বা পাড়ি দিতেই হবে। আমি কোনোমতে তার পাথেয় যোগাড় করবার চেষ্টা করচি। ঢাকা অতুল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ এখানে এসেছিলেন তাঁকে এই গল্পটার কপিরাইট বিক্রি করে ৫০০ টাকা পেতে পারি। সেটা এবং অচলায়তনের কপিরাইট বিক্রি করে আমি বহুদূরে কোথাও গিয়ে আয়ুর প্রদীপকে আর একবার যদি উস্কিয়ে নিতে পারি তার উপায় করব। সংসার থেকে আমি মাসিক পঞ্চাশের বেশি আর আমি টাকা নিতে ইচ্ছুক নই—আমার এর অতিরিক্ত কোনো প্রয়োজন হলে আমি যেমন করে পারি নিজের শক্তিতে সংগ্রহ করব—যদি সংগ্রহ না হয় তবে প্রয়োজনটাকে হজম করে ফেলে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকব এই আমার অভিপ্রায়। ...

...সেই ছেলেদের জন্যে গল্পগুচ্ছের সংকলনটা কি তোমাদের কম্পানি থেকে মঞ্জুর হয়েছে?[৬০]

পত্রটি বিভিন্ন কারণে মূল্যবান। নিজের বই বিক্রির পরিমাণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভুল ধারণা ছিল যে, প্রকাশক তাঁকে ঠকাচ্ছেন বা যথাযথ প্রচার ও বিক্রয় বিষয়ে সুবন্দোবস্তের অভাবে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই কারণেই তিনি মজুমদার লাইব্রেরির কাছ থেকে বই প্রকাশের দায়িত্ব তুলে নিয়ে বসুমতী, হিতবাদী লাইব্রেরি ও শেষে ইণ্ডিয়ান প্রেসের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান প্রেসের মূল কার্যালয় এলাহাবাদে থাকায় যোগাযোগের কিছু অসুবিধা ছিল, কিন্তু কলকাতা শাখার ভার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে থাকার সময়ে কাজ মোটামুটি ভালোই চলছিল—তিনি প্রবাসী-তে যোগ দেওয়ার পর সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ঢিলেমি দেখা দেয়। এইজন্য 'গল্প চারিটি', 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র' ও 'অচলায়তন' প্রকাশিত হয় তাঁর নিজের উদ্যোগে। তবে ইণ্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি, মাত্র তিনটি বই ছাড়া 1992 পর্যন্ত তাঁর সব গ্রন্থই সেখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, ঢাকার অতুল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন ও শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও উৎসুক হয়ে উঠেছেন কপিরাইট বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা একসঙ্গে পাবার আশায়। মণিলালকে লেখা পরবর্তী অনেকগুলি পত্রে এই প্রসঙ্গ আছে। সম্ভবত জগদানন্দ রায়ের 'প্রকৃতি পরিচয়' [প্রকাশ : 16 Sep: ৩০ ভাদ্র] প্রকাশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলচন্দ্র চক্রবর্তীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অতুলচন্দ্র পরে জগদানন্দের 'বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' [১৩১৯] গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথের অর্থের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বিদেশযাত্রার ব্যয়নির্বাহের জন্যে। মানুষ নিজের অজ্ঞাতে কাজকর্মের জাল রচনা করে সেই অচলায়তনে নিজেই বাঁধা পড়ে, এই ভাবনাকে তিনি যখন নাটকে রূপায়িত করেন, তখনই ১৪ আষাঢ় [বৃহ 29 Jun] ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লিখিত একটি পত্রে তাঁর বিদেশযাত্রার পরিকল্পনার কথা প্রথম শোনা যায়। 'হয়ত দুই তিন মাসের মধ্যে বিদেশে যাইবার সম্ভাবনা আছে—এখনও নিশ্চিত স্থির হয় নাই।'[৬১] তাঁর শারীরিক অবস্থা অনেকদিন ধরেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল, সুতরাং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য হাওয়াবদলের কথা পারিবারিক মহলে আলোচিত হয়ে থাকতে পারে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে মনে সেটিকে 'লম্বা পাড়ি'তে পরিণত করছিলেন, তার প্রথম হদিশ মেলে উল্লিখিত পত্রে, দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হল মণিলালকে লেখা চিঠিতে। এই সময়েই রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর কাছ থেকে একটি প্রস্তাব এল। এসম্পর্কে সম্ভবত ২০ [বুধ 6 Sep] মীরা দেবীকে লেখেন :

তোর দাদা আর বৌমা আমাকে সুদ্ধ সিঙাপুরে সমুদ্র পথে ঘুরিয়ে আনবার প্রস্তাব করে এক চিঠি লিখেছে। আমার শরীরটা ভাল নয়—হয় ত কিছুদিনের মত এখানকার সমস্ত ভাবনা চিন্তার ঝঞ্ঝাট একেবারে ভুলে ঘুরে আসতে পারলে কতকটা শুধ্রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাবচি

কেবল ২২ দিনের মত সমুদ্র ঘুরে আমার হবে কি?...তাই তাকে আজ লিখেচি যদি তিন মাসের ছুটি নিয়ে জাপানে বেড়িয়ে আসতে সে রাজি থাকে তাহলে আমি এই সুযোগে একটু ভাল রকম করে হাওয়া খেয়ে নিতে পারি।[৬২]

রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিটি পাওয়া যায়নি, কিন্তু ২১ ভাদ্র [বৃহ 7 Sep] তিনি প্রতিমা দেবীকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে পরিকল্পনাটি বিস্তৃততর হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় : 'রথীকে কাল লিখেছি যে যদি জাহাজেই চড়তে হয় তাহলে ২২ দিনের জন্যে সমুদ্রের ধাক্কা খেয়ে এসে লাভ কি? একেবারে জাপানে গিয়ে কিছু দেখেশুনে এলে তবু কষ্ট ও খরচপত্র সার্থক হয়। ...আর যদি তুমি ভাল মনে কর তাহলে Italim Steamerএ করে ইটালীয় কোনো একটা মনোহর জায়গায় মাস দেড়েক বেশ নিভৃতে কাটিয়ে আসা অসম্ভব নয়।'[৬৩] আমরা পরে দেখব, ক্রমশই এইসব পরিকল্পনার রূপান্তর ঘটে চলেছে।

'শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত মনটাও দূরে উড়ে পালাবার জন্যে উৎসুক'[৬৪] —মনের এই অবস্থায় 'ডাকঘর' নাটক লিখিত হল। পরবর্তীকালে ৪ পৌষ ১৩২২ [20 Dec 1915] রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের কাছে 'ডাকঘর' নাটকের যে মর্মব্যাখ্যা করেছিলেন, কালীমোহন ঘোষ তার অনুলেখন রাখেন। শান্তিদেব ঘোষ পিতার দিনলিপি থেকে তার উদ্ধৃতি দিয়েছে :

'ডাকঘর' যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু-উৎসবের জন্য লিখিনি। শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম। প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে—সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো-তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। পূর্বে আমার দু'একটি বেদনা এসেছিল। আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়ত মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। ...কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয়ে মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাবাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। ...যাওয়ার মধ্যে একটা বেদনা আছে কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল...।[৬৫]

নাটক রচনায় অল্প কিছুদিন পরে ২২ আশ্বিন [সোম 9 Oct] তিনি নির্ঝরিণী সরকারকে যে পত্রটি লেখেন, তার মধ্যেও ডাকঘর-এর মর্মটি ব্যক্ত হয়েছে।

আমি দূরদেশে যাবার জন্যে প্রস্তত হচ্চি। আমার সেখানে অন্য কোনো প্রয়োজন নেই—কেবল কিছু দিন থেকে আমার মন এই কথা বল্‌চে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে এবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। ...আমায় চারদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়্‌বার জন্যে মন উৎসুক হয়ে পড়েছে। আমরা যেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি সেখানে আমাদের কর্ম্ম ও সংস্কারের আবর্জ্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চির জীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকিনে। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়—বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়।[৬৬]

4 Jun 1921 [২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮] তিনি অ্যাণ্ডরুজকে লেখেন : 'Amal represents the man whose soul has received the call of the open road—he seeks freedom from the comfortable enclosure of habits sanctioned by the prudent and from walls of rigid opinion built for him by the respectable.'[৬৭] এ থেকে বোঝা যায়, অচলায়তন ও ডাকঘর-এর মধ্যে খুব স্পষ্ট ভাবসাদৃশ্য আছে।

ডাকঘর রচিত হয় ভাদ্র মাসের শেষে। *17 Sep [রবি ৩১ ভাদ্র] মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি পোস্টকার্ডে খবরটি পাওয়া যায় : 'আমি ছোট্ট একটি নাটক লিখেছি। তার গন্ধটুকু কারো নাকে পৌঁছবে কি না জানিনে কিন্তু আমার নিজের ভাল লেগেছে—সেই পুরস্কারটা পাওয়া গেছে। নাটকটার নাম "ডাক-ঘর।"[৬৮]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'ইহা তিন দিনে লেখা, শান্তিনিকেতনে।'[৬৯] সুলভ-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী-র 'গ্রন্থপরিচয়'-এ [৬। ৭৮৭] লেখা হয়েছে। "রবীন্দ্রনাথের 'রাসমণির ছেলে' ভারতী পত্রে ১৩১৮ আশ্বিনে প্রচারিত, এটি রচনার পূর্বেই 'ডাকঘর' রচিত, ইহাও অনুমান করার কারণ আছে"—কিন্তু কারণটি বিবৃত হয়নি। আমরা দেখেছি, 'রাসমণির ছেলে' রচনা ১৬ ভাদ্র [শনি 2 Sep] শেষ হয়—তার পূর্বে 'ডাকঘর' লিখিত হয়নি একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

ডাকঘর-এর পাণ্ডুলিপি [Ms. 116] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। 'The Pioneer's Execise Book' মুদ্রাঙ্কিত একটি ৯৪ পৃষ্ঠার রুল-টানা খাতার মাঝামাঝি ভাঁজ করে তার বাঁদিকে ৫১টি পৃষ্ঠায় নাটকটি লিখিত হয়েছে, প্রয়োজনমত সংযোজন হয়েছে ডানদিকের অর্ধে। নাটকটি আরম্ভ হয়েছিল মাধব দত্ত ও ঠাকুর্দার সংলাপ দিয়ে [মুদ্রিত গ্রন্থের উক্ত অংশের সঙ্গে মিল আছে]—পরে পুরো পৃষ্ঠাটি উপর-নীচে লাইন টেনে কেটে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, সুধা চরিত্রটি ও আনুষঙ্গিক সংলাপ পাণ্ডুলিপিতে নেই। সম্ভবত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অভিনয়ের জন্য শারদোৎসব-এর মতো নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে স্ত্রীভূমিকা বাদ দিয়েই রচনা করেছিলেন, পরে গ্রন্থমুদ্রণের সময়ে প্রুফে বা অন্যত্র তিনি এই ভূমিকাটি যোগ করেন। প্রহরীর মোড়ল-সংক্রান্ত সংলাপ ও মোড়লের চরিত্র প্রাথমিক রচনার সময়ে ছিল না, পাণ্ডুলিপিতেই পরে সংযোজিত হয়। কিন্তু এইরূপ কিছু সংযোজন ছাড়া নাটকটিতে সংশোধন-বর্জনের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন প্রভৃতি নাটকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে ব্যাপক পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু ডাকঘর-এর অভিনয়কালে কয়েকটি গান যোগ করা ছাড়া আয়-কোনো বদল ঘটেনি।

পৌষ মাসে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক ডাকঘর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আশ্বিন মাসে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি প্রকাশিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক ১৮৩৩ শক [৮১৮—১৯ সংখ্যা] :

১২৭—৩৫ 'ধর্ম্মের অর্থ' দ্র সঞ্চয় ১৮। ৩৫৬—৭২

ভারতী, আশ্বিন ১৩১৮ [৩৫। ৬] :

৫৪০—৪১ 'স্বরলিপি' ['উতল ধারা বাদল ঝরে'] দ্র স্বর ৩৬

৫৮৯—৬১৯ 'রাসমণির ছেলে' দ্র গল্পগুচ্ছ ২২। ৩৭১—৪০৭

৬২৮ 'শারদা' ['ওগো শেফালিবনের মনের কামনা'] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১২৮—২৯, ৩ সংখ্যক

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮ [৯। ১। ৬] :

৫৪৫—৯২ 'অচলায়তন' দ্র অচলায়তন ১১। ৩০৯—৭৮

৫৯৩—৯৮ 'জীবনস্মৃতি' দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ২৭৬—৮৯

৬৭২—৭৪ 'বাংলা নির্দ্দেশক' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ১৪৮—১৫১, ৪২৮—২৯

বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১৮ [৯। ৬] :

৩৭০—৭৪ 'ধর্ম্ম'

এটি ভাদ্রোৎসবে প্রদত্ত 'ধর্মের অর্থ' শীর্ষক 'বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম'।

মানসী, অশ্বিন ১৩১৮ [৩ । ৮] :

'ধরা পড়া' ['চাঁদের সাথে চকোরীর'] দ্র কল্পনা-গ্রন্থপরিচয় ৭। ৫৩৫–৩৭

'প্রকাশ' কবিতায় এই পাঠান্তরটি কল্পনা-র একটি পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 274] লিখিত হয়েছিল, যেটি রবীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে উপহার দেন—তাঁর আনুকূল্যেই কবিতাটি 'মানসী-পূজার পসরা' শিরোনামে আর্ট পেপারে রঙিন কালিতে 'কবিতাটি কবির যৌবনকালের রচনা-কল্পনা-কুঞ্জের একটি অনাঘ্রাত কুসুম। মাঃ সঃ।' পাদটীকা-সহ পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ভূমিকা-সহ [৹ -১৹] অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'খৃষ্ট' গ্রন্থটি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে 19 Sep [মঙ্গল ২ আশ্বিন] প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২১+৩৩, মূল্য : চার আনা। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি ১০ পৌষ ১৩১৭ [রবি 25 Dec 1910] শান্তিনিকেতন মন্দিরে খ্রিস্টোৎসবে প্রদত্ত ভাষণের লিখিত রূপ, ভাদ্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে 'যিশুচরিত' নামে ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হয়। অজিতকুমারের প্রবন্ধটিও সম্ভবত ছাত্রদের উদ্দেশে সহজ ভাষায় প্রদত্ত ভাষণের লিখিত রূপ, কোথাও-কোথাও সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটে গেছে। কয়েকদিন পূর্বে *17 Sep [৩১ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথ বইটি সম্পর্কে তাগিদ দিয়ে প্রকাশক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : 'অজিতের খৃষ্ট কি করলে? সে ত খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছেলেরা পুজোর ছুটির পূর্ব্বে পেলে কিছু কিনে নিতে পারত। ছাপা ত অনেকদিন হল কিন্তু বই কেন বেরয় না? কবিরেরই বা কি গতি হল?'[৭০] কবীর সম্পর্কে তিনি এর আগেই *13 Se [২৭ ভাদ্র] তাঁকে লিখেছিলেন : 'কবীর চতুর্থ খণ্ড ছাপা ত শেষ হয়েছে। এখনো প্রকাশ হল না কেন? ক্ষিতিমোহনবাবু ই কিছু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'[৭১] অথচ বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে কবীর চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশের তারিখ 28 Aug [সোম ১১ ভাদ্র]। সম্ভবত পুজোর বাজারে অধিক বিক্রয়ের আশায় বই প্রস্তুত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেগুলি প্রচারিত হয়নি।

এই বৎসর ৮ আশ্বিন [সোম 25 Sep] থেকে বিদ্যালয়ে পূজাবকাশ হয়। তার আগে ৬ আশ্বিন [শনি 23 Se] 'শারদোৎসব' অভিনীত হয়। প্রায় মাসখানেক আগে থাকতে রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয় দেখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ নাটকে কোনো ভূমিকা না নিলেও পরিচালনার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লিখেছেন [২০ ভাদ্র] : 'এখানে ৬ই আশ্বিনে শারদোৎসব অভিনয়ের প্রস্তাব চলচে। দিনু অধিকারী তার ছেলের দলকে নিয়ে তাদের খুব কষে নাচগান অভ্যাস করাচ্চে।'[৭২] *16 Sep [শনি ৩০ ভাদ্র] প্রতিমা দেবীকে লেখেন : 'এখানে শারদোৎসব অভিনয়ের আয়োজন চলচে। আমাকে সবাই মিলে সন্ন্যাসী সাজাচ্চে। কলকাতা থেকে এবারেও মেয়ের দল সব আস্‌চেন।'[৭৩] মেয়েদের মধ্যে রামানন্দের স্ত্রী মনোরমা ও কন্যা সীতা দেবী ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত বিবরণে জানা যায়, অতিথিদের মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্রের দুই কন্যা [কুমুদিনী ও বাসন্তী], যদুনাথ সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ছিলেন। অভিনয় উপলক্ষে যে অভিনয়-পত্রী মুদ্রিত হয়, অধ্যাপক অনাথনাথ দাসের সৌজন্যে তার একটি কপি দেখতে পেয়েছি। চরিত্রলিপিটি ছিল এইরূপ :

সন্ন্যাসী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাদা : অজিতকুমার চক্রবর্তী; লক্ষেশ্বর : তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়; উপনন্দ : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়; রাজা : হীরালাল সেন; মন্ত্রী : সরোজরঞ্জন চৌধুরী; শ্রেষ্ঠী : তারকদাস মুখোপাধ্যায়; রাজদূত : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী; ধনপতি : প্রমথনাথ বিশি; বালকগণ : সুকুমার সেন, মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,

অমিয়কুমার চৌধুরী, অরবিন্দ চৌধুরী, মণীন্দ্রনাথ নন্দী, জিতেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, জগদীশচন্দ্র মল্লিক, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে ছাপা এই অভিনয়-পত্রীতে তিনটি গানও মুদ্রিত ছিল। গানগুলি হল :

[১] শারদা।/ওগো শেফালিবনের মনের কামনা দ্র ভারতী, আশ্বিন। ৬২৮, 'শারদা'; গীতিমাল্য ১১। ১২৮—২৯ [৩]; গীত ২। ৪৮৫—৮৭; স্বর ৫০

[২] আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি দ্র গীতিমাল্য ১১। ১২৭—২৮; গীত ১। ৪৮৫; স্বর ৫০

[৩] শান্তিনিকেতন/আমাদের "শান্তিনিকেতন" দ্র গীত ২। ৫৬২; স্বর ৫৫

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে শেষ গানটির অনুলিপি পাওয়া গেলেও কোনোটিরই মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। 'গীতিমাল্য' [১৩২১] গ্রন্থে প্রথম দুটি গানের রচনাকাল ও স্থান হিসেবে '১৩১৬/শান্তিনিকেতন' মুদ্রিত হয়, কিন্তু কান-নির্দেশটি সম্ভবত ভুল। 'ওগো শেফালিবনের মনের কামনা' গানটি 'শারদা' নামে আশ্বিন-সংখ্যা ভারতীতে প্রথম মুদ্রিত হয়, স্বরলিপি প্রকাশিত হয় গীতলিপি ষষ্ঠ খণ্ডে। 'আমাদের শান্তিনিকেতন' আশ্রমসংগীতটি ছাত্রদের কণ্ঠে গীত হওয়ার যে স্মৃতিচ্চারণ সীতা দেবীর রচনায় পাওয়া যায়, তাও শারদোৎসব-অভিনয়কালীন।[৭৪] সেইজন্যই মনে হয়, অল্প কিছুদিন পূর্বে গানগুলি রচিত হয়েছিল। সীতা দেবীও এগুলিকে 'নূতন তিনটি গান' বলে অভিহিত করেছেন।

সন্ধ্যায় নাট্যঘরে 'শারদোৎসব' অভিনীত হয়। সীতা দেবী লিখেছেন :

> অভিনয় তখনকার দিনে সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হইত, কোনো ত্রুটি তো চোখে পড়িত না। বালকদের গান ও নৃত্য এত সুন্দর লাগিয়াছিল যে ত্রিশ বৎসর পরেও উহা যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। ...রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং এবারেও তাঁহাকে তাঁহার সাধারণ বেশের বিশেষ কিছু পরিবর্তন করিতে হয় নাই, শুধু মাথায় একটি গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন। ...
>
> অভিনয়ের শেষে ছেলেরা 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি গাহিয়া পালা সাঙ্গ করিল। নাট্যঘর হইতে বাহির হইয়া অনেক রাত পর্যন্ত তাহারা আশ্রমের পথে পথে এই গানটি গাহিয়া ফিরিয়াছিল।[৭৫]

পরদিন ৭ আশ্বিন [রবি 24 Sep] সকালে "অতিথিশালার দোতলার মাঝের ঘরটিতে বসিয়া 'ডাকঘর' পড়া হইল। পাঠ সাঙ্গ হওয়ার পর শ্রোতার দল একেবারে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না।"[৭৬] এইদিনই বিকেলের ট্রেনে অতিথিরা শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন, ছাত্রেরা 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান গেয়ে তাঁদের বিদায় দেন।

৮ আশ্বিন [সোম 25 Sep] বিদ্যালয়ের পূজাবকাশ আরম্ভ হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এইদিন বা পরের দিন কলকাতায় আসেন। ১১ আশ্বিন [বৃহ 28 Sep] সকালে অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত ভাই কৃষ্ণবিহারীকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকোয় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। সেই আলোচনাতেই প্রকাশ, পূর্বদিন চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক গৌরহরি সেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে গোখলের Primary Education Bill নিয়ে কথাবার্তা বলেন।

বিপিনবিহারী গুপ্ত রবীন্দ্রনাথকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। বিলাত যাবার সংকল্পের কারণ নিয়ে প্রশ্ন আরম্ভ হয়,—গোরা, অচলায়তন, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ করে সামাজিক জাগরণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, হিন্দু বিবাহ সংস্কার লীগ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করে বিপিনবিহারী যে উত্তর লাভ করেন, 'রবীন্দ্র-সদনে' [দ্র সুপ্রভাত, কার্তিক। ১৪৮—৫৪; রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ। ১—৯] প্রবন্ধে তিনি সেগুলি

প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, এই সময়ে তিনি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথোপকথনের বিবরণ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামে ধারাবাহিকভাবে 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

বিলাতযাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন করতে রবীন্দ্রনাথ প্রায় মাসখানেক কলকাতায় থাকেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সম্বলপুরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন; ১৩ আশ্বিন [শনি 30 Sep] প্রত্যুত্তরে লেখেন :

আমাদের য়ুরোপ যাওয়া স্থির হয়ে গেছে। আগামী ১৬ই অক্টেবরে জাহাজ বম্বাই ছাড়বে—তার ৩। ৪ দিন আগে আমাদের রওনা হতে হবে। এরই মধ্যে সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হবে। মাঝখানে এমন একদিনো সময় পাব না যখন ফাঁকতালে আর একটা ছোটখাটো ভ্রমণ সেরে নেওয়া যেতে পারে। যদি B.N.R দিয়ে যাত্রা কর্ত্তুম তাহলেও একবার উঁকি মেরে আসা অসম্ভব হত না—কিন্তু এলাহাবাদ হয়ে যাবার কথা হচ্ছে—এলাহাবাদে সত্য আছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবার প্রয়োজন আছে। ...

আপনি বোধ হয় জানেন না রথী এবং বৌমা আমার সঙ্গে বিলাত যাচ্ছেন। রথী মাস তিন-চার থেকে চলে আস্বেন—আমরা হয়ত বর খানেক অথবা ভাল লাগ্‌লে তার চেয়ে বেশি দিনও থাক্‌তে পারি—অতএব দীর্ঘকালের জন্য আপনাদের নমস্কার করে পাড়ি দিতে চল্লুম।[৭৭]

১২ আশ্বিন অজিতকুমারকে বিস্তৃত ভ্রমণসূচি জানিয়েছিলেন : 'কলকাতা থেকে ১২। ১৩ই [অক্টোবর] আন্দাজ রওনা হতে হবে। ভেনিসে গিয়ে নাব—তারপরে ইটালি জর্ম্মনি ফ্রান্স প্রভৃতি ঘুরে একসময় ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছব।'[৭৮] কিন্তু শীঘ্রই যাত্রার তারিখ বদল হয়েছে। ২৩ আশ্বিন [মঙ্গল 10 Oct] হেমলতা দেবীকে লিখলেন : 'এখনো কাপড়চোপড় তৈরি করা শেষ হয়নি—তাই কিছুদিনের মত যাওয়া পিছিয়ে গেল। ২৬শে জাহাজ ছাড়বে।'[৭৯] কিন্তু এতেও বাধা পড়ল। ২৬ আশ্বিন [শুক্র 13 Oct] অজিতকুমারকে লেখেন : 'আমাদের যাওয়ার দিন এখনো নিশ্চিত স্থির হয়নি—আজ সন্ধ্যার সময় হয়ত খবর পাব। ২৬শে যে জাহাজ বম্বাই ছাড়বার কথা সেটা জখম হয়েছে—যদি সেটা যথাসময়ে না পাওয়া যায় তবে হয়ত খুব শীঘ্রই যাত্রা করতে হবে। কাপড় চোপড় প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। আমাদের সঙ্গে যে ছেলেটি যাচ্চে তারও আয়োজন উপকরণ একরকম হয়ে এল।'[৮০] 'ছেলেটি' সম্ভবত নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। শিক্ষক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [রবীন্দ্রজীবনী-কার] আমেরিকায় যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রার্থিত সার্টিফিকেটটি পাঠিয়ে *10 Oct [মঙ্গল ২৩ আশ্বিন] তাঁকে লেখেন : 'আমেরিকায় যদি নির্ব্বিঘ্নে তোমার যাওয়া ঘটে তাহলে আমি খুব খুসি হব। ...সেখানে মাসে ৩০ ডলার উপার্জ্জন করা সহজ কথা নয়—অত দরকারও হবে [না]—যদি ২০ ডলারও পাও তাহলেও যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। যদি তোমার যাওয়া ঘটে তাহলে চেষ্টা করব তোমাকে কিছু সাহায্য করতে। কিন্তু passageটাই শক্ত। কারণ তোমাকে প্রায় ১২। ১৩শত টাকার জোগাড় করতে হবে। ...কালীমোহন তার মাসিক খরচের জোগাড় করেছে এইজন্যে তার পক্ষে তেমন কঠিন হবে না।'[৮১] কালীমোহন ঘোষ কয়েকমাস পরে ইংলণ্ডে যান। অর্থাভাবে প্রভাতকুমারের আমেরিকা যাওয়ার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপভ্রমণের পরিকল্পনাও সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হল। ২ কার্তিক [বৃহ 19 Oct] তিনি এবিষয়ে ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লেখেন :

তুমি বোধ হয় জান সাহিত্য-পরিষদ হইতে আমার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন কিছু দিন হইতে চলিতেছে। আমি তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া বিলাত পালাইবার উদ্যোগ করিতেছি শুনিয়া কাল তাঁহারা দলেবলে আমার পথরোধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা কোনো মতেই আমাকে নবেম্বরের শেষে ছাড়া ছাড়িয়া দিতে চান না। কিন্তু ডিসেম্বরের আরম্ভে বিলাত যাত্রার চেষ্টা বাতুলতা অতএব ফাল্গুনের পূর্ব্বে আমার যাত্রা সম্ভবপর হইবে না।[৮২]

কয়েকদিন পূর্বে ২৩ আশ্বিন [মঙ্গল 10 Oct] তাঁকে য়ুরোপযাত্রার সঙ্গী হবার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য লিখেছিলেন, বর্তমান পত্রে লিখলেন : 'এই খবরটা তোমাকে জানাইবার কারণ এই যে মনে বড় আশা রহিল যে সে সময়ে হয়তো কোনো উপায়ে তোমাকে ভ্রমণের সঙ্গীরূপে পাওয়া যাইতে পারে। ...একবার এইরূপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারিলে তোমার শরীর মনের যথেষ্ট উন্নতি হইবে ইহা আমি নিশ্চয় জানি—এই জন্য আমি এত আগ্রহ অনুভব করিতেছি।' 1926-এ য়ুরোপভ্রমণের আগে ব্রজেন্দ্রকিশোর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হতে পারেননি।

নূতন গ্রন্থগুলির কপিরাইট বিক্রয় করে বিদেশভ্রমণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবেন এমন ভাবনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢাকার অতুল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী অতুলচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। ইণ্ডিয়ান প্রেসের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করতে নিশ্চয়ই কিছু দ্বিধা দেখা দিয়েছিল। তাই 'ডাকঘর' প্রকাশের ভার সেখানেই সমর্পণ করেন। ১২ আশ্বিন [শুক্র 29 Sep] অজিতকুমারকে লেখেন : 'ডাকঘরের খাতা পেয়েছি। সেটা ছাপবার জন্যে মণিলালকে দেওয়া গেল।' কিন্তু অতুলচন্দ্র আশা ত্যাগ করেননি। তিনি ৮ কার্তিক [বুধ 25 Oct] ঢাকা থেকে লেখেন :

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বাবু ও অজিৎ বাবুর পত্রে জানিতে পারিলাম আপনি দেশেই আছেন এবং আপনার নূতন গ্রন্থাবলীর স্বত্ব বিক্রয় করেন নাই। ...আপনি যদি কপিরাইট বিক্রয় করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। তাহা এই,—আমি নিজ ব্যয়ে এবং নিজের দায়িত্বে আপনার "জীবনস্মৃতি" খানি অল্পকালমধ্যে মুদ্রিত করিতে চাহি। ...অতএব পুস্তক বিক্রয়ের জন্য তিন মাস সময় (আপনার বিলাত যাইবার পূর্ব্বে) পাওয়া যাইবে। ...আমি মুদ্রিত পুস্তক সমস্ত আপনার নিকট অর্পণ করিব। আপনি বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে খরচ দিবেন এবং লভ্যাংশ হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দিবেন আমি তাহাই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিব। মোট কথা আমার অভিপ্রায় আপনি কপিরাইট বিক্রয় না করিয়া পুস্তকবিক্রয়লব্ধ অর্থের সহায়তা লাভ করিতে পারেন। এবং এ বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি। আপনার বাকি নূতন পুস্তকের বিষয়েও সেই কথা।[৮৩]

চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়, এই প্রস্তাবে অতুলচন্দ্রের অর্থলোভ অপেক্ষা রবীন্দ্রভক্তিই অধিকপরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পত্রটি বিবেচনা করেছেন ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে। পত্রটি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে পাঠিয়ে ১৮ কার্তিক [শনি 4 Nov] তিনি লেখেন :

...পূর্ববঙ্গে আমাদের বই প্রচারের কোনো বিশেষ উদ্যোগ নেই—পূর্ববঙ্গের প্রকাশকেরা নূতন উদ্যমে অন্তত প্রথমটা খুব একটু চেষ্টা করবেন সন্দেহ নেই। সুবিধা এই যে, তাঁরা তোমাদের কাছে বিক্রির জন্য ত বই দেবেনই—তারপরে তাঁদের পূর্ববঙ্গের বাজারেও নানাদিক দিয়ে চেষ্টা করবেন। দুদিকেই বাজারটা পাওয়া যাবে। ...যে রকম জোরের সঙ্গে আমাকে মুখে বলে গেছে এবং চিঠিতে লিখেছে তাতে মনে হয় মুখ রক্ষার জন্যে এবং ভবিষ্যতে আমাকে হাতে পাবার জন্যে এরা খুব বিশেষভাবে চেষ্টা করবে। আমি অল্প যেটুকু জানি তাতে আমার মনে হয় পূর্ববঙ্গের লোকেরা বেশি শ্রদ্ধাবান এইজন্যে তাদের ওখানে বিক্রির সম্ভাবনা এদিকের চেয়ে বেশি। একবার কালীমোহন অতি অল্পকালেই খুব সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে আমার বিস্তর বই বিক্রি করে দিয়েছিল তার থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পূর্ববঙ্গে আমাদের field of operation করতে পারলে বই বিক্রির ব্যবসা নিশ্চয়ই এখনকার চেয়ে ঢের বেশি জমত।[৮৪]

প্রস্তাবটি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই উপর্যুপরি দুটি চিঠিতে তিনি মণিলালকে জানান, জীবনস্মৃতি ও 'পত্রাবলী থেকে বাছাই করে বেশ একটি পাঠ্য জিনিষ' এবং 'ছোট ছোট বই আকারে' প্রকাশিতব্য গল্প সময়মতো লিখে অতুল লাইব্রেরির মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। একটি তারিখহীন পত্রে তাঁকে লিখেছেন : 'আমি ত সেই প্রকাশককে লিখে দিয়েছি। সে ঢাকা থেকে এখানে ছুটে আসবার ব্যবস্থা করচে। আমি ২৫০০৲ টাকা চাইব। আর যদি ওর সঙ্গে "ছিন্নপত্র" (আমার চিঠি) জুড়ে দিই তাহলে ৩০০০৲ টাকা। এর কমে আমার ভ্রমণ

হবেই না। ...অতুলবাবু বোধ হয় ২। ৩ দিনের মধ্যেই আস্‌বেন।'[৮৫] কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই মত বদলে গেল। ২২ কার্তিক [বুধ 8 Nov] তাঁকে লিখলেন :

ভয় নেই মণিলাল—হঠাৎ ঢাকা অঞ্চলেই আমার উদয়াচল ফেঁদে বসব না। কথা হচ্চে নগেন ও রথী জীবনস্মৃতি এবং চিঠিগুলো বের করবে। নগেনের idea আছে ও খুব push করতে জানে—সেটা যত শীঘ্র সম্ভব অপ্রমাণ হয়ে যাওয়াই ভাল—নইলে এ ধারণা ওর ঘুচবে না যে, যে রকমটি হওয়া উচিত জগতে তা হচ্চে না এবং তার একমাত্র কারণ ওরা মনোযোগ দিচ্চে না বলে। ...একটা সুবিধা এই যে, চিঠিপত্রগুলো চারিদিক থেকে সংগ্রহ করা হয়ত ওদের পক্ষে কতটা সহজ হতে পারে।[৮৬]

'শিলাইদহ, নদীয়া' থেকে 'প্রকাশক' নগেন্দ্রনাথ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে শোভন আকারে 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' প্রকাশ করেন। লক্ষণীয়, 'ছিন্নপত্র' নামকরণ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকলেই নানা কারণে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হত, আসন্ন বিদেশযাত্রা উপলক্ষে বিদায়গ্রহণ করার জন্য নিশ্চয়ই আত্মীয়বন্ধুদের বাড়ি যাতায়াত করেছেন—কিন্তু ক্যাশবহিতে তার বিবরণ লেখা হয়নি। সীতা দেবী অবশ্য আমাদের কিছু খবর দিয়েছেন। বিজয়াদশমীর পরের দিন 2 Oct [মঙ্গল ১৬ আশ্বিন] তিনি নিজেই জোড়াসাঁকোয় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রফুল্লচন্দ্র [বুলা] ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে আসেন 12 Oct [বৃহ ২৫ আশ্বিন]। সীতা দেবী লিখেছেন :

আমাদের বাড়ি একই পাড়ায়, কবি আসিয়াছেন শুনিয়াই ছুটিয়া গেলাম। তাঁহার চেহারা একটু খারাপ দেখিলাম, বোথ হয় অসুস্থ ছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের পিতামহ গুরুচরণ মহলানবীশ মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অতি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন, ঘরে ঢুকিবার সময় তাঁহায় মাথা প্রায় চৌকাঠে ঠেকিয়া যাইতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ মহলানবীশ মহাশয় বলিলেন, 'আমি তো জানতাম না যে প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র কোনোদিন আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন, তা হলে দরজাগুলো আরও উঁচু ক'রে করতাম।

নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ বুলার পাশে বসিয়া গল্প করিলেন।[৮৭]

14 Oct [শনি ২৭ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি আসেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে আর-একবার বুলাকে দেখতে যান।

৩০ আশ্বিন [মঙ্গল 17 Oct] রাখীবন্ধন ও অরন্ধন পালিত হয়। সীতা দেবী লিখেছেন : 'রাখীবন্ধনের দিন পরিচিত অনেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়াছিলেন, আমরা যাইতে না পাওয়ায় বড়ই নিরাশ হইলাম।' তিনি আরও জানান : "ভাইফোঁটার দিন [৬ কার্তিক সোম 23 Oct] একবার আসিয়াছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিখানি চাহিয়া লইয়া গেলেন, কিছু পরিবর্ধন করিবেন বলিয়া। তাঁহার ন'দির (স্বর্ণকুমারী দেবীর) বাড়ি ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ ছিল বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।"[৮৮]

রবীন্দ্রনাথ কালীপুজোর সময়ে [৪। ৫ কার্তিক শনি-রবি 21–22 Oct] সম্ভবত কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। 'বৃহস্পতিবার' [*26 Oct: ৯ কার্তিক] তিনি ভাই প্রমথলাল সেনকে ৮২ হ্যারিসন রোডের বাসার ঠিকানায় লেখেন :

আপনার চিঠি রবিবারে বোলপুরে পাই। সোমবারে কলিকাতায় আসি। মঙ্গলবারে আপনার বাসায় দৌড়বার জন্য প্রস্তুত হই এমন সময় সত্যসুন্দর আমাকে বল্লেন এখন কিছুদিন আপনাকে পাওয়া অসম্ভব। কখন আপনার দর্শন পেতে পারি জানাবার জন্যে সত্যসুন্দরের প্রতি ভার অর্পণ করি। আজ পর্য্যন্ত খবর পাইনি।[৮৯]

প্রমথলালের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। প্রমথলাল লণ্ডনে অবস্থানকালে ইংরেজ বন্ধুদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি বিস্তারের ভূমিকা রচনা করছিলেন। বেণীমাধব দাস লিখেছেন :

His third visit to England in 1911, ...was memorable in as much as it was then given to him by Providence a role to play in helping the West to discover the Poet of the Age, in fact the Poet of all ages,—our Rabindranath. Pramathalal lent his hand in bringing the poet out of his peaceful leafy bower at Shantiniketan or out of the quiet boatwandering on the Padma, round about the heart of villages at solitary Selaidah, on to the glaring light of the busy West. At Pramathalal's request Nadan (Prof. Satyendra Nath Roy of Lucknow) had long since been rendering into English some of the Poet's beautiful poems and songs, which Pramathalal liked best. A few were done up by Principal Lalit Mohan Chatterjee...and some were taken up by Pramathalal himself. There were broadcast by Pramathalal amongst his friends of the West personally while he was there and even through correspondence.

Sir William Rothenstein, of the Royal Academy of Arts, was a friend of Pramathalal. ... Pramathalal took Dr. Brajendra Nath Seal to his house at Hampstead Heath, to be introduced to him. Their talks veered round Rabindranath and this fascinated the Artist.[৯০]

ব্রজেন্দ্রনাথ জুলাইয়ের শেষে [26–29 Jul] লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সার্বজাতিক কংগ্রেসে [Universal Races Congress] যোগ দেওয়ার জন্য ঐ মাসের প্রথমদিকে ইংলণ্ড রওনা হন ও 25 Aug ভারতাভিমুখী জাহাজে চড়ে 10 se [রবি ২৪ ভাদ্র] কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।[৯১] এই সময়ের মধ্যেই রোটেনস্টাইনের সঙ্গে প্রমথলালের মাধ্যমে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। প্রমথলালের নিবর্ন্ধাতিশয্যে দেশে ফিরে ব্রজেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনুবাদ পাঠানোর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে তাগিদ দিয়েছিলেন। প্রমথলাল নিজেও তাগিদ প্রেরণ করেছেন। ১৫ আশ্বিন [সোম 2 Oct] একটি ভূমিকা ও কিছু টীকা-সহ অজিতকুমার-কৃত অনুবাদগুলি রোটেনস্টাইন ও ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েজ [Arthw Fox Strangways, 1859–1948] প্রভৃতি বন্ধুদের সাহায্যে বিলেতের পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ-সংবলিত প্রমথলালের পত্র পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লেখেন : 'এ সম্বন্ধে যে রকম ভাল বোঝ কোরো। তোমার ত লেখাই আছে, কপি করে পাঠিয়ে দিয়ো। সঙ্গে ভূমিকা যদি কিছু লেখা দরকার বোধ কর লিখে দিতে পার।'[৯২] এর অব্যবহিত পরে প্রমথলাল নিজেই 'বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কয়েক মাসের জন্য দেশে'[৯৩] ফিরে আসেন। দেশে ফিরেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে সম্ভবত একই অনুরোধ ও দেখা করার আহ্বান জানিয়ে চিঠি লেখেন, উপরে উদ্ধৃত পত্রটি তারই উত্তরে লেখা। রোটেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আগেই আলাপ হয়েছিল, কিন্তু বিলেতে গিয়েই তিনি যে 'ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ'—যাঁরা তাঁর লণ্ডনে পৌঁছবার আগেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের প্রস্তাব দিয়ে সক্রিয় হয়েছিলেন—দ্বারা সরাসরি গৃহীত হয়েছিলেন, তার ক্ষেত্র এইভাবে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল।

কার্তিক মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১৮ [১১ । ৭] :

৪৫৮ ‘জাগরণ’ [‘পোহল পোহাল বিভাবরী’] দ্র গীতবিতান ২। ৪৯৩

গানটি ১৫ আশ্বিন ১৩০২ [1 Oct 1895] তারিখে শিলাইদহে রচিত ‘আহা, জাগি পোহালো বিভাবরী’ [দ্র গীত ২। ৩২৫] গানটির ছন্দ ও সুরের আধারে রচিত। বর্তমান গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। এই গানটি ও দিনেন্দ্রনাথ-কৃত তার স্বরলিপি মাঘ ১৩২১-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৩৮৯, ৪৭৫–৭৬] মুদ্রিত হয়, ফলে এটির রচনাকাল তৎসাময়িক বলে অনুমান করা হয়েছে [দ্র গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ২। ২৭, স্বর ১৬], কিন্তু বঙ্গদর্শন-এর বর্তমান সংখ্যাটি সম্ভবত সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এর সাক্ষ্যে আমরা গানটির রচনাকাল সম্ভবত বর্তমান বৎসরের ভাদ্র মাসে ‘ওগো শেফালি বনের মনের কামনা’ প্রভৃতি গান রচনার সমসাময়িক বলে অনুমান করতে পারি।

প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৮ [১১। ২। ১] :

১–৫ ‘জীবনস্মৃতি’ দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ২৮৯–৯৬

৯০–৯৩ ‘বাংলা বহুবচন’ দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ১৫২–৫৫

সুপ্রভাত, কার্তিক ১৩১৮ [৫। ৪] :

১৯১–৯২ সঙ্গীত-স্বরলিপি। /মিশ্র খাম্বাজ-দাদ্‌রা। /আমরা চাষ করি আনন্দে দ্র স্বর ৫২

অচলায়তন নাটকের এই গানটির স্বরলিপি প্রস্তুত করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা আগেই বলেছি, বিপিনবিহারী গুপ্ত ১১ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথের যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তার বিবরণ ‘রবীন্দ্র-সদনে’ [পৃ ১৪৮–৫৪] শিরোনামে পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

The Modern Review, Nov 1911 [Vol. X, No. 5]:

482–83 ‘The Innocent Injured’

এটি ‘উলুখড়ের বিপদ’ [দ্র গল্পগুচ্ছ ২২। ২০১–০৩] গল্পটির কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, সেই সময়ে কতকগুলি প্রস্তাব নিয়ে দেশে তীব্র বিতর্ক চলছিল, তার মধ্যে গোখলের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিল এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য-প্রস্তাবিত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অন্যতম। রবীন্দ্রনাথও বিষয়গুলি নিয়ে ভাবছিলেন। ‘মঙ্গলবার’ [*25 Jul: ৯ শ্রাবণ] বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখেন : ‘গোখ্‌লের বিল সম্বন্ধে লেখা উচিত বটে।’[৯৩ক] ড রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে ১৬ ভাদ্র [শনি 2 Sep] ও ২০ ভাদ্র [বুধ 6 Sep] টাউন হলে যথাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা বিল ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য দুটি বিরাট জনসভা হয়। শেষোক্ত সভাটিতে রবীন্দ্রনাথেরও বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। তিনি যেতে পারেননি। ঐদিনই তিনি শান্তিনিকেতন থেকে মীরা দেবীকে লেখেন : ‘আশু [চৌধুরী] আমাকে টেলিগ্রাফ করেছিলেন। কিন্তু পর্শু থেকে অর্শের রক্তপাত আরম্ভ হয়ে আমাকে কাহিল করে ফেলেছে এখন যদি রেলে করে কলকাতায় যাতায়াত করি তাহলে আমাকে খুবই ভোগাবে—সেই ভয়ে ওদের সভায় যেতে পারলুম না।’[৯৪] ১১ আশ্বিন [বৃহ 28 Se] বিপিনবিহারী গুপ্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করলে এই বিষয়গুলিও আলোচিত হয়। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : ‘ও সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

আমার ইচ্ছা ছিল, সেদিন কলিকাতার সভায় উপস্থিত হইয়া আমার বক্তব্য বলিয়া লইব, কিন্তু শরীর অত্যন্ত খারাপ হওয়ার দরুণ আমি কলিকাতায় আসিতেই পারি নাই। কথাগুলি হয়ত অনেকের ভাল লাগিত না।'[৯৫]

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন :

কাল, গৌরহরি [সেন]বাবু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। Primary Education-এর কথায় তিনি বলিলেন—'দেখুন, আপনি ইহাকে সমর্থন করিতেছেন, কিন্তু পাঁ[চকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়]বাবু ভয় পাইতেছেন। তিনি বলেন যে, আমরা কয়েক সহস্র লোক যে risk লইয়াছি, দেশের আপামর সাধারণকে সেই risk-এর ভিতর ফেলিলে কি দেশের অনিষ্ট করা হইবে না?' আমি বলিলাম—'বাস্তবিকই কি আমরা ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে ভয় করিতেছি? যদি বাস্তবিকই risk-এর ভয় আমাদের থাকিত, তাহা হইলে কি আমরা আমাদের ছেলেপুলেকে ইস্কুলে দিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম? আমরা নিশ্চয়ই মনে মনে জানি, যে ইংরাজী শিক্ষায় risk অপেক্ষা advantage বেশী, তাহা নহিলে কখনও ইংরাজী শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতাম না। এত কোটি লোকের মধ্যে আমরা কয় সহস্র লোক ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেছি? যদি সকলে কোনও রকম একটু শিক্ষালাভ করে, তাহা হইলেই সমস্ত সমাজ-শরীরে একটা বিপুল স্পন্দন অনুভব করা যাইবে। সকলে যদি একটুও নড়ে, তাহা হইলে সমস্তটার momentum কত বেশী ভাবিয়া দেখুন দেখি।'[৯৬]

এইসব কথাই তিনি বিস্তৃত করে লিখলেন 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়' [দ্র প্রবাসী, অগ্র। ১৪৪–৫৪; তত্ত্ব, অগ্র। ১৭৬–৮৫; পরিচয় ১৮। ৪৭০–৮৭] প্রবন্ধে। বিপিনবিহারীর সঙ্গে আলোচনার আগেই প্রবন্ধটি লেখা হয়ে গিয়েছিল কিনা বলা শক্ত, কিন্তু বক্তব্যের সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে আনাগোনা বৃদ্ধি পাওয়ায় যখন আশা করা হচ্ছিল বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য ঘুচে গিয়ে পরস্পর মিলে যাবার সময় এসেছে, তখনই দেখা গেল জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ যেন আরও প্রবল হয়ে উঠছে। আয়র্লণ্ড, ওয়েল্‌স্‌, বেলজিয়াম, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি লিখলেন : 'একান্ত মিলনেই যে সবলতা এবং বৃহৎ হইলেই যে মহৎ হওয়া যায় একথা এখনকার কথা নহে। ...যাহারা বস্তুতই পৃথক, তাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলন-রক্ষার সদুপায়।' এইজন্যই ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের স্বার্থে যখন হিন্দু-মুসলমানকে এক করে নেবার চেষ্টা হয়েছিল, তখন মুসলমান তাতে সাড়া দেয়নি বলে হিন্দুরা রাগ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে, উভয়ের মধ্যে সত্যকার ঐক্য জন্মেনি বলে মুসলমানের পক্ষে ঐরূপ আচরণই স্বাভাবিক ছিল। হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হয়ে ওঠায় প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলে উঠেছে। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশে প্রবল হতে চায় না। আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি যথাসময়ে মনোযোগ না দেওয়াতে মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছিয়ে পড়েছে বলে সমানাধিকার লাভের চেষ্টায় তারা সকল বিষয়ে হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করতে আরম্ভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই দাবি সমর্থন করলেন এই যুক্তিতে যে, দাবি পূরনের একটি সীমা আছে, শেষ পর্যন্ত 'যোগ্যতা লাভ ছাড়া অধিকার লাভের অন্য কোনো পথ নাই'। তাই মুসলমান নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব থাকলেও 'সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা'। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাও একই কারণে সমর্থনযোগ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রকোপে প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে যে অবহেলা ঘটেছিল এই পথে তার প্রতিকার হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তার আগে হিন্দুসভ্যতার প্রকৃত রূপটি মনের মধ্যে স্পষ্ট করে নিতে হবে। হিন্দুসভ্যতা পাঁজির পাতায় সংক্রান্তির ছবির মতো স্নান-জপ-ব্রত-উপবাসে কৃশ ও সংকুচিত ছিল না—'সেই বৃহৎ বিচিত্র, জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দু সমাজ—যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল; পরীক্ষার ভিতর দিয়া

সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল; যাহা শ্লোকসংহিতার জটিল রজ্জুতে বাঁধা কলের পুত্তলীর মতো একই নির্জীব নাট্য প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতেছিল না;—বৌদ্ধ যে সমাজের অঙ্গ, জৈন যে সমাজের অংশ; মুসলমান ও খ্রীস্টানেরা যে সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিত'—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এই হিন্দুত্বের ধারণাকে বড়ো করে তোলার আয়োজন হয় তবেই আধুনিক কালের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হবে, আর 'বিচারহীন আচারকে মানুষ করিবার ভার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয় তবে ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করা হইবে।' কিন্তু এই আশঙ্কায় চুপ করে বসে থাকার দরকার নেই—চিত্তকে জাগ্রত রেখে কাজে নামলে কাজের মধ্যেই তার ত্রুটি সংশোধিত হবে, 'চিত্তের বিকাশ যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে কাজের বিকাশও ততই সত্য হইয়া উঠিবে।' স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ভয়ের কারণ অবশ্যই আছে, কিন্তু 'যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। ...হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুত স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হইয়া যাইবে।'

প্রবন্ধটি লেখা হয়ে গেছে জেনে ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের অন্যতম আণ্ডার সেক্রেটারি অমল হোম তাঁদের সভায় প্রবন্ধটি পাঠ করার জন্য অনুরোধ করলে রবীন্দ্রনাথ ৬ কার্তিক [সোম 23 Oct] তাঁকে লেখেন : 'তোমাদের ওখানে হিন্দু য়ুনিভার্সিটি সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ পড়তে না পারায় তুমি ক্ষুব্ধ হোয়ো না, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অন্য কিছু একটা পড়বার সুযোগ পাব। কাল গৌরহরিবাবু এসে চৈতন্য লাইব্রেরীর জন্য ওটা ঠিক করে গিয়েছেন। স্থান ও তারিখ এখনোও পাকাপাকি হয়নি—বোধহয় রিপণ কলেজ হলে আসচে শনিবার।' শারদীয়া যুগান্তর ১৩৬৭। ২০-তে মুদ্রিত পত্রটির টীকায় লেখা হয়েছে, অমল হোম প্রবন্ধটি 'ইন্‌স্টিটিউটে পাঠের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক সার্কুলার জারী করেন যে, কোনো সরকারী কর্মচারী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া যে তুমুল বিতণ্ডা চলিতেছিল তাহাতে কোনোভাবেই যোগদান করিতে পারিবেন না। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তখন ইন্‌স্টিটিউটের সেক্রেটারী। রবীন্দ্রনাথ ইন্‌স্টিটিউটে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন অথচ তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতেছেন—ইহা জানিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধটি অন্যত্র পড়িবার ব্যবস্থা করেন।' প্রবন্ধপাঠ শনিবারে হয়নি, হয়েছিল ১২ কার্তিক [রবি 29 Oct] অরিখে। বেঙ্গলী-তে ঐদিনই সভার বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হয় :

A special meeting of the Chaitanya Library will be held at the Ripon College on Sunday the 29th October at 4.30 p.m. when Babu Rabindra Nath Tagore will read a paper in Bengali on "National Individuality." The meeting is open to the public.

কিন্তু সীতা দেবী লিখেছেন : 'কর্তৃপক্ষেরা মেয়েদের বসিবার কোনো ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়া আমাদের সেখানে যাওয়া হইল না।'[৯৭]

লক্ষণীয়, বিজ্ঞপ্তিটিতে প্রবন্ধের নাম 'জাতীয় স্বাতন্ত্র্য'—উক্ত সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে এই নামবদল কিনা জানা যায় না, পত্রিকায় 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' নামেই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। বেঙ্গলী-তে [31 Oct] সভার বিবরণে

লেখা হয়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তের সমর্থনে ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করলে

Babu Rabindra Nath Tagore read a most eloquent paper, in Bengali, on "National Individuality", in the course of which he made some cogent remarks regarding the proposed Hindu and Mahomedan Universities. Mr. A. Chaudhuri made an appeal to the audience to support the Hindu University scheme. The Great Eastern Studio photographed the Chairman and the Lecturer. ...With a vote of thanks to the chair, the lecturer and the authorities of the Ripon College, proposed by Prof. Lalit Kumar Banerji and seconded by Pundit Amulya Charan Vidyabhusan, the meeting separated at 6.15 p.m.

'মঙ্গলবার' [১৪ কার্তিক : 31 Oct] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখলেন :

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধটি সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। বোধ করি সবসুদ্ধ এক ফর্ম্মার অধিক হইবেনা। আমার ইচ্ছা প্রবাসীতে এই প্রবন্ধটি ছাপা হইলে সেই সঙ্গে চটি আকারে ইহকে বাহির করিয়া চার পয়সা দামে বিক্রয় করা হয়। ...এইরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা সুলভ চটি আকারে প্রচার করিলে উপকার হইতে পারে। ...লাভের টাকা এইরূপ সুলভ পুস্তিকা প্রকাশকার্য্যেই নিযুক্ত করা যাইবে।[৯৮]

—এইরূপ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

সম্ভবত এইদিনই তিনি শিলাইদহ রওনা হন। উক্ত পত্রে তিনি লিখেছেন : 'এখনো নদীর উপকূল পথ গুণ টানিয়া চলিবার পক্ষে সর্ব্বত্র সুগম হয় নাই অতএব শিলাইদহের নিকটেই পদ্মার চরে বোট বাঁধিয়া থাকিব।' পরদিন 1 Nov [বুধ ১৫ কার্তিক] শিলাইদহ থেকে প্রিয়ম্বদা দেবীকে লেখেন : 'মীরার জন্য বৌমাকে জোড়াসাঁকোতেই রেখে আমাকে একলা চলে আসতে হল। ...নিজের ভিতর থেকে নিজেকে বের করে ফেলবার জন্যে, কুঁড়ির ভিতর থেকে ফুলকে একেবারে উদ্ঘাটিত করবার জন্যে আমার ভিতরে ভারি একটা ব্যাকুলতা এসেছে—সেইজন্যেই নিজের অভ্যস্ত পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করছি—এখানেও সেইজন্যে এসেছি—নির্জ্জন প্রকৃতির মধ্যে নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে এই আমার মনের আশা। মনের ভিতর কেবলি এই ধাক্কা আসচে—বেরও, বেরও, বেরও প্রকাশ হোক্, তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হোক্। সমস্ত বন্ধন নিঃশেষে ছিন্ন হলে বাঁচি।'[৯৯] একই দিনে তিনি হেমলতা দেবীকে প্রায় একই সুরে একটি পত্র লিখেছেন।[১০০]

কিন্তু কয়েকটি লেখার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, গোড়াতে সেইগুলোতেই হাত লাগাতে হল। জগদীশচন্দ্রদের সঙ্গে দার্জিলিঙে পূজাবকাশ কাটাতে গিয়ে পাহাড়ী রক্ত-আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে ভগিনী নিবেদিতার দেহান্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অম্লমধুর, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিপরীত মেরুর। তাছাড়া অরবিন্দমোহনকে নিয়ে অবলা বসু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তার পিছনে নিবেদিতার প্ররোচনা দেখতে পেয়েছিলেন। সেই কারণেই তিনি Edward Thompson-কে বলেছিলেন : 'I didn't like he. She was so violent, She had a great hatred for me & my work, especially here, & did all she cd. against me.'[১০১] নিবেদিতার

রাজনৈতিক কার্যকলাপও তিনি পছন্দ করেননি। টমসন লিখছেন : "Wasn't she responsible for a lot of the bloodshed in Bengal?" I asked. "Yes," he said, "She used to say most wrong & foolish things." "She had a great influence over Bengali students?" "Tremendous." ৮ অগ্র ১৩২৮ [24 Nov 1921] তিনি কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে এমন কথাও লেখেন : 'ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া কুশিক্ষাগ্রত হইয়াছেন।'[১০২] কিন্তু এরূপ মনোভাব সত্ত্বেও তিনি কেন তাঁর সম্বন্ধে প্রশস্তিমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি টমসনকে বলেন :

"Well," he said, "It was this way, Mr. T—. She was so full of love—", "Except for Englishmen." He smiled, "Except for Englishmen. Well, she was simply full of love for my country & I have seen her many a time working amid the most dreadful privations, expecially for a woman brought up as she was. And she was always so bright & cheerful. So I felt I cdn't refuse to write about her when they asked me.

জগদীশচন্দ্রের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই তিনি প্রবাসী-র জন্য 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধটি লিখছিলেন, সেকথা ১৮ কার্তিক [শনি 4 Nov] মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন : 'নিবেদিতা সম্বন্ধে প্রবাসীতে কিছু লেখবার জন্যে জগদীশ আমাকে অনুরোধ করেছিলেন—আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম তাই সেইটে লিখ্‌চি।'[১০৩] একই দিনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন : 'আজ সেই নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় লেখাটি শেষ করিয়াছি—যদি সময় থাকে তবে আজই পাঠাইব কিন্তু রেজেষ্ট্রি করিবার অবসর যদি না পাওয়া যায় তবে মঙ্গলবারে পাইবেন। নিতান্ত ছোট হইবেনা—প্রায় এক ফর্ম্মা হইবে।'[১০৪] এইদিনই প্রবন্ধটি পাঠানো সম্ভব হয়। কিন্তু কিছু সংযোজন করার ইচ্ছা নিয়ে ২০ কার্তিক [সোম 6 Nov] চারুচন্দ্রকে লেখেন। "নিবেদিতা" প্রবন্ধটি বোধকরি পাইয়াছ। তাহার প্রুফ চাই কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে কি তোমাদের অসুবিধা হইবে? এখান হইতে প্রুফ যাতায়াতে ঠিক চারদিন লাগিবে। যদি তেমন অসম্ভব হয় তবে যেমন আছে তেমনই থাক।'[১০৫] সংযোজন করা সম্ভব হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। প্রবন্ধটি 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে অগ্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ১৬৩–৭৩] মুদ্রিত হয় [দ্র পরিচয় ১৮। ৪৮৭–৯৭]।

নিছক প্রশস্তিমূলক একটি গতানুগতিক শোকপ্রবন্ধ রচনা না করে রবীন্দ্রনাথ এই লেখায় নিবেদিতার চরিত্রলক্ষণ একেবারে ভিতর থেকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সেইজন্য শিক্ষাবিষয়ে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ও স্বভাবের বৈপরীত্যের কথা গোপন করেননি; কিন্তু তা সত্ত্বেও নিবেদিতা-চরিত্রের মহত্ত্ব যেখানে, সেখানে তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তি অকুণ্ঠচিত্তে নিবেদন করেছেন—নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' ও 'সতী' আখ্যায় ভূষিত করার জন্য পরবর্তীকালের অনেক লেখক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা অনুভব করবেন।

এই প্রবন্ধটি লেখার অব্যবহিত পরে তিনি 'পণরক্ষা' [দ্র ভারতী, পৌষ। ৮৪১–৫৮; গল্পগুচ্ছ ২২। ৪০৭–২৭] গল্পটি লেখেন। গল্পটি লেখার ইতিহাস বড়ো বিচিত্র। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একটি গল্প লিখে রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন সংশোধন করে দেওয়ার জন্য। এরকম কাজ তিনি আগে-পরে অনেক করেছেন। শিলাইদহে গিয়ে ১৮ কার্তিক [শনি 4 Nov] মণিলালকে লিখলেন : 'তোমার গল্পের খাতা সঙ্গেই এনেছি।

শীঘ্রই তাতে হাত লাগাব।' তখন তিনি 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধটি লিখছিলেন, সেইদিনই সেটি শেষ করে গল্পের খাতার খোঁজ করতে গিয়ে সেটি পাওয়া গেল না। ২২ কার্তিক [বুধ 8 Nov] পুনশ্চ তাঁকে লিখলেন :

তোমাকে সেদিন বল্লুম তোমার গল্পের খাতাটা সঙ্গে এনেছি—তারপরে বাক্স খুলে তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। ভাবলুম যে, হয়ত ভালই হয়েছে সেটাকে অগোচরে রেখে লিখলেই ঠিকমত লেখা হবে, পায়ে পায়ে বেধে যাবে না। গোটা আষ্টেক পাতা যখন লেখা হল, তখন দেখা গেল তোমার রসিকচাঁদের পুঁটুলি এমন হারান হারিয়েছে যে তাকে উদ্ধার করবার আর আশাই নেই—অন্ততঃ এ রাস্তায় নেই। তাই আজ সকালে হতাশ হয়ে স্থির করেছি ঐ পুঁটুলির পরে আর মমতা রাখা কর্তব্য নয়—আমি যে আর কারো লেখা সংশোধন করচি এই মিথ্যা মায়ায় নিজেকে না ভুলিয়ে কলমটাকে তার নিজের পথে ছুটিয়ে দেওয়াই ভাল। কাল বোধ হয় গল্পটা শেষ হবে। কিন্তু কোনো ভয় নেই—তোমার পুঁটুলির মধ্যে যে মাল ছিল তাতে আমি হস্তক্ষেপ করিনি—কেবল রসিক নামটা এবং তাঁতের ব্যবসাটা রয়ে গেছে—নামটা বদলালে রস নষ্ট হবে না, কিন্তু তাঁতের ব্যবসাটা এতটা দূর এগিয়ে গিয়েছে যে, ওকে ছাড়তে গেলে লোকসান হবে—অতএব তোমারই রসিক চাঁদকে অন্য রাস্তা দেখতে হবে—সে যদি তাঁত বন্ধ করে এই বেলা সময় থাকতে রেঁদা চালায় কিম্বা ঝুড়ি বোনে তাতে দোষ কি?

তোমার গল্পটা যদি খুঁজে পাই তাহলে সেটাকে এমনতর গোড়া থেকে মেরামৎ করবার চেষ্টা না করে দাগরাজি করবার মৎলব মনে রইল।[১০৬]

রবীন্দ্রনাথ এর আগে বারোয়ারি গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন, প্লট সরবরাহ করে অন্যকে দিয়ে গল্প লিখিয়েছেন, অন্যের লেখা গল্প সংশোধন করতে গিয়ে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন—কিন্তু এভাবে নিজেই গল্প লিখেছেন, এমন উদাহরণ আর নেই। পরের দিন তিনি মণিলালকে লিখলেন :

কাল জগদীশ আস্‌বেন সেজন্য ব্যস্ত আছি। আজ গল্পটা শেষ করতে পারলুম না। যদি কাল সকালে সময় পাই তাহলে হয়ত শেষ হয়ে যাবে। নিতান্ত অপাঠ্য হবে না। কিন্তু যদি ভারতীতে দিতে হয় তবে এর মূল্য চাই—কেননা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্যে অতি সত্বর কতকগুলি পালি বই কিন্‌তে হবে এই টাকা থেকে কিনে দেব—আমার হাতে আর টাকা নেই—শাস্ত্রীমশায়কে সেই আশ্বাস দিয়ে রেখেছি। অতএব ভারতী থেকে আমার নাম করে শাস্ত্রীমশায়কে বোলপুরে "পালিগ্রন্থ ক্রয়ের জন্য" উল্লেখ করে যদি ২৫ টাকা মানি অর্ডর করে পাঠাও তবে গল্প তোমাকে পাঠিয়ে দেব।[১০৭]

—বইগুলি কাজে লেগেছিল, বিধুশেখর শাস্ত্রীর পালি ব্যাকরণ ও পাঠ-সহায়ক রচনা-সংবলিত সুবৃহৎ গ্রন্থ 'পালিপ্রকাশ' চৈত্র মাসের পূর্বে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়।

যদুনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথের 'জয়পরাজয়' গল্পটি মডার্ন রিভিয়্যু-র জন্য 'Victorious in Defeat' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তার প্রুফ রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠালে তিনি ২৩ কার্তিক [বৃহ 9 Nov] রামানন্দকে লেখেন : 'জয়-পরাজয়ের তর্জ্জমাটি আমার ভাল লাগিল। কেবল দুই এক জায়গায় প্রুফের মার্জ্জিনে আমি দুই একটা suggestion দিয়াছি আপনি বিচার করিয়া যথাবিহিত করিবেন। দুই একটা বাক্য কানে কেমন দুর্ব্বল ঠেকিয়াছে কিন্তু তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।'[১০৮] অনুবাদটি মডার্ন রিভিয়্যু-র ডিসেম্বর সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

পাঠকের হয়তো মনে আছে, নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের সহায়তায় অগ্র ১৩০৭-এ [Nov 1900] 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি' ও 'দান প্রতিদান' গল্পগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৪। ২৯৭–৯৮]। তাঁদের ইচ্ছা ছিল অনুবাদগুলি ইংলণ্ডের কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করতে। কিন্তু সম্পাদক অনুবাদ ছাপাতে অস্বীকৃত হওয়ায় অবহেলায় অনুবাদগুলি হারিয়ে যায়। নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে 'কাবুলিওয়ালা'র অনুবাদটি আবিষ্কৃত হয়। ১৮ কার্তিক [শনি 4 Nov] রবীন্দ্রনাথ খবরটি রামানন্দকে জানিয়েছেন : 'নিবেদিতা আমার "কাবুলিওয়ালা"র যে ইংরেজি তর্জ্জমা করিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। আপনি জগদীশের কাছে সন্ধান লইবেন।'[১০৯] অনুবাদটি জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রামানন্দ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলে ২৩ কার্তিক [বৃহ 9 Nov] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন :

নিবেদিতার কাবুলিওয়ালা কাল বিকালে পাইয়াছি। যদিচ রেজেষ্টি ডাকে পাঠানো তবু সেটির খাম ছিঁড়িয়া খুলিয়া আবার জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ তিনখানি খুলিয়া জোড়া চিঠি ইতিমধ্যে পাইয়াছি। বেশ বুঝা যাইতেছে আমাদের রাজকীয় শনির সন্দেহদৃষ্টি ইতিমধ্যে আমার প্রতি তীক্ষ্নভাবে পড়িতেছে।[১১০]

স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের উপর 'রাজকীয় শনির সন্দেহদৃষ্টি' পড়েছিল, তাঁর। গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য কলকাতার স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল E.C. Daly 27 Jul 1909 [১১ শ্রাবণ ১৩১৬] নির্দেশ জারি করেছিলেন।[১১১] ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উপরও পুলিশের নজরদারি ছিল, তার বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি [দ্র রবিজীবনী ৫। ৩৭৬]। এর পরেও পুলিশের সন্দেহভাজন কালীমোহন ঘোষ, নেপালচন্দ্র রায় ও কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হীরালাল সেনকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে নিয়োগ করা কর্তৃপক্ষ পছন্দ করেনি। এরই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন মিঃ শার্পের [Mr. Sharpe] একটি গোপন সার্কুলারে :

It has come to my knowledge that an institution known as the Santiniketan or Brahmacharyasrama at Bolpur in the Birbhum district of Bengal, is a place altogether unsuitable for the education of the sons of Government servants. As I have information that some Government servants in this province have sent their children there, I think it is necessary to ask you to warn any well-disposed Government servant whom you may know or believe to have sons at this institution or to be about to send sons to it, to withdraw them or refrain from sending them as the case may be; any connection with this institution in question is likely to prejudice the future of the boys who remain pupils of it after the issue of the present warning.[১১২]

26 Jan 1912 [শুক্র ১২ মাঘ] তারিখের *The Bengalee*-তে এই গোপন সার্কুলার প্রকাশ করে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসবের প্রাক্কালে। এর পরে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় টীকায় ও চিঠিপত্র বিভাগে সার্কুলারটির বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। কিন্তু সার্কুলারটি জারি করা হয়েছিল অনেক আগে এবং প্রতিক্রিয়াও দেখা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রেই রামানন্দকে লেখেন :

আমাদের বিদ্যালয়ের পরেও এতদিন পরে গোপনে রাজদণ্ডপাত হইয়াছে। হঠাৎ পূর্ব্ববঙ্গের রাজকর্ম্মচারীদের ছেলেরা বিদ্যালয় হইতে সরিতে আরম্ভ করিতেছে। এমন কি, টেলিগ্রাফযোগে তাহাদিগকে সরানো হইতেছে। আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমের উদ্দেশ্যের প্রতিই একান্তভাবে লক্ষ্য রাখিয়া আমি ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও বিদ্যালয়ে কোনোপ্রকার অশান্তিকর আলোচনা ঘটিতে দিই না। বস্তুত আমি ছাত্রদের মন সেদিক হইতে একেবারে ফিরাইয়া দিয়াছি—সেজন্য আমাকে নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ধর্ম্মপ্রচার হউক অথবা অন্য যে কোনো হিতকর্ম্মই হউক্—কোনো কিছু গড়িয়া তুলিতে গেলেই দেশের রাজার নিকট হইতে বাধা পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে মুখামুখি একটা বোঝাপড়ার নামা যাইবে সে রাস্তাও বন্ধ—মেঘনাদের মত মেঘের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া যখন রাজশক্তি অস্ত্রপাত করে তখন তাহার জবাব দিবারও যো নাই নিজেকে বাঁচাইবারও পথ বন্ধ। . . .

গবর্মেন্টের এই গুপ্ত ছুরির আঘাতে কি পরিমাণে আমাদের রক্তশোষণ করিতে পারে তাহা আর কিছুদিন গেলে বুঝিতে পারিব। কিন্তু এই অন্যায়ের ছুরির বাঁট নাই—যে আঘাত করে সে কখনই নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না।[১১৩]

'রক্তশোষণ' শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা ১৬ কার্তিক [বৃহ 2 Nov] নেপালচন্দ্র রায়কে লিখিত পত্র থেকে বোঝা যায় : 'যদি লোক না বাড়াইয়া কাজ চালাইয়া দিতে পারেন তবে ত ভালই, এবার ছুটির পরে ছাত্র বাড়ে

নাই সেইজন্য হয়ত গ্রীষ্মের ছুটি পর্য্যন্ত চলিয়া যাইবে।'[১১৪] রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'ছোট ছোট ছেলেরা চোখের জল ফেলিয়া আশ্রম ত্যাগ করিতে লাগিল। ম্যারিয়ন ফেলপ্স নামে নিউইয়র্কের জনৈক আইনজীবী সেই সময়ে ভারত সফরকালে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তিনি আশ্রমের একটি বর্ণনা সমসাময়িক বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশ করেন; তিনি বলেন যে বিদ্যালয়কে এমন আপন করিবার দৃষ্টান্ত তিনি কখনো কোথাও দেখেন নাই।'[১১৫] Phelps-এর শান্তিনিকেতনে আগমন অবশ্য কিছুকাল পরের কথা।

এই সময়ে একজন মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর পুত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার প্রস্তাব দেন। রবীন্দ্রনাথ এতে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক সংস্কার অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষক ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টী দ্বিপেন্দ্রনাথের কাছ থেকে বাধা আসার আশঙ্কায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ৯ কার্তিক [বৃহ 26 Oct] কলকাতা থেকে তিনি নেপালচন্দ্রকে এবিষয়ে লেখেন।[১১৬] সম্ভবত অনুকূল উত্তর পাননি, তাই ১৬ কার্তিক [বৃহ 2 Nov] পুনশ্চ তাঁর আগ্রহ ব্যক্ত করে লেখেন :

> মুসলমান ছাত্রটির সঙ্গে একটি চাকর দিতে তাহার পিতা রাজি অতএব এমন কি অসুবিধা, ছাত্রদের মধ্যে এবং অধ্যাপকদের মধ্যেও যাহাদের আপত্তি নাই তাঁহারা তাহার সঙ্গে একত্রে খাইবেন। শুধু তাই নয়—সেই সকল ছাত্রের সঙ্গেই ঐ বালকটিকে এক ঘরে রাখিলে সে নিজেকে নিতান্ত যূথভ্রষ্ট বলিয়া অনুভব করিবে না। একটি ছেলে লইয়া পরীক্ষা সুরু করা ভাল অনেকগুলি ছাত্র লইয়া তখন যদি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, সহজ হইবে না। আপাতত শাল বাগানের দুই ঘরে নগেন আইচের তত্ত্বাবধানে আরো গুটি কয়েক ছাত্রের সঙ্গে একত্র রাখিলে কেন অসুবিধা হইবে বুঝিবে পারিতেছি না। আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্য্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল? এক সঙ্গে হিন্দু মুসলমান কি এক শ্রেণীতে পড়িতে বা একই ক্ষেত্রে খেলা করিতে পারে না?...প্রাচীন তপোবনে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, আধুনিক তপোবনে যদি হিন্দু মুসলমানে একত্রে জল না খায় তবে আমাদের সমস্ত তপস্যাই মিথ্যা। আবার একবার বিবেচনা করিবেন ও চেষ্টা করিবেন যে আপনাদের আশ্রমদ্বারে আসিয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন না—যিনি সর্ব্বজনের একমাত্র ভগবান তাঁহার নাম করিয়া প্রসন্নমনে নিশ্চিন্ত চিত্তে এই বালককে গ্রহণ করুন; আপাতত যদিবা কিছু অসুবিধা ঘটে সমস্ত কাটিয়া গিয়া মঙ্গল হইবে।[১১৭]

'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' ও অন্যান্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ও মুসলমানকে সমীপবর্তী করার যে পরামর্শ দিচ্ছিলেন, তাকেই বাস্তব রূপ দেবার এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে তিনি ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অন্যদের আপত্তি লঙ্ঘন করে মুসলমান বালকটিকে আশ্রমে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বিশ্বভারতী পর্বে [1921] শান্তিনিকেতনের প্রথম মুসলিম ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলি [1904–74]।

রবীন্দ্রনাথ এইসময়ে তাঁর পত্রাবলির প্রকাশের কথা ভাবছিলেন। ইন্দিরা দেবীকে 1887–95 [১২৯৪–১৩০২] সময়-পর্বে তিনি যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, নিতান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তাদের অধিকাংশই ইন্দিরা দেবী দুটি বাঁধানো খাতায় কপি করে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। কাব্যগ্রন্থ [১৩১০]-এর ভূমিকা লেখার সময় থেকে আরম্ভ করে 'বঙ্গভাষার লেখক' [১৩১১] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আত্মপরিচয় রচনা, 'বিচিত্র প্রবন্ধ' [১৩১৪]-এর অন্তর্গত 'জলপথে' 'ঘাটে' ও 'স্থলে' বিভাগে এবং জীবনস্মৃতি-তে তিনি এই দুটি খাতা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীও তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ রচনায় এই চিঠিগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় এই পত্রাবলীর গুরুত্ব ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল, তাদের স্বতন্ত্র সাহিত্যগুণ তো ছিল-ই। সেইজন্য জীবনস্মৃতি-র অনুষঙ্গ হিসেবে পত্রাবলি প্রকাশের ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে আসে। সম্ভবত ভাদ্র মাসে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্রে এই ভাবনার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় : '...এতেও যদি আমার না কুলোয় তাহলে আমার পত্রাবলী থেকে বাছাই করে বেশ একটি

পাঠ্য জিনিষ হতে পারবে সেটাও ঐ জীবনস্মৃতির সঙ্গে জুড়ে দেব।'[১১৮] মৌখিকভাবে এর পরে নিশ্চয়ই কিছু আলোচনা হয়েছিল। ১৮ কার্তিক [শনি 4 Nov] শিলাইদহ থেকে লিখলেন :

চিঠি কাপি চল্‌চে। প্রথম খাতাটা কাপি শেষ হতে আর দু তিন [দিন] লাগবে। এতেই বোধ হয় পাঁচখানা Exercise book ভরে যাবে—অথচ রমণীর* হাতের অক্ষর আমার চেয়ে ছোট বই বড় নয়। দ্বিতীয় খাতাখানা অন্তত ৮। ৯খানা খাতা জুড়বে। এই চোদ্দখানা খাতার matter মস্ত ব্যাপার হবে—আমার মনে হয় চার খণ্ডে ভাগ করে ছাপলেই ভাল হবে। খণ্ডে খণ্ডে বেরলে একটা সুবিধা হবে এই যে পাঠকরা ক্রমে ক্রমে পড়ার দরুণ রস পাবে বেশি। একেবারে অতখানি পড়া সহ্য করা শক্ত—ক্রমে ক্লান্তি এসে পড়লে শেষ দিকের অনেক ভাল জিনিষও মুখে রুচ্‌বে না।

এই চিঠিগুলো কার নামে প্রকাশ করবে? যিনি প্রকাশ করবেন তাঁকে একটা ভূমিকা লিখে দিতে হবে। এ জিনিষগুলো এখনি প্রকাশ করবার কারণ কি সেটা বিবৃত করে জানানো দরকার। তোমাদের মত আত্মীয়লোকের দ্বারাও এ কাজ চল্‌বে না। বাইরের লোক চাই। প্রভাতকুমার [মুখোপাধ্যায়]কে ধরলে কি রকম হয়।[১১৯]

সমসাময়িক আর-একটি তারিখহীন চিঠিতে 'ছিন্নপত্র' নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২০] ১৭ ফাল্গুন [বৃহ 29 Feb 1912] রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে একটি চিঠিতে লেখেন : 'আমার পুরাতন চিঠিপত্রের এক জায়গায় ছিল, আমি একদিন সমুদ্রস্নানসিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি সম্পাদকের কুঠার লইয়া আমার এই গাছের স্মৃতির গোড়ায় কোপ মারিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এ ত অনাবশ্যক ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া নয়, এ যে প্রাণে আঘাত করা। কেন না এ আমার প্রাণের কথা। ... ইহাতে কি হাসিবার কিছু আছে? আপনার Execution of dutyতে গায়ের জোরে আমি বাধা দিব না কিন্তু নালিশ জানাইয়া রাখিলাম।'[১২১] এই চিঠি থেকে জানা যায়, সম্পাদনা ও ভূমিকা লেখার ভার শেষপর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দরের উপর পড়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর যে পত্রটি [ছিন্নপত্র, ৬৭-সংখ্যক পত্র; ছিন্নপত্রাবলী, ৭৪-সংখ্যক] বাদ দিতে চেয়েছিলেন, তার কারণ ছিল। অজিতকুমার পত্রটি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছিলেন; সুরেশচন্দ্র সমাজপতি শ্রাবণ-সংখ্যা সাহিত্য-এর 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় আষাঢ়-সংখ্যা প্রবাসী-তে মুদ্রিত উক্ত প্রবন্ধ থেকে পত্রাংশটি উদ্ধৃত করে প্রচুর হাস্যবিস্তার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এইসময়ে 'সাহিত্য' পড়তেন না বলেই 'হাসিবার' কারণটি জানতে পারেননি। যাই হোক্, প্রধানত তাঁরই সম্পাদনায় কোনো ভূমিকা ছাড়াই ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয় [28 Jul 1912: ১২ শ্রাবণ]। পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা আটটি পত্র সম্পাদিত হয়ে এই গ্রন্থে সংকলিত হয়।

অন্যান্য ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র সংগ্রহ করার একটি প্রয়াস এইসময়ে আরম্ভ হয়। ২০ কার্তিক [সোম 6 Nov] রবীন্দ্রনাথ প্রিয়ম্বদা দেবীকে লিখেছেন :

নগেন রথীরা আমার চিঠিপত্র নানান স্থান থেকে সংগ্রহ করবার চেষ্টা করচে—তাদের সাহায্য করবার জন্যে আমাকে ধরেছে। তারা মূল চিঠি চায় না, কপি করে নিতে চায়, অথবা কপি পেলেই সন্তুষ্ট থাকতে রাজি আছে। তোমার কাছ থেকে কপি করে রাখবার যোগ্য কোনো চিঠি পেতে পারে কিনা তাদের প্রশ্ন। আমি জানি নে। তাছাড়া চিঠি রেখে দেওয়া রোগ তোমার আছে কিনা তাও জানি নে। আমার মনে হচ্চে যখন গাজিপুরে ছিলুম তখন আমি তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম—তখন আমার কি লেখার ছিল, তখন আমি কি ভাবছি কি করছি সমস্ত আমার কাছে ঝাপসা হয়ে এসেছে—তোমার কি মনে আছে?[১২২]

গাজিপুরে অবস্থানকালে [১২৯৪–৯৫ : 1888] লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রিয়ম্বদা দেবী দিতে পারেননি, কিন্তু ১৩১৪–১৮ সময়কালে তাঁকে লিখিত যে ৯খানি চিঠির প্রতিলিপি রবীন্দ্রভবনে আছে, তা হয়তো এই সময়েই সংগৃহীত। দুর্ভাগ্যবশত নগেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা সম্ভবত বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। অন্যথায় তাঁরা লোকেন্দ্রনাথ পালিত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বন্ধুবান্ধব ও

আত্মীয়স্বজনকে লেখা অসংখ্য পত্র সংগ্রহ করতে পারতেন, যা তাঁর জীবনী ও সাহিত্য পর্যালোচনায় মূল্যবান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারত।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নিজের আটটি গল্পের একটি সংকলন প্রকাশ করার পরিকল্পনার কথা রবীন্দ্রনাথ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছিলেন। ১৭ ভাদ্র [3 Sep] এই প্রসঙ্গে তাঁকে লেখেন : 'সেই ছেলেদের জন্যে গল্পগুচ্ছের সঙ্কলনটা কি তোমাদের কম্পানি থেকে মঞ্জুর হয়েছে?' গল্পগুচ্ছ-এর প্রকাশক ছিল ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, তাই হয়তো আলাদা করে আটটি পুরোনো গল্প ছাপতে কোম্পানির কিছু দ্বিধা ছিল। রবীন্দ্রনাথ আরও একটি তারিখহীন পত্রে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করেন : 'সেই আটটা গল্প কি তোমরা বের করবে?' শেষপর্যন্ত গ্রন্থটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলেও বইটি বেরোতে দেরি হচ্ছিল দেখে ২৩ কার্তিক [9 Nov] মণিলালকে লেখেন : 'আমাদের বিদ্যালয় খুলে গেল [১৫ কার্তিক : 1 Nov] কিন্তু এখনো আটটি গল্প ছেলেদের হাতে দিতে পারলে না এতে তাদের খুব ক্ষতি হচ্চে। তোমাদের ছাপা শেষ হলেও দেখছি বেরতে অনেকদিন বিলম্ব হয় কিন্তু এবার তা কোরো না।' তিনি বইয়ের জন্য একটি বিজ্ঞাপনও লিখে দেন, সেটি 'নিবেদন' হিসেবে ছাপা হয়।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ 20 Nov [সোম ৪ অগ্র]। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

আটটি গল্প/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য বারো আনা

no

[পরপৃষ্ঠায় :] প্রকাশক/শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র/ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস/২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/কান্তিক প্রেস/২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন/ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকরূপে গল্পের বইয়ের বিশেষ/প্রয়োজন আছে ইহা আমরা অনুভব করিয়াছি। সেই/জন্যই "গল্পগুচ্ছ" হইতে বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী/আটটি গল্প নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন/করা হইল।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ [অর্ধ-আখ্যাপত্র]+২ [আখ্যাপত্র]+২ [নিবেদন]+২ [সূচি]+১৩৬। মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০।

খোকাবাবু[র প্রত্যাবর্তন], সাক্ষী, কাবুলিওয়ালা, স্বর্ণমৃগ, দানপ্রতিদান, অনধিকার প্রবেশ, গুপ্তধন ও মাষ্টার মশায়—এই আটটি গল্প গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চুক্তি হয়েছিল, তিনি প্রতিটি বিক্রীত কপির উপর শতকরা ২৫ ভাগ গ্রন্থস্বত্ব লাভ করবেন। 'আটটি গল্প' সম্পর্কে তিনি হয়তো অন্য ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। একটি তারিখহীন পত্রে তিনি মণিলালকে লেখেন : 'যদি আমার আটটি গল্প সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় তবে এখানে সত্বর ৫০খানা বই পাঠিয়ে দিয়ো। বিক্রি করে দাম আদায় করব। যদি বই বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ সম্পত্তি না হয় তাহলে পাঠাবার দরকার নেই।'[১২৩] সম্ভবত এই বন্দোবস্তে কিছু অসুবিধা হয়েছিল। তাই পরবর্তী গ্রন্থ 'চারিটি গল্প' তাঁর নিজের খরচে প্রকাশিত হয়।

জগদীশচন্দ্র ২৪ কার্তিক [শুক্র 10 Nov] শিলাইদহে আসেন ও ২৬ কার্তিক [রবি 12 Nov] কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গেই কলকাতায় আসেন। ২৬ কার্তিক তিনি সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখেন : 'আমার বোট কুষ্ঠিয়ায় আসিয়া পৌঁছিল—এবার কলিকাতার মুখে ছুটিয়াছি। আবার এখানে ফিরিব

এমন আশা আছে।'[১২৪] কলকাতায় কয়েকদিন থেকে ২৯ কার্তিক [বুধ 15 Nov] তিনি শান্তিনিকেতনে যান। 16 Nov [বৃহ ৩০ কার্তিক] সেখান থেকে অরবিন্দমোহন বসুকে লেখেন :

বোটে থাক্‌তে তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি তখন একটা লেখার [? 'পণরক্ষা'] মধ্যে নিমগ্ন ছিলুম। তার পরে তোমার মামা এলেন এবং আমি কলকাতায় এলুম। এই সব কারণে লেখা হলনা।

কাল রাত্রে বোলপুরে এসেছি। বেশ সুন্দর লাগ্‌চে। তার কারণ, আজকাল ইস্কুলের কাজকে খুব নিরাসক্তভাবে নিতে চেষ্টা করচি—নিজেকে কিছুর সঙ্গে অত্যন্ত লিপ্ত করচিনে। সেইজন্য আকাশের আলো আমার কাছে মধুর ও উজ্জ্বল হয়ে যেন বেশি করে আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছে —...সমস্ত দিনের অবকাশ এমন গভীর নিবিড় এবং আনন্দপূর্ণ মনে হচ্চে।...

...এখানে দিনসাতেকের বেশি থাকতে পারবনা। ২৫ নবেম্বরের পূর্ব্বেই আমাকে ফিরতে হবে।[১২৫]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-আয়োজিত সংবর্ধনাসভা 25 Nov [শনি ৯ অগ্র] অনুষ্ঠিত হবে বলে তাঁকে জানানো হয়েছিল। সেই কারণেই তিনি উক্ত তারিখের পূর্বে কলকাতায় আসার কথা লিখেছিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্র ১৮৩৩ শক [৮২০ সংখ্যা] :

১৬৭—৬৯ 'রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি'

১৭৬—৮৫ 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' দ্র পরিচয় ১৮। ৪৭০—৮৭

'রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি' একটি সংকলন-জাতীয় রচনা, 'জর্ম্মান পণ্ডিত ফ্রান্‌জ্‌ কুমণ্ট্‌' 'তিন শতাব্দীর প্রাচ্য প্রভাবে রোমীয় বহুদেববাদের যে পরিণতি ঘটেছিল সে-বিষয়ে যে প্রবন্ধ লেখেন রবীন্দ্রনাথ সেইটি অবলম্বনে 'ভারতবর্ষের আধুনিক ধর্ম্মান্দোলনের সহিত রোমের তাৎকালিক অবস্থার সাদৃশ্যের প্রতি পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ' করেছেন। তিনি লিখলেন, রোমের নিকৃষ্ট পূজাপদ্ধতি এশিয়াবাসী মনীষীদের প্রভাবে এমন একটি সুসম্পূর্ণ অধ্যাত্মবিদ্যা ও পরকালতত্ত্বে পরিণত হয়েছিল যার সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল, 'এমন কি অব্যাঘাতেই ইহাদের একটি হইতে আর একটিতে পদক্ষেপ করা সম্ভবপর হইত।'

রচনাটি অনেক বড়ো, মূল প্রবন্ধ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ সেখানে রোমের ধর্মমতের পরিবর্তনের ইতিহাসটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

এটি অবশ্য অনেক আগে লেখা। *25 Jul [৯ শ্রাবণ] তিনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : '"রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি" প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনীর। অন্নদা ওটা নিতান্ত বোঝবার ভুলে তোমার হাতে দিয়ে এসেছে।'[১২৬]

প্রবাসী, অগ্র ১৩১৮ [১১ / ২ / ২] :

১০৭—১৪ 'জীবনস্মৃতি' দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ২৯৬—৩০৯

১২০—২২ 'স্ত্রীলিঙ্গ' দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব। ১৫৬—৫৮

১৪৪—৫৪ 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' দ্র পরিচয় ১৮। ৪৭০—৮৭

১৬৩—৭৩ 'ভগিনী নিবেদিতা' দ্র ঐ ১৮। ৪৮৭—৯৭

আর্য্যাবর্ত্ত, অগ্র ১৩১৮ [২ / ৮] :

৬২৮—৩২ 'অচলায়তন' দ্র অচলায়তন-গ্রন্থপরিচয় ১১। ৫০৪—০৮

রচনাটি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

The Modern Review, Dec 1911 [Vol. X, No. 6]:

560–65 'Victorious in Defeat'

এটি 'জয়পরাজয়' [দ্র সাধনা, কার্তিক ১২৯৯। ৪৪৯–৬২; গল্পগুচ্ছ ১৭। ২১০–১৯] গল্পটির যদুনাথ সরকার-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসী-তে 'অচলায়তন' প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গেই অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার একটি সমালোচনা লেখেন [রচনা-শেষে তারিখ আছে : '২রা আশ্বিন, ১৩১৮'] এবং সেটি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকার কার্তিক-সংখ্যায় [পৃ ৪৯৫–৯৯] মুদ্রিত হয়। রচনাটি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে লঘুভাবে লিখিত, উল্লেখযোগ্য সমালোচনা হিসেবে খুব গুরুত্ব তার প্রাপ্য নয়। রচনার শেষদিকে তিনি লিখেছেন :

...কিন্তু মানুষ চিরকালই দুর্ব্বল, তাহার মনের বল পরিমিত, সে চিরকালই নিয়মের মোহে অভিভূত। একটা বিরাট মনুষ্যসমাজ সে মোহ কাটাইয়া 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি' লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, শুধু দাদাঠাকুরকে লইয়া হুটোপুটি খেলিবে, তাহার লক্ষণ খুব সুস্পষ্ট দেখিতেছি না। যেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার বলে দাদাঠাকুরের সঙ্গে আচার্য্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারবেন সেদিন আমাদের অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে। সে দিন ঘনাইয়া আসিতেছে কি না জানি না, কিন্তু সেই শুভ অবসর আসিবার পূর্ব্বে সাবধান, যেন আগাছার সঙ্গে সঙ্গে ফশল শুদ্ধ নষ্ট হইয়া না যায়। ... কিন্তু গ্রন্থখানি যে উদ্দেশ্যহীন একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

এই সমালোচনা উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু একে উপলক্ষ করে অচলায়তন-এর ভাব ব্যাখ্যা করার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ ৩ অগ্র [রবি 19 Nov] ললিতকুমারকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন এবং সেটি নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয় টীকা-সহ অগ্র-সংখ্যা আর্য্যাবর্ত্ত-তে [পৃ ৬২৮–৩২] মুদ্রিত হয় :

গত কার্ত্তিক মাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'অচলায়তনের' যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহার উত্তরে শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় 'আর্য্যার্ত্তে' প্রকাশের জন্য ললিতবাবুকে এই পত্র লিখিয়াছেন। —সম্পাদক।

কিছুদিন পূর্বে ১১ আশ্বিন [28 Sep] অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি অচলায়তন সম্পর্কে অনেক কথা বলেন। ৪ অগ্র [সোম 20 Nov] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখলেন : 'এখানে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন সময় পাই নাই। আজ ললিবাবুকে আমার কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠাইলাম। আশা করি ইহাতে তিনি আমার কোনো অপরাধ লইবেন না ও অবিনয় আশঙ্কা করিবেন না।'[১২৭]

আর্য্যাবর্ত্ত-এর উক্ত সংখ্যাতেই ললিতকুমারের 'ফোয়ারা' গ্রন্থের 'সমালোচনা' উপলক্ষে লিখিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'ললিতবাবু ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্ব' [পৃ ৬১৫–২৭] মুদ্রিত হয়। ললিতকুমারের উল্লিখিত সমালোচনাটি উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হলেও অক্ষয়চন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে তাঁর 'ক্ষিপ্রকারিতা' ও 'চাপল্য' দোষের উদাহরণ-স্বরূপ আলোচনাটিকে গ্রহণ করে নানা মন্তব্য করেন। তিনি লেখেন :

অচলায়তনের সমালোচনার একটি ফুটনোটে ললিতবাবু লিখিয়াছেন, আমার 'সনাতনী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' একই সময়ে প্রকাশিত হইল, ইহা significant নহে কি? আমিও একটা significant সমাবেশ পাইয়াছি, বলিতে দোষ কি?

আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে 'অচলায়তনে'র পরেই রবিবাবুর 'জীবনস্মৃতি'তে 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' বাহির হইয়াছে। পঞ্চককে বালক রবীন্দ্রনাথ বলিতে গিয়াই আমার মনে হইল, এই ভৃত্যরাজকতন্ত্রই কি তবে অচলায়তন? তবে কি রবিবাবু আপনার জীবনস্মৃতি রূপকে ও স্বরূপে দুইভাবেই লিখিতেছেন?

এই আলোচনায় অক্ষয়চন্দ্র অচলায়তন-এর গানগুলি ছাড়া আর কিছুই ভালো দেখেননি—দেখেছেন 'একরূপ বিকৃত হিন্দুয়ানির উপর নপুংসকের নৃত্য ও লাঞ্ছনা।' ললিতকুমারের একটি বিশেষ গ্রন্থ সমালোচনা করতে গিয়ে অচলায়তন সম্পর্কে বিষোদগারে কিঞ্চিৎ অসংগতি আছে অক্ষয়চন্দ্র তা বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণে লেখেন :

কিন্তু করিয়া ভাল করিলাম, কি মন্দ করিলাম, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি না। রবিবাবুর 'অচলায়তন' নাটক-অংশে বা কাব্যাংশে এমন কি রঙ্গাংশে কিছুই হয় নাই, এ কথা বলাতে রবিবাবুর কিছুই আসিয়া যাইবে না—কেন না রবির কলঙ্ক দ্বারা রবির প্রকৃত বুঝা যায়, আকর্ষণের বা তেজের খর্ব্বতা হয় না। কিন্তু যে সময়ে আমাকে এই কথাটা বলিতে হইল, এটা নিশ্চয়ই অসময়। রবিবাবুকে লইয়া শীঘ্রই একটি বিশেষ উৎসব হইবে। আমি সেই উৎসবে যোগ দিতে পারি, আর নাই পারি, আমার এই লেখা দেখিয়া যদি কেহ সময়গুণে মনে করেন যে, আমি রবিবাবুর গুণগ্রাহী নহি, তাহা হইলে আমার উপর নিতান্ত অন্যায় করা হইবে। রবিবাবুর 'নৈবেদ্য' আমি মাথায় করিয়া লইয়া দেবী সরস্বতীর পাদপীঠ-সম্মুখে নৃত্য করিতে পারিলে, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি।

স্পষ্টই বোঝা যায়, এই লেখা 'ভাই হাততালি'র লেখকের লেখনী-প্রসূত। কিন্তু এই লেখার পিছনেও একটি 'significant সমাবেশ' আছে। 'সনাতনী' প্রকাশিত হওয়ার পর অক্ষয়চন্দ্র বইটির একটি কপি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে তার সমালোচনা লিখতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে ১ আষাঢ় [রবি 16 Jul] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন :

সাহিত্যের আসর ত পরিত্যাগ করিয়াছি। লেখা এবং বলা একেবারে বন্ধ হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু বন্ধ করিবার সময় হইয়াছে। ...

তার পরে আপনার বইয়ের সমালোচনা করিতে বসা আমার পক্ষে অশিষ্টতা হইবে। যদি আপনার সহিত সকল অংশে বা অনেকটা পরিমাণে মতের মিল হইত তবে চিন্তা করিতাম না। সমাজকে সংসারকে আপনি যেদিক হইতে দেখেন আমি সেদিক হইতে দেখিনা এই কারণে আপনাকে বিচার করিতে বসা আমাকে শোভাই পাইবে না। ...অন্তত প্রতিবাদ করিবার, তর্ক করিবার প্রবৃত্তি আমার আর নাই, তাহাতে যে সময় যায় সে সময়টা ব্যয় করিবার মত সম্বল আমার ত দেখি না। আপনি আমার মাননীয়—দয়া করিয়া আমাকে এমন অনুরোধ করিবেন না যাহা পালন করিতে গেলে চিত্তপ্রসাদ নষ্ট হইবে।[১২৮]

এই চিঠি অক্ষয়চন্দ্রের নিশ্চয়ই ভালো লাগেনি, তাই ললিতকুমার অচলায়তন প্রসঙ্গে সনাতনী-র উল্লেখ করে প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ করলে তাঁর সঞ্চিত ক্ষোভ প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথও অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনায় খুশি হননি। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি তারিখহীন পত্রে তিনি লেখেন : 'আর্যাবর্তে অক্ষয় সরকার অচলায়তন সম্বন্ধে খুব একটা সচলায়তনের সমালোচনা ঝেড়েচেন। দেখেছ?'[১২৯] এর পর 10 Dec [২৪ অগ্র] ললিতকুমার তাঁকে একটি পত্র লিখলে রবীন্দ্রনাথ ২৭ অগ্র [মঙ্গল 12 Dec] একটি দীর্ঘ উত্তর দেন। তার মধ্যে আপাত-নিরীহ কিছু অংশ অচলায়তন-এর গ্রন্থপরিচয়ে [দ্র ১১। ৫০৮–১০] মুদ্রিত হয়েছে, আমরা বাকি অংশ উদ্ধৃত করছি :

অক্ষয়বাবু আপনার উপর রাগ করিয়া আমাকে আঘাত করিয়াছেন এ কথা আপনি ঠিক ঠাহর করেন নাই। অচলায়তন সমালোচনায় আপনি একেবারে মৃত্যুবাণ ছাড়েন নাই বলিয়া তিনি আপনাকে উপলক্ষ করিয়া আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি আপনাকে পরামর্শ দিয়াছেন, যে, হয় এসপার নয় ওসপার—ল্যান্সেট লইয়া ফোড়া কাটা সমালোচনা নয়—খাঁড়া লইয়া একেবারে নিঃশেষে সারিয়া ফেলাই সনাতনী চিকিৎসা। ক্ষত্রিয় মতে সমালোচনা কেমন করিয়া করিতে হয় ব্রাহ্মণকে তিনি তাহার উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহার নমুনাও দেখাইয়াছেন। কিন্তু এরূপ সাহিত্যিক গুণ্ডাগিরি, যাঁহারা নূতন হঠাৎ ক্ষত্রিয় হইয়াছেন* তাঁহাদিগকেই শোভা পায়, ইহা বুনিয়াদি ঘরের কায়দা নহে। কোনো বিষয়ের দুই দিক দেখিয়া সত্য বিচার করা অকর্তব্য এরূপ অদ্ভুত উপদেশ সনাতনী বা নূতনী কোনো সংহিতায় আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। ইহা নিতান্তই ক্রোধান্ধতার উন্মত্ত প্রলাপ।

এরূপ রচনা পড়িলে আমার লজ্জাবোধ হয়। কারণ, যিনি লেখক তিনি বয়োবৃদ্ধ। তিনি হঠাৎ অসংবৃত হইয়া উঠিলে অত্যন্ত অশোভন হয়। মানুষ বিচলিত হইলেই তাহার দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে—কিন্তু সেটা যদি সরলভাবে প্রকাশ পায় তবে তাহাতে তেমন দোষ হয় না; যদি স্বরচিত বিচারকের আসনের উপর চড়িয়া বসিয়া বিচারকের ভড়ং করিয়া অন্তর্দাহকে অসংযতরূপে ব্যক্ত করা হয় তবে সেটা লজ্জাকর হইয়া পড়িবেই। কারণ, নির্লজ্জতার মতো লজ্জাজনক আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি ছাড়া বঙ্গসাহিত্যে আর কেহ সমালোচনা করিতে জানেন না এই

অভিমান এমন প্রগলভভাবে লেখক যদি প্রকাশ না করিতেন তবে তিনি রাগের মাথায় যাহা তাহা যেমন তেমন করিয়া বলিলেও আমাদের পক্ষে এমন সংকোচের কারণ হইত না। বাদী প্রতিবাদীতে মাথা ফাটাফাটি হইয়াই থাকে কিন্তু ন্যায়পরতার অহংকার ঘোষণা করিয়া জজ সাজিয়া কেহ লাঠি হাতে দাঙ্গা করিতে আসিলে তাহাতে যত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটুক তথাপি তাহা প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

অক্ষয়বাবু যাহাকে যথার্থ সমালোচনা বলিয়া প্রচার করিতেছেন সেরূপ সমালোচনা আমি যত সহিয়াছি এমন বোধ হয় আর কেহ নহে। তাহার দ্বারা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে কিনা সে বিচার আমি করিতে চাই না; কিন্তু আমার তাহাতে অনিষ্ট হয় নাই, ভালোই হইয়াছে। একান্ন বৎসর বয়স নিতান্ত কম নয়—আশা করি, আরো যখন বয়স হইবে তখনো প্রবীণ বয়সের প্রগল্‌ভতার অধিকারী দাবী করিয়া নিজের চিত্তচাঞ্চল্যকে সাহিত্যের প্রকাশ্য সভায় অনাবৃতভাবে উপস্থিত করিতে লজ্জাবোধ করিব। দেশের প্রবীণ সমালোচকদের হাতে যদি প্রশংসালাভ করিতাম তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মসম্বরণ করা হয়ত উত্তরোত্তর অসাধ্য হইত।[১৩০]

বাইরের ঘটনার উত্তেজনা থেকে মনকে সরিয়ে এনে অন্তর্মুখী করার জন্য রবীন্দ্রনাথ যতই সচেষ্ট থাকুক না কেন, এইসব চিঠিই প্রমাণ করে সময়বিশেষে তাঁর চিত্ত কতখানি সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। কয়েকদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা অনুভব করতে পেরেছিলেন। ৮ পৌষ [রবি 24 Dec] তিনি ললিতকুমারকেই লেখেন : 'আপনাকে যে শেষ পত্রখানি লিখিয়াছিলাম তাহার প্রথমাংশে আমি অপরাধ করিয়াছি। সেই আত্ম-বিস্মৃতির জন্য আমি বেদনা বোধ করিতেছি। অক্ষয়বাবু আপনাকে যে গালি দিয়াছেন তাহার মধ্যে অন্যায় আছে। আমার গ্রন্থের যে নিন্দা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না—কিন্তু যাহাকে বাহিরে রাখিবার তাহাকে মনের মধ্যে মাখিবার প্রবৃত্তি যখন নিজের মধ্যে দেখিতে পাই তখন নিজেকে ক্ষমা করিতে পারি না। যে মনের উত্তেজনাবশত অক্ষয়বাবু অত্যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন সেই উত্তেজনাতেই আমাকে অত্যুক্তির আবর্তের মধ্যে টানিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল অভ্যাসে মনকে বড়ই ক্ষুদ্র করিয়া দেয় এবং সত্যকে যথাপরিমাণে গ্রহণ করিবার ব্যাঘাত জন্মায়। আমি নিজের এই চাঞ্চল্যে অত্যন্ত লজ্জা ও বেদনা পাইয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।[১৩০]

অচলায়তন নিয়ে ক্ষোভ আরও বহুদূর ব্যাপ্ত হয়েছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কার্তিক-সংখ্যা সাহিত্য-তে 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় [পৃ ৫৭১] নাটকটিকে আক্রমণ করেন, রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে কোনো কথা বলেননি। কিন্তু য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের ছাত্রমহল ক্ষুণ্ণ হয়েছেন জেনে তিনি ৭ অগ্র [বৃহ 23 Nov] অমল হোমকে লেখেন : 'ধর্ম্মের নামে, সমাজের নামে, আচারের নামে যে বিরাট কারাগার আমরা আমাদের চারপাশে গড়ে তুলেছি সেই বন্দীশালা থেকে, আমাদের সংস্কারকে, অভ্যাসকে, যুক্তিকে মুক্তি নেবার আহ্বানই অচলায়তনের আহ্বান। ...প্রাচীনের জয়ঘোষণায় করতালি লাভ আমার পক্ষে কঠিন নয়, একদিন তা পেয়েছি, কিন্তু মনকে আর দেশকে সনাতনের চুষিকাঠি হাতে ধরিয়ে ছেলেভোলানোর প্রবৃত্তি নেই আর। দেশের তরুণদের কাছেও প্রিয়বচন ছড়িয়ে প্রিয় হতে চাই নে—আঘাত দিতে ও নিতে প্রস্তুত যত দুঃখই পাই না কেন।'[১৩১]

৪ অগ্র [সোম 20 Nov] রবীন্দ্রনাথ বিপিনবিহারী গুপ্তকে লিখেছিলেন : 'আগামী বুধবার রাত্রে আমি কলিকাতায় পৌঁছিব।' ডাঃ নীলরতন সরকারের ভাগিনেয়ী সুরীতি দেবী [বসু] অন্যান্য ব্রাহ্মবালিকাদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণ করেছিলেন, ৫ অগ্র তাঁকে লেখেন : 'কাল আমি কলকাতায় যাব—গোলেমালে সেখানে সময় পাবনা বলে এই শান্তিনিকেতনে বসে তোমার আগামী জন্মদিনের উপহারস্বরূপে আমার হৃদয়ের মঙ্গলকামনা আজ প্রভাতে লিপিবদ্ধ করলুম।'[১৩২] ৬ অগ্র [বুধ 22 Nov] বিকেলের ট্রেনে রাত্রে তিনি কলকাতায় পৌঁছন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসা, তা সংঘটিত হয়নি।

*24 Nov [শুক্র ৮ অগ্র] তিনি অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখেন : 'এ শনিবারে সংবর্দ্ধনা হইবে না। আগামী শনিবারের পরের শনিবারে অর্থাৎ ১৭ই [?] তারিখে দিন স্থির হইয়াছে। আমি সময়মত খবর পাই নাই বলিয়া আগে হইতে আসিয়া বসিয়া আছি।'[১৩৩]

রবীন্দ্রনাথ অন্তত ১১ অগ্র [সোম 27 Nov] পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন, তার প্রমাণ ঐ তারিখে ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরীকে লেখা চিঠি : 'তোমাদের পরীক্ষার সময়ে তোমরা জোড়াসাঁকোয় থাকিয়া যাহাতে পরীক্ষা দিতে যাইতে পার আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। ...সংবৰ্দ্ধনার দিন পিছাইয়া গিয়াছে—অতএব আমি আর অধিক দিন এখানে থাকিব না। সম্প্রতি অত্যন্ত বাদলা করিয়াছে এই বাদলাটা কাটিয়া গেলেই হয় পুরীতে নয় পদ্মায় পালাইব।'[১৩৪] তিনি পদ্মাতেই যান, 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের নিকট সিলাইদহে টেলিগ্রাম করার ব্যায় ১৩ ও ১৪ অগ্রহায়ণ' হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়।

অগ্রহায়ণ মাসের বাকি দিনগুলি তিনি কোথায় কাটান নিশ্চিত করে বলা শক্ত। এইসময়ে লেখা তাঁর চিঠিগুলির স্থাননির্দেশ সবসময়ে যথাযথ নয়। যেমন, ৭ অগ্র অমল হোমকে চিঠি লেখেন কলকাতা থেকে, কিন্তু চিঠির উপরে লেখা : 'শান্তিনিকেতন/বোলপুর'। তেমনি ১৬ অগ্র [শনি 2 Dec] ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দুটি গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠ করে যে প্রশংসাপত্র লিখেছেন,[১৩৫] তার স্থাননির্দেশ আছে 'শান্তিনিকেতন'—কিন্তু আমাদের ধারণা, পত্রটি শিলাইদহ থেকে লেখা হয়েছিল।

নিউইয়র্কের আইনজীবী Myron H. Phelps-এর সঙ্গে 1909-এ রবীন্দ্রনাথের পত্রবিনিময় হয়েছিল, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। ঐ বছরই গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তারপরে 1910-এর মাঝামাঝি তিনি ভারতে আসেন এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে 26 Nov 1911 [রবি ১০ অগ্র] হরিদ্বারের গুরুকুল বিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে এইসব সংবাদ জানান ও শীঘ্রই পূর্বভারতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখনও ইংরেজিতে চিঠি লিখতে সংকোচ বোধ করতেন, তাই 9 Dec [শনি ২৩ অগ্র] তারিখ দিয়ে যে খসড়া প্রস্তুত করেন, সেটি অন্য কাউকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নেন—পত্রশীর্ষে আছে কলকাতার ঠিকানা। Phelps-এর মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে 16 Dec 1911 তারিখ-সহ পত্রটির একটি অনুলিপি পেয়ে একজন আমেরিকান সেটি পাঠিয়ে দিলে তার প্রথম অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়ে বাকি অংশ *Visva-Bharati News* [Oct-Nov 1933, pp. 27–28]-এ মুদ্রিত হয়। অপ্রকাশিত অংশটিতে তিনি লেখেন : 'I am deeply touched by your sympathetic, though too generous, appreciation of the view at which I have arrived, and tempted by the evident sincereity of your letter to pursue a little further some of the avenues of thought which you have opened up.'[১৩৬] অপর অংশে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের পন্থা-পদ্ধতির কথা লিখেছেন, যা এই সময়ে তাঁর রচনার মূল সুর হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মীরা দেবীর পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ১৯ অগ্র [মঙ্গল 5 Dec]* তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। এই সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন। 'শুক্রবার' [২২ অগ্র : 8 Dec] তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন : 'আমার দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে।'[১৩৭]

এই যাত্রায় তিনি ২ পৌষ [সোম 18 Dec] পর্যন্ত কলকাতায় থাকেন। শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবে তিনি উপস্থিত থাকবেন না বলে আগেই ঠিক করেছিলেন। বিদেশযাত্রার ভূমিকা-স্বরূপ তিনি নিজের বিভিন্ন দায়িত্ব অন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে বুধবার ও বৃহস্পতিবার উপাসনা করার ভার যথাক্রমে নেপালচন্দ্র রায় ও ক্ষিতিমোহন সেনের উপর অর্পণ করেন। পৌষ উৎসবে সকাল ও সন্ধ্যার উপাসনার ভার প্রদত্ত হয়েছিল যথাক্রমে অজিতকুমার চক্রবর্তী ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর উপর।

২ পৌষ কলকাতা ত্যাগের আগে তিনি নিজের হাতে বাংলায় লেখা একটি উইলপত্র সম্পাদন করেন। উইলটি রেজেস্ট্রি করা হয়নি, কিন্তু দূরদেশে যাওয়ার আগে নিজের সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন এটি তারই নিদর্শন :

আমার উইলপত্র।

আমার মৃত্যুর পরে আমার সমুদয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে আমি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিবাস ছয় নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, জোড়াসাঁকো কলিকাতা,—সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দচিত্তে এই উইলপত্র লিখিয়া দিতেছি :—

(১) বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার শ্রাদ্ধক্রিয়া অনধিক একহাজার টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হইবে।

(২) যেহেতু আমার জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী মাধুরীলতা দেবীর অভাব অল্প ও তাঁহার সঙ্গতি যথেষ্ট এই কারণে কেবলমাত্র আমার স্নেহের নিদর্শনস্বরূপে তাঁহার জন্য মাসিক পঞ্চাশ এবং আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অতসীলতা দেবীর জন্য মাসিক একশত টাকা মাসহরা বরাদ্দ করিলাম।

(৩) যদি আমার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির জীবিতকালেই আমার কন্যা শ্রীমতী অতসীলতা দেবীর মৃত্যু ঘটে তবে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি যাবজ্জীবন পঞ্চাশ টাকা মাসহারা পাইবেন।

(৪) যদি শ্রীমতী মাধুরীলতা বা অতসীলতা দেবীর বৈধব্য ঘটে তবে তাঁহাদের বরাদ্দ মাসহারার অতিরিক্ত আরো পঞ্চাশ টাকা করিয়া তাঁহারা মাসিক পাইবেন।

উপরিলিখিত ১, ২, ৩ ও ৪ দফায় বর্ণিত দেয় বাদে অবশিষ্ট আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আমি আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দান করিলাম।

শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আমার ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমার উইলের এক্জিক্যুটর নিযুক্ত করিলাম।

অদ্য বাংলা ২রা পৌষ ১৩১৮ শালে ইংরাজি ১৮ই ডিসেম্বর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সোমবার আমি এই উইলপত্র লিখিলাম। ইহার পূর্ব্বে আমাকর্ত্তৃক যে কিছু উইল লেখা হইয়াছে তাহা বাতিল হইয়া এই বর্ত্তমান লিপিই আমার চরমপত্ররূপে গণ্য হইয়া গ্রাহ্য হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ—অপরপত্রে রথীন্দ্রনাথের প্রতি আমার উপদেশ ও ইচ্ছা নিবেদন করিলাম তাহা আমার এই উইলের অঙ্গ নহে সে সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু কর্ত্তব্য তা সম্পূর্ণ তাঁহার ইচ্ছাধীন। ইতি ২রা পৌষ ১৩১৮ সোমবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাক্ষী—/শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়/৬নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের গলি, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/৯ নং শ্রীনাথ রায়ের গলি চোরবাগান কলিকাতা

আমার মনোবাঞ্ছা নিবেদন।

বোলপুর বিদ্যালয়কে রক্ষা করা সম্বন্ধে আমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহা রথীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অবগত আছেন। সে সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে কোনোরূপে আবদ্ধ করিতে চাহিনা। কারণ বিদ্যালয়ের কখন্ কিরূপ অবস্থা ঘটিবে এবং সে সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য হইবে তাহা আগে হইতে চিন্তা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব। আমি নিশ্চয় জানি এ সম্বন্ধে যখন যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্পাদন করিবেন।

জমিদারী সম্পত্তির আয় নিজের ভোগে না লাগাইয়া প্রজাদের হিতার্থে যাহাতে নিযুক্ত করেন রথীন্দ্রকে সে সম্বন্ধে বারবার উপদেশ দিয়াছি। তদনুসারে এইরূপ মঙ্গল অনুষ্ঠানে তিনি যদি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রসন্নচিত্তে উৎসর্গ করিতে পারেন তবে আমার বহুকালের একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ইতি ২রা পৌষ ১৩১৮ সোমবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাক্ষী/শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়/৬ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের গলি, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/৯ নং শ্রীনাথ রায়ের গলি চোরবাগান কলিকাতা

এই উইল পূর্ববর্তী উইলগুলিকে বাতিল করল, রবীন্দ্রনাথ এমন লিখেছেন। কিন্তু এর আগে তিনি আর কোনও উইল করেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই উইল বাতিল করেন ও 22

Aug 1925 [৬ ভাদ্র ১৩৩২] তারিখে একটি ট্রাস্ট ডীড সম্পাদন করেন। 'মনোবাঞ্ছা' অংশের শেষ অনুচ্ছেদটি লক্ষণীয়। জমিদারী সম্পত্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরে এইরূপ মনোভাবই পোষণ করে আসছিলেন, পরেও তাঁর মত পরিবর্তিত হয়নি—কিন্তু বিশ্বভারতীর ক্ষুধা মেটাতে গ্রন্থলব্ধ আয় সীমাবদ্ধ হওয়ায় পারিবারিক প্রয়োজনে জমিদারীর আয়ের উপর অগত্যা নির্ভর করতে হয়েছে।

২ পৌষ রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যান, কিন্তু কয়েকদিন পরেই কলকাতায় ফিরে আসেন। তার আগে 'রবিবার' [*24 Dec: ৮ পৌষ] তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন :

দীর্ঘকাল কন্যার পীড়ার উদ্বেগে Theistic Conference-এর জন্য "ধর্ম্মশিক্ষা" প্রবন্ধটি লিখিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া সেটি লিখিয়াছি। কিন্তু এখানে নিরুদ্বেগ অবকাশ এত বেশি যে প্রবন্ধটি বিনা বাধায় যথেষ্ট দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এত বড় বাংলা প্রবন্ধ কনফারেন্স্ সভায় পাঠ করা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। যদি সময় থাকিতে লেখা শেষ করিতে পারিতাম তবে ইংরেজি অনুবাদের চেষ্টা করিয়া ওটাকে বিদেশীদের কাছে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যাইত। কিন্তু আর তাহার সময় নাই। অতএব যদি আমাকে অব্যাহতি দেন তবে লেখাটা আর কোনো সময়ে বাঙালী শ্রোতাদের কাছে পড়িয়া চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে ভাবিয়াছিলাম লেখাটা পাঠাইয়া দিব তাহার পরে আপনারা যা খুসি করিবেন কিন্তু তাহার চেয়ে নিজে উপস্থিত হইয়া পাপক্ষালন করাই ভাল। কাল সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিতে চেষ্টা করিব। মঙ্গলবার আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।[১৩৮]

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গে প্রত্যেক বৎসর একেশ্বরবাদীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। বর্তমান বৎসরে পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ দারের [Pandit Bishan Narayan Dhar] সভাপতিত্বে কলকাতায় ২৬তম অধিবেশন বসে 26–28 Dec [মঙ্গল-বৃহ ১০–১২ পৌষ] অরিখে। এরই সঙ্গে ১৯তম সর্বভারতীয় একেশ্বরবাদীদের সম্মেলন ম্যাঙ্গালোরের উল্লাল রঘুনাথাইয়া [Ullal Raghunathaya]র সভাপতিত্বে উক্ত দিনগুলিতেই সিটি কলেজ ভবনে আয়োজিত হয়। এই সম্মেলনের জন্যই রবীন্দ্রনাথের 'ধর্মশিক্ষা' [দ্র তত্ত্ব, মাঘ। ২২৭–৩৮; সঞ্চয় ১৮। ৩৭২–৯২] প্রবন্ধটি রচিত হয়।

কিন্তু কবে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবিষয়ে একটি সংশয় উপস্থিত হয়েছে। তত্ত্বকৌমুদী-তে [১৬ পৌষ। ২১৬] লিখিত হয় : '২৭এ তারিখ...এই দিন সন্ধ্যার সময়ে মিঃ ওয়েলিঙ্কার "ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা" ও বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "বালকদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ...সরোজিনী নাইডু ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন।' সঞ্চয়-এর গ্রন্থপরিচয়েও আছে : 'ধর্মশিক্ষা কলিকাতা সিটি কলেজে অনুষ্ঠিত একেশ্বরবাদীগণের সম্মিলনে ২৭ ডিসেম্বর ১৯১১ সায়ংকালে পঠিত হয়।' কিন্তু *The Bengalee* [28 Dec] লেখে : 'This morning the conference will proceed with deliberations among others Babu Rabindra Nath Tagore, Principal Wellenker and Mrs. Sarojinee Naidu will take part.'

সীতা দেবী শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বর্ণনা দিয়েছেন :

পুরাতন সিটি কলেজ গৃহে এই কন্ফারেন্স হইয়াছিল। এখন সেই বাড়িটিতে সিটি স্কুল হয়। বাড়িটি পুরাতন, নড়বড়ে গোছের, সিঁড়িটিও সংকীর্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ আসিবেন শুনিয়া সেদিন যে কি বিপুল জনতা হইয়াছিল তাহ, যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই মনে করিতে পারিবেন। প্রতি মুহূর্তেই ভয় হইতেছিল যে জনতার ঠেলায় এইবার জীর্ণ বাড়িটি ধরাশায়ী হইবে, এবং আমরাও জীবন্তসমাধি লাভ করিব। ... জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, কোলাহলও প্রায় সাগরের গর্জনের মত শুনাইতে লাগিল। শুনিলাম কবি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন সপরিবারেই, কিন্তু ভক্তবৃন্দের ভিড় ঠেলিয়া উপরে আসিতে পারিতেছেন না। ...জনতার কোলাহল ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া অনুষ্ঠাতারা সভার কার্য আরম্ভ করিয়া দেওয়াই স্থির করিলেন। প্রথমে একটি গান হইল, তাহার পর সভাপতি উঠিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনার ভিতরেই প্রচণ্ড করতালিধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে রবীন্দ্রনাথ ভিড় ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারিয়াছেন। ...রবীন্দ্রনাথ আসিয়া সভাপতির পাশে আসন গ্রহণ করিলেন, সভার কাজ আবার আরম্ভ হইল। বিদেশী কয়েকজন ভদ্রলোকের বক্তৃতার পর কবি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ঘরের ভিতর তাঁহার কণ্ঠস্বর

স্পষ্টই শোনা গেল, বাহিরে তখনও পূর্ণ বিক্রমে গোলমাল চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের পরে বিনয়েন্দ্রনাথ সেন বক্তৃতা করিলেন। একটি গানের পর সভাভঙ্গ হইল। গান শেষ হইবামাত্র রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেলেন।[১৩৯]

—লক্ষণীয়, তত্ত্বকৌমুদী ও বেঙ্গলী উভয়ের সংবাদের সঙ্গে সীতা দেবীর বিবরণের পার্থক্য আছে।

বালকবালিকাদের কী উপায়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে এই নিয়ে খ্রিস্টীয় দেশগুলি চিন্তিত। রবীন্দ্রনাথ বললেন, ব্রাহ্মসমাজে এই শিক্ষার কিরূপ আয়োজন হতে পারে বন্ধুদের অনুরোধে তিনি সেই বিষয়েই আলোচনা করবেন। তাঁর মতে, ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক; কিন্তু যেখানে তা জীবনযাত্রার একটা অংশমাত্র সেখানে এই শিক্ষার পদ্ধতি নির্ণয় করা দুরূহ। আধুনিক জীবনে ধর্মের স্থান সংকীর্ণ হওয়াতে সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার যোগ বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। বাঁধা বচন মুখস্থ করা বা বাঁধা আচার অভ্যাস করা ধর্মশিক্ষা নয়। স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়ে আছে, ধর্মও তেমনি মানুষের সমগ্র-প্রকৃতিগত। তাই যে বাড়িতে বৈষয়িকতাকে প্রবল না করে 'বিশ্বের মঙ্গলময় স্বামীকেই বাক্যে ও ব্যবহারে' মেনে চলা হয়, 'সকল প্রকার সাময়িক ঘটনাকে নিজের রাগদ্বেষের নিক্তিতে তৌল না করিয়া, ভূমার মধ্যে স্থাপিত করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে বিচার ও যথোচিতভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ' করার চেষ্টা হয়, সেখানে ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা সহজ হয়। কিন্তু এরূপ অনুকূল পরিবেশ সর্বত্র পাওয়া শক্ত। এইজন্যই আশ্রম প্রয়োজন, 'যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম।' সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেখানেই ধর্মশিক্ষা হবে —'ধর্মসাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকল প্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।' শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এই চেষ্টাই করা হচ্ছে। তাঁর কোনো বন্ধু সমালোচনা করে বলেছিলেন, জনতা থেকে দূরে একটি নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা তার মধ্যে একটি শৌখিনতা আছে পুরোপুরি সত্য নেই, সুতরাং সেখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নয়। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বলেন, এক-শ দু-শ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আয়োজনের সমস্যা-কণ্টকিত জীবনযাপন শৌখিনতা-বিলাস নয় এবং সংসারের দাবি, বৈষয়িকতার আড়ম্বর, প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য ও অহং-পুরুষের উদ্ধত মূর্তির সাক্ষাৎ সেখানে দুর্লক্ষ্য নয়—বরং ভালোমন্দে মেশানো সাধারণ লোকালয়ের চেয়ে মন্দকে সেখানে সহজে দেখা যায়। আসলে, যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই তার পরিচয় নয়, যেখানে সে দৃষ্টি রেখেছে সেখানেই তার প্রকাশ। 'এইজন্যই ধর্মশিক্ষার ইস্কুল নাই, তাহার আশ্রম আছে, যেখানে মানুষের ধর্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্বোধন হয়।' তাঁর জীবনের এগারোটি বছর আশ্রম-বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করে কেটেছে, সুতরাং তার সাফল্যের কথা নিজের মুখে বলায় অহমিকা প্রকাশ পেতে পারে—তবু ভাষণের উপসংহারে তিনি বিদ্যালয়টির পূর্ণাঙ্গ সাধনার রূপটি আবেগপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবে তা কতটুকু রূপায়িত হয়েছে সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনায় তার যে রূপটি উদ্ভাসিত হয়েছিল তার মূল্যও কম নয়।

এ আমরা আগেই বলেছি, কংগ্রেসের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশন 26–28 Dec কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১১ পৌষ [বুধ 27 Dec] দুপুর বারোটায় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয় সমবেত কণ্ঠে

রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' [দ্র গীত ১। ২৪৯—৫০] গানটি দিয়ে। *The Bengalee* [28 Dec]-তে লেখা হয় :

The proceeding commenced with a patriotic song composed by Babu Rabindranath Tagore, the leading poet of Bengal ("Jana gano mano adhinayak") of which we give an English translation.

পত্রিকাটিতে পাঁচটি স্তবকেরই ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হয়েছে, আমরা এখানে কেবল প্রথম স্তবকটির অনুবাদ উদ্ধৃত করছি :

King of the heart of nations, Lord of our country's fate,—Scinde, Guzerat, Maharashthra and the Punjab, Dravida, Utkala and Bengal, the Vindays and the Himalayas and the heaving waters of the Jumna and the Ganges—they waken at thy name, they crave thy blessing, (together) they raise the hymn of thy praise.

Dispenser of all good to nations, king of our country's fate—we salute thee, they all hail to thy name.

গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, কবে ও কোথায় রচিত তাও জানা যায় না। গানটিকে ভারতের জাতীয়সংগীত হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে রবীন্দ্র-বিরোধীরা প্রচার করেন, গানটি সম্রাট পঞ্চম জর্জের কলকাতা আগমনকে কেন্দ্র করে রচিত। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র পুলিনবিহারী সেন গানটি রচনার উপলক্ষ জানতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখলে তিনি 20 Nov 1937 [রবি ৪ অগ্র ১৩৪৪] তাঁকে লেখেন :

সে বৎসর ভারতসম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথী, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেন না তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক বুদ্ধির অভাব ছিল না।[১৪০]

প্রবোধচন্দ্র সেন 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' [১৩৫৬] পুস্তিকায় উক্ত বন্ধুর পরিচয়-প্রসঙ্গে পাদটীকায় [পৃ ২] লিখেছেন : 'সম্ভবত শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement, p. xviii)। তাঁর সাহিত্যবুদ্ধির উল্লেখ আছে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে।' কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির কর্মভার গ্রহণ করেন 5 Feb 1912 [সোম ২২ মাঘ] তারিখে ও 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হন 1921-এ। আর 'জনগণমন' গাওয়া হয় 27 Dec 1911 [বুধ ১১ পৌষ] তারিখে। সুতরাং 'সম্রাটের জয়গান' রচনায় প্ররোচনা-দাতা 'রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান...কোনো বন্ধু' হিসেবে আশুতোষকে চিহ্নিত করা উচিত নয়। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এর উক্ত সংখ্যায় গানটি সম্পর্কে লেখা হয় : '...in December [1911] Rabindranath composes, at the request of Asutosh Chaudhuri, for the twenty-sixth session of the Indian National Congress in Calcutta, his famous national song, *Jana-gana-mana-*

adhinayaka,...' —সুতরাং এই নজির দেখিয়েও আশুতোষকে উক্ত অপরাধের জন্য দায়ী করা চলে না। উল্লিখিত পত্রটি পৌষ ১৩৪৪-সংখ্যা বিচিত্রা-য় [পৃ ৭০৯–১০] মুদ্রিত হয়েছিল, সেই পাঠে আছে : 'এ গান বিশেষভাবে কন্‌গ্রেসের জন্য লিখিত হয়নি'—কাজেই এক্ষেত্রেও আশুতোষের ভূমিকা অবান্তর হয়ে পড়ে। বরং উক্ত 'রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান...বন্ধু' হিসেবে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির 'স্যার' [1906] 'মহারাজা' [1908] প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরকে [1873–1942] গ্রহণ করা সংগত। প্রবোধচন্দ্র উক্ত পুস্তিকায় *The Orient* পত্রিকায় প্রকাশিত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন; '*The Historical Record of the Imperial Visit to India, 1911*' [1914] গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি লেখেন : 'The only Indian musical programme for the occasion was composed and presented to Their Majesties by Prof. Dakshina Sen and Sir Prodyot Tagore during the pageant at Calcutta on the 5th January, 1912.'[১৪১] *The Bengalee* [6 Jan] লেখে : 'Prodyot Kumar Tagore, Kt and Maharaja Jagadindra Nath Roy of Nattore held two State Umbrellas behind Their Majesties as they proceed to the dias.' বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ দক্ষিণাচরণ সেন [1860–1925] পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে সংগীত-সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 'জনগণমন' গান যে পঞ্চম জর্জের উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি, একথা বুঝতে পেরেই প্রদ্যোতকুমার সম্ভবত দক্ষিণাচরণকে দিয়ে গান রচনা করেন।

কংগ্রেসের উক্ত দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সমবেত কণ্ঠে 'জনগণমন' উদ্বোধনী-সংগীতের পর রাজদম্পতিকে স্বাগত জানিয়ে ও বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা করার জন্য পঞ্চম জর্জের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দুটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয় এবং তার পরে 'A Hindi song paying heart-felt homage to Their Majesties was sung by the Bengali boys and girls in chorus' [*The Bengalee*, 28 Dec]। এই তথ্যই বিকৃতভাবে *The Englishman* ও *The Statesman* পত্রিকায় ও রয়টারের টেলিগ্রাম অবলম্বনে বিলেতের *India* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'জনগণমন' রাজপ্রশস্তি উপলক্ষে রচিত হয়েছিল, এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের জন্য এই তিনটি পত্রিকাই দায়ী। কলকাতার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বিকৃত সংবাদগুলির প্রতি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তিনি মাঘ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে 'ভারত-বিধাতা/(ব্রহ্মসঙ্গীত)' [পৃ ২১৯] শিরোনামায় গানটি ছাপিয়ে তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। কয়েকদিন পরে ১১ মাঘ [বৃহ 25 Jan] গানটি মাঘোৎসবে ব্রহ্মসংগীত হিসেবেই গীত হয়।

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর উক্ত পুস্তিকায় সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য সাজিয়ে গানটি সম্পর্কে অপপ্রচারের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।

অপপ্রচার দ্রুত কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় Jan 1913-এ পিতা Homer L. Pound-কে লণ্ডন থেকে তরুণ আমেরিকান কবি Ezra Pound-লিখিত একটি পত্রে :

There is a charming tale of the last durbar anent R.T. one Bengali here in London was wailing to W.B.Y. "How can one speak of patriotism of Bengal, when our greatest poet has written this ode to the King?" And Yeats taxing one of Rabindranath's students elicited this response. "Ah! I will tell you about that poem. The national committee came to Mr. Tagore

and asked him to write something for the reception. And as you know Mr. Tagore is very obliging. And all that afternoon he tried to write them a poem, and he could not. And that evening the poet as usual retired to his meditation. And in the morning he descended with a sheet of paper. He said, 'Here is a poem I have written. It is addressed to the deity. But you may give it to the national committee. Perhaps it will content them.

The joke, which is worthy of Voltaire, is for private consumption only, as it might be construed politically if it were printed.[১৪১ক]

স্বাধীন ভারত রাজনৈতিক ভাবেই গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়ে এই সমস্ত অপপ্রচারের জবাব দিয়েছে।

ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমরা এই প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য উদ্ধার করে দিচ্ছি। 22 Jun 1911 [বৃহ ৭ আষাঢ়] সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক হয়। তার আগের দিন বেঙ্গলী পত্রিকায় 'Bengal's Coronation Day./[By a Distinguished Bengali Poet.]' শিরোনামায় পাঁচটি স্তবকের একটি গান বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়; তার প্রথম কয়েকটি ছত্র এইরূপ :

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ...
বাজাও শঙ্খ, ভুলহ দৈন্য, করহ সজ্জা ত্যজহ ক্লেশ,
সপ্ত কোটি মিলিত নেত্রে দেখিবে আজি রাজার বেশ।

আবার রাজদম্পতির ভারত আগমন উপলক্ষে 'পূর্ণিমা মিলনে গীত' এই কবিরই রচিত একটি গান স্বনামে পৌষ-সংখ্যা অর্চ্চনা-য় [পৃ ৪২৩—২৪] প্রকাশিত হয় :

প্রবল বাড়ববহ্নির মত বারিধিবক্ষ হ'তে
উঠিয়া যে জাতি চলিল রঙ্গে আবার আলোকস্রোতে;
মথিয়া জলধি, দলিয়া মেদিনী, লঙ্ঘি' শৈলরাজি;—
সে জাতির রাজা, মহারাজ ঐ ভারতে এসেছে আজি।
বাজুক শঙ্খ, উড়ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি;—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি। ...

কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'আবাহন-গীতি'ও 'অর্চ্চনা-সাহিত্য-সম্মিলনী'তে গীত হয়েছিল [দ্র অর্চ্চনা, পৌষ। ৪২৩] :

উঠ রে ভাই, উঠ সবাই, বাজাও বিজয়-ডঙ্কা!
ভারতের ভূপ ভারতে এসেছে (মহিষী সহ) (সচিব সহ)
কিসের অভাব, কিসের শঙ্কা!

—এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি। তবে জানকীনাথ ঘোষালের সভাপতিত্বে অভ্যর্থনা সমিতির যে Executive Council গঠিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে তার অন্যতম সদস্য নির্বাচিত করা হয়।[১৪২] ডাঃ নীলরতন সরকার ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক। তাঁর সহকারী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী জানিয়েছেন, 'ডাক্তার নীলরতনের নির্দেশে তিনিই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গানটি

['জনগণমন'] এনে তাঁকে দেন! কংগ্রেসে গীত হবার পূর্বে ডাক্তার নীলরতনের হ্যারিসন রোডের বাসভবনেই গানটির রিহারস্যাল হয়।'[১৪৩] গায়কদের অন্যতম ছিলেন শ্রীযুক্ত অমল হোম, তিনি জানিয়েছেন, দিনেন্দ্রনাথ তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১৪৪]

জাতীয় কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় একেশ্বরবাদী সম্মেলনের অধিবেশনের পরেও রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন কলকাতায় ছিলেন। সীতা দেবী লিখেছেন : 'ইহার দুই-তিন দিন পরে রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলা হাঁটিয়াই আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিলেন। স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী দাসও সেই সময় আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি কবিবরের সাক্ষাৎ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিলেন।'[১৪৫]

এই সময়ে লিখিত তাঁর দুখানি চিঠি পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী গিরিডির শ্রীশচন্দ্র রায়ের কন্যা সুধাময়ীকে ১৩ পৌষ [শুক্র 29 Dec] লেখেন : 'আমি কিছুদিন পদ্মার চরে বোটে নির্জ্জনে ছিলাম—সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছি। আবার দুই একদিনের মধ্যেই বোলপুরে যাইতে হইবে।'[১৪৬] ১৪ পৌষ [শনি 30 Dec] বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এর প্রশংসা ও সুপ্রভাত-এ প্রকাশিত নিজের সাক্ষাৎকার বিষয়ে সংকোচ প্রকাশ করে তাঁকে যা লিখেছেন, তা খুবই ঔৎসুক্যজনক :

এবারকার গ্রন্থাবলীতে আমার কবিতা যথাসম্ভব অল্পই বাদ দেওয়া হইতেছে। দামু চামু কবিতাটা এত বেশি সাময়িক যে উহাকে কবিতাই বলা চলে না এবং আর কিছুদিন পরে পাঠকেরা উহার অর্থই বুঝিতে পারিবেনা। উহার মধ্যে যেটুকু রূঢ়তা কেবলমাত্র সেইটুকুই চোখে পড়িবে, উহার আর কোনো গুণ বা উপযোগিতা দেখাই যাইবে না। এমন সকল জিনিষকে নিত্যকালের সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড় করানোই বেয়াদবি। কালের দরবারে ইহারা কেবল মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া যাইবে এইরূপই ব্যবস্থা করা আছে কিন্তু ইহারা যদি আটপৌড়ে কাপড় পরিয়া সভার আসন ছাড়িয়া গট্ হইয়া বসে তবে তাহার মত হাস্যকর আর কিছুই হইতে পারে না। এইজন্য ইহাদের প্রতিই দয়া করিয়া ইহাদিগকে বিদায়ের রাস্তা দেখাইয়া দিতে হইয়াছে।

ভগ্নহৃদয় কাব্যটাকে অন্য কারণে সরাইয়া রাখিয়াছি। কাঁচা লেখার প্রতি লেখকের মমতা থাকে কিন্তু জ্যাঠা লেখার প্রতি থাকে না। গদ্যে য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে ও পদ্যে ভগ্নহৃদয় কাঁচাও নহে পাকাও নহে, তাহা পাকামি করিয়া ভদ্রসাহিত্যসভার অযোগ্য হইয়াছে। তাহাতে বাল্যের সরলতা নাই, পরিণত বয়সের নৈপুণ্য নাই, মাঝবয়সের কৃত্রিমতার আতিশয্য আছে—সেটাকে উচ্চ স্তম্ভের উপর দাঁড় করাইয়া দিনের আলোয় তাহার লজ্জাকে চিরস্থায়ী করিবার কি দরকার?[১৪৭]

এই পত্র রচনার উপলক্ষটি হল রবীন্দ্রনাথের প্রায় সবগুলি কাব্যগ্রন্থের ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত নূতন সংস্করণ। প্রতিষ্ঠানটি তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ এবং চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ ও মালিনী কাব্যনাট্যের নূতন সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী শুধু 20 Dec [বুধ ৪ পৌষ] তারিখেই 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং 'কড়ি ও কোমল' এই পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে সত্যই 'যথাসম্ভব অল্প' কবিতা বাদ যায়। 'কড়ি ও কোমল'-এ 'শরতের শুকতারা', 'দামু ও চামু' এবং ইন্দিরা দেবীকে লেখা চারটি পত্র-কবিতা বর্জিত হয় —'কো তুঁহু' এই গ্রন্থ থেকে বর্জিত হলেও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। 'ভগ্নহৃদয়' মুদ্রণও আরম্ভ হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথকে প্রুফ পাঠালে তিনি প্রথমে যথারীতি সংশোধনও করেন, কিন্তু তার পরেই প্রথমে 'Rubbish!' ও শেষে 'দোহাই ধর্ম্মের এটা ছাপিয়োনা!!' মন্তব্য-সহ প্রুফটি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে ফেরৎ পাঠালে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। সম্ভবত মণিলালের কাছেই এইসব কথা শুনে বিপিনবিহারী রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখলে তিনি পূর্বোদ্ধৃত পত্রটি লিখেছিলেন; পত্রের শেষে তিনি

লেখেন : 'আপনার পত্র পাইতে বিলম্ব হইয়াছে।' সম্ভবত 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' গ্রন্থটিও পুনর্মুদ্রণের কথা ভাবা হয়েছিল।

নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি পৌষ মাসে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮৩৩ শক [৮২১ সংখ্যা] :

১৯১—৯৭ 'বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তিবাদ'

এটি 'সংকলন' জাতীয় রচনা হলেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনা ও বিশ্লেষণের যোগে একটি স্বাধীন প্রবন্ধেরই সমতুল। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বিভিন্ন ধর্মের মূল সত্য ও তাদের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি নিজেও লিখেছেন, অন্যদেরও লিখতে উৎসাহিত করেছেন। লণ্ডনে বা বার্লিনে অনুষ্ঠিত ধর্ম-ইতিহাস আন্তর্জাতিকসম্মিলনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি ও হিবার্ট জার্নাল, কোয়েস্ট প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তৎ-সংক্রান্ত আলোচনাগুলির প্রতি তিনি এই কারণেই কৌতূহল বোধ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধটি এইরূপ কয়েকটি আলোচনাকে কেন্দ্র করে রচিত। একটি বিশেষ দেশে ও বিশেষ সময়ে বৌদ্ধধর্মের জন্ম হলেও বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে তার বিচিত্র পরিবর্তন হয়েছে ও অন্যান্য ধর্মের উপরও তার প্রভাব পড়েছে, এই কথার সমথনে দৃষ্টান্ত ও যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি লিখেছেন : 'ইতিহাসের কোনো একটা বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম্ম বলিব—আর যাহা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব খাদ্যকে আত্মসাৎ করিয়া আপন জীবনকে পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম বলিব না এই যদি পণ করিয়া বসি তবে কোনো জীবিত ধর্ম্মকে ধর্ম্ম নাম দেওয়া চলে না।' ব্রাহ্মধর্মকে 'মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত' হিন্দুধর্মেরই একটি বিশেষ রূপ বলে তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে ও ভাষণে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান রচনাটিকে দেখলে এটি অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

ভারতী, পৌষ ১৩১৮ [৩৫।৯] :

৮৪১—৫৮ 'পণরক্ষা' দ্র গল্পগুচ্ছ ২২। ৪০৭—২৭

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্পের সূত্র অবলম্বন করে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি এই গল্পটি কি করে রচিত হয়ে উঠেছিল তার ইতিহাস আমরা যথাস্থানে বিবৃত করেছি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ন্যাশানাল ফাণ্ডের টাকায় কুষ্টিয়া, ভারত সংগীতসমাজ ও অন্যত্র যে-সব তাঁতশিক্ষার স্কুল খোলা হয়েছিল, তার কোনো-কোনোটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন—সেগুলির নৈরাশ্যজনক পরিণতির কারণ নিয়ে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ গল্পটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

প্রবাসী, পৌষ ১৩১৮ [১১।২।৩] :

২০৭—১৩ 'জীবনস্মৃতি' দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ৩০৯—২৩

২৭৬—৮১ 'রূপ ও অরূপ' দ্র সঞ্চয় ১৮। ৩৩৫—৪৩

'শুক্রবার' [? ২২ অগ্র : 7 Dec] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লেখেন : "রূপ ও অরূপ" বলিয়া একটি লেখা প্রবাসীর জন্য পাঠাইয়াছিলাম—পাইয়াছেন কি?'[১৪৮] এই প্রবন্ধে তিনি সাহিত্য ও ধর্মে রূপ ও অরূপের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে প্রতিমাপূজার সীমাবদ্ধতার কথা লিখেছেন। 'সাহিত্যে আমরা

কল্পনাকে মুক্তি দিবার জন্যই রূপের সৃষ্টি করি—দেবমূর্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকি', এই মত প্রকাশ করে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম না করে লিখেছেন :

এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেননা "সিংহ মায়ের বাহন"। শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। কারণ, যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ-উদ্ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোনো এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।

The Modern Review, Jan 1912 [Vol. XI, No. 1]:

50–56 ~The Cabuliwallah' দ্র *The Hungry Stones and Other Stories*

ভগিনী নিবেদিতা Nov 1900 [অগ্র ১৩০৭]-এ জগদীশচন্দ্রের সহায়তায় গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। নন্দলাল বসু গল্পটি অবলম্বনে কাবুলিওয়ালার একটি ছবি আঁকেন এবং সেটি 'By the courtsey of Babu Rabindranath Tagore' এখানে মুদ্রিত হয়।

১৩ পৌষ রবীন্দ্রনাথ সুধাময়ী রায়কে লিখেছিলেন, 'দুই একদিনের মধ্যেই বোলপুর যাইতে হইবে'—কিন্তু তিনি ঠিক কবে সেখানে যান কিংবা আদৌ গিয়েছিলেন কিনা বলার মতো কোনো তথ্য নেই। তবে সম্ভবত ১৯ পৌষ [বৃহ 4 Jan] তিনি কলকাতায় ছিলেন। তত্ত্ব-কৌমুদী [১ মাঘ। ২২৬]-তে লেখা হয় : 'বিগত ৪ঠা জানুয়ারি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।' আদি ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রে ঘটনাটি বিপ্লবাত্মক। কেশবচন্দ্র সেনের সমাজ-ত্যাগের [1866: ১২৭৩] পর ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেউ আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে বসে উপাসনার অধিকার পাননি, এমনকি এই সমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসুও কোনোদিন বেদিতে বসেননি। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে লিখেছেন :

...যখন আমি আদিসমাজের সেক্রেটারিপদে নূতন নিযুক্ত হইয়াছি তখন পিতাকে পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া জানাইলাম যে, "আদিব্রাহ্মসমাজের বেদিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যবর্ণের আচার্য বসেন না, ইহা আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।" তিনি তখনই আমাকে বলিলেন, "বেশ তো, যদি তুমি পার তো ইহার প্রতিকার করিয়ো।" যখন তাঁহার আদেশ পাইলাম তখন দেখিলাম, প্রতিকারের শক্তি আমার নাই। আমি কেবল অসম্পূর্ণতা দেখিতে পারি কিন্তু পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে পারি না। লোক কোথায়। ঠিক লোককে আহ্বান করিব, এমন জোর কোথায়। ভাঙিয়া সে-জায়গায় গড়িব, এমন উপকরণ কই।[১৪৯]

উল্লেখ্য, উদ্ধৃত অংশটি প্রবাসী-র পৌষ-সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল। হয়তো এইটি পড়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মধ্যে আলোচনা উপস্থিত হয় এবং তারই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ কায়স্থ-ব্রাহ্ম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কৃষ্ণকুমার মিত্রকে আদি সমাজের বেদিতে বসে উপাসনা করার জন্য আহ্বান করেন। তিনি ক্রমিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাই নিয়মিত বুধবারের সাপ্তাহিক উপাসনায় তাঁকে আহ্বান না করে ভাঙনের প্রাথমিক প্রয়াসে বৃহস্পতিবারে বিশেষ উপাসনার আয়োজন করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। ২৭ পৌষ [শুক্র 12 Jan] রবীন্দ্রনাথ নেপালচন্দ্র রায়কে লেখেন :

আদি সমাজে যিনি নিযুক্ত আচার্য্য ছিলেন তিনি আমাদের গতিক দেখিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। আপনারাও ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত। এক্ষণে কি করিব তা ভাবিয়া পাইতেছি না। আমার পিতা বর্ত্তমান থাকিতে একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলাম ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে জাতি বর্ণ নির্ব্বিচারে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না করিয়া কাজে লাগিয়া যাও না—যদি পার তাহা হইলেই হইল। Principle লইয়া তর্ক করা সহজ কিন্তু কাজের বেলায় অনেক ভাবিবার কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। আশ্রমের সহিত আদি সমাজকে এক করিয়া দিবার কি কোনো উপায়ই নাই? এ কথা বলিতে পারি আদি সমাজের মধ্যে কোনো বাধা নাই। সে সকলকেই আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছে। কেবল দুঃখের বিষয় এই যে আহ্বান করিবার কণ্ঠ নাই—যে লোক সকলকে ডাকিবে, টানিবে বাঁধিবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া

রহিলাম। উদার ভাবে চিন্তা, ব্যাপক ভাবে প্রীতি ও বলিষ্ঠ ভাবে কর্ম্ম করিবার আদর্শ বহন করিয়া গুরু আসুন—তত দিন কেবলি সঙ্কোচের আবরণে আবৃত হইয়া দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া ব্যর্থ দিন কাটাইয়া চলি।[১৫০]

উক্ত ব্যাপারে ক্ষুব্ধ আদি সমাজের কোনো একজন উপাসক সম্পাদককে একটি পত্র লিখে পত্রটি তত্ত্ববোধিনী-তে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেন। কোনো কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ পত্রটি মুদ্রিত করতে পারেননি, কিন্তু তার একটি দীর্ঘ উত্তর 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী' শিরোনামে ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ২৬৩–৬৪] প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, একসময়ে আদি সমাজের বেদিতে কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর আচার্যেরা বসেছেন, রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যত্র বেদি থেকে যে ধর্মোপদেশ দেন আদি সমাজ সেগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। মহর্ষির পত্রেও দেখা যায়, অব্রাহ্মণ বা উপবীতত্যাগী আচার্যের বেদিগ্রহণে তাঁর আপত্তি ছিল না, যোগ্যতানুসারে সকলেই বেদির কাজ করার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'প্রতিমাপূজার দ্বারা ব্রহ্মের ধারণাকে সঙ্কীর্ণ না করিয়া আত্মার মধ্যে পরমাত্মার উপাসনার সাধনা করাই ব্রাহ্মের লক্ষণ'—শ্রেণীভেদ ও ভেদসূচক চিহ্নধারণ সেক্ষেত্রে অবান্তর। তাই অব্রাহ্মণ বেদিতে বসেছেন বলে উপাসকের ব্রহ্মোপাসনায় ব্যাঘাত ঘটেছে জেনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। এই ভেদবুদ্ধি ব্রাহ্মসমাজে কত বিস্তৃত হয়েছে, তারই উদাহরণ দিয়ে তিনি লিখলেন :

অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজেও অনেককে দেখা যায় তাঁহারা অপর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কাহাকেও উপাসনার কার্য্য করিতে দেখিলে মনের মধ্যে সঙ্কোচ ও বিরোধ বোধ করেন। ইহাতে বুঝিতে পারি অনেক সময়ে ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মকে পূজা করিতে গিয়া নিজের দলকে পূজা করিয়া বসেন। উপাসক মহাশয়ের পত্রখানি পড়িয়া আজ আমি ভাবিতেছি আদি ব্রাহ্মসমাজে এত দিন কি আমরা ব্রহ্মের নাম লইয়া ব্রাহ্মণকেই উক্ত আসনে চড়াইয়া পূজা করিয়া আসিতেছিলাম?

কেবল কৃত্রিম মূর্ত্তি নহে, কৃত্রিম সংস্কারও ব্রহ্মোপাসনার পক্ষে প্রবল বাধা। কোথাও বা দেখি আমরা "ব্রাহ্ম" নামটাকে একটা সত্যবস্তু মনে করিয়া সেই নামের স্তবগান করিতে বসিয়াছি; কোথাও বা দেখি ব্রাহ্মসমাজের নির্দিষ্ট আচার-পদ্ধতিকেই মানুষের আধ্যাত্মিক সত্যের সহিত সমান আসন দিয়া তাহাকেই ব্রাহ্মের নিত্য লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হইতেছে; কোথাও বা দেখি আচার্য্যের আসনটার প্রতি উপাসকের আসনের অপেক্ষা বিশেষ একটা পবিত্রতার আরোপ করা হইতেছে এবং সেই উপলক্ষ্যে বেদীর উপরে মানুষের অভিমানের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে দেবতার পূজার অংশভাগী করিয়া তুলিতেছি। ইহা প্রায়ই দেখা যাইতেছে স্বয়ং সম্প্রদায়ই সেই সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতার পূজাকে নানা ছদ্মবেশে যেমন করিয়া খর্ব্ব করে এমন বিরুদ্ধ পক্ষে করে না।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যে সাম্প্রদায়িকতার আমদানি করেন, পরে তিনটি সমাজই অল্পবিস্তর তার চর্চা করেছে। এমন কি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ [25 Jul 1882] রেজেস্ট্রিমতে সম্পন্ন হয়েছিল বলে রাজনারায়ণ-সহ আদি সমাজের সদস্যেরা উক্ত বিবাহে যোগ দেননি—রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে গান-রচনা ও সংগীতশিক্ষাদান করলেও মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। কয়েক বৎসর ধরে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে বিভিন্ন উপলক্ষে ভাষণ দিচ্ছিলেন, কিন্তু অনেকের তা পছন্দ ছিল না। পরে যখন উক্ত সমাজের তরুণ সভ্যেরা তাঁকে 'সম্মানিত সদস্য' করার প্রস্তাব করেন, তখন প্রবীণদের অনেকেই সাধ্যমতো বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। পত্রলেখক জানান, কৃষ্ণকুমার আদি সমাজের বেদিগ্রহণ করায় অনেকে 'জয়গর্ব্ব' প্রকাশ করছেন। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

যদি তাহা সত্য হয়, তবে সে লজ্জা আমাদের নহে, সে তাঁহাদেরই। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে মঙ্গলের ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহাকে পদে পদে "আমরা" ও "তোমরা" বাঁধের দ্বারা বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মকেও সাম্প্রদায়িক জয়পরাজয়ের আস্ফালনের সামগ্রী করিয়া অকারণে যাঁহারা কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করিয়া তোলেন তাঁহারা কেবলমাত্র ব্রাহ্ম নামটাকে গ্রহণ করিয়া উপবীতধারী অথবা অন্য কাহারও চেয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ কল্পনা করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাদের ব্রাহ্ম নামই উপবীতের অপেক্ষা অনেক প্রবল ভেদচিহ্ন [য], এবং তাহার অহঙ্কারও বড় সামান্য নহে।

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য সকলের ক্ষোভ প্রশমিত করতে পারেনি। আদি ব্রাহ্মসমাজের এক উপাসক শরচ্চন্দ্র ঘোষ 22 Feb 1912 [১০ ফাল্গুন] তারিখ দিয়ে 'পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—/ মহাশয় সমীপেষু'—আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে নয়—একটি পত্র লিখে সাতটি প্রশ্ন বা অভিযোগ করেন এবং শেষে লেখেন : 'এই পত্রের সদুত্তর না পাইলে অন্য কোন পত্রিকায় ছাপাইয়া দিব।' রবীন্দ্রনাথ পত্রটি ও 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী' শিরোনামায় তার উত্তর চৈত্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ২৮৫–৮৮] প্রকাশ করেন। তরুণ বয়স থেকেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লোকমতের বিরুদ্ধে চলেছিলেন, অনেকের নিন্দাভাজনও হয়েছেন সেই কারণে। কিন্তু যা সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন জনপ্রিয়তার খাতিরে তা থেকে সরে দাঁড়াননি। এই প্রবন্ধে তাঁর উক্ত মনোভাব কিঞ্চিৎ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। শরচ্চন্দ্র লিখেছিলেন : 'ব্রাহ্মণ আচার্য্য যখন দুষ্প্রাপ্য নহে তখন অব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইয়া হিন্দুসমাজের অশ্রদ্ধাভাজন হইবার আবশ্যক কি?' রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে লিখলেন :

আমি বরঞ্চ সমাজের অশ্রদ্ধাভাজন হইতে রাজি আছি কিন্তু সমাজকে অশ্রদ্ধা করিতে সম্মত নহি। অব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইলে সমাজ অশ্রদ্ধা করিবে এ কথাকে শ্রদ্ধা করিলে সমাজকে অশ্রদ্ধা করা হয়। যুক্তিহীন অর্থহীন আচারই যে হিন্দুসমাজের প্রকৃতিগত এ কথাকে আমি শেষ পর্য্যন্তই অস্বীকার করিব। কোনো একটা বিশেষ দুর্গতির দিনে সমাজের লোকে যাহা বলে বা যাহা করে তাহাই যে সেই সমাজের চিরন্তন সত্য এ কথা মান্য করিয়া আমি আপন সমাজের অপমান করিব না। যাহা আমার ধর্ম্মে বলে তাহা আমার সমাজে চলিবে না, মানুষের শুভবুদ্ধিতে যাহাকে শ্রেয় বলে আমার সমাজের মধ্যে তাহার সম্মতি মিলিবে না এ কথা আমি সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধেও অস্বীকার করিব। সমাজের সত্তা ত কেবল একটা সঙ্কীর্ণ বর্তমানের মধ্যেই বদ্ধ ও খণ্ডিত নহে, তাহার যেমন একটি অতীত আছে তেমনি একটি ভবিষ্যৎ আছে। আজ আমাকে যাহা [য] নিন্দা করিতেছে তাহাই আমার সমাজের নিন্দা নহে, কারণ, আমার ভাবী সমাজও আমার সমাজ।

এর পরে তিনি ইংলণ্ডে কোনো কোনো স্ত্রীলোককে ডাইনি আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারার এককালীন প্রথার বিলুপ্তির উদাহরণ দিয়ে প্রশ্ন করেছেন : 'সেইদিনের মোহাচ্ছন্ন সমাজই কি সমাজ, আর অদ্যকার মোহমুক্ত সমাজই কি মিথ্যা?'

শরচ্চন্দ্র অভিযোগ করে লিখেছিলেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের ভাব পরিবর্তন করার কোনো অধিকার তাঁর নেই—রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

নিশ্চয়ই নাই। কিন্তু এই ভাবকে পরিণত করিয়া তুলিবার অধিকার আমার সম্পূর্ণই আছে। ভাবের পূর্ণবিকাশ এক মুহূর্ত্তেই হয় না। জাগতিক সকল বিকাশেরই যেমন ইতিহাস আছে, ধর্ম্মসমাজে তাহার সত্যভাববিকাশেরও তেমনি ইতিহাস আছে। তাহা প্রথম অবস্থায় অপরিস্ফুট থাকে, ক্রমে পরিস্ফুট হইবার কালে বাহিরের নানা বাধায় তাহাকে আক্রমণ করে, তাহার মূল ভাবটি মাঝে বিরোধের ঝড়ের ধূলিতে আচ্ছন্ন ও ম্লান হইয়া যায়। এই বাধাগুলিকে অপসারিত ও আবরণগুলিকে মুক্ত করাকে ভাবের পরিবর্ত্তন করা বলে না—তাহাদিগকে চিরকাল রক্ষা করিলেই ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে। যে বিপ্লব এই বাধাগুলিকে অপসারণ করে তাহাকে সহসা বিরুদ্ধতা বলিয়াই ভ্রম হয় কিন্তু তাহাই যথার্থ আনুকূল্য—তাহা আচ্ছাদনকে আঘাত করিয়া সত্যকেই উদ্ঘাটন করিয়া দেয়।

রচনাগুলি সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে লেখা, কিন্তু এগুলি সাময়িকপত্রে আবদ্ধ থাকা অনুচিত। বস্তুত এই ধরনের রচনাগুলির সঙ্গে অপরিচয় রবীন্দ্রনাথের ভাবজগৎকে সম্পূর্ণরূপে বোঝার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে। শরচ্চন্দ্র ঘোষ পত্রের শেষে উপদেশ দিয়েছিলেন : 'নিজের জেদ বজায় করিতে গিয়া আত্মীয়স্বজনগণের সহিত বিবাদ ও পুরাতন ব্রাহ্মগণের সহিত বিচ্ছেদ করা কি যুক্তিসঙ্গত কার্য্য হইতেছে? আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ রক্ষা করা আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক বোধ হইলে আপনি প্রকাশ্যভাবে সাধারণসমাজে মিলিত হউন'—রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে লেখেন :

তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা আরামের উপদেশ, তাহা বিজ্ঞজনোচিত। সংসারে এরূপ উপদেশ পালন করিবার লোকের অভাব নাই কিন্তু জগতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা তাঁহারা সমস্ত বিরোধ বিচ্ছেদ, এমন কি, মৃত্যুর মুখেও শেষ পর্য্যন্ত নিজের জেদ বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের

উপদেশ ও দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিতে পারি এমন সামর্থ্য নাই কিন্তু একেবারে উপেক্ষা করাও চলিবে না। ...যে জেদ সুবিধার জন্য নহে, স্বার্থের জন্য নহে, যে জেদ আরামের চিরকালীন বেড়া লঙ্ঘন করিয়া দুর্গমপথে সত্যের ও মঙ্গলের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত করে সেই জেদ রক্ষা করিবার শক্তি যদি কিছুমাত্র লাভ করি তবে বাহিরের দিকে কর্ম্ম সফল হউক্ আর নিস্ফল হউক্, প্রশংসাই পাই আর নিন্দাই পাই, জীবনকে কৃতার্থ হইল বলিয়া জ্ঞান করিব।

প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও পরে বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ যে বৃহৎ কর্মযজ্ঞ রচনা করেছিলেন, সেখানে দেশ ও বিদেশ থেকে সমিধ আহরণ করা আবশ্যিক ছিল। সাড়া অবশ্যই পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। যদি তিনি লোকমত ও তাদের সাময়িক আবেগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেন বা বহু বিখ্যাত প্রচারকের মতো আধ্যাত্মিক কুয়াশা বিলিয়ে বেড়াতেন, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব অবশ্যই ঘটত না। কিন্তু নিজের উপলব্ধ সত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি জাতীয়তার পূজারী জাপান ও আমেরিকাকে শোনালেন Nationalism-বিরোধী ভাষণগুলি, অসহযোগ আন্দোলনের উন্মত্ততার মুহূর্তে দেশবাসীকে সহযোগিতার মহত্তর আদর্শে দীক্ষিত করতে চাইলেন! তার ফল যা হবার তা-ই হয়েছে, বৃদ্ধবয়সে নাচের দল নিয়ে লোকের মনোরঞ্জন করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে বিশ্বভারতীর ক্ষুধা মেটানোর জন্য!

কয়েকদিন কলকাতায় কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ট্রেনে পতিসর যাত্রা করেন 12 Jan 1912 [শুক্র ২৭ পৌষ]। তারিখটি নির্ধারণ করা গেছে ক্যাশবহির ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ তারিখের একটি অভিনব হিসাব থেকে : 'মা° ই. বি. এস. আরের ষ্টেসন মাষ্টার সিয়ালদহ দং গত ১২ জানুয়ারি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় পতিসর গমন করেন তাহার আত্রাই ষ্টেশন পর্য্যন্তর প্রথম শ্রেণীর টিকিট ১ খণ্ড ১৬ টাকা স্থলে ১৯ টাকা লওয়ায় তাহার জন্য দরখাস্ত করায় নিজ রোজ ফেরত পাওয়া যায় ৩্'।

জমিদারির কাজকর্ম ও লেখালেখিতে রবীন্দ্রনাথ পতিসরে খুব ব্যস্ত থাকেন। সেই কথাই ১ মাঘ [সোম 15 Jan] লিখেছেন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে। স্ট্র্যাণ্ড রোডের মেয়ো হাসপাতালের আবাসিক অধ্যক্ষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত জনকল্যাণব্রতী এই চিকিৎসক তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুরাগী বন্ধু-স্থানীয় ছিলেন। ইতিপূর্বে অনেক দরিদ্র রোগীকে চিকিৎসার জন্য তিনি এঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, এবারেও এক চক্ষুরোগাক্রান্তকে পাঠিয়ে লেখেন :

আমি এক দূর পল্লী গ্রামে অতি ছোট্ট নদীর এক প্রান্তে বোট লইয়া বসিয়া আছি। আপনারা ১২ই মাঘে আমার ঘাড়ে এক বক্তৃতার বোমা ফেলিয়া দিয়াছেন—তার উপরে ১১ই মাঘের দুই বেলা আছে—এদিকে আবার কাজকর্মের উৎপাতও কামাই যাইতেছে না। কেমন করিয়া সকল দিক রক্ষা হইবে তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। ডাক্তার [প্রাণকৃষ্ণ] আচার্য জানিতে চাহিয়াছিলেন আমার বক্তৃতার বিষয়টি কি [,] আপনি বলিবেন বিষয়টি 'ধর্ম্মের অধিকার'।[১৫১]

১১ মাঘ প্রাতে 'পিতার বোধ' ও রাত্রে 'ধর্মের নবযুগ' প্রবন্ধ-দুটি তিনি পাঠ করেন, এগুলিও সম্ভবত পতিসরে বসে লেখা।

মাঘোৎসবে উপলক্ষে তিনি কবে কলকাতা আসেন জানা যায়নি। ৬ মাঘ [শনি 20 Jan] জোড়াসাঁকোয় মহর্ষির মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়, কিন্তু এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন বা কোনো ভাষণ দিয়েছিলেন কি না এমন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

মাঘ মাসে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮৩৩ শক [৮২২ সংখ্যা] :

২১৯ 'ভারত-বিধাতা/(ব্রহ্মসঙ্গীত)' দ্র গীত ১। ২৪৯–৫০

২২৭–৩৮ 'ধর্ম্মশিক্ষা' দ্র সঞ্চয় ১৮। ৩৭২–৯২

প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮ [১১ / ২ / ৪] :

৩১১–১৯ 'জীবনস্মৃতি' দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ৩২৩–৪১

The Modern Review, Feb 1912 [Vol. XI. No. 2]:

203–04 'To the Ocean' ['O Thou First Mother, Ocean, this Earth thy child']

204–07 'The Far Off' ['I am restless']।

অনুবাদগুলি ইংরেজি গদ্যে করা, দ্বিতীয় অনুবাদটিতে টীকা আছে : 'The above is not a metrical translation, though the lines are arranged as in poetry.' অনুবাদক S.V. Mukerjea, B.A. (Oxon) —সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় ১৫ পৌষ ১৩১১ [30 Dec 1904] আদি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা গ্রহণ করেন [দ্র রবিজীবনী ৫। ২২৬–২৭]। প্রথম অনুবাদটির মূল 'সমুদ্রের প্রতি' [দ্র সাধনা, বৈশাখ ১৩০০। ৪৯২–৯৫; সোনার তরী ৩। ৫৫–৫৮]; দ্বিতীয়টি 'আমি চঞ্চল হে,/আমি সুদূরের পিয়াসি' [দ্র প্রবাসী, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৯। ৩৩৩; উৎসর্গ ১০। ১৭–১৮] কবিতার অনুবাদ।

তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত 'ধর্ম্মশিক্ষা' প্রবন্ধটি ১৪ পৃষ্ঠার স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত একটি কপিতে 'Bengal Library/30 Jan 1912/Writer's Building' রবারস্ট্যাম্প দেখা যায়। মলাটটিই আখ্যাপত্র :

ধর্ম্মশিক্ষা। /শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। /একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলনীতে পঠিত। /(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত)/প্রকাশক—/শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,/আদি ব্রাহ্মসমাজ,/৫৫, আপার চিৎপুর রোড্।/কলিকাতা।/ মূল্য।० এক আনা।

মুদ্রকের বিবরণ পাওয়া যায় চতুর্থ মলাটে : 'আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।/ ১৩১৮।' এই পৃষ্ঠাতেই অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন হিসেবে লেখা হয় :

> "ধর্ম্মশিক্ষায়" উল্লিখিত বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় আশ্রমের উদ্দেশ্য ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয়—আশ্রমের বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পঠিত। "ধর্ম্মশিক্ষার" সহিত ইহা সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক। ৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য— আনা মাত্র। ...

'গল্প চারিটি' গ্রন্থটির বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী প্রকাশের তারিখ 18 Mar 1912 [সোম ৫ চৈত্র]। কিন্তু বইটি তার আগেই, সম্ভবত পৌষ মাসে, প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। ২৭ পৌষ [শুক্র 12 Jan] রবীন্দ্রনাথ নেপালচন্দ্র রায়কে

> "গল্পচারিটি" এই বিদ্যালয় স্বহস্তে লইল অথচ তাহার বিক্রয়ের কোনো ব্যবস্থা হইল না ইহাতে বিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে মণিলাল আমাকে এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছে। বিক্রয়ের যে টাকা জমিয়াছে তাহাতে বোধ করি এখনো বই ছাপিবার দাম উঠে নাই। এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন, অবশ্য এখনো Publishing House-এর দ্বার খোলা আছে।[১৫২]

গ্রন্থটির বিবরণ এইরূপ :

আখ্যাপত্র : গল্প চারিটি/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য দশ আনা

পরপৃষ্ঠায় : প্রকাশক/শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়/আদিব্রাহ্মসমাজ/৫৫, আপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা/ আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্/৫৫, আপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা/শ্রীরণগোপাল চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২ [সূচিপত্র]+১২০; মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০।

'রাসমণির ছেলে', 'পণরক্ষা', 'দর্পহরণ' ও 'মাল্যদান' গল্পগুলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। চারটি গল্পই এই প্রথম গ্রন্থভুক্ত হল, যদিও 'এই চারিটি গল্পের মধ্যে দর্পহরণ ও মাল্যদান ১৩০৯ সালে লিখিত হইয়াছিল।'

১১ মাঘ [বৃহ 25 Jan] সকালে আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ 'পিতার বোধ' [দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৪৭–৫২; শান্তিনিকেতন ১৬। ৪২১–৩২] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এটি মূলত 'পিতা নো'সি পিতা নো বোধি' মন্ত্রটির অতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা। অহংএর সর্বব্যাপক বোধটিকে বিলুপ্ত করে ঈশ্বর-রূপ পিতার বোধটি অন্তরের মধ্যে সত্য করে তুলতে হবে, এই আকাঙ্ক্ষাই প্রবন্ধটিতে ব্যক্ত হয়েছে। এটি শেষ হয় ২৩ শ্রাবণ ১৩১৭ তারিখে রচিত 'একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে' গানটি দিয়ে—একটি ছত্রে ঈষৎ পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

মহর্ষিভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তার নাম 'ধর্মের নবযুগ' [দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৬৮–৭২; ভারতী, ফাল্গুন। ১০৮১–৮৯; সঞ্চয় ১৮। ৩৪৭–৫৫]। এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যটিকে তিনি নানা আকারে, নানা ভাষায় আগে বহুবার ব্যক্ত করেছেন। বিজ্ঞান আজ জানিয়ে দিয়েছে, বস্তু ও জীব বাইরের দিক থেকে যতই নিঃসম্পর্কিত বলে মনে হোক কতকগুলি গূঢ় নিয়মের ঐক্যজালে তারা সকলেই বাঁধা। সুতরাং দেহগঠনের দিক থেকে, ভাষার দিক থেকে, সমাজসৃষ্টির দিক থেকে মানুষে-মানুষে আভ্যন্তরীণ ঐক্য যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন কেবলমাত্র ধর্মকেই নিজের সংকীর্ণ বেড়ার স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ রাখার যৌক্তিকতা কোথায়? রামমোহন কোন্ সুদূরকালে এই বোধে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাই মূর্তিপূজার সংস্কার ও অভ্যাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও তিনি তার ঊর্ধ্বে নিজেকে নিয়ে গেলেন যেখানে বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের সঙ্গেও তার ঐক্য আছে, কেননা 'তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'। তাঁর ক্ষেত্রে যে বোধ জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়েছিল, মহর্ষি তাকে ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'এমনি করিয়াই তো আমাদের নবযুগের ধর্মের রসস্বরূপকে আমরা নিশ্চিত সত্য করিয়া দেখিতেছি। কোনো বাহ্যমূর্তিতে নহে, কোনো ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে—একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখণ্ড করিয়া অসন্দিগ্ধ করিয়া দেখিতেছি।' পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করছে, কেননা আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগই সত্য এবং সেখানেই মানুষের গভীরতম মিল, অন্যত্র নানারকমের বাধা। সেই বাধা ধর্মের নয়, সে বাধা আমাদের স্বভাবের ক্ষুদ্রতার বাধা—তাকেই আমরা ধর্মের উপর আরোপ করে সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক করে তুলি। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ শেষ করেছেন 'জনগণমন' গানটির 'জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা' ছত্রটিকে 'জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর, মানবভাগ্যবিধাতা'য় পরিবর্তিত করে ও গেয়ে শুনিয়ে। উক্ত গানটি এই সায়ংকালীন উপাসনায় গীত হয়েছিল। মাঘোৎসবে গীত অন্যান্য গান তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয়নি। সীতা দেবী জানিয়েছেন, তিনি এই অনুষ্ঠানে 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' গানটি প্রথম শুনেছিলেন। তিনি লিখেছেন : 'আমাদের স্কুলের দুই-

তিনজন খ্রীস্টান শিক্ষয়িত্রীকে সেখানে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহা মনে আছে। তখন অল্প বয়সের বুদ্ধিহীনতায় বুঝিতে পারিতাম না যে রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ সমাজের সম্পত্তি নহেন।'[১৫৩]

পরের দিন ১২ মাঘ [শুক্র 26 Jan] সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে 'ধর্মের অধিকার' [দ্র প্রবাসী, ফাল্গুন। ৪৫৯–৭২; সঞ্চয় ১৮। ৩৯৩–৪১১] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তত্ত্ব-কৌমুদী [১ ফাল্গুন। ২৫০]-তে লেখা হয় : 'তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উৎসুক চিত্তে লোক ৩ ॥০ ঘটিকা হইতে আসিতে আরম্ভ করে। মন্দিরে লোক ধরে নাই বলিয়া অনেককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সময়োচিত হইয়াছিল।' সীতা দেবী লিখেছেন : 'এখানেও এত অধিক জনসমাগম হইল যে উদ্যোক্তারা ভীত হইয়া উঠিলেন। কবিকে হলের ভিতরে আনা ও বাহির করিয়া লইয়া যাওয়াও এক সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। বক্তৃতান্তে কোনোমতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া গিয়া তিনি কিছুক্ষণ মহলানবীশ-মহাশয়ের বাড়িতে বসিলেন। সেখানেও অবিলম্বে ভিড় জমিয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া, কন্যা ও পুত্রবধূকে লইয়া অল্পক্ষণ পরেই বাড়ি চলিয়া গেলেন।'[১৫৩ক]

এই প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ উদার মহৎ হিন্দুধর্মের পরবর্তীকালীন অবনতির সমালোচনা করেছেন। মহাপুরুষ যাঁরা, তাঁরা মানুষের মন জোগাবার জন্য বা প্রয়োজন সাধনের জন্য সত্যকে কখনোই ছোটো করে দেখেননি—তাঁরা যে অসাধ্যসাধনের কথা বলেন তাকেই তাঁরা মানুষের ধর্ম বলে থাকেন। কিন্তু 'আমাদের দেশে সকলের চেয়ে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এই যে, মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামতো খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে।' এর যুক্তিস্বরূপ বলা হয়, সব মানুষের বুদ্ধি ও প্রকৃতি একরকম নয়। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বলেন : 'একথা নিশ্চিত সত্য যে, ধর্মকে হিসাব করিয়া ক্ষুদ্র করা কোনোমতেই চলে না—যে তাহাকে যে পরিমাণে মানুক আর না মানুক, সেই যে একমাত্র মাননীয় এই কথা বলিয়া তাহাকে সকলের সামনে পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে।' কিন্তু তা যে হয় না, তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ইতিহাস আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষে সংখ্যাল্প আর্যেরা নিজের ধর্মকে সভ্যতাকে চিরদিন অবিমিশ্রভাবে নিজস্ব প্রকৃতির পথে অভিব্যক্ত করে তুলতে পারেননি—সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুন্নত জনসম্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতি আচারসংস্কার কথাকাহিনীকেও অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে' এবং সেই উত্তরোত্তর সঞ্চীয়মান উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নূতন পুরাতন আর্য ও অনার্য অসম্বদ্ধতাকে হিন্দুধর্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া এই সমস্তটাকেই আমাদের চিরকালীন জিনিস বলিয়া গৌরব করিতেছি'। মানুষ সর্বদা নিজের সর্বশ্রেষ্ঠকে প্রকাশ করবে এইটাই তার সাধনা, একে প্রকাশ করার শক্তি সে ধর্মের কাছ থেকেই লাভ করে। 'কিন্তু মানুষ যদি বিপদে পড়িয়া বা মোহে ডুবিয়া ধর্মকেই নামাইয়া বসে তবে নিজের সবচেয়ে সাংঘাতিক বিপদ ঘটায়, তবে ধর্মের মতো সর্বনেশে ভার তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাকে উপরে রাখিলে উপরে টানে, তাহাকে নিচে রাখিলে সে নিচেই টানিয়া লয়।' গ্রিস ও রোমের পতনের কারণ ধর্মের বিকার, আমাদের দুর্গতির কারণও ধর্মের মধ্যেই নিহিত—আত্মরক্ষার উপায়ও ধর্মের মধ্যেই খুঁজতে হবে।

পরের দিন ১৩ মাঘ [শনি 27 Jan] সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ৮২তম সাম্বৎসরিক উৎসবে উপাসনা করেন।[১৫৪] সম্ভবত তিনি মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন।

অনেকবার তারিখ পরিবর্তিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কবি-সংবর্ধনা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল ১৪ মাঘ [রবি 28 Jan] তারিখে। সভা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল বিকেল চারটেয়, তার বহু পূর্ব থেকে বিচিত্র বয়সের ও পেশার নারী ও পুরুষ সভাস্থলে সমবেত হতে শুরু করেন, কিন্তু বেঙ্গলী [29 Jan] পত্রিকায় প্রদত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতির তালিকা থেকে দেখা যায় পরিচিত রবীন্দ্র-বিরোধীরা [হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ছাড়া, তাঁর অবস্থান তখন পরিবর্তিত হয়েছে] সদলবলে অনুপস্থিত থেকেছেন। সীতা দেবী লিখেছেন :

আমরা গিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তখনও সভাস্থলে আসিয়া পৌঁছান নাই। জনতা কখনও নীরবে থাকিতে পারে না, এক-একজন করিয়া সুবিখ্যাত ব্যক্তির আবির্ভাব হয় আর করতালির মহা ঘটা পড়িয়া যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি এইপ্রকার করতালির ভিতর দিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। ...

বিরাট টাউন-হল যখন করতালির শব্দে টলিতে লাগিল তখন বুঝিতে পারিলাম রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন। তাঁহার চারি দিকে বিষম ভিড়, মঞ্চের উপর আসিয়া না বসা পর্যন্ত তাঁহাকে একরকম দেখিতেই পাওয়া গেল না। তাহার পর সভার কার্য আরম্ভ হইল ঐকতান বাদ্যের দ্বারা। তখনও এত কোলাহল চলিতেছে যে অতগুলি বাজনার শব্দ তাহার ভিতরেই ডুবিয়া গেল।[১৫৫]

আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় 'দেশীয় তন্ত্রীযন্ত্রের একতান বাদন'-এর পর সভাপতি সারদাচরণ মিত্র অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বলেন, রবীন্দ্রনাথকে সম্মান দান করে তাঁরা নিজেরাই সম্মানিত হচ্ছেন।

ঠাকুরপ্রসাদ আচার্য উপনিষদ-গাথা পাঠ করে মঙ্গলাচরণ করেন ও পরে যাদবেশ্বর তর্করত্ন স্বরচিত শ্লোক পাঠ করে রবীন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করেন। ১৪ ফাল্গুন [সোম 26 Feb] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন : 'সংবর্দ্ধনার পর যে কয়েকদিন কলিকাতায় ছিলাম আপনার সাক্ষাতলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া ছিলাম। বঙ্গদেশের হইয়া আপনি যে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন সেজন্য আপনাকে প্রণাম নিবেদন করিবার প্রয়োজন ছিল। শুধু কেবল তাহাই নহে, আমার প্রতি এই দাক্ষিণ্য প্রকাশের জন্য আপনাকে যে আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা আমাকে পীড়িত করিয়াছে।'[১৫৬] আঘাতের ইতিবৃত্তটি আমাদের জানা নেই, কিন্তু রবীন্দ্র-বিরোধীরা যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান পণ্ড করার চেষ্টা করছিলেন সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। যতীন্দ্রমোহন বাগচী-রচিত 'বাণীবরতনয় আজি স্বাগত সভা মাঝে' অভ্যর্থনা-সংগীতটি সমবেতকণ্ঠে গীত হবার পর 'অর্ঘ্যদান' করতে উঠে নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ রায় উক্ত প্রচেষ্টাকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল কর্তৃক অর্ঘ্যাধিকারী কৃষ্ণের অবমাননার সঙ্গে তুলনা করেন। মহাভারতে বর্ণিত পরিণতির জন্যও জগদিন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি। মহারাজ অভিভাষণ শেষ করে রৌপ্যপাত্রে সজ্জিত ধান্য, দূর্বা, অক্ষত, সিদ্ধার্থ, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, দধি, মধু, ঘৃত, পুষ্প, গোরোচনা অর্ঘ্য-স্বরূপ প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মাল্যদান করলেন—একটি স্বর্ণসূত্রমাল্য ও একটি পত্রপুষ্পমাল্য। 'তৎপরে একটি স্বর্ণপদ্ম উপায়ন প্রদত্ত হইল। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় প্রস্ফুটিত শতদল। ইচ্ছামত তাহাকে মুদ্রিত করা যায়। তাহার আধারটিও অত্যন্ত মনোহারী। জিনিসটি সংগৃহীত হইয়াছে প্রাচ্যশিল্প প্রদর্শনী হইতে—অনুমান হয় এটি কাশ্মীর অঞ্চলের একটি বহু পুরাতন দুর্লভ কারুকার্য্য।' এটিকে রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহশালায় দেখা যাবে।

কার্যসূচির ৮ম দফায় ছিল : 'রচনা পাঠ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচনা হইতে আবৃত্তি', কিন্তু কোনো প্রতিবেদনে এরূপ আবৃত্তির বিবরণ নেই। পরিবর্তে ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্মীকি-প্রতিভা-র প্রথম অভিনয় [১২৮৭ : 1881] দর্শনে অভিভূত হয়ে যে কবিতাটি [দ্র রবিজীবনী ২। ৮৭] রচনা করেছিলেন, সেটি

পাঠ করে শোনান। এর পরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হস্তিদন্ত-ফলকে উৎকীর্ণ ও পুঁথির আকারে গ্রথিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দেন। আমরা সেটি উদ্ধৃত করছি :

অভিনন্দন
কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়
করকমলেষু

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ-পাতে যখন নবশতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগেদ্দবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদগন সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরিক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন,ঊর্দ্ধব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয় মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন; মনীষিগণ স্বহস্তাবচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব 'কুসুমসম্ভার চয়ন' করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগদেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দ সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রী কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণদ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামাজন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮
১৪ মাঘ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন : '...আমি নিশ্চয় জানি, আজ আপনারা যে সম্মান দান করিলেন, সে সম্মান আপনারা বঙ্গসাহিত্যকেই দিলেন, আমি তাহার উপলক্ষ মাত্র। ...আপনাদের এই মাল্যচন্দন এই অর্ঘ্যপাত্র আমি নতশিরে বহন করিয়া বঙ্গবাসীর মন্দিরে তাহা নিবেদন করিয়া দিব।'[১৫৭]

এর পর মেয়েরা পুষ্পার্ঘ্য দেন। সীতা দেবী লিখেছেন : 'অনেক ঠেলাঠেলির পর একটা রাস্তা পরিষ্কার হইল এবং বালিকারা সকলে অগ্রসর হইয়া গেলাম। দুই-চারিজন মহিলাও আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাস্যমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুষ্প-উপহার গ্রহণ করিলেন। তাহার পর সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁহাদের পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। ...সংগীত ও ঐকতান-বাদ্যের পর সভাভঙ্গ হইল। প্রবল জয়ধ্বনির ভিতর রবীন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ি আগাগোড়া ফুলে সজ্জিত করা হইল।'[১৫৮]

টাউন হলের বারান্দায় একটি রবীন্দ্র-প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। এর প্রধান উদ্যোক্তা যতীন্দ্রমোহন বাগচী লেখেন :

আমাদের সেই হপসিং কোম্পানীর অতিক্ষুদ্র আপিস...হইতে বিনা-খরচে সভাসম্বন্ধে যাবতীয় ছবি তোলার ভার আমি পূর্ব্বেই লইয়াছিলাম এবং ঐ উপলক্ষে টাউন হলের বিস্তৃত বারান্দায় একটি রবীন্দ্র-প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলাম। তাহাতে কবির নানাবয়সের নানা চিত্র এবং

গদ্য ও পদ্য গ্রন্থরাজির যথাসাধ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনের ভারও আমাদের উপরই ছিল। ঐ পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই আমাদের নিজের সঞ্চয় হইতেই সংগৃহীত।[১৫৯]

রাঁচি থেকে অসিতকুমার হালদার এই উপলক্ষে তাঁর পিতামহ রাখালদাসের অ্যালবাম থেকে একটি দুর্লভ ছবি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। ২৬ মাঘ [শুক্র 9 Feb] তিনি অসিতকুমারকে লেখেন : 'তুই যে ফোটো পাঠিয়েচিস সেটা পেয়ে আমি খুব খুসি হলুম। এ ছবির কথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। আমার ১৪। ১৫ বৎসরের ছবি—এ আর কারো কাছে নেই।'[১৬০] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকদিন ধরেই রাঁচিতে বাস করছিলেন; তিনি ১৮ বৈশাখ [সোম 1 May] তাঁর ডায়ারিতে লিখেছিলেন : 'আমার আঁকা রবির Sketchগুল Book-postএ পাঠালুম'—এর মধ্যে 15 Feb 1877, 1883, 1890, 1892 ও 1907-এ আঁকা পাঁচটি স্কেচ ফাল্গুন-সংখ্যা ভারতী-তে' 'কবি-সম্বর্দ্ধনা' [পৃ ১১২১—২৯] প্রতিবেদনের সঙ্গে ছাপা হয়, এর মধ্যে প্রথমোক্ত স্কেচটি অবলম্বনে গগনেন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র জন্য বহুপরিচিত ছবিটি আঁকেন। রাঁচিতে বসেই তিনি কৃতী ভ্রাতার সম্মানলাভের সংবাদ রাখছিলেন, ১৬ মাঘ [মঙ্গল 30 Jan] ডায়ারিতে লিখেছেন : 'রবির সম্বর্দ্ধনার কাগজপত্র বিবি [ইন্দিরা দেবী] পাঠিয়েছে।'

সীতা দেবী জানিয়েছেন, ১৫ মাঘ [সোম 29 Jan] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়েছিলেন —'ইউরোপে গিয়া কিছুকাল নরওয়েতে বাস করিবেন বলিলেন। তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে Land of the Midnight Sun দেখিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।'[১৬১]

রবীন্দ্রনাথেরই প্রস্তাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধীনে একটি ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ছাত্র-সভ্য-পরিদর্শক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের নেতৃত্বে ছাত্রসভ্যগণ টাউন হলের উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থাদি সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন করেন। তাঁরাও 'শুক্রবার'* [১৯ মাঘ : 2 Feb] সন্ধ্যায় পরিষৎ-মন্দিরে স্বতন্ত্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করেন। 'বস্তুতঃ ছাত্রসভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অভ্যর্থনার জন্য ছাত্রসভ্যগণ যে উৎসবের আয়োজন করেন, তাহা আন্তরিকতায়, সফলতায় বা গৌরবে সাহিত্য-পরিষদের অনুপযুক্ত হয় নাই। ...যে সান্ধ্যসম্মিলনে রবীন্দ্রবাবুকে আমন্ত্রণ করা হয়, সে সম্মিলনে স্যার গুরুদাস, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি অনেক দেশমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনেক ছাত্রসভ্য ও তাঁহাদের বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন। রবি বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ছাত্রসভ্যগণ বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছিলেন। ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে দুই একজন কবিতা রচনা করিয়া যশঃ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বরচিত কবিতায় কবিবরের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।'[১৬২] উদ্ধৃত অংশটি খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ছাত্র-সভার কার্য্য-বিবরণ'-এর অন্তর্গত। 'সম্বর্দ্ধনা'র বিবরণে কিছু অতিরিক্ত খবর পাওয়া যায় : 'কবিবর আগমন করিলে তাঁহার কণ্ঠে মাল্য প্রদান করা হয় এবং ছাত্রসভ্যগণ কর্ত্তৃক রচিত কবিতা কবিবরকে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদত্ত হয়। রবীন্দ্র বাবু এই উপলক্ষে একটি উপাদেয় সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত ছাত্রসভ্যগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর ছাত্রসভ্যগণের অনুরোধে রবীন্দ্রবাবু একটি গান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। জলযোগের পর সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়।' পাদটীকায় উল্লিখিত কর্তিকাটিতে 'Entertainment to Rabindranath' শিরোনামায় সভাটির বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত হয়। একজন ছাত্র কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করে কবিকে অভ্যর্থনা করার পর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি ছোটো কবিতা পাঠ করেন। ছাত্রসভ্য কালিদাস রায় একটি কবিতায় তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন। সংগীতাদির পর রবীন্দ্রনাথ 'addressed a few words to the

assembled students. He expressed his satisfaction at the welcome accorded to him by the students. In all his writings he thought more of the students than of any body else because the mind of a youth is more impressionable, more gifted with imagination, and possesses a larger element of sympathy than the mind of the grown-up man. The poet can easily gain access there and his appeal is more effective on their minds than elsewhere. He was really grateful to the students, he said, if his efforts in making a response in their minds had been successful.' এর পর ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে অতিথিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২০ মাঘ [শনি 3 Feb] 'কবিবরের অভ্যর্থনার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে সম্বর্দ্ধনাসমিতি একটি সান্ধ্য সম্মিলন আহ্বান করেন। এতদুপলক্ষে পরিষৎ-মন্দির সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং সম্বর্দ্ধনাসমিতি যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতের এবং পরিশেষে জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের কতিপয় ছাত্রসভ্য কবিবরের রচিত "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয় করেন। শ্রীযুক্ত রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় তাঁহার রচিত হাস্যরসাত্মক কবিতা আবৃত্তি করেন। এই সান্ধ্যসম্মিলনে অনেক মহিলা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।'[১৬৩] সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব্ব' 'কবি-প্রশস্তি'টি হস্তিদন্তপাতে উৎকীর্ণ ও পুঁথির আকারে সূত্রবদ্ধ করে 'সাহিত্যসম্রাট কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েষু' উপহার দেন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে কেদারের ভূমিকায় পরবর্তীকালের খ্যাতিমান অভিনেতা 'নটরাজ' শিশিরকুমার ভাদুড়ি [1889–1959]র অভিনয় রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। ২৩ মাঘ [মঙ্গল 6 Feb] তিনি অমল হোমকে লেখেন : 'তোমার ইনষ্টিটিয়ুটের বন্ধুদের জানিও তাঁদের অভিনয় আমার খুব ভাল লেগেছিল। বৈকুণ্ঠের খাতার এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়ীতে গগন অবনদের ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ঐ পার্টে আমার যশ ছিল।'[১৬৪]

টাউন হলের মূল অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, এখানে একটি দীর্ঘ রচনা পাঠ করেন [দ্র ভারতী, ফাল্গুন। ১১০৯–১৩, 'অভিভাষণ'; আত্মপরিচয় ২৭। ২০৭–১২]। এখানেও তিনি বলেন : 'আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশীর্বাদের মতো মাথায় করিয়া লইলাম —ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা আমার ভোগের পদার্থ নহে, ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে; আমার অহংকারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না।' এই সম্মানকে তিনি প্রীতির দান হিসেবে গ্রহণ করেছেন, 'এই দানেই আপনাদের যথার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত।' তিনি জানেন, তাঁর রচনায় নিরতিশয় প্রাচুর্য আছে যা বহুপরিমাণে ব্যর্থতা বহন করে, সুতরাং তার অনেক অংশই মহাকালের দরবারে স্থান পাবে না। কেবল একটি কথা তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন :

> সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মতো করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মতো করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই যথার্থ সম্মান। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে আর যাহাই হউক, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বাহবা পাওয়া যায় না, আমি তাহা পাইও নাই। ... আপনার শক্তিতেই মানুষ আপনার সত্য উন্নতি করিতে পারে, মাগিয়া পাতিয়া কেহ কোনোদিন স্থায়ী কল্যাণ লাভ করিতে পারে না, এই নিতান্ত পুরাতন কথাটিও দুঃসহ গালি না খাইয়া বলিবার সুযোগ পাই নাই। ...আমার দেশকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, আমার দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার তুলনা আমি কোথাও দেখি নাই; এইজন্য দুর্গতির দিনের যে-কোনো ধূলিজঞ্জাল সেই আমাদের চিরসাধনার ধনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার প্রতি আমি লেশমাত্র মমতা করি নাই—এইখানে আমার শ্রোতা ও পাঠকদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমার মতের গুরুতর বিরোধ ঘটিয়াছে। ...কিন্তু এইরূপ আঘাত দিবার যে আঘাত তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। আমি অপ্রিয়তাকে কৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি নাই।

কিছুদিন পরে 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী' প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্র ঘোষের পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এইধরনের কথাই লিখেছেন, আমরা সে-সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি।

সাহিত্য-পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায়, টাউনহলের সভা ও উপহার বাবদ ১০১৪৲ ৫, সান্ধ্যসম্মিলন বাবদ ২১৪।ল ৫ এবং ছাত্রসভ্যদের অভ্যর্থনা বাবদ ৬৪।ল০, এই উৎসবে মোট ১২৯২ ⁄১০ খরচ হয়েছে। এর মধ্যে 'স্বর্ণপদ্মটি পুরাতন বৌদ্ধ কলাপদ্ধতির নিদর্শন বলিয়া খ্যাত, ইহা তৎকালে ভারতীয় কলা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং কলানৈপুণ্যের জন্য বহুকলাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সম্বর্দ্ধনাসমিতি এই স্বর্ণপদ্মটি ৫০০৲ পাঁচশত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া কবিবরের উপহারার্থ কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির হস্তে দিয়াছিলেন।' পরিষদের প্রতিবেদনে আছে :

এই উৎসবে যে ব্যয় হইয়াছে, সেই জন্য পরিষৎকে সাধারণ তহবিল হইতে কিছুই ব্যয় করিতে হয় নাই। ...এই উৎসবের জন্য ৩১৩৩।৹ টাকা সংগৃহীত হয়; তাহা হইতে ১২৯২ ⁄১০ খরচ বাদে ১৮৪০।ল ১০ উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং ৮১০৲ আদায় হইতে বাকী আছে। এই টাকা আদায় হইলে সমস্তই পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কোন কার্য্যে ব্যয়িত হইবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির হস্তে অর্পিত হইবে। ...এতদ্ব্যতীত এই উৎসব ব্যাপার চিরস্মরণীয় করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ৫০০০৲ ...পরিষদের হস্তে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দুই সহস্র মুদ্রা পরিষদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কি ভাবে এই টাকা খরচ হইবে সেই সম্বন্ধে বিনয়বাবুর সহিত পত্র-ব্যবহার চলিতেছে এবং এ বিষয় স্থির হইলে বাকী তিন সহস্র টাকা পরিষদের হস্তগত হইবে।[১৬৫]

কার্যনির্বাহক সমিতির ১৩ ফাল্গুন ১৩২৩ [25 Feb 1917] তারিখের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় : 'পদকল্পতরু প্রকাশের ব্যয় রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা-সমিতি হইতে প্রদত্ত হইবে।' সতীশচন্দ্র রায় [১২৭৩–১৩৩৮] এই বৃহৎ বৈষ্ণবগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। বৈষ্ণবপদাবলীর এই সুসম্পাদিত সংস্করণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত রাখা তাঁর প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য বলে গণনীয়।

এক টাকা থেকে পাঁচশ টাকা পর্যন্ত চাঁদা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। কিছু স্মৃতিকথার বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য কয়েকটি চাঁদার অঙ্ক উল্লেখ করছি : জগদিন্দ্রনাথ রায় ৫০০, গগনেন্দ্রনাথ ৩০০, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২০০, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২০০, লালগোলার মহারাজা ১৫০, আশুতোষ চৌধুরী ১০০, তারকনাথ পালিত ১০০, সুবোধচন্দ্র মল্লিক ১০০, চিত্তরঞ্জন দাস ১০০, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ১০০, মন্মথনাথ মিত্র ১০০, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০০, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১০০, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১০০, চিন্তামণি ঘোষ ১০০, জগদীশচন্দ্র বসু ১০০, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫০, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ৫০, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ৫০, জনৈক মহিলা ৫০, ডাঃ নীলরতন সরকার ৫০, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫০, প্রিয়ম্বদা দেবী সংগৃহীত ৬৩, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩০, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১০, শান্তা দেবী ৫, সীতা দেবী ৫ ইত্যাদি।

এই জন্মোৎসব উপলক্ষেই চৈতন্য লাইব্রেরি 'বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা আহ্বান করে দুটি রৌপ্যপদক দেবার কথা ঘোষণা করে।[১৬৬]

যতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখেছেন :

কয়েকদিনের মধ্যে কবির নিকট হইতে তাঁহার জোড়াসাঁকোর গৃহে এই সপ্তভক্তের [সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যো°, প্রভাতকুমার মুখো°, মণিলাল গঙ্গো°, করুণানিধান বন্দ্যো°, যতীন্দ্রমোহন ও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী] নিমন্ত্রণ-সৌভাগ্য মিলিয়া গেল। ...অভ্যাগতের অভ্যর্থনারূপে ললাটে চন্দনটিপ পরিলাম এবং বনিয়াদী প্রাচীন প্রথায় আতর গোলাপে অভিষিঞ্চিত [য] হইলাম। কবি নিজেই আরো তিন চারিটি গান গাহিলেন; একটি হিন্দীগানও তাঁহার মুখে শুনিলাম; পরে কবির সহিত একত্রে আহার এবং সেই ভোজনপর্ব্বের সমারোহে সেদিন কাহারও পক্ষেই ওজনরক্ষা সম্ভব হয় নাই।[১৬৭]

ভোজনপর্বটি সম্ভবত ১৬ মাঘ [মঙ্গল 30 Jan] অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার আগের দিন রামানন্দের বাড়ি গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আহারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[১৬৮]

রবীন্দ্র-বিরোধীরা এই সংবর্ধনা-অনুষ্ঠান পুরোপুরি বয়কট করেন, তাঁদের পরিচালিত পত্রিকাগুলিকে এই বিষয়ে একটি ছত্রও লেখা হয়নি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেউ-কেউ বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ২০ মাঘ [শনি 3 Feb] প্রতিবাদী পদ্মনাথ দেবশর্মাকে বিভিন্ন নজির দেখিয়ে লেখেন :

রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দন পত্রখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রপাঠে দেখিবেন, রবীন্দ্রবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহু বৎসরের সাহিত্যসেবার উপলক্ষ করিয়া [পরিষৎ] দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছেন মাত্র; কোনরূপ রাজ্যে বা সাম্রাজ্যে অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দেন নাই, বা সাহিত্যক্ষেত্রে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার স্থাননির্দ্দেশের বা পদবীপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান লইয়া মতভেদ আছে ও চিরকাল থাকিবে; সাহিত্য-পরিষৎ সে-বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা দেখাইবেন না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও সামান্য নহে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই; কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনরূপ অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। ...

অপিচ এই অনুষ্ঠানে পরিষদের এক পয়সা ব্যয় করিতে হয় নাই। বঙ্গের মান্যগণ্য কতিপয় ব্যক্তি একটি সম্বর্দ্ধনার কমিটি স্থাপন করিয়া কয়েক সহস্র টাকা তুলিয়াছিলেন। এই চাঁদা সর্ব্বসাধারণের নিকট তোলা হয় নাই; তাঁহাদের নিজেরাই ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট তোলা হয়। পরিষৎকে বাঙ্গালা শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র করিয়া তাঁহারা পরিষৎকে এই অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিষৎ সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা উচিত বোধ করেন নাই। ...

আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কেন যে কলিকাতায় থাকিয়াও ও সমুদয় তথ্য জানিয়াও এই কবি-সম্বর্দ্ধনা ব্যাপারে এতটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে।[১৬৯]

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রামেন্দ্রসুন্দর ৫ অগ্র ১৩২০ [21 Nov 1913] উক্ত পদ্মনাথ দেবশর্মাকেই পত্র লিখে এই সংবর্ধনা 'দেশের মুখরক্ষা' করেছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

জন্মোৎসব উপলক্ষে গ্রেট ইস্টার্ন স্টুডিও সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা সংবলিত সচিত্র 'রবীন্দ্র মঙ্গল' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। হপসিং কোম্পানি টাউন হলের বারান্দায় যে প্রদর্শনী করেছিলেন, জনসাধারণের অনুরোধে তাঁদের চৌরঙ্গি রোডের অফিসে সেটিকে আরও সাত দিনের জন্য খুলে রাখেন।

অনেকটা রবীন্দ্র-সংবর্ধনার প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্র-বিরোধীরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাঁকুড়ায় বদলি উপলক্ষে ৬ মাঘ [শনি 20 Jan] স্টার থিয়েটারে, ৭ মাঘ ইভনিং ক্লাবে ও ৮ মাঘ মিনার্ভা থিয়েটারে তিনটি বিদায়-সংবর্ধনার আয়োজন করেন। তিনটিতেই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[১৭০]

আমরা আগেই বলেছি, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষা-অধিকর্তা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে সরকারী কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার অনুপযুক্ত ঘোষণা করে যে সার্কুলারটি জারি করেছিলেন, বেঙ্গলী পত্রিকা 26 Jan [শুক্র ১২ মাঘ] সেটিকে প্রকাশ করে দেয়। প্রদেশটির অস্তিত্ব তখন বিলুপ্ত হয়েছিল, কিন্তু 'কবি-সম্বর্দ্ধনা'র আবেগের মুহূর্তে সংবাদটি প্রকাশ পাওয়ায় তা অতিরিক্ত গুরুত্ব লাভ করে। পত্রিকাটিতে সম্পাদকীয় টীকায় ও বিভিন্ন ব্যক্তির পত্রে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। রবীন্দ্রনাথও চুপ করে ছিলেন না। [২১ মাঘ রবি 4 Feb] তিনি জগদানন্দ রায়কে লেখেন :

Circular-এর ব্যাপার নিয়ে Viceroy-এর সঙ্গে লেখালেখি শুরু করেছি। দুই একদিন তার ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্চে। কাল সোমবারে যাওয়া ঘটবে না। পর্শু একটা কোনো খবর পাওয়া যাবে আশা করচি। হয়ত বুধবারে সন্ধ্যার সময় পৌঁছব। তোমরা অভিভাবকদের ভরসা দিয়ো। যা হয় একটা কিছু না করে ছাড়চি নে। কলকাতায় বাস অসহ্য কিন্তু উপায় নেই।[১৭১]

ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে এই বিষয়ে পত্রালাপের কোনো বিবরণ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হীরালাল সেন, কালীমোহন ঘোষ, নেপালচন্দ্র রায় প্রভৃতিকে শিক্ষকপদে নিয়োগ করার জন্যই বিদ্যালয়ের প্রতি সরকারের বিরূপতা দেখা দিয়েছিল। সম্ভবত ২৯ ফাল্গুন [মঙ্গল 12 Mar] রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দকে লেখেন : 'হীরালাল সেনকে একবার পাঠাইয়া দিতে হইবে। গবর্মেন্টের পত্র পাইয়াছি—এখন তাহাকে রাখা ত আর চলিবে না। তাহার জন্য আমি অন্য ব্যবস্থা করিব।'[১৭২] ৪ চৈত্র [রবি 17 Mar] তিনি দ্বিপেন্দ্রনাথকেও লেখেন : 'ইণ্ডিয়া গবর্মেন্টের যে চিঠি পেয়েছি তার উপরে আর হীরালাল সেনকে কোনমতেই বিদ্যালয়ে রাখা চলতে পারেনা। সেই কথা জানিয়ে জগদানন্দকে চিঠি লিখেছি এবং হীরালালকে এখানে পাঠাতে বলেছি। তার কোনো উত্তর পাইনি—হীরালালও আসেনি। শীঘ্রই একটা যা হয় কোরো—নইলে বিশেষ বিঘ্ন ঘটতে পারে।'[১৭৩] রবীন্দ্রনাথ হীরালালকে শিলাইদহে জমিদারির কাজে নিযুক্ত করেন।

সম্ভবত এই সময়েই গগনেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় এক সংগীতের আসরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জার্মান দার্শনিক কাউন্ট হেরমান কাইসারলিং [Count Hermann Keyserling, 1880–1946]-এর সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রজীবনী-কার এই সাক্ষাৎকারের সময় হিসেবে 1910 উল্লেখ করেছেন,[১৭৪] তাঁর সংবাদ-সূত্র Alex Aronson সময়টি 1911 বলে চিহ্নিত করেন।[১৭৫] কিন্তু কাইজারলিং স্বয়ং *Significant Memories* গ্রন্থে লেখেন : 'In 1912, I first became acquainted with him in Calcutta. A year later, in London, I made him intimately acquainted with European music.[১৭৬] 1913-লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর দুটি পত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে, যা থেকে উল্লিখিত বিবরণ সঠিক বলেই সিদ্ধান্ত করতে হয়। পক্ষান্তরে, তাঁর *Travel Diary* [1925] গ্রন্থে তারিখের কোনো বালাই নেই [আমরা বইটির ভারতীয় বিদ্যাভবন-প্রকাশিত সংস্করণ *Indian Travel Diary of a Philosopher* (1959) ব্যবহার করেছি]। রামেশ্বরম্ থেকে যাত্রা শুরু করে মাদুরা, তাঞ্জোর, কাঞ্জিভরম, মহাবলীপুরম্, আডিয়ার, ইলোরা, উদয়পুর, চিতোর, জয়পুর, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, বুদ্ধগয়া, হিমালয় [দার্জিলিং] ঘুরে তিনি কলকাতায় উপস্থিত হন। 'On a winter's evening' 'in the ancient palace of the Tagores' তিনি যন্ত্রসংগীত উপভোগ করেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> আর-একবার ব্লান্ট সাহেব, উড্রফ সাহেব, আমরা কয়েকজন দেশী সংগীতের অনুরাগী মিলে মাদ্রাজ থেকে একজন বীনকারকে আনিয়েছিলুম। সপ্তাহে সপ্তাহে রাত নটার পরে আমাদের বাড়িতে সেই বীনকারের বৈঠক বসত। ...কাইজারলিংও একবার এলেন সেই আসরে। বীনকার বীণা বাজিয়ে চলেছে, পাশে কাইজারলিং স্থির হয়ে চোখ বুজে বসে, চেয়ে দেখি বাজনা শুনতে শুনতে তার কান গাল লাল টকটকে হয়ে উঠল। সুরের ঠিক রঙটি ধরল সাহেবের মনে।[১৭৭]

কাইজারলিংও তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এই আসরের কথা উল্লেখ করেছেন, য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সংগীতের পার্থক্য বিষয়ে দার্শনিক আলোচনা করার পর তিনি লেখেন :

> It was a memorable night. The noble figures of the Tagores, with their delicate, spiritualised faces, in their picturesquely folded togas, fitted admirably into the lofty hall, hung with its ancient paintings. Abanindranath, the painter of the family, made me think of the types which, once upon a time, were the ornamant of Alexandria; Rabindranath, the poet,

impressed me like a guest from a higher, more spiritual world. Never perhaps have I seen so much spiritualised substance of soul condensed into one man. ...Of all lyric verse of our time, that of Rabindranath Tagore embodies the most richly and gorgeously coloured profoundity.[১৭৮]

রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার সঙ্গে তাঁর এইসময়ে যেটুকু পরিচয় হওয়া সম্ভব, তাতে শেষ বাক্যটি লেখা তাঁর পক্ষে খুব স্বাভাবিক নয় বলেই মনে হয়। উল্লেখ্য, বইটির জার্মান সংস্করণ প্রথমে দুই খণ্ডে 1919-এ প্রকাশিত হয়েছিল, তিনটি সংস্করণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হওয়ার পর 1925-এ ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রিত হয়।

হয়তো এই সময়েই আর একজন বিশিষ্ট বিদেশী কলকাতা ভ্রমণ করে যান—তিনি হচ্ছেন সুইডেনের রাজার দ্বিতীয় পুত্র Wilhelm. চিত্রশিল্পী ও শৌখীন লেখক। দেশে ফিরে তিনি তাঁর এশিয়া-ভ্রমণের বিবরণী *Dar Solen Lyser* [1913] নামে প্রকাশ করেন। বইটির জার্মান অনুবাদও *Wo die Sonne scheint* [Where the Sun shines] প্রকাশিত হয়। Alex Aronson লিখেছেন :

An unfortunate Scandinavian prince of German descent, Prince William of Sweden, had been to India in 1912 and had spent some delightful hours in the house of the Tagores at Calcutta. After returning to Europe he published a book in which he gives some of the impressions he received in India and also mentions this visit to Rabindranath.[১৭৯]

রবীন্দ্রনাথ 1913-এ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর কয়েকটি য়ুরোপীয় পত্রিকায় লেখা হয়, রাজকুমারের এই ভ্রমণ তাঁর পুরস্কার-প্রাপ্তির পিছনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই প্রসঙ্গটি পরে যথাস্থানে আলোচিত হবে।

কলকাতার সংবর্ধনা-পর্ব চুকে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ ২৪ মাঘ [বুধ 7 Feb] কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে যান। সীতা দেবী জানিয়েছেন, এর আগের দিন তিনি তাঁদের বাসায় গিয়েছিলেন; জীবনস্মৃতি আরও খানিকদূর লেখার অনুরোধ করায় তিনি বলেন : 'বিদ্যালয়ের ছাত্র আর অধ্যাপকদের কাছে মুখে মুখে আরও খানিকটা বলেছিলুম, সন্তোষ সেটার নোট রেখেছিল, যদি তার থেকে সহজে লিখবার কোনো material পাই তা হলে আবার লিখতে পারি।' এই সংকল্প পূর্ণ হয়নি, সেই নোটেরও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এক বালিকার অনুরোধে তিনি 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানটি গেয়ে শোনান। তারপরে তিনি জগদীশচন্দ্রের বাড়ি রওনা হন।[১৮০]

এইদিন ২৩ মাঘ ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে তিনি লেখেন : 'আজ পর্য্যন্ত তোমার চিঠির উত্তর দেবার সময় পাইনি। কাল বোলপুরে যাত্রা করতে হবে—আজ রাত্রে লিখে রাখ্‌চি। এবার আমি বোলপুরে বেশি দিন থাকতে পারব না। দোলের পূর্ব্বেই বিদায় হব ঠিক করেছি। ছাত্রদের সঙ্গে একবার দেখাসাক্ষাৎ করে আসতে যাচ্চি।'[১৮১]

শুধু ছাত্রদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা নয়, তাঁর অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের পরিচালনার সুবন্দোবস্ত করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ২৬ মাঘ [শুক্র 9 Feb] তিনি রামানন্দকে লেখেন :

বিদ্যালয়ের জন্য একটি অধ্যক্ষসভা স্থাপনের প্রস্তাব আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না। আপনার সঙ্গে রথীন্দ্র ও সুরেন্দ্রকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে—কেননা তাঁহাদের দুইজনের কাছ হইতে বিপদে আপদে অর্থের প্রত্যাশা করা যাইতে পারিবে। ...আমি বোধহয় আগামী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত থাকিতে পারি। একবার যদি আসা সম্ভব হয় তবে আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন।[১৮২]

এই অধ্যক্ষসভা সম্ভবত আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়নি। কিন্তু রামানন্দ যে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দায়িত্বে ছিলেন, বিদেশ থেকে তাঁকে লেখা অনেকগুলি পত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক-সভার নির্বাচিত প্রধান হিসেবে সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় বর্তমানে কাজকর্ম দেখাশোনা করেছেন।

৩ ফাল্গুন [বৃহ 15 Feb] অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যার নামকরণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেন, সেটি 'নামকরণ' [দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ২৭৩–৭৫; সঞ্চয় ১৮। ৩৪৩–৪৬] শিরোনামে মুদ্রিত হয়।

৪ ফাল্গুন [শুক্র 16 Feb] তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। তখন ভাবা হয়েছিল, এটি 'দীর্ঘকালের জন্য বিদায়গ্রহণ'। তাই যাওয়ার আগে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে উপাসনা ও উপদেশদান করেন। তার কোনো অনুলেখন রক্ষিত হয়নি, কিন্তু চৈত্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-র 'আশ্রম-কথা'য় সম্ভবত অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যের কিছু আভাস দিয়েছেন। ১৮ ফাল্গুন [শুক্র 1 Mar] তাঁকে লেখা একটি পত্র[১৮৩] থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন :

ঠিক্ এই কথাগুলিই বিদায়ের দিনেও সকল অধ্যাপকগণকেও তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি ছেলেবেলায় যে জেসুইট্ [Jesuit) পাদ্রীদের কলেজে পড়িয়াছিলেন [সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ], যেখানে বড় বড় পণ্ডিতরাও ছোট ক্লাসে শিক্ষাদানের ভার ধর্ম্মব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ভগবানের আদেশপালনের ন্যায় তাহা সম্পন্ন করিতেন, সেই উদাহরণটি দিলেন এবং বলিলেন যে সেই বড় একটি সাধনার মধ্যে যদি সমস্ত কাজকর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হয় তবেই আমাদের মধ্যেও আইন বড় না হইয়া আইডিয়া বড় হইয়া উঠিবে। নহিলে শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা যতই পাকা হোক্, আসল জিনিষটারই অভাব ঘটিবে। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা ধর্ম্মব্রতের মত, ঈশ্বরের বিধানপালনের মত করিয়া কর্ম্ম করিব, ততদিন আমাদের নিয়ম আনন্দরূপ ধারণ করিবে না, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের শ্রীর আবির্ভাব হইবে না।[১৮৪]

রবীন্দ্রনাথ কলকাতা হয়ে শিলাইদহ যাত্রা করেন। সীতা দেবী লিখেছেন : 'তাঁহার বিলাত-যাত্রা উপলক্ষে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত ভক্তের দল 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করিয়া কবিকে দেখাইলেন। শুনিলাম তাহা খুব ভালো হইয়াছিল। ...মেয়েরাও একদল 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন।'[১৮৫] সম্ভবত ৪ বা ৫ ফাল্গুন [16/17 Feb] 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হয়।

শিলাইদহে পৌঁছে ৭ ফাল্গুন [সোম 19 Feb] রবীন্দ্রনাথ নির্ঝরিণী সরকারকে লেখেন : 'য়ুরোপে যাবার পূর্ব্বে কিছুদিন নির্জ্জনে একটু শান্তি ভোগ করবার জন্যে এখানে পদ্মার তীরে এসেছি। অনেকদিন থেকে অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে দিন কাট্‌ছিল—এই একটা মাস চুপচাপ করে পড়ে থাকব।'[১৮৬] কিন্তু চুপচাপ তিনি থাকেননি। ৮ ফাল্গুনই রামানন্দকে লিখেছেন : 'জীবনস্মৃতির প্রুফ না হউক ফাইলটা আমার কাছে পাঠাইবেন কেননা কিছু কিছু বাড়ানো চলিতেছে। ...সীতার ইচ্ছা জীবনস্মৃতি আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিই—তাহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে অতএব কাপিগুলা একবার শীঘ্র করিয়া পাঠাইয়া দিবেন।'[১৮৭] জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপি 'বালক' অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে শেষ হয়েছিল। আষাঢ়ের কিস্তি পর্যন্ত প্রেসকপি তিনি আগেই পাঠিয়েছিলেন—'কারোয়ার', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'ছবি ও গান' এবং 'বালক' অধ্যায়ের কিয়দংশ তার

অন্তর্গত ছিল। তৃতীয় পাণ্ডুলিপি দেখে মনে হয়, এই কিস্তির ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ অধ্যায় ও সম্পূর্ণ শ্রাবণ কিস্তি এবং পত্রিকায় অপ্রকাশিত ‘বিলাতি সংগীত’, ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ প্রভৃতি অধ্যায় তিনি ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে মাঝে মাঝে লিখে গ্রন্থটির বর্তমান আকার প্রদান করেন। পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বই ছাপা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত ৩ ফাল্গুন [বৃহ 15 feb] শান্তিনিকেতন থেকে লেখা একটি পত্রে তিনি রামানন্দকে লেখেন : ‘জীবনস্মৃতি বই ছাপার কাজ কাপি অভাবে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।’[১৮৮]

আরও একটি কাজে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। শান্তা দেবী লিখেছেন :

রবীন্দ্রনাথের রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয় এই ইচ্ছা রামানন্দের চিরদিন ছিল। কিন্তু কবির পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও তাঁহার কোন বই কি রচনাসমষ্টি টেকস্ট-বুক-কমিটিতেও পাঠ্য হয় নাই। ‘প্রবাসী’তে এ বিষয়ে রামানন্দ দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন করেন। পরে তিনি একটি স্কুলপাঠ্য পুস্তক করিবার প্রস্তাব করেন। এই কারণেই “পাঠসঞ্চয়” পুস্তকটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রথিত হয়। ...এই বইটি সম্ভবত প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন রামানন্দ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বই পাঠ্য করা গেল না। ...বইটি তখনকার দিনে বিক্রয় করাও কষ্টকর ছিল। রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হইয়া সেজন্য চিঠি লিখিতেন। শেষে বোধহয় বিদ্যালয়ে নিজেদের ছাত্রদের পাঠ্য করেন। সম্ভবত ছাপার খরচ রামানন্দই বহন করিয়াছিলেন।[১৮৯]

শিলাইদহ থেকে রামানন্দকে লেখা কয়েকটি পত্রের বিষয় এই পাঠ্যপুস্তক। সম্ভবত ৯ ফাল্গুন [বুধ 21 Feb] লেখেন : ‘সেই পাঠ্যবইটার কাপি পাঠাই। ইহার সঙ্গে গোটা দুই তিন গল্প যোগ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে “রাসমণির ছেলে” একটি এবং “গুপ্তধন” একটি। ...বইয়ের নাম কি হইবে যদি ভাবিয়া ঠিক করেন তবে আমি বাঁচি। নামকরণ আমার আসে না।’[১৯০] পরের দিনই ‘রাসমণির ছেলে’ গল্পটি বাদ দিয়ে ‘অনধিকার প্রবেশ’, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘সাক্ষ্যদান’ [‘রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা’, ‘সাক্ষী’ নামে প্রকাশিত] প্রভৃতি গল্প অন্তর্ভুক্ত করার কথা লেখেন।[১৯১] ১৩ ফাল্গুনের [রবি 25 Feb] পত্রে নিজেই গ্রন্থটির ‘পাঠসঞ্চয়’ নামকরণ করেন।[১৯২] রামানন্দ সম্ভবত আরও কয়েকটি ছাত্রপাঠ্য প্রবন্ধ সংযোজনের কথা লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ২৪ ফাল্গুন [বৃহ 7 Mar] লেখেন :

গ্রন্থাবলী ঘাঁটিয়া ছেলেদের উপযোগী আর একটি প্রবন্ধও পাওয়া গেলনা। এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, প্রবাসীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে সকল সঙ্কলন চলিয়াছে তাহার মধ্য হইতে আমার লেখা, এবং মীরার ও হেমলতা বৌমার লেখা হইতে বাছিয়া যতগুলা প্রবন্ধ উপযুক্ত বোধ করেন জুড়িয়া দিবেন। ...শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকার দুই একটা ইস্কুল সম্বন্ধে কিছু যেন লিখিয়াছিলাম। এমন আরো কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে।[১৯৩]

শ্রাবণ ১৩১৬-সংখ্যায় মুদ্রিত ‘আমেরিকার একটি বিদ্যালয়’ গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত হয়। রামানন্দ সম্ভবত কেবল রবীন্দ্রনাথের রচনাই সংকলন করতে চেয়েছিলেন, সেই যুক্তিতে ‘লামার প্রাণদণ্ড’ [অগ্র ১৩১৬] ও ‘গেটের উক্তিসংগ্রহ’ [আশ্বিন ১৩১৭] স্বাক্ষরবিহীন রচনা-দুটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে অনুমান করা যেতে পারে।

২৬টি রচনা সংবলিত হয়ে ১৯৯ পৃষ্ঠার ‘পাঠসঞ্চয়’ বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী 20 May 1912 [সোম ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯] তারিখে প্রকাশিত হয়। নিম্নলিখিত রচনাগুলি এই পাঠ্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় : ১। বঙ্কিমচন্দ্র [সাধনা, বৈশাখ ১৩০১], ২। স্বাধীনশিক্ষা [‘ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১২], ৩। গঙ্গার শোভা [‘সরোজিনী প্রয়াণ’, ভারতী, শ্রাবণ-অগ্র ১২৯১], ৪। মনুষ্যত্ব [বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১০], ৫। য়ুরোপের ছবি [য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, সাধনা ১২৯৮–৯৯], ৬। লাইব্রেরি [বালক, পৌষ ১২৯২], ৭। প্রার্থনা [বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১১], ৮। বিলাসের ফাঁস [ভাণ্ডার, মাঘ ১৩১২], ৯। ছোটনাগপুর [‘দশদিনের ছুটি’, বালক, আষাঢ় ১২৯২], ১০। উৎসবের দিন [বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১১], ১১। আমেরিকার একটি বিদ্যালয় [প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৬], ১২। অনধিকার প্রবেশ [সাধনা, শ্রাবণ ১৩০১], ১৩। লামার প্রাণদণ্ড [প্রবাসী, অগ্র

১৩১৬], ১৪। গুপ্তধন [বঙ্গভাষা, কার্তিক ১৩১১], ১৫। পরিবারাশ্রম [সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০], ১৬। সাক্ষী [হিতবাদী ১২৯৮], ১৭। রোগশত্রু [সাধনা, পৌষ ১২৯৮], ১৮ কাবুলিওয়ালা [সাধনা, অগ্র ১২৯৯], ১৯। উন্নতি [সাধনা, চৈত্র ১২৯৮], ২০। বাগান [সাধনা, অগ্র ১২৯৮], ২১। মানুষসৃষ্টি [সাধনা, ভাদ্র ১৩০০], ২২। ভূগর্ভস্থ জল ও বায়ুপ্রবাহ [সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১], ২৩। অভ্যাসজনিত পরিবর্তন [সাধনা, আষাঢ় ১৩০০], ২৪। আদিম আর্যনিবাস [সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯], ২৫। দান প্রতিদান [সাধনা, চৈত্র ১২৯৯], ২৬। গ্যেটের উক্তিসংগ্রহ [প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭]।[১৯৪]

১৩ ফাল্গুন [রবি 25 Feb] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখেছেন, চৈত্র-সংখ্যা জীবনস্মৃতি-র শেষ প্যারাগ্রাফে সংযোজনের কাজ করা গেল না, 'কারণ, হাতে এখন একটা অন্য লেখার উপসর্গ আছে'—এই লেখাটি হল 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী' শীর্ষক দ্বিতীয় রচনাটি [দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ২৮৫–৮৮], যা শরচ্চন্দ্র ঘোষের 22 Feb-এর পত্রের উত্তরে লেখা হয়। এই চিঠিতেই আছে : 'ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিখিতে হাত দিয়াছি—এটা লিখিতে সময় যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি।' উক্ত প্রবন্ধ হল 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' [দ্র প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৯। ১–১৯; পরিচয় ১৮। ৪২৩–৫১]। প্রবন্ধটি লেখা হয়ে যাওয়ার পর *6 Mar [বুধ ২৩ ফাল্গুন] তিনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন : 'এবার যে লেখাটা নিয়ে এতদিন ব্যস্ত ছিলুম সেটা "ধর্মের অধিকার" প্রবন্ধের জুড়ি—ঐতিহাসিক [দিক] দিয়ে সেই কথাটাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি'।[১৯৫] উল্লিখিত প্রবন্ধে পৌত্তলিকতাকে হিন্দুধর্মের সারবস্তু বলে তিনি মেনে নেননি, অধিকারভেদে ধর্মকে ছোটবড়ো করা যায় একথারও তিনি প্রতিবাদ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত আর্যদের ভারতে আগমন এবং এদেশীয় দ্রাবিড় ও তথাকথিত অনার্যদের সঙ্গে তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধর্মভাবনার বিচিত্র বিকাশের চিত্রটি তিনি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করেছেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপকরণ নেই বললেই চলে, তাই অন্য দেশের, কখনও বা সাম্প্রতিক অতীতের, ইতিহাসের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় তিনি সেই সুদূর অতীতের ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করবার চেষ্টা করেন। সেই ইতিহাস তথ্যমূলক নয়, ভাবমূলক। তাই রামায়ণ-মহাভারতের, বিশেষত রামায়ণের, তিনি যে রূপক-ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে অনেকে একমত না হতে পারেন, অনেকে যুক্তির ফাঁক খুঁজে পেতে পারেন [বস্তুত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-এর জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩১৯-সংখ্যায় মুদ্রিত 'ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে সেই কাজই করেছেন], কিন্তু তথ্য ও কল্পনার সংমিশ্রণে তিনি ভারতীয় সভ্যতার যে ভাবমূর্তি রচনা করেছেন তার মূল্য আজও অস্বীকার করা যায় না। তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবাসী-র আষাঢ়-সংখ্যায় [পৃ ৩১৪–১৫ দ্র গ্রন্থপরিচয় ১৮। ৫৭৭–৮০] কনিষ্ঠের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন তুললেও আন্তরিক সাধুবাদ জানিয়ে লিখেছেন :

> বিগত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের পর্যালোচিত "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, প্রাচীন ভারতের রহস্যপূর্ণ ইতিহাসের নানারঙের বহিরাবরণের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহার ভিতরের কথাটি যাহা এতদিন সহস্র চেষ্টা করিয়াও আলোকাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়া উঠিতেছিল না, এইবার তাহার সে চেষ্টা বাঞ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিবে তাহার অরুণোদয় দেখা দিয়াছে; তবে যে, চতুর্দিকে কর্কশ কা কা ধ্বনি হইতেছে—রজনীপ্রভাতের সমসমকালে তাহা হইবারই কথা।

—বাক্যের শেষাংশটি সম্ভবত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটির প্রতি কটাক্ষ।

১৯ ফাল্গুন [শনি 2 Mar] থেকে তিনদিন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে চুঁচুড়া শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি। তিনি টাউন হলের কবি-সংবর্ধনায় উপস্থিত হননি, কিন্তু কর্তব্যবোধে সম্মিলনের প্রস্তাবক ও প্রথম অধিবেশনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথকে চুঁচুড়ায় আমন্ত্রণ করেন। ১৬ ফাল্গুন [বুধ 28 Feb]* তিনি প্রত্যুত্তরে লেখেন :

> আমি আপনার দয়ার প্রার্থী। অনেকদিন ধরিয়া আমাকে লইয়া টানাটানি চলিয়াছে। তাই ক্লান্ত শরীর মন লইয়া এই পদ্মার নির্জ্জন তীরে আশ্রয় লইয়াছি। ...পলাতক অপরাধীকে দূর হইতে যত পারেন গালি দিবেন কিন্তু তাহাকে বাঁধিয়া আনিবার চেষ্টা করিবেন না। একবার ভাবিয়াছিলাম ডাকঘরের পিয়নের হাত এড়াইয়া জলপথে নৌকা বাহিয়া চলিয়া যাইব—কিন্তু ছেলেমেয়েরা এখানে আছে তাহারা দূর প্রবাসযাত্রার পূর্ব্বে আমাকে কাছে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাই অমন করিয়া দৌড় দিতে পারিলাম না। তাই ধরা পড়িয়াছি। অপরাধ কবুলও করিতেছি এক্ষণে ক্ষমা যদি করেন তাহাতে আপনাদের দাক্ষিণ্য প্রকাশ হইবে।[১৯৬]

এর আগে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে [১৩১৬] তাঁকে প্রায় বেঁধেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রাক্তন ছাত্র অচ্যুতচন্দ্রও তাঁকে আহ্বান জানিয়ে চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ১৭ ফাল্গুন তাঁকে লেখেন : 'এখন এই নদীতীরে আম্রমুকুলের গন্ধমধুর ফাল্গুনের দিনগুলি মাটি করিয়া আমি কোনোমতেই সভাসমিতিতে প্রবেশ করিতে পারিবনা। কেবল এতদিন তোমার জন্যই মনে আমার দ্বিধা ছিল—ভাবিয়াছিলাম যথাসময়ে একবার কাজ সারিয়া আসিব—...আবার ইহার মধ্যে একটা কর্ত্তব্যও জুটিয়া গেছে। আজ সংবাদ পাইলাম ডাক্তার জগদীশ বসু কাল রাত্রে আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিবেন—আগামী সোমবার পর্য্যন্ত আমি অতিথিসৎকারে আবদ্ধ থাকিব। অতএব ভদ্রসমাজে উপস্থিত করিবার মত একটা উপযুক্ত ওজরও পাওয়া গেল।'[১৯৭]

এর আগে শিলাইদহে আর-একজন অতিথিরও সমাগম হয়েছিল—তিনি হচ্ছেন পূর্বোল্লিখিত Myron H. Phelps। রথীন্দ্রনাথ তখন সেখানে রীতিমত গবেষণাগারের পত্তন করে চাষবাস নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, ফেল্‌পস্‌ দেখে খুশি হন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'তাঁর একটি লেখায় তিনি আমাদের মস্ত সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, বলেছিলেন শিলাইদহে আমি নাকি একটি সত্যিকারের ভালো আমেরিকান ফার্ম গড়ে তুলতে পেরেছি।'[১৯৮] শিলাইদহের প্রকৃতিও তাঁর ভালো লেগেছিল। ১৮ ফাল্গুন [শুক্র 1 Mar] রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়কে লেখেন : 'Phelps সাহেব কয়দিন এখানে থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার এ জায়গাটা অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে—তিনি বলিয়াছেন This is an ideal place to live in।'[১৯৯] সম্ভবত এর আগেই তিনি শান্তিনিকেতন ঘুরে আসেন। সার্কুলারের ফলে ছাত্রদের দুঃখিত মনে আশ্রমত্যাগের বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রজীবনী-কার ফেল্‌প্‌সের শান্তিনিকেতন-পরিদর্শন প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'তিনি আশ্রমের একটি বর্ণনা সমসাময়িক বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশ করেন; তিনি বলেন যে বিদ্যালয়কে এমন আপন করিয়া দেখিবার দৃষ্টান্ত তিনি কখনো কোথাও দেখেন নাই।'[২০০] লেখাটির সন্ধান আমরা পাইনি, পেলে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তটি স্পষ্টতর হত। সীতা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন : 'সে ভদ্রলোক নিজে কোনো কথা তো বললেই না, তার উপর আমি যা-কিছু বললুম, তা নোটবুকে টুকে নিলে। আমার সমস্ত কথা যখন ফুরিয়ে গেল তখন আমি হতাশ হয়ে চুপ করে রইলুম, ভাবলুম দেখি এখনও কিছু বলে কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কথা বললেই না,

শেষে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তো তখন বাঁচলুম। বাস্তবিক একতরফা conversation-এর মত কষ্টকর আর আমার কাছে কিছু লাগে না।'[২০১]

তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই জাহাজে Ohio University থেকে পাশ-করা নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামক একজন গো-পালনবিদ্যার স্নাতক দেশে ফিরেছিলেন।[২০২] তিনিও এই সময়ে শিলাইদহে যান। রবীন্দ্রনাথ এঁর সম্পর্কে জগদানন্দকে উক্ত পত্রে লিখেছেন :

নগেন্দ্রনাথ নামক একজন আমেরিকায় Dairy Farmingী শেখা যুবক এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অল্প কিছু Capitalও আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের Dairyর সঙ্গে যোগ দিয়া একটা কম্পানি খুলিবার জন্য আমি তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছি। তাঁহার ইচ্ছা এই সঙ্গে ওখানে জমি লইয়া গোরুর খাদ্য ও Vegetable farming করেন। ...ওখানে যে জমি লইবার কথা চলিতেছিল সেও যদি এই কম্পানি হইতে লওয়া হয় তবে সেটা অনেক কাজে লাগিতে পারিবে অথচ বিদ্যালয়ের এক পয়সা লাগিবে [না]। বিদ্যালয় এই গোরু মহিষ প্রভৃতিতে যে টাকা ফেলিয়াছেন সেই পরিমাণ Share বিদ্যালয়ের থাকিবে সুতরাং বিদ্যালয়ের একটা Profitও রহিল।

এই পরিকল্পনার কি পরিণতি ঘটেছিল জানা যায়নি।

দীর্ঘকালের জন্য বিদেশযাত্রার আগে যৌবনের লীলাভূমি শিলাইদহে বসন্তযাপন তাঁর মোহাচ্ছন্ন করছিল, একথা তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে চিঠিতে লিখেছেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে সেই আনন্দরস আস্বাদন করার জন্য। শিলাইদহ ত্যাগের আগে ২৫ ফাল্গুন [শুক্র ৪ Mar] প্রিয়ম্বদা দেবীকে চিঠি লিখেছেন প্রায় ছিন্নপত্রাবলী-র ভাষায় :

এবার এখানে এসে আমি ভারি আরাম পেয়েছি। এখানকার আকাশে বসন্তের আনন্দরসে ফাল্গুনমাসের স্বর্ণরৌদ্রখচিত পেয়ালাটি একেবারে উপচে পড়েছে। আমার এই তেতালার একলা ঘরটির সমস্ত দরজা চারিদিকে খুলে দিয়ে বসে আছি—বসন্ত তার পীত উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে অবাধে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েচে। আম্রমুকুলের গন্ধে আমার ঘর ভরে যাচ্ছে। ...চোখ যেন খাঁচার দরজা খোলা পাখীর মত বেরিয়ে কোথায় উড়ে চলে যায়, তাকে ডাকলেও সে আর ফিরে আসতে চায় না। আমার সমস্ত দেহমন সমস্তদিন এই মাধুর্য্যে অভিষিক্ত হয়ে রয়েছে। বসে বসে কেবলি মনে হচ্চে, জগতের আর কোথাও এমনটি পাব না। আমার এই বহুদিনের পদ্মার তটভূমি আমাকে কিছুতে যেন বিদায় দিতে চাচ্চে না—আজ এই ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে [যে] সে তার আতপ্ত বাহু দিয়ে আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে—তার এই পাখীর ডাক, আম্রবনের গন্ধ, তার এই উতলা হাওয়াটি, এই নব পল্লবদলের ভিতর দিয়ে ছাঁকা রৌদ্রটির লাবণ্য সমস্তই আমাকে বলচে তুমি যেয়োনা, তুমি যেয়োনা। কিন্তু তবু যেতে হবে। আমার চিরাভ্যাসের বাইরে গিয়ে এই পৃথিবীকেই তার বাহিরমহলে দেখে আসতে হবে।[২০৩]

এই পিছুটান ও বৃহৎ বিশ্বকে দেখে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষার বিমিশ্র মনোভাব নিয়ে তিনি তিনদিন পরে বিদেশযাত্রার লক্ষ্য নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন।

'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে ওভারটুন হলে পড়া হবে বলে স্থির হয়। রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধপাঠের বিরূপ অভিজ্ঞতার কথা তাঁর মনে হয়েছিল—তাই তিনি সভাপতি হিসেবে আশুতোষ চৌধুরীকে চেয়েছিলেন। 5 Mar [২২ ফাল্গুন] মোহরযুক্ত একটি খাম রবীন্দ্রভবনে আছে, কিন্তু চিঠিটি নেই—সম্ভবত এই পত্রে তিনি রামানন্দকে উক্ত প্রস্তাব জানিয়েছিলেন। ২৪ ফাল্গুন [বৃহ 7 Mar] তাঁকে লেখেন :

আমার প্রবন্ধপাঠসভায় সভাপতি কে হইবেন সেটা বিচার করিয়া স্থির করিবেন। আশুর কথা ত পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—আশু মুখুয্যে মশায়ের কথাও চিন্তা করিয়া দেখিবেন—তিনিও ত বিচারক মানুষ। অবশ্য আমার মতামত তাঁহার কাছে কেমন ঠেকিবে তাহা জানি না। সভাপতির হাতে যেরূপ ক্ষমতা আছে তাহাতে সমস্ত বক্তৃতার মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিয়া তিনি অক্ষত শরীরে বাড়ি চলিয়া যাইতে পারেন—এইটেই ভাবনার কথা। যাঁহার কথায় জবাব চলে তাঁহাকে ভয় করা কাপুরুষতা, কিন্তু সভাপতি যদি বিমুখ হন তবে সভার শেষ মুহূর্ত্তটা রামমোহন রায়ের গানের "শেষের সে দিন"-এর মতই ভয়ঙ্কর—কারণ, তখন "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"[২০৪]

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী আশুতোষ চৌধুরীই সভাপতি হয়েছিলেন। এই পত্রেই তিনি লেখেন : "আগামী সোমবারে [২৮ ফাল্গুন : 11 Mar] চাটগাঁ মেলে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিয়াছি।' প্রিয়ম্বদা দেবীকেও একই খবর দেন। কলকাতায় এসে একটি তারিখহীন [২৯ ফাল্গুন : 12 Mar] পত্রে জগদানন্দ রায়কে লেখেন : 'কাল রাত্রে আসিয়াছি। ...ইতিমধ্যে শনি রবিবারে দুই দিন দুই বক্তৃতা আছে। নিশ্চয়ই আরও বিস্তর উৎপাত জুটিবে।'[২০৫]

উৎপাত আরও জুটেছিল। কিন্তু সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্র-রচনার সূচিটি উদ্ধার করছি :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৩৩ শক [৮২৩ সংখ্যা] :

২৪৭—৫২ 'পিতার বোধ' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪২১—৩২

২৬৩—৬৪ 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী' [১]

২৬৮—৭২'ধর্ম্মের নবযুগ' দ্র সঞ্চয় ১৮। ৩৪৭—৫৫

ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৮ [৩৫। ১১] :

১০৮১—৮৯ 'ধর্ম্মের নবযুগ' দ্র সঞ্চয় ১৮। ৩৪৭—৫৫

১১০৯—১৩ 'অভিভাষণ' দ্র আত্মপরিচয় ২৭। ২০৭—১২

[এই সংখ্যায় নন্দলাল বসুর আঁকা রঙিন 'ডাকহরকরা' চিত্রটি মুদ্রিত হয়, এই ছবিটিই 'ডাকঘর' গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি স্কেচও এই সংখ্যায় 'কবি-সম্বর্দ্ধনা' প্রতিবেদনের সঙ্গে মুদ্রিত হয়।]

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮ [১১। ২। ৫] :

৪১৩—১৯ 'জীবনস্মৃতি' দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৪১—৫৩

৪৫৯—৭২ 'ধর্ম্মের অধিকার' দ্র সঞ্চয় ১৮। ৩৯৩—৪১১

The Modern Review, March 1912 [Vol. XI, No. 3]:

237—40 'India's Epic'

'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'রামায়ণ' [দ্র ৫। ৫০১—০৭] প্রবন্ধের যদুনাথ সরকার-কৃত অনুবাদ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৩৩ শক [৮২৪ সংখ্যা] :

২৭৩—৭৫ 'নামকরণ' দ্র সঞ্চয় ১৮। ৩৪৩—৪৬

২৮৫—৮৮ 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী' [২]

প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৮ [১১। ২। ৬] :

৫৩১—৪০ 'জীবনস্মৃতি' দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৫৩—৬৯

The Modern Review, April 1912 [Vol. XI. No. 4]:

351 'Sparks from the Anvil'

কণিকা-র 'কুটুম্বিতা-বিচার', 'নিরাপদ নীচতা', 'অসাধ্য চেষ্টা', 'শত্রুতাগৌরব', 'একই পথ', 'প্রভেদ', 'বলের অপেক্ষা বলী' এবং 'সত্যের সংযম'—এই আটটির ইংরেজি অনুবাদ অনুবাদকের নাম ছাড়াই মুদ্রিত

—ষান্মাসিক সূচিতেও নাম নেই। সাধারণভাবে অনামা রচনাগুলি সম্পাদকেরই লেখা অনুমান করে নেওয়াই রীতি, কিন্তু এক্ষেত্রে অনুবাদগুলি রবীন্দ্রনাথের কৃত এমন সন্দেহেরও কারণ আছে। এর পূর্বে তিনি কণিকা-র 'চালক' ও 'মৃত্যু' কুমারস্বামীকে তর্জমা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া মডার্ন রিভিয়্যু-র Nov 1913-সংখ্যায় [pp. 431–34] 'Englished by the Poet himself' উল্লেখ করে কণিকা-র পঁচিশটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ 'Poems' শিরোনামে মুদ্রিত হয়; রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন পত্রে রামানন্দকে লেখেন : 'কণিকার তর্জ্জমাগুলি Modern Reviewতে বাহির হইয়াছে শুনিয়া প্রথমটা বড় ভয় পাইয়াছিলাম কেননা সেগুলা কাঁচা অবস্থার লেখা। তাহার পরে আবার প্রায় নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক পড়িয়া দেখিলাম ভয়ের কোনো কারণ নাই—আপনি আগাগোড়া মাজিয়া ঘষিয়া প্রায় নূতন করিয়া দিয়াছেন।'[২০৬] এইরকমই বর্তমান অনুবাদগুলির ক্ষেত্রে হয়ে থাকতে পারে। Nov 1913-এ কবির স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ উল্লেখে পত্রিকার মর্যাদাবৃদ্ধির যে সুযোগ ছিল, Apr 1912-এর পরিবেশ তার থেকে আলাদা—তাই রামানন্দ তাঁর দ্বারা মার্জিত অনুবাদগুলিকে অনামা রাখাই উচিত মনে করেছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসার পর বক্তৃতার উৎপাত আরও বেড়েছিল। সেই কথাই 'বৃহস্পতিবার রাত্রি'তে [১ চৈত্র : 14 Mar] লিখেছেন প্রাক্তন শিক্ষক বরানগর-বাসী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে : 'শুক্রবার ৬৷৷টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হলে "আত্মপরিচয়" নামক প্রবন্ধ পড়ব—শনিবারে ওভারটুন হলে "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা" পড়তে হবে—সময় অপরাহ্ন ৫ ৷৷ দেখা হলে অন্য কথা হবে।'[২০৭]

সীতা দেবী লিখেছেন : 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তাঁহাকে দিয়া একদিন উপাসনা করাইবার চেষ্টা চলিতেছিল।' রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তার জন্য তৈরি ছিলেন। *6 Mar [২৩ ফাল্গুন] তিনি মণিলালকে লিখেছিলেন : 'জাহাজে ওঠার আগে আর একটা লেখবার ইচ্ছা আছে সেইটে ভারতীতে দেব।' সেই লেখাটি 'আত্মপরিচয়' [দ্র তত্ত্ব, বৈশাখ ১৮৩৪ শক। ১–১১; পরিচয় ১৮। ৪৫২–৭০]—ভারতী-র পরিবর্তে তত্ত্ববোধিনী-তে ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ ভিড় চাননি, তাই অমল হোম ও সুকুমার রায়কে দেওয়া অনেক পুরোনো একটি প্রতিশ্রুতি [দ্র অমল হোমকে লেখা ১৪ মাঘ ১৩১৭-র পত্র] রক্ষার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের উদ্যোগে প্রবন্ধপাঠের আসর বসে। রামানন্দ তখন ছিলেন ছাত্রসমাজের সভাপতি, তিনিই এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সীতা দেবী লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিলেই যে বিপুল জনতা উপস্থিত হইত তাহা আলোচনা অসম্ভব করিয়া তুলিত। সুতরাং এই সভার কোনো বিজ্ঞাপন বাহিরে দেওয়া হয় নাই। তবু যখন সভাস্থলে গেলাম তখন হল পূর্ণই দেখিলাম। অবশ্য গেট্ ভাঙা বা জানালা ডিঙাইয়া ভিতরে ঢোকা, এগুলি আর এবার দেখিতে হইল না। সভার আরম্ভে আমাদের পাড়ারই এক তরুণী গান গাহিলেন। রবীন্দ্রনাথের সামনে গান গাহিতে হইবে শুনিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, সুতরাং অর্গ্যানের শব্দই আমরা শুনিলাম, গান আর কিছু কানে আসিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ছোট একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহার পর আলোচনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুত হীরালাল হালদার, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য প্রভৃতি প্রবীণ ভদ্রলোক কয়েকজন কিছু কিছু বলিবার পর ছাত্রসমাজের তৎকালীন সভ্যরাও দুই-তিন জন বলিবার চেষ্টা করিলেন। ফল যাহা হইল তাহাতে মনে হয়, ভালো করিয়া প্রস্তুত না হইয়া এ চেষ্টাটা তাঁহারা না করিলেই পারিতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অনেক জায়গায় হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না দেখিলাম। নয়টা বাজিয়া যাইবার পর বাবা আলোচনা থামাইয়া দিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিতে উঠিলেন। খুব মৃদু কণ্ঠে কথা বলিলেন, পিছনের অনেকে শুনিতে পাইলেন না। সাড়ে নয়টার পর তিনি সভা ত্যাগ করিলেন।[২০৮]

প্রবন্ধটি খুব ছোটো ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের আত্মপরিচয়ের সমস্যা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। হিন্দুসমাজ থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে দেখার মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা, এই মতকে রবীন্দ্রনাথ এখানে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন। তাঁর মতে, মানুষ কোনোভাবেই তার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, সেই অতীত অগৌরবের হলেও নয়। অতীতের ত্রুটির সংশোধন করা যেতে পারে, প্রথাপ্রচলিত অন্যায়ের প্রতিকার করা যেতে পারে—কিন্তু তার জন্য অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন : 'ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দুসমাজেরই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্বোধিত হইয়াছে। ...এই বিকাশ হিন্দুসমাজের একটি বিশ্বজনীন বিকাশ।'

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন প্রবীণ সভ্য সভাস্থলেই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের মুখপত্র তত্ত্ব-কৌমুদী-র ১৬ চৈত্র ১৩১৮, ১ বৈশাখ ১৩১৯-সংখ্যায় একাধিক রচনায় তাঁর প্রবন্ধটি সমালোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দেন 'হিন্দু ব্রাহ্ম' [দ্র তত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৪ শক। ৩৬–৪০; গ্রন্থপরিচয় ১৮। ৫৮০–৮৮] প্রবন্ধে। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই দেশ-কাল-প্রভাবিত বিশেষ এক পরিণতি—তা হিন্দুসমাজেরই বিশেষ কালে ও বিশেষ কারণে উদ্ভূত কয়েকটি সংস্কার ও প্রথা [বা কুসংস্কার ও কুপ্রথা] ত্যাগ করে 'খ্রীস্ট, মহম্মদ, থিওডোর পার্কার, মার্টিন লুথর, মার্টিনো' প্রভৃতি দেশ-বিদেশের অনেক সাধকের উপদেশকে আত্মসাৎ করে একটি বিশিষ্ট ও সর্বজনীন রূপ ধারণ করেছে, এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এই প্রবন্ধে। কিন্তু তর্কের উত্তেজনাও প্রকাশ পেয়েছে কোনো-কোনো অংশে : 'উপবীতচিহ্নের দ্বারা সমাজে অধিকারভেদ নির্দিষ্ট হয় বলিয়া যাঁহারা উপবীতধারণকে নিন্দা করেন তাঁহারা কি এ কথা চিন্তা করিবেন না যে, অদৃশ্য উপবীত দৃশ্য উপবীতের চেয়ে অনেকগুণে দৃঢ়? "উন্নতিশীল ব্রাহ্ম" নামের পৈতাটা উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয় যে জাত্যভিমান, যে কৌলীন্যগর্ব প্রকাশ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি সর্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জিত?'

রবীন্দ্রনাথ এই বিতর্কে আর অবতীর্ণ হননি বটে, কিন্তু অন্যদের দ্বারা তা আলোচিত হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত বিভিন্ন প্রবীণ ও তরুণ সভ্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্রে এবং গীতাঞ্জলি, শান্তিনিকেতন ভাষণমালা প্রভৃতি রচনা ও ভাষণে রবীন্দ্রনাথের যে সাধক-মূর্তি ফুটে উঠছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সমাজে তিনি ক্রমশ গ্রহণীয় হচ্ছিলেন, তিনিও কৃষ্ণকুমার মিত্রকে আদি সমাজের বেদি থেকে উপাসনা করবার আহ্বান জানিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সংযোগ-সেতু রচনা করেছিলেন—বর্তমান বিতর্ক তার ভিত্তিতে আঘাত করল। পরবর্তীকালের বহু জটিলতা এখান থেকেই উৎসারিত হয়েছে, তা আমরা ক্রমশই দেখতে পাব।

পরদিন ৩ চৈত্র [শনি 16 Mar] রবীন্দ্রনাথ কলেজ স্ট্রীট Y.M.C.A.-র ওভারটুন হলে 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 15 Mar *The Bengalee*-তে এই বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হয় :

A meeting of the Chaitanya Library will be held in the Overtoun Hall to-morrow at 5-30 p.m. when Babu Rabindra Nath Tagore will read a paper in Bengali on "The Course of

Education in Indian History". Mr. Justice Chaudhuri will preside. Sir Gooroo Das Banerji will propose a vote of thanks to the chair and the lecturer. Admission is by free tickets.

প্রবন্ধ পাঠ করার সংবাদ অবশ্য অনেক আগেই পত্রিকাটিতে [9 Mar: ২৬ ফাল্গুন] জানানো হয়েছিল, তখনও অনেক কিছুই স্থির হয়নি :

On 19th March next Babu Rabindra Nath Tagore starts for an extensive tour in England, Germany and France. He will be absent from India for over a year. Before his departure, he reads a paper on "The trend of Indian History" at a meeting of the Chaitanya Library.

প্রত্যক্ষদর্শী সীতা দেবী বক্তৃতাসভার বিবরণে লিখেছেন :

সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের convocation ছিল বলিয়া অনেকেই বেশ দেরি করিয়া আসিলেন দেখিলাম। সভাপতি হইয়াছিলেন আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়। তিনি কিছুক্ষণ পরে তাঁর পত্নী প্রতিভা দেবীকে সঙ্গে করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। ...অল্পক্ষণের ভিতরেই রবীন্দ্রনাথ আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং সভার কাজ আরম্ভ হইল। সভাপতিমহাশয় কেন যে ইংরেজিতে কথা বলিলেন তাহা তখন কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পরে শুনিয়াছিলাম যে তিনি বাংলায় বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত নহেন। রবীন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়াই প্রবন্ধটি পড়িলেন। ...প্রবন্ধ-পাঠের পর আলোচনা হইবে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সভাপতি বলিলেন যে তাঁহারা যে বক্তৃতা শুনিলেন তাহার উপর আর কোনো আলোচনা চলে না। কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখিয়া প্রথম হইতেই মনে হইতেছিল যে জিহ্বা শানাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতর 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলিয়া মনে আছে। ইঁহাদের ক্ষুণ্ণ মুখ দেখিয়া হাসি পাইতেছিল। সভাপতিমহাশয় রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া একটি বক্তৃতা করিলেন, যদিও ইহাও বলিয়া লইলেন যে, বেশি প্রশংসা করা তাঁহার সাজে না, কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুস্পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। ...স্যার গুরুদাস বক্তা ও সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া একটি সরস ছোট বক্তৃতা করিলেন। তাহার পরে বলিলেন চুনীলাল বসু মহাশয়।[২০৯]

৪ চৈত্র [রবি 17 Mar] সকালে রবীন্দ্রনাথ ভবানীপুর ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজে উপাসনা করেন। পূর্বদিন এই অনুষ্ঠান বিজ্ঞাপিত হয়েছিল বেঙ্গলী-তে : 'Babu Rabindra Nath Tagore will conduct Divine Service in the Brahmo Sammilani Samaj Mandir, Bhowanipur to-morrow at 8 a.m.' এখানে তিনি মৌখিক উপাসনা করেন। সীতা দেবী লিখেছেন :

এখন সম্মিলন-সমাজ-মন্দির যেখানে তাহারই নিকটে আর-একটি বাড়িতে তখন মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভোরে উঠিয়া ট্রামে করিয়া ভবানীপুর গিয়াছিলাম। পরিচিত অনেক লোককে ট্রামে দেখিলাম। মন্দিরে গিয়া বসিবার অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথ আসিলেন। সেদিন তাঁহাকে বড়ই অসুস্থ দেখাইতেছিল, ভাবিলাম হয়তো বেশি পরিশ্রমে এইরূপ হইয়াছে। ...উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন, কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিলেন না।[২১০]

উপর্যুপরি বক্তৃতার পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, বিদ্যালয় ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ভাবনায় মনও সুস্থ ছিল না। দ্বিপেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টী, সেখানকারই বাসিন্দা, উপরন্তু আত্মীয় বলে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকদের উপর নির্ভর না করে তাঁকেই কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কিছুদিন আগে একটি তারিখহীন চিঠিতে নিজের আর্থিক দুরবস্থার কথা তাঁকে জানিয়েছিলেন : 'এ পর্য্যন্ত বই লিখে কিম্বা অন্য কোনোপ্রকার সৎ বা অসৎ উপায়ে আমি টাকা উপার্জ্জন করতে পারিনি—আমার বইয়ের আয়ের উপর ভরসা করেই আমি গোড়ায় বিদ্যালয় ফেঁদেছিলুম—কিন্তু গোড়াতেই শৈলেশের কবলে আমার আশা ভরসা তলিয়ে গেল।'[২১১] ৪ চৈত্র তাঁকে লিখলেন :

দেবলকে নিয়ে যাচ্চি। মনে ছিল যোগেন্দ্র ঘোষদের কাছ থেকে ওর passageটা পাওয়া যাবে—সেত হলনা। জাহাজ ভাড়া প্রভৃতিতে ৭০০৲ টাকা লাগ্‌বে—অন্য মাসিক খরচ ত আছেই।

কালীমোহনকে মাসে কুড়িটাকা সাহায্য করব বলে রেখেছিলুম। দেবলের পথখরচাটা লাগবেনা মনে করেই সেই প্রস্তাব করতে সাহস করেছিলুম। এখন সেই টাকাটা জোগানো আমার পক্ষে সহজ হবেনা। তাই আমার প্রস্তাব এই যে, আমার বই থেকে যে টাকাটা পাও তারই থেকে মাসিক ২০৲ টাকা ওকে সাহায্য করলে ওর কোনো কষ্ট হবেনা। কালীমোহন বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করবে—অতএব ওকে যে সামান্য সাহায্য দেওয়া হবে বিদ্যালয় তার প্রচুর প্রতিদান পাবে। আমি ত আমার সামর্থ্যের একেবারে চরম সীমায় এসেছি।[২১২]

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ শিল্পশিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রী ছাত্রদের সাহায্য করার পরিকল্পনা নিয়ে 1904-এ Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education of Indians প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাক্তন ছাত্র, 1910-এ শান্তিনিকেতনে স্থাপিত পরীক্ষামূলক ডাকঘরের প্রথম পোস্টমাস্টার ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিশুশ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষক নারায়ণ কাশীনাথ দেবল-কে বিলেতে ভাস্কর্যবিদ্যা শেখার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তাঁরই জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। কালীমোহন ঘোষ যাচ্ছিলেন শিশুশিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়ন ও বিদেশের বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু-কিছু অর্থসাহায্য পেয়ে ও আরো পাবার প্রতিশ্রুতি লাভ করে ইংলণ্ড যাত্রা করেছিলেন। তাঁদের অবশ্য এখনই যাওয়া হয়নি।

৬ চৈত্র [মঙ্গল 19 Mar] ভোরে কলকাতা থেকে City of Paris জাহাজে রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ড যাত্রার জন্য কেবিন ভাড়া করা হয়েছিল—সঙ্গী মেয়ো হাসপাতালের ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, তিনি যাচ্ছেন 'on a year's furlough on an educational tour.'[২১৩] তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য বহু ব্যক্তি সেদিন জাহাজঘাটায় উপস্থিত, তাঁর জিনিসপত্রও জাহাজে উঠে গেছে আগের দিন—কিন্তু 'খবর এলো যে, কবি অসুস্থ; আস্‌তে পার্‌বেন না। ঐ গরমে উপর্য্যুপরি নিমন্ত্রণ-অভ্যর্থনাদির আদর-অত্যাচারে রওনা হ'বার দিন ভোরে প্রস্তুত হ'তে গিয়ে, মাথা ঘুরে তিনি প্রায় প'ড়ে যান। ডাক্তাররা বল্লেন, তাঁর এ-যাত্রা কোনোমতেই সমীচীন হ'তে পারে না। রইলেন তিনি; আর গোটা ক্যাবিনে একা রাজত্ব ক'রে, তাঁর বাক্স-পেট্‌রা নিয়ে চল্লুম আমি এক্‌লা।'[২১৪] রথীন্দ্রনাথ এই ঘটনার বিবরণে লিখেছেন :

জাহাজ ছাড়বার আগের দিন রাত্রে স্যর আশুতোষ চৌধুরীর বাড়িতে বাবার নিমন্ত্রণ। কেবল খাওয়াদাওয়া নয়, সেইসঙ্গে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। দিনেন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করলেন। অসুস্থ শরীরে বাবাকে অনেক রাত অবধি জাগতে হল। আমরা ঘরে ফিরলাম বেশ রাত করে। বাকি রাতটুকু বাবা না ঘুমিয়ে চিঠির পর চিঠি লিখে কাটিয়ে দিলেন। ভোরবেলা উঠে বাবার শরীরের অবস্থা দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম, ক্লান্তিতে অবসাদে যেন ধুঁকছেন। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হল। ...জাহাজ আমাদের জিনিসপত্র সমেত যথাসময়ে পাড়ি দিল, কিন্তু আমাদের সে যাত্রা আর যাওয়া হল না।[২১৫]

তিনি লিখেছেন, শুধু শারীরিক দুর্বলতা নয়, 'ডাক্তার ও বন্ধুদের নির্বন্ধাতিশয়ে এরকম দায়ে পড়ে বিদেশ যাওয়া' মনঃপূত না হওয়ায় তাঁর শরীর বেঁকে বসায় যাওয়া হয়নি। কিন্তু এই ভ্রমণের জন্য রবীন্দ্রনাথ এতদিন ধরে এত তীব্র আগ্রহ বোধ করেছেন এবং অজস্র চিঠিপত্রে ও রচনায় তাকে প্রকাশ করেছেন যে, রথীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা মেনে নিতে দ্বিধা হয়। তাছাড়া তাঁর বিবরণে কিছু ত্রুটি আছে বলে মনে হয়। আশুতোষ চৌধুরীর [তখনও তিনি 'স্যর' হননি] বাড়িতে লেডি হার্ডিঞ্জের সংবর্ধনা উপলক্ষে 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় হয় ৯ চৈত্র [শুক্র 22 Mar]। সংবাদটি বেঙ্গলী-তে প্রচারিত হয় 14 Mar [১ চৈত্র] : 'Mrs. A. Chaudhuri is giving an "At Home" on the evening of the 22nd March to meet H.E. Lady Hardinge. A play

by Rabindranath Tagore will be performed.' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ৮ চৈত্র রাঁচি থেকে কলকাতায় এসে তাঁর ডায়ারিতে লেখেন : 'সন্ধ্যার সময় আশুদের ওখানে বাল্মীকিপ্রতিভার Dress-rehearsal দেখ্‌তে গেলুম'। সুতরাং ৫ চৈত্র [সোম 18 Mar] রবীন্দ্রনাথের বিদায়-সংবর্ধনা উপলক্ষে আশুতোষের বাড়িতে যে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হয়েছিল, সেখানে সম্ভবত তাঁর সামনে পূর্ণাঙ্গ রিহার্সালটি অনুষ্ঠিত হয়, যাকে ঠিক 'অভিনয়' বলা যায় না। রথীন্দ্রনাথ ঐ রাত্রে লেখা 'চিঠির পর চিঠি'র যে উল্লেখ করেছেন, তার একটিও এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। তিনি 'আমাদের' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন তাও স্পষ্ট নয়। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর সিঙ্গাপুর ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়ার যে পরিকল্পনা থেকে তাঁর পৃথিবীভ্রমণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল, রূপান্তরিত হতে হতে তা থেকে রথীন্দ্রনাথেরাই পরে বাদ পড়ে গিয়েছিলেন—তা না হলে রামানন্দ, রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় বিদ্যালয়ের ভার সমর্পণ করার ভাবনা [দ্র চিঠিপত্র ১২। ১৮, পত্র ১৬] অর্থহীন হয়ে পড়ে। রথীন্দ্রনাথই 21 Feb [৯ ফাল্গুন] তাঁর প্রাক্তন শিক্ষকের পত্নী শ্রীমতী সেমূরকে লিখেছিলেন : '...he has already booked his passage for the 19th of March, but unfortunately we shall not be able to accompany him.' বর্তমান অসুস্থতার পরেই তাঁর বিদেশভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর নাম আবার যুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ছিল, তিনি য়ুরোপের কয়েকটি দেশ ঘুরে পরে ইংলণ্ডে যাবেন। ইংলণ্ডে রবীন্দ্র-খ্যাতির ভূমিকা করে রেখেছিলেন প্রমথলাল সেন। সেখানে আসার জন্য প্রথম আমন্ত্রণও এসেছিল তাঁর কাছ থেকে। 29 May 1913 [১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০] তিনি এই আমন্ত্রণের স্মৃতিচারণা করে রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'You remember in 1911 the Keshub Niketan was opened and I wrote from there to Rabindranath asking him to come and join us. After much hestitation when he decided to go there I had left the place.'

তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়ে দেওয়ার কথাও লেখেন তিনি, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ভারতে ফিরে তিনি নিজেই অনুবাদ-সংবলিত একটি প্যাকেট পাঠান, সেটি জানা যায় রোটেনস্টাইনকে লেখা 14 Mar [১ চৈত্র]-এর একটি চিঠি থেকে। রবীন্দ্রনাথের যাত্রার প্রাক্কালে ২৯ ফাল্গুন [মঙ্গল 12 Mar] সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর প্রযত্নে পাঠানো রোটেনস্টাইনের চিঠি পেয়ে উক্ত পত্রে লেখেন : 'Had I not heard from you this week I should have thought of writing to Mrs. Rothenstein to enquire about the fate of my letters and finally of the packets containing Rabindra Nath's poems.'

বিদেশযাত্রার কথা রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে জানিয়েছিলেন এমন কোনো পত্রের সন্ধান আমরা পাইনি, সেই কাজটি করেছেন প্রমথলাল ডাঃ মৈত্র-সহ তাঁর ভ্রমণসূচি জানিয়ে ও একটি বিশেষ অনুরোধ করে : 'They land at Marseilles about the third or second week of next month and if you have any friends there on at Paris, will you kindly write to them, so that they might be of use to him. A letter from you sent to the C/O the Agents, City Line Steamers, at Marseilles, will be to him the most welcome thing.'

এই কাজটিই কলকাতায় বসে করেছিলেন ফরাসি পরিব্রাজিকা ও লেখিকা আলেকসাঁদ্রা দাভিদ-নেল [Alexandra David-Néel, 1868–1969]—বিশ্বভারতীর ফরাসি ভাষার অধ্যাপক নন্দদুলাল দে-লিখিত

‘আলেকসাঁদ্রা দাভিদ-নেল ও রবীন্দ্রনাথ : একটি অজ্ঞাত ইতিবৃত্ত’ প্রবন্ধটি [দ্র অর্কিড, শারদীয় ১৩৯৮। ১৫৯–৬৩] থেকে বিষয়টি জানা গেল। প্রাচ্যবিদ্যার অনুরাগিণী সংস্কৃতজ্ঞা বিদুষী এই মহিলা ভারতে আসেন 2 Jan 1912 তারিখে। তাঁর ভ্রমণকাহিনী *L'Inde où j'ai vécu* থেকে জানা যায়, ‘এক সময় তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। শান্তিনিকেতনে আসার পর সেখানকার শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় পঠন-পাঠন তাঁকে মুগ্ধ করে। অধ্যয়ন ও মননের পক্ষে এই পরিবেশ তাঁর কাছে আদর্শ বলে মনে হয়।’ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। ফ্রান্সে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে 16 Mar একটি ও 17 Mar তিনটি পরিচয়-পত্র লিখে দেন ফরাসি ভাষায়—এদের মধ্যে দুটির প্রাপকের নাম জানা যায়নি—অপর দুটি লেখা হয় অভিজাত মাসিকপত্র *Mercure de France*-এর প্রতিষ্ঠাতা Alfred Valette ও সাহিত্যপত্রিকা *Les Documents du Progrès*-এর পরিচালক Broda-কে। রবীন্দ্রভবনের France ফাইলে রক্ষিত চারখানি ফরাসি ভাষায় লেখা চিঠির বঙ্গানুবাদ অধ্যাপক দে তাঁর প্রবন্ধে দিয়েছেন—Alfred Valette-কে লেখা চিঠি থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি :

> যেসব মানুষের সুপারিশের প্রয়োজন হয় ইনি তাঁদের দলের নন। এবং আমি জানি,...সমসাময়িক ভারতীয় কাব্যজগতে সবচেয়ে বিশিষ্ট ও বন্দিত প্রথম সারির কবিদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি আমার কাছে প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ থাকবেন।

কয়েকটি চিঠিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-কর্তৃক স্বর্ণপদ্ম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনারও উল্লেখ আছে। আকস্মিক অসুস্থতার জন্য তাঁর এবারের য়ুরোপ-যাত্রা স্থগিত রাখা হয়, এর পরেও ইংলণ্ডে যাওয়ার পথে 15 Jun [১ আষাঢ় ১৩১৯] তিনি মাত্র একদিন পারীতে অবস্থান করেন—ফলে তিনি পরিচয়-পত্রগুলি ব্যবহারের সুযোগ পাননি, এগুলি তাঁর কাছেই থেকে গিয়েছিল [কিংবা আলেকসাঁদ্রা হয়তো তাঁকে আরও কয়েকটি পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন, ‘স্নানাহারের পর একটা মোটর-গাড়িতে চড়িয়া পারিসের রাস্তায় রাস্তায় একবার হুহু করিয়া’ ঘুরে আসবার সময়ে তারই একটি ব্যবহার করে বাংলা-জানা সুইডিশ প্রাচ্যবিদ্ Esaias Tegner-এর সঙ্গে পরিচিত হন। প্রসঙ্গটি পরে আলোচিত হবে।]। তাহলেও, নোবেল প্রাইজের মাধ্যমে বিশ্বখ্যাতি লাভের আগেই এক বিদেশিনী রবীন্দ্রপ্রতিভাকে স্বদেশের সারস্বত সমাজে পরিচিত করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন, এই তথ্যটুকুর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

আকস্মিকভাবে যাত্রা পণ্ড হয়ে যাওয়ায় বেদনাহত রবীন্দ্রনাথ ৮ চৈত্র [বৃহ 21 Mar] ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখেন :

> আমার কপাল মন্দ—কপালের ভিতরে যে পদার্থটা আছে, তারও গলদ আছে—নইলে ঠিক জাহাজে ওঠবার মুহূর্তেই মাথা ঘুরে পড়লুম কেন? অনেক দিনের সঞ্চিত পাপের দণ্ড সেইদিনই প্রত্যুষে আমার একেবারে মাথার উপরে এসে পড়ল। রোগের প্রথম ধাক্কাটা তো একরকম কেটে গেছে, এখন ডাক্তারের উৎপাতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া নড়াচড়া প্রভৃতি সজীব প্রাণীমাত্রেরই যে সকল অধিকার আছে, আমার পক্ষে তা একেবারে নিষিদ্ধ। আপনাকে এই যে পত্র লিখচি এটা আইনবিরুদ্ধ হচ্চে; কিন্তু এমন করে আইন মেনে মরে থাকার চেয়ে আইন লঙ্ঘন করে মরা ভাল। অনেকদিন থেকে অনেক কল্পনা করেছিলুম, কিন্তু যবনিকার অন্তরালে এমন প্রহসনের প্লট যে ঘনিয়ে আসছিল, তা স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি। সেদিন সকালে সহজে হার মানিনি—মাথা তোলবার চেষ্টা বারবার করেছিলুম, কিন্তু অদৃষ্ট বারবারই মাথা নত করে দিলেন। বিছানা থেকে কোনোমতে গাড়ি গিয়ে উঠ্‌ব সেও ঘটল না। ...এখন মনে হচ্চে আপনি একটা বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন—আমাকে নিয়ে খুব সম্ভব আপনাকে বিপদে পড়তে হত।[২১৬]

তিনি অবশ্য ডাক্তারের নিষেধ পদে পদে অমান্য করেছেন। সীতা দেবী লিখেছেন : 'কয়েকদিন পরে বাবা একবার গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিলেন। তাঁহার কাছে শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ বিশ্রাম না করিয়া সব কাজই করিতেছেন। এমন-কি আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ি গিয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গান এবং অভিনয় শিখানোও চলিতেছে।'[২১৭] ৯ চৈত্র [শুক্র 22 Mar] বাল্মীকিপ্রতিভা-র অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'আজ রাত্রে বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয় হল—ইন্দুমাধব মল্লিকের পাশে বসেছিলুম—লাহোরিণীর সঙ্গে দেখা গেল। রবি গিয়েছিলেন।'* বেঙ্গলী-র 24 Mar-সংখ্যায় এই অভিনয়ের একটি বিস্তৃত আলোচনা মুদ্রিত হয়। বাল্মীকির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথ, সরস্বতীর ভূমিকায় আশুতোষের কন্যা অশোকা ও লক্ষ্মীর ভূমিকায় হেমেন্দ্রনাথের কন্যা শোভনা দেবী [মুখোপাধ্যায়]র অভিনয়ের প্রশংসা করে পত্রিকাটি লেখে : 'The woodland scenery was quite a fine piece of scenic art, and the lighting of the stage throughout was artistically carried out. ...it was especially delightful to the Europeans present to be given the rare opportunity of witnessing such an admirable example of Bengali stage art.'

এর দুদিন পরেই ১১ চৈত্র [রবি 24 Mar] বিশ্রামের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ রওনা হন; তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে ক্যাশবহির একটি হিসাব থেকে : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র বাবু মহাশয় ও শ্রীমতী বধুমাতাঠাকুরাণীর সিলাইদহ গমনের ব্যায় ৩৭৯ নং ভাউচার ১১ চৈত্র ৪৫ ॥৩'। পরদিন 'সোমবার' [১২ চৈত্র : 25 Mar] তিনি কাদম্বিনী দত্তকে লেখেন। 'এখনো মাথার পরিশ্রম নিষেধ। শিলাইদহে নির্জ্জনে পালাইয়া আসিয়াছি।'[২১৮] 'বৃহস্পতিবার' [১৫ চৈত্র : 28 Mar] জগদানন্দ রায়কে লিখলেন :

> কয়দিন এখানে এসে সুস্থ বোধ করছিলুম। মনে করছিলুম সেদিন যে ধাক্কাটা খেয়েছিলুম সেটা কিছুই নয়। সুস্থ হয়ে উঠলেই অসুখটাকে মিথ্যা বলে মনে হয়। আবার আজ দেখি সকাল বেলায় মাথাটা রীতিমত টলমল করচে। কাল বুধবার ছিল বলে, কাল সন্ধ্যাবেলায় মেয়েদের নিয়ে একটু আলোচনা কর্‌ছিলুম—এইটুকুতেই আমার মাথা যখন কাবু হয়ে পড়ল তখন বুঝতে পারচি নিতান্ত উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না।[২১৯]

কিন্তু এইদিনই তিনি অনেকদিন পরে আবার কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে লিখলেন 'স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি' [দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৩০–৩১, ৪-সংখ্যক] কবিতাটি। এর পর চৈত্র মাসের বাকি ১৫ দিনের মধ্যে লেখেন ১৭টি কবিতা বা গান :

১৬ [শুক্র 29 Mar] 'ভাগ্যে আমি পথ হারালেম' দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৩১–৩৩ [৫]; প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৯। ১০১–০২ ['না-জানা']

১৭ [শনি 30 Mar] 'আমি হাল ছাড়লে তবে' দ্র ঐ। ১৩৩–৩৪ [৬]; তত্ত্ব, বৈশাখ। ১৭ ['পরাস্ত']

১৭ [শনি 30 Mar] 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ' দ্র ঐ। ১৩৪–৩৫ [৭]; তত্ত্ব, ঐ। ১৫ ['প্রতীক্ষা'] গীত ১। ২২০; স্বর ৪১

১৮ [রবি 31 Mar] 'কোলাহল তো বারণ হল' দ্র ঐ। ১৩৫–৩৬ [৮]; তত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৪ শক। ৪৫–৪৬ পৃষ্ঠায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত স্বরলিপি-সহ গানটি প্রথম মুদ্রিত হয়, মিশ্র বারোয়াঁ-দাদরা; গীত ১। ১৫০; স্বর ৩৯।

১৯ [সোম 1 Apr] 'নামহারা এই নদীর পারে' দ্র ঐ।১৩৬–৩৭ [৯]; প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৯। ৫৯৮ ['কাছের সাথী']

২০ [মঙ্গল 2 Apr] 'কে গো তুমি বিদেশী' দ্র ঐ। ১৩৭–৩৯ [১০]; প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯। ১৮২–৮৩ ['সাপুড়িয়া']

২১ [বুধ 3 Apr] 'ওগো পথিক দিনের শেষে' দ্র ঐ। ১৩৯–৪১ [১১]; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯। ২৮৮–৮৯ ['যাত্রী']

২২ [বৃহ 4 Apr] 'এই দুয়ারটি খোলা' ঐ। ১৪১–৪৩ [১২]; প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৯। ৬৪–৬৫ ['অপূর্ব্ব']

২৩ [শুক্র 5 Apr] 'এই যে এরা আঙিনাতে' দ্র ঐ। ১৪৩–৪৪ [১৩]; প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৯। ৫৭ ['সন্ধ্যা সঙ্কীর্ত্তন']

২৪ [শনি 6 Apr] 'অনেককালের যাত্রা আমার' দ্র ঐ। ১৪৫ [১৪]; প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৯। ৩৬২ ['নিকটের যাত্রা']

২৫ [রবি 7 Apr] 'আমি আমায় করব বড়ো' দ্র ঐ। ১৪৬–৪৭ [১৫]; প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯। ৪৯১ ['লীলা']

২৬ [সোম ৪ Apr] 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার' দ্র ঐ। ১৪৭ [১৬]; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯। ৩১৭ ['অবসান']; গীত ২। ৫২৭; স্বর ৩৯; গানটি পরে 'নৃত্যনাট্য শ্যামা' [১৩৪৬]-তে ব্যবহৃত হয়।

২৬ [সোম ৪ Apr] 'যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই' দ্র ঐ।১৪৮ [১৭]; প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯। ৫২৯ ['বিকাশ']; গীত ১। ৬৩; স্বর ৪১।

২৭ [মঙ্গল 9 Apr] 'এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে' দ্র ঐ। ১৪৮–৪৯ [১৮]; গীত ১। ১১৫; স্বর ৩৯

২৮ [বুধ 10 Apr] 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো' দ্র ঐ। ১৪৯–৫০ [১৯]; প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৯। ৩৮৯ ['ঝড়']; গীত ২। ৩৯৯; স্বর ১১/৪২; গানটির সুরান্তর আছে।

২৯ [বৃহ 11 Apr] 'তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে' দ্র ঐ। ১৫০–৫১ [২০]; গীত ২। ৩০৯; স্বর ৩৯।
৩০ [শুক্র 12 Apr] 'এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে' দ্র ঐ। ১৫১ [২১]; তত্ত্ব, শ্রাবণ ১৮৩৪ শক [১৩১৯]। ৯৮–১০০, স্বরলিপি : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিশ্র রামকেলী-দাদ্‌রা; গীত ১। ২৩৫–৩৬; স্বর ৪১; ভীমরাও শাস্ত্রী-কৃত সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি [1927]-তে স্বরলিপিতে কথার অংশে 'এবার তোরা' শব্দ-দুটি বর্জিত।

এই কবিতা বা গানগুলি যে পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হয়, সেটি রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে, সংগ্রহণ-সংখ্যা ২২৯—এটিকে আমরা Ms. 229 বলে উল্লেখ করব। ১৯.২×১৪.৫ সে.মি. মাপের ২২৮ পৃষ্ঠার একটি খাতার ২২৭টি পৃষ্ঠাই লিখিত, অধিকাংশই পেনসিলে লেখা। রবীন্দ্রনাথ খাতাটি উলটে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন—দুটি পাতা খালি রেখে পিছনের দিক থেকে ৫ম পৃষ্ঠায় গীতিমাল্য-এর ৪-সংখ্যক কবিতা 'স্থিরনয়নে তাকিয়ে আছি' লেখেন ১৫ চৈত্র [28 Mar] তারিখে। এর পর ধারাবাহিকভাবে লিখিত হয়ে এই পর্যায় শেষ হয় ৩০-সংখ্যক গান 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি' লণ্ডনের Hampstead-এ 25 Jun 1912 [মঙ্গল ১১ আষাঢ় ১৩১৯]-এ। এর পরেও দুটি পৃষ্ঠায় 'মম অন্তর উদাসে' [গানের নীচে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে তারিখ : ১৯১১ বোলপুর] ও 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে' [নিম্নে লিখিত রচনাকাল : ১৯১০ শান্তিনিকেতন; গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে গানটি

রচনার তারিখ : ১৫ আশ্বিন (১৩১৭)—গীতিমাল্য-এর ১-সংখ্যক রচনা] কপি করে রবীন্দ্রনাথ পৃষ্ঠাগুলি ১–৪৩ সংখ্যায় চিহ্নিত করেন। পরবর্তী অচিহ্নিত ১২টি পৃষ্ঠা পরে [১৩২১] লেখা হয়। খাতাটির সোজা দিকে রচনা শুরু হয় 4 Jul 1913 [শুক্র ২০ আষাঢ় ১৩২০] Duchess Nursing Home-এ চিকিৎসিত হওয়ার সময়ে, শেষ হয় ১৭ আশ্বিন ১৩২১ [রবি 4 Oct 1914] তারিখে লিখিত গীতালি-র ৬৭সংখ্যক 'ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে' কবিতায়। কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদও এই পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

শিলাইদহে গীতিমাল্য-এর কবিতা ও গান লিখতে শুরু করার সমকালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরচিত কবিতা ও গানের ইংরেজি অনুবাদ করা আরম্ভ করেন। এগুলি যে পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়, সেটি রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে উপহার দেন, তাঁর নামাঙ্কিত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেটি বর্তমানে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুটন গ্রন্থাগারে [Houghton Library] সংরক্ষিত আছে। সেখান থেকে প্রাপ্ত মাইক্রোফিল্ম অবলম্বনে প্রতিটি পৃষ্ঠার ফোটোকপি প্রস্তুত হয় রবীন্দ্রভবনে, বাঁধানো এই পাণ্ডুলিপির ফোটোকপিকে আমরা Ms. 429 বলে অভিহিত করব। রুল টানা কাগজের ৮৬টি পৃষ্ঠায় লেখা এই পাণ্ডুলিপির বাঁদিকে মূল বাংলা কবিতা ও ডানদিকে তার ইংরেজি অনুবাদ লিখিত—অবশ্য মাত্র ১৪টি বাংলা কবিতা এখানে পাওয়া যায়। তিনটি গীতাঞ্জলি-র গান ছাড়া অন্য এগারোটি তখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'গীতিমাল্য' থেকে [যদিও এই কাব্যের আরও তিনটি মূল রচনা তিনি কপি করেননি]। রোটেনস্টাইন খাতাটিতে লিখে রাখেন : 'Original manuscript of Gitanjali which the poet brought me from India on his initial visit to us at Oak Hill Park.'

রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ডাক্তারেরা বিধান দিয়েছেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে, মানসিক পরিশ্রমসাধ্য লেখার কাজ করা চলবে না। বাবা স্থির করলেন তাঁর কিছু কিছু কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে সময় কাটাবেন। আমার মনে হয় এ কাজে তাঁর উৎসাহের মূল ছিলেন র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডনাল্ড—কয়েকমাস আগে তিনি যখন আশ্রমে এসেছিলেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁকে বাবার লেখার কিছু কিছু ইংরেজি অনুবাদ দেখান। অনুবাদগুলি প্রকাশিত হয়েছিল মডার্ন রিভিউ পত্রিকায়, আনন্দ কুমারস্বামী ও জগদীশচন্দ্র বসুর আগ্রহাতিশয়ে। কয়েকটি অনুবাদ ম্যাক্‌ডনাল্ডের ভালো লেগেছিল, সে কথা তিনি বাবাকে বলেওছিলেন।'[২২০] এখানে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতি তাঁকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত করেছিল। ম্যাকডোনাল্ড Nov 1909 [অগ্র ১৩১৬]-এর শেষদিকে কলকাতায় এসেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের গানের ইংরেজি অনুবাদ শুনে লিখিতভাবে তার প্রশংসা করেছিলেন, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি—কিন্তু সেবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। 1911-এর কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি পদে তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল, কিন্তু ঐ বছরের 7 Sep [২১ ভাদ্র] তাঁর স্ত্রী মার্গারেটের মৃত্যু হওয়ায় তিনি ভারতে আসেননি। তিনি এর পরে ভারতে ও শান্তিনিকেতনে আসেন 1913-এর শেষে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনুবাদ প্রসঙ্গে 6 May 1913 [মঙ্গল ২৩ বৈশাখ ১৩২০] লণ্ডন থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখেন :

গেলবারে যখন জাহাজে চড়বার দিনে মাথা ঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্ক ষোলো আনা সবল না থাক্‌লে একেবারে বিশ্রাম করবার মত জোর পাওয়া যায় না, তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্যে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। তখন চৈত্রমাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না এবং পাখীর ডাকাডাকিতে দিনের বেলাকার সকল ক'টা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল। ...আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে আমার সমস্ত ছুটি দিয়ে চৈত্রমাসটিকে যেন জুড়ে বসলুম—তার আলো তার হাওয়া তার গন্ধ তার গান একটুও আমার কাছে বাদ পড়ল না। কিন্তু এমন অবস্থায় চুপ করে থাকা যায় না—হাড়ে

যখন হাওয়া লাগে তখন বেজে উঠ্‌তে চায়, ওটা আমার চিরকেলে অভ্যাস, জানিস্ ত। অথচ কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মত বল আমার ছিল না। সেই জন্যে ঐ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করতে বসে গেলুম। যদি বলিস্ কাহিল শরীরে এমনতর দুঃসাহসের কথা মনে জন্মায় কেন—কিন্তু আমি বাহাদুরি করবার দুরাশায় এ কাজে লাগি নি। আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে উঠেছিল সেইটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত করে নেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল। একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল।[২২১]

কিন্তু অনুবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথমে তুলে নিলেন সদ্যোরচিত 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ' [১৭ চৈত্র] গানটি, পরবর্তী অনুবাদ 'কোলাহল তো বারণ হল' [১৮ চৈত্র] অবলম্বনে। এর পরের অনুবাদে এসেই অবশ্য আমাদের থমকে যেতে হবে। পাণ্ডুলিপিতে অনুবাদের ক্রম যদি রক্ষিত হয়ে থাকে, তবে চৈত্র মাসে আর কোনো অনুবাদ হয়নি বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়—কারণ পরবর্তী অনুবাদ 'আমারে তুমি অশেষ করেছ' গানটি অবলম্বনে, যেটি ৭ বৈশাখ ১৩১৯ তারিখে শান্তিনিকেতনে রচিত। চতুর্থ পৃষ্ঠার অনুবাদটিও একই তারিখে রচিত 'হার-মানা হার পরাব তোমার গলে' গানের। কিন্তু আমাদের মনে হয়, অনুবাদকর্মটি একটু তির্যকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। সমকালীন দুটি গান ['আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ' ও 'কোলাহল তো বারণ হল'] অনুবাদের পরেই একটি পাতা [৩–৪ পৃষ্ঠা] বাদ দিয়ে তিনি ৫ম পৃষ্ঠা ['আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই'—গীতাঞ্জলি, ২-সংখ্যক] থেকে গীতাঞ্জলি-র নির্বাচিত কবিতা ও গান ইংরেজিতে অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন, ৩৬ পৃষ্ঠা ['প্রেমের হাতে ধরা দেব'—গীতাঞ্জলি, ১৫১-সংখ্যক] পর্যন্ত গীতাঞ্জলি-র ৩২টি রচনা অনুবাদের পর ৩৭ পৃষ্ঠায় ৬ বৈশাখ ১৩১৯ তারিখে রচিত 'কে গো অন্তরতর সে' অনুবাদ করে শূন্য থেকে যাওয়া ৩–৪ দুটি পৃষ্ঠায় ৭ বৈশাখে রচিত দুটি গান অনুবাদ করেন। মোট ৮৬টি রচনার অনুবাদ এই পাণ্ডুলিপিতে আছে, যাদের সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। লক্ষণীয়, এই সময়ে লেখা কোনো চিঠিতে এই অনুবাদের প্রসঙ্গ নেই। অনুবাদকর্ম সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের অভাব সম্ভবত এই নীরবতার কারণ।

শিলাইদহে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে কিছুটা সুস্থ বোধ করছিলেন। নূতন কবিতা লেখা ও গীতাঞ্জলি-র কবিতার ইংরেজি অনুবাদ তখনই শুরু করেন। ২০ চৈত্র [মঙ্গল 2 Apr] দ্বিজেন্দ্র মৈত্রকে লেখেন : 'এখনও মাথাটা কাজের যোগ্য হয় নি। কিন্তু একেবারে বেকার বসে থাকাও অল্প ক্ষমতার কাজ নয়—সেও পারিনি। সকাল বেলাতে খাতা ও পেন্সিল হাতে নিয়ে গুণ-গুণ করে একটু আধটু কবিতা লিখি মাত্র—তার বেশি আর কিছু নয়।'[২২২] কিন্তু সেই সাময়িক সুস্থতা স্থায়ী হয়নি। ২৬ চৈত্র [সোম 8 Apr] জগদানন্দ রায়কে লিখেছেন : 'আজকাল আমার শারীরিক অপটুতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই—এমন কি, চিঠি লিখিতেও তেমন মন দিতে পারি না। অতএব একবার শরীর সারিবার জন্যই বিলাত যাত্রার চেষ্টা করিব। মে মাসের কোনো একটা জাহাজে যাইবার ব্যবস্থা করা যাইতেছে।'[২২৩] বিদ্যালয়ের জন্য চিন্তা ছিল। হীরালাল সেনের জন্য জমিদারিতে কাজের ব্যবস্থা হয়েছিল, তাঁকে শিক্ষকতায় রাখা বিদ্যালয়ের পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচিত হওয়ায় শিলাইদহে পাঠিয়ে দেবার জন্য বারবার তাগিদ দিয়েছেন। নববর্ষের দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারবেন না, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন ২৪ চৈত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা পত্রে : 'বিদ্যালয়ের স্থাপনা হয়ে অবধি একেবারো ১লা বৈশাখে আমি অনুপস্থিত থাকিনি [কথাটি ঠিক নয়, ১৩১১ বঙ্গাব্দের নববর্ষে তিনি উপস্থিত ছিলেন না—তখন অবশ্য বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ঐ তারিখের আগেই ছুটি হয়ে গিয়েছিল; ১৩১৩ বঙ্গাব্দের নববর্ষেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন]। কাউকে কিছু না বলে এবার মনে মনে স্থির করেছিলুম বর্ষারম্ভের দিন তোমাদের মাঝখানে বসে ১৩১৩ [১৩১৯] শালটা আরম্ভ করব—ঠিক এমন

সময়ে আবার দেখতে পাচ্ছি এবার আমাকে দূরেই বসিয়ে রেখে দিলেন। যিনি কর্ণধার তিনিই রইলেন তোমাদের নববর্ষের তরণীকে তিনিই চালাবেন।'[২২৪]

মস্তিষ্কচর্চা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর ছিল, নিষেধও ছিল—কিন্তু ২৮ চৈত্র [বুধ 10 Apr] সকালে সেই নিষেধকে ফাঁকি দিয়ে 'রোগীর নববর্ষ' [দ্র তত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৪ শক। ২৭–২৯; সঞ্চয় ১৮। ৩৩১–৩৫] প্রবন্ধটি লিখে অজিতকুমারকে পাঠিয়ে লেখেন :

...আমার নিজের সমস্ত চেষ্টা বন্ধ হওয়াতে বিশ্বের সঙ্গে আমার বেশ একটু মোকাবিলায় কথাবার্তা এবং চোখাচোখি চলচে। পুরাতনের আবার চিরনতুন মূর্তিটি দেখতে পাচ্চি। এবারকার আসন্ন নববর্ষ কিছুকাল থেকেই আমার কাছে আগাম দূত পাঠিয়েছে। আমার অন্তরে বাহিরে এবার একটা নতুনের রং ধরেছে। আসলে কিছুই নতুন নয়—কিন্তু প্রত্যেকবারের উপলব্ধিটাই নতুন। তাই এবারে আমি চুপ করে বসে যা দেখচি এবং ভাবচি, আমার কাছে মনে হচ্চে যেন আমি তা আর কখনো দেখিনি, ভাবিনি। আমি এইবারই যেন চিরনতুনের দেশটি নতুন করে আবিষ্কার করেছি। মুস্কিল এই যে, যা অনুভব করি তা প্রকাশ করতে পারি না—চোখ যা দেখে রসনা সেটা ঠিক বলে না। তবু আমার নব বৎসরের কথাগুলি না বলে থাকতে পারলুম না। আজ সকালে একলা ছিলুম—রথীরা সকলে বোটে বেড়াতে গিয়েছে—এই সুযোগে তাড়াতাড়ি লিখে ফেললুম, লেখাটা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ এবং লিখতে আমার কষ্ট হয় কিন্তু না লিখলেও ত কষ্ট আছে—তাই একটুখানি লিখে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। পরিষ্কার করে কিছুই বলা হয়নি। যে-কথা বারবার বলিয়া পুরাতন করিয়াছি, সেইটেই কলমের মুখে আবার বাহির হইয়াছে—ইহার মধ্যে নতুন যেটা সেটা হয়ত দেখা দিল না। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, আমি ভারি একটা লাভ করিয়াছি, আমি যেন নতুন একটা আশ্বাস পাইয়াছি, যা অস্পষ্ট থাকিয়া আলো-আঁধারে মনকে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়, আজ তাহার যেন একটা ঘোর কাটিয়া গেছে।[২২৫]

রামানন্দকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'মাথাটা এখনও নলিনীদলগতজলবত্তরলং টল্‌মল্ করিয়া উঠে'[২২৬] [পত্রটি পাওয়া যায়নি]—এই চিঠিতেও সেই টলটলায়মান ভাবটি আছে, সাধু-চলিতের মিশ্রণ রবীন্দ্র-রচনায় খুব স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠিয়ে তাঁর মন তৃপ্ত হল না, তিনি স্বয়ং শান্তিনিকেতনে থেকে নববর্ষের সূচনা করতে চাইলেন। ৩০ চৈত্র [শুক্র 12 Apr] 'এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে/সবাই জয়ধ্বনি কর্' গানটি লিখে সম্ভবত তিনি কলকাতা যাত্রা করেন। সীতা দেবী লিখেছেন : 'যাইবার পথ কলিকাতা হইয়া, সুতরাং এক দিন কলিকাতা বাস করিয়া গেলেন, তবে আমরা তাঁহার দর্শন পাইলাম না। বাবার কাছে চিঠি [এটিও পাওয়া যায়নি] লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি শান্তিনিকেতনে যাইতেছেন, এবং সকলকে সেখানে যাইতেও নিমন্ত্রণ করিলেন।'[২২৭] ৩১ চৈত্র শনি 13 Apr] তিনি শান্তিনিকেতনে পৌঁছন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'অকস্মাৎ তাঁহাকে পদব্রজে স্টেশন হইতে একলা আসিতে দেখিয়া আমাদের যে কী বিস্ময় ও আনন্দ হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি এখনো অস্পষ্ট হয় নাই।'[২২৮]

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির নূতন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছিল, 20 Dec [বুধ ৪ পৌষ] তারিখেই পাঁচটি কাব্য প্রকাশিত হয় সেকথা আমরা আগেই বলেছি। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে অল্প দিনের ব্যবধানে আরও আটটি গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়, তার মধ্যে দুটি কাব্যনাট্য। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 27 Feb [১৫ ফাল্গুন] মানসী, 29 Feb সোনার তরী, 2 Mar চিত্রা, 22 Mar [৯ চৈত্র] চৈতালি, 23 Mar মালিনী, 25 Mar কল্পনা, 28 Mar চিত্রাঙ্গদা ও 30 Mar কণিকা প্রকাশিত হয়। মালিনী ইতিপূর্বে কাব্যগ্রন্থাবলী [১৩০৩] ও কাব্য-গ্রন্থ [১৩১০]-এর অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হল। এইটির ক্ষেত্রে বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে '1st edition' উল্লেখ হয়তো মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ও কণিকা-র ক্ষেত্রে অনুরূপ উল্লেখ ভ্রমাত্মক। পরবর্তী বৎসরেও চারটি গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়।

ক্লাসিক থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় [1905] বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চ ঘুরে 'বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী বিখ্যাত জমিদার অনাথনাথ দেবকে দিয়া বেঙ্গল ষ্টেজ ভাঙ্গাইয়া'[২২৯] গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে নাট্যকার-অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 17 Jun 1911 [শনি ২ আষাঢ়] থেকে অভিনয় শুরু করেন 'জীবনে মরণে' নাটক ও 'আহা মরি' প্রহসন দিয়ে। বিজ্ঞাপনে নাটকটি 'Amarendra Nath Dutt's sensational melodrama' রূপে বর্ণিত হলেও এটি আসলে রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্পটিকে ভিত্তি রচিত। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন—সাহজেনান : অমরেন্দ্রনাথ, তাহের : সুশীলাবালা; জুলিয়া : বসন্তকুমারী; আমিনা : রানীসুন্দরী, রঙ্গিলা : চারুবালা, রহমৎ আলি : অবিনাশচন্দ্র চট্টো°; আলনাশা : কার্তিকচন্দ্র দে; মেসরু : গোপালদাস ভট্টাচার্য। নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ২ আষাঢ় [শনি 17 Jun], ৯ আষাঢ় [শনি 24 Jun], ২৪ আষাঢ় [রবি 9 Jul], ৩১ আষাঢ় [রবি 16 Jul], ৬ শ্রাবণ [শনি 22 Jul], ১৪ শ্রাবণ [রবি 30 Jul], ২১ শ্রাবণ [রবি 6 Aug], ২৮ শ্রাবণ [রবি 13 Aug], ২৭ আশ্বিন [শনি 14 Oct] অভিনয়ের বিবরণ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। এর পরে অমরেন্দ্রনাথ স্টার থিয়েটারে যোগদান করলে নাটকটি সেখানেও অভিনীত হয় ২৬ কার্তিক [রবি 12 Nov], ৩ অগ্র [রবি 19 Nov], ২৪ অগ্র [রবি 10 Dec], ৮ পৌষ [রবি 24 Dec], ১২ পৌষ [বৃহ 28 Dec], ২০ ফাল্গুন [রবি 3 Mar], ১১ চৈত্র [রবি 24 Mar] তারিখে। পরেও নাটকটি মাঝে মাঝে অভিনীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড পৌঁছনোর দেড় মাসের মধ্যে 'দালিয়া' গল্পটি অবলম্বনে 'The Maharani of Arakan' নাটক অভিনীত হয় ১৪ শ্রাবণ ১৩১৯ [মঙ্গল 30 Jul 1912] তারিখে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গল্পটি অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনার প্রয়াস করেছিলেন ১৩৪৩ [1936]-এ।[২৩০]

প্রাসঙ্গিক তথ্য :১

গগনেন্দ্রনাথ-সমরেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের মা সৌদামিনী দেবীর মৃত্যু হয় ২ ভাদ্র [শনি 19 Aug] তারিখে; ৪ ভাদ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন : 'মেজবৌঠানের পত্রে জানলুম গগনের মা পরশু প্রাতে মারা গেছেন'—এর থেকেই তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে। গগনেন্দ্রনাথের কন্যা পূর্ণিমা দেবী লিখেছেন : '১৯১১ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১৩১৮ সালের ভাদ্রমাসের ভোরবেলা দিদিমা মারা যান। জোড়াসাঁকোর বাড়ি অন্ধকার করে চলে গেলেন। মা মারা যেতে ছোটকাকা [অবনীন্দ্রনাথ] তো ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলেন। ...তাঁর শ্রাদ্ধে বেশী কিছু খাওয়াদাওয়া হয়নি। কাঙালী বিদায় হয়। আর বৃষোৎসর্গ করে বৃষকাঠ বাড়ির বাগানে পুঁতে তার উপর স্মৃতিস্তম্ভ করে দেন। আর বাকী টাকা যা খরচ করবার তা হাসপাতালে দিয়েছিলেন।'[২৩১] অপরিমিত মদ্যপানে স্বামী গুণেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে সৌদামিনী দেবীই শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরে তিন নাবালক পুত্রকে প্রকৃত অর্থেই 'মানুষ' করে তুলেছিলেন, মহর্ষি-পরিবারের তুলনায় তাঁর বাড়িতে বিলাস-ব্যসনের কিঞ্চিৎ বাহুল্য থাকলেও সেই বিলাস পঙ্কিলতায় পর্যবসিত হয়নি তাঁরই সতর্ক শাসনে। তাঁর এই শক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ রানী চন্দের সঙ্গে 20 Apr 1941 [৭ বৈশাখ ১৩৪৮]-এর এক আলাপচারিতে :

আমাদের গগনদের মা ছিলেন, যাঁকে ভুলেও শিক্ষিতা বলা যায় না, কিন্তু কী সাহস আর কী বুদ্ধিতে তিনি চালিয়ে ছিলেন সবাইকে। তিন-তিনটি ছেলেকে কী ভাবে মানুষ করে তুললেন। তিনি তো কখনো জোর করে নিজের ইচ্ছে জানাতেন না, বা প্রকাশ্যে তাঁর শক্তি দেখিয়ে আশ্চর্য করে দেবার বাসনা ছিল না। তবু তাঁরই ইচ্ছায় তাঁরই প্রাণের প্রভাবে ছেলেরা চলেছে। ...ছেলেরা তাদের মাকে যা ভক্তি করে অমন সচরাচর দেখা যায় না।[২৩২]

মীরা দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র নীতীন্দ্রনাথের [নীতু] জন্ম হয় সম্ভবত ১৯ অগ্র [মঙ্গল 5 Dec 1911] তারিখে। অন্তঃসত্ত্বা মীরা দেবীর শারীরিক অবস্থা উদ্বেগের কারণ হয়েছিল, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সযত্ন শুশ্রূষায় তিনি নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করেন। গোড়ার দিকে 'নিতাই' বা 'খোকা' সম্বোধনে নীতীন্দ্রনাথকে ডাকা হত। 'নীতীন্দ্রনাথ' বা 'নীতু' নামকরণ করা হলে দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্রের নাম বলে পারিবারিক মহলে আপত্তি উঠলে রবীন্দ্রনাথ 16 Feb 1913 [৪ ফাল্গুন ১৩১৯] আমেরিকার কেম্‌ব্রিজ থেকে নগেন্দ্রনাথকে লেখেন :

মীরা লিখেছে তোমার ছেলের নাম নীতু রাখ্‌লে কেউ কেউ তার নাম উচ্চারণ করতে পারবে না। একথার কোনো মূল্য নেই। ওঁরা কি রবি সিংহের নাম করেন না? মেজদাদার নামের সঙ্গে সত্যর নামের যোগ আছে বলে কি মেয়েরা সত্যকে আর কিছু বলে ডাকে? বাবামশায়ের নাম ত খুব সাধারণ, সে নাম কি কেউ উচ্চারণ করে না?[২৩৩]

নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে কিছু জটিলতা থাকলেও জামাতার স্বাতন্ত্র্যবোধ, কর্মতৎপরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ উচ্চাশা পোষণ করতেন। এই কারণেই দেশে ফেরার পর জামাতাকে তিনি শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথের কৃষি-গবেষণায় সাহায্য করতে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে জমিদারি ও পতিসর কৃষি ব্যাঙ্কের কিছু-কিছু আর্থিক দায়িত্বও তাঁর হাতে তুলে দেন। দেড়শো টাকা মাসোহারা তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু অপরিমিত ব্যয়ের জন্য তিনি ঋণ করতে থাকেন। ২২ পৌষ [7 Jan 1912] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন : 'আজ নগেন্দ্র এসেছে', পরের দিন লেখেন : 'আজ নগেন্দ্র কলকাতা চলে গেল—বসন্ত বাবুর বাঙ্গলাটা কিন্‌তে চায়'; ১১ ফাল্গুন [23 Feb] তিনি লিখেছেন : 'নগেন্দ্রের জমি কেনা বাবদ ১০০০৲ টাকা সম্বলিত যদু চাটুয্যের রেজেষ্টারি চিঠি ডাকঘর থেকে নিয়ে এলুম'—২২ চৈত্র [4 Apr] 'নগেনের জমির কবুলতি আজ রেজেষ্টরি হয়ে গেল' খবর তাঁর ডায়ারিতেই পাওয়া যায়। এইভাবেই তিনি বরিশালে একটি বাড়িও করেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে সেই তথ্য জানা যায়। এগুলি ভাবী অশান্তির কারণ হয়েছিল।

আরও অশান্তি ও ক্ষতির মূলে ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক সাফল্যের স্মৃতি। এরই জন্যে বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের সহযোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে বিপুল ঋণভারে জর্জরিত হন। সুরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি, তিনি বিচিত্র ব্যবসায়ে ও ঋণবৃদ্ধিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। রথীন্দ্রনাথও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে এই পথ অনুসরণ করেন। 25 Oct [৮ কার্তিক] তিনি শ্রীমতী সেমূরকে লেখেন : 'I have suddenly developed an interest in mining. There are some very valuable mica mines in the Western hills of Bengal and I am going there by shortly to get a knowledge of the business and may there enter into partnership with a large mine-owner.' এই ইচ্ছা তিনি কার্যে পরিণত করেছিলেন, কিন্তু তার ফল নৈরাশ্যজনক হয়েছিল।

আশুতোষ চৌধুরী ব্যারিস্টারি করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করছিলেন, কিন্তু স্বদেশী নেতা হিসেবে রাজনীতিতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। তাঁর দিদি কবি প্রসন্নময়ী দেবী লিখেছেন : 'আশুকে স্বদেশী কার্য্য হইতে দূরে রাখিবার জন্য এখানে প্রধান বিচারপতি সার জন লরেন্স তাঁহাকে হাইকোর্টে বিচারপতি রূপে বরণ করিবার জন্য বিশেষ রূপে ধরিয়া পড়েন।'[২৩৪] আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও সম্মান ও প্রতিপত্তির আকর্ষণে আশুতোষ এই প্রস্তাবে রাজি হন। 2 Feb 1912 [শুক্র ১৯ মাঘ] বেঙ্গলী-তে লেখা হয় : 'Mr. A. Chowdhury has accepted the appointment of a Judge of the High Court and will sit on the Original Side from Monday [5 Feb] next.'

তাঁর স্ত্রী প্রতিভা দেবী ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীতে পারদর্শিনী ছিলেন। 'To revive, encourage and popularize all the various schools of Indian Music, instrumental as well as vocale'[২৩৫] তিনি ৪৭ ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে 15 Dec [শুক্র ২৯ অগ্র] 'সংগীত সঙ্ঘ' নামে মহিলা ও শিশুদের জন্য একটি সংগীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আশুতোষ জজ হবার পর 'Mrs. A. Chaudhuri is giving an "At Home" on the evening of the 22nd March to meet H.E. Lady Hardinge.'[২৩৬] দিনেন্দ্রনাথের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রধানত আত্মীয়স্বজনের দ্বারা অভিনীত হয়। অভিনয়ের বিবরণ দিয়ে বেঙ্গলী [24 Mar] লেখে :

This performance of the piece displayed considerable histrionic ability on the part of all the members of the cast particularly in the case of Ashoka Devi (Miss. Chaudhuri) who took part of the Goddess Saraswati. Her singing of the plaintive and attractive music of the part was most pleasing and her declamation of the beautiful and sonorous Bengali verse of the author in the final speech to Valmiki in the last scene was very effective. ...The woodland scenery was quite a fine piece of scenic art, and the lighting of the stage throughout was artistically carried out. ...It was specially delightful to the Europeans present to be given the rare opportunity of witnessing such an admirable example of Bengali stage art.

পত্রিকাটি বাল্মীকির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথের ও লক্ষ্মীর ভূমিকায় শোভনা দেবীর অভিনয়েরও প্রশংসা করে। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অভিনয়পত্রী থেকে জানা যায়, ডাকাতদের ভূমিকায় জে, বড়ুয়া, এস. এন. চৌধুরী, আর. চ্যাটার্জি, বি. চৌধুরী, এম. সান্যাল, এন. সি. রায় ও টি. চ্যাটার্জি এবং বনদেবীদের ভূমিকায় ললিতা, সুরমা, অপর্ণা, সরস্বতী, শক্তি, কল্যাণী, দীপ্তি ও অরুণা দেবী অভিনয় করেন।

২৫ কার্তিক [শনি 11 Nov] মিনার্ভা থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৭ মাঘ [31 Jan 1912] ডায়ারিতে লেখেন : 'আজ ব্যাঙ্কে নীচের বাঙ্গলার পাশের জমি কেনবার জন্য টাকা ধার করতে গিয়েছিলুম'। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আরও বর্ধিত হত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

ব্রাহ্মসমাজকে দলীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে উদার ধর্মচেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহ রবীন্দ্রনাথ পোষণ করছিলেন বহুদিন ধরেই। ভারতীয় ও বিদেশের বিভিন্ন প্রধান ও লৌকিক ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান করছিলেন তিনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা T.L. Vaswani-র আদি সমাজসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি 24 Jun 1911 [৯ আষাঢ়] শিলাইদহ থেকে লেখেন :

—To my mind the raison d'etre of the Adi Brahmo Samaj is to show that the Brahmo movement is not a mere episode, much less a break, in the history of the Indian religious consciousness. It is not a violent introduction of an alien matter into our racial constitution. India being rudely shaken in its lethargic sleep by the contact of the West has either had to assert itself or let itself bome away by the tidal wave. In Brahmo Samaj India tried to find her own solid ground where she could stand firm and make herself recognized. Through this fearful stress and strain our country has been forced to discover anew the abiding purpose, the undying truth in her which is national, as well as universal. And Adi Samaj says, this is Brahmo Samaj.[২৩৭]

[ইংরেজিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক চিঠিগুলির অন্যতম, এই ঐতিহাসিক কারণেও চিঠিটি মূল্যবান। চিঠিটি শেষ হয়েছে যথারীতি নিজের ইংরেজি-জ্ঞানের দীনতার উল্লেখ করে।]

এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি 1910-এ কেশবচন্দ্রের স্মরণসভায় ও তারও আগে 1902-তে স্বামী বিবেকানন্দের শোকসভায় সভাপতিত্ব ও নিবেদিতার প্রয়াণে শোকপ্রবন্ধ রচনা করেছেন। তুলনামূলকভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর। তাঁরা যখনই তাঁকে আহ্বান করেছেন, তখনই তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন।

এবারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ 'In commemoration of the first public Divine Service in the Brahmo Samaj introduced by Raja Rammohan Ray' ভাদ্রোৎসবের আয়োজন করে ব্যাপকভাবে। ৩ ভাদ্র [রবি 20 Aug] পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ইংরেজিতে ভাষণ দিয়ে উৎসবের সূচনা করেন, ৪ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের অর্থ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন, ৫ ভাদ্র সন্ধ্যায় কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং ৬ ভাদ্র সকালে হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও সন্ধ্যায় কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করে উৎসবের সমাপ্তি ঘটান।

জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে All India Theistic Conference বা একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টা দেখা গিয়েছিল 1886-এ কলকাতায় দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের সময়েই, পরে এর রীতি-পদ্ধতি গড়ে ওঠে। বর্তমান বৎসরে কলকাতায় ২৬তম কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে 26–29 Dec [মঙ্গল-শুক্র ১০–১৩ পৌষ] মির্জাপুরের সিটি কলেজ ভবনে ১৯তম সর্বভারতীয় একেশ্বরবাদী সম্মিলন হয় ম্যাঙ্গালোরের প্রাচীন ব্রাহ্ম উল্লাল রঘুনাথায়া-র সভাপতিত্বে। ১০ পৌষ সকালে বিনয়েন্দ্রনাথ সেন উদ্বোধনী উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের ভাষণ ও সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হয়।

তার আগে সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃতে উপাসনা করেন। ১১ পৌষ সকালে লাহোরের দয়াল কলেজের অধ্যক্ষ এন. জি. ওয়েলিঙ্কার উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় তিনিই 'ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১২ পৌষ [বৃহ 28 Dec] সকালে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মশিক্ষা' [তত্ত্ব-কৌমুদী-তে 'বালকদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা' বলে উল্লিখিত] প্রবন্ধটি পাঠ করেন, ওয়েলিঙ্কার ও সরোজিনী নাইডুও ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ও সরোজিনী নাইডু পরস্পর-পরিচিত হন। 'To Rabindra Nath Tagore/with the reverent homage/of Sarojini Naidu Hyderabad Deccan 1912' লিখে সরোজিনী *The Bird of Time Songs of Life, Death & the Spring* [1912] গ্রন্থটি পাঠিয়ে দেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় আহ্বান জানায় মাঘোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতার জন্য, রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের অধিকার' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই সমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজ তাঁকে আহ্বান জানালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তিনি 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

তিনি কেবল তত্ত্বগত ভাবেই নয়, তাঁর ধর্মাদর্শকে তিনি কার্যকরী রূপ দিতেও প্রয়াসী হন। *15 Sep [শুক্র ২৯ ভাদ্র] তিনি জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : '★ ★ যদি আদি সমাজে ব্রাহ্মণপূজাই চালাতে চান তবে তেত্রিশ কোটি কি অপরাধ করল? ★ ★ কে আমার নাম করে বোলো পুতুলপূজা তেমন দোষের নয় কারণ তাকে symbol বলে গণ্য করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণকে অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে পূজ্য বলে গণ্য করা ঈশ্বরের নিকট যথার্থ পাপ—কারণ তাতে অন্যান্য মানবকে অপমান করা হয়, এই পাপ আমি আদি সমাজে কিছুতেই রাখতে দেব না।'[২৩৮] এই সংকল্প কাজে পরিণত হল ১৯ পৌষ [বৃহ 4 Jan] আদি সমাজের বেদিতে বসে সাধারণ সমাজ-ভুক্ত কায়স্থ-ব্রাহ্ম কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপাসনায়। এর প্রতিবাদে আদি সমাজের আচার্য যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি পদত্যাগ করেন, কয়েকজন সভ্যের সমালোচনার উত্তরে 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী' নামে রবীন্দ্রনাথ দুটি প্রবন্ধ লেখেন।

এই বৎসরের শুরু থেকে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করে পত্রিকাটির সঙ্গে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। অলিখিত সহকারী হিসেবে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে নিয়োগ করেন; ১৫ আশ্বিন [2 Oct] তাঁকে লেখেন : 'আমি চলে গেলে অগ্রাণমাস থেকে তত্ত্ববোধিনীর কাজে তোমাকে পনেরো টাকা করে দেওয়া হবে স্থির করে দিয়ে গেছি।'[২৩৯] বিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান সমাজ ও প্রেসের দায়িত্ব দিয়ে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর মৃত্যু হয় ১৮ কার্তিক [শনি 4 Nov] ১৯ কার্তিক [5 Nov] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন : 'সুরেনের টেলিগ্রাম পাওয়া গেল—ওরা মধুপুরে যাচ্চে—সেইখানে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মারা গেছেন।'

লণ্ডনের য়ুনিটারিয়ান চার্চের সঙ্গে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যোগ ছিল। সেইজন্য প্রতি বৎসর লণ্ডনে অবস্থানকারী ব্রাহ্মেরা Essex Hall-এ মাঘোৎসবে মিলিত হতেন। য়ুনিটারিয়ান পাদ্রী চার্লস্ ভয়সী, জন পেজ হপ্‌স্, হ্যারিসন প্রভৃতি এইসব অনুষ্ঠানে বক্তৃতাও করতেন।[২৩৯] গত বছর বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ধর্মসভায় যোগ দিয়ে নববিধান সমাজের প্রমথলাল সেন দেশে না ফিরে ইংলণ্ডে অবস্থান করছিলেন। এই সমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কুচবিহারের মহারাজা চিকিৎসার জন্য সেখানে ছিলেন, প্রমথলাল তাঁরই আশ্রয়

গ্রহণ করেন। অশ্বিনীকুমার বর্মণ লিখেছেন : 'কুচবিহারের মহারাণীর কৃপায় এস্কেস্ [য] হল (Essex Hall) নামক একেশ্বরবাদীদের একটি মন্দির ভাড়া করিয়া তাহাতেই আমাদের প্রতি শনিবারে সম্মিলনের ব্যবস্থা হইল। শ্রীযুক্ত ভাই প্রমথলাল সেন আচার্য্যের পদে বৃত হইলেন। ...তাহারই ফল স্বরূপ গত ২১শে মে তারিখ হইতে এই কেশব-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।'[২৪০] কিন্তু দীর্ঘকাল রোগভোগের পর কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয় ১ আশ্বিন [সোম 18 Sep] তারিখে। অভিভাবকহীন হওয়ায় প্রমথলালকে এরপর দেশে ফিরে আসতে হয়। কিছুদিন পরে নববিধান সমাজকে আর-একটি বিপর্যয় সহ্য করতে হল। কেশবচন্দ্র সেনের অপর জামাতা ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শিকার করতে গিয়ে আহত হয়ে ১০ ফাল্গুন [বৃহ 22 Feb 1912] মারা যান।

বর্তমান বৎসরে আন্তর্জাতিক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 26–29 Jul [১০–১৩ শ্রাবণ] লর্ড ওয়াডেল্-এর সভাপতিত্বে। বিভিন্ন অধিবেশনে ড ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'Meaning of Race, Tribe and Nation', সিস্টার নিবেদিতার 'The Present Position of Woman' এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলের 'East and West in India' প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়। ড শীল এই সভায় যোগদানের জন্য জুলাই মাসের প্রথমে ভারত ত্যাগ করেন[২৪১] ও ২৪ ভাদ্র [রবি 10 Sep] কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ও প্রমথলাল লণ্ডনে অবস্থানকালে রোটেনস্টাইন, ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ প্রভৃতিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলেন।

দার্জিলিঙে গিয়ে সিস্টার নিবেদিতা পাহাড়ী আমাশয়ে আক্রান্ত হন; সেখানেই তাঁর দেহাবসান ঘটে ২৬ আশ্বিন [শুক্র 13 Oct 1911] ভোরবেলায়। ১০ চৈত্র [শনি 23 Mar 1912] তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে ড রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে টাউন হলে একটি বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হয়েছিল গত বৎসর ২৩ বৈশাখ [6 May 1910] তারিখে; তাঁর পুত্র পঞ্চম জর্জের আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক হয় বর্তমান বৎসরের ৭ আষাঢ় [বৃহ 22 Jun 1912] তারিখে। রাজভক্ত বাঙালিরা যথারীতি আনন্দ উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে। 'Bengal's Coronation Day [By a distinguished Bengali Poet.]' শিরোনামায় বেঙ্গলী [21 Jun]-তে প্রকাশিত ৫ স্তবকের মুখরতার কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করছি :

(১)

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ...
বাজাও শঙ্খ, ভুলহ দৈন্য, করহ সজ্জা ত্যজহ ক্লেশ,
সপ্ত কোটি মিলিত নেত্রে দেখিবে আজি রাজার বেশ।

তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদী' কবিদের এই রূপটিও জেনে রাখা দরকার।

পঞ্চম জর্জের ভারতভ্রমণের সম্ভাবনা নিয়ে গত বৎসর থেকেই লেখালেখি চলছিল, 29 Jul [১৩ শ্রাবণ] বেঙ্গলী-তে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা প্রকাশিত হয়, রাজা ও রানী 9 Nov ইংলণ্ড ত্যাগ করে 28 Jan 1912 দেশে

প্রত্যাবর্তন করবেন। দিল্লির দরবারে তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করবেন, একথাও পূর্বাহ্ণেই জানা যায়।

11 Nov [শনি ২৫ কার্তিক] ইংলণ্ডের পোর্টসমাউথ বন্দর থেকে 'মেডিনা' জাহাজে রানী মেরী-সহ পঞ্চম জর্জ ভারতের উদ্দেশে রওনা হন ও 2 Dec [শনি ১৬ অগ্র] বোম্বাইতে পৌঁছন। 7 Dec [বৃহ ২১ অগ্র] রাজকীয় শোভাযাত্রা সহকারে তিনি দিল্লিতে প্রবেশ করেন। 12 Dec [মঙ্গল ২৬ অগ্র] দরবারে তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করেন : (১) পূর্বতন বাংলা ও পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রদেশ থেকে যথাক্রমে বিহার ও আসামকে বিচ্ছিন্ন করে অখণ্ড বাংলা প্রদেশ গঠিত হবে; (২) বাংলাকে আইনপরিষদ-সহ প্রেসিডেন্সি স্তরে উন্নীত করে লেফটেনান্ট গবর্নরের স্থলে গবর্নরের শাসনাধীনে আনা হবে এবং (৩) কলকাতার পরিবর্তে দিল্লি হবে ভারতের রাজধানী। বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে বহুদিনসঞ্চিত ক্ষোভ প্রশমিত হওয়ায় বাঙালিরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, ১ পৌষ [রবি 17 Dec] প্রস্তাবিত ফেডারেশন হলের মাঠে রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিরাট এক জনসভায় রাজা, ভাইসরয় ও সেক্রেটারি অব্ স্টেটকে ধন্যবাদ জানানো হয়। কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অদূরদর্শী বাঙালি নেতারা সম্যক্ সচেতনতার পরিচয় দেননি। কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই বোম্বাই-নেতারা বাঙালিদের কোণঠাসা করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন, বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে বড়ো বড়ো শিল্প স্থাপিত হওয়ায় অর্থনৈতিক দিক থেকেও পূর্বভারত-সহ বাংলা পিছিয়ে পড়ছিল—দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় উত্তরপ্রদেশও গুরুত্ব পেয়ে সর্বক্ষেত্রেই বাংলার অবক্ষয়ের সূচনা হয়। অবশেষে সাংস্কৃতিক চুষিকাঠিটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে খণ্ডিত বাংলা-রূপ স্বাধীনতা পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে।

পঞ্চম জর্জ কলকাতায় আসেন 30 Dec [শনি ১৪ পৌষ]। 5 Jan [শুক্র ২০ পৌষ] ময়দানে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। 8 Jan [সোম ২৩ পৌষ] দুপুরে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন।

দিল্লির দরবারে পঞ্চম জর্জ যে ঘোষণাগুলি করেন, সেগুলি বিধিবদ্ধ করে 25 Jun 1912 [১১ আষাঢ় ১৩১৯] পার্লামেন্টে Government of India Act 1912 পাশ করা হয়। কিন্তু তার আগেই বাংলায় কতকগুলি পরিবর্তন সূচিত হয়। রাজধানী কলকাতা থেকে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলার উদ্দেশে রওনা হন 27 Mar 1912 [বুধ ১৪ চৈত্র]। মাদ্রাজের জনপ্রিয় গবর্নর লর্ড কারমাইকেল বাংলার গবর্নর হিসেবে কলকাতায় আসেন 1 Apr [সোম ১৯ চৈত্র]।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনমানসে অসন্তোষ প্রশমন করা ও সন্ত্রাসবাদের উচ্ছেদ। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভাইসরয় হয়ে এসেই পুলিশী বাড়াবাড়ি কমাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, অনেক মামলা তুলেও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বড়োরাজার চেয়ে ছোটরাজারা সবসময়েই ভয়ানক। তাই পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের দমনের জন্য Jul 1910-এ যে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয়, সেটি চলতেই থাকে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাস এই মামলায় অন্যতম আসামী ছিলেন; তিনি লিখেছেন : 'মকোদ্দমা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সি. আর. দাশ জেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—"নূতন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হইয়াছে,—তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে,—যদি ধৃত ব্যক্তিগণ সাধারণভাবে দোষ স্বীকার করে, তবে মাত্র অল্প দু'চার জনের সামান্য শাস্তি হইবে, অপর সকলকেই মুক্তি দেওয়া হইবে;..."।'[২৪২] গবর্মেন্ট পরে আপোষের প্রস্তাব তুলে নেয়, সুতরাং মামলা চলে এবং ৭৩ দিন পূর্ণ অধিবেশনের পর অতিরিক্ত সেশন জজ W.S. Coutts 7 Aug 1911 [২২ শ্রাবণ] ৪৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৩৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে পুলিন দাস, আশুতোষ

দাশগুপ্ত ও জ্যোতির্ময় রায়কে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-সহ অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্টের আপীলে ২২ জন মুক্তিলাভ করেন, অন্যদেরও দণ্ডকাল হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।[২৪৩] পুলিনবিহারী এই মামলার যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তথাকথিত বিপ্লবীদের চরিত্রমাহাত্ম্য ও ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাসের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের চিত্রটি অবিকৃত থাকে না। মামলার খরচ সংগ্রহের জন্য খয়রাতি দান ছাড়াও বিপ্লবীদের ডাকাতির আশ্রয় নিতে হয়। ড রমেশচন্দ্র মজুমদার 1911-এ অনুষ্ঠিত ৭টি ডাকাতিতে যে ৩৬,৭০০ টাকা আয়ের বিবরণ দিয়েছেন, তার সবগুলিই ঢাকা-মৈমনসিংহ অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল।[২৪৪]

চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল গ্রেপ্তার ও নির্বাসন দণ্ড এড়াবার জন্য এবং প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা [1857–1970]-র আহ্বানে ও অর্থানুকূল্যে Aug 1908-এ ইংলণ্ডে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় রাজনীতির প্রতি ইংরেজদের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ জাতীয়তা থেকে আন্তর্জাতিকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ফলে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। অর্থসাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপিনচন্দ্র 6 Oct [১৯ আশ্বিন] দেশে ফিরে বোম্বাইতে অবতরণ করা মাত্র স্ব-সম্পাদিত *Swaraj* পত্রিকায় প্রকাশিত ‘The Itiology of Bomb’ প্রবন্ধে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। আদালতে দোষ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তিনি একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাজনীতির অঙ্গন থেকে নির্বাসিত বিপিনচন্দ্র অতঃপর বাংলায় প্রবন্ধলেখক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন—রবীন্দ্র-বিরোধিতায় তিনি একটি নূতন মাত্রা যোগ করেছিলেন।

নরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন কমে এলেও বন্ধ হয়ে যায়নি। 7 Aug [২২ শ্রাবণ] জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আশুতোষ চৌধুরী যে স্বদেশী মেলার উদ্বোধন করেন তার সমাপ্তি হয় 17 Aug [৩২ শ্রাবণ]। এর ক'দিন আগেই 29 Jul [শনি ১৩ শ্রাবণ] আই. এফ. এ. শীল্ড ফাইনালে সাহেবী ইস্ট ইয়র্ক দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান ক্লাব বাঙালি জাতীয়তার গৌরব বৃদ্ধি করে।

বাংলায় বর্তমান বৎসরে অনুষ্ঠিত আর কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। 2 Sep [শনি ১৬ ভাদ্র] কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় গোখ্‌লে-কর্তৃক উত্থাপিত Elementary Education Bill-এর সমর্থনে টাউন হলে ড রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা হয়। 6 Sep [বুধ ২০ ভাদ্র] তাঁরই সভাপতিত্বে টাউন হলে কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমর্থনে একটি সভা হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথেরও বক্তৃতা করার কথা ছিল। তিনি ভাষণটি পাঠ করেন ১২ কার্তিক [রবি 29 Oct] রিপন কলেজ হলে। 9–10 Sep [২৩–২৪ ভাদ্র] ফরিদপুরে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে যুক্ত বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গভঙ্গরদ ঘোষণার পর লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ববঙ্গ সফরে ঢাকায় গেলে এক মুসলিম প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানালে তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন [দ্র *The Bengalee*, 4 Feb 1912]। পূর্বেও একবার প্রস্তাবটি উঠেছিল ও একটি রিপোর্টও প্রস্তুত হয়েছিল। বর্তমান প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি উত্থাপিত হয়—হিন্দু নেতারা অভিযোগ করেন, এর ফলে রাজনৈতিক বিভাগের অবসানে সাংস্কৃতিক বিভাগ সংসাধিত হবে। ড আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করে হার্ডিঞ্জ পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে বিলম্বিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি শেষপর্যন্ত 1921-এ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৬-তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার গ্রীয়ার পার্কে। ব্রিটিশ পালামেন্টে শ্রমিকদলের নেতা র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড এই অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু 7 Sep [২১ ভাদ্র] তাঁর স্ত্রী মার্গারেটের মৃত্যু হলে তিনি এই পদ গ্রহণে অসম্মত হন। তখন পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ দারকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। কংগ্রেসী ত্রিবর্ণে [আকাশ-নীল, গোলাপি ও হলুদ] রঞ্জিত ২১১×১৬০ ফুট মণ্ডপে 26 Dec [মঙ্গল ১০ পৌষ] দুপুরে সরলা দেবীর নেত্রীত্বে সমবেতকণ্ঠে গীত 'বন্দেমাতরম্' গান দিয়ে অধিবেশনের সূচনা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসুর স্বাগত-ভাষণের পর সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হয়। 27 Dec [বুধ ১১ পৌষ] দুপুর বারোটায় অধিবেশন শুরু হয় সমবেতকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমনঅধিনায়ক' গানটি দিয়ে; বেঙ্গলী পত্রিকায় প্রকাশিত গানটির ইংরেজি অনুবাদ থেকে মনে হয়, পাঁচটি স্তবকই গীত হয়। তৃতীয় বা শেষ অধিবেশন 28 Dec [বৃহ ১২ পৌষ] দুপুর বারোটা কুড়ি মিনিটে সরলা দেবীর 'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী' গানটি দিয়ে শুরু হয়। এবারের অধিবেশন সভাপতির বক্তৃতা, গৃহীত প্রস্তাবসমূহ, প্রতিনিধির সংখ্যাল্পতা প্রভৃতি সমস্ত দিক দিয়ে ভারতীয় রাজনীতির সাময়িক বন্ধ্যাদশার প্রতীক। পরবর্তী বৎসরের বাঁকিপুর অধিবেশন এই দশা আরও প্রকট করে তোলে।

বিশ্বরাজনীতিতে এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা চীন-বিপ্লব ও তুর্কী-ইটালী যুদ্ধ। অর্ধশতাধিক বৎসর ধরে চীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে ছিল, দুর্বল রাজশক্তি ছিল অসহায় দর্শক ও অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এরই প্রতিক্রিয়ায় Oct 1911-এ বিদ্রোহ দেখা দেয় ও বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিদ্রোহীরা কৃতসংকল্প হলে দীর্ঘ নির্বাসনের পর সান-ইয়াত-সেন [1866–1925] দেশে ফিরে এলে 29 Dec [১৩ পৌষ] ১৭টি প্রদেশের প্রতিনিধিরা নানকিঙে তাঁকে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচন করে। 1 Jan 1912 প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় পিকিঙে উয়ান-শি-কাই-এর নেতৃত্বে সমরনায়কেরা গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করলে 14 Feb 1912 সান-ইয়াত-সেন পদত্যাগ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

এবারে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে নববর্ষের সূচনাটি 'আশ্রমগুরু' 'শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাধিপতি পরমভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উৎসব দিয়ে চিহ্নিত। এর আগে ১৩১৭ বঙ্গাব্দেই তাঁর ৫০ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে বিদ্যালয়ে প্রথম জন্মোৎসব পালিত হয়—দু'চারজন বাইরের ভক্ত উপস্থিত থাকলেও উৎসব হয়েছিল ঘরোয়াভাবে। এবারে সে তুলনায় আয়োজন ছিল বৃহৎ—অতিথির সংখ্যাও ছিল বেশি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ ভক্তেরা অনেক আগেই উপস্থিত হন। তাঁদের আগ্রহে ১২ বৈশাখ [মঙ্গল 25 Apr] থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর কাব্যালোচনা শুরু করেন। অনেকেই তার অনুলিপি গ্রহণ করেন, কিন্তু কেবল ক্ষিতিমোহন সেনের 'দিনলিপি' সুনীল দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে [দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৯৪। ১৩৭–৪৬]—তাও সে আলোচনা ২১ বৈশাখ [বৃহ 4 May] 'চৈতালি'-তেই শেষ হয়। ২৩ বৈশাখ ভোরের মধ্যেই আশ্রম অতিথিতে পূর্ণ হয়ে যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও হেমলতা দেবী তখন পুরীতে, তাঁর নীচু বাংলার বাড়িতে মেয়েদের রাখা হয়। সীতা দেবী সাক্ষ্য দিয়েছেন, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও শিশু ছাত্রদের আতিথেয়তার তুলনা হয় না।[২৪৫]

প্রকৃতপক্ষে জন্মোৎসব শুরু হয় ২৩ বৈশাখ [শনি 6 May] ভোরে ছাত্রদের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা দিয়ে। দুপুরে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের কাছে 'জীবনস্মৃতি'র খসড়ার কিয়দংশ পাঠ করেন। এদিনও কলকাতা ও গিরিডি থেকে একদল অতিথি এসে পৌঁছন। রাত্রেও অনেকে আসেন।

২৪ বৈশাখ [রবি 7 May] সকালেও ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা হয়। দুপুরে অজিতকুমার চক্রবর্তী 'কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে তাঁহার...ভিতরকার পরিণতির আদর্শের সূত্রটিকে' অনুসরণ করে লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রাত্রে নাট্যঘরে 'রাজা' অভিনীত হয়।

২৫ বৈশাখ [সোম 8 May] প্রাতে আম্রকুঞ্জে আনুষ্ঠানিক জন্মোৎসব হয়। রাত্রে নাট্যঘরে 'বিনিপয়সার ভোজ' ও 'কলির ভগীরথ' [? 'নূতন অবতার'] অভিনীত হয়; হয়তো বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই অভিনয় করেন—সুধীরঞ্জন দাস অক্ষয়ের ভূমিকায় তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন,[২৪৬] তপনমোহন 'রাজা'তেও অভিনয় করেছিলেন।

২৬ বৈশাখ [মঙ্গল 9 May] ভোরে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের নিয়ে উপাসনা করার পর বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মবকাশ শুরু হয়—জন্মোৎসবের জন্য ছুটি বিলম্বিত হয়েছিল। এই কারণে বিদ্যালয় খোলেও কিছু দেরিতে ১০ আষাঢ় [রবি 25 Jun] তারিখে।

বিদ্যালয়ের সংস্কৃত-শিক্ষক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বৃহৎ বাংলা অভিধান রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করার জন্য দানশীল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে অনুরোধ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পঞ্চাশ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়ে দেন। তাঁর শূন্যস্থান-পূরণের জন্য বেঙ্গলী-তে 31 May [বুধ ১৭ জ্যৈষ্ঠ] বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয় : 'Wanted Experienced Sanskrit Teacher for Matriculation class Bolpur Brahma Vidyalaya, Board and lodging free. Application to be sent stating terms to RABINDRA NATH TAGORE./Shanti-Niketan/Bolpur/E.I. Rly.' বিজ্ঞাপনটি 6, 8, 9 June-ও মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৪ জ্যৈষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে বিজ্ঞাপনের বয়ানটি পাঠিয়ে লেখেন : 'তোমার নিজের জানাশোনা কোনো ভাল লোক আছে কি? অঙ্ক ভাল শিখাইতে পারে এমন মাষ্টার জান? বি এ পাস করা চাই না—বেতন ৩০ টাকার মধ্যে হইলেই ভাল হয়।' 13 Jul [বৃহ ২৮ আষাঢ়] বেঙ্গলী-তে বিদ্যালয়ের আর-একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয় :

BRAHMOCHARYYASRAM/AT SANTINIKETAN,/BOLPUR.

The climate of the place is healthy. Excellent arrangements for daily meals. A dairy is attached to the Asram, good provision for medical attendance. Boarders under constant supervision of teachers in addition to the ordinary course of teaching, great attention is paid to the physical and moral well-being of students. Accomadation available. The Asram reopens on the 25th June. For further particulars apply sharp to the Superindent.

বিজ্ঞাপনটি কয়েকবার ছাপা হয়। ভর্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করে পরেও বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছে।

আশ্রম ও বিদ্যালয়ে কর্মী ও শিক্ষকের আরও কিছু পরিবর্তন হচ্ছিল। ১৬ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ খুলনার ফুলতলায় নগেন্দ্রনাথ আইচকে লেখেন : 'ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীকে আশ্রমে হিসাবের কাজে রাখাই স্থির হইয়াছে অতএব তাঁহাকে এখনি সেখানে পাঠাইয়া দিবে। দ্বিপু সম্মত হইয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন।' ১৮ জ্যৈষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লেখেন : 'আশ্রমের ডাক্তারটি মারা গেছে। তোমার কি ডাক্তারের সন্ধান আছে?' জেলা বোর্ডের দাতব্য-চিকিৎসালয়ের হরিচরণ ডাক্তারবাবুর কথা অনেকের স্মৃতিকথাতেই পাওয়া যাবে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের নিয়মবিধি প্রবর্তনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। হয়তো এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মক্ষেত্র কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজে স্থানান্তরিত করে ১৯ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 2 Jun] তাঁকে লেখেন : 'তোমার সম্বন্ধে একটা নূতন ব্যবস্থা করা হবে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার তোমাকে না দিলে চলবে না। ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে আমাদের শৈথিল্য হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত অন্যায়। আমার ইচ্ছা আশ্রমের সঙ্গে সমাজের একটি ঘনিষ্ঠ নাড়ির সম্পর্ক স্থাপিত হয়—আশ্রমের কোনো লোক সমাজের ভার পেলে সেইটে সম্ভবপর হবে। ক্রমে সমাজকে সজীব করে তুলতে হবে—একবার তুমি ওখানে বসে জমি তৈরি করে নাও, তারপরে আমরা সকলেই ওতে লাগব। এটা একটা বড় কর্ত্তব্য কাজ এবং আমাদের আশ্রমেরই কাজ।'[২৪৭]

বিধুশেখর শাস্ত্রী স্বগ্রাম মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে একটি টোল স্থাপন করে প্রাচীন রীতিতে ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জায়গায় সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়কে নিয়োগ করে 'বুধবার' [১০ মাঘ : 24 Jan] ক্ষিতিমোহনকে লেখেন : 'সত্যজ্ঞানবাবু শাস্ত্রীমহাশয়ের স্থানে সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার লইতে প্রস্তুত। ...ইঁহার কাছ হইতে কিছু পরিমাণে ইংরেজি আদায় করিতে পারিবেন এবং সন্তোষের প্রাতঃকালের অবসর হইতেও কিছু কাটিয়া লইয়া যদি আগামী গ্রীষ্মবকাশ পর্যন্ত চালাইয়া দিতে পারেন তবে যতীনকে ও জীবনকে পাইলে আপনাদের অন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে না এবং আমার বিশ্বাস আগামী ছুটির পরে অথবা তাহার পূর্ব্বেই দিনুকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিতে হইবে। ...তবে যদি বাংলা শিক্ষক ভাল কোথাও পান তবে চেষ্টা দেখিবেন।'[২৪৮] দিনেন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর ধরে মাঝে মাঝে একধরনের মানসিক অস্থিরতায় বিদ্যালয় ত্যাগ করতেন বা অসংগত আচরণ করতেন, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পত্রের অপ্রকাশিত অংশে তার উল্লেখ আছে।

শরৎকুমার রায়ও কোনো কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন; উপর্যুপরি রবীন্দ্রনাথের দুটি পত্র পেয়ে ক্ষোভ প্রশমিত হওয়ায় ৫ কার্তিক [রবি 22 Oct] বরিশালের কীর্তিপাশা থেকে লেখেন : 'আমি আপনার আদেশমত ছুটির পরে প্রসন্নচিত্তে উৎসাহের সহিত বিদ্যালয়ের কার্য্যে যোগদান করিব। ... আমি আপনার অবগতির জন্য সরলভাবে এই মাত্র বলিতে পারি, বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থানিয়মপ্রণালীর সহিত আমার কিছুমাত্র বিরোধ নাই।' এই উল্লেখই বিরোধের অস্তিত্বকে সপ্রমাণ করে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক কালীমোহন ঘোষ ও বঙ্কিমচন্দ্র রায় উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বিদেশে যাওয়ার আয়োজন করছিলেন। কালীমোহন কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে 'যাওয়া আসার passage এবং তার মাসিক খরচের জোগাড়'[২৪৯] করেন; তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মাসিক ২০ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তখন তাঁর আশা ছিল যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-পরিচালিত Association for the Advancement of Scientific and

Industrial Education থেকে যাতায়াতের খরচটি অন্তত পাওয়া যাবে—কিন্তু সেটি দুর্লভ হওয়ায় দেবলের খরচ ছাড়াও নিজের গ্রন্থস্বত্বের টাকা থেকে মাসিক কুড়ি টাকা কালীমোহনকে পাঠানোর জন্য কোষাধ্যক্ষ দ্বিপেন্দ্রনাথকে নির্দেশ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রায় 'একজন মাড়োয়ারি মুরুব্বি'র সাহায্য পেয়েছিলেন। ছাত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার ব্যয়ভার বহন করে ত্রিপুরা-সরকার, চণ্ডীচরণ সিংহ গ্লাসগো য়ুনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিলেন সম্ভবত পারিবারিক খরচে। প্রাক্তন ছাত্র অরবিন্দমোহন বসু কেম্‌ব্রিজে পড়তে যান মামা জগদীশচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে। ভাবী রবীন্দ্রজীবন-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও আমেরিকায় যেতে চাইছিলেন, সেখানে গিয়ে অর্থোপার্জন করে উচ্চশিক্ষা লাভের আশায়—রবীন্দ্রনাথ প্রশংসাপত্রাদি দিলেও তাঁকে অর্থসাহায্যের আশ্বাস দিতে অপারগ হওয়ায় তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হয়নি।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র অরবিন্দমোহন বসু ও সুজিতকুমার চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এইসব প্রাক্তন ছাত্রদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করতেন, তার প্রমাণ ৩ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 17 May] মনোরঞ্জন চৌধুরীকে লেখা তাঁর পত্র : 'তোমার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনো খবর না পাইয়া আশঙ্কা হইতেছে হয়ত এবারকার পরীক্ষায় তুমি কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। ...আমাদের ছাত্রেরা কলিকাতায় কোথায় থাকিবে এখনো তাহা স্থির হয় নাই। যাহারা Science Course না লইবে তাহারা সম্ভবত Scottish Churchএ যাইবে ও সেখানকার hostelএ গোরাদের সঙ্গে থাকিবে, দেবলও সম্ভবত সেই কলেজেই যাইবে, বীরেন ও বিশু বোধ হয় বাঁকিপুরে ভর্ত্তি হইবে। সোমেন্দ্র পাস করিয়াছে তাহার ইচ্ছা প্রেসিডেন্সিতে পড়ে কিন্তু সে যখন Science লইবে না তখন প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হইবার চেষ্টা করা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক।'[২৫০] এই পত্রেই তাঁর ভ্রাতা সরোজরঞ্জনের ইংরেজি বিষয়ে দুর্বলতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ১৩ জ্যৈষ্ঠ [শনি 27 May] হিতেন্দ্রনাথ নন্দীকে লেখা পত্রেও এই উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী [1896–1969] ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর এক বর্ণময় চরিত্র।[২৫১] ১৩১৩ বঙ্গাব্দে সতীশচন্দ্র রায়ের এই ভাগিনেয়টি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন, কিন্তু পড়াশোনায় তাঁর মন বসেনি। ১৩১৭-তে তাঁর বিবাহ হয়, সুতরাং ছাত্র হিসেবে না হলেও লাইব্রেরির কর্মী বা সন্তোষচন্দ্রের গোশালার কাজে তাঁকে আশ্রমে রাখতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেননি। জমিদারিতেও তাঁর জন্য কাজ সংগ্রহ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। শেষে ছাত্রাবাসে বীথিকাগৃহের ভার তাঁর উপর অর্পিত হয় খাওয়া-থাকা বাদে মাসিক পাঁচ টাকার বিনিময়ে। এর পরেই ভাদ্র ১৩১৮ থেকে তাঁর সম্পাদনায় হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা 'বীথিকা' প্রকাশিত হতে থাকে [জন্মদিন : ১০ ভাদ্র], যার 'উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা রচনা ও লেখা পড়ার সহিত ঘনিষ্ঠ [য] সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে তাহাদিগকে, সেই সম্বন্ধে বন্দী করা'—স্পষ্টতই নিজের অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছিল। বিচিত্র বিষয়ে তিনি লিখতেন—গল্প, কবিতা, হিন্দি বা উর্দু থেকে অনুবাদও—কিন্তু তাঁর খ্যাতি ছিল প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণে, সুধীরঞ্জন দাস লিখেছেন : 'স্কুলের পড়াশুনার চেয়ে কীটপতঙ্গের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। পিঁপড়ের বাসা এবং উইটিবির যাবতীয় নকশা তাঁর জানা ছিল। গুটিপোকা পোষা ছিল তাঁর এক বাতিক।'[২৫২] তাঁর এই জাতীয় অনেকগুলি লেখা তত্ত্ববোধিনী [১৮৩৩ শক : ১৩১৯]-তেও প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রদের প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণে (Nature-study) উৎসাহ দেওয়া হত। ফলে আরও

অনেক ছাত্রেরও এই বিষয়ের লেখা তত্ত্ববোধিনী-তে—এবং অবশ্যই বিদ্যালয়ের হস্তলিখিত পত্রিকাগুলিতে—প্রকাশিত হয়েছে। পৌষ ১৩১৮-সংখ্যা বাগান-এ 'বিজ্ঞাপন' দেওয়া হয় : 'বাগানে "Nature Study" (প্রাকৃতিক প্রবন্ধে)র জন্য শ্রদ্ধেয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় দুইটি পুরস্কার [য] দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন'—মাঘ-সংখ্যায় জানা যায়, 'পিপীলিকার কথা' ও 'টিক্‌টিকি' প্রবন্ধের জন্য যথাক্রমে প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত ও বিভূতিভূষণ গুপ্ত (বড়ো) প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

'শান্তি', 'প্রভাত', 'বাগান', 'আশ্রম', 'কুটীর' ও 'বীথিকা' পত্রিকাগুলির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। শ্রাবণ ১৩১৮-তে শিশুবিভাগের পত্রিকা 'শিশু' প্রকাশিত হল প্রমথনাথ বিশীর সম্পাদনায়। সম্পাদক 'শিশুর জন্মোৎসবে' স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন :

> 'শিশু',—আমাদের পত্রিকাখানি/ জাগিয়া উঠুক হরষে;
> পূর্ণ কর এ ক্ষুদ্র চেষ্টা/ তোমার পূণ্য পরশে।
> শিশুলেখকের হৃদি উৎসের/ দাও হে বাঁধন খুলিয়া
> ছুটিবে বঙ্গে সেই তরঙ্গে/ শিশু এ চিত্ত দুলিয়া।
> শিশুদের এই মুগ্ধ প্রয়াস/ তোমার আশীষ বাণীতে
> পূর্ণ করিয়া,—বিশ্বের রস/ দাওগো এদের জানিতে।

'শ্রীম—'-এর জবানীতে 'শিশুর নিবেদন' জানানো হয়েছে :

> বহুদিন হইতে আমাদের অগ্রজগণ আশ্রমের শান্তি, প্রভাত ও বাগান পত্রিকায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। যে সকল পত্রিকায় এখনো প্রবেশ করিবার মতো শক্তি হয় নাই তাই আমাদের ছোট ছোট মনের ছোট ছোট ভাব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। জীবন ছোট হইলেও আমাদের আদর্শ ছোট নহে। জ্যেষ্ঠগণের অনুসরণ করিয়াই তাঁহাদের আদর্শে পৌঁছিবার আকাঙ্খা [য] আমাদের এই ছোট ছোট মনে জাগিয়া উঠিতেছে। আমরা এখনো ভাল করিয়া হাঁটিতে শিখি নাই, পথ চলিতে এখনো অনেকসময় ধূলায় পড়িয়া যাইব। জ্যেষ্ঠগণ, বিদ্রূপের পরিবর্ত্তে সহানুভূতি দেখাইয়া ধূলা ঝাড়িয়া আবার তুলিয়া লইবেন এই আশা এবং বিশ্বাস। অনেক সময় আদর্শের পথ হইতে হয়তো আমরা স্খলিত হইব দাদারা হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া দিবেন, স্নেহের এই আদরটুকু এই দাবীটুকু আমাদের যথেষ্ট আছে।

শিশু-র সব সংখ্যা পাওয়া যায়নি, কিন্তু বিলম্বিত প্রকাশ ও পত্রিকাটির 'প্রায় যমের দক্ষিণ দুয়ারের সাক্ষাৎ লাভ'-জাতীয় সম্পাদকীয় আক্ষেপ প্রায়শই চোখে পড়ে।

প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'আবর্জ্জনা' নামক একটি পত্রিকা ২৪ ভাদ্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির আর-কোনো সংখ্যা আমরা দেখতে পাইনি। প্রভাত-এর চৈত্র-সংখ্যায় বিদ্যালয়ে প্রকাশিত আঠারোটি পত্রিকার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত আটটি বাদে বাকিগুলির নাম হল : শয়ান [বিভূতিভূষণ গুপ্ত (১)], মধ্যাহ্ন [তপনমোহন চট্টো°], নিশীথ [মুকুলচন্দ্র দে], গোগৃহ [আশ্রমবাসি], গবেষণা [উপরতলা], ঊষা [ধীরেন বসু], Culture [?], সন্ধ্যা [?], আশ্রমসংবাদ [হরিদাস ভট্টাচার্য] ও অরুণ [মুকুলচন্দ্র দে]। বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত প্রথম বর্ষের পৌষ ও মাঘ যুগ্ম-সংখ্যাটি কেবল পাওয়া গেছে, অন্য পত্রিকাগুলির কোনো সন্ধান নেই। পরেও এইরূপ অনেক ক্ষণজীবী পত্রিকা বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রকাশ করেছেন—আমরা যথাসময়ে তাদের সাক্ষাৎ পাব।

প্রথমদিকে পত্রিকাগুলি ছিল প্রায় নিরাভরণ, বৈচিত্র্যবিধানের জন্য অনেক সময়ে সম্পাদকেরা ছাপা ছবি ব্যবহার করতেন। কিন্তু ক্রমে আশ্রমে কয়েকজন শিল্পী-ছাত্রের আবির্ভাব হওয়ায় এই দৈন্য কেটে গিয়ে এগুলি রঙিন ও সাদা-কালো চিত্রে ভরে উঠেছে। ১৩০৯ সালে 'বিসর্জন' অভিনয়ে কলকাতা থেকে হরিশ্চন্দ্র হালদারকে আনতে হয়েছিল দৃশ্যপট এঁকে দেওয়ার জন্য। ১৩১৫ সালে ছাত্র হয়ে এসেছিলেন মুকুলচন্দ্র দে ও

গিরিজানাথ চক্রবর্তী। গিরিজানাথের অনন্তনাগের ছবি বিধুশেখর শাস্ত্রী[২৫৩] ও শিশুদের সমাদর লাভ করলেও সুধীরঞ্জন দাস কিছু বক্রোক্তি করেছেন, পক্ষান্তরে নন্দলাল বসুর নটরাজের প্রলয়নৃত্যের অনুকরণে আঁকা বাগানবাড়ি-র শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে-র ছবি রবীন্দ্রনাথ-সহ সকলকে মুগ্ধ করেছিল বলে তিনি জানিয়েছেন; তিনি লিখেছেন : "চিত্র-সম্পদে তাঁদের মাসিক পত্রিকা 'বাগান' বড়োদের মাসিক পত্রিকা 'শান্তি'র অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল।"[২৫৪] ১৩১৬-এর ছাত্র মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের ছবি ১৩১৭ সালে প্রকাশিত পত্রিকাতে দেখা দিয়েছিল, বর্তমান বৎসরে তিনি শিল্পী ও লেখক হিসেবে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য প্রধান শিল্পীরা হলেন যতীন্দ্রমোহন দাস ও সুধীরকান্ত মিত্র—শেষোক্ত জন সম্পর্কে শ্রাবণ ১৩১৯-সংখ্যা বাগান-এ জানানো হয় : 'শ্রীমান্ সুধীরকান্ত মিত্র বাগান-বাড়ীর একজন পুরাতন ছাত্র। ...আমাদের সাধ্যমত তাহাকে আরো উৎসাহিত করিবার জন্য যৎসামান্য একবাক্স রঙিন পেন্সিল উপহার দিয়াছি।' পরবর্তীকালের বিখ্যাত ভাস্কর ক্ষিতীশচন্দ্র রায় [1901–65] বর্তমান বৎসরে শিশু-তে আঁকিবুকি শুরু করেছেন। তরুণ চিত্র-শিক্ষক সন্তোষকুমার মিত্রের আঁকা ছবি প্রায় সব পত্রিকাতেই অকৃপণ দাক্ষিণ্যে বিতরিত হয়েছে।

পত্রিকার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় লেখক-ছাত্রদের নাম একটু বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়; নূতন নামগুলি হল : বিভূতিভূষণ মুখো°, তারকদাস মুখো°, মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমিয়কুমার চৌধুরী, অরবিন্দ চৌধুরী, মণীন্দ্রনাথ নন্দী, জগদীশচন্দ্র মল্লিক, চারুচন্দ্র মুখো°, প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ [বুলা], হেমেন্দ্রমোহন চট্টো°, সৌরেন্দুমোহন গোস্বামী, প্রকাশচন্দ্র দত্ত, মণীন্দ্রকুমার দত্ত, চন্দ্রভূষণ চন্দ, শিশিরকুমার মুখো°, হরিদাস ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, শরদিন্দু নন্দী, বিভূতিভূষণ গুপ্ত [২, ছোট], শৈলেন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিশ্চন্দ্র রায়, কিরণচন্দ্র মজুমদার, মণীন্দ্রনোহন দাস, দীনেন্দ্রকুমার গুপ্ত, নীলিমরঞ্জন হালদার, কুমুদরঞ্জন লৌহ, যতীন্দ্রমোহন দাস, গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী, গোলাপচন্দ্র শর্মা (অনাথ), পাঁচুগোপাল সেন, কালী প্রসাদ সেনগুপ্ত, রামচন্দ্র গুহ, সতীশচন্দ্র রায়, অমিয়কুমার ভট্টাচার্য ও নরভূপ রায়। ১৮ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়কে লিখেছিলেন : 'নেপালী ছেলে দুটিকে নিশ্চয়ই লইবে। আমার বড় ইচ্ছা শুভকৃষ্ণের প্রস্তাবিত সেই মান্দ্রাজি ছেলে দুটিকেও লওয়া হয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছেলে একত্র হইলে যথার্থই সমস্ত ভারতবর্ষে আমাদের আশ্রমের বিস্তার হইবে'।[২৫৫] উক্ত দুই 'নেপালী ছেলে'র একজন নরভূপ। 'মান্দ্রাজি ছেলে' ভর্তি হওয়ার খবর জানা নেই, কিন্তু ১৩১৯-এ অসমিয়া ছাত্র নরেশ্বর গোস্বামী ভর্তি হন, ১৩২০-র লেখক-ছাত্রদের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় শ্যামকান্ত গোবিন্দ সরদেশাই, ও জয়রাম হরি আঠ্‌লে-র নাম পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হলে অবাঙালি ছাত্রছাত্রীর বিপুল সংখ্যাধিক্য ঘটে।

মাঘ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে জানানো হয় : 'ছাত্রসংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে ছাত্রসংখ্যা ১৮৬ জন।'[২৫৬] কিন্তু তার মাস-কয়েক আগে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ডি. পি. আই. Mr.Sharpeসরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক গোপন সার্কুলারে ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে কালো-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করায় অনেক ছাত্রকেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে বিষয়টি জানালে তাঁর হস্তক্ষেপেই সার্কুলারটি প্রত্যাহৃত হয় সম্ভবত Aug 1912-এর গোড়ার দিকে। কিন্তু তার মূল্যস্বরূপ শিক্ষক হীরালাল সেনকে জমিদারির কাজে সরিয়ে নিতে হয়। কালীমোহন ঘোষ সম্পর্কেও একই ধরনের নির্দেশ ছিল,

কিন্তু তিনি ইংলণ্ড থেকে ফেরার মাসখানেক পরেই রবীন্দ্রনাথের নোবেলপ্রাইজ-প্রাপ্তি পরিস্থিতিটি বদলে দেয়—গবর্মেন্টও আর বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি।

৮ আশ্বিন [সোম 25 Sep] বিদ্যালয়ে পূজাবকাশ শুরু হয়। তার আগে ৬ আশ্বিন 'শারদোৎসব' অভিনীত হয়। অভিনয়ের বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। পরদিন অতিথি ও আশ্রমবাসীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ নব-রচিত 'ডাকঘর' নাটকটি পড়ে শোনান। কিন্তু এটি অভিনীত হয় অনেক পরে, ১৩২৪ সালে। পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খোলে ১৫ কার্তিক [বুধ 1 Nov]।

রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদক হওয়ার পর পত্রিকাটির সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। পৌষ-সংখ্যায় 'সম্পাদক' ঘোষণা করেন : "এই মাস হইতে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংবাদ ও সেখানকার ছাত্রগণের রচনা-প্রকাশের জন্য আমরা 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নাম দিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ রক্ষা করিব।" ১৮৩৭ শক [১৩২২] থেকে এই বিভাগ তুলে দেওয়া হয়।

৭ পৌষের [শনি 23 Dec] উৎসবে রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত ছিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রাতঃকালীন উপাসনায় মন্দিরে যে উপদেশ দেন সেটি 'আবরণ' [দ্র তত্ত্ব, মাঘ। ২২৪–২৭] নামে মুদ্রিত হয়; সায়ংকালীন উপাসনায় বিধুশেখর শাস্ত্রী 'উৎসবযাত্রী' [দ্র ঐ, ফাল্গুন। ২৫৯–৬৩] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 'প্রভাতে উপাসনার পরে মন্দিরে পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গীতাপাঠের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। পাঠ শেষ হইলে আশ্রমবালকদিগকে তিনি কিছু উপদেশ দেন।'[২৫৭]

এইবার থেকে বার্ষিক উৎসব দ্বিতীয় দিনেও সম্প্রসারিত হয়। '৭ই পৌষে বিদ্যালয়সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবের জন্য ৮ই পৌষের দিনটি স্থির করা হইয়াছিল। পুরাতন ছাত্র এবং অধ্যাপক এবং বিদ্যালয়ের হিতৈষী বন্ধুগণ সে দিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পুরাতন ছাত্র অনেকেই আসিয়াছিলেন ['প্রায় কুড়িজন'], পুরাতন অধ্যাপক কেবল দুইজনমাত্র উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। প্রভাতে সকলে সপ্তপর্ণদ্রুমতলে সমবেত হইলেন। আধুনিক ছাত্রগণ ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদিগকে পুষ্পচন্দনের দ্বারা অভ্যর্থনা করিল। সকলে মিলিয়া বেদগান করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন একটি প্রার্থনা করেন। আশ্রমের অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রাচীনতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়সম্বন্ধে কিছু বলার পরে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী আশ্রমের আদর্শ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করেন। তাহা "ব্রহ্ম বিদ্যালয়" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনার পরে আশ্রম সঙ্গীত গান করে এবং সকলে মিলিয়া আশ্রম প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল।/ সেদিন দ্বিপ্রহরে বালকগণ ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পরে সঙ্গীত ও অভিনয় করিয়াছিল।'[২৫৮]

৬ মাঘ [শনি 20 Jan] মহর্ষি-স্মরণদিবসে 'প্রভাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মন্দিরে উপাসনা করেন, তাঁহার হৃদয়গ্রাহী সুন্দর উপদেশে সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষির সাধন-ক্ষেত্র সপ্তপর্ণবৃক্ষনিম্নে তাঁহার "আত্মজীবনী" হইতে কিছু পাঠ হয় ও দ্বিপ্রহরে বালকদিগের উপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় তাঁহার জীবনচরিতটি বলিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে পুনরায় উপাসনা হইয়াছিল।'[২৫৯] কালিদাস বসু-অনুলিখিত ক্ষিতিমোহনের ভাষণের সারমর্ম বৈশাখ ১৩১৯-সংখ্যা বাগান-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

মাঘ-সংখ্যা প্রভাত-এ লিখিত হয় : ‘গত ৯ই মাঘ...শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় দীর্ঘ ছয়মাসের বিদায় লইয়া আশ্রমত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়াছেন। সেদিন আমাদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল।’

১১ মাঘ [বৃহ 25 Jan] প্রভাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা হয়।

১৯ মাঘ [শুক্র 2 Feb] মাঘীপূর্ণিমায় সতীশচন্দ্র রায়ের স্মরণে অপরাহ্নে সভা ও সন্ধ্যায় উপাসনা হয়েছিল।

৩ ফাল্গুন [বৃহ 15 Feb] অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা অমিতার নামকরণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেন [দ্র ‘নামকরণ’ : তত্ত্ব, চৈত্র। ২৭৩–৭৫; সঞ্চয় ১৮। ৩৪৩–৪৬]। পরদিন ৪ ফাল্গুন বিদেশযাত্রা-উপলক্ষে তিনি আশ্রম ত্যাগ করার আগে ছাত্র-অধ্যাপকদের বিশেষ উপদেশ দেন। তার আগে তিনি ছাত্র-অধ্যাপক সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যালয়ের কাজে ছাত্র ও অধ্যাপকদের সহযোগিতার ব্যবস্থা করেন। প্রাতে ও নিশীথে বৈতালিকদলের ব্রহ্মসংগীত গেয়ে আশ্রম-পরিক্রমার সূচনাও এই সময়ে।

‘এই ফাল্গুন মাসে আর দুইটি অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে—দুইজন মহাপুরুষের উৎসব—ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে যথোপযুক্ত আয়োজন করা হয় নাই—অথচ এই উৎসবগুলি এ আশ্রমের একটি বিশেষ জিনিস। ইহার উদ্দেশ্য মহাপুরুষের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি কি, কেবল সেই সংবাদমাত্র দেওয়া নহে; ইহার উদ্দেশ্য উৎসবের দিনে নানা উপায়ে মহাপুরুষের চিত্তের সঙ্গে সাধনার সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপনের চেষ্টা। ...বুদ্ধ-উৎসব মন্দ হয় নাই—সায়ংকালে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় মুক্ত প্রান্তরে উপাসনা হইয়াছিল এবং তাহা সকলেরই খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।’ চৈতন্য-জন্মোৎসব সম্ভবত ২০ ফাল্গুন [রবি 3 Mar] দোলপূর্ণিমার রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধ-উৎসবের তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। ‘বুদ্ধদেবের মৃত্যু উপলক্ষে ক্ষিতিমোহন বাবুর প্রদত্ত উপদেশ’ বিনোদবিহারী চক্রবর্তী দ্বারা অনুলিখিত হয়ে বৈশাখ-সংখ্যা বাগান-এ প্রকাশিত হয় [দ্র ‘বুদ্ধচরিত’ : তত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৪ শক। ৪০–৪২]।

সরোজচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুতে শোকাহত সহপাঠীরা স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁর রচনার একটি সংকলন প্রকাশের জন্য নিজেরা ৮৩ ৵০ চাঁদা তুলেছিলেন, তার থেকে ৭১ ৷৷ল ১০ খরচ করে ‘সরোজ-স্মৃতি’ গ্রন্থ আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। ১০ আষাঢ় তাঁর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আবার চাঁদা তুলে দরিদ্রদের চিঁড়ে-দইয়ের ফলার খাওয়ানো হয়। শ্মশানে তাঁর দাহ-স্থলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল, উদ্বৃত্ত অর্থ এই উদ্দেশ্যে আশ্রম-সম্মিলনীর হাতে তুলে দেওয়া হয় [দ্র বাগান, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৮। ৪১–৪৩]।

২৯ পৌষ [রবি 14 Jan] এক দুর্ঘটনায় বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন-বর্গের ছাত্র সুহৃদকুমার সেনগুপ্তের মৃত্যু হয়। ধর্মভাবসম্পন্ন সুহৃদকুমার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্বোধনী বক্তৃতা শোনার আকাঙ্ক্ষায় দুপুরের গাড়িতে রওনা হন; তাড়াতাড়ি কলকাতা পৌঁছনোর ব্যগ্রতায় বর্ধমানে এক্সপ্রেস ট্রেন ধরতে গিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। নম্র মধুর স্বভাবের এই তরুণ সকলের প্রিয় ছিলেন। ছাত্র ও শিক্ষকেরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে চাঁদা তুলে ‘সুহৃদ্-স্মৃতি কাপ’-এর প্রবর্তন করেন। তাঁর মা বিহারীলাল গুপ্তের কন্যা স্নেহলতা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য সুহৃদ্-স্মৃতি পদক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী-র ফাল্গুন-সংখ্যার ‘আশ্রম-কথা’য় লিখিত হয় : ‘যে সকল পুরাতন নিয়ম ও উদ্যোগ উঠিয়া গিয়াছিল বা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল সেগুলিকে পুনরায় জাগ্রত করা গিয়াছে। পূর্ব্বে সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহের

সহিত যোগ রাখিবার একটা উদ্যোগ ছিল; ছাত্রগণ তথায় গিয়া গ্রামের বালকগণকে শিক্ষা দিত, রোগীকে ঔষধ বিতরণ করিত এবং নানা প্রকারে গ্রামগুলির মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করিত, পুনরায় সেই কাজটি গৃহীত হইয়াছে এবং বেশ উৎসাহের সঙ্গে চলিতেছে।' ২২ মাঘ [সোম 5 Feb] রাত্রে 'গণেশনন্দিনী'র পুজোয় বাজির আগুনে বোলপুর বাজারের কয়েকটি ঘরে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে কয়েকজন অধ্যাপকের নেতৃত্বে ৩৫ জন ছাত্র গিয়ে সেই আগুন নেভান [দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ২৯৪]। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল-প্রতিষ্ঠিত 'দরিদ্রভাণ্ডার' শরৎকুমার রায়ের নেতৃত্বে 'সেবাভাণ্ডার' নামে পুনরুজ্জীবিত হয়। বৈশাখ ১৩১৯-সংখ্যা বীথিকা-য় 'সেবাভাণ্ডারের কথা' নামে ৭ বৈশাখ তারিখ দিয়ে তিনি 'দুইজন বিদ্যার্থীকে সাহায্য ৬৪ ॥৹ দুইজন অন্ধের চিকিৎসার জন্য ৩ ॥ল° শীতের সময় বস্ত্রহীনকে নূতন বস্ত্র দান ৪ ॥ল° আশ্রমসেবকদিগকে বিপদের সময় সাহায্য ৭ ॥°' প্রভৃতি হিসাব দিয়েছেন। পরেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

নিউ ইয়র্কের আইনজীবী Myron H. Phelps মাঘ-ফাল্গুন মাসের কোনো সময়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিদর্শনে এসেছিলেন, তারিখটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়নি।

উল্লেখপঞ্জী

১ চিঠিপত্র ৪। ২১, পত্র ৩

২ ঐ ৩। ১২, পত্র ৫

৩ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২। ৩৯৫

৪ রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য। ৪০

৫ র-প্রতিলিপি

৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ১৭, পত্র ২৯

৭ ঐ। ১৭, পত্র ৩০

৮ সীতা দেবী : পুণ্যস্মৃতি। ১০–১১

৯ ঐ। ১৯

১০ ঐ। ২০–২১

১১ ঐ। ২৩

১২ ঐ। ২৮

১৩ র-প্রতিলিপি

১৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ১৭–১৯, পত্র ৩১

১৫ 'সঙ্কলয়িতার নিবেদন' : বঙ্গীয় শব্দকোষ [1966]। ১৫

১৬ ঐ। ১৬

১৭ তত্ত্ব, বৈশাখ। ১৫

১৮ ঐ। ১৭–১৮

১৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৬৩। ১৪, পত্র ৪

২০ মৈত্রেয়ী দেবী : স্বর্গের কাছাকাছি [১৩৮৮]। ৮

২১ দেশ, ২৬ মাঘ ১৩৯১। ১৫, পত্র ৩১

২২ ঐ। ১৬, পত্র ৩২

২৩ চিঠিপত্র ১২। ৬–৭, পত্র ৭

২৪ ঐ। ৮, পত্র ৮

২৫ ঐ। ১০, পত্র ৯

২৬ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৩, পত্র ৩৬

২৭ ঐ। ১৪–১৫, পত্র ৪০

২৮ ঐ। ১৪, পত্র ৩৮

২৯ ঐ। ১৫, পত্র ৪২

৩০ অচলায়তন-গ্রন্থপরিচয় ১১। ৫০৬–০৭

৩১ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৬, পত্র ২২

৩২ ঐ। ৪৬, পত্র ২৩

৩৩ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩০৭–০৯

৩৪ দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ। ২২৭–২৯

৩৫ তত্ত্ব, চৈত্র। ২৯১

৩৬ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৬, পত্র ৪৩

৩৭ ঐ। ১৫, পত্র ৪২

৩৮ দ্র ‘আশ্রম সংবাদ’ : তত্ত্ব, বৈশাখ ১৮৩৩ শক। ২২

৩৯ বাংলা শব্দতত্ত্ব। ৪২৮

৪০ চিঠিপত্র ১২। ৬, পত্র ৬

৪১ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৩, পত্র ৩৭

৪১ক দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১০। ১৮, পত্র ৭

৪১খ দ্র তাপস মুখোপাধ্যায় : খড়দহে রবীন্দ্রনাথ [১৩৯৭]। ১০২

৪২ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৫, পত্র ৪১

৪৩ পুণ্যস্মৃতি। ৩১–৩২

৪৪ রবিরশ্মি ২। ১৪০

৪৫ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৫, পত্র ৪২

৪৬ তত্ত্ব, আশ্বিন-কার্তিক। ১৫১

৪৭ কথাসাহিত্য, পৌষ ১৩৬৭। ৩৭১

৪৮ চিঠিপত্র ১৩। ৯৬, পত্র ৬৮

৪৯ র-প্রতিলিপি

৫০ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৬, পত্র ৪৩

৫১ র-মূল

৫২ পুণ্যস্মৃতি। ৩৩

৫৩ চিঠিপত্র ৭। ১৬২, পত্র ১৮

৫৪ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৬, পত্র ৪৪

৫৫ পুণ্যস্মৃতি। ৩৪

৫৫ক রামানন্দ ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা। ১৬২

৫৬ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২। ৩৯৫

৫৭ চিঠিপত্র ৫। ৯

৫৮ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২। ১, পত্র ১

৫৯ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৬, পত্র ৪৪

৬০ ঐ, শারদীয় ১৩৭৩। ১৮, পত্র ১

৬১ র-মূল

৬২ চিঠিপত্র ৪। ২৯, পত্র ৭

৬৩ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২। ১, পত্র ১

৬৪ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ১৮, পত্র ৩

৬৫ রবীন্দ্রসংগীত। ২০৮–০৯

৬৬ চিঠিপত্র ৭। ১৬৩, পত্র ১৯

৬৭ *Letters to a Friend* [1929] / 172

৬৮ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ১৮, পত্র ৪

৬৯ রবিরশ্মি ২। ১৪৩

৭০ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ১৮, পত্র ৪

৭১ ঐ। ১৮, পত্র ৩

৭২ চিঠিপত্র ৪। ৩০, পত্র ৭

৭৩ ঐ ৩। ১৭, পত্র ৮

৭৪ দ পুণ্যস্মৃতি। ৩৯–৪০

৭৫ ঐ। ৩৮

৭৬ ঐ। ৩৯

৭৭ চিঠিপত্র ১৩। ৯৭—৯৮, পত্র ৬৯

৭৮ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৭, পত্র ২৫

৭৯ র-মূল

৮০ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৭, পত্র ২৭

৮১ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩। ২

৮২ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৩৯

৮৩ র-মূল

৮৪ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ১৯, পত্র ৬

৮৫ ঐ। ২০, পত্র ৮

৮৬ ঐ। ২০, পত্র ৯

৮৭ পুণ্যস্মৃতি। ৪১

৮৮ ঐ। ৪২

৮৯ র-মূল

৯০ *Pilgrimage through Prayer* / 13—14

৯১ *The Bengalee*, 7 Sep 1911

৯২ অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৮৫। ৪৭, পত্র ২৫

৯৩ অশ্বিনীকুমার বর্মণ, 'কেশব-নিকেতন' : প্রবাসী, মাঘ। ৩৩৬

৯৩ক র-মূল

৯৪ চিঠিপত্র ৪। ২৯—৩০, পত্র ৭

৯৫ রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ। ৬

৯৬ ঐ। ৭—৮

৯৭ পুণ্যস্মৃতি। ৪৩

৯৮ চিঠিপত্র ১২। ১১, পত্র ১১

৯৯ র-প্রতিলিপি

১০০ দ্র বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৪। ১—২

১০১ র-প্রতিলিপি

১০২ শ্রেয়সী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯। ৪৫

১০৩ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ১৯, পত্র ৬

১০৪ চিঠিপত্র ১২। ১২, পত্র ১২

১০৫ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৭, পত্র ৪৬

১০৬ ঐ, শারদীয় ১৩৭৩। ২০, পত্র ৯

১০৭ ঐ। ২০, পত্র ১০

১০৮ চিঠিপত্র ১২। ১৩, পত্র ১৩

১০৯ ঐ ১২। ১৩, পত্র ১২

১১০ ঐ ১২। ১৩–১৪, পত্র ১৩

১১১ দ্র চিন্মোহন সেহানবীশ : রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ [১৩৯২]। ১৮–১৯

১১২ ঐ। ২৮–২৯

১১৩ চিঠিপত্র ১২। ১৪–১৫, পত্র ১৩

১১৪ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ৩৩৭, পত্র ২

১১৫ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩৪১

১১৬ দ্র বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ৩৩৬, পত্র ১

১১৭ ঐ। ৩৩৭, পত্র ২

১১৮ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ১৯, পত্র ৭

১১৯ ঐ। ১৯, পত্র ৬

১২০ ঐ। ২০, পত্র ৮

১২১ ঐ, সাহিত্য ১৩৮৫। ১৯, পত্র ৩২

১২২ র-প্রতিলিপি

১২৩ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২০, পত্র ১১

১২৪ বি.ভা.প., কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩। ৯০

১২৫ র-মূল

১২৬ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১। ১৬, পত্র ৪৩

১২৭ রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ। ৯৫

১২৮ রবীন্দ্রবীক্ষা ১০ [পৌষ ১৩৯০]। ১৮, পত্র ৭

১২৯ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২০, পত্র ১১

১৩০ র-প্রতিলিপি

১৩১ বি.ভা.প., কার্তিক-পৌষ ১৩৬৪। ৯২, পত্র ৩

১৩২ ঐ, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২। ২৮৮, পত্র ১

১৩৩ রবীন্দ্রবীক্ষা ১১। ১৯, পত্র ১৫

১৩৪ শনিবারের চিঠি, অগ্র ১৩৪৮। ১৭২–৭৩

১৩৫ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৭৬, পত্র ৬

১৩৬ র-মূল

১৩৭ চিঠিপত্র ১২। ১৬, পত্র ১৪

১৩৮ ঐ ১২। ১৭, পত্র ১৫

১৩৯ পূণ্যস্মৃতি। ৪৩–৪৪

১৪০ দেশ, শারদীয় ১৩৯৩। ১৭, পত্র ৭

১৪১ প্রবোধচন্দ্র সেন : ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত [১৩৫৬]। ৪

১৪১ক *The Selected Letters of Ezra Pound* ed. By D.D. Paige [1971]/14

১৪২ *The Bengalee*, 3 Mar 1911

১৪৩ ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত। ৫

১৪৪ দ্র ঐ। ৬২

১৪৫ পুণ্যস্মৃতি। ৪৫

১৪৬ র-মূল

১৪৭ রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ। ৯৬–৯৭ [লিপিচিত্র]

১৪৮ চিঠিপত্র ১২। ১৬, পত্র ১৪

১৪৯ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩২২

১৫০ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ৩৩৯, পত্র ৩

১৫১ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৯। ১০, পত্র ৬

১৫২ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ৩৩৮–৩৯, পত্র ৩

১৫৩ পূণ্যস্মৃতি। ৪৮

১৫৩ক ঐ। ৪৯

১৫৪ দ্র *The Bengalee*, 26 Jan 1912

১৫৫ পুণ্যস্মৃতি। ৪৫–৪৬

১৫৬ উত্তরা, মাঘ ১৩৩২। ৩১৯

১৫৭ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা [১৩১৯]। ১১৫

১৫৮ পূণ্যস্মৃতি। ৪৭

১৫৯ রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য। ৪২–৪৩

১৬০ অসিতকুমার হালদার : রবিতীর্থে। ১০

১৬১ পূণ্যস্মৃতি। ৪৮

১৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা [১৩১৯]। ৬৭

১৬৩ ঐ। ১১৬

১৬৪ যুগান্তর, শারদীয় ১৩৬৭। ১৯, পত্র ৩

১৬৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা [১৩১৯]। ৩৪

১৬৬ দ্র *The Bengalee*, 17 Oct 1911

১৬৭ রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য। ৪৫—৪৬

১৬৮ দ্র পুণ্যস্মৃতি। ৪৮

১৬৯ সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩২৭। ২৪১—৪৩

১৭০ দ্র *The Bengalee,* 21 Jan, 24 Jan 1912

১৭১ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫৬—৫৭, পত্র ১০

১৭২ ঐ। ২৫৬, পত্র ৯

১৭৩ র-প্রতিলিপি

১৭৪ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩১১

১৭৫ Alex Aronson: *Rabindranath Through Western Eyes* [2nd ed., 1978]/115

১৭৬ *The Calcutta Municipal Gazette,* Tagore Memorial Special Supplement [1986] / 87

১৭৭ জোড়াসাঁকোর ধারে [১৩৭৮]। ৭০—৭১

১৭৮ *Indian Travel Diary of a Philosopher* (1959) / 226—27

১৭৯ *Rabindranath Through Western Eyes*/6

১৮০ দ্র পুণ্যস্মৃতি। ৪৯—৫০

১৮১ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৭৬, পত্র ৭

১৮২ চিঠিপত্র ১২। ১৮—১৯, পত্র ১৭

১৮৩ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ১৮, পত্র ১৪

১৮৪ তত্ত্ব, চৈত্র। ২৯২

১৮৫ পূণ্যস্মৃতি। ৫০

১৮৬ চিঠিপত্র ৭। ১৬৮, পত্র ২২

১৮৭ ঐ ১২। ১৯, পত্র ১৯

১৮৮ ঐ ১২। ২১—২২, পত্র ২১

১৮৯ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অৰ্দ্ধশতাব্দীর বাংলা। ১৬৩

১৯০ চিঠিপত্র ১২। ২০, পত্র ১৯

১৯১ দ্র ঐ ১২। ২০-২১, পত্র ২০

১৯২ দ্র ঐ ১২। ২৩, পত্র ২৩

১৯৩ ঐ ১২। ২৪, পত্র ২৪

১৯৪ দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ। ২৬৯–৭১

১৯৫ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩। ২১, পত্র ১৩

১৯৬ রবীন্দ্রবীক্ষা ১০।১৯, পত্র ৮

১৯৭ ঐ ১১। ২০, পত্র ১৬

১৯৮ পিতৃস্মৃতি। ১২২

১৯৯ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫৩, পত্র ৪

২০০ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩৪১

২০১ পুণ্যস্মৃতি। ৫১

২০২ দ্র *The Bengalee*, 9 Feb 1911

২০৩ র-প্রতিলিপি

২০৪ চিঠিপত্র ১২। ২৪–২৫, পত্র ২৪

২০৫ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫৬, পত্র ৯

২০৬ চিঠিপত্র ১২। ৪৩, পত্র ৩৫

২০৭ র-মূল

২০৮ পূণ্যস্মৃতি। ৫১–৫২

২০৯ ঐ। ৫২–৫৩

২১০ ঐ। ৫৩

২১১ র-প্রতিলিপি

২১২ ঐ।

২১৩ দ্র *The Bengalee*, 17 Mar 1912

২১৪ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, 'রবীন্দ্র-সংস্পর্শে' : জয়ন্তী-উৎসর্গ [১৩৯৮]। ১৬৪

২১৫ পিতৃস্মৃতি। ১৪৬

২১৬ দেশ, শারদীয় ১৩৫৫। ৪, পত্র ১

২১৭ পুণ্যস্মৃতি। ৫৪

২১৮ চিঠিপত্র ৭। ৫৩, পত্র ২৭

২১৯ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫৩, পত্র ৫

২২০ পিতৃস্মৃতি। ১৪৭

২২১ চিঠিপত্র ৫। ২০–২১, পত্র ১

২২২ দেশ, শারদীয় ১৩৫৫। ৪, পত্র ২

২২৩ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫৪, পত্র ৬

২২৪ দেশ, শারদীয় ১৩৫০। ৬, পত্র ১

২২৫ অমৃত, ২ চৈত্র ১৩৮৫। ১১, পত্র ২৮

২২৬ দ্র পূণ্যস্মৃতি। ৫৪

২২৭ ঐ। ৫৫

২২৮ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩৪৪

২২৯ রমাপতি দত্ত : রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ [১৩৪৮]। ৪৫২

২৩০ দ্র প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, 'অরচিত নাটক' : রবিচ্ছবি [1982]। ১০১–০৫

২৩১ ঠাকুরবাড়ির গগনঠাকুর। ১২৩

২৩২ রানী চন্দ : আলাপচারি-রবীন্দ্রনাথ [১৩৭৭]। ৯১

২৩৩ দেশ, শারদীয় ১৩৯৮। ৩৭, পত্র ২৮

২৩৪ 'আশুতোষ' : ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩২। ৬৩

২৩৫ *The Bengalee* 21 Feb 1912

২৩৬ Ibid, 14 Mar 1912

২৩৭ র-মূল

২৩৮ মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮। ১৭৪

২৩৯ দ্র তত্ত্ব, বৈশাখ ১৮৩১ শক [১৩১৬]। ১৫

২৪০ 'কেশব-নিকেতন' : প্রবাসী, মাঘ। ৩৩৪

২৪১ *The Bengalee,* 4 Jul 1911

২৪২ পুলিনবিহারী দাস : আমার জীবন কাহিনী [1987]। ৩০৯

২৪৩ দ্র ঐ, ড অমলেন্দু দে-কৃত টীকা। ৪৬৬–৬৯

২৪৪ দ্র বাংলা দেশের ইতিহাস ৪ [১৩৮২]। ২১৫

২৪৫ দ্র পূণ্যস্মৃতি।১২–১৫

২৪৬ দ্র আমাদের শান্তিনিকেতন। ৭১

২৪৭ মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮। ১৭৩–৭৪

২৪৮ দেশ, ১৩ অগ্র ১৩৯৩। ১৬, পত্র ৩০

২৪৯ দ্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র * 10 Oct [২৩ আশ্বিন] : রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩। ২

২৫০ শনিবারের চিঠি, অগ্র ১৩৪৮। ১৬৯–৭০

২৫১ দ্র দেশ, শারদীয় ১৩৯৪। ১১–১৩

২৫২ আমাদের শান্তিনিকেতন। ৭৩

২৫৩ দ্র 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্য ও আশ্রমস্মৃতি' : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ২২৯

২৫৪ আমাদের শান্তিনিকেতন। ৭৮

২৫৫ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫২, পত্র ৪

২৫৬ 'আশ্রম-কথা' : তত্ত্ব, মাঘ। ২৪২

২৫৭ ঐ। ২৪১

২৫৮ ঐ। ২৪১–৪২

২৫৯ ঐ, ফাল্গুন। ২৬৬

---

* কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার।

* 'I had heard and seen Mrs. Mann (Miss MacCarthy, daughter of an Irish doctor domiciled in Australia) as a violin prodigy at twelve, in my very young manhood in Belfast, hold a large audience spell-bound in the great Ulster Hall. Musical critics had named her as the true successor of Joachin. Years afterwards, when I began to read Theosophical magazines, I found her name as an organiser of an art movement, and got to know that she had developed into a musical occultist, a recepient of superconscious intimations regarding the Mystery of the Arts.'—James H. Cousins: *We Two Together* [1950], p. 235.

* রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'সঙ্গে আছেন রমণীমোহন রায় নামে এক যুবক—সেবকও বটে, অনুলেখকও বটে। রমণীমোহনের হস্তাক্ষর ছিল মুক্তার মতো; তাই কবি তাঁহাকে দিয়া 'ছিন্নপত্রে'র প্রেস্-কপি করাইতেছেন।'—রবীন্দ্রজীবনী ২।৩২৯; বিলাতযাত্রার আয়োজনের সময়ে এঁকে সঙ্গী ও সেবক-রূপে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল দ্র কালীমোহন ঘোষকে লেখা পত্র: দেশ, শারদীয় ১৩৯৯। ২৯, পত্র ১৬ ও ১৭—কিন্তু সেখানে তাঁর নাম রমনীরঞ্জন।

* অনেক পাঠক হয়তো এই বাক্যাংশটির সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারবেন না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দুজাগরণের আতিশয্যে শূদ্র-চিহ্নিত অনেক জাতি নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দাখিল করে উচ্চবর্ণ-ভুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছিল, সামসাময়িক বহু জাতি-নামাঙ্কিত পত্রিকায় তার উদাহরণ পাওয়া যায়। এই ঝোঁকে কায়স্থ-সমাজও নিজেদের 'ক্ষত্রিয়' বর্ণ-ভুক্ত ও নিজেদের যমরাজের করণিক চিত্রগুপ্ত-বংশীয় বলে ঘোষণা করে। উপবীত ধারণ করে ক্ষাত্র-কায়স্থেরা নিজ নিজ পদবীর পরে 'বর্মা' বা 'দেববর্মা' শব্দ ব্যবহার করতে থাকেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্বয়ং এইরূপ একজন ক্ষাত্র—কায়স্থ ছিলেন।

* তারিখটি ১৩২০ বঙ্গাব্দের ক্যাশবহিতে 'শ্রীমতী মীরা দেবীর পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে ব্যায় ১৯ অগ্রহায়ণের' হিসাব থেকে অনুমিত।

* 'The student members of the "Bangiya Sahutya Parishad" entertained Babu Rabindra Nath Tagore, in an evening party of Friday.'—রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত একটি নাম ও তারিখ-হীন কর্তিকার মাইক্রোফিল্ম থেকে তারিখটি অনুমিত।

* রবীন্দ্রনাথ '১৬ই মাঘ' ও 'শিলাইদা' লিখেছেন—তারিখটি অবশ্যই ভুল, ঐদিন তিনি কলকাতায় ছিলেন।

* দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

দ্বি প ঞ্চা শ অ ধ্যা য়

১৩১৯ [1912–13] ১৮৩৪ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের দ্বিপঞ্চাশ বৎসর

বিলাতযাত্রার পূর্বে শিলাইদহে বিশ্রাম করবেন, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে নববর্ষের সূচনাটি করার জন্য রবীন্দ্রনাথ পূর্বদিনে একাকী সেখানে চলে আসেন। ১ বৈশাখ [রবি 14 Apr] সকালে মন্দিরে তিনি নিজেই উপাসনা করলেন। এই উৎসবে পাঠ করার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখে তিনি পূর্বেই অজিতকুমারকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু স্বয়ং উপস্থিত থাকায় প্রবন্ধপাঠের পরিবর্তে মৌখিক উপদেশ প্রদান করেন। জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-র 'আশ্রমকথা'য় লিখিত হয় :

তিনি নববর্ষে আশ্রমে আসিয়া বর্ষারম্ভের উৎসবটি নিজে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। রুদ্রকে অনেকে দয়াময় বলিয়া কোমল করিয়া লইতে চান্—কিন্তু যথার্থ মনুষ্যত্বের সাধনা জীবনের সকল দুঃখ বিপদ আঘাত ক্ষতির মধ্যে, রুদ্রের সকল ভীষণতার মধ্যে তাঁহার দক্ষিণ মুখকে দর্শন করা—রুদ্রকে তাঁহার রুদ্রত্বের মধ্যে না দেখিতে যাওয়া ভীরুতামাত্র এবং সে ভীরুতাকে তিনি নিজে কোন দিনই প্রশ্রয় দেন না।

১৩ বৈশাখ [শুক্র 26 Apr] ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গ্রীষ্মবকাশ শুরু হয়। তার পূর্বে 'রাজা ও রানী' অভিনীত হল ১০ বৈশাখ [মঙ্গল 23 Apr] সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ *16 Apr [মঙ্গল ৩ বৈশাখ] মীরা দেবীকে শিলাইদহে লিখলেন : 'আমাদের এখানে নববর্ষোৎসব হয়ে গেল। এখন এরা রাজা ও রাণীর অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। খুব করে ছেঁটেছুঁটে ওটাকে যথেষ্ট নির্ম্মল করে এনেছি। সেইটে দেখে ছুটির পর তোদের ওখানে আবার যাব।'[১] *20 Apr [শনি ৭ বৈশাখ] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে অভিনয় দেখার আমন্ত্রণ জানালেন : 'আগামী মঙ্গলবারে অভিনয়। এখানে বেশ ঠাণ্ডা আছে—বোধ হয় কলিকাতা হইতে আসিয়া উপকার বোধ করিবেন। শান্তারা আসিতে পারিলে খুব খুসি হইব।'[২]

রামানন্দ পুত্রকন্যা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছোটো একটি দল নিয়ে এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে আসেন। সীতা দেবী অভিনয়ের বিবরণে লিখেছেন :

দেবদত্ত সাজিয়াছিলেন ক্ষিতিমোহনবাবু এবং বিক্রমদেব সাজিয়াছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ তখনও অসুস্থ, সেইজন্য তিনি এবার অভিনয়ে যোগ দেন নাই। সন্তোষবাবু সাজিয়াছিলেন কুমারসেন। মহিলাদের ভূমিকায় ছাত্ররাই বোধ হয় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কাহারও নাম মনে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের বসিবার জায়গার সামনেই বসিয়াছিলেন। ...অতদূরে বসিয়াই তিনি একরকম রঙ্গমঞ্চের কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ঘরের ভিতর গোলমাল করার জন্য এবার একটি ভৃত্যকে ভর্ৎসনা করিলেন, ভুল সময়ে যবনিকা ফেলার জন্য আর একবার দুজন ছাত্রকে বকিলেন।[৩]

রবীন্দ্রজীবনী-কার অন্য কয়েকটি চরিত্রাভিনেতার নাম করেছেন : শঙ্কর—নেপালচন্দ্র রায়, সুমিত্রা—সুধীরঞ্জন দাস, ইলা—সুজিতকুমার চক্রবর্তী।[৪]

১১ বৈশাখ [বুধ 24 Apr] সকালে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করেন। এই প্রসঙ্গে 'আশ্রমকথা'য় লেখা হয় :

> ১১ই প্রাতঃকালে বুধবারে মন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু উপাসনা ও বিদায়কালীন উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে বিশ্বপ্রকৃতিতে কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম একেবারে গাঁথা হইয়া আছে—কিন্তু মানুষের কাজের মধ্যে কোথাও সেই পরিপূর্ণ অবকাশটিকে দেখিতে পাওয়া যায় না—সেই জন্যই তাহার ক্লান্তি আসে, তাহাকে মধ্যে মধ্যে ছুটি লইতে হয়। কিন্তু ইহাতে মানুষের কোন গৌরব নাই—ইহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে মানুষ আপনার কাজের মধ্যে এখনও বড় একটি আনন্দের সঞ্চার করিতে পারিতেছে না যাহাতে কাজের ভিতর হইতেই সে আপনার কাজের মূল্য পায়—তাহার খাটুনিই তাহাকে ছুটি দেয়। আমাদের আশ্রমের কিন্তু তাহাই উদ্দেশ্য—সেইজন্য যেখানে ধর্ম্মসাধনার স্থান, সেইখানে শিক্ষার ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষা যে একটা বড় আনন্দের মধ্যে ও শান্তির মধ্যে স্থান পাইতে পারে এ ধারণাটা কোথাও নাই—অন্যত্র তাই শিক্ষাদানে এবং শিক্ষাগ্রহণে একটা নিরানন্দময় দীনতা আছে—কিন্তু এখানে শিক্ষাকে জীবনের ভিতরকার জিনিস করিয়া তোলা হইতেছে, এখানকার শিক্ষকগণ নিজের জীবনের সঙ্গে ছাত্রের জীবনকে মিলাইয়া লইতেছেন;—যতই এই কাজটি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে ততই এ বিদ্যালয় প্রাণ পাইতেছে। তখন ছুটির প্রয়োজন হইবে না কারণ তখন কর্ম্মের ভিতর হইতেই কর্মের যেটি লভ্য আনন্দ তাহা প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।[৫]

রবীন্দ্রনাথ আকস্মিকভাবে শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন, ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে নববর্ষ উৎসব পালন করা ছাড়া তার অন্য একটি কারণও থাকতে পারে। ইংরেজিতে লেখা সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা ছিল, সেইজন্য Myron H. Phelps-কে লেখা চিঠি অন্যের সাহায্যে সংশোধন না করে তিনি পাঠাতে পারেননি। তাই শিলাইদহে বসে নবরচিত ও গীতাঞ্জলি-র যে গানগুলি তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন সেগুলি কাউকে, বিশেষত অজিতকুমারকে, না দেখিয়ে হয়তো তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত সংকোচবশত তাঁকেও দেখিয়েছিলেন কিনা নিঃসন্দেহে বলার উপায় নেই। কিছুদিন পরে শিলাইদহ থেকে তাঁকেই একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন : 'আমি আমার গোটাকতক গান ইংরেজি গদ্যে তরজমা করবার চেষ্টা করেছি—দেখা যদি হয় ত দেখাব। তুমি কিছু করেছ?'[৬] এই চিঠির ভাবে মনে হয়, সংবাদটি তিনি এই প্রথম অজিতকুমারকে জানালেন।

শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদকর্মে নিযুক্ত ছিলেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু ৬টি নতুন গান রচনা করলেন :

৬ [শুক্র 19 Apr] 'কে গো অন্তরতর সে' দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৫২ [২২]; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৭৫, ইমনকল্যাণ-একতালা; গীত ১। ২০৭; স্বর ৪০।

৭ [শনি 20 Apr] 'আমারে তুমি অশেষ করেছ' দ্র ঐ। ১৫২–৫৩ [২৩]; গীত ১। ২৮; স্বর ৩৯।

৭ [শনি 20 Apr] 'হার-মানা হার পরাব তোমার গলে' দ্র ঐ।১৫৩ [২৪]; তত্ত্ব, আশ্বিন। ১৩৬, সাহানা-দাদ্‌রা, 'পরাভব'; ঐ। ২৩৭–৩৮ স্বরলিপি : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গীত ১।১০৮; স্বর ৩৯।

৯ [সোম 22 Apr] 'এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে' দ্র ঐ। ১৫৪ [২৫]; প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ। ২২০, 'তীর্থযাত্রা'; তত্ত্ব, আষাঢ়। ৬৯–৭১ স্বরলিপি : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিশ্র বেহাগ-ঝম্পক; গীত ১। ১৫০; স্বর ৪১।

৯ [সোম 22 Apr] 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই' দ্র ঐ। ১৫৪–৫৫ [২৬]; প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ। ২০৫, 'বিদায়'; গীত ১। ২৩৫; স্বর ৪০।

১৩ [শুক্র 26 Apr] 'আজিকে এই সকালবেলাতে' দ্র ঐ। ১৫৫ [২৭]; প্রবাসী, আশ্বিন। ৬৪৬, 'শরৎ-প্রভাতে'; গীত ১। ১৩৯; স্বর ৪১।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি ও পঞ্চম গানটি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, 'আমারে তুমি অশেষ করেছ' গানটির অনুবাদ 'Thou hast made me endless'কে *Gitanjali*-র প্রথমেই স্থান দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ 'সোমবার' [৯ বৈশাখ : 22 Apr] অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লিখেছিলেন : 'আমি সম্ভবত বুধবারে কলিকাতা যাইব'[৭], পূর্বদিন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে একই কথা লেখেন[৮]—কিন্তু সেদিন তাঁর যাওয়া হয়নি। সম্ভবত ১৩ বৈশাখ [শুক্র 26 Apr] তিনি কলকাতায় আসেন। সীতা দেবী লিখেছেন : '১৯১২-র এপ্রিল মাসের একেবারে শেষে রবীন্দ্রনাথ একবার কলিকাতায় আসিলেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে সেদিন আমাদের বাড়ি আসিয়া বাবার সঙ্গে অনেক আলোচনা করিলেন। ...৪ঠা মে [শনি ২১ বৈশাখ] সকালে বাবার কাছে একখানা চিঠি আসিল, তাহাতে শুনিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ তখনও কলিকাতায় আছেন এবং সন্ধ্যাবেলা আমাদের এখানে আসিবেন। /সেদিন গোখলে মহাশয়ের Elementary Education Bill সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। বিপিনচন্দ্র পালের দল ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন শুনিয়া তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।'[৯] পরিবর্তিত রাজনৈতিক মতবাদের জন্য বিপিনচন্দ্র তখন রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর পূর্বপ্রভাব হারিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আসর জমাবার চেষ্টা করছিলেন এবং রবীন্দ্র-বিরোধিতার বাজারদর ভালো থাকায় চৈত্র-সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ 'চরিত-চিত্র/রবীন্দ্রনাথ' [পৃ ৬৮১–৯৩] লিখে কিঞ্চিৎ ব্যাজস্তুতি-সহ 'ধনীর সন্তান' 'রবীন্দ্রসাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অভাব' ইত্যাদি কয়েকটি আপ্তবাণী প্রচার করতে শুরু করেন।

সীতা দেবীর উল্লিখিত 4 May তারিখটি যথার্থ কিনা বলা শক্ত, [রামানন্দকে লেখা উক্ত চিঠিটি পাওয়া যায়নি]—কারণ 'এষ্টেটের ক্যাশবহি'তে ২০ বৈশাখ [শুক্র 3 May] 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের সিলাইদহায় গমনের ব্যায়' হিসাব পাওয়া যায়।

২৫ বৈশাখ [বুধ 8 May] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে পুত্র-কন্যা-জামাতা পরিবৃত হয়ে নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবে তাঁর ৫২তম জন্মদিন পালন করলেন। ২৯ বৈশাখ [রবি 12 May] জগদানন্দ রায়কে লিখলেন : 'আমার এই ৫২ বৎসরের জন্মদিনের উৎসব খুব একটা ঝড় জলের মধ্যে সমাধা হয়ে গেছে। মনে মনে তাই আশা করচি এই ঝড়ে আমার জীবনের আর একটা পর্য্যায় বুঝি সূচনা করে দিচ্চে—পুরাতনের সমস্ত জীর্ণ পাতা উড়িয়ে দিয়ে জীবনের শেষ ফল ফলাবার জন্যে এবার বুঝি একবার নূতন সবুজে সাজতে হবে।'[১০] একই দিনে অজিতকুমারকে লেখা পত্রটি দীর্ঘতর ও গভীর ভাবব্যঞ্জক :

...অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হব হব করে হয়নি—কেবলি মেঘ করে আর শুকনো বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে যায়—আমার জন্মদিনের অপরাহ্নে বাতাস বইতে মেঘ জমতে জমতে অবশেষে প্রচুর বর্ষণ হয়ে দিন শেষ হল। আমার মনে হল সমস্ত দিন অপেক্ষা করে আমি তাঁর কাছ থেকে এই জন্মদিনের আশীর্বাদপত্র পেলুম—সংবাদ এল শুষ্কতা এবং ব্যর্থতার মধ্যেই দিন অবসান হবে না—সন্ধ্যা আসবার আগেই বর্ষণ হয়ে যাবে—কেবলি বারবার ঐ মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবে না—একদিন আপনাকে নিঃশেষ করে সমর্পণ করে দিয়ে যেতে পারব—তারপরে সুগভীর বিরাম। তবে আর একবার উৎসাহ করে যাত্রা আরম্ভ করি—চলতে চলতেই সমস্ত জীর্ণতা ছিন্ন হয়ে পড়ে পড়ে যাবে—সমস্ত আবরণ খসে খসে ধূলায় পড়ে যাবে, বসে থাকলেই কেবল স্তরের উপর স্তর মেঘ জমে, ভারের উপর ভার চাপে। অতএব চললুম—মনটাকে এই পৃথিবীর ঘেঁষাঘেঁষির মধ্যে দিয়ে একবার টেনে নিয়ে যাই—তাকে তীর্থে তীর্থে স্নান করিয়ে নিয়ে আসি। এবার ক্ষয় করবার অভিযানে যাত্রা করি—চলতে চলতে

স্থূলতা আমার যাক। যেটুকু আমার বিশুদ্ধ সত্য, তাই মুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ুক। এই জীবনের শেষে গিয়ে যখন থামতে হবে, সামনে তখন যেন পূর্ণতাকে দেখতে পাই, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি।[১১]

রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে যাওয়ার সময়ে সেখানে যেসব বিশিষ্ট বাঙালি ছিলেন তাঁদের মধ্যে নববিধান সমাজের প্রমথলাল সেন অন্যতম।[১২] কিন্তু তথ্যটি ঠিক নয়। গত বৎসরের মাঝামাঝি তিনি দেশে ফিরে আসেন, তাঁকে কলকাতার ঠিকানায় লেখা *26 Oct 1911 [বৃহ ৯ কার্তিক ১৩১৮] তারিখের একটি পত্র আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। আলোচ্য সময়ে তাঁকে একই ঠিকানায় লেখা দুটি চিঠি পাওয়া যায়। *11 May [শনি ২৮ বৈশাখ]* তাঁকে লেখেন : 'যাত্রার পূর্ব্বে নির্জ্জনে যাপন করবার জন্য এখানে এসেছিলেম। কিন্তু সময় নিকটবর্ত্তী হল। ২৭শে মে তারিখে আমাদের জাহাজ City of Glasgow বম্বাই বন্দর ছাড়বে। ২০শে মে এখান থেকে কলকাতায় যাব—সেখানে আপনার সঙ্গে যাবার আগে দেখা হবে।'[১৩] ১ জ্যৈষ্ঠের [মঙ্গল 14 May] পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ :

> রবি দত্ত আমার কবিতার যে তর্জ্জমা করিয়াছেন তাহা একেবারেই ভাল হয় নাই। অতএব সেটা কাউকে দেখাবার যোগ্যই নয়। আমার কবিতা ইংরেজিতে ঠিকমত তর্জ্জমা করবার আশাই করতে পারি নে—ছন্দোবন্ধে ত নয়ই। বেশ সাদাসিধে গদ্যে তবু চলনসই রকম হতে পারে। ইংলণ্ডে গিয়ে যদি সম্ভব হয় চেষ্টা করে দেখ্‌ব।[১৩]

ইংলণ্ডে থাকার সময়ে প্রমথলাল রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সেখানকার কাগজে প্রকাশ করবার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে অনুবাদকর্মে ব্রতী হয়েছেন সেকথা সংকোচবশত তাঁর কাছেই গোপন করে গেছেন। প্রমথলাল নিশ্চয়ই তাঁর পত্রে অনুবাদের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন [কয়েকমাস আগে রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ-সংবলিত একটি প্যাকেট তিনি নিজেই রোটেনস্টাইনকে প্রেরণ করেছিলেন] এবং বিলেতে গিয়ে রবি দত্তের *Echoes from East and West* [1909] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্র-কবিতার ছন্দোবদ্ধ ইংরেজি অনুবাদগুলি রসিকসমাজে দেখাতে বলেছিলেন। রবি দত্ত 26 May 1911 [১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮] স্বাক্ষর করে বইটির এক খণ্ড রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। কিন্তু এই পত্র থেকে জানা যাচ্ছে, সেই অনুবাদ দেখে তিনি খুশি হননি। উল্লেখ্য, এবারে শিলাইদহে অবস্থানের সময়েও তিনি গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও অচলায়তন-এর কয়েকটি গান ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে তারিখ না থাকায় এ-সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা কঠিন। এবারে তিনি নতুন গান বা কবিতা রচনা করেননি।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৩৪ শক [৮২৫ সংখ্যা] :

১—১১ 'আত্মপরিচয়' দ্র পরিচয় ১৮। ৪৫২—৭০

১৫ 'প্রতীক্ষা' ['আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৩৪—৩৫ [৭]

১৭ 'পরাস্ত' ['আমি হাল ছাড়লে তবে'] দ্র ঐ ১১। ১৩৩—৩৪ [৬]

ভারতী, বৈশাখ ১৩১৯ [৩৬। ১] :

৫৭ 'দিনান্ত' ['আমি চেয়ে দেখি মনের মধ্যে']

এটি গীতিমাল্য-এর ৪-সংখ্যক কবিতার ['স্থিরনয়নে তাকিয়ে আছি' দ্র ১১। ১৩০—৩১] ঈষৎ ভিন্ন পাঠ।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৯ [১২ । ১ । ১] :

১—১৯ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' দ্র পরিচয় ১৮। ৪২৩—৫১

৩২—৪২ 'জীবনস্মৃতি' দ্র জীবনস্মৃতি ১৭ ৩৭০—৯৫

১০১—০২ 'না-জানা' ['ভাগ্যে আমি পথ হারালেম'] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৩১—৩৩ [৫]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৪ শক [৮২৬ সংখ্যা] :

২৭ 'ছুটি' ['কোলাহল ত বারণ হল'] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৩৫—৩৬ [৮]; গীত ১। ১৫০

২৭—২৯ 'রোগীর নববর্ষ' দ্র সঞ্চয় ১৮। ৩৩১—৩৫

৩৬—৪০ 'হিন্দু ব্রাহ্ম' দ্র গ্রন্থপরিচয় ১৮। ৫৮০—৮৮

৪৫—৪৬ 'স্বরলিপি'/মিশ্র বারোয়াঁ-দাদরা/কোলাহল ত বারণ হল দ্র স্বর ৩৯

গানটির স্বরলিপি করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ [১২ । ১ । ২] :

১৩৭—৪৩ 'জীবন স্মৃতি' দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯৫—৪০৬

১৮২—৮৩ 'সাপুড়িয়া' ['কে গো তুমি বিদেশী'] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৩৭—৩৯ [১০]

২০৫ 'বিদায়' ['পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই'] দ্র ঐ ১১। ১৫৪—৫৫ [২৬]

২২০ 'তীর্থযাত্রা' ['এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে'] দ্র ঐ ১১। ১৫৪ [২৫]

The Modern Review, June 1912 [Vol. XI, No. 6]:

573—79 'Woman's Lot in East and West'

579—83 'The Supreme Night'

দুটি অনুবাদই যদুনাথ সরকারের করা। প্রথমটি 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র [দ্র ১। ৩৭—৫৮] কিয়দংশের সংক্ষেপিত অনুবাদ; দ্বিতীয়টি 'একরাত্রি' [দ্র সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯। ৬—১৬; গল্পগুচ্ছ ১৭। ১৬৫—৭১] গল্পের অনুবাদ।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস গত বৎসর রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, বর্তমান বৎসরেও তা অব্যাহত থাকে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 'বিদায়-অভিশাপ' প্রকাশিত হয় 10 May [শুক্র ২৭ বৈশাখ]। কাব্যনাট্যটি ১৬ শ্রাবণ ১৩০১ [31 Jul 1894] চিত্রাঙ্গদা-র সঙ্গে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তারপর কাব্যগ্রন্থাবলী [১৩০৩], কাব্য-গ্রন্থ [১৩১০] ও রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী [১৩১১]-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুদ্রিত হবার পর এই প্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪+২০; মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০; মূল্য : দুই আনা।

বিদেশভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে আশ্রমে পাঠাবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শিলাইদহে বসে 'যাত্রার পূর্বপত্র' [দ্র তত্ত্ব, আষাঢ়। ৫২—৬১; পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৫৯—৭৫] নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে তিনি তার ভূমিকা করলেন। একটি তারিখহীন পত্রে অজিতকুমারকে লেখেন : 'তত্ত্ববোধিনীর জন্যে একটা লেখা দিয়ে যাব। আশ্রমে আমার ভ্রমণকালের যে চিঠিগুলি যাবে এটি তারই

ভূমিকা—যাবার সময়কার কথা। এটা বিদ্যালয়কে উদ্দেশ্য করেই লেখা।'[১৪] ৯ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 22 May] কলকাতা থেকে ছাত্র নরেন্দ্রনাথ নন্দীকে লেখেন : 'বিলাত-যাত্রার বিবরণ তোমরা আমার পত্রে জানিতে পারিবে। যাত্রারম্ভের পূর্ব্বপত্রখানি এবার শিলাইদহে বসিয়া লিখিয়াছি ছুটির পরে তোমরা তাহা দেখিতে পাইবে।'[১৫]

কেবল ইংলণ্ডে নয়, য়ুরোপের কয়েকটি দেশ দেখে আসার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিল—আমেরিকা যাওয়ার পরিকল্পনা পরে গৃহীত হয়। উক্ত রচনায় তিনি এই ভ্রমণের উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করেছেন। য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে একটি বুলি প্রচলিত যে, তা বস্তুগত, তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, 'মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে-কোনো মঙ্গল দেখি-না কেন, তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। ...য়ুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে—কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে।' রবীন্দ্রনাথ এতদিন বেদ-উপনিষদে, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে, সংস্কৃত কাব্য-নাট্যে, মধ্যযুগের সন্তবাণীতে এবং ইতিহাসের ধারায় ভারতবর্ষের আত্মাকে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন, এখন য়ুরোপের আত্মার সন্ধানে তাঁর এই তীর্থযাত্রা। বাংলা নববর্ষের দিন [রবি 14 Apr] ভোরে বিলাসতরণী 'টাইটানিক' হিমশৈলে আঘাত পেয়ে ডুবে যায়, নারী ও শিশুদের প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ দিয়ে বহু কোটিপতি-সহ দু'হাজারের বেশি পুরুষ স্বেচ্ছায় সলিলসমাধি গ্রহণ করেন—এই অসাধারণ ঘটনাটির সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-লব্ধ কয়েকটি হীন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন করলেন : 'আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই। এটা কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে। আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে। আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য দান করে না।' য়ুরোপের ইতিহাসে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে দুঃখ ও মৃত্যু বরণের দৃষ্টান্ত অজস্র—য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতিনিধি হ্যামারগ্রেন ও ভগিনী নিবেদিতার আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত তো আমাদের অভিজ্ঞতাতেই বর্তমান। বৌদ্ধযুগে একবার ভারতবাসীর আত্মা জড়ত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যশক্তির বিস্তারে নিজেকে প্রসারিত করেছিল—আজ য়ুরোপ পৃথিবীকে শাসন করছে কেবল বস্তুর জোরে নয়, নিঃসন্দেহে আত্মিক শক্তি বা ধর্মের জোরে। পরদেশবাসীর উপর তাদের অত্যাচার দেখে য়ুরোপ সম্পর্কে যে ধারণা হয়, ভিতর থেকে দেখলে নিশ্চয়ই তার অন্য একটি রূপ দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথ সেই সত্যরূপের সন্ধানে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন। এর আগের দুটি ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ মনকে সজাগ রেখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পার্থক্যটি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমবারে তিনি ছিলেন নিতান্তই কিশোর, যৌবনে দ্বিতীয়বার ভ্রমণের সময়েও জীবনের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল না। তার পরবর্তী কুড়ি বছরে চিন্তায় সাধনায় মনকে পরিণত করে বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে এবার তিনি যাত্রা করেছেন। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' বা 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' নিছক ভ্রমণকাহিনী ছিল না, বর্তমান ভ্রমণের সময়েও তিনি প্রবন্ধের আকারে যে ইতিবৃত্ত লিখলেন তার সংকলন 'পথের সঞ্চয়' [১৩৪৬] চরিত্রে ভ্রমণকাহিনী নয়, আত্মিক সত্যের সন্ধানই তার বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখেছিলেন, ৭ জ্যৈষ্ঠ তিনি কলকাতায় যাবেন, অজিতকুমারকে লিখলেন : 'আসচে রবিবারে [৬ জ্যৈষ্ঠ : 19 May] কলকাতায় যাত্রা করব'। এবারে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে তিনি সঙ্গে নিলেন। মহিমচন্দ্র দেববর্মার পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র 1910-এ অজিতকুমারের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবেন এমন একটা কথা

উঠেছিল, টিকিট পর্যন্ত কাটা হয়েছিল, কিন্তু সেবারে তাঁর যাওয়া হয়নি—এবারে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হলেন; অজিতকুমারকে উক্ত তারিখহীন পত্রে রবীন্দ্রনাথ সংবাদটি জানিয়েছেন : 'সোমেন্দ্র আমার সঙ্গে বিলাত যাবার অনুমতি ও পাথেয় পেয়েছে, তার বাবা আমাকে লিখেচে।' 22 May বেঙ্গলী-তে লেখা হয়, ত্রিপুরা-সরকার তাঁর সমস্ত ব্যয় বহন করবে।

শরীর সুস্থ ছিল না, তাই এবারে কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত গৃহবন্দী হয়েই ছিলেন। এরই মধ্যে ৯ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 22 May] কাদম্বিনী দত্ত, নরেন্দ্রনাথ নন্দী ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তিনটি পত্র লেখেন। কাদম্বিনী দত্তকে লেখা চিঠিটি দীর্ঘ—দেবপূজার পদ্ধতির সমালোচনা করে লেখেন : 'আমাদের দেশে ভক্তির যে প্রণালী তাহা হৃদয়বান সাধকের পক্ষেই উপযোগী কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর—তাহারা তাহার মধ্য হইতে যেটুকু রস পায় তাহার চেয়ে মূঢ়তাই বেশি সঞ্চয় করে। ইহাতে কেবল অল্প কয়জনের উপকার হয় কিন্তু সমস্ত জাতিকে অন্ধ ও স্বাধীনবিচারবুদ্ধিহীন করিয়া নষ্ট করে।'[১৬] নরেন্দ্রনাথ নন্দীকে লেখা পত্রের কিয়দংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি, তার সূচনাটি উপদেশে পূর্ণ। যতীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিটি বৈষয়িক। বিদ্যালয়ের শিক্ষক হীরালাল সেনকে কর্মান্তরিত করা হয়, কালীমোহন ঘোষ ও বঙ্কিমচন্দ্র রায় বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তেজেশচন্দ্র সেন কর্মত্যাগে উদ্যত, চুণিলাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই অসুখী—এদিকে অরুণচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রনাথ এবং আরও কেউ-কেউ বিদ্যালয়ে কর্মপ্রার্থী। এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন ধরেই জগদানন্দ ও অজিতকুমারকে লিখছিলেন। বর্তমান পত্রে তিনি যতীন্দ্রনাথকে ৪০ টাকা বেতন ও সস্ত্রীক আশ্রমে থাকার অনুমতি দিয়েছেন,[১৭]—কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ও অরুণচন্দ্র বিদ্যালয়ে যোগ দেননি।

১০ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 23 May] রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রা উপলক্ষে কিছু আত্মীয়-বন্ধুকে খাওয়ানো হয়, সেটি জানা যায় ক্যাশবহির একটি হিসাব থেকে : 'ব° মহানন্দ পাল দং বিলাত গমন উপলক্ষে লোক খাওয়ান হয় তাহার ৯৯ল ৬ বিল'। রবীন্দ্রনাথ হয়তো এই আয়োজন উপলক্ষেই যতীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত আছে অথচ কিছুমাত্র অবসর পাইতেছি না। যাত্রার পূর্ব্বে আবার আমার স্বাস্থ্যের উপর পীড়ন চলিতেছে।'

১১ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 24 May] কলকাতা থেকে বোম্বাই যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলে স্বাক্ষর করলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বার্ষিক ৪৫০০০ টাকার বিনিময়ে জমিদারিতে তাঁর অংশ সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে ৯৯৯ বছরের জন্য কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে ইজারা দেন। মৌখিক আলোচনার ভিত্তিতে ১ বৈশাখ ১৩১৬ [14 Apr 1909] থেকে এই বন্দোবস্ত কার্যকরী হলেও 'ইজারা পাট্টা' স্বাক্ষরিত হল ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ তারিখে।[১৮] দ্বিজেন্দ্রনাথকে দিয়ে আগেই স্বাক্ষর করিয়ে আনা হয়েছিল।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে নেপালচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন; যাবার আগে শান্তিনিকেতন-বাসী দুই আত্মীয় হেমলতা দেবী ও দ্বিপেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে কিছু দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। হেমলতা দেবীকে লিখলেন : 'বিদ্যালয় সম্বন্ধে নেপাল বাবুদের সঙ্গে এই দুদিন অনেক আলোচনা করেছি। /যেটাতে মঙ্গল তোমাদের সকলের চেষ্টার ভিতর দিয়ে, এমন কি, সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই সেটা উদ্ভিন্ন হয়ে উঠ্‌বে এতে কোনো সন্দেহ নেই—এই বিশ্বাসটি মনের মধ্যে বহন করে আমি আজ বিদায় হচ্চি। ...আমি কোনো বাঁধা পথ নির্দ্দেশ করতে চাইনে।

প্রয়োজন বিচিত্র হবে তোমাদের চেষ্টার পথও বিচিত্র হবে;—নানাপ্রকার অভাব ঘটবে, নানাপ্রকার আঘাত আস্‌বে, তারই দ্বারা তোমাদের সেবার চেষ্টা বিচিত্রভাবে উদ্বোধিত হয়ে উঠ্‌বে এবং সেই সমস্ত বিঘ্নের সঙ্গে বারম্বার সংগ্রাম করেই তোমাদের অন্তরের স্নেহ প্রতিদিন সবল ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠ্‌বে।'[১৯] দ্বিপেন্দ্রনাথকেও লিখলেন :

...তুমি সকলকে মিলিয়ে নিয়ে সকলের স্বভাবগত বিচিত্রতার প্রতি দৃষ্টি রেখে যখন যে উপায় শ্রেয় মনে করবে সেইটে অবলম্বন কোরো—আমার আর কিছুই বলবার নেই। নিজের দুর্ব্বলতার ভিতর দিয়ে যতটুকু পেরেছি করেছি—আরো অনেক বেশি পারা উচিৎ ছিল কিন্তু দেখা গেল শক্তি নেই—বাকী যা রইল তা তিনিই তোমাদের দিয়ে পূরণ করিয়ে দেবেন।

আজ বেলা ২ ॥ টার সময় নাগপুর মেলে যাত্রা করব—আর বড় সময় নেই।[২০]

The Bengalee 25 May [শনি ১২ জ্যৈষ্ঠ]-সংখ্যায় স্টেশনে রবীন্দ্রনাথের বিদায়-সংবর্ধনার একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করে :

Babu Rabindranath Tagore accompanied by his son Babu Rathindranath left Calcutta on Friday by B.N. Ry. Bombay Mail for Europe. The son of late* Mohim Tagore of Tippera also accompanied him. He will first visit France and Germany and stay for sometime in England, whence he goes to America and return after making a prolonged tour through China, Japan and Siam. Members of the Tagore family, his friend and devotees, his Bolpur students and ex-students, with many of the teaching staff saw him off at the station.

পরদিন [১২ জ্যৈষ্ঠ : 25 May] নাগপুরে গাড়ি দাঁড়ালে রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লেখেন : 'নাগপুরে গাড়ি থেমেছে। গরম যাকে বলে। এখনো তিন ঘণ্টা রবিতাপ সহ্য করতে হবে। ...সোমেন্দ্র ঘুমোচ্চে—তার আশ্চর্য শক্তি।'[২১] সোমেন্দ্রচন্দ্র তাঁর খাওয়া ও ঘুমোনোর অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করে সমগ্র যাত্রাপথে সকলের বিস্ময় ও কৌতুকের খোরাক জুগিয়েছিলেন!

সোমেন্দ্রচন্দ্র বহুদিন পরে 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে য়ুরোপ-প্রবাসের স্মৃতি-কথা' [দ্র বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৮। ২৯১–৯৬] নামক একটি রচনায় এই ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করেন। রচনাটি বহু অন্তরঙ্গ ঘটনার বিবরণে পূর্ণ। আমরা মাঝেমাঝেই এই রচনাটি থেকে কিছু-কিছু অংশ উদ্ধৃত করব, এখানে প্রারম্ভিক অংশটি উদ্ধার করি :

...ষ্টেশনে কবিভক্তজন-সমাগমে বিদায়মুহূর্ত্ত মুখর হইয়া উঠিল, পুষ্পমাল্য উপহারের ভারে আমাদের ট্রেনের প্রকোষ্ঠ ভরিয়া উঠিল। ... দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যায় খড়্গপুর আসিয়া পৌঁছিলাম। ... দীর্ঘ বিদায়ের যে অবসাদ মনকে স্বভাবতঃ পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল, গুরুদেবের হাস্যরসসিক্ত আলাপ এবং বধূ ঠাকুরাণীর ভাণ্ডারের অবারিত দ্রব্যসম্ভার ক্ষণিকেই সে অবসাদ দূর করিয়া দিয়াছিল। ... [প্রতিমা দেবী তাঁর মাথার একটি কাঁটা হারিয়ে ফেলার জন্য অনুযোগ করলে] গুরুদেব বলিলেন,—"বৌমা, এর জন্য দুঃখ কোরো না, বরং সৌম্যেন্দ্রকে [য] ধন্যবাদ দাও সে আমাদের যাত্রা নিষ্কণ্টক করিল।" এমনি সরস গল্পে আমাদের দীর্ঘ রেল-যাত্রা শেষ হইয়া আমরা বম্বে আসিয়া একটি হোটেলে আশ্রয়লাভ করিলাম।

১৩ জ্যৈষ্ঠ [রবি 26 May] সকালে তাঁরা বোম্বাই পৌঁছে Watson's Hotel-এ ওঠেন। রথীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আজ সকাল ৮ ॥ টার সময় এসে পৌঁছলুম—...কাল দুপুরের পর জাহাজ ছাড়বে—হোটেলে ঘর দুটি বেশ পেয়েছি—জানলার কাছে সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে ও ঢেউ দেখতে ২ চোখ ঢুলে আসছে।'[২২]

এই Watson's Hotel-এ রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ভ্রমণশেষে এসে উঠেছিলেন, প্রথমবার ইংলণ্ডে যাওয়ার আগে বোম্বাইতে তিনি প্রায় একমাস অবস্থান করেন—সুতরাং বোম্বাই শহর তাঁর অপরিচিত হওয়ার কথা নয়। তবু পরিণত বয়সের মন নিয়ে বিকেলে বেড়াতে গিয়ে কলকাতার সঙ্গে তুলনায় বোম্বাইয়ের কয়েকটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখে পড়েছে, তার মধ্যে অন্যতম সমুদ্রতীরে ও পার্কে নরনারীর মেলা। তিনি লিখেছেন : 'নারীবর্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। ...ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি, কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ। বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইবে না।' এইজন্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের সহজ সংকোচহীন মেলামেশার বৈশিষ্ট্যটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

এই প্রসঙ্গে সোমেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন :

> সন্ধ্যায় বম্বের সমুদ্রপাড়ে ভ্রমণে বাহির হইলাম। শত শত পার্শী, মারাঠী, গুজরাটী নরনারী বিচিত্র সজ্জায় সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। ... গুরুদেব কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন "এ বিষয়ে বাঙ্গালী সমাজ অঙ্গহীন। স্ত্রীশক্তি বাংলায় এখনো সুপ্ত। ভারতের নবযুগে নারীশক্তির আবির্ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। না হয় তো জাতীয় জীবন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। সে জন্য এ অঞ্চলে নারী—লাঞ্ছনার অমানুষিক কাহিনী শোনা যায় না,—তাহারা আশৈশব মুক্ত হাওয়ায় মানুষ হইয়া স্বীয় শক্তির দ্বারা সমাজে নিজ স্থান অধিকার করিয়া পুরুষের নিকট প্রাপ্য সম্মান আদায় করিয়া লইতেছে।

১৪ জ্যৈষ্ঠ [সোম 27 May] সকালে 'বোম্বাই শহর' [দ্র তত্ত্ব, আষাঢ় ১৮৩৪ শক। ৬৫–৬৬; পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৭৫–৭৮] নামে ছোটো একটি প্রবন্ধে উক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে অজিতকুমারকে পাঠিয়ে লেখেন : 'বম্বাই শহরের বর্ণনা একটা তোমার নামে পাঠানো গেল। রেজেস্ট্রি করবার সুবিধা হাতের কাছে না থাকাতে বেয়ারিং পোষ্টে পাঠালুম। ...আজ আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জাহাজের ঘাটে রওনা হতে হবে।'[২৩] একই দিনে হেমলতা দেবীকে লিখলেন : 'আজ আর ঘণ্টাখানেক পরে জাহাজের ঘাটে যেতে হবে। আমাদের সকলেরই শরীর বেশ ভালই আছে। বৌমাও বেশ মনের আনন্দে আছেন। সোমেন্দ্রের ত কথাই নাই। ... সমুদ্র বেশ প্রশান্ত আছে। বোধ হয় যাত্রাটা ভালই যাবে।'[২৪]

জাহাজটির নাম City of Glasgow—এটি The Ellarman Lines Ltd./City Lines/Georg Smith & Sons কোম্পানির জাহাজগুলির অন্যতম।

বোম্বাই থেকে পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথ ছ'টি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৬ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 29 May] লেখা প্রবন্ধটির নাম 'জলস্থল' [দ্র প্রবাসী, শ্রাবণ। ৪৩১–৩৪; পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৭৯–৮৩]; ১৭ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 30 May] 'সমুদ্রপাড়ি' [দ্র তত্ত্ব, শ্রাবণ। ৯১–৯৫; পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৮৩–৯০], ২১ জ্যৈষ্ঠ [সোম 3 Jun] 'যাত্রা' [দ্র তত্ত্ব, শ্রাবণ। ৭৮–৮১; পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৯০–৯৪], ২২ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 4 Jun] 'আনন্দরূপ' [দ্র তত্ত্ব, শ্রাবণ। ৭৭–৭৮; পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৯৫–৯৭], ২৩ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 5 Jun] 'দুই ইচ্ছা' [দ্র প্রবাসী, শ্রাবণ। ৪৩৭–৪০; পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৯৭–৫০১] এবং ২৫ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 7 Jun] 'অন্তর বাহির' [দ্র ভারতী, শ্রাবণ। ৩৭২–৭৪; পথের সঞ্চয় ২৬। ৫০২–০৭] প্রবন্ধগুলি লিখিত হল। অন্য দুবারের মতো এবার সমুদ্রের দোলায় তাঁকে সমুদ্রপীড়ায় ভুগতে হয়নি, ফলে অবিশ্রাম ভাবনাপ্রবাহের সঙ্গে কলমও দ্রুতগতিতে চলেছে—রচনার তারিখ ও পৃষ্ঠাসংখ্যার দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় জীবনযাত্রা ও জীবনলক্ষ্যের তুলনামূলক আলোচনা রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার একটি প্রিয় বিষয়—এই প্রবন্ধগুলির মধ্যেও

নানা আকারে এই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের কয়েকটি জাতীয় ব্যাধি তিনি নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। জাহাজে একজন ইংরেজ উচ্চপদস্থ রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল, তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করে 'সমুদ্রপাড়ি' প্রবন্ধে তিনি লেখেন : 'দেশীয় কর্তৃত্বে যেখানে কাজ চলে সেখানে দেখিতে পাই, পুরা কাজ আদায় হয় না— মানুষের যতখানি শক্তি আছে তাহার অধিকাংশকেই খাটাইয়া লইবার যেন তেজ নাই। এইজন্যই মজুরির পরিমাণ অল্প হওয়া সত্ত্বেও মূল্য কমিতে চায় না। কেননা, মানুষ যতগুলি খাটিতেছে শক্তি ততটা খাটিতেছে না।' আজকের দিনে সরকারি অফিস ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দিকে তাকালে এই বিশ্লেষণের যাথার্থ্য সহজেই বোঝা যাবে।

জাহাজটি ২৬ জ্যৈষ্ঠ [শনি 8 Jun] ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী পোর্ট সৈয়দ বন্দরে পৌঁছয়। রবীন্দ্রনাথ এইদিন একটি তারিখহীন পত্রে [পোস্টমার্ক : PORT-SAID/9-VI-12] অজিতকুমারকে লেখেন :

আমরা এসিয়া পার হয়ে য়ুরোপের প্রথম ঘাটে পোর্ট সৈয়দে আজ রাত্রে গিয়ে পৌঁছব।

এর পূর্বে চিঠি ডাকে দেবার কোনো সুযোগ ঘটে নি। জাহাজ এডেনে থামে নি। ...

তোমাদের কতকগুলো লেখা পাঠাই তার মধ্যে একটা ভারতীতে আর দুটো প্রবাসীতে রেজেস্ট্রি করে পাঠিয়ে দিয়ো—দেরি করো না। অন্যগুলি তত্ত্ববোধিনীর। ...

জ্ঞানের কাছে গোটা পাঁচেক আমার শান্তিনিকেতনের বক্তৃতা রেখে এসেছি—সেগুলো একটা একটা করে বের করতে বলে দিয়ো। ...

তোমাদের যাঁদের যাঁদের চিঠি লিখলুম তাঁরা যদি কেউ অনুপস্থিত থাকেন তোমরা সে চিঠি খুলো। কারণ তোমাদের সব চিঠিগুলিই সকলের। আজ সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে অনেকগুলি চিঠি সারতে হবে। ...

পুঃ তোমাদের ছ'জনকে ছটা লেখা পাঠালুম। নেপালবাবু, জগদানন্দ, বৌমা, সন্তোষ, ক্ষিতিমোহনবাবু এবং তুমি।[২৫]

বিদেশ থেকে তিনি যে চিঠিগুলি লিখেছেন, তার অনেকগুলিই এই জাতের—বিশেষ একজনের নামে পাঠানো হলেও উদ্দিষ্ট সকলেই। কিন্তু এইদিনে লেখা 'অনেকগুলি চিঠি'র একটিও পাওয়া যায়নি।

(পত্রটি একটি সমস্যার সমাধান করে। শান্তিনিকেতন চতুর্দশ খণ্ডে 'সত্য বোধ' [দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪০১–০৬], 'সত্য হওয়া' [দ্র ঐ। ৪০৭–১১], 'সত্যকে দেখা' [দ্র ঐ। ৪১১–১৩], 'শুচি' [দ্র ঐ। ৪১৪–১৭] এবং 'বিশেষত্ব ও বিশ্ব' [দ্র ঐ। ৪১৭–২০] নামে পাঁচটি তারিখহীন রচনা আছে, সেগুলি বর্তমান বৎসরে তত্ত্ববোধিনী-র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে সবগুলিরই রচনা-শেষে প্রকাশকাল '১৩১৯'-চিহ্নিত— বস্তুত ভাষণগুলি দেওয়া হয়েছিল ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন উপলক্ষে।)

যাত্রাপথে লেখা তাঁর দুটি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 31 May] মীরা দেবীকে জাহাজের বিভিন্ন সংবাদ দিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন।[২৬] 5 Jun [বুধ ২৩ জ্যৈষ্ঠ] কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথকে যে চিঠিটি তিনি লিখলেন, নানা কারণে সেটি খুব উল্লেখযোগ্য। ৬ চৈত্র ১৩১৮ [19 Mar] তিনি যখন বিদেশযাত্রা করছিলেন, তখন জমিদারি ও সাংসারিক দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথকে—কিন্তু এবারে যখন রথীন্দ্রনাথকেও তিনি সঙ্গী করে নিলেন, তখন দায়িত্ব অর্পণ করলেন কনিষ্ঠ জামাতার উপর। জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎকুমার চক্রবর্তী মাধুরীলতাকে নিয়ে জোড়াসাঁকোতেই বাস করছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর ব্যারিস্টারি ব্যাবসা নিয়ে ব্যস্ত—সম্ভবত সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এইসব দায়িত্বে জড়াননি। তিনি বিদেশযাত্রা করায় তাঁর জায়গায় আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টিরা নগেন্দ্রনাথকে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে উক্ত সমাজের সম্পাদক-পদে নিয়োগ করেন।[২৭] নগেন্দ্রনাথের ঔদ্ধত্য, অবিমৃশ্যকারিতা ইত্যাদি চারিত্রিক ত্রুটির কথা আমরা আগেই

বলেছি। এর উপরে এতটা দায়িত্ব লাভ করা তাঁর নিজের ও অপরের পক্ষে শুভ হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁর উপরে অনেকখানি নির্ভর করেছেন। উক্ত পত্রে তিনি লিখছেন :

এই সুযোগে জমিদারীর সমস্ত কাজের ভার তোমার উপরে পড়েছে এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। দায়িত্ব সম্পূর্ণ হাতে পেলে আপনি তোমার হাত পেকে যাবে। তুমি জমিদারীর কাজটাকে কেবল উপর উপর থেকে দেখো না। ওর যত technicalities সমস্ত বেশ ভালো করে আয়ত্ত করে নিয়ো। অর্থাৎ কোনো বিষয়েই আমলাদের মুখের কথার উপরেই যেন তোমাকে নির্ভর করতে না হয়। কাজের সমস্ত খুঁটিনাটি আয়ত্ত করতে পারলে ওর মধ্যে কোথায় কি পরিবর্তন ও উন্নতি সম্ভব তা তুমি ভাবতে পারবে। তাছাড়া, জমিদারীর বৈষয়িক অংশকেই একান্ত করে তুললে হবে না। তার চেয়ে বড় দিকটাকেও তুমি যদি খানিকটা এগিয়ে দিতে পার তাহলে আমি ভারি খুশি হব। কালিগ্রামে এইদিকে যথেষ্ট কাজ করবার ও উন্নতি দেখাবার রাস্তা আছে। সেখানকার বিভাগীয় ম্যানেজারদের সঙ্গে তোমার সর্বদা যোগ থাকা চাই। তারা যেন তোমাকে Sympathetic বলে জানে—তাদের খুব উৎসাহ দিয়ে তাদের হৃদয় অধিকার করে কেবল প্রভু নয়, বন্ধুর মত করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় কোরো। অথচ তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের কিছু কিছু initiative থাকাও দরকার। খানিকটা পরিমাণে যাতে তারা নিজের প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করে দেখতে পারে সেটুকু তাদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত—নইলে কেবলমাত্র আদেশ পালন করতে করতে তারা যন্ত্র হয়ে উঠলে তার দ্বারা যথার্থ উঁচুদরের কাজ পাওয়া যায় না। মনে মনে আশা করে রইলম ফিরে গিয়ে আমাদের দুই পরগণাতেই সকল বিষয়েই যথেষ্ট উন্নতি দেখতে পাব—এবং এও দেখব তুমি সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছ।[২৮]

রবীন্দ্রনাথ শেষ গান বা কবিতা রচনা করেছিলেন ১৩ বৈশাখ [26 Apr] শান্তিনিকেতনে 'আজিকে এই সকালবেলাতে'। এর পরে শিলাইদহে গিয়ে তিনি প্রধানত অনুবাদক। অন্তত দশটি নব-রচিত গান, দশটি গীতাঞ্জলি-র গান ও অচলায়তন-এর অন্তর্গত 'আলো আমার, আলো ওগো' গানটি তিনি 3 Jun [সোম ২১ জ্যৈষ্ঠ]-এর পূর্বে ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেলেছিলেন, Ms. 429 পাণ্ডুলিপিটি দেখলে তা বোঝা যায়। লোহিতসমুদ্রে জাহাজে যাওয়ার সময়ে উক্ত 3 Jun তারিখেই তিনি লিখলেন একটি নূতন গান : 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে/ মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ' [দ্র গীতিমাল্য, ১১। ১৫৬, ২৮-সংখ্যক; গীত ১। ৫০; স্বর ৪১]। এইটিই আবার অনুবাদ করলেন Ms. 429 [p. 58]-এ : More life, my lord, yet more,...'—মুদ্রিত *Gitanjal*-তে এই অনুবাদটি গ্রহণ করা হয়নি। পরের দিনে লিখিত 'আনন্দরূপ' প্রবন্ধে মূল গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে।

জাহাজে ভ্রমণকালীন চিন্তাপ্রবাহ গদ্যে লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদের কাজও করে যাচ্ছিলেন। ইন্দিরা দেবীকে 6 May 1913 তারিখে লিখিত পত্রের পূর্বোদ্ধৃত অংশের পরেই তিনি লেখেন : 'এইটি ['একটি ছোট্ট খাতা'] পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে, ভাবলুম সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখন উস্‌খুস্‌ করে উঠবে তখন ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি দুটি করে তর্জ্জমা করতে বসব। ঘট্‌লও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছন গেল।'[২৯] প্রথম খাতাটি রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে উপহার দিয়েছিলেন, সেটি রক্ষিত হয়েছে। এতে দেখা যায়, 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' গানটির পরে তিনি নৈবেদ্য থেকে ১৫টি কবিতা [বস্তুত ১৬টি, নৈবেদ্য-এর ৮৯ ও ৯০-সংখ্যক কবিতা দুটিকে তিনি অনুবাদে একটি কবিতায় পরিণত করেন], খেয়া থেকে ৬টি, গীতাঞ্জলি থেকে আরও ৪টি এবং শিশু থেকে ৩টি কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। দ্বিতীয় খাতাটি এখনও পাওয়া যায়নি—এর মধ্যে অন্তত ২০টি কবিতার অনুবাদ [এর মধ্যে ১২টি অনুবাদের সন্ধান পাওয়া গেছে] ছিল। মুদ্রিত *Gitanjali* থেকে বোঝা যায়, তার সবগুলি জাহাজে অনূদিত হয়নি—অন্যূন তিনটি কবিতা রোটেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে অনুবাদ করা হয় এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, আমরা যথাস্থানে সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

সমুদ্রযাত্রার সময়ে রবীন্দ্রনাথের দিনযাপনের বর্ণনা পাওয়া যায় সোমেন্দ্রচন্দ্রের রচনায়। অজিতকুমার, কুমারস্বামী প্রভৃতির করা অনুবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন :

ঐ সব তর্জ্জমা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত না হওয়ায় কবি স্বয়ং গীতাঞ্জলির কতিপয় কবিতা তর্জ্জমা করিতে আরম্ভ করেন। পথে, রেলে, জাহাজে দেখিতাম রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি তর্জ্জমায় তন্ময়। মাতা যেমন শিশুকে নানা ভূষণে সাজাইয়া নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর হইয়া পড়েন তেমনি স্বীয় কবিতাগুলিকে বিদেশী ভূষণে সাজাইয়া নিজের আনন্দেই তিনি তন্ময় থাকিতেন। কাহাকেও দেখাইতে বা পড়িয়া শুনাইতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন। ... কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন "আমি যেন নূতন সৃষ্টির আনন্দের বানে ভাসিয়া চলিয়াছি, কিন্তু এ সব লেখা দ্বারা কাহারো মনস্তুষ্টি হইবে কি না জানি না। বিশেষতঃ ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এ ভাবধারা কোনো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারিবে কি না সন্দেহ; বরং এ ব্যর্থ চেষ্টার এখানেই অবসান হওয়াই ভাল। কিন্তু লেখার বেগে লেখা বাড়িয়াই চলিল। মাঝে মাঝে মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্য ভোজনের পর তর্জ্জমাগুলি আমাদের পড়িয়া শুনাইতেন। ... বোলপুর বিদ্যালয়ের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য তিনি ইয়োরোপ হইতে কি ভাব এবং আয়োজন সংগ্রহ করিয়া আসিবেন— ইহা আমাদের দৈনন্দিন আলোচনার বিষয় ছিল। ... অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি জাহাজের পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইতেন। প্রশান্ত মহাসাগর-বক্ষে অরুণোদয় দেখিবার জন্য নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতেন এবং নিত্য-নৈমিত্তিক উপাসনায় মগ্ন হইতেন,—ডেকে তখনো ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ গত যামিনীর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ফেনিলোচ্ছল বিলাস ব্যসনের অবসানে নিদ্রামগ্ন মৃতবৎ পড়িয়া আছে। ... একদিন হঠাৎ মান্দ্রাজের একটি I.C.S. ইংরাজ কর্ম্মচারী, ইংরাজি সামাজিক বাধা অতিক্রম করিয়া কবির সহিত আসিয়া সাগ্রহে আলাপ জমাইয়া তুলিলেন। গুরুদেবের সকালে এবং সন্ধ্যায় নির্জ্জন উপাসনা তিনি লক্ষ্য করিয়া স্বজাতীয় সহযাত্রীদের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবন এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতার বর্ত্তমান গতি-সম্পর্কে বীতস্পৃহা প্রকাশ করিতেন। —এমনি করিয়া তাঁহারি সহযোগে কয়জন সহযাত্রী আসিয়া আমাদের বন্ধুসংখ্যা বৃদ্ধি করিল।

ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণের পরে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসূচি বহুবার পরিবর্তিত হয়, আরও একবার পরিবর্তিত হল। 5 Jun পূর্বোল্লিখিত পত্রে তিনি নগেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আপাতত আমাদের প্রোগ্রামটা এই রকম স্থির করা যাচ্ছে। মার্সেল্‌সে নেবে একেবারে প্যারিস হয়ে লণ্ডনে চলে যাব। সেখানে ডাক্তারের সঙ্গে নিজের শরীরের সম্বন্ধে পরামর্শ করে দেখা যাবে। যদি কোনো চিকিৎসা করবার থাকে সেইটে সেরে নিয়ে তার পরে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যাবে।' এই সূচির অবশ্য পরিবর্তন হয়নি।

২৬ জ্যৈষ্ঠ [শনি ৪ Jun] সন্ধ্যায় জাহাজ 'ভূমধ্য-সাগরের প্রথম ঘাট' পোর্ট সৈয়দে পৌঁছয়। বাকি যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র প্রবন্ধই লেখেন 'খেলা ও কাজ' [দ্র তত্ত্ব, ভাদ্র। ১০৩–০৬; পথের সঞ্চয় ২৬। ৫০৭–১৩]— রচনাটি তারিখহীন, কিন্তু মনে হয় ২৭–২৮ জ্যৈষ্ঠের মধ্যেই লেখা।

ফ্রান্সের মার্সাই [Marseilles] বন্দরে তাঁরা জাহাজ থেকে অবতরণ করেন। তারিখটি সম্ভবত ৩২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 14 Jun], কিন্তু রবীন্দ্রনাথই এই বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি করেছেন। ৩১ জ্যৈষ্ঠ তারিখ দিয়ে তিনি ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লেখেন : 'সমুদ্রযাত্রা কাল আমাদের সমাধা হইবে। কাল প্রাতে মার্সেল্‌সে পৌঁছিব, কালই ট্রেনে করিয়া রওনা হইব এবং পরশু লণ্ডনে পৌঁছিতে পারিব।'[৩০] কিন্তু একই তারিখ দিয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন : 'আজ মার্সেলসে পদার্পণ করব। যাত্রাটা নির্বিঘ্নে কেটেছে। এতদিন শান্তির পরে কাল সমুদ্রে ঝড় দেখা দিয়েছিল তাতে ভূমধ্য সাগর উতলা হয়ে উঠেছিল কিন্তু আমার অন্তরাত্মাকে ক্ষুব্ধ করতে পারে নি।'[৩১] তারিখ না দিয়ে একটি পিকচার পোস্টকার্ডে মাধুরীলতা দেবীকে প্রায় একই কথা লেখেন : 'বেল্‌, কাল মার্সেল গিয়ে পৌঁছব। সমুদ্র যাত্রাটা নির্বিঘ্নে কেটে গেছে। কাল একটু ঝোড়ো ছিল—বৌমার একটু মাথা ঘুরেছিল আমার ত কোনো কষ্ট বোধ হয় নি। ...কালই ট্রেনে চড়ে লণ্ডনে রওনা হব—পর্শু পৌঁছব।'[৩২] শেষ দুটি চিঠিতে প্যারিসের ডাকঘরের মোহর আছে—প্রথমটিতে 16 Juin, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে 15 Juin—দুটি চিঠিই কলকাতা পৌঁছেছে 7 Jul, মাধুরীলতাকে লণ্ডন থেকে লেখা চিঠি পৌঁছনোর তারিখও তাই।

সমেন্দ্রচন্দ্র জানিয়েছেন : 'আমরা overland routeএ মার্সেই নগরীতে ট্রেনে চড়িয়া প্যারিসে আসিয়া পৌঁছিলাম। Gare du Nord ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক হোটেলে আশ্রয় লইলাম।'

রবীন্দ্রনাথ এর পরের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন 'লণ্ডনে' প্রবন্ধে [দ্র প্রবাসী, ভাদ্র। ৪৭৯–৮১; পথের সঞ্চয় ২৬। ৫১৩–১৬]। তিনি লিখেছেন : 'যেদিন পৌঁছিবার কথা ছিল তাহার দুই দিন পরে পৌঁছিয়াছি। ... মার্সেল্‌স্ হইতে এক দৌড়ে পারিসে আসিয়া এক দিনের মতো হাঁপ ছাড়িলাম। শরীর হইতে সমুদ্রের নিমক সাফ করিয়া ফেলিয়া ডাঙার হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম। স্নানাহারের পর একটা মোটর-গাড়িতে চড়িয়া পারিসের রাস্তায় রাস্তায় একবার হুহু করিয়া ঘুরিয়া আসিলাম।' আলেকসাঁত্রা দাভিদ-নেল তাঁকে কয়েকটি পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন ফরাসি বিদগ্ধসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য—কিন্তু এই সাময়িক অবস্থানের কারণে সেগুলি কাজে লাগেনি বলে মনে হয়; তবে হয়তো এরই সূত্রে সুইডিশ প্রাচ্যবিদ্ Esaias Tegner-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। অধ্যাপক তেগনার বাংলা জানতেন ও রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ এর আগেও দুবার প্যারিসে এসেছেন, দুবারই একদিনের বেশি সেখানে থাকেননি। এবারেও তাই হল। 'রবিবারের দিন [২ আষাঢ় : 16 Jun] ক্যালে হইতে সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ডোভারে পৌঁছিলাম। সেখানে ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে যখন রেলগাড়িতে চড়িয়া বসিলাম তখন মনের মধ্যে ভারি একটি আরাম বোধ হইল। মনে হইল আত্মীয়দের মধ্যে আসিয়াছি। ইংরেজের যে ভাষা জানি।' ভাষার বাধার জন্য ফ্রান্সে তিনি স্বস্তি বোধ করেননি, কিন্তু আমাদের মনে হয়, রোটেনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই তিনি ব্যগ্র ছিলেন—নিজের রচনাকে অন্যের ভাষায় চোলাই করে তাঁদের নেশা জাগানো যায় কিনা সেই পরীক্ষার ফলাফলের জন্য তাঁর সৃষ্টিশীল চিত্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল।

ফ্রান্স থেকে লণ্ডনে আসার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাওয়া যায় সোমেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় :

> Calais হইতে ছোট জাহাজে সামুদ্রিক ভীষণ আলোড়ন সহ্য করিয়া আমরা ক্লিষ্ট দেহে Doverএ আসিয়া লণ্ডনগামী ট্রেনে আরোহণ করিলাম। ...ট্রেন-প্রকোষ্ঠে ইংরাজ যাত্রীগণ স্বদেশী সজ্জায় সজ্জিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভামণ্ডিত সৌম্যমূর্ত্তির দিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ একজন ইংরাজ ধূমকেতুর ন্যায় কবির নিকট আসিয়া ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে অনর্গল বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই—"আপনি নিশ্চয় কোন ধর্ম্মপ্রচারে এ দেশে আসিয়াছেন,—আপনার চেহারা দেখিয়া মনে হয়, আপনি পাঞ্জাব হইতে আসিতেছেন। পাঞ্জাবীদের আমরা বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাহারা রাজভক্ত এবং ভারতীয় সৈন্যের পুষ্টিসাধনে ইংরাজ-রাজকে তাহারা বিশেষ সাহায্য করিতেছে। ভারতবাসীর মধ্যে বাঙ্গালীকে আমি নিতান্ত ঘৃণা করি কারণ তাহারা seditionএর বীজ ছড়াইয়া ইংরাজ রাজত্বে উৎপাত সৃষ্টি করিতেছে।" কবি নীরবেই এ উৎপাত সহ্য করিতেছিলেন। প্রত্যুত্তরে এই মাত্র বলিলেন— "I have the honour to represent the Bengali Race whom you hate most," ইংরাজ ভদ্রলোক হতভম্ব হইয়া নিজ আসনে ফিরিয়া গেল।

আষাঢ় ১৩১৯-এ নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮৩৪ শক [৮২৭ সংখ্যা] :

৫১ 'শেষ কথা' ['যাবার দিনে এই কথাটি'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ১১১ [১৪২]

৫২–৬১ 'যাত্রার পূর্ব্বপত্র' দ্র পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৫৯–৭৫

৬৫–৬৬ 'বোম্বাই সহর' দ্র ঐ ২৬। ৪৭৫–৭৮

৬৯–৭১ 'স্বরলিপি'/মিশ্র বেহাগ-ঝম্পক/এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে' দ্র স্বর ৪১

স্বরলিপি করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শেষ কথা' কবিতাটি গীতাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে ২০ শ্রাবণ ১৩১৭ [5 Aug 1910] তারিখে রচিত, কিন্তু গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি—১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংস্করণে প্রথম গৃহীত হয়।

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯ [১২। ১। ৩] :

২৩৯–৪৬ ‘জীবন স্মৃতি’ দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ৪০৬–১৯
২৮৮–৮৯ ‘যাত্রী’ [‘ওগো পথিক দিনের শেষে’] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৩৯–৪১ [১১]
৩১৭ ‘অবসান’ [‘এবার ভাসিয়ে দিতে হবে’] দ্র ঐ ১১। ১৪৭ [১৬]

২ আষাঢ় [রবি 16 Jun] সন্ধ্যায় লণ্ডনে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ ব্লুম্‌স্‌বেরি হোটেলে [Bloomsbury Hotel] আশ্রয় নিলেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘চেয়ারিং ক্রস স্টেশনে এসে জানা গেল টমাস কুক [ট্রাভলিং এজেন্ট Thomas Cook & Son] আমাদের জন্য ব্লুম্‌স্‌বেরি অঞ্চলে একটি হোটেলের কয়েকটি কামরা ভাড়া করে রেখেছেন। স্টেশন থেকে টিউব রেল-যোগে আমরা ব্লুম্‌স্‌বেরি অভিমুখে রওনা দিলাম। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ রেলপথে এই আমার প্রথম অভিযান। নূতন অভিজ্ঞতার জন্যই হোক কিংবা অত্যধিক দায়িত্বভারের জন্যই হোক—আমি নিজের হাতে অতি সন্তর্পণে বাবার যে অ্যাটাচি কেসটি বহন করে আনছিলাম, টিউব থেকে নামবার মুখে সেইটিই নামাতে ভুলে গেলাম। এই অ্যাটাচির মধ্যেই বাবার ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ও আরো অনেক সব দরকারি কাগজপত্র ছিল।’[৩৩]

ভুলটি তখনই ধরা পড়েনি। তাই পরদিন ‘সোমবার’ [৩ আষাঢ় : 17 Jun] রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্তমনে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে পত্র লিখেছেন :

> কাল লণ্ডনে পৌঁছিয়া আপাততঃ একটা হোটেলে আশ্রয় লইয়াছি। কোথাও একটা বাসার সন্ধানে বাহির হইতে হইবে, কারণ আমরা স্বভাবত হোটেলচারী জীব নহি। মনে করিতেছি, ইতিমধ্যে একবার Wales-এ কোনো স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর জায়গায় গিয়া আশ্রয় লইব। শরীরটাকে যদি একটু সারিয়া সুরিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার সুবিধা হইবে। ...আপাতত এখানকার পাতালপুরীর নলের ভিতর দিয়া একবার Rothenstein সাহেবের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িব।[৩৪]

তখনই ভুলটি ধরা পড়ল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘পরের দিন বাবা যখন রোটেনস্টাইনের বাড়ি যাবেন, অ্যাটাচির খোঁজ পড়ল, আর তখনই বোঝা গেল সেটি টিউবে ফেলে আসা হয়েছে। আমার অবস্থা অনুমেয়; শুকনো মুখে আমি চলে গেলাম টিউব রেলের লস্ট প্রপার্টি অফিসে। সেখানে যেতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হারানো ধন ফেরত পাওয়ার পর আমার প্রাণে যে কী গভীর স্বস্তি হয়েছিল—সে আমি কখনো ভুলব না।’[৩৫]

এইখানে কিছু ভুলের জট খুলে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : ‘রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলন্ড পৌঁছিলেন, তখন সেখানে অনেকগুলি বাঙালী ছাত্র—...কালীমোহন ঘোষ, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, অরবিন্দমোহন বসু, সুকুমার রায়চৌধুরী (তাতা বাবু), কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (বুবা) প্রভৃতি...। ...সেই সময়ে লন্ডনে আরো কয়েকজন মনীষী আছেন যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে ভালোভাবেই জানিতেন; যথা—নববিধান সমাজের প্রমথলাল সেন (নালুদা), দর্শনাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী।’[৩৬] কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে সুকুমার রায় ছাড়া উল্লিখিত আর সকলেই রবীন্দ্রনাথের অনেক পরে বিলেতে যান এবং মনীষীদের মধ্যে প্রমথলাল ও ব্রজেন্দ্রনাথ* অনেক আগেই দেশে ফিরে এসেছেন। সুতরাং ড অশ্রুকুমার সিকদার যখন লেখেন : ‘রবীন্দ্রনাথ দুই বন্ধু প্রমথলাল সেন ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সমভিব্যবহারে রোটেনস্টাইনের বাড়ি যান’[৩৭], তখন তা যে তথ্যসম্মত হয় না সেকথা বলাই বাহুল্য। রোটেনস্টাইনের বাড়ি যাওয়া সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করেছেন Edward Thompsonও, তিনি রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন উদ্ধৃত করে লিখেছেন :

...Then it occurred to me to try to get into touch with Rothenstein. ...So I looked up his telephone number, and rang him up; and he came at once, and got me better lodgings. You know that Vale of Health [sic], in Hampstead absurd name! Well, he got me a house there. He was my neighbour, and came often to see me. Then, one day he said he had heard I was a poet. Could I give him any idea of my work? I told him I had some prose translations, but knew the English was not good. However, he took them. After a day or two, he came back quite excited, and said they were the most wonderful things he had ever seen.[৩৮]

টমসন আক্ষরিকভাবে রবীন্দ্রনাথের 'Conversation' যথাযথ উদ্ধৃত করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু *Gitanjali*-র পাণ্ডুলিপিতে রোটেনস্টাইন যা লিখেছেন—'Original manuscript of Gitanjali which he brought from India *on his initial visit to us at Oak Hill Park'* [বক্রাক্ষর আমাদের]—তার সঙ্গে এই বর্ণনার মিল নেই। তিনি আত্মজীবনীতেও লিখেছেন : 'At last he arrived, accompanied by two friends, *and by his son. As he entered the room he handed me a note-book in which, since I wished to know more of his poetry, he made some translations during his passage from India. ...That evening I read the poems. Here was poetry of a new order which seemed to me on a level with that of the great mystics.'[৩৯] এর পরের ঘটনা রবীন্দ্রনাথ বিবৃত করেছেন 26 Nov 1932 [১০ অগ্র ১৩৩৯] রোটেনস্টাইনকে লেখা একটি পত্রে :

... The next day you came rushing to me with assurance which I dared not take seriously and to prove to me the competence of your literary judgement you made three copies of those translations and sent them to Stopford Brooke, Bradley and Yeats. The letter which Bradley sent to you in answer left no room for me to feel diffident about the merit of those poems and Stopford Brooke's opinion also was a corroboration. These were enthusiastic as far as I remember.[৪০]

কিন্তু এসব তো পরের কথা। রবীন্দ্রনাথের আশু সমস্যা ছিল, লণ্ডন শহরের হোটেলজীবন। রোটেনস্টাইনকে বলামাত্রই তিনি তাঁর বাড়ির কাছে একটি সাময়িক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। রথীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন পত্রে নগেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'প্রথম দুদিন সহরের ভিতর একটা হোটেলে ছিলুম—তারপর Rothensteinএর সঙ্গে দেখা হতে সে আমাদের তার বাড়ীর কাছে Hampsteadএ একটা private hotelএ থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'[৪১] মনে হয়, ৪ আষাঢ়ে [মঙ্গল 18 Jun] তাঁরা সাউথ কেনসিংটনে এই নূতন বাসস্থানে ['The Heath', 2 Holford Road, Hampstead] উঠে যান। এই বোর্ডিং হাউসের পরিচালিকা ছিলেন দুই বেলজিয়ান ভগ্নী। 20 Jun [বৃহ ৬ আষাঢ়] এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দকে লেখেন : 'এখন মনের মত একটা বাসার সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো যাচ্চে। দুচার দিনের মধ্যে যা হয় একটা ঠিক হয়ে যাবে। এখন যেখানে আছি বেশ ভাল বাড়ি এবং খুব ভাল জায়গা, ব্যয়ও তদনুরূপ—কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থা

তদনুযায়ী না হওয়াতে চিন্তা করতে হচ্চে। আমি এখানকার ভদ্রসম্প্রদায়ের সংস্রবে এসে পড়াতে নিতান্ত অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারচি নে। এখানে দেখা সাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বিদেশীর পক্ষে যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। অথচ সেটা যদি এড়িয়ে চলি তা হলে এখানে আসবার অভিপ্রায়ই ব্যর্থ হয়ে যায়।'[৪২]

ইংলণ্ডের বিদ্বমণ্ডলীর সঙ্গে রোটেনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং তাঁর সূত্রে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অজ্ঞাতবাসে থাকা সম্ভব হয়নি। রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যর অলিভার লজ উক্ত বোর্ডিং হাউসে এসেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জন্মান্তরবাদ নিয়ে আলোচনা করেন [তিনি হয়তো জগদীশচন্দ্রের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন]। হ্যাভেল, আনন্দ কুমারস্বামী, স্টেটস্‌ম্যান-এর ভূতপূর্ব সম্পাদক এস. কে. র‍্যাটক্লিফ প্রভৃতি পূর্বপরিচিতেরাও হয়তো এসেছিলেন।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী [1862–1935] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি রূপে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত Conference of the Universities of the Empire-এ যোগ দেবার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> বুধবার ১৯ জুন [৫ আষাঢ়]। ...সন্ধ্যায় আহারাদির পর Hampstead Heath Pedrson সাহেবের পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রণ জন্য তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। ...অল্পসংখ্যক লোকেরই নিমন্ত্রণ,—কফী, আইসক্রীম ইত্যাদির আয়োজন। একজন বাঙ্গালী বিলাতপ্রবাসী বাঙ্গালা-সাহিত্য-সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রঠাকুরের প্রশংসাবাদ যথেষ্ট করিলেন। রবীন্দ্রবাবুও সভাস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সহিত বিলাতী লোকদের সাক্ষাৎকারের জন্য এই সভার আয়োজন। ...রবিবাবু সকলের অনুরোধে স্বরচিত একটি গান গায়িয়া [য] সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।[৪৩]

উক্ত 'বাঙ্গালী বিলাতপ্রবাসী' হলেন সুকুমার রায়[চৌধুরী], আর 'Pearson সাহেব' হলেন William Winstanley Pearson [1881–1923]। পিয়ন কেম্‌ব্রিজ থেকে বি. এস্‌সি ডিগ্রি নিয়ে Dec 1907-এ কলকাতায় আসেন ভবানীপুরে লণ্ডন মিশন সোসাইটি কলেজে [L.M.S. College] উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপনা ও ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব নিয়ে। তিনি বাংলা শিখেছিলেন ও কলকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন—শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত দেবালয়-এ বহুবার তিনি বক্তৃতা করেছেন। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পিয়র্সনের কোনো যোগ স্থাপিত হয়নি, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে পিয়র্সন যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা'র ইংরেজি অনুবাদ পড়ে ১৬ এলগিন রোড থেকে লেখা তাঁর একটি পত্রে [দ্র *The Bengalee*, 18 Feb 1908]। এর পরে তিনি বাংলা শিখেছেন এবং নিশ্চয়ই রবীন্দ্রসাহিত্য, তাঁর কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারা সম্পর্কে অন্তত একটি প্রাথমিক সশ্রদ্ধ পরিচয় গড়ে তুলেছিলেন। সেই শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গেল প্রথম সাক্ষাতেই। পিয়র্সনের মৃত্যুর পর ৯ পৌষ ১৩৩০ [25 Dec 1923] আশ্রমবন্ধুদের স্মরণসভায় এই সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'এই বন্ধুটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ইংলণ্ডে। যেদিন তাঁর বাড়িতে প্রথম যাই সেদিন গিয়ে দেখি যে দরজার কাছে সেই সৌম্যমূর্তি প্রিয়দর্শন যুবক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখে অবনত হয়ে আমার পায়ের ধুলা নিলেন। আমি এমন কখনো প্রত্যাশা করি নি, তাই চমকে গেলুম। ...সেদিন তাঁর স্বজাতীয় অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হয়তো তাঁরা কেউ কেউ মনে করে থাকবেন এতে রাজসম্মানের হানি করা হল। কারণ তাঁদের প্রত্যেকেরই ললাট ইংরেজের রাজটীকা বহন করচে; বাহ্যত সেই ললাট ভারতীয়ের কাছে নত করা রাজশক্তির অসম্মান করা।'[৪৪] রবীন্দ্রনাথকে পিয়র্সনের সঠিক পরিচয় দেওয়া হয়নি, তাই তিনি পরদিন একটি

তারিখহীন চিঠিতে অজিতকুমারকে লেখেন : 'কাল একজন ইংরেজ হঠাৎ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমাকে প্রণাম করে বল্লেন তুমি আমাদের গুরু তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে আছি ইত্যাদি। ইনি ভারতবর্ষে Civil Serviceএ ছিলেন—বাংলা কিছু কিছু জানেন।'[৪৫] অজিতকুমারের কাছ থেকেই সংবাদ পেয়ে ঘটনাটি মডার্ন রিভিয়্যু-র Aug 1912-সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এইভাবে : 'Euthusiasm in certain circles runs so high that a retired English member of the Indian Civil Service on meeting the poet made obeisance to him in Indian fashion, "taking the dust of his feet." [p. 222] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই পিয়র্সনের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছেন, তাই উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় লজ্জিত হয়ে অজিতকুমারকেই লেখেন : 'যিনি আমাকে দেখলেই পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম করেন তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ছিলেন না। তিনি কি ও কে, আমি বলব না, তাহলে তোমরা কাগজে বের করে দেবে। রোটেনস্টাইন ঠিক জানতেন না তাই আমাকে ভুল বলেছিলেন। অতএব সেটা যেন সংশোধন করা হয়।'[৪৬] তথ্যটি অবশ্য সংশোধিত হয়নি।

বক্তৃতাসভার বিবরণটি সুকুমার রায় তাঁর ভগ্নী পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে [1889–1974] লিখে পাঠান 21 Jun [শুক্র ৭ আষাঢ়] তারিখে। নানাকারণে পত্রটি মূল্যবান :

পরশুদিন Mr. Pearson (যিনি Dr. [P.K.] Ray-এর জায়গায় এখন আছেন)—তাঁর বাড়ীতে আমার Bengali literature সম্বন্ধে একটা paper পড়বার নেমন্তন্ন। ...সেখানে গিয়ে [দেখি] Mr. & Mrs. Arnold, Mr. & Mrs. Rothenstein, Dr. P.C. Ray, Mr. Sarbadhicary প্রভৃতি অনেক [পরিচিত] তা ছাড়া কয়েকজন অচেনা সাহেব মেম সব উপস্থিত। শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে দেখি রবিবাবু ব'সে রয়েছেন। বুঝ্তেই পার্‌ছিস্ আমার কি অবস্থা! যা হো'ক্ চোখকান বুজে প'ড়ে দিলাম। লেখাটার জন্য খুব পরিশ্রম করতে হ'য়েছে। India Office Library থেকে বইটই এনে materials জোগাড় করতে হয়েছিল। তা' ছাড়া রবিবাবুর কয়েকটা Poetry ('সুদূর' 'পরশপাথর' 'সন্ধ্যা' 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ' ইত্যাদি) translate করেছিলাম—সেগুলো সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল। ...Dr. Ray, Mr. Sarbadhicary, Mr. Cheshire আর Mr. Cranme Byng (Northbrook [Society] এর secretary আর "Wisdom of the East" seriesএর editor) খুব খুসী হয়েছেন। Mr. Byng আমাকে ধ'রেছেন—আরো translation কর্‌তে, তিনি publish করবেন। ...Rothenstein আমার ঠিকানা নিয়ে গেলেন—বল্লেন "You must come to our place sometimes and stay in to dinner."

তারপর Pearsonএর ছাতে গেলাম সেখান থেকে Hampstead Heathএর চমৎকার view পাওয়া যায়। ...সেখানে রথীঠাকুরের সঙ্গেও দেখা হ'ল। রবিবাবু আমায় দেখেই বল্লেন "এখানে এসে তোমার চেহারা improve করেছে।"[৪৭]

তাঁর করা অনুবাদ নিশ্চয়ই ছাপা হয়নি, হলে তাঁর চিঠিতে সে-খবর পাওয়া যেত। তবে 21 Jul 1913 [সোম ৫ শ্রাবণ ১৩২০] লণ্ডনের ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট সোসাইটিতে তিনি 'The Spirit of Rabindranath Tagore' [দ্র সুকুমার সাহিত্যসমগ্র ৩। ১১২–২১] শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাতে কয়েকটি নূতন অনুবাদের সঙ্গে 'সুদূর' ['আমি চঞ্চল হে'] কবিতার অনুবাদটি ব্যবহৃত হয়েছিল—প্রবন্ধটি G.R.S. Mead-সম্পাদিত *The Quest* [Vol. V, Oct 1913] পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

অজিতকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত পত্রে ৫ আষাঢ়ের সভার আগে-পরে আলাপচারির কিছু বিবরণ আছে, যা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপ্রবাহের সূচনা করেছে :

তোমার "সব পেয়েছির দেশ"-এর ইংরেজি তর্জ্জমা Nation কাগজে বেরিয়েছে; যদি পারি এই mailএই পাঠিয়ে দেব। এঁরা সকলেই তোমার তর্জ্জমার খুব প্রশংসা করচেন। আমাকে সেদিন Lady Bytes বলছিলেন এমন আশ্চর্য্য literary ইংরেজি তোমাদের দেশের কোনো সাধারণ graduate যে লিখতে পারেন একথা মনে করা শক্ত।

"Wisdom of the East" seriesএর Editor Cranna [Cranme] Byngএর সঙ্গে কাল আমার আলাপ হল—তিনি চান আমার তর্জ্জমার একটা selection তাদের Seriesএ তিনি বের করেন—তিনি নিজে আমার সঙ্গে Collaborate করে লিখ্‌তে চান। Rothenstein বল্লেন, তোমার লেখা একেবারে সর্ব্বোত্তমভাবে ছাড়া বের করতে আমরা দেব না। ওঁদের ইচ্ছা Yeatsএর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন। Rothenstein বল্লেন,

Yeats তোমাকে জানেন এবং তোমার লেখা ঠিক তার মনের মত হবে। ইতিমধ্যে একদিন Yeatsএর সঙ্গে আমার দেখা হবে। Wells, Bernard Shaw প্রভৃতি এখানকার সাহিত্যিকদের চক্রের মধ্যে আমার পড়বার সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে এসেছে।

এই চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইয়েট্‌সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ নিয়ে পরামর্শ করার প্রস্তাব তখনই উঠেছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ বিলেতে আসার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাম ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ভারত-দরদী ইংরেজদের কাছে পরিচিত হয়েছিল। ভারত-প্রত্যাগত হ্যাভেল, এস. কে. র‍্যাটক্লিফ, রোটেনস্টাইন, কুমারস্বামী প্রমুখেরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেই জানতেন এবং এঁদের সূত্রে আর্থার ফক্স, স্ট্র্যাংওয়েজের মতো আরও অনেকে তাঁর কথা শুনেছিলেন—মডার্ন রিভিয়্যু-তে প্রকাশিত তাঁর রচনার ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গেও হয়তো কেউ-কেউ পরিচিত ছিলেন। *Nation* সাপ্তাহিক পত্রিকায় অজিতকুমারের কৃত ও প্রেরিত "সব পেয়েছি'র দেশ"-এর অনুবাদ "The Country of "Found-Everything" প্রকাশ ঘটনাটিও সামান্য নয়। ইতিপূর্বে জগদীশচন্দ্র ও সিস্টার নিবেদিতার চেষ্টা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনুবাদ ইংলণ্ডের পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, এই তথ্যটি আমরা স্মরণ করতে পারি। ইণ্ডিয়া সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন Arthur Fox Strangways [1859–1948]—রোটেনস্টাইন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ইনিই চেষ্টা করছিলেন যাতে অক্সফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে একটি সাম্মানিক ডিগ্রি দেয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলার লর্ড কার্জন প্রস্তাবটি বাতিল করেন এই যুক্তিতে যে, 'there were more distinguished men in India than Tagore.'[৪৮] বোঝাই যায়, রবীন্দ্রনাথের লেখা স্বদেশী গান লর্ড কার্জনের রাজত্বকালের শেষ দিনগুলিকে কেমন তিক্ত করে তুলেছিল সেই স্মৃতি তিনি তখনও ভুলতে পারেননি। Mary M. Lago 12 Jun রোটেনস্টাইনকে লেখা ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজের একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে ঠিক এই কথাগুলিই আছে ['of one who had added politically to the labours of the Viceroy']। তিনি এই চিঠিতেই ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে একটি 'পাবলিক' ডিনারের আয়োজন করার প্রস্তাব করেন।[৪৯] পত্রের তারিখটি লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ তখনও ইংলণ্ডে পদার্পণ করেননি।

কয়েকদিন উক্ত বোর্ডিং হাউসে থাকার পর হ্যামস্ট্রেডেই ছ'সপ্তাহের জন্য একটি ছোটো বাসা ভাড়া করা হয়। রথীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন পত্রে নগেন্দ্রনাথকে লেখেন : হ্যামষ্টেড হিথের উপর একটা বাড়ী দেড় মাসের জন্যে ভাড়া নিয়েছি। ...আগে যেখানে একটা Private Hotelএ ছিলুম—ভয়ানক খরচ হচ্ছিল।' রবীন্দ্রনাথও মাধুরীলতাকে লেখেন [*? 21 Jun Hampstead]: 'একটা ছোট বাড়ি নিয়ে নিজেদের ঘরকন্না পাতবার চেষ্টা চল্‌চে। কেদারকে পাকড়ানো গেছে, তাকে নিয়ে রথী ঘুরে বেড়াচ্চে।'[৫০] [স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কেদারনাথ দাসগুপ্তকে পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে।] বাসা বাড়িটির ঠিকানা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিঠিতে পাওয়া যায় : 3 Villas on Heath/Vale, of Heath/Hampstead/ London N.w. ১৪ আষাঢ় [শুক্র 28 Jun] সুকুমার রায় পিতা উপেন্দ্রকিশোরকে লেখেন : 'সকালে রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—...রবিবাবুরা যেখানে আছেন সে জায়গাটা ভারি সুন্দর—মনে হয় যেন লণ্ডন থেকে কতদূরে এসে পড়েছি। জায়গাটা খুব উঁচু নীচু—চারদিকে গাছপালা পাহাড়...আর খুব quiet. সেখান থেকে Mr. Rothenstein-এর বাড়ী বেশীদূরে নয়।'[৫১] সুকুমার রায়ের পত্রাবলিতে রবীন্দ্রনাথের অনেক খবর পাওয়া যায়, আমরা যথাস্থানে সেইসব তথ্য ব্যবহার করব।

সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা ও কেদারনাথ দাসগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হ্যামস্টেডের বাড়িতেই বাস করতে থাকেন। একটি তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে এখানকার জীবনযাত্রার বিস্তৃত বর্ণনা লিখে পাঠিয়েছেন :

...বৌমা এখানে নতুন ঘরকন্না ফেঁদে বসেছেন, তাই এখানকার দাসীচাকরদের সংস্রবে আসা গেছে। এদের কাজে কর্ম্মে তৎপরতায় ভারি আরাম বোধ হয়। আমরা কাল থেকে নিজেদের একটা পুরো বাড়ি ভাড়া করেছি—ভাল থাকব বলে মনে হচ্চে। সোমেন্দ্র আমাদের সঙ্গেই আছে।

বৌমা খুব কষে চারদিক দেখেশুনে বেড়াচ্চেন। অমন করে ঘুরে বেড়াতে আমার উৎসাহ হয় না। ...কিন্তু আমি এখানকার লোকেদের পাল্লায় পড়ে গেছি। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের ভিড় লেগে গেছে। সেটা ঠিক আমাকে খাপ খাচ্চে [না]। কিন্তু এদের এত আদরযত্ন ঠেলে চলে যেতেও পারচিনে। এখানে আমরা ছয় সপ্তাহের জন্য বাড়ি নিয়েছি—তার পরে যেখানে হয় দৌড় দেওয়া যাবে।

আমাদের এখানকার ঘরকরনার প্রধান গৃহিণী যে আমাদের বৌমা সে কথা বল্‌তে পারবনা। কেদার দাসগুপ্তই গিন্নিপনা করচে। সে আমাদের সঙ্গে এখানেই বাস করচে।[৫২]

বিদেশে বাংলা রচনা, বিশেষত কবিতা, লিখতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসাহ বোধ করতেন না। কিন্তু সম্ভবত হ্যামস্টেডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি দুটি কবিতা লিখে ফেলেন। 23 Jun [রবি ৯ আষাঢ়] লেখেন 'তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া' [দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৫৬–৫৭, ২৯-সংখ্যক; তত্ত্ব, ভাদ্র। ১০৩, 'আলো-ছায়া'] এবং 25 Jun [মঙ্গল ১১ আষাঢ়] রচনা করেন 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি' [দ্র ঐ ১১। ১৫৭, ৩০-সংখ্যক]—কিন্তু দুটি কবিতাতেই রচনাস্থল হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে : 'The Heath/2 Holford Road/Hampstead'। শুধু কবিতা লেখাই নয়, রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদও করেন। এই দুটি অনুবাদ সম্ভবত 27 Jun [বৃহ ১৩ আষাঢ়] তিনি রোটেনস্টাইনকে পত্র-সহ প্রেরণ করেন : 'I send you some more of my poems rendered into English. They are far too simple to bear the strain of translation but I know you will understand them through their faded meanings.'[৫৩] *Gitanjali*-র যে আটটি কবিতার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, এগুলি তাদের অন্যতম। অজিতকুমার চক্রবর্তী 'তব রবিকর...' কবিতাটি পেয়ে সেটির একটি স-মিল ইংরেজি অনুবাদ করে ১ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন।[৫৪]

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ একদিন *Nation* সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক H.W. Massingham-কর্তৃক মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত হন। পত্রিকাটিতে অজিতকুমার-কৃত 'সব-পেয়েছির দেশ'-এর অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল—বিদেশী পত্রিকায় রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হল—সম্ভবত এরই সূত্রে পত্রিকাটির সঙ্গে তাঁর সংযোগ গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ 'লণ্ডনে' প্রবন্ধে লেখেন : 'নেশন পত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা সপ্তাহে একদিন মধ্যাহ্নভোজে একত্র হন। এখানে তাঁহারা আহার করিতে করিতে আলাপ করেন ও আহারান্তে আগামী সপ্তাহের প্রবন্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের লেখকেরা সকলেই পাণ্ডিত্যে ও দক্ষতায় অসামান্য ব্যক্তি। সেদিন ইঁহাদের আলোচনা-ভোজে স্থান পাইয়া আমি বড়োই আনন্দ লাভ করিয়াছি।'[৫৫] প্রবন্ধটি ১৪ আষাঢ়ের [শুক্র 28 Jun] পত্রের সঙ্গে তিনি অজিতকুমারকে প্রেরণ করেন, সুতরাং মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন তার আগেই হয়েছিল।

ইতিমধ্যে রোটেনস্টাইন *Gitanjali*-র পাণ্ডুলিপির অনুবাদগুলি টাইপ করিয়ে তিনটি কপি ইয়েট্‌স্, অক্সফোর্ডের কবিতার অধ্যাপক Andrew Cecil Bradley [1851–1935] ও প্রসিদ্ধ একেশ্বরবাদী লেখক Stopford Augustus Brooke [1852–1916]-এর কাছে প্রেরণ করেন। রোটেনস্টাইন লিখেছেন : 'I sent word to Yeats, who failed to reply; but when I wrote again he asked me to send him the

poems, and when he had read them his enthusiasm equalled mine.'[৫৬] ইয়েট্‌স্‌ নিজেই তাঁর উত্তেজনার কথা বর্ণনা করেছেন *Gitanjali*-র ভূমিকায় : 'I have carried the manuscript of these translations about with me for days, reading it in railway trains, or on the top of omnibuses and in resturants, and I have often had to close it lest some stranger would see how much it moved me.'

ইণ্ডিয়া সোসাইটির ডিনার-সংক্রান্ত উদ্যোগ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়ে রোটেনস্টাইন তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হবার আহ্বান জানালে ইয়েট্‌স্‌ 25 Jun লেখেন : 'Thursday at 7.30 with pleasure. Many thanks. I have been in copious correspondence with Rolleston about the dinner.' এরপর 27 Jun [বৃহ ১৩ আষাঢ়] রোটেনস্টাইনের গৃহে সান্ধ্যভোজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। ঐ তারিখে ইয়েট্‌স্‌ Florence Furr-কে লেখেন : 'I do not think I can get to you this afternoon...at 7.30 I dine with Rothenstein to meet Tagore the Hindoo poet.' রবীন্দ্রনাথ নিজে এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করেছেন পরদিন ১৪ আষাঢ় ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা পত্রে :

কাল রাত্রে এখানকার কবি Yeats-এর সঙ্গে একত্রে আহার করেছি। তিনি আমার কবিতার কতকগুলি গদ্য তর্জ্জমা কাল পড়লেন। খুব সুন্দর করে সুর করে তিনি পড়লেন। আমার নিজের ইংরেজির উপর আমার কিছুমাত্র ভরসা ছিল না—তিনি বল্লেন, যদি কেউ বলে এ লেখাকে কেউ আরো improve করতে পারে সে সাহিত্যের কিছুই জানে না। ...আমার এই গদ্য তর্জ্জমাগুলো Yeats নিজে edit করে একটা introduction লিখে ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন।[৫৭]

স্টপফোর্ড ব্রুক ও ব্র্যাডলির প্রতিক্রিয়াও একই রকমের হয়েছিল। ব্র্যাডলি রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'It looks as though we have at last a great poet amongst us again.' স্টপফোর্ড ব্রুক লেখেন : 'I have read them with more than admiration, with great gratitude, for their spiritual help and for the joy they bring and confirm, and for the love of beauty which they deepen far more than I can tell. I wish I were worthy of them.'

এর পরেই শুরু হল সেই সময়, যা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরে [26 Jan 1932] রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন : '...then came those delightful days when I worked with Yeats.' Thomas Sturge Moore [1870–1944] Robert Trevelyan [1872–1951]-কে একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন :

Yeats and Rothenstein had a Bengalee poet on view during the last days I was in London. I was first privileged to see him in Yeats' rooms and then hear a translation of his poems made by himself and read by Yeats in Rothenstein's drawing room. His unique subject is "the love of God". When I told Yeats that I found his poetry preposterously optimistic he said "Ah, you see, he is absorbed in God". The poet himself is a sweet creature beautiful to the eye in a silk turban. ...Speaks very little, but looks beneficent and intelligent.[৬০]

এর পর তিনি *Gitanjali*-র ৪৬, ৬০ ও ৭৮-সংখ্যক কবিতার সংক্ষিপ্তসার লিখে পাঠান। মেরী লাগো-র অনুমিত তারিখ [30 Jun] সঠিক হলে বলতে হয়, 27 Jun-এর কবিতা-পাঠের পর ইয়েট্‌স্ আরও এক দিন রোটেনস্টাইনের বাড়ি কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন।

এর পর 7 Jul [রবি ২৩ আষাঢ়] সন্ধ্যায় রোটেনস্টাইনের গৃহে আরও বড়ো একটি কবিতা-পাঠের আসর বসল। রবীন্দ্রজীবনী-কার কোনো প্রমাণ ছাড়াই এই আসরের তারিখটি 30 Jun [রবি ১৬ আষাঢ়] বলে উল্লেখ করেছিলেন [পরে তিনি তারিখটি সংশোধন করেছেন],[৬১] ফলে বিভিন্ন গবেষণা-মূলক গ্রন্থেও এইটিই সেই ঐতিহাসিক সন্ধ্যার তারিখ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে—এমন-কি দিনটির স্মরণে বার্ষিক আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রকবিতা-পাঠের আসরও আয়োজিত হচ্ছে। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স্ কলেজের অধ্যাপক Reverend Charles Freer Andrews [1871–1940] সেই সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা 'An Evening with Rabindranath' [Vide *The Modem Review*, Aug 1912/225–28] প্রবন্ধে ব্যক্ত করেন। এই প্রবন্ধে বর্ণিত রবিবার সন্ধ্যার উল্লেখ থেকেই রবীন্দ্রজীবনী-কার 30 Jun তারিখটি অনুমান করে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত তারিখটি নির্ণয় করা যায় May Sinclair [? 1865–1946]-এর লেখা 8 Jul [সোম ২৪ আষাঢ়]-এর পত্র থেকে, যেটি রথীন্দ্রনাথ *On the Edges of Time* [pp. 102–03] গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন :

It was impossible for me to say anything to you about your poems *last night,* because they are of a kind not easily spoken about. May I say now that as long as I live, even if I were never to hear them again, I shall never forget the impression that they made. It is not only that they have an absolute beauty, a perfection as poetry, but that they have made present for me forever the divine thing that I can only find by flashes and with an agonizing uncertainty....

Now it is satisfaction—this flawless satisfaction—you gave me last night. You have put into English which is absolutely transparent in its perfection things it is despaired of ever seeing written in English at all or in any Western language. [বক্রাক্ষর আমাদের]

রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সেই সন্ধ্যায় রোটেনস্টাইনের বাড়িতে Ernest Rhys, Alice Meynell, Henry Nevinson, May Sinclair, Charles Trevelyan, C.F. Andrews ও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অ্যাণ্ডরুজের বিবরণ থেকে জানা যায়, কবিতা-পাঠের পূর্বে ইয়েট্‌স্ কিছু ভূমিকা করে নেন :

He told us how he had received it a few days ago and had kept it by him night and day, pondering over the strange beauty of the thoughts that were enshrined in song. The religious spirit that was revealed in it made him go back to the "De Imitatione" for any parallel to it in the West. It had, he said, besides, a feeling of natural beauty which linked it with the poets of the Revolution Period in English literature,—with Keats and Shelley and Wordsworth. At the

same time it was singularly and wholly original. It dealt with elemental thoughts of life and death, of home and children, and of the Love of God.

এরপর ইয়েট্‌স্‌ তাঁর 'musical, ecstatic voice'-এ কবিতা পড়তে শুরু করেন। অ্যাণ্ডরুজের বর্ণনানুযায়ী তিনি প্রথমেই পড়েন *Gitanjali*-র ৯৫-সংখ্যক কবিতা। সম্ভবত ২২-সংখ্যক ও আরও কতকগুলি কবিতা তিনি পাঠ করেছিলেন। অ্যাণ্ডরুজের বর্ণনাটি এইরূপ :

At every verse the Bengal scenery—the Monsoon storm clouds, the surging seas, the pure white mountains, the flowers and fields, the lotus on the lake, the village children at play, the market throng the pilgrim shrine—came before the eyes, moulded into melodies of exquisite sweetness.

অন্যদের উপরে কবিতা-পাঠের প্রতিক্রিয়া রথীন্দ্রনাথ যা অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন—'the almost painful silence that followed the recitation; the flood of appreciative letters that poured in the next day'—মে সিনক্লেয়ার ও মার্গারেট র‍্যাডফোর্ডের* পত্রে এবং অ্যাণ্ডরুজের প্রবন্ধে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে পৌঁছনোর আগে থেকেই তাঁকে সান্ধ্যভোজে সংবর্ধিত করার জন্য ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, একথা আমরা আগেই বলেছি। অনুষ্ঠানটি হয় 10 Jul [বুধ ২৬ আষাঢ়] সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্‌যোগে সংবর্ধনা হইবার দুইদিন পূর্বে এমার্সন ক্লাবে কেদারনাথ দাসগুপ্ত স্থাপিত Union of East and West নামক সভার তরফ হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংবর্ধনা হয়। ...সুতরাং বিলাতে রবীন্দ্রসংবর্ধনার আদি গৌরব বাঙালিরই প্রাপ্য।'[৬২] তিনি ইণ্ডিয়া সোসাইটির সান্ধ্যভোজের তারিখটি 12 Jul বলে উল্লেখ করেছেন, সুতরাং পূর্ববর্তী সংবর্ধনার তারিখ হয় 10 Jul—তিনি কোনোটিরই সূত্র-প্রমাণাদি দেননি। এই বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার লণ্ডন-সংবাদদাতার 12 Jul তারিখে প্রেরিত সংবাদটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য : 'I may add that the Indian Union Society entertained Mr. Tagore last Sunday [7 Jul; ২৩ আষাঢ়] afternoon at the Emerson Club, London, and that he received a great ovation from the Indian and European friends present. He was garlanded in Indian fashion by Miss Dass and made a characteristic and touching reply.' উল্লেখ্য, এই দিনই রাত্রে রোটেনস্টাইনের গৃহে কবিতা-পাঠের আসর বসেছিল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সুকুমার রায় 12 Jul পিতাকে যে পত্র লেখেন তাতে উক্ত সংবর্ধনার কোনো উল্লেখ নেই; তিনি লেখেন : 'মঙ্গলবার [9 Jul: ২৫ আষাঢ়] রবিবাবুর ওখানে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন ছিল। Rothensteinও সেখানে এসেছিলেন—দুজনেই বল্লেন, আমি রবিবাবুর কয়েকটা poetryর যা translation করেছি তা তাঁদের খুব ভাল লেগেছে—এইগুলো এবং আরো কয়েকটা translate ক'রে publish করবার জন্য বিশেষ ক'রে বল্লেন।'[৬৩] প্রথমদিকে এরূপ অনেক জল্পনা হয়েছিল, যার মধ্যে 'রাজা' ও 'ডাকঘর'-এর অনুবাদ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ-ব্যতীত অন্যের অনুবাদ গুরুত্ব লাভ করেনি।

10 Jul [বুধ ২৬ আষাঢ়] ট্রোকাডেরো রেস্তোরাঁয় ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে সংবর্ধনা হল। এই বিষয়ে Rothenstein, W.W. Hornell, Mrs. Shuldham Shaw, A.H. Fox Strangways-স্বাক্ষরিত একটি মুদ্রিত প্রচারপত্র বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে প্রেরিত হয়, এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করি :

'MR. RABINDRO NATH TAGORE, perhaps the most distinguished Indian poet and teacher of the present generation, is in England for a few weeks, and it seems to be a good opportunity of getting together a small number of people interested in literature to welcome him. It is proposed to dine together at the Trocadero on 10th July at 7.30....'

মদ্য-ছাড়া ডিনার-টিকিটের মূল্য ধার্য হয়েছিল ৫ শিলিং, আগ্রহী ব্যক্তিদের ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের এডিনবরা ম্যানসনে হর্নেলের সঙ্গে সত্বর যোগাযোগ করতে আহ্বান জানানো হয়। রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে দেখা যায়, জে. ডি. অ্যাণ্ডারসন যেখানে যোগ দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, সেখানে জন গল্স্‌ওয়ার্দি বা গোপালকৃষ্ণ গোখলে ঐ বিশেষ দিনে লণ্ডনের বাইরে থাকবেন জানিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে পত্র লিখেছেন। ডিনারের দুর্লভ মেন্যু-কার্ডটির একটি প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হল :

INDIA SOCIETY

DINNER

TO

MR. RABINDRO NATH TAGORE

WEDNESDAY, JULY 10th, 1912.
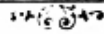
MENU

Hors d'Œuvre variés

Consommé Printanier
Crême de Tomates

Darne de Saumon, Sauce Hollandaise
Concombres

Carré de Pré-Salé aux Primeurs

Chapon du Mans à la Broche
Pommes Chips
Salade

Glace Trocadéro

Dessert

Oak Rooms,
Crocadero

J. LYONS & CO. LTD. CATERERS.

অনুষ্ঠানটির একটি বিস্তৃত বিবরণ 'Dinner to Mr. Rabindra Nath Tagore' শিরোনামে *The Times* [13 Jul]-এ মুদ্রিত হয় :

On Wednesday last at the Trocadero Restaurant there was a large gathering in honour of Mr. Rabindra Nath Tagore. Mr W.B. Yeats presided, and among those present were Messrs. J.W. Mackail, Herbert Trench, R.B. Cunninghame Graham, H.W. Nevinson, H.G. Wells, Cecil Sharp, J.D. Anderson, E.B. Havell, T.W. Arnold, R. Vaughan Williams, and T.W. Rolleston.

India পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে মডার্ন রিভিয়্যু যে বিবরণ প্রকাশ করে [‘Rabindranath in England’, Aug 1912/222]. তাতে বলা হয়েছে, প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন—অতিরিক্ত নাম পাওয়া যায় : Miss May Sinclair, Countess Martinengo Cesaresco, Madame Maud Gonne। সভার বিবরণটি এইরূপ :

The Chairman proposed the health of the poet, and read with wonderful effect, three of his poems in a prose translation. Mr. S.K. Ratcliffe,* in seconding the toast, spoke of the remarkable record of the Tagore family in the intellectual leadership of Bengal. Mr. Tagore replied in a speech at once brief and singularly impressive. Mr. T.W. Arnold proposed the toast of “India”, to which also Mr. W. Rothenstein spoke. It was acknowledged by Sir Krishna Govinda Gupta.[৬৪]

ইয়েট্‌স সভাপতির ভাষণে যা বলেন, *Gitanjali*-র ভূমিকা তারই পরিবর্ধিত রূপ। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তরের বাংলা অনুবাদ ‘ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা’ [প্রবাসী, ভাদ্র। ৫৬৪–৬৫] প্রবন্ধে মুদ্রিত হয় :

আজ এই সন্ধ্যায় আপনারা আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করিলেন, আমার ভয় হয়, যে ভাষার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই সে ভাষায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নাই। আশা করি আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন—আপনাদের এই গৌরবান্বিত ভাষায় যদিও আমার সামান্য জ্ঞান আছে—তথাপি আমি কেবল আমার নিজের ভাষাতেই (ভাবিতে পারি) এবং অনুভব করিতে পারি। আমার বাংলা ভাষা অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণা গৃহিণীর ন্যায় বরাবর আমার সমস্ত সেবা দাবী করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁর রাজ্যে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের অনধিকারপ্রবেশকে তিনি প্রশ্রয়মাত্র দেন নাই। সেই জন্য আমি কেবলমাত্র আপনাদিগকে এইটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে এদেশে আসা অবধি যে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি দ্বারা আপনারা আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমাকে এত মুগ্ধ করিয়াছে যে আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিনা। আমি একটি শিক্ষালাভ করিয়াছি—এবং সহস্র মাইল পথ সেই শিক্ষা লাভের জন্য আমার আসা সার্থক—যে যদিও আমাদের ভাষা, আমাদের আচার ব্যবহার সমস্তই পৃথক্ তথাপি ভিতরে ভিতরে আমাদের হৃদয় এক! নীলনদীর তীরে যে বর্ষার মেঘ উৎপন্ন হয় সে যেমন সুদূর গঙ্গার উপত্যকাকে শস্যশ্যামল করিয়া দেয়, তেমনি পূর্ব্বাকাশের সূর্য্যালোকের অনিমেষ দৃষ্টির নিম্নে যে আইডিয়া আকারপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে হয়তো সমুদ্রপার হইয়া পশ্চিমে আসিতে হইবে—সেখানকার মনুষ্যহৃদয়ের মধ্যে তাহার সম্ভাষণ লাভের জন্য, সেখানকার সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য। প্রাচী প্রাচীই এবং প্রতীচীও প্রতীচী সন্দেহ নাই এবং ঈশ্বর না করুন যে ইহার অন্যথা হয়—তথাপি এই উভয়ই মিলিতে পারে। —না—সখ্যে, শান্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচয়ে ইহারা একদিন মিলিবেই। ইহাদের ভিতরে প্রভেদ আছে বলিয়াই ইহাদের মিলন আরও সফল মিলন হইবে—কারণ সত্যকারের প্রভেদ কখনই বিলুপ্ত হইবার নয়—তাহা ইহাদের উভয়কে বিশ্বমানবের সাধারণ বেদিকার সম্মুখে এক পবিত্র বিবাহবন্ধনে মিলিত করিবার দিকেই লইয়া চলিবে।

ইয়েট্‌স্ তিনটি কবিতার অনুবাদ পাঠ করেন, তার মধ্যে দুটি *The Times* [13 Jul]-এ মুদ্রিত হয় : ‘I was not aware of the moment when I first crossed the threshold of this life’ [No. 95]; ‘In the deep shadows of the rainy July’ [No. 22]। বিদেশী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হল। অপর কবিতাটি হল খেয়া-র ‘অনাবশ্যক’ [‘কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে’] কবিতার অনুবাদ ‘On the slope of the desolate river among tall grasses I asked her’ [No. 64] Nov 1912 [p. 485]-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তে ‘Inutile’ শিরোনামায় ‘This prose translation of one of his poems was one of the three read at the dinner given to Mr. Tagore in London in July last,—*Ed. M.R.*’ টীকা-সহ মুদ্রিত হয়। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘While replying to the toasts Father recited a few unpublished poems, and at the end when Father sang in Bengali the national song *Vande Mataram* everybody rose and remained standing.’[৬৫]

রথীন্দ্রনাথ 12 Jul মীরা দেবী ও নগেন্দ্রনাথকে ইংরেজিতে লেখা একটি পত্রে উক্ত সান্ধ্য-সংবর্ধনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে অন্যান্য খবরের মধ্যে লেখেন : 'Mr. Rothenstein has done some very fine drawings of father's—one of which I am having reproduced here and will shortly send you out a thousand copies.' রথীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ছবিটি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের মলাটে ব্যবহারের কথা, কিন্তু বইটি তখন প্রকাশের মুখে [প্রথম প্রকাশ : 25 Jul]—ছবিটি ব্যবহৃত হয় *Gitanjali*-তে। তিনি আরও লেখেন : 'We are going to-night to Cambridge to spend the week-end there. Father has been invited by Mr. Dickinson (the author of John Chinaman), but we are going to stay with a Quaker family.'[৬৬] কেম্‌ব্রিজে তখন রবীন্দ্রনাথের অনেক গুণগ্রাহী ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান James Drummond Anderson [1852–1920] তখন কেম্‌ব্রিজে বাংলার অধ্যাপক, তিনি ইণ্ডিয়া সোসাইটির সংবর্ধনাতেও উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিলেতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাণ্ডারসন তাঁকে কেম্‌ব্রিজে আহ্বান করতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত ও বাড়িতে স্থানাভাব থাকায় 20 Jun রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'I hope, however, that the poet will visit Cambridge when work begins again—after 4th July—and we shall be proud and pleased to do him honour. ...There are many here who would be glad to make his acquaintance, amongst them—the Professor of Arabic, who has heard much about him, and not only from me.'[৬৭] 3 Sep 1920 রবীন্দ্রনাথকে লেখা শেষ চিঠিতে তিনি বন্ধু আরবী পণ্ডিত Sir Charles Lyall-এর মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন—উল্লিখিত পত্রে হয়তো তাঁরই কথা বলা হয়েছে।

কেম্‌ব্রিজের King's College-এর ফেলো ঐতিহাসিক Goldsworthy Lowes Dickinson [1862–1932]-এর *Letters of John Chinaman* পড়ে রবীন্দ্রনাথ 'চীনেম্যানের চিঠি' [দ্র বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৯] প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সম্ভবত তাঁরই আগ্রহে রোটেনস্টাইন উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন।

রথীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত চিঠি থেকে জানা যায়, তাঁরা 12 Jul [শুক্র ২৮ আষাঢ়] রাত্রে কেম্‌ব্রিজ যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ এখানকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লেখেন :

> ...যিনি লেখক তাঁহাকে দেখিলাম; তিনি চীনাম্যান নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু, তিনি ভাবুক, অতএব তিনি সকল দেশের মানুষ। যে দুইদিন ইঁহার বাসায় ছিলাম ইঁহার সঙ্গে প্রায় নিয়ত আমার কথাবার্তা হইয়াছে। স্রোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে মেশে তেমনি অশ্রান্ত আনন্দে তাঁহার চিত্তবেগের টানে আমার চিত্ত ধাবিত হইয়া চলিতেছিল। ...ইঁহার সঙ্গে এক সময়ে যখন এখানকার একজন বিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক রাসেল সাহেব আসিয়া মিলিত হইলেন তখন তাঁদের আলাপের আন্দোলন আমার মনকে পদে পদে অভিহত করিয়া আনন্দিত করিয়া তুলিল। গণিতের তেজে কাহারও মন দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়, কাহারও মন আলোকিত হইয়া উঠে। রাসেল সাহেবের মন যেন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্যরশ্মি মিলিত হইয়া আছে, সেইটে আমার কাছে সবচেয়ে সরস লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম সেখানে একদিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত প্রাচীন তরুসভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম। আলাপের বিষয় বহুদূরব্যাপী। তাহার মধ্যে সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন সকলরকম জিনিসই ছিল। আমার কাছে সেই রাত্রির স্মৃতিটি বড়ো রমণীয়। এক দিকে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির আকাশ-জোড়া নিস্তব্ধতা, আর-এক দিকে তাহারই মাঝখান দিয়া মানুষের চঞ্চল মন আপনার তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্বকে বাহুবন্ধনে বাঁধিবার জন্য অভিসারে চলিয়াছে।[৬৮]

Bertrand Russell [1872–1970]-কে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়নি। লণ্ডনে তাঁদের সাক্ষাৎ-প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'রাসেল বললেন, তিনি কেম্‌ব্রিজ থেকে সোজা এসেছেন লণ্ডনে, কেবল বাবার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। অতঃপর বেশি কিছু ভণিতা না করেই বাবাকে প্রশ্ন করে বসলেন : 'আচ্ছা টাগোর, তোমার মতে "সুন্দর" কি?' এমন আচমকা প্রশ্নের জবাব কি সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া যায়? বাবা কিছুক্ষণ

চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মতামত বলতে লাগলেন। ...বাবার ব্যাখ্যা রাসেলের মনঃপূত হয়েছিল কিনা বলতে পারি না। যতক্ষণ বাবা বললেন, তিনি চুপ করে বসে শুনলেন, যেই বলা শেষ হল অমনি, যেমন ঝড়ের মতো এসেছিলেন, তেমনি হঠাৎ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।'[৬৯] রথীন্দ্রনাথের বর্ণনার ভাবে মনে হয়, এটি হলফোর্ড্ রোডের বোর্ডিং-হাউসে থাকার সময়ের ঘটনা—কিন্তু তা ঠিক নয়; 16 Aug রাসেল রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'I was much interested to meet an Indian poet, & very anxious to hear all he had to say—I didn't quite realize he was a very dear friend of yours or I wd. have spoken of you to him.'[৭০] হয়ত জুলাই মাসের শেষদিকে রাসেল লণ্ডনে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। Oct-Nov-এ উভয়ের পত্রালাপের সামান্য অংশ রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে, তাতে পরিচয় ও ভাব-বিনিময়ের চিহ্ন বর্তমান।

কেম্‌ব্রিজে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ঘটনাবহুল ছিল না, কিন্তু যাঁরাই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন তাঁরাই অভিভূত হয়েছেন বিপুলভাবে। অধ্যাপক Francis Cornford-এর স্ত্রী, চার্লস ডারউইনের নাতনি, Frances Darwin Cornford 15 Jul রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'I must write and tell you both what wonderful thing it has been to see Tagore. ...He is like a saint, and the beauty and dignity of his whole being is wonderful to remember...and made me feel that we in the West hardly know what real gentleness and tenderness are. ...I can now imagine a powerful and gentle Christ, which I never could before.'[৭১] অ্যাণ্ডারসন একই দিনে তাঁকে লেখেন : 'The Poet's quite dignity and modesty are very delightful, and it is easy to see why he has such extraordinary influence over the rising generation in Bengal. I am very grateful to you for having given me the chance of making the acquaintance of so distinguished and attractive a being.'[৭২] উভয়ের বক্তব্য ও ভাষার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অ্যাণ্ডারসন এইদিন রবীন্দ্রনাথকেও লেখেন : 'Please believe that it was a very great pride and pleasure to meet you at King's College yesterday. ...I am very sorry my rheumatic old back compelled me to run away early, and prevented me from getting the full advantage of a great opportunity.'[৭৩] আ-মৃত্যু [1920] অ্যাণ্ডারসন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ বজায় রেখেছিলেন, 'চোখের বালি' বা 'নৌকাডুবি' ইংরেজিতে অনুবাদ করার ইচ্ছা ছিল তাঁর—বাংলা ছন্দ-বিষয়ে দুজনের পত্র-বিনিময় এই বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

পিয়র্সনও এই সময়ে কেম্‌ব্রিজে ছিলেন। তিনি কলকাতায় ফিরে অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে গিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-বিষয়ে 17 Dec রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'Sudhir [সুধীরঞ্জন দাস] at my request sang the song you sang to us at Cambridge beginning জীবনে যত পূজা He has a very sweet voice and the song moved me deeply as I remembered the scene at Cambridge.'[৭৪]

রবীন্দ্রনাথ কেম্‌ব্রিজ থেকে ফিরে আসেন 15 Jul [সোম ৩১ আষাঢ়]। ইংলণ্ডে যাওয়ার পরেও তিনি *Gitanjali*-র জন্য অনুবাদ-কর্ম অব্যাহত রেখেছিলেন, এই দিনও তিনি মৃত্যু-সংক্রান্ত তিনটি কবিতা অনুবাদ

করেন। পরের দিন রোটেনস্টাইনের মাতৃবিয়োগের দুঃসংবাদ শুনে তাঁকে একটি পাঠিয়ে দিয়ে লেখেন :

...You know my heart is with you in your present trial. I do not know what made me sit down to translate three of my poems, all on the subject of death, directly I came back from Cambridge yesterday. It seems to me that the sympathetic chords of heart are touched at some unseen communication. I feel I must send you the first one of those translations—the original of which sprang from a direct experience of death.[৭৫]

কবিতাটি হল মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে লেখা স্মরণ-এর ৫-সংখ্যক কবিতা 'আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই'-এর অনুবাদ : 'In desperate hope I go and search her in all corners of my room' [*Gitanjali,* No. 87]। অন্য দুটি কবিতা সম্ভবত 'পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত' [নৈবেদ্য, ১৮-সংখ্যক] ও 'একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ' ['দুর্লভ জন্ম', চৈতালি]—অনুবাদগুলি *Gitanjali*-তে যথাক্রমে ৮৬ ও ৯২-সংখ্যক কবিতা হিসেবে সংকলিত হয়।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮৩৪ শক [৮২৭ সংখ্যা] :

৫১ 'শেষ কথা' ['যাবার দিনে এই কথাটি'] দ্র গীতাঞ্জলি ১১। ১১১ [১৪২]

৫২–৬১ 'যাত্রার পূর্ব্বপত্র' দ্র পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৫৯–৭৫

৬৫–৬৬ 'বোম্বাই সহর' দ্র ঐ ২৬। ৪৭৫–৭৮

৬৯-৭১ 'স্বরলিপি'/মিশ্র বেহাগ-ঝম্পক/এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে দ্র স্বর ৪১; স্বরলিপি করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯ [১২ / ১ / ৩] :

২৩৯–৪৬ 'জীবনস্মৃতি' দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ৪০৬–১৯

২৮৮–৮৯ 'যাত্রী' ['ওগো পথিক দিনের শেষে'] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৩৯–৪১ [১১]

৩১৭ 'অবসান' ['এবার ভাসিয়ে দিতে হবে'] দ্র ঐ ১১। ১৪৭ [১৬]

আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী-তে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'কোথা যাও' [পৃ ৩৩১–৩২] কবিতাটি 'সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী-পর্য্যটন-যাত্রার উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছে' টীকা-সহ মুদ্রিত হয়।

The Nation, 15 June 1912:

406 'The Country of "Found-Everything"

খেয়া-র 'সব-পেয়েছি'র দেশ' [দ্র ১০। ১৮১–৮৩] কবিতাটির অজিতকুমার চক্রবর্তী-কৃত অনুবাদ অনুবাদকের নাম ছাড়া মুদ্রিত হয়। এটি *The Modem Review* [Sep 1912/ 319–20]-তে পুনর্মুদ্রিত হয়, সেখানে অজিতকুমারের নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৮৩৪ শক [৮২৮ সংখ্যা] :

৭৭–৭৮ 'আনন্দরূপ' দ্র পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৯৫–৯৭

৭৮–৮১ ‘যাত্রা’ দ্র ঐ ২৬। ৪৯০–৯৪

৯১–৯৫ ‘সমুদ্রপাড়ি’ দ্র ঐ ২৬। ৪৮৩–৯০

৯৮–১০০ ‘স্বরলিপি’/মিশ্র রামকেলী-দাদ্‌রা/এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে দ্র স্বর ৪১; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গানটির স্বরলিপি করেন।

ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৯ [৩৬। ৪] :

৩৭২–৭৪ ‘অন্তর বাহির’ দ্র পথের সঞ্চয় ২৬। ৫০২–০৭

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৯ [১২। ১। ৪] :

৩৫১–৫৮ ‘জীবনস্মৃতি’ দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ৪১৯–৩২

৩৬২ ‘নিকটের যাত্রা’ [‘অনেক কালের যাত্রা আমার’] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৪৫ [১৪]

৩৮৯ ‘ঝড়’ [‘ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো’] দ্র ঐ ১১। ১৪৯–৫০ [১৯]

৪৩১–৩৪ ‘জলস্থল’ দ্র পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৭৯–৮৩

৪৩৭–৪০ ‘দুই ইচ্ছা’ দ্র ঐ ২৬। ৪৯৭–৫০১

‘জীবনস্মৃতি’ এই সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আয়োজন অনেক দিন ধরেই চলছিল; বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 25 Jul [বৃহ ৯ শ্রাবণ]। অত্যন্ত মূল্যবান কাগজে গগনেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত আর্ট পেপারে ছাপা ২৩টি ছবি-সহ গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়।

[অর্ধ-আখ্যাপত্র :] জীবন-স্মৃতি

[পরপৃষ্ঠায় :] প্রকাশক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়/শিলাইদহ, নদীয়া।/ আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস/৫৫, আপার চিৎপুর রোড্‌,—কলিকাতা/শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত/সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত/১৩১৯

[আখ্যাপত্র :] জীবন-স্মৃতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ/ঠাকুর ★ ★ ★/[এর নীচে ছিল নন্দলাল বসুর আঁকা ‘পদ্মের পাপড়ি খসার ছবি’; ছবিটি ‘ছিন্নপত্র’ গ্রন্থের জন্য আঁকা, প্রথম সংস্করণ জীবনস্মৃতি-তেও ব্যবহৃত হয়][৭৬]

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+১৯৫; মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০; মূল্য : পাঁচ টাকা

এর কয়েকদিন পরেই ‘ছিন্নপত্র’ প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 28 Jul [রবি ১২ শ্রাবণ]। চামড়ার মলাটে সোনার রঙে এম্‌বস্‌-করা ‘ছিন্ন পত্র/ ★/ রবীন্দ্রনাথ/ [পদ্মের পাপড়ি খসার ছবি]’-সংবলিত একটি কপি আমরা দেখেছি।

[অর্ধ-আখ্যাপত্র :] ছিন্নপত্র

[পরপৃষ্ঠায় প্রকাশক ও মুদ্রকের বিবরণ অবিকল জীবনস্মৃতি-র মতো]

[আখ্যাপত্র :] ছিন্নপত্র—শ্রীরবীন্দ্রনাথ/ঠাকুর ★ ★ ★/ [পদ্মের পাপড়ি খসার ছবি]

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২৩৩; মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০; মূল্য : তিন টাকা।

‘অচলায়তন’ ইতিপূর্বে প্রবাসী-র আশ্বিন ১৩১৮-সংখ্যায় সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছিল, গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ 2 Aug [সোম ১৭ শ্রাবণ]।

[আখ্যাপত্র :] অচলায়তন।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—/মূল্য ॥০ আনা

[পরপৃষ্ঠায় :] ৫৫, আপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+১৩৮; মুদ্রণসংখ্যা : ১০০০।

এ ছাড়াও শ্রাবণ মাসে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হয় : ক্ষণিকা [25 Jul বৃহ ৯ শ্রাবণ; পৃষ্ঠা : ৩+১৫৯; মূল্য : বারো আনা], কাহিনী [28 Jul রবি ১২ শ্রাবণ; পৃষ্ঠা : ১৫৭; মূল্য : দশ আনা] এবং কথা [10 Aug শনি ২৫ শ্রাবণ; পৃষ্ঠা : ২+১০৩; মূল্য : আট আনা]।

ট্রোকাডেরো রেস্তোরাঁয় প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণের প্রশংসা করে রোটেনস্টাইন ইয়েট্স্‌কে একটি পত্র লেখেন: 'We must arrange to meet one day next week to go over the poems. Will you lunch & then sit & work afterwards?'[৭৭] এই পত্রের ভাবে মনে হয়, তখনও কবিতার সংস্কার-কার্য আরম্ভ হয়নি। এর পরে 17 Jul [বুধ ১ শ্রাবণ] ইয়েট্স্ তাঁর 18, Woburn Buildings, Upper Woburn Place ঠিকানা থেকে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন : 'Will you lunch with me at one to-morrow at the Hotel Gunlia, Upper Woburn Place, the Hotel we dined at the other day? We can come in here afterwards and go through the mss.' 'Monday night' [? 22 Jul] তিনি লেখেন : 'I am afraid there has been some misunderstanding, as to the day on which I was to go through the translations with you. ...I am sorry that I cannot get free to-morrow. Are you free Thursday? If not, Saturday would suit me. I am looking forward greatly to talking over the poems with you. I am still reading them continually.' 'Tuesday' লেখেন : 'I will come Tuesday as our next please. Many thanks for further Mss.'[৭৮] চিঠিগুলি সম্ভবত জুলাই মাসের বাকি দিনগুলিতে লেখা, কারণ স্ট্র্যাফোর্ডশায়ারের বাটার্টন গ্রামে রওনা হবার আগে রবীন্দ্রনাথ *2 Aug [সোম ১৭ শ্রাবণ] অজিতকুমারকে লেখেন : 'সেই লেখাগুলো নিয়ে Yeats Normandyতে গেছেন। সেখানে বসে তিনি তার একটা introduction লিখবেন—তার পরে India Society থেকে সেটা ছাপা হবে।'[৭৯] সুতরাং অনুমান করতে বাধা নেই, রবীন্দ্রনাথ কেম্‌ব্রিজ থেকে ফেরার [15 Jul] পর 18 Jul [বৃহ ২ শ্রাবণ] থেকে ইয়েট্স্ তাঁর সঙ্গে একত্রে বসে *Gitanjali*–র পাঠ-সংস্কারের কাজে লেগেছিলেন এবং 2 Aug [সোম ১৭ শ্রাবণ]-এর দু'একদিন পূর্বেই এই কাজ সমাধা হয়েছিল এবং উপরে উদ্ধৃত চিঠিগুলি থেকেই বোঝা যায়; তাঁরা খুব বেশি হলেও চার-পাঁচ দিনের বেশি একত্রিত হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদগুলি সম্বন্ধে ইয়েট্‌সের প্রাথমিক ধারণার কথা ক্ষিতিমোহনকে ১৪ আষাঢ়ের [28 Jun] পত্রে জানিয়েছিলেন : 'তিনি বল্লেন, যদি কেউ বলে এ লেখাকে কেউ আরো improve করতে পারে সে সাহিত্যের কিছুই জানে না।' 10 Jul ইয়েট্স্ যে-তিনটি কবিতা পড়েন তার মধ্যে দুটি 13 Jul *The Times*-এ মুদ্রিত হয়, রোটেনস্টাইন-পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মেলালে খুবই সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয় [মাত্র দুটি]—অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে ইয়েট্স্ পাঠ-সংস্কারে হাত দেননি [গ্রন্থে পরিবর্তনের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক]। উক্ত সংবর্ধনার পর বইটি যখন ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সম্পাদনার কাজ আরম্ভ হয় তার পরেই—যদিও ক্ষিতিমোহনকে লেখা পত্রেই 'গদ্য

তর্জ্জমাগুলো Yeats নিজে edit করে একটা introduction লিখে ছাপাবার ব্যবস্থা'র কথা আছে। ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, ইয়েট্‌স্ 'নিজে edit' করেননি, কিছু পরিবর্তন 'suggest' করেছেন ও রবীন্দ্রনাথের সম্মতি নিয়েই পরিবর্তনগুলি কার্যকরী হয়েছে। সংশোধন-সংযোজনগুলি করা হয়েছিল মূল পাণ্ডুলিপিতে নয়, প্রধানত টাইপ-করা প্রতিলিপিতে। *Gitanjali* ইয়েট্‌স্-কর্তৃক পুনর্লিখিত, এইরকম একটি গুজবের আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ 4 Apr 1915 রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন : 'I think Yeats was sparing in his suggestions—moreover, I was with him during the revisions. ...Though you have the first draft of my translations with you I have unfortunately allowed the revised typed pages to get lost in which Yeats pencilled his corrections.'[৮০] রোটেনস্টাইন-পাণ্ডুলিপির ৮৬টি কবিতার টাইপ-করা প্রতিলিপি নিয়ে ঘুরে বেড়াবার সময়ে ইয়েট্‌স্ তাতে পেনসিলে যে-সংশোধনগুলি সুপারিশ করেছিলেন সেগুলি পাওয়া গেলে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশই থাকত না, কিন্তু তাঁর সংশোধনের কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না তাও ঠিক নয়। হার্ভার্ডে হুটন লাইব্রেরিতে রক্ষিত রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে *Gitanjali*-র আরও ১২টি কবিতার রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে, তার অন্তত দুটিতে ['In desperate hope I go and search for her (no. 87); 'Deity of the ruined temple' (no. 88)] ইয়েট্‌সের পেনসিল-সংশোধন দেখা যায়। অধ্যাপক শ্যামলকুমার সরকার 'The Manuscript of *Gitanjali.* A Supplementary Note' [Vide *V.B.Q.,* Vol. 44, Nos. 3 & 4/150–75] উক্ত ১২টি কবিতা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাঁর সৌজন্যে মাইক্রোফিল্মে রোটেনস্টাইন-সংগ্রহের একটি অংশ দেখার সৌভাগ্য আমাদেরও হয়েছে। তাতে দেখা যায়, আলোচ্য কবিতা-দুটির প্রথমটিতে ইয়েট্‌স্ তিনটি ও দ্বিতীয়টিতে চারটি সংশোধন সুপারিশ করেছেন [মূল পাণ্ডুলিপির উপরে পেনসিলে লেখা], তার মধ্যে মুদ্রিত পাঠে যথাক্রমে একটি ও চারটি সংশোধন গৃহীত হয়েছে। পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের পাঠ মেলালে আরও কয়েকটি ছোটখাট পরিবর্তন লক্ষিত হয়, এগুলি হয়তো একত্রে বসে পাঠ-পর্যালোচনার সময়ে করা হয়েছিল। অনুমান করা যায়, অনুরূপ ব্যাপার রোটেনস্টাইন-পাণ্ডুলিপির টাইপ-প্রতিলিপির ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। কিন্তু অধ্যাপক সৌরীন্দ্র মিত্র বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, সেক্ষেত্রেও সংশোধন-পরিবর্তনের পরিমাণ খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি লিখেছেন : 'পাণ্ডুলিপির পূর্বোক্ত ৮৩টি কবিতার শব্দসংখ্যা হল প্রায় দশ হাজার। প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় পরিবর্তিত শব্দের সংখ্যা মোট ৪৫টির বেশী নয়। ...ব্যাকরণে যাকে বলে sentence বা বাক্য (পদ্যের লাইন নয়), ঐ ৮৩টি কবিতার মধ্যে এই রকম বাক্য আছে প্রায় পাঁচশো। এই পাঁচশোটি বাক্যের মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে পরিবর্তনের স্পর্শমাত্র আছে এমন বাক্যের সংখ্যা তেতাল্লিশটি মাত্র। তা ছাড়া, পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত কোনো শব্দ যেখানে বর্জিত হয়েছে এবং শব্দের বা শব্দ-সমষ্টির পারম্পর্যে বা order-এ যেখানে কিছুমাত্র পার্থক্য দেখে গেছে সেখানেই পরিবর্তনের এক একটি unit ধরে যতিচিহ্নের তুচ্ছতম অদলবদল সহ যাবতীয় পরিবর্তনের মোট সংখ্যা দেখা যায় প্রায় দুশো পঞ্চাশটি, অর্থাৎ মোট শব্দ-সংখ্যার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।'[৮১] দুটি পাঠ আমরাও মিলিয়ে দেখেছি, যদিও কোনো গাণিতিক হিসাব নেওয়া হয়নি তবু মনে হয়, অধ্যাপক মিত্রের দেওয়া তথ্য ভিত্তিহীন নয়। বহুপূর্বে Everyman's Library Series-এর সম্পাদক Ernest Rhys এইরূপ পাঠ-পর্যালোচনা করে লিখেছিলেন : '...it has even been

rumoured by sceptical critics in India that Gitanjali was in the process indebted to an English ghost; and the name of Mr. W.B. Yeats has been particularly associated with this mysterious office, thanks, it may be, to his known uncanny powers. It may be as well to say, then, that the small manuscript book in which the author made these new English versions when he was on his way here in 1912, is still in the possession of Mr. Will Rothenstein; and any one who takes the trouble to compare the pocket book with the printed text will find that the variations are of the slightest, while in certain instances the printed reading may be criticised as not an improvement on those in the Ms.'[৮২]

এইসব পরিবর্তনের চেয়েও গুরুতর প্রভেদ দেখা যায় প্যারাগ্রাফের গঠনে ও কবিতাগুলির বিন্যাসে। কিন্তু এগুলি কার নির্দেশে করা হয়েছিল, সে-বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

কবিতা-সংস্কার ছাড়া ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও ইয়েট্‌স্ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছিলেন। 25 Jul [বৃহ ৯ শ্রাবণ] তিনি লেখেন :

Could you dine or lunch here on Tuesday next? I can get Iseult Gonne. I want her to meet you for her sake as I think her the start of a strong personality and a very beautiful woman and now that she is young and plastic is the time to help her. Madam Gonne is anxious for this meeting. I have never met a girl so full of talent....

If your time is too taken up just now to come to lunch or dinner I could, if you would let me, bring Iseult to call on you for a half hour one afternoon. You will like. She is one of the most beautiful creatures in the world, aged nineteen and has read all Flaubert and I hope she is dreaming of learning Bengali, I have known her since childhood.

ইয়েট্‌স্ একসময়ে [1891] মাদাম মড গন-কে বিয়ে করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন, বর্তমানে তাঁর কন্যার প্রণয়প্রার্থী—সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব Iseultকে প্রভাবিত করুক, এমন আকাঙ্ক্ষা হয়তো তিনি পোষণ করছিলেন। তরুণ বয়স থেকেই তিনি ভারতীয় রহস্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির কার্যকলাপের প্রতি উৎসাহী হন সেই কারণে। সোসাইটির প্রচারক হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 1885-এ যখন আয়ার্লণ্ডে যান, ইয়েট্‌স্ তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা সম্পর্কে আগ্রহ আছে জেনে তিনিও উৎসাহিত হন, কারণ তিনি নিজেও এর চর্চা করতেন। উক্ত পত্রেই তিনি লেখেন : 'My medium writes that she is out of town. If you let me know when you return to London in the autumn I will arrange for this. I have written to find out about Mrs. Wreidt the American medium.' বিলেতে কোনো পরলোকচর্চার আসরে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি, তবে অন্যবিধ রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা কোনো গোপন ব্যাপার নয়। কিন্তু ইয়েট্‌স্ সম্ভবত তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি কল্পনা করে নিয়েছিলেন, তাই *Gitanjali*-র ভূমিকায় ভোর তিনটেয় ঘুম থেকে উঠে ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর ঈশ্বরসঙ্গের বিবরণ দেওয়ার লোভ তিনি ছাড়তে

পারেননি। অথচ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁকে স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন : ‘He is the first among our saints, who has not refused to live, but has spoken out of Life itself’—রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ইংরেজি গ্রন্থগুলিতে ও তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপে মর্ত্যজীবনপ্রীতির অধিকতর প্রকাশ তাঁর প্রতি ইয়েট্সের বিমুখতার অন্যতম কারণ কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

যাই হোক, Iseult-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল—ইয়েট্স্ই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মোহিনীমোহনের জামাতা, অক্সফোর্ডের ছাত্র, ডাকঘর-এর অনুবাদক, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন এবং দু’বছরের মধ্যে *The Gardener*-এর অন্তর্গত অনেকগুলি কবিতা তাঁর সহায়তায় মূল বাংলা থেকে ফরাসিতে অনুবাদ করেন। সেগুলির প্রকাশযোগ্যতা বিচার করার জন্য সময় চেয়ে ইয়েট্স্ 12 Sep 1914 রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : ‘I would be greatly obliged however if you would give those rights to no one else for a time.’ অনুবাদগুলি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।*

Gitanjal-র পাঠ-সংস্কার ছাড়া অন্যান্য বহু কাজেও রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত ছিলেন। অমল হোম তথ্য দিয়েছেন : ‘On July 19 [শুক্র ৩ শ্রাবণ], at the Trocadero Hotel, the authorities of the celebrated English weekly, *The Nation*, give a big party with a view to introducing the Poet to the leading English intellectuals of the day.[৮৩] —তিনি তথ্যসূত্র দেননি, আমরা অন্য কোনো সূত্রেও এই তথ্যের সমর্থন পাইনি—‘লণ্ডনে’ প্রবন্ধে যে মধ্যাহ্নভোজের বিবরণ আছে, সেটি আরও আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সাহিত্য অকাদেমি-প্রকাশিত শতবার্ষিক-সংকলনে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশ রায় ‘A Chronicle of Eighty Years’-এ লিখেছিলেন : ‘George Calderon dramatises one of his short stories, *Dalia,* under the title, *The Maharani of Arakan.* The play was acted at Royal Albert Hall Theatre on 20 July—the cast included Sybil Thorndike and Ronald Colman who made his *debut* in this performance.’[৮৪] তাঁরা কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি, এমনকি প্রভাতকুমার তাঁর রবীন্দ্রজীবনী-তে উক্ত তারিখ এবং অভিনেত্রী-অভিনেতার নাম ব্যবহার করেননি। বস্তুত, অভিনয়টি হয়েছিল উক্ত থিয়েটার হলেই 30 Jul [মঙ্গল ১৪ শ্রাবণ] রাত্রে Indian Art Dramatic and Friendly Society-র উদ্যোগে। প্রতিষ্ঠানটির স্থাপয়িতা ছিলেন কেদারনাথ দাসগুপ্ত। এটি বেশ কিছুকাল ধরে ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় নাটক অভিনয় করে যাচ্ছিল, তথ্যটি জানা যায় অমৃতবাজার পত্রিকা [11 Nov 1913]-য় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে : ‘The success of their previous productions—“Buddha”, “Sakuntala”, “Ratnavali” and “The Maharani of Arakan”—has inspired the organisers of the Indian Art Dramatic and Friendly Society to present an Indian play ‘Mrichakati’ [sic] (“The Little Clay Cart”), at the Royal Albert Hall Theatre on the evening of Tuesday, November 25, and the afternoon of Saturday, the 29th.’ বর্তমান অনুষ্ঠানটির একটি মুদ্রিত প্রোগ্রাম আমরা দেখেছি, দুটি ভাগে বিভক্ত অনুষ্ঠানটির প্রথম ভাগ ‘Conversazionne and Recital’-এ ছিল : 1. Indian music by the Royal Hindu Musicians, under the direction of Professor Inayat Khan. 2. Speech by Mr. William Rothenstein. 3. Recital of some of Mr. Rabindranath Tagore’s poems by Miss Florence Farr. 4. Indian Music. 5. Recital “The Travail of the Nations” (by Harold Johnsón)—Mrs. Brown-

Potter. দ্বিতীয় ভাগে Douglas Gordon-প্রযোজিত The Maharani of Arakan-এর প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেন : Amina—Miss Muriel Reddall, Roshenara—Miss Olga Ward, Dalia—Mr. Vernon Steel, Rahamat Sheikh—Mr. Ambrose Flower, Tung Loo—Mr. Leon M. Lion; Miss Effie Grimaldi ও Miss Gracie Whitney নাচের দলে ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির একটি বিস্তৃত বিবরণ *The Times* [31 Jul]-এ মুদ্রিত হয়।[৮৫] এতে বলা হয়, ঝালোয়ারার মহারাজার অনুপস্থিতিতে রোটেনস্টাইনের উপর রবীন্দ্রনাথের পরিচিতির ভার অর্পিত হয়—যদিও মুদ্রিত প্রোগ্রামে রোটেনস্টাইনের নামই আছে। তিনি বলেন 'on the characteristics of Mr. Tagore's thought and work, his mysticism, the delight in the world about him which separates him from many Western mystics...; his attitude to life and to death, the great lord for whom we keep all the riches of our thought and spirit, বিষয়ে। প্রোগ্রামে গল্পটির মধ্যে ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্কের ইঙ্গিত খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছিল, পত্রিকাটি এই অপ্রয়োজনীয় মন্তব্যের সমালোচনা করে।

রবীন্দ্রনাথ *2 Aug অজিতকুমারকে লেখেন : 'এখানকার একজন নাট্যকার—তাঁর নাম Calderon, আমার দালিয়া গল্পটা থেকে একটি ছোট্ট নাটিকা লিখেছেন। সেটা সেদিন অভিনয় হয়ে গেছে। দর্শকদের ভাল লেগেছিল। পড়তে বোধ হয় আমাদের বিশেষ মনোহর হবে না। কারণ, তার মধ্যে যথেষ্ট বিলিতি গন্ধ আছে। তাতে আমি একটি ছোট্ট গান লিখে দিয়েছিলুম, সুরও আমার। এই প্রথম কবিতায় লেখবার চেষ্টা।'[৮৬] গানটি হল 'অলি বার বার ফিরে যায়' [দ্র গীত ২। ৬৭৪—৭৫]-এর ইংরেজি অনুবাদ : 'The bee is to come and the bee is to hum'—আমিনার গান হিসেবে ব্যবহৃত। নাটিকাটিতে 'মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি' [দ্র গীত ২। ৩২৪—২৫] গানটির ইংরেজি রূপান্তর 'In the bower of my youth a bird sings' দালিয়ার গান রূপে ব্যবহার করা হয়, মুদ্রিত গ্রন্থের শেষ দিকে 'Words by Rabindranath Tagore' পরিচিতি ও স্বরলিপি-সহ গানটি মুদ্রিত হয়েছে।

গ্রন্থটি 1915-এ প্রকাশিত হয়, তার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

The Maharani/of Arakan/A Romantic Comedy in One Act/Founded on the story of/Sir Rabindranath Tagore/By George Calderon/Illustrated by Clarissa Miles/Photographs specially taken by Walter Benington/Together with/A Character Sketch of/Sir Rabindranath Tagore/Compiled by K.N. Das Gupta/London/Francis Griffiths/34 Maiden Lane, Strand, W.C./1915

পরপৃষ্ঠায় লেখা : Staged by/The Indian Art and Dramatic Society.

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮+২২+২+৩২। মূল নাটিকাটি ৩২ পৃষ্ঠার, ২২টি পৃষ্ঠায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ কে. কুমারস্বামী, রেভাঃ সি. এফ অ্যাণ্ডরুজ ও ডব্লু. বি. ইয়েট্‌স্ [*Gitanjali*-র ভূমিকার প্রথম অংশটি]-এর লেখা রবীন্দ্র-পরিচিতি ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথের একটি ফটোগ্রাফ ছাড়া ১১টি আঁকা ছবি বইটিতে আছে।

এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির কিছু পরিচয় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ডায়ারিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

রবিবার, ২১ জুলাই ১৯১২ [৫ শ্রাবণ]। —...'শ্রীযুক্ত পি, কে, রায়ের স্ত্রীর [সরলা রায়] সহিত দেখা করিতে গেলাম। রবিবার তাঁহার বাড়ীতে অনেক লোক জোটে; শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ পাউয়েল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির সহিত দেখা হইল। /রবিবাবুর কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য রোডেন্‌ষ্টীন, ঈট্‌স্ প্রভৃতি সহৃদয় ইংরাজ বন্ধুগণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। কোন কোন বৈঠকে তাহা পাঠ হইতেছে। দুই-এক জায়গায় আমার আহ্বানও হইয়াছিল।[৮৭]

শুক্রবার ২৬এ জুলাই ১৯১২ [১০ শ্রাবণ]। —...বেলসাইজ পার্ক, পার্ক হিল রোডে হিন্দুস্থানী ব্যারিষ্টার B. Dube (দোবের) [পণ্ডিত ভগবানদিন দোবে] বাড়ী আহারের নিমন্ত্রণে গেলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পুত্রও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। একত্রে ডর্ব্বিশায়ার—বক্সটনে, বাতের চিকিৎসার জন্য, mineral water পান করিতে যাইবার কথা হইল। আহারের পর মিস স্মিথ (অমৃতবাজার পত্রিকার London Correspondent) ইত্যাদি আসিয়া জুটিলেন। গল্প-গুজব অনেক অধিক হইল। সব চেয়ে জাঁকাল অতিথি মিসেস ডেসপার্ড। প্রাচীনা তেজস্বিনী অতি উচ্চদরের রমণী; suffragate হাঙ্গামায় কয়েক বার জেলে গিয়াছেন এবং আবার যাইবেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন।[৮৮]

[১৫ শ্রাবণ বুধ 31 Jul] সন্ধ্যার পর স্যার কে. জি. গুপ্তর বাড়ী উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা ঝালোয়ারা এবং মিষ্টার জে. [জ্যোৎস্নানাথ] ঘোষাল অতিথি ছিলেন। আহারাদি সম্পূর্ণ দেশীভাবেই সমাধা হইল। ভোজনান্তে নানা কথাবার্ত্তায় মজলিস বেশ জমিয়া উঠিল। /রবিবাবু 'ব্রাইটনে' আমার জন্য স্থান ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু এক সপ্তাহ সেখানে থাকিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব; অন্ততঃ একমাস থাকা চাই। এই কথা শুনিয়া সে কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল।[৮৯]

আগস্ট মাসের শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ বন্ধুরা লণ্ডন ত্যাগ করতে আরম্ভ করেন। তাঁকেও অক্সফোর্ডে আহ্বান জানান A.G. Weld 22 Jul তারিখে 'My great friend Babu Promotho Lall Sen tells me you are coming to Oxford. Will you please tell me what day you come, where you will be staying that I may introduce you to our Professor of Poetry who is also the President...[?] of Magdalen College where the Prince of Wales is to be, its the niece of the late Alfred Lord Tennyson I am very anxious to make the acquaintance in your person of India's greatest poet.'[৯০] কিন্তু প্রমথলাল সেন তাঁকে সম্ভাবনার খবর দিয়েছিলেন, তখনই অক্সফোর্ডে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। অথচ কোথাও যাওয়ার দরকার ছিল, ছয় সপ্তাহের জন্য হ্যামস্টেড হীদের যে বাড়ি তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন তার মেয়াদ তখন শেষ হওয়ার মুখে। এই সময়ে কেম্‌ব্রিজ থেকে এসে রেভারেণ্ড অ্যাণ্ডরুজ পল্লীগ্রামে তাঁর এক পাদ্রি-বন্ধুর বাড়িতে কিছুদিন বাস করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানালেন। তিনি লিখেছেন : 'I told him of a personal friend of my own who was living in the beautiful, unspoilt English country, miles away from any town or railway station, and asked him to come with me and stay there. I spoke of my friend's little children who would welcome him and the simple villagers of the countryside such as Wordsworth loved. His eyes lighted up, and he promised me to come and remain through the whole month of August.'[৯১]

সাক্ষাৎপরিচয়ের পূর্ব থেকেই অ্যাণ্ডরুজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন এবং দিল্লিতে 'To Rabindranath Tagore' [*The Modem Review*, Mar 1912/292] শীর্ষক একটি কবিতা লেখেন, যার প্রথম কয়েকটি ছত্র হল :

> Rabindra, lord of a new world of song,
> Heir of the sacred rishis of old time,
> This homage comes from a far distant clime
> To hail thee crowned amid the immortal throng,...

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে এসেছেন জেনেই তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান [6 Jul শনি ২২ আষাঢ়], কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাড়ি ছিলেন না। পরের দিন রোটেনস্টাইনের বাড়িতে তাঁদের দেখা হয়; অ্যাণ্ডরুজ সেই সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় লিখেছেন :

After dinner we went on to Mr. Rothenstein's house and our names were announced. The next moment I was aware of a slender figure passing rapidly across the room towards me, ... I would like to have made obeisance to the poet, who has so raised his nation by his songs, but in a moment he had clasped my hand and said to me,—"Oh! Mr. Andrews I have so longed to see you, I cannot tell you how I have longed to see you; and yesterday, when I found you had called and I had missed you, I hardly knew what to do. I felt as if I must run all the way to where you are staying, and tell you how sorry I was to be out when you called. I happened to be trying over some Bengali music with an English friend, who was deeply interested in my country, and I was not aware that the time had flown past so quickly.[৯২]

1907 থেকে মডার্ন রিভিয়্যু ও অন্যান্য পত্রিকায় অ্যাণ্ডরুজের অনেক লেখা ও ভাষণের প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই তার অনেকগুলি পড়ে তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন। 'ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি' প্রবন্ধে তিনি অ্যাণ্ডরুজ সম্বন্ধে লিখেছেন : 'এখানে আসিয়া একজন খৃস্টান পাদ্রির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে যিনি পাদ্রির চেয়ে খৃস্টান বেশি—ধর্ম যাঁহার মধ্যে ব্যবসায়িক মূর্তি ধরিয়া উগ্ররূপে দেখা দেয় নাই, সমস্ত জীবনের সহিত সুসম্মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ...তিনি আপনার মধ্যে যে ইংরেজ রাজা আছে তাহাকে একেবারে হার মানাইয়াছেন এবং আমাদের আপন হইবার পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছেন। খৃস্টানধর্ম যেখানে সমগ্র জীবনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে সেখানে যে কী মাধুর্য এবং উদারতা তাহা ইঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়াকে আমি বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি।'

*2 Aug [শুক্র ১৭ শ্রাবণ] রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লেখেন : 'আজ এখানকার একটি পাড়াগাঁয়ে কিছুদিনের [জন্যে] যাচ্চি। ...সকালেই ট্রেন ছাড়বে—এখনও জিনিসপত্র গোছানো হয়নি।'[৯৩] অ্যাণ্ডরুজই রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে নিয়ে গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা করেন। অনেক কষ্টে ট্রেনে বসার জায়গা পাওয়া যায়। অ্যাণ্ডরুজ লিখেছেন : 'I noticed that all through the long train journey Rabindra sat, with his eyes closed, wrapt in meditation.' স্ট্যাফোর্ড স্টেশনে গিয়ে ট্রেন বদল করতে হয়, ভিড় একই রকম। সম্ভবত নিউ কাস্‌ল্ স্টেশনে তাঁরা নামেন [3 Aug শনি ১৮ শ্রাবণ]। অ্যাণ্ডরুজের বন্ধু রেভারেণ্ড ডব্ল্যু আউটরাম গাড়ি নিয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। 'গাড়িতে যখন চড়িলাম তখন আকাশে মেঘ। ছায়াচ্ছন্ন প্রভাতের আবরণে পল্লীপ্রকৃতি ম্লানমুখে দেখা দিল। অল্প কিছুদূর যাইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।' এই বৃষ্টি ও ঝোড়ো আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের আনন্দ অনেকটাই হরণ করে নিয়েছিল। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন কলেজের অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্র ও তাঁর কন্যা তখন সেখানে অতিথি। অ্যাণ্ডরুজ লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে খাঁটি বাঙালি অভ্যর্থনা লাভ করেন।

গ্রামটির নাম Butterton, সিপাহিবিদ্রোহের সময়ে ইংরেজপক্ষের বিখ্যাত সেনাপতি জেম্‌স্ আউটরামের [1803–63] পুত্র রেভারেণ্ড ডব্ল্যু. আউটরাম সেখানকার vicar [পল্লীযাজক], পত্নী, Willie ও Francis নামের দুটি ছেলে এবং একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে নিয়ে গ্রামের ধর্মনৈতিক মঙ্গলকর্মে নিয়োজিত আছেন—আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামের এই বিশেষ রূপটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সহ রবীন্দ্রনাথের মনকে কতটা অভিভূত করেছিল 'ইংলণ্ডের পল্লী গ্রাম ও পাদ্রি' [দ্র তত্ত্ব, পৌষ। ২২০–২৪; পথের সঞ্চয় ২৬। ৫৩৯–৪৭] প্রবন্ধে তার প্রকাশ ঘটেছে। আরও একটি জিনিস তাঁর ভালো লেগেছিল, তা হল এখানকার গৃহস্থবাড়ির পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য। ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায় ডাঃ স্কটের বাড়িতে গৃহস্থালির এই রূপটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল—পরে বিভিন্ন স্থানে তিনি এই প্রসঙ্গে প্রশংসাবাদ করেছেন। উল্লিখিত প্রবন্ধটিতেও তিনি এই ধরনের কথা লিখেছেন, 6 Aug [মঙ্গল ২১ শ্রাবণ] অজিতকুমারকেও তাই লেখেন : 'যাঁদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেচি তাঁরা মানুষ যেমন ভালো তেমনই তাদের গৃহস্থালীটি মধুর—চারিদিকের লোকের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটি কল্যাণে ভরা। বস্তু থেকে আরম্ভ করে পশু এবং মানুষ পর্য্যন্ত কোথাও তাদের নিরলস যত্নের লেশমাত্র বিচ্ছেদ নেই। এই যে নিজের জীবনকে এবং জীবনের চারিদিককে একান্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করা এটা আমার ভারি ভাল লাগে।'[৯৪] চিঠির পরবর্তী অংশে তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন।

পত্রটিতে তিনি আরও লিখেছেন : 'রোটেনষ্টাইনের যে একটি চিঠি পেয়েছি সেটি এই সঙ্গে পাঠাই। এর থেকে বুঝতে পারবে আমার লেখাগুলিকে এঁরা সাহিত্যের বিষয় করে রাখেন নি, জীবনের বিষয় করে গ্রহণ করেছেন—সেইটেই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে আনন্দের কারণ হয়ে উঠেচে। চিঠিখানি হারিয়ো না যেমন আদরের সঙ্গে তিনি এটি লিখেছেন তেমনি আদরের সঙ্গে আমি এটিকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করি।' প্রবাসী-তে প্রকাশের সময়ে পত্রটির পাদটীকায় তিনি লেখেন : 'চিঠিখানি কোথাও হয়ত রক্ষিত আছে কিন্তু আপাতত অজ্ঞাতবাসে'—সেই অজ্ঞাতবাস এখনও শেষ হয়নি।

সম্ভবত উক্ত পত্রটি পেয়েই রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর সান্নিধ্য-কামনায় অধীর হয়ে ওঠেন। নিজের মনস্তত্ত্বটি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন *7 Aug চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে : 'ভিড়ের মধ্যে থাকতে গেলে অপরিচিত হওয়ার সুবিধা আছে, ফাঁকা পাওয়া যায়—কিন্তু দুই একজনের সঙ্গে বাস করতে গেলে রীতিমত বন্ধুত্ব না থাকলে মনের ভিতরটাতে বিশ্রাম পাওয়া যায় না।'[৯৫] একই কথা একটু ঘুরিয়ে 5 Aug রোটেনস্টাইনকে লেখেন, তিনি অজ্ঞাতসারে হ্যামস্টেডের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন—'The reason of it was that while there I could easily go to a place which was dear to me and it gave me a purpose in my daily life in London.'[৯৬] অ্যাণ্ডরুজ লিখেছেন : 'The weather became suddenly almost cold as winter, and the rain was incessant. ...The air proved too bleak for Rabindra and he was advised by the doctor to go South'—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শরীর প্রায়শই মনের অনুগামী হত, এক্ষেত্রে সেইটিই আসল কারণ। রোটেনস্টাইন তখন Gloucester Shire-এ Stroud নামক আর-একটি গ্রামে বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 6 Aug তাঁকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে চিঠিতে লেখেন :

Kindly write to me if it would be possible for us—myself and my daughter-in-law—to get some accomodation somewhere near you, if we start from here by the afternoon train next Saturday 10 Aug? Our host Rev. Mr. Outram has kindly volunteered to accompany us to Birmingham where we have to change. Do you think you can come to Gloucester to guide us to the train that goes to Stroud?[৯৭]

রোটেনস্টাইন Stroud-এর একটি সম্পন্ন অবস্থার কৃষকের বাড়ি Oakridge Lynch-এ তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখ-হীন চিঠিতে মীরা দেবীকে লেখেন : 'এরা লোক খুব ভাল। Mrs. এবং তার মেয়ে আমাদের খুবই যত্ন করে। দেশটাও বড় সুন্দর—কেবল weatherটা অত্যন্ত যাচ্ছেতাই। আরও একটি গুরুতর অসুবিধা আছে স্নানের এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাটা বড় শোচনীয়। ...স্নানের যতদূর চটি Edition হতে পারে তাই হয়—এ ছাড়া অন্যান্য আবশ্যকীয় ঘরের কথা বর্ণনা করতে ইচ্ছা করিনে সেটা কোনোমতেই শ্রুতিমধুর হবে না।'[৯৮] রোটেনস্টাইন লিখেছেন : "It happened that the summer (1912) was one of the rainiest on record. 'A traveller always meets with exceptional conditions,' said Tagore, when I apologised for the cold and rain, and the absence of sun. When kept indoors, he busied himself with translations of more poems and plays."[৯৯]

৩১ শ্রাবণ [শুক্র 16 Aug] রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লেখেন : 'শিশু থেকে একটা আধটা কবিতা তাঁকে তর্জ্জমা করে দিই—তাঁর ভালো লাগে।'[১০০] আর-একটু বিস্তৃত করে লিখেছেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে ৫ ভাদ্র [বুধ 21 Aug] তারিখে : 'আমি "শিশু"র গোটাকতক কবিতা তর্জমা করেছি, সেগুলো এঁদের খুব ভাল লেগেছে। Rothensteinএর ইচ্ছা অবন কিম্বা নন্দলাল যদি গোটা তিন চার ছবি করে পাঠাতে পারেন তাহলে একটি ছোট বই করে ছাপতে দেন। অবনের হাত থেকে চটপট ছবি বের শক্ত অতএব নন্দলাল যদি শীঘ্র গোটা কয়েক ছবি করে পাঠাতে পারেন ভাল হয়। অক্টোবরের মধ্যে আমাদের পাওয়া চাই।'[১০১] এর পরে তিনি শিশু-র ২২টি কবিতার একটি তালিকা দেন—এর মধ্যে ৩টি পূর্বেই অনূদিত ও *Gitanjali*-র অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্তত ৫ ভাদ্রের মধ্যে অনূদিত কবিতার হিসাব উক্ত তালিকা থেকে পাওয়া যায় : ২ জন্মকথা, ৪ অপযশ, ৫ বিচার, ৬ চাতুরী, ৭ নির্লিপ্ত, ৯ ভিতরে ও বাহিরে, ১০ প্রশ্ন, ১১ সমব্যথী, ১২ বিজ্ঞ, ১৩ ব্যাকুল, ১৪ সমালোচক, ১৫ বীরপুরুষ, ১৬ রাজার বাড়ি, ১৭ নৌকাযাত্রা, ১৮ জ্যোতিষশাস্ত্র, ১৯ মাতৃবৎসল, ২০ লুকোচুরি, ২১ বিদায়, ২২ কাগজের নৌকা—১, ৩ ও ৮-সংখ্যক কবিতাগুলি হল যথাক্রমে 'জগৎ পারাবারের তীরে', 'খোকা' ও 'কেন মধুর'—'ভিতরে ও বাহিরে' কবিতার অনুবাদটি গ্রন্থভুক্ত হয়নি। তালিকাটি দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'এর মধ্যে থেকে যে কটা খুসি চেষ্টা করে দেখ্‌তে বোলো। গগন যদি পারেন তা হলে আমি আরো খুসি হই। যদি চেষ্টা করতে গিয়ে একবার তাঁর হাত খুলে যায় তাহলে আর দেরি হবেনা।' গগনেন্দ্রনাথ কোনো ছবি আঁকেননি—অবনীন্দ্রনাথের ১টি, নন্দলাল বসুর ৩টি, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অসিতকুমার হালদারের আঁকা ২টি করে ছবি *The Crescent Moon* [1913] গ্রন্থে মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থটিতে মোট ৪০টি কবিতা আছে, তার মধ্যে ২০টির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে—এছাড়াও 'আশীবাদ', 'ভিতরে ও বাহিরে' এবং 'মাস্টারবাবু' কবিতার অনুবাদগুলিও আছে, যেগুলি গ্রন্থভুক্ত হয়নি। পূর্বোল্লিখিত *Gitanjali*-র ১২টি কবিতা-সহ ৭২ পৃষ্ঠার এই পাণ্ডুলিপি-গুচ্ছের সূচনায় রোটেনস্টাইন লিখে রেখেছেন : 'The original ms of the "Crescent Moon", before the poems were more or less rewritten by Sturge Moore, not always to the advantage of Tagore's own translations, even though the English be more correct. A number of the poems were translated while Tagore was staying with us at Oakridge Lynch during the summer of 1912, others at Oak Hill Park, others again came to me later from India. Among the Gitanjali poems at the end are 2 with Yeats's pencilled emendations.' রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে ২১টি কবিতার টাইপ-প্রতিলিপিও রক্ষিত হয়েছে —এর মধ্যে কতকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইনের সংশোধনের চিহ্ন বর্তমান; 'Defamation' ['অপযশ'] কবিতাটির পাশে রোটেনস্টাইন মন্তব্য লিখে রেখেছেন : 'Charming'। রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে বইয়ের আকারে বাঁধানো টাইপ-করা ২৫৫ পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি আছে [কোথাও-কোথাও রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে সংশোধিত বা শিরোনাম-সংযোজিত], তার মধ্যেও *The Crescent Moon*-এর ২২টি কবিতার প্রাথমিক রূপ পাওয়া যায়—পূর্ববর্তী দুটি পাণ্ডুলিপির অতিরিক্ত কবিতাগুলি হল : 'The Beginning' ['জন্মকথা'], 'Baby's World' ['খোকার রাজ্য'] ও 'The Last Bargain' ['কে নিবি গো কিনে আমায়']—বাদ গেছে 'ভিতরে ও বাহিরে' ও 'মাস্টারবাবু' কবিতার অনুবাদগুলি। উক্ত সংগ্রহেরই টাইপ-করা একটি গুচ্ছে '(Children Series)' শিরোনামায় 'বিচিত্র সাধ' ['Vocation'] কবিতার অনুবাদ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত Ms. 98-এ রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে 'প্রশ্ন' ও 'ভিতরে ও বাহিরে' ছাড়া 'বনবাস' ও 'ছোটোবড়ো' ['The Little Big Man'] কবিতা-দুটির অনুবাদ রয়েছে। এই অনুবাদগুলিও যে লণ্ডনে বা আমেরিকায় করা হয়েছিল তার প্রমাণ 'পরিশোধ' 'সোনার তরী' 'অপমান-বর' প্রভৃতি কবিতার অনুবাদ, যেগুলি রোটেনস্টাইন-সংগ্রহেও পাওয়া যায়। সবগুলি পাণ্ডুলিপির পাঠে বিচিত্র পরিবর্তন দেখা যায়। তবে কতকগুলি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, স্টার্জ মূরের সংশোধিত পাণ্ডুলিপিটিরও সন্ধান মেলে না।

বাটার্টন ও ওকরিজ্ লিঞ্চ গ্রামে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখনী বেশ সচল ছিল। শিশু-র অনুবাদের খবর দিয়ে তিনি 21 Aug [৫ ভাদ্র] অজিতকুমারকে লেখেন : 'রোটেন্‌ষ্টাইনের ভারি পছন্দ হয়েছে তিনি এগুলি একটি স্বতন্ত্র বইয়ে ছাপাতে চান। Mrs Meynellকে দিয়ে সেটা edit করাবেন। তার পরে এখানে বসে বসে চিত্রাঙ্গদা নাটকটা তর্জ্জমা করে ফেলেছি। ...এর পূর্ব্বেই ডাকঘর ও মালিনী তর্জ্জমা হয়ে গেছে।'[১০২]

ডাকঘর অনুবাদ করেছিলেন মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শকুন্তলার স্বামী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, তিনি তখন অক্সফোর্ডের ছাত্র। এঁর অনুবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ *2 Aug [১৭ শ্রাবণ] অজিতকুমারকে লিখেছিলেন লণ্ডন ছাড়ার আগে : "আমার 'ডাকঘর'টা এখানকার একটি বাঙালী ছাত্র তর্জ্জমা করেছেন। তার ভাষাটা অত্যন্ত বেশী আড়ম্বরবিশিষ্ট হয়েছিল—আমাকে আবার সেটা অনেক পরিমাণে নরম করে আনতে হয়েছে—তবুও মনের মত হয় নি।'[১০৩] দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের হস্তলিখিত ৪৮ পৃষ্ঠার এই পাণ্ডুলিপিটি [Ms. 132] রবীন্দ্রভবনে আছে। বাংলা বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করে খাতার অর্ধাংশে মার্জিন দিয়ে বাকি অর্ধাংশে লেখা, রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই কম-বেশি সংশোধন করেছেন। এই পাণ্ডুলিপির ৩৪ পৃষ্ঠার একটি টাইপ-

প্রতিলিপিও রবীন্দ্রভবনে রয়েছে [Ms. 41]—এইটিতেও দেবব্রত সংশোধন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সংশোধন দেখা যায় কয়েকটি পৃষ্ঠায়। একটি বড় পরিবর্তন করা হয় দৃশ্য-বিন্যাসে—২য় দৃশ্যটিকে ১ম দৃশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে ৩য় দৃশ্যটিকে Act II-তে পরিণত করা হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগেই 17 May 1913 ডাবলিনে ও 10 Jul লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে আইরিশ Abbey Theatre Company কর্তৃক নাটকটি অভিনীত হয়। ইয়েট্‌সের ভূমিকা-সহ নাটকটি Cuala Press থেকে 1914-এ প্রকাশিত হয়।

'মালিনী' রবীন্দ্রনাথই অনুবাদ করেন। তাঁর লেখা প্রথম পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া না গেলেও রবীন্দ্রভবনে পাঁচটি [Mss 72, 74, 81 (i–iii)] ও রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মূল নাটকটি অবলম্বনে চারটি দৃশ্যে অনুবাদটি প্রস্তুত করেন—এটি অনেকটাই মূলানুসারী। Ms. 74, Ms. 81 (iii) ও রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে এরই দুটি আলাদা টাইপ-কপি পাওয়া যায়। Ms. 74-এ অল্প কিছু সংশোধন ছাড়া অনেক অংশ বর্জিত হয়। Ms. 81 (iii) ও রোটেনস্টাইন-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপিটি অনেকটা একই ধরনের—চতুর্থ দৃশ্যে অন্য একটি টাইপ-কপির কিছু অংশ কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। রোটেনস্টাইন-পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে একটি ব্যাখ্যাত্মক টীকাও দেখা যায়।

1916-এ জাপান যাওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথ জাহাজে Ms. 72-তে 'রাজা ও রানী' *[The King and Queen]* এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' *[Sanyasi]*-এর সঙ্গে 'মালিনী' আর-একবার অনুবাদ করেন। এতে চারটি দৃশ্যকে সংক্ষিপ্ত করে দুটি দৃশ্যে পরিণত করা হয়—Mss. 81 (i–ii) এরই টাইপ-কপি। *Sacrifice and Other Plays* [1917] গ্রন্থে এই পাঠটি মুদ্রিত হয়।

এর থেকে বোঝা যায়, ইংলণ্ডে অনূদিত পাঠটি ট্রেভেলিয়ান প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা লাভ করলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে তৃপ্ত হননি—আর সেই কারণেই তিনি এটি ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় কয়েকজনকে দেখালেও *Chitra* ও *The King of the Dark Chamber*-এর মতো বিভিন্ন আসরে পাঠ করে শোনাতে উৎসাহ পাননি। আর সেইজন্যই পরে নাটকটি সম্পূর্ণ নূতনভাবে অনুবাদ করেন।

রবীন্দ্রনাথের পত্র অনুসারে বলা যায়, 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যটি '*Chitra*' নামে ওকরিজ লিঞ্চেই অনূদিত হয়েছিল। নাম-পরিবর্তনের কারণটি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন 7 Nov 1913 রোটেনস্টাইনকে লেখা পত্রে : 'The name of the heroine in Mahabharata is Chitrangada but as you have no soft dental d in your alphabet and as your readers are sure to put accent in the wrong place making it sound very unmusical I have ventured to cut it short, retaining the first portion of it which I am sure was the only portion used by her parents if she ever did have any name and parents to boot.'[১০৪]

Chitra-রও মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, রবীন্দ্রভবনে ১টি [Ms. 83] ও রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে ২টি টাইপ-প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—তার একটি অসম্পূর্ণ কার্বন-কপি, যেটিকে অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক পাঠ বলে মনে করা যায়। রোটেনস্টাইন-সংগ্রহের অপর প্রতিলিপিটি অচেনা কোনো হস্তাক্ষরে আদ্যোপান্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সংশোধিত, মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে মেলালে দেখা যায় তার অধিকাংশই গৃহীত হয়েছে। অত্যধিক মঞ্চনির্দেশ থেকে মনে হয়, কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন এই সংশোধকের মঞ্চাভিনয়েরও অভিজ্ঞতা ছিল—কিন্তু অধিকাংশ নির্দেশ মুদ্রিত হয়নি। কিছু নমুনা উদ্ধার করা যাক। শুরুতেই মঞ্চপরিকল্পনার কথা : 'The stage should be divided in two by a raised dias paralel [sic] with the footlights and stretching from wing to wing. On

it the plane of the Gods/In front of it the mortal plane. A dark curtain to relieve the figures is the only background desirable, scenery would be out of place./While the gods are present the mortal plane should be in a shadowy halflight.' Scene II শুরু হয়েছে অর্জুনের পোশাকের বর্ণনা দিয়ে : '(Wrapped in reddish-dun unshaped cloak of an ascetic)', শেষ হয়েছে : (The curtain fall, before his response is indicated even by a gesture.)' মুদ্রিত গ্রন্থে স্টার্জ মূর যে 'Note' জুড়ে দেন, তা থেকে অবশ্য মনে হয় এই মঞ্চনির্দেশগুলি রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত : 'The dramatic poem "Chitra" has been performed in India without scenery—the actors being surrounded by the audience. Proposals for its production here having been made to the author, he went through this translation and provided stage directions, but wished these omitted if it were printed as a book.'—এর প্রথমাংশের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। স্টার্জ মূর ও জর্জ ক্যালডেরন এটির অভিনয় সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি।

মূল নাটকের ১১টি দৃশ্য অনুবাদে ৯টি দৃশ্যে পরিণত হয়। 1913-এর শেষ দিকে ইণ্ডিয়া সোসাইটি নাটকটির ৫০০ কপির একটি সংস্করণ প্রকাশ করে।

The Crescent Moon-এর কয়েকটি কবিতা-সংবলিত রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত যে Ms. 98 পাণ্ডুলিপিটির কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেটি দেখে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ শিশু-র কবিতা অনুবাদ শুরু করার পূর্বেই কাব্যনাট্যগুলি তর্জমাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কালো মলাটের রুল-টানা একটি নোটবুকে রবীন্দ্রনাথ পর-পর 'বিদায় অভিশাপ' [pp. 1–7], 'গান্ধারীর আবেদন' [8–14], 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' [15–21], 'নরকবাস' [22–27], 'সতী' [28–34], 'পরিশোধ' [35–40], 'সোনার তরী' [41], 'গানভঙ্গ' [4243], 'উর্বশী' [44–45], 'অপমান-বর' [46–49], 'মরণ' [50], 'প্রশ্ন' [51], 'ভিতরে ও বাহিরে' [52], 'বনবাস' [53], 'ছোটোবড়ো' [54] ও 'চিত্রা' [55] কাব্যনাট্য ও কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন—এদের মধ্যে 'পরিশোধ', 'সোনার তরী', 'গানভঙ্গ', 'অপমান-বর', 'চিত্রা' ও শিশু-র কবিতাগুলি 1912–13-এ প্রস্তুত আরও অনেকগুলি পাণ্ডুলিপিতেও পাওয়া যায়। অনেক সংস্কারের পর এদের অনেকগুলিই *The Fugitive* [1921]-এ মুদ্রিত হয়।

ওকরিজ লিঞ্চে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রবন্ধও রচনা করেন। তার মধ্যে ৩১ শ্রাবণ [শুক্র 16 Aug]-এ লিখিত 'শিক্ষাবিধি' [দ্র প্রবাসী, আশ্বিন। ৫৮৭–৯০; পথের সঞ্চয় ২৬। ৫৬৭–৭৩] ও 19 Aug [সোম ৩ ভাদ্র]-এ লেখা 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' [দ্র তত্ত্ব, অগ্র। ১৮১–৮৪; ঐ ২৬। ৫৭৩–৭৯] তারিখ-চিহ্নিত। প্রথম প্রবন্ধটির সূচনাতে তিনি লিখেছেন : 'এখানে আসিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া লইব—শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কিনা তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি।' কিন্তু প্রবন্ধ-দুটির মধ্যে বিদেশের অভিজ্ঞতার পরিচয় বিশেষ নেই—শিক্ষা-বিষয়ে অনুরূপ ভাবনা তাঁর আগে-লেখা প্রবন্ধেও পাওয়া যাবে।

শিশু-র কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ যখন তর্জমা করছিলেন, সেই সময়েই পিয়র্সনের কাছ থেকে সমজাতীয় একটি উপহার পেয়ে খুশি হয়ে 19 Aug [সোম ৩ ভাদ্র] তাঁকে লেখেন : 'How very good of you to think of me and send me the Child's Garden of Verses. It is a beautiful book, full of

unexpected delights. I could finish it at a single sitting but I deliberately held back, leisurely to prolong my enjoyment of sudden surprises.'[১০৫] হ্যামস্টেড হীদে ছ'সপ্তাহের জন্য তিনি যে বাড়ি ভাড়া করেছিলেন তার মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল, সাময়িকভাবে অন্য একটি বাড়ি ভাড়া করা হয়—সেই কথা জানিয়ে পিয়র্সনকে লেখেন : 'I will stay here till the end of this week and then I go to London where my address will be: 37 Alfred Place, South Kensington. It must be somewhere near your office and I hope we shall meet often.'

৮ বা ৯ ভাদ্র [রবি 25 Aug] রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে ফিরে আসেন।[১০৬] ১০ ভাদ্র তিনি জগদানন্দকে লেখেন : 'হঠাৎ এইমাত্র ঠিক হয়ে গেল, আমরা ফ্রান্স ও জর্মানি ঘুরে আসব। সেপ্টেম্বর মাস ফাঁকা মাস, হাতে কোন কাজ নেই, অতএব এই অবকাশে ভ্রমণটা সেরে এলে মন্দ হয় না। এখান থেকে প্রথমটা হাইডেল্‌বার্গে যাবার ইচ্ছা—সেখানে জর্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণধারণ কিরকম সেটা বুঝে নিতে পারব।'[১০৭] *30 Aug [শুক্র ১৪ ভাদ্র] অজিতকুমারকেও খবরটি দিয়ে লেখেন : 'আজ সকালে দ্বিজেনবাবু ও সুরেন [মৈত্র] বাবু এখানে এসেছিলেন। ...বোধহয় আগামী শুক্র কিম্বা শনিবারে আমরা বেরিয়ে পড়ব। ...সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি ফিরে আসব।'[১০৮] 29 Aug সুকুমার রায় তাঁর মা-কে লেখেন : 'রবিবাবুরা আজ না হয় কাল জার্ম্মানি ফ্রান্স প্রভৃতি জায়গায় বেড়াতে বেরোবেন—দ্বিজেনবাবু তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছেন। আমাকেও যাবার জন্য রবিবাবু বিশেষ ক'রে বল্‌ছেন—কাজেই আমিও রাজি হ'য়েছি। ...যাওয়া আজ রাত্রে কি কাল, তা এখনও বল্‌তে পারি না।'[১০৯] কিন্তু কারোরই যাওয়া হয়নি। 4 Sep রথীন্দ্রনাথ এর কারণটি লিখেছেন ভগ্নীপতি নগেন্দ্রনাথকে : 'আরবারে লিখেছিলুম আমরা continentএ বেড়াতে যাচ্ছি—Lucerne কিম্বা Geneva...যাবার ঠিক আগের দিন বাবার শরীর খারাপ হল বলে যাওয়া বন্ধ করতে হল। কিছুদিন থেকে অর্শ বেড়েছিল তার উপর দাঁতে ব্যথা হয়েছিল। পর্শুদিন দুটো দাঁত তুলিয়ে এসেছেন। এখন একটু ভাল আছেন।' এর পরে লিখেছেন : 'এ জায়গার চেয়ে Hampstead স্বাস্থ্যকর বলে আমরা শনিবার সেখানে উঠে যাচ্ছি। Heathএর ধারে একটা বাড়ী পাওয়া গেছে—তবে এবার আর নিজেদের ঘরকন্না না, boarding পাওয়া যাবে।' চিঠিপত্রে ঠিকানা পাওয়া যায় 21 Cromwell Road, South Kensington, S.W.—কিন্তু এটি ভারতীয় ছাত্রদের আবাস Northbrook Societyর ঠিকানা। সুতরাং মনে হয়, এরই নিকটবর্তী অন্য কোনো বাড়িতে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু Thomas Cook-এর প্রযত্নে চিঠিপত্র আসার বাড়তি খরচ ও সময় বাঁচানোর জন্য উক্ত ঠিকানা ব্যবহার করতেন। সুকুমার রায় 20 Sep পিতাকে একই ঠিকানা থেকে লেখেন : 'আজ রাত্রে রবিবাবুদের ওখানে নেমন্তন্ন আছে। Mr. Rothenstein প্রভৃতি অনেকে আসবেন। রবিবাবু এখন খুব কাছেই থাকেন—Cromwell Road-এর এখান থেকে ১ মিনিটের রাস্তা'[১১০]—এর পরেও রবীন্দ্রনাথের পত্রে উক্ত ঠিকানাই দেখা যায়, যা আমাদের বক্তব্য সমর্থন করে।

7 Sep [শনি ২২ ভাদ্র] তাঁরা নূতন বাসায় উঠে যান, তার আগেই ৩৭ আলফ্রেড প্লেস-এ রবীন্দ্রনাথ ১৯ ভাদ্র [বুধ 4 Sep] 'কবি য়েট্‌স্' [দ্র প্রবাসী, কার্তিক। ৪৪–৪৮; পথের সঞ্চয় ২৬। ৫২১–২৮] প্রবন্ধটি লেখেন। বাঙালি সাধারণ পাঠকের কাছে কবি-বন্ধুর প্রকৃত পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। একই কাজ তিনি করেছেন 'স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক' [দ্র প্রবাসী, কার্তিক। ১–৪; ঐ ২৬। ৫২৮–৩৩] এবং 'ইংলণ্ডের

ভাবুকসমাজ' [দ্র তত্ত্ব, কার্তিক। ১৫৫–৫৮; ঐ ২৬। ৫৩৩–৩৯] প্রবন্ধে—সবগুলিই হয়তো একই সময়ে লেখা।

স্টপফোর্ড ব্রুক য়ুনিটেরিয়ান খ্রিস্টান, ব্রাহ্মদের মধ্যে এঁর রচনা খুব প্রিয় ছিল, রবীন্দ্রনাথও দেশে থাকতে তাঁর ধর্মোপদেশ ও কাব্যসমালোচনা পাঠ করেছিলেন। তাই *Gitanjali*-র টাইপ-কপি রোটেনস্টাইন যে তাঁর কাছেও পাঠিয়েছিলেন, এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরও আগ্রহ থাকতে পারে। রোটেনস্টাইন লিখেছেন : "One of the first persons whom Tagore wanted to know was Stopford Brooke; ... Stopford Brooke asked me to bring Tagore to Manchester Square; 'but tell him', he said, 'that I am not a spiritual man'."[১১১] ব্রুক [16] July Tuesday শ্রীমতী রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'I shall be here on to-morrow week, on Wednesday week July 24 for somedays before I start for Hamburg. Then, if it should be convenient for him, I shall be warmly delighted to meet Mr. Tagore. Would he come, do you think, I have as long a talk with me as he could afford on Thursday July 25. Friday Saturday Sunday or Monday, and if he would come alone, so much the better for me."[১১২] এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করতে ব্রুকও কতটা আগ্রহী ছিলেন। অনুমান করা যায়, জুলাই মাসের উল্লিখিত দিনগুলির কোনো-একটিতে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। রোটেনস্টাইন লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'purity and asceticism'-এর সামনে ব্রুককে কিছুটা 'nervous' লেগেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল তাঁর জীবনপ্রীতি ও ধর্মের বাহ্যকাঠামোকে অতিক্রম করার মনোভাব। সেইজন্য তাঁর নামে একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধ উৎসর্গ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই আগ্রহী হয়ে *The Naturalist in La Plata, Green Mansions* প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক W.H. Hudson [1841–1922]-এর সঙ্গে পরিচিত হন। আলাপের সশ্রদ্ধ বিবরণ তিনি রথীন্দ্রনাথদের কাছে দিয়েছেন,[১১৩] কিন্তু হয়তো তা হাডসনের ব্যক্তিজীবন-সম্পর্কিত বলে নিজে কিছু লেখেননি [আশ্চর্যের বিষয়, উভয়ের পত্রালাপের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি]। কিন্তু বিস্তারিতভাবে লিখেছেন H.G. Wells [1866–1946] সম্বন্ধে। তাঁর *The Future in America* [1906] এবং কয়েকটি কল্পবৈজ্ঞানিক উপন্যাস *The Time Machine* [1895], *The Invisible Man* [1897] প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই পড়েছিলেন। রচনায় তাঁর খরধার চিন্তাশক্তির পরিচয় পেয়ে সাক্ষাৎ-পরিচয় সম্পর্কে যে ভয় ছিল, রোটেনস্টাইন-প্রদত্ত ডিনারে তা কেটে গেল : 'দেখা গেল মানুষটি সজারুজাতীয় নহে...ইঁহার প্রখরতা চিন্তায়, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। আসল কথা, মানুষের প্রতি ইঁহার আন্তরিক দরদ আছে, অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং মানুষের সার্বজনীন উন্নতির প্রতি অনুরাগ আছে।' 'বন্ধু' [দ্র ভারতী, কার্তিক। ৭০৪–০৮; পথের সঞ্চয় ২৬। ৫১৬–২১] শিরোনামে রোটেনস্টাইন সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখলেও অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতেও তাঁর প্রসঙ্গ প্রচুর পরিমাণে আছে, বস্তুত তাঁর সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজের সঙ্গে পরিচিত হন। 'The Friend' শিরোনামে প্রবন্ধটির একটি অনুবাদ অন্যের হস্তাক্ষরে রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে রক্ষিত আছে।

1910–11-এ ভারতভ্রমণের সময়ে রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকেন, এই ছবি আঁকার মধ্য দিয়েই উভয়ের পরিচয় সংঘটিত হয়। লণ্ডনেও তিনি অনেকগুলি ছবি আঁকেন। 16 Aug সুকুমার রায় পিতাকে

লেখেন : ‘সেদিন Mr. Rothenstein-এর ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি রবিবাবুর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর sketch করেছেন। তার কয়েকটা কপি করে রামানন্দবাবুকে পাঠাব।’[১১৪] সম্ভবত এই রেখাচিত্রণ উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচের প্রসঙ্গ ওঠে। 21 Jul [রবি ৫ শ্রাবণ] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন : ‘বিলাত থেকে রথীর চিঠি পেলুম—আমার দুই এক খানা ছবির খাতা চেয়েছে— Rubenstein [য] নামক একজন চিত্রকর আমার sketch দেখ্‌তে চেয়েছে’; 24 Jul লেখেন : ‘আজ রথীর অনুরোধে আমার তিনখানা ছবির খাতা রথীর ঠিকানায় বিলাতে পাঠাইয়া দিলাম’। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ *3 Sep [১৮ ভাদ্র] স্বর্ণকুমারী দেবীকে লেখেন : ‘জ্যোতিদাদার ছবির খাতা এখানকার কোনো কোনো আর্টিষ্ট দেখে খুব প্রশংসা করচে। এরা বলে ওঁর drawing একেবারে প্রথমশ্রেণীর ওস্তাদের হাতের উপযুক্ত। এখানকার কাগজে ভাল লোক দিয়ে ওঁর ছবির সমালোচনার বন্দোবস্ত করা যাচ্চে। এঁরা বল্‌চেন, উচিত ওঁর ছবির একটা selection ছাপাতে। ছবি ছাপানো ভয়ানক খরচ। অন্তত হাজার দেড়েকের কমে হতেই পারেনা। জ্যোতিদাদাকে লিখেছি যদি কিছু টাকা পাঠাতে পারেন তাহলে ছাপবার ব্যবস্থা করা যায়।’[১১৫] ১৯ ভাদ্র অজিতকুমারকে লেখেন : ‘সম্প্রতি জ্যোতিদাদার গোটাতিনেক ছবির খাতা আনিয়ে আমি রোটেনস্টাইনকে দেখতে দিয়েছি। তিনি দেখে স্তম্ভিত হয়েছেন। আমাকে তিনি বল্লেন, আমি তোমাকে গোপনে বলচি, অন্য লোকে শুনলে হয় ত বেদনা পেতে পারে, ইনিই তোমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রী। ...এতদিন এই ছবির খাতা আমাদের দেশে যে অখ্যাতভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেছে এতে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। এঁর ছবির বিষয়ে এখানে ইনি লিখ্‌বেন বলেছেন। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠতা যে কোথায় কোথায় আছে তা জানিনে বলেই আমাদের দারিদ্র্য এত সুগভীর।’[১১৬] 14 Sep [১৯ ভাদ্র] রোটেনস্টাইন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখেন : ‘I know of few drawings which show at the some time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it would be difficult to match.’[১১৭] একই দিনে রবীন্দ্রনাথও তাঁকে একটি চিঠি লেখেন।[১১৮] রোটেনস্টাইনের ভূমিকা-সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত ২৫টি প্রতিকৃতির একটি অ্যালবাম মুদ্রিত হয় Twenty-five Collotypes/from the Original Drawings by/Jyotirindra Nath Tagore/Hammersunith/Made & printed by/Emery Walker Limited/1914 আখ্যাপত্র-সহ।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে নিম্নলিখিত রবীন্দ্র রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৪ শক [৮২৯ সংখ্যা] :

১০৩ ‘আলো-ছায়া’ [‘তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া’] দ্র গীতিমাল্য ১১ ১৫৬–৫৭ [২৯]

১০৩–০৬ ‘খেলা ও কাজ’ দ্র পথের সঞ্চয় ২৬। ৫০৭–১৩

১১৬–১৮ ‘সত্যবোধ’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪০১–০৬

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯ [১২। ১। ৫] :

৪৭৯–৮১ ‘লণ্ডনে’ দ্র পথের সঞ্চয় ২৬। ৫১৩–১৬

৪৯১ ‘লীলা’ [‘আমি আমায় করব বড়ো’] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৪৬–৪৭ [১৫]

The Modern Review, Sept 1912 [Vol. XII, No. 3]:

291 'The Infinite Love' দ্র *Poems* [1970], p. 19 [6]

295 'The Small' দ্র *Fruit-Gathering,* No. 62

298 'Youth' দ্র *The Gardener,* No. 15

যথাক্রমে 'অনন্ত প্রেম' [মানসী ২। ২৫৩–৫৪], 'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা' [উৎসর্গ ১০। ২৩–২৪] ও 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি' [উৎসর্গ ১০। ১৬] কবিতা তিনটির ইংরেজি গদ্যানুবাদ রবীন্দ্রনাথের স্ব-কৃত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮৩৪ শক [৮৩০ সংখ্যা] :

১২৯–৩২ 'সমাজভেদ।/(বিলাতের পত্র)' দ্র পথের সঞ্চয় ২৬। ৫৫৪–৬০

১৩৪–৩৬ 'সীমার সার্থকতা।/(বিলাতের পত্র)' দ্র ঐ ২৬। ৫৬০–৬৪

১৩৬ 'পরাভব'/সাহানা-দাদ্‌রা।/হার-মানা হার পরাব তোমার গলে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৫৩; গীত ১। ১০৮

১৩৭–৩৮ স্বরলিপি/সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্র স্বর ৩৯

১৪৫–৪৬ 'শুচি' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪১৪–১৭

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৯ [১২। ১। ৬] :

৫৮৭–৯০ 'শিক্ষাবিধি' দ্র পথের সঞ্চয় ২৬। ৫৬৭–৭৩

৫৯৮ 'কাছের সাথী' ['নামহারা এই নদীর পারে'] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৩৬–৩৭ [৯]

৬৪৬ 'শরৎ-প্রভাতে' ['আজিকে এই সকাল বেলাতে'] দ্র ঐ ১১। ১৫৫ [২৭]

The Modern Review, Oct 1912 [Vol. XII, No. 4]:

340–45 'The River Stairs'

এটি 'ঘাটের কথা' [দ্র ভারতী, কার্তিক ১২৯১। ৩০০–০৯; গল্পগুচ্ছ ১৪। ২৪৫–৫৪] গল্পের যদুনাথ-সরকার-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

Gitanjali ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হবে ও ইয়েট্‌স্ তার ভূমিকা লিখবেন, একথা ট্রোকাডেরো রেস্তোরাঁর সংবর্ধনার পরেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ইয়েট্‌স্ সংশোধিত পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে সম্ভবত জুলাইয়ের শেষে ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডিতে যান অবসর সময়ে ভূমিকা লেখার জন্য। রবীন্দ্রনাথ *2 Aug অজিতকুমারকে লিখেছিলেন : 'সেই লেখাগুলো নিয়ে Yeats Normandyতে গেছেন। সেখানে বসে তিনি তার একটা introduction লিখবেন।' তিনি মাদাম গন-এর অতিথি হয়েছিলেন। সস্ত্রীক James H. Cousins [1873–1955]ও সেখানে অতিথি হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে ইয়েট্‌সের উত্তেজনা বর্ণনা করেছেন তাঁদের স্মৃতিকথায় : 'That night [15 Aug] after dinner, he read, as only he could read, a number of poems from a manuscript book that he had in his suit-case, and of which he had, Madame Gonne told us, an extraordinary high opinion. ...The poet had recently visited England, and Rothenstein had got from him the book of prose translations and handed them to Yeats, who

had gone on fire with the fullness in them that told that the renaissance of poetry had appeared in India. There was move to have them published, and he was pondering their significance for the writing of a preface. From poem to poem Yeats went from hour to hour, annotating, expatiating, rejoicing, till we were all afire with a new revealation of spiritual beauty.'[১১৯] 10 Aug ইয়েট্স্ সেখান থেকে রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'I go back to London on August 16. If Tagore is then in London I will see him on 17th or 18th. On the 19th I must go to Ireland.' হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে নেবেন; কিন্তু তিনি তখন লণ্ডনে ছিলেন না। 7 Sep আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে ইয়েট্স্ রোটেনস্টাইনকে লিখলেন : 'I expect my essay back from my typist on Monday [9 Sep]. I think I had better send it to you. You will, I think, find it emphatic enough. If you like it you can say so when you send it on to Tagore. ...I don't want anything crossed out by Tagore's modesty.'[১২০] রবীন্দ্রনাথ কোনো অংশ কেটে দেননি বটে, কিন্তু যথেষ্ট সংকোচ বোধ করেছেন। তিনি ২ আশ্বিন [বুধ 8 Sep] জগদানন্দ রায়কে লেখেন : 'আমার সেই বইটা ছাপাখানায় দেওয়া হয়েছে। Yeats তার যে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন সেটা পড়েছি। পড়ে লজ্জা বোধ হয়। এটা আমার পক্ষে বহুমূল্য অলঙ্কার সন্দেহ নেই কিন্তু যাকে বলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।' 'মালিনী', 'ডাকঘর' ও 'চিত্রাঙ্গদা' অনুবাদ সম্বন্ধে তিনি লেখেন : 'রোটেন্স্টাইন্ এগুলি ট্রেভেলিয়ান ব'লে একজন কবিকে পড়তে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি এ সম্বন্ধে যে-রকম অভিমত প্রকাশ করলেন তাতে বোধ হচ্ছে এগুলোও এ দেশে চল্‌বে—এমন কি, তিনি এই নাটকগুলিকে অন্য তর্জ্জমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান। এই তিনটের মধ্যে কোনটা যে সব সেরা সেটা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কয়দিন ধরে আলোচনা করে কিছুতেই স্থির করতে পারছেন না। প্রথমে তিনি স্থির করেছিলেন, চিত্রাঙ্গদাই ভালো, তাঁর স্ত্রী স্থির করেছিলেন, ডাকঘর —তারপরে মালিনীটা ভালো করে পড়তে গিয়ে তাঁর মনে আবার ধোঁকা লেগে গেছে। ইনি নিজে গ্রীক পৌরাণিক কথা নিয়ে নাটক লিখে থাকেন। আমার এই লেখাগুলির মধ্যে তিনি সেই গ্রীক সাহিত্যের রস পান।'[১২১] রচনাবলী-সংস্করণ মালিনী-র 'সূচনা' [শ্রাবণ ১৩৪৭]-য় ট্রেভেলিয়ানের নাম করেই তিনি এইরূপ মন্তব্য করেছেন।

এই নাটকগুলির সূত্রেই ট্রেভেলিয়ানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তাঁর ব্যক্তিগত-সংগ্রহে 'Sept 1912'-স্বাক্ষরিত 'The Bride of Dionysus/ A Music Drama and other Poems by R.C. Trevelyan' গ্রন্থটি পাওয়া যায়। The Shiffolds/ Holmbury/ St. Mary/ Dorking/ Station Ockley থেকে একটি তারিখহীন পত্রে ট্রেভেলিয়ান তাঁকে লেখেন : 'We hope very much that you will find it possible to pay us a visit here next Saturday [21 Sep], and stay till Tuesday or at least till Monday. I saw Dickinson this morning, and he says he is coming to see Rothenstein on Friday, so it would be difficult for you to come till Saturday. I give you a list of the trains from Victoria Station to Ockley. ... We are reading your father's autobiography which Dickinson has lent us.' 17 Sep [মঙ্গল ১ আশ্বিন] তিনি লেখেন : 'I have suddenly remembered that

you were probably going with Rothenstein on Saturday evening to the "Winter's Tale". If that is so, it would prevent your coming to us on Saturday. But perhaps you would care to come on Sunday morning, and stay till Tuesday.' এই দুটি চিঠি থেকে তাঁর আকাঙ্ক্ষার ঐকান্তিকতা অনুভব করা যায়। কিন্তু অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ যেতে পারেননি, 21 Sep-এর পত্রে ট্রেভেলিয়ান তাঁদের দুঃখ ও হতাশা ব্যক্ত করেন। বর্তমান বছরের শীতকালেই ভারতভ্রমণে গিয়ে তিনি ও ডিকিনসন জোড়াসাঁকো ও শিলাইদহ ঘুরে আসেন।

ব্রিস্টল থেকেও রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হয়েছিল। 2 Sep [১৭ ভাদ্র] W. Indor-Pole তাঁকে লেখেন : 'May we offer you the cordial hospitality of our house for a weekend or longer, as no doubt you will visit the last resting place of your great reformer Ram Mohan Roy.' 'Indian Poets and Poetry' অথবা অনুরূপ বিষয়ে একটি বক্তৃতা করার জন্যও তিনি অনুরোধ করেন। কিন্তু রামমোহনের একান্ত অনুরাগী হয়েও রবীন্দ্রনাথ সেই অনুরোধ রক্ষা করেননি, অবশ্য তখনও ইংরেজিতে বক্তৃতা করা সম্পর্কে তিনি সংকোচমুক্ত হননি। ব্রিস্টলের Arno's Vale Cemetry-তে রক্ষিত Visitor's Book-এ দেখা যায়, 29 Sep [রবি ১৩ আশ্বিন] ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, সতীশচন্দ্র রায়, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, রথীন্দ্রনাথ, কালীমোহন ঘোষ ও তারাপ্রসাদ চালিহা রামমোহনের সমাধিমন্দির পরিদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 27 Sep [শুক্র ১১ আশ্বিন] রামমোহনের মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনা করেন; সুকুমার রায় এইদিন মাতাকে লেখেন : 'আজ রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন—তাই রবিবাবু সন্ধ্যার সময় উপাসনা করবেন।'[১২২] তিনি ৮। ১০ জনে মিলে রবিবার ব্রিস্টলে গিয়ে সেইদিনই ফিরে আসারও কথা লিখেছেন এই পত্রে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপাসনার স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পরেও আর কিছু লিখেছেন কিনা জানা যায়নি। প্রমথলাল সেন এসেক্স হলে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, হয়তো সেখানেই উপাসনা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ *12 Jul [শুক্র ২৮ আষাঢ়] জগদানন্দকে লিখেছিলেন : 'রথী এখানকার একজন খুব বড় Scientistএর সঙ্গে কাজ করবার আমন্ত্রণ পেয়েছে।'[১২৩] সেই কারণেই তিনি ও প্রতিমা দেবী যখন ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ভ্রমণ করছিলেন, তখন রথীন্দ্রনাথ লণ্ডনে থেকে গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন। ১০ ভাদ্র [সোম 26 Aug] রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দকেই লেখেন : 'যদি বোলপুরে উপযুক্ত পরিমাণে জায়গা ও সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে রথী যাতে সেইখানেই বিজ্ঞান চর্চ্চায় জীবনযাপন করতে পারেন সেইটেই আমি একান্তমনে ইচ্ছা করি। ...আমি তাঁকে আর জমিদারী সেরেস্তার জীর্ণ কাগজের কোটরের মধ্যে প্রবেশ করতে দিতে কোনোমতেই ইচ্ছা করিনে। ওখানে তোমরা এখন থেকে কিছু জমি সংগ্রহ করে রেখে দিতে পারবে না?' লণ্ডনেই তিনি জানতে পারলেন, রায়পুরের সিংহ-পরিবার তাঁদের অধিকারভুক্ত সুরুলের কুঠিবাড়ি জমি-সহ বিক্রয় করতে চান। লেফটেনান্ট কর্নেল ডাঃ নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ তখন লণ্ডন-প্রবাসী, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি 24 Sep [মঙ্গল ৮ আশ্বিন] লেখেন : 'শ্রদ্ধাস্পদেষু/শুরুলের বাড়ীটা দ্বীপুবাবুকে এগার [হাজার] টাকায় দিতে চেয়েছিলেম। তিনি আট হাজার টাকা দিতে চাহেন। তার জন্য দিই নাই। আপনি এখন সৎকাজের জন্য বাড়ীটা নিতে চাহেন। আমরা আট হাজার টাকায় আপনাকে বিক্রি করিতে চাই। টাকা চাহিতাম না; তবে রাইপুরে যদি আমি আমার জীবনের কাজ করিতে পাই, তাতে অনেক টাকার দরকার। তাই

আপনাকে টাকা চাহিতেছি।' 26 Sep লেখেন : 'আপনার পত্র কাল রাত্রে পেয়ে বিশেষ সুখী হইলেম। বাড়ীটা আপনি আটহাজার নিতে ইচ্ছুক, শুনে আপ্যায়িত হলেম। নগদ টাকা দিবার দরকার নাই। তবে লেখাপড়া সম্বন্ধে আমার ভাইর [সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন] সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে। আজই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে ঠিক করিব।' 13 Oct [রবি ২৭ আশ্বিন] তিনি লেখেন : 'আমি ঠিক জানি না আপনি এখনই শুরুলের বাড়ী নিয়ে লোক দ্বারা কাজ আরম্ভ করাইবেন কিনা। যদি তাই মনে করে থাকেন, তবে এখনই আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি। জায়গার চৌহদ্দি ইত্যাদি এখানে নাই। তবে আমরা দুভাই আপনাকে লিখে দিতে পারি। সেখানে সত্য ফিরে গেলেই ষ্টাম্প কাগজের লেখাপড়া করে দিতে পারিবে। আপনি তাহলে আমাকে একটা হ্যাণ্ডনোট দিবেন। সত্যরও ইচ্ছা যে ঐ টাকা নিয়ে আমি নিজের মনের মত আমার নিজের গ্রামের উন্নতি করিব। সে ঐ টাকা চায় না। তাই বলি কেবল আমার নামেই হ্যাণ্ডনোট দিলেই হইবে। শতকরা ছয় টাকা শুদ বেশি বোধ করিবেন না। আপনার সুবিধামত টাকাটা দিলেই হইবে।'[১২৪] এই শর্তে রাজি হয়ে ৩০ আশ্বিন [বুধ 16 Oct] রবীন্দ্রনাথ হ্যাণ্ডনোট লিখে দেন। পরদিন তিনি সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে খবরটি দিয়ে লেখেন : 'কাল এই লণ্ডনে সিংহদের কাছ থেকে সুরুলের বাড়ি কিনে ফেলেছি। রথীকে যে জিনিষ নিয়ে আলোচনা করতে হবে তার জন্যে ঐ বাড়ি ও বাগানের দরকার। এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বাড়ি দখল করবার অনুমতি পাবে। আমার ইচ্ছা তুমি সপরিবারে ঐখানেই আশ্রয় লও।' সন্তোষচন্দ্রের ডেয়ারি সেখানে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দিয়ে তিনি লেখেন : 'রথীর জন্যে জমি সংগ্রহ করে বাড়ি ও ল্যাবরেটরি তৈরি করিয়ে বাগান প্রভৃতি করতে বিস্তর খরচ পড়বে এবং সে খুব সম্ভব আমার সাধ্যাতীত হবে এই জন্যেই আমার আর্থিক দুর্গতি সত্ত্বেও এই বাড়ি কিনে ফেলতে হল। রথীকে তোমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে আমি আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হব সেই প্রলোভনেই আমি নিতান্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এই একটি কীর্ত্তি করে বসে আছি।'[১২৫] বাড়িটির ও বাগানের দুরবস্থার সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত হলেও আশা ছাড়েননি, পরে সেখানেই শ্রীনিকেতনের বিশাল কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয়।

আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। লণ্ডনেও নানা সূত্রে তাঁদের যোগাযোগ হয়। ২৬ ভাদ্র [বুধ 11 Sep] রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লেখেন : 'কুমারস্বামীর ইংরেজ স্ত্রী [Alice, Ratan Devi] কতকগুলি ভারতবর্ষীয় গান শিখেছেন, সেগুলি নোটেশন করে ছাপাচ্ছেন, কুমারস্বামী তার লম্বা ভূমিকা লিখেছেন; আমাকে তার একটি ছোট মুখবন্ধ করে দেবার জন্য ধরেছেন, সেইটে আমাকে লিখ্‌তে হল। কুমারস্বামীর স্ত্রীর গান একদিন শুনতে গিয়েছিলুম। তিনি তানপুরা কোলে নিয়ে এমনি দিশি ধরণে তানমানলয়ে গান ধরলেন আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। কানাড়া প্রভৃতি খুব ভারি ভারি সুরে রীতিমত মীড় দিয়ে গাইলেন,—সে আমাদের ওস্তাদের চেয়ে ভাল বই খারাপ নয়।'[১২৬] '*Thirty Songs from the Panjab and Kashmir*' [1913] নামে গ্রন্থটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'Foreword'টি 'সংগীতচিন্তা' [১৩৯২, পৃ ৩২৪–২৮] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'সংগীত' [দ্র ভারতী, অগ্র। ৮৪৩–৪৯; পথের সঞ্চয় ২৬। ৫৪৭–৫৪] প্রবন্ধে এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন : 'আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে প্রভেদ এই যে ইঁহার কণ্ঠস্বরে কোথাও যেন কোনো বাধা নাই; শরীরের মুদ্রায় বা গলার সুরে কোনো কষ্টকর প্রয়াসের লক্ষণ দেখা গেল না। গানের মূর্তি একেবারে অক্ষুণ্ণ অক্লান্ত হইয়া দেখা দিতে লাগিল।' তিনি ২ আশ্বিন [বুধ 18 Sep] জগদানন্দকে লেখেন : 'এই মেলেই কুমারস্বামীর Art and Swadeshi নামক একটা বই

পাঠিয়ে দেব। তাতে আমার উপরে একটা প্রবন্ধ আছে। অজিতের একটা তর্জ্জমার খাতা একবার তিনি দখল করে নিয়ে গিয়েছিলেন, এই লেখার কতক উপকরণ বোধ হচ্চে তার থেকে পেয়েছিলেন—আমারও কতকগুলো তর্জ্জমা দেখলুম এর মধ্যে আছে।'[১২৭] *Art and Swadeshi* [1912] গ্রন্থটি মাদ্রাজের গণেশ অ্যাণ্ড কোং থেকে প্রকাশিত হয়, এর দশম অধ্যায় 'Poems of Rabindranath' [pp. 111–126]-এ রবীন্দ্রনাথের ১১টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও বর্ণিত হয়েছে। অনুবাদ-কবিতাগুলির কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক অনুবাদ-প্রচেষ্টা হিসেবে সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। প্রবন্ধটির শেষে তাঁর যে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা কুমারস্বামী বিবৃত করেছেন, নোবেল প্রাইজ ঘোষিত হবার পর অনেক সাংবাদিক কেবল সেইটুকুর উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে "At fourteen he produced a sort of musical opera, called 'The Genius of Valmiki!'"-র মতো ভুল তথ্যও বারংবার পুনরাবৃত্ত হয়—কিন্তু ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচায়ক হিসেবে প্রবন্ধটির অগ্রগামিতা স্বীকার করতেই হয়।

এর আগে রবীন্দ্রনাথ যে দু'বার ইংলণ্ডে আসেন, য়ুরোপীয় সংগীত আস্বাদনের কোনো সুযোগই তিনি ত্যাগ করেননি। এবারে যখন এলেন, তখন সংগীতের আসর ভাঙবার মুখে। কিন্তু তাঁর লণ্ডনে আসার কয়েকদিন পরেই ক্রিস্টাল প্যালেসে বিলাত-প্রবাসী বিখ্যাত জার্মান সুরকার হ্যাণ্ডেলের [George Frederic Handel, 1685–1759] স্মরণে ত্রৈবার্ষিক উৎসব [Grand Triennial Handel Festival] অনুষ্ঠিত হয় 25, 27 ও 29 Jun [মঙ্গল, বৃহ, শনি, ১১, ১৩ ও ১৫ আষাঢ়] তিন দিন ধরে*—'চারি হাজার যন্ত্রী ও গায়কে মিলিয়া এবারকার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল'। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত উৎসবের এক বা একাধিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 'সংগীত' প্রবন্ধে তিনি এই উৎসব সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সংগীতের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

ইণ্ডিয়া সোসাইটির সেক্রেটারি ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ পেশায় আইনজীবী হলেও তাঁর খ্যাতি সংগীত-সমালোচক হিসেবে। ভারতীয় সংগীত সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। সম্ভবত এঁরই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'সংগীত' প্রবন্ধে লেখেন : 'ইনি ভারতবর্ষীয় সংগীত সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন।' তাঁর লেখা *The Music of Hindostan* 1914-এ প্রকাশিত হয়।

শ্রীমতী মড ম্যাকার্থি [Maud Mac Carthy, Mrs. Mann] মূল বাংলা থেকে 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' গানটি ইংরেজি অনুবাদ করে মডার্ন রিভিয়্যু-র Sep 1911 [p. 265]-সংখ্যায় প্রকাশ করেন। সম্ভবত তার পূর্বেই কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তিনি ৩১ আষাঢ় [সোম 15 Jul] দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখেন : 'আগষ্টের আরম্ভে এক সপ্তাহ Buxton-এ কাটাইবার কথা। সেখানে Mrs. Mann আছেন, তিনি ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের য়ুরোপীয় ওস্তাদ—এই অভূতপূর্ব মিশ্রণের পরিচয় লইতে হইবে।'[১২৮] এই ইচ্ছা পূর্ণ না হলেও অনুরূপ আর একটি সাক্ষাৎকারের কথা তিনি 'সংগীত' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : 'এখানকার লণ্ডন একাডেমি অফ ম্যুজিকের অধ্যক্ষ ডাক্তার ইয়র্ক্‌ট্রটারের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় সংগীতের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। যাহাতে লণ্ডনে এই সংগীত আলোচনার একটা উপায় ঘটে সেজন্য আমার নিকট তিনি বারম্বার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন।'

এইসব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর মনে হয়েছে : 'আমাদের সংগীতকেও একবার সমুদ্রপার করিয়া তাহার পরে যখন তাহাকে ফিরিয়া পাইব তখনি হয়তো ভালো করিয়া পাইব। আমরা বহুকাল ঘরের কোণে

কাটাইয়াছি, এইজন্য কোনো জিনিসের বাজারদর জানি না; নিজের জিনিসকে যাচাই করিয়া লইব, কোন্‌খানে আমাদের গৌরব তাহা নিশ্চিত করিয়া বুঝিব, সে শক্তি আমাদের নাই।' আর এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অজিতকুমারকে উপদেশ দিয়ে লেখেন [২৬ ভাদ্র] : 'আমাদের বিদ্যালয়ে আজকাল গানের চর্চ্চাটা বোধ হয় কমে এসেছে; সেটা ঠিক হবে না; ওটাকে জাগিয়ে রেখো। আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনার নিঃসন্দেহ ওটা একটা প্রধান অঙ্গ। শান্তিনিকেতনে বাইরের প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি করে তোলে তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান।'

নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও বিদ্যালয়ের চিন্তা থেকে তিনি কখনই মুক্ত ছিলেন না। ১০ ভাদ্র [26 Aug] জগদানন্দ রায়কে লেখেন : 'তোমাকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক চটি বই পাঠাব বলে কিনে রেখেছি। এগুলি খুব ভাল। শিশু-পাঠ্য নয় অথচ সহজবোধ্য। এগুলি অবলম্বন করে তোমরা যদি ছেলেদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি লিখিত বক্তৃতা দিতে পার তাহলে ভাল হয়। এর পরে পাঠ্যপুস্তকরূপে সে সমস্ত ছাপাও হতে পারে।' অনেকগুলি চিঠিতেই এই বইয়ের প্রসঙ্গ আছে এবং বইয়ের বাক্স যথাসময়ে পৌঁছয়নি বলে তিনি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র ও কয়েকজন শিক্ষক তখন ইংলণ্ডে, তাঁদের নিয়েও তাঁকে চিন্তা করতে হয়েছে। ছাত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ তাঁর সঙ্গেই বিলেতে যান, তাঁর আয়েসী ভোজনপ্রিয় ঢিলেঢালা স্বভাব নিয়ে তিনি প্রথমাবধিই বিব্রত। ১৪ আষাঢ় [শুক্র 28 Jun] জগদানন্দকে লেখেন : 'আগামী সোমবারে সোমেন্দ্রকে এখানকার পল্লীগ্রামে একটি গৃহস্থ বাড়িতে বাস করবার জন্যে পাঠিয়ে দেব। ...ওর একটা সুবিধা আছে ওর বিপুলদেহে লজ্জাসঙ্কোচের লেশমাত্র নেই—ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করে' ইংরেজিভাষার ভীষ্মব্যাকরণের শরশয্যা রচনা করতে দয়ামায়ামাত্র করে না—সত্যেশ্বরের কাছে ও যেটুকু শিখেছিল তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিথ্যাস্বর যোগ করে ও যে একটি ভাষা রচনা করেছে সেটাতে কেনোমতে কাজ চলে কিন্তু লজ্জারক্ষা হয় না।' তাঁর জন্য আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংগ্রহ করা হয়, তিনি 1 Sep [রবি ১৬ ভাদ্র] আমেরিকা রওনা হন। কালীমোহন ঘোষ 5 Sep 'বিলাতের চিঠি'তে লিখেছেন : 'গত রবিবার সোমেন্দ্রকে Waterloo ষ্টেশনে তুলে দিয়ে চণ্ডী, দেবল, সতীশবাবু ও আমি Westminister Chapelএ গিয়াছিলাম।'[১২৯]

নারায়ণ কাশীনাথ দেবল রবীন্দ্রনাথের খরচে বিদেশ যাত্রা করেন, তাঁরও আমেরিকায় যাওয়ার কথা ছিল। ২৮ আষাঢ় [12 Jul] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে 'দেবলবাবুর বিলাত পর্য্যন্ত গমনের জাহাজ ভাড়া ৩৪০৲/লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক গমনের ১৮০৲ নিউইয়র্ক হইতে চিকাগো রেলভাড়া ৬০৲ হাতখরচ ১০০৲' ইত্যাদির হিসাব লেখা হয়। কালীমোহন 'প্রবাসের পত্র'-তে লেখেন : 'দেবলরা ২০শে আগষ্ট [৪ ভাদ্র] আসিবে।'[১৩০] কিন্তু তাঁর আমেরিকা যাওয়া হয়নি। ২ আশ্বিন [18 Sep] রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দকে লেখেন : 'আমেরিকায় পাড়ি দেবার পথে লিভারপুলের ঘাট পর্য্যন্ত গিয়ে দেবলকে ফিরে আসতে হল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছে ওর চোখে granular lids—ওকে যদি যেতে দেওয়া হয় তাহলে আমেরিকা থেকে ওকে ফিরিয়ে দেবে।' তিনি আপাতত লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে ইংরেজি সাহিত্যের একটি কোর্সে ভর্তি হন।

আশ্রমের অপর এক ছাত্র চণ্ডীচরণ সিংহ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হন। জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় অরবিন্দমোহন বসু অক্টোবরের গোড়ায় ইংলণ্ডে পৌঁছে কেম্‌ব্রিজের একটি কলেজে ভর্তি হন। রবীন্দ্রনাথ ২১ আশ্বিন [7 Oct] হেমলতা দেবীকে লেখেন : 'চণ্ডী গ্ল্যাসগোতে গেছে। সেখানে একজন পাদ্রীর সঙ্গে সে থাকে তিনি সপরিবারে তার খুব যত্ন নিচ্ছেন—...অরবিন্দ এসে পৌঁছেছে। তাকে অনেক চেষ্টা করে কেমব্রিজের একটা কলেজে ভর্তি করে দিতে পেরেছি।'[১৩১]

কালীমোহন ঘোষ ইংরেজি সাহিত্যের কোর্স নিয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বঙ্কিমচন্দ্র রায় 1 Oct লণ্ডনে পৌঁছে পরের দিনই আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে রওনা হন। এইসব খবর রবীন্দ্রনাথ 2 Oct জানিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে : 'বঙ্কিম কাল লণ্ডনে এসে আজ আমেরিকায় যাত্রা করেছেন। তিনি কি করবেন সম্পূর্ণ ঠিক করেন নি কিন্তু এখনো তাঁর বোলপুরের ক্ষুধা মরেনি। ...এখনো তিনি মনে আশা করচেন বিজ্ঞানের কোনো একটা বিষয় শিক্ষা করে তিনি আমাদের বিদ্যালয়েই কাজে নিযুক্ত হবেন। কিন্তু আপাতত এ সব কথা মনে মনে রাখাই ভাল। কালীমোহন এবং দেবল লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে একটা ইংরাজি ও সাহিত্যের কোর্স নিয়েছেন—এইটে শেষ করতে পারলেই আমার বিদ্যালয়ে তাঁদের যেটুকু প্রয়োজন তা সাধন করতে পারবেন,—ডিগ্রি নেবার বৃথা চেষ্টা করবার দরকার দেখিনে।'[১৩২]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কেদারনাথ [বুবা] 5 Sep [২০ ভাদ্র] রওনা হয়ে 23 Sep [সোম ৭ আশ্বিন] লণ্ডনে পৌঁছন। ২১ ভাদ্র [সোম 7 Oct] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখিত পত্রের পরিশিষ্টে লেখেন : 'বুবার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। ভালই আছে। রোটেনস্টাইনকে অনুরোধ করিয়া'—মুদ্রিত পত্রে বাক্যটি অসম্পূর্ণ, তিনি সম্ভবত রোটেনস্টাইনের সাহায্যে তাঁর লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজে ভূতত্ত্বে বি. এস্‌সি পড়ার ব্যবস্থা করে দেন।

রামানন্দকে লিখিত উক্ত পত্রে বিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ ব্যক্ত হয়েছে। রামানন্দ ছাত্রদের বেতন বাড়ানো ও অধ্যাপকদের বেতন কমানোর প্রস্তাব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রস্তাবটি সমর্থন করলেও দ্বিতীয়টিতে সম্মতি না দিয়ে লেখেন : 'ত্যাগ করিবার দাবি একমাত্র আমারই উপর আছে—বিদ্যালয়ের আইডিয়া আমাকেই ডাক দিয়াছিল অতএব যথার্থভাবে আমারই গরজ। যতক্ষণ আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে ততক্ষণ আমি অন্যের কাছে হাত পাতিতে পারি না। ...অধিক বেতনের অধ্যাপকদিগকে বিদায় করা একটা পন্থা বটে কিন্তু তাহা হইলে প্রাণ নষ্ট করিয়া ব্যয় বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। কারণ তাঁহারাই বিদ্যালয়ের মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া আছেন।'[১৩৩] এইদিনই তিনি হেমলতা দেবীকে পূর্বোল্লিখিত পত্রে লিখেছেন : 'রামানন্দবাবুর পত্রে বিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্গতির বিস্তারিত বিবরণ পড়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। ... রামানন্দবাবুর চিঠিখানা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি—দ্বিপুকে দেখিয়ো এবং যদি কিছু করবার থাকে মনে কর কোরো।'

ড ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এইসময়ে আবার ইংলণ্ডে আসেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 1902–03-তে অক্সফোর্ডে ভারতীয় দর্শন শিক্ষার জন্য একটি অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করতে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সুপারিশ করেছিলেন ড শীলের নাম [দ্র রবিজীবনী ৫। ১২২–২৩]। তখন কোনো ফল হয়নি। এখন ড শীলের ইংলণ্ডে আসার সুযোগ নিয়ে তিনি পূর্ববর্তী পরিকল্পনাটি কার্যকর করার চেষ্টা করেছেন। *17 Oct [বৃহ ১ কার্তিক] তিনি প্রমথলাল সেনকে লেখেন : 'ব্রজেন্দ্রবাবুকে এখানে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবার

জন্যে আমরা সকলেই উদ্যোগী হয়ে উঠেছি। এখানকার কর্ত্তাদের রাজি করানো অসম্ভব হবেনা কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবুর নিজের সম্বন্ধে এক একবার সন্দেহ হচ্চে। হয়ত তাঁর ছেলের অল্প একটু কিছু অসুখ বিসুখ হলেই অমনি তিনি দৌড় মারবেন। যাই হোক কেমব্রিজে খুব সম্ভব তাঁর একটা কিছু জুটে যাবে।'[১৩৪] তাঁর সক্রিয় চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় 10 Oct [২৪ আশ্বিন] বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে লিখিত পত্রে :

I do not know if you ever heard of Dr. Brajendra Nath Seal of Calcutta University. He is the most distinguished scholar and thinker we have in India at present. He has just come to England. Would it not be possible to utilize in some way his wonderful knowledge of philosophy, Eastern and Western? He is the only man I know who will be able to present the development of Eastern thoughts to European audience in an adequate manner.[১৩৪]

রাসেলের উত্তরটি রক্ষিত হয়নি, কিন্তু তাঁর ইতিবাচক সাড়া পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 13 Oct [রবি ২৭ আশ্বিন] লেখেন : 'Thanks for your kind letter. I will ask Dr. Seal to pay you a visit at Cambridge, when you will have an opportunity to know him.'[১৩৪] তাঁর উদ্দেশ্য অবশ্য সিদ্ধ হয়নি, ব্রজেন্দ্রনাথ রাসেলের সঙ্গে দেখা করেননি। রাসেল 16 Nov [১ অগ্র] লেখেন : 'I have not heard whether Dr. Brajendra Nath Seal is coming to Cambridge, but if he does I hope he will give me the pleasure of making his acquaintance. I have done what I would to make his visit to England known.'[১৩৫]

ড পি. কে. রায়ের স্ত্রী সরলা রায় তখন লণ্ডনে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ মাঝেমাঝেই তাঁর বাড়ি গেছেন। লণ্ডনে Essex Hall-এ একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তিনি কখনও কখনও সেখানে উপাসনা করেছেন, নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যান্য বাঙালি যাঁরা সেখানে ছিলেন বা পৌঁছেছেন তাঁদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটত। তিনি ১০ আশ্বিন [বৃহ 26 Sep] মীরা দেবীকে লিখেছেন : 'এবার এদেশে বিস্তর চেনা বাঙালী আমদানী হয়েছে। কাল বিমলার [ব্যারিস্টার সত্যরঞ্জন দাসের পত্নী] ওখানে গিয়েছিলুম। তাঁর মেয়ে মায়ার [ডাঃ অজিতমোহন বসুর পত্নী] বড় অসুখ করেছিল—তাই তাঁকে খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি ছুটে আস্তে হয়েছে। ...বিমলাকে আমার বড় ভাল লাগে। কোনো রকম উগ্রতা নেই।'[১৩৬]

এই পত্রেই তিনি লেখেন : 'এবারে সেপ্টেম্বরটি খুব ভদ্র ব্যবহার করচে। প্রায় প্রত্যহই রৌদ্র দেখা দিচ্চে—বহুকাল একেবারেই বৃষ্টি হয়নি। আমাদের দেশের শরৎকালের মতই নির্ম্মল উজ্জ্বলতায় আকাশ পূর্ণ হয়ে গেছে—জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখ্‌লে মন উতলা হয়ে যায়। আমার এই লণ্ডন ছেড়ে আর কোথাও বেরিয়ে পড়তে প্রতিদিনই ইচ্ছা করচে। কিন্তু বাঁধা পড়ে আছি আমার বইটা ছাপতে গেছে—১৪ই অক্টোবরের মধ্যে বের হবার কথা।'

ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে *Gitanjali* প্রথম প্রকাশিত হয়, ইয়েট্‌স্‌ তার ভূমিকা লেখেন। এ-সম্পর্কে তিনি 7 Sep [শনি ২২ ভাদ্র] রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন : 'You will, I think, find it emphatic enough. ...In the first little chapter I have given what Indians have said to me about Tagore

—their praise of him and their description of his life. That I am anxious about—some fact may be given wrongly, ...I think it might be well if somebody compiled a sort of 'Who's Who' paragraph on Tagore, and put after the Introduction a string of dates, saying when he was boni, when his chief works were published. My essay is an impression, I give no facts except those in the quoted conversation.'[১৩৭] ইয়েট্‌সের পরামর্শ মানা হলে নোবেল প্রাইজের পর বিদেশের বহু পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেসব ভুল তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল তার সম্ভাবনা কমে যেত। অবশ্য অনেকেই 'ভূমিকা'টির সমালোচনা করেছিলেন। কেউ-কেউ অবান্তর মনে করে অন্য ভাষার অনুবাদে এটিকে বর্জন করেন।

Gitanjali-র পাণ্ডুলিপি 9 sep [সোম ২৪ ভাদ্র] প্রেসে যায়। পরের দিন রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আমার সেই তর্জ্জমাগুলো এরা কাল ছাপাখানায় দিয়েছে—বোধ হয় অক্টোবরেই বই বেরিয়ে যেতে পারে।'[১৩৮] প্রুফ দেখার ব্যাপারে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কিছু ভূমিকা ছিল; ইয়েট্‌সের সঙ্গে আলোচনাক্রমে যে পাঠ স্থির হয়েছিল, প্রুফ দেখার সময়ে তিনি তার কোনো-কোনো শব্দ পরিবর্তন করেন। একটি পরিবর্তনের কথা জানা যায় ইয়েট্‌সের 9 Jan 1913 [২৫ পৌষ]-এর পত্র থেকে : 'The other day I started to read out No. 52 to a friend. When I came to the last paragraph I was most sorrowful to find the magnificent 'no more coiness [coyness] and sweetness of demeanour' was changed and the whole poem half ruined. I fell on Rothenstein at once and accused the Fox Strangways of it. He defends Fox Strangways but I do not believe him. ...Do please put back the old sentence, which suggested the very woman, in the new edition.' রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্যবশত 14 Feb [২ ফাল্গুন] রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'Mr. Yeats is not satisfied with some of the corrections that have been made without his knowledge. I have promised him to submit to him the proofs of the Second Edition of Gitanjali.'[১৩৯]

ইতিমধ্যে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী আমেরিকা রওনা হন 10 Oct [বৃহ ২৪ আশ্বিন]। রথীন্দ্রনাথ 4 Oct জগদানন্দকে লেখেন : 'আমরা ত আগামী বৃহস্পতিবারে আমেরিকা চল্লুম। বাবা এখনও কিছুদিন এখানে থাকবেন—তাঁর বই বেরোয় নি—সেটা না বেরোলে উনি যেতে পারছেন না। ...আমাদের আমেরিকায় গেলে পড়াশুনার একটু সুবিধে হয় বলে আমরা আগে থেকেই চলে যাচ্ছি। বাবার যাতে কোনও অসুবিধে না হয় তার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। আমাদের landladyটি বড় ভাল—খুব যত্ন করবে—তাছাড়া দ্বিজেন মৈত্র—উনি এসে এখানে থাকবেন।'[১৪০]

রবীন্দ্রনাথেরও লণ্ডনে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। তাঁকে নিয়ে টানাটানিও অব্যাহত ছিল। 2 Oct [বুধ ১৬ আশ্বিন] মে সিনক্লেয়ার তাঁদের Sesame Club-এ তাঁকে ডিনারে আমন্ত্রণ করেন। পরে একটি তারিখহীন পত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'I am so glad that you can come to my little dinner on the 2nd October. Mrs. Stuart Moore (Evelyn Underhill) is looking forward with immense pleasure to meeting you. She tells me that she heard you are reading her book & was filled

with dismay. 7.45 is the hour.'[১৪০] খবরটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এইদিন জগদানন্দকে লেখেন : 'আজ মিস্ সিন্‌ক্লেয়ারের ওখানে আমার ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে Mysticism বইখানির রচয়িত্রী Evelyn Underhillএর সঙ্গে আমার দেখা হবে। শুনেছি ইনি খুব ক্ষমতাশালিনী বিদুষী।'[১৪১] এই সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন সেনের 'কবীর' সংগ্রহ থেকে অজিতকুমার-কৃত ইংরেজি অনুবাদের খসড়া অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ইভ্‌লিন আণ্ডারহিলের সহায়তায় *One Hundred Poems of Kabir* [1914] গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

রথীন্দ্রনাথ এই আসরে বার্নার্ড শ-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন : 'বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক এসেছেন। বাবার আসন পড়েছে ঠিক বার্নার্ড শ-এর পাশে। খেতে খেতে আলাপ চলছে। সবাই নামজাদা সাহিত্যিক, সুতরাং আলাপের ভাষা ও বিষয় বেশ উচ্চকোটির, কথার গায়ে কথা লেগে যেন কথার ফুলঝুরিতে আসর সরগরম। সবাই কথা বলে চলেছেন, কেবল শ-এর মুখে রা নেই। ফলে কথা কওয়ার পাট বাবাকে প্রায় একতরফা চালাতে হচ্ছে। পরে শুনলাম বার্নার্ড শ যে এমন নীরব শ্রোতা হতে পারেন—এমনটা সচরাচর দেখা যায় না।'[১৪২]

রোটেনস্টাইন আগেই শ-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ঘটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ 18 Sep তাঁকে একটি পত্র লিখে মা ও স্ত্রীর অসুস্থতা এবং তিনটি নাটকের রিহার্সাল নিয়ে নিজের ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে মাসখানেক পরে মধ্যাহ্নভোজনের আমন্ত্রণ গ্রহণের সম্ভাবনার কথা জানান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 19 Oct আমেরিকা রওনা হন।

রোটেনস্টাইন লিখেছিলেন : 'Among others whom Tagore met were Shaw, Wells, Galsworthy, Andrew Bradley, Masefield, J.L. Hammond, Ernest Rhys, Fox-Strangways, Sturge Moore, and Robert Bridges'—এঁদের কারো-কারো সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এবারেই দেখা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু অনেকেরই সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা হয় পরবর্তী বৎসরে—ততদিনে *Gitanjali* প্রকাশিত হওয়ায় তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন।

একজনের কথা রোটেনস্টাইন অবশ্য গোড়াতেই বলে নিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন এজরা পাউণ্ড [1885–1972)—'The young poets came to sit at Tagore's feet; Ezra Pound the most assiduously.'[১৪৩] রোটেনস্টাইনের বর্ণনার সুরে কিঞ্চিৎ কৌতুক আছে, লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজে পাউণ্ড তখন অনেকটা কৌতূহলের সামগ্রী—ইয়েট্‌সের ভাষায় 'queer creature'। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'পাউণ্ড একেবারে আলাদা জাতের লোক—যাকে বলা যায় অনন্য। তাঁর কাছে কাব্যরচনা ছিল এক মহৎ ব্যাপার। তিনি যে কাব্যরচনার চিরাচরিত পথ ছেড়ে নিজের স্বতন্ত্র পথ তৈরি করে নিতে পেরেছেন—এ নিয়ে তাঁর মনে একটা অহমিকাবোধ সদাজাগ্রত ছিল। পাউণ্ড-এর প্রকৃতিতে ও আচরণে বেশ একটা নাটকীয়তা ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁকে আমাদের ভালো লাগত। ...পাউণ্ড এ সময়ে বাবার বিশেষ অনুরাগী ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।'[১৪৪] পাউণ্ড তখন ইয়েট্‌সের সেক্রেটারির কাজ করছেন, তাঁরই সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। আবেগপ্রবণ এই আমেরিকান তরুণ কবি রবীন্দ্রপ্রতিভাকে আমেরিকায় প্রচারের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 24 Sep [৮ আশ্বিন] তিনি শিকাগোর *Poetry* পত্রিকার সম্পাদিকা Harriet Monroe [1861–1936]কে লেখেন : 'Also I'll try to get some of the poems of the very great Bengali poet, Rabindranath Tagore. They are

going to be the sensation of the winter. ...They are translated by the author into very beautiful English prose, with mastery of cadence.'[১৪৫] পাউণ্ড অতঃপর 'Tagore's Poems' শিরোনাম-যুক্ত একটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ-সহ রবীন্দ্রনাথের ৬টি কবিতা পাঠিয়ে দেন এবং সেগুলি *Poetry*-র Dec 1912-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়—আমেরিকায় রবীন্দ্র-রচনার সেইটিই প্রথম প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, অক্টোবরের মাঝামাঝি *Gitanjali* প্রকাশিত হবে। কিন্তু প্রকাশে কিছু বিলম্ব থাকায় তিনি আমেরিকায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের মানসিক কারণটি তিনি ৩০ আশ্বিন [বুধ 16 Oct] ব্যাখ্যা করে লিখেছেন অজিতকুমারকে :

আমরা আগামী শনিবারে আমেরিকায় যাত্রা করব। কথা ছিল, আমার বই বের হয়ে গেলে পর তার পরে রওনা হব—এখানকার সকলে সেই পরামর্শ দিচ্ছিলেন—কিন্তু আমার মন শান্তি চাচ্ছে। আমি নিজের লেখা নিজের আলোচনা নিয়ে আর থাকতে পারছি নে—এখানকার বন্ধনজাল কাটিয়ে আবার একবার মুক্তিলাভ করবার জন্যে সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমি শিলাইদহের নির্জ্জন ঘরে বসে গীতাঞ্জলি তর্জ্জমা করছিলুম সে আমার আপন মনের আনন্দে করছিলুম। সেই বিজনতা থেকে একেবারে মানুষের ভিড়ের মাঝখানে এসে পড়েছি—এখন যা করছি সে তো আনন্দের কাজ নয় সে তাগিদের কাজ। সে আমার বেশি দিন পোষাবে না। যতই বেতন খোরাক পাই না কেন আমি জবাব দিলুম।[১৪৬]

আমেরিকা যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি আরও একটি দেশে বিস্তৃত হওয়ার সূচনা হল। ফরাসি কবি আলেক্‌সি সাঁ লেজে লেজে [Alexi St Leger Leger, ছদ্মনাম সাঁ জন প্যর্স, St. John. Perse, 1887–1975] ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজের পরিচয়পত্র-সহ রবীন্দ্রনাথকে 14 Oct [সোম ২৮ আশ্বিন] একটি চিঠি লেখেন :

At the end of a solitary stay in this town, when it was for me a very deep and secret joy I meet by chance, in a newspaper, with two poems quoted by the English poet Yeats, I have made this wish, I know your poet's work in our times and having read it on proofs one evening, I may serve it in great admiration in my country.[১৪৭]

এরপর তিনি 17 Oct [বৃহ ১ কার্তিক] সকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁর কবিতা ফরাসি ভাষায় অনুবাদের অনুমতি নিয়ে যান। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ২ কার্তিক জগদানন্দকে লেখেন : 'কাল সকালে একজন ফরাসী গ্রন্থকার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি প্রুফে আমার তর্জ্জমাগুলো পড়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এসেছেন। তিনি বল্লেন, তোমার মত কবির জন্যে আমরা অপেক্ষা করে আছি। আমাদের Lyricsএ আমরা কেবল accidentalকে নিয়ে বদ্ধ হয়ে আছি—তোমার লেখা দেশকালের অতীত, চল তুমি আমাদের ফ্রান্সে চল, সেখানে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। ইত্যাদি। ইনি আমার এই তর্জ্জমাগুলো ফরাসীতে অনুবাদ করবার অনুমতি নিয়ে গেলেন।'[১৪৮]

সাঁ-লেজে *Gitanjali* নিজে অনুবাদ করেননি। ইণ্ডিয়া সোসাইটি-সংস্করণের একটি কপি তিনি সংগ্রহ করেন এবং প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক-বন্ধু Andre Gide [1869–1951]কে সেটি পাঠিয়ে অনুবাদের জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। সদ্য-নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত [1960] সাঁ জন প্যর্স্ রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর সময়ে ফ্রান্সে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন [Institut de Civilisation Indienne-এর পক্ষ থেকে *Hommage de la France a Rabindranath Tagore* pour le Centenaire de sa Naissance, 1961 (1962) নামক স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত], তাতে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি তাঁর পরিণত শ্রদ্ধাঞ্জলি-সহ উক্ত সাক্ষাৎকারের একটি আবেগদীপ্ত বিবরণ দেন। অধ্যাপক সৌরীন্দ্র মিত্র-কৃত তার বঙ্গানুবাদের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

তিনি আমাদের মধ্যে এসে বসেছেন পুরাণ-কথিত সেই অতিথির মতো : পরনে তাঁর শুভ্রবাস, বহন করে এনেছেন একটি বাণী। মর্ত্যের মৃত্তিকা দিয়ে গড়া তাঁর চেয়ে সুন্দর মুখ কে কবে দেখেছেন। যেমন গীতকাররূপে, তেমনি দার্শনিক রূপে তিনি অনেক কথাই আমাদের শোনালেন। চোখে তাঁর এক অজানা প্রশান্তি, ঊর্ধ্বলোকচারী আত্মার যা পরিচয়। ...পর্যায়ক্রমে কখনো যুগাতীতের কখনো এযুগেরই অন্তরাত্মার অভিব্যক্তি দিয়ে তিনি যেন আমাদের কাছে প্রতিভাত হলেন সেই প্রাচীন কবিরই শাশ্বত মূর্তিরূপে, যিনি একাধারে আদি কবির এবং সত্যদ্রষ্টার যুগ্ম মুকুটে ভূষিত।

কিন্তু কালাতীত মানুষের জন্য তাঁর যতই আকুলতা থাকুক, তাঁর সমকালীন ইতিহাসের মানুষের জন্যও তাঁর কম উৎকণ্ঠা ছিল না। তাঁর য়ুরোপযাত্রা যেমন কর্মের তেমনি ধ্যানের পরিচায়ক। তাঁর দেশপ্রেমের গভীর পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সুগভীর আর্তিসহ তিনি এমন একটি বাণী আমাদের শুনিয়েছেন যার সম্পূর্ণ তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি পরবর্তী ঘটনাপরম্পরার আলোকেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে প্রায় তিরিশ বৎসরের ছোট এক তরুণ ফরাসী শ্রোতা পশ্চিমী জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত শুনছিলেন। ...সারা য়ুরোপের সর্বত্র কলকারখানার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুল্লী ধূমায়িত। শিল্প এবং বিজ্ঞানও যেন নিজেদের যুক্ত করেছে সেই দম্ভের আলোকসজ্জায়। আর তখনই নেহাই-এ পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরী হচ্ছিল পশ্চিমী মানুষের তরবারি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্বেগের কথা আমাকে বলছিলেন।

যে যন্ত্র-সভ্যতার উপর বিশ্বের ভাগ্য নির্ভর করছে তার নিয়ন্ত্রণকারী জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিভীষিকা সম্বন্ধে কবি অতিশয় চিন্তান্বিত ছিলেন। এর থেকে দুটি বিপদ আসন্ন : আন্তর্জাতিক সমাজভুক্ত মানবগোষ্ঠীর পক্ষে এবং তার ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের সমগ্রতা নিয়ে মানুষের নিজের পক্ষে।

আত্মরক্ষার পথ কোথায়? কোনদিকে মানুষ ফিরবে, বিশেষত যখন, কবির মতে, আসন্ন সঙ্কটে আমাদের পণ হ'ল মানব সম্বন্ধের মধ্যে যা কিছু আত্মিক তার সংরক্ষণ? অ্যাংলো স্যাক্‌শন্ প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম-কে তিনি খুব একটা সহায়ক বলে মনে করেন নি। ফরাসী যুক্তিবাদ সম্বন্ধেও তাঁর অবিশ্বাস কম ছিল না। সেখানে তিনি মানবমনের একটা বিশেষ চাহিদার উগ্র রূপকে উপেক্ষা [? প্রত্যক্ষ] করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, নীতিবিশ্লেষকদের এবং মানববাদীদের দীর্ঘকালের ঐতিহ্যে ফরাসীদের চিরকালের মানসপুষ্টি এবং স্বাভাবিক উদারনীতি ফ্রান্সের সমাজজীবনে স্বীকৃত এবং তাছাড়া, ফরাসীমনের একাংশ সব সময়েই বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত। ফ্রান্সে ভারতবিদ্যার যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করতেন, সেই সব পণ্ডিতদের মানব-বোধ এবং মুক্ত মনকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন।[১৪৯]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের এক সপ্তাহের মধ্যেই সাঁ-লেজে 23 Oct আঁদ্রে জিদ্‌কে লেখেন : 'The Nlle Revue Francaise, instead of serving Arnold Bennett up to us, would do better to be the first review in Europe to give us the work of Rabindranath Tagore. The English translation of his work, which he himself made, and which is to appear within a fortnight, is the only really poetic English-language work to have appeared in a long time.'[১৫০] এর থেকেই আমরা তাঁর সমকালীন উত্তেজনার চেহারাটা বুঝে নিতে পারি।

10 Aug [শনি ২৫ শ্রাবণ] বাটার্টনে অ্যাণ্ডরুজকে ছেড়ে আসার পর রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন থেকে তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। এই প্রথম চিঠিটি [রক্ষিত হয়নি] পেয়ে উৎফুল্ল অ্যাণ্ডরুজ 30 Aug [১৪ ভাদ্র] লিখলেন : 'I cannot tell you what a joy it was to me to get your letter with its concluding words of love & affection. I had so long wished to meet you & to know you; for every thing you wrote drew me to you unconsciously. And to meet you at last has been such a happiness!'[১৫১] এই পত্রেই তিনি লিখেছিলেন, 16 Sep লণ্ডনে এসেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু তিনি আসেন 18 Sep [বুধ ২ আশ্বিন], রবীন্দ্রনাথ তখন রোটেনস্টাইনের বাড়িতে। 19 Sep রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লেখেন : 'Yesterday while I was at your place Mr. Andrews came here and made arrangements with my son to come and have lunch with us on Friday next.'[১৫২] নানাবিধ আলোচনার পর মডার্ন রিভিয়ু-তে প্রকাশিত ছোটগল্পগুলির গুণাগুণ ও প্রকাশযোগ্যতা বিচারের ভার রবীন্দ্রনাথ অ্যাণ্ডরুজের উপর অর্পণ করেন। অ্যাণ্ডরুজ 6 Oct [রবি ২০ আশ্বিন] কেম্‌ব্রিজের পেম্‌ব্রোক কলেজ থেকে তাঁকে লেখেন : 'I have been reading through your short stories with the greatest joy & pleasure. It is quite clear to me that a volume of them should be published later on, after your poems have made a

name in England. The English is not very good in these translations. How I wish I could stay on longer to go over them with you & help you in your other work.' *Contemporary Review* পত্রিকার জন্য অ্যাণ্ডরুজ 'Tagore and the Renaissance in Bengal'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখছিলেন; সেটি পড়ে শোনাবার ও ছোটগল্প প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য 10 Oct [বৃহ ২৪ আশ্বিন] সকালে তাঁর কাছে আসার কথা লেখেন 7 Oct-এর চিঠিতে। অ্যাণ্ডরুজ এসেছিলেন ও দু'দিন লণ্ডনে কাটিয়ে বার্মিংহামে চলে যান ভারতে প্রত্যাগমনের আগে পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। 11 Oct [শুক্র ২৫ আশ্বিন] সকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে নিজের জীবনকথা ও রচিত সাহিত্য বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এরই ভিত্তিতে অ্যাণ্ডরুজ 'Rabindranath Tagore'-শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখে 26 May 1913 [১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০] সিমলায় ভাইসরয়ের প্রাসাদে লর্ড হার্ডিঞ্জের সভাপতিত্বে পাঠ করেন; প্রবন্ধটি মডার্ন রিভিয়্যু-র Jun [pp. 668–71] ও Jul [pp. 27–35]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

আমেরিকা রওনা হবার আগে ১ কার্তিক [বৃহ 17 Oct] ইয়েট্সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়। ২ কার্তিক তিনি জগদানন্দকে লেখেন : 'কাল রাত্রে Yeatsএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ডাকঘরের তর্জ্জমাটা তাঁর খুব ভাল লেগেছে, ওটা তিনি তাঁদের Irish Theatreএ অভিনয় করবার জন্যে উৎসুক হয়েছেন। এখানকার একজন ছেলে "রাজা" তর্জ্জমা করে দিয়েছেন। সেটাও কাল রাত্রে Yeatsকে দিয়েছি।' The King নামে রাজা-র অনুবাদ করেন অক্সফোর্ডের তৎকালীন ছাত্র, আই. সি. এস.-পরীক্ষার্থী ক্ষিতীশচন্দ্র সেন—যিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এ. পড়ার সময়ে আষাঢ় ১৩১৭ [Jul 1910]-তে শান্তিনিকেতনে এসে একটি রাত্রি কাটিয়ে যান। অধ্যাপক শ্যামলকুমার সরকার লিখেছেন : 'In a letter…Mr. Sen recollects that he was occupied for mere seven days over the translation of this, a full-length play. On his own admission, he dashed off lines of the concluding portion of the play even during those distracting moments when he was waiting for the train at the Euston Station.'[১৫৩] 19 Jul 1914 ক্ষিতীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন :

…আমি যথাসাধ্য 'রাজার' literal তর্জ্জমা করতে চেয়েছিলুম। অথচ জানতুম যে সাহিত্যে তর্জ্জমা এরকম literal আকারে প্রকাশিত হলে খুব উপভোগের বস্তু হয় না। প্রথম অনুবাদের উদ্দেশ্যটা এইরকম ছিল যে আসলের রসটা যতটা সম্ভব সমগ্র ও অপরিবর্ত্তিত আকারে ইংরেজীর মধ্যে এনে উপস্থিত করা। তারপরে, ইংরেজীভাষা ও চিত্তের প্রকৃতি ও গতি অনুসারে সেটাকে পিটিয়ে-সিটিয়ে সাজিয়েগুজিয়ে একটা organic সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি দেওয়া যেতে পারত। আমার সময় থাকলে আপনাকে পাঠাবার আগে হয়ত ঐ প্রথম খসড়াটাকে base করে আর একটা খাতা তৈরি করতুম, কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল এ বিষয়ে যা কিছু করবার তা আপনার হাতেই হবে।[১৫৪]

রবীন্দ্রভবনে ক্ষিতীশচন্দ্র-অনূদিত পাণ্ডুলিপিটি [Ms. 86 (i)] রক্ষিত আছে। ফুল্‌স্ক্যাপ কাগজের একপিঠে ৬২ পৃষ্ঠায় ক্ষিতীশচন্দ্র রাজা-র প্রথম সংস্করণ [১৩১৭] অবলম্বনে প্রায় আক্ষরিকভাবে নাটকটি অনুবাদ করেছেন। 'তোরা যে যা বলিস ভাই' ও 'আমারে তুমি কিসের ছলে পাঠাবে দূরে' [বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে নেই] গান-দুটি ছাড়া বাকিগুলি তিনি অনুবাদের প্রয়াস করেননি—'See the opposite page' নির্দেশ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে এগারোটি গান বাঁদিকের সাদা পৃষ্ঠায় অনুবাদ করেন। পাণ্ডুলিপিটিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রথম পাঁচটি দৃশ্য যত্ন নিয়ে সংশোধন করেছেন—তাঁর অনূদিত এগারোটি গানের মধ্যে দশটি এই দৃশ্যগুলিরই অন্তর্গত; বাকি পনেরোটি দৃশ্যের ক্ষেত্রে তিনি শুধু চোখ বুলিয়ে সামান্য কিছু সংশোধন করেছেন

পরবর্তী স্তরে সংস্কারের আশা নিয়ে—অষ্টাদশ দৃশ্যে 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি' গানটির অনুবাদ তাঁর সামান্য তৎপরতার নমুনা হিসেবে গণ্য হতে পারে। এই পাণ্ডুলিপি থেকে অতঃপর কয়েকটি টাইপ-কপি প্রস্তুত হয়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কপিটি Ms. 86 (ii) A, B সংখ্যায় চিহ্নিত—এরই অন্য একটি কপি হুটন লাইব্রেরির রোটেনস্টাইন-সংগ্রহে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রভবনের কপিটিতে 'THE KING' টাইপ-করা নামটির পাশে 'of the Dark Chamber' লিখে রবীন্দ্রনাথ নূতন নামকরণ করেছেন, রোটেনস্টাইন-সংগ্রহের কপিটি 'THE KING' নামেই আখ্যাত। টাইপ-কপিটি একটু অদ্ভুত ধরনের; A অংশটি 1–42 পৃষ্ঠাঙ্ক-চিহ্নিত, অথচ B অংশটির পৃষ্ঠাঙ্ক 35–76 এবং চরিত্রের নামগুলি KING-রূপে নিম্নরেখা-যুক্ত—কিন্তু ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে। রোটেনস্টাইন-সংগ্রহের কপিটি অসংশোধিত, কেবল [ ]-চিহ্ন দিয়ে সম্ভবত বর্জন বোঝানো হয়েছে। এইটিই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত *The King of the Dark Chamber* [1914]-এর আকর পাণ্ডুলিপি। কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কপিটির প্রথম অংশে বর্জন-সংশোধন কিঞ্চিৎ ব্যাপক— 'Ah, they would fly away' ও 'With you is my game' গান-দুটি বর্জিত; শেষাংশে বর্জন থাকলেও সংশোধন নেই—অষ্টাদশ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ বর্জিত। কিন্তু টাইপ করতে গিয়ে কিছু ভুল অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে—Kanchi কোথাও-কোথাও Kauchi, Virajdatta—Vivajdatta, Chapala—Chapata; 'করভোদ্যান' শব্দটি ক্ষিতীশচন্দ্র অনুবাদ করতে না পেরে '...' চিহ্ন দিয়ে শূন্যস্থান পূরনের ভার দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, তিনি লক্ষ্য না করায় চিহ্নটি টাইপ-কপির মধ্য দিয়ে মুদ্রিত গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে। এই সংশোধিত টাইপ-কপিটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় যান। সেখানে অন্য কপি প্রস্তুত করা হয়, সংশোধনও চলতে থাকে। সেই প্রসঙ্গটি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।*

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী আগেই আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যাত্রার সময়ে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁর সঙ্গী হন। তিনি ১ কার্তিক মীরা দেবীকে লেখেন : 'আমাদের সঙ্গে এবার ডাক্তার মৈত্রের যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে। লোকটি খুব জমাট—জাহাজে আনন্দে যাওয়া যাবে। আমাদের সঙ্গে সত্যরঞ্জন দাসের স্ত্রী এবং মেয়ে হয়ত যেতেও পারেন। তাহলে জাহাজে ভারতবর্ষ বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারব।'[১৫৫]

19 Oct [শনি ৩ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে রওনা হন। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ ছিল, সুতরাং প্রথম কয়েকদিনের ভ্রমণ সুখদায়ক হয়নি। তবে একই ক্যাবিনের যাত্রী ডাঃ মৈত্র লিখেছেন : 'রাত্রি তখন অনেক—ভোরের কাছাকাছি—পৌনে ৪টা। অশান্ত মহাসাগরের দোলানির চোটে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি ঘরের অপর দিকে, Porthole বা গোল জানলার দিকে সমুদ্রের ধারেই, কৌচের উপর বসে' কবি গুন্‌গুন্‌ ক'রে গাইছেন। ...তাঁর সে অনিন্দসুন্দর মুখের উপর জানলা থেকে আলোর আভা এসে পড়েছে; তিনি উপাসনার আসনে আসীন। গাইছেন, "এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়-হরণ!" গান শেষ হ'লে কতক্ষণ রইলেন স্তব্ধ, নীরব। আবার গুন্‌গুন্‌ কর্‌তে কর্‌তে আর-এক সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। আর শুয়ে থাক্‌তে পার্‌লুম না।'[১৫৬]

27 Oct [রবি ১১ কার্তিক] তাঁরা নিউ ইয়র্কে পৌঁছন। এইদিনই Herald Square Hotel থেকে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত অভিজ্ঞতা রোটেনস্টাইনকে বর্ণনা করে লেখেন :

The first half of our voyage was frightfully rough. I promised a sonnet to the sea god if he behaved decently but I suppose he had no faith in human nature and knew I would forget all about it directly I reached land safely. However he made amends at last and we had some very beautiful days....

We have landed in New York this morning and passed through the ordeals of the custom house. My turban attracted the notice of a newspaper interviewer and he attacked me with questions but I was almost as silent as my turban. This was my first taste of America—the custom house and the interviewer.[১৫৭]

'মাশুল যাচাইয়ের ঘরে দুটি ঘণ্টা বন্দীর মতো দাঁড়িয়ে' থাকার পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতার কথা তিনি মীরা দেবীকেও লিখেছেন। 1929-এ কানাডা থেকে আমেরিকায় প্রবেশের পথে [তখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত] অনুরূপ এক অভিজ্ঞতা লাভ করে তিনি আমেরিকা-ভ্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

অর্শরোগের হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ তাঁর আমেরিকায় আসার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য রোটেনস্টাইন আইনজীবী ও লেখক John Jay Chapman [1862–1933], বিখ্যাত প্যাথলজিস্ট Dr. Simon Flexner [1863–1946] ও হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসক Dr. Caroll Dunharn [1858–1922]-এর উদ্দেশে পরিচিতি-পত্র লিখে দেন। নিউইয়র্কে পৌঁছেই রবীন্দ্রনাথ এঁদের খোঁজ নেন—কিন্তু চ্যাপম্যান শহরে ছিলেন না, ডাঃ ফ্লেক্সনার তখন য়ুরোপের পথে। 29 Oct তিনি মীরা দেবীকে লিখেছেন : 'আজ একবার এখানকার কোনো হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের খোঁজ নিতে যেতে হবে।' ২৫ পৌষ [9 Jan 1913] তাঁকেই লেখেন : 'আমি New Yorkএর একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছি। কিছুদিন ঠিক ওষুধটা বের করতে অনেক হাৎড়াতে হবে—এখনো সেই হাৎড়াবার পালাই চলচে—আশা করচি একটা কোনো ওষুধ খেটে যেতে পারবে।'[১৫৮] এই চিকিৎসায় বিশেষ কোনো ফল হয়নি—লন্ডনে ফিরে অস্ত্রচিকিৎসা করিয়ে তিনি রোগমুক্ত হন।

নিউইয়র্কের হোটেলজীবন তাঁর ভালো লাগছিল না। 31 Oct [বৃহ ১৫ কার্তিক] তিনি ইলিনয় স্টেটের আরবানা শহরের উদ্দেশে যাত্রার প্রাক্কালে রোটেনস্টাইনকে লেখেন:

Off we go to the west—to Illinois. I hope I shall get rest there for which I long. Though it is too early for me to pronounce any opinion on this country I must say I do not like it. America, like an unripe fruit, has not got its proper flavour yet. It has a sharp and acid taste. I haven't tried to see the people to whom you have given me introduction for fear of being drawn into engagements.[১৫৯]

1 Nov [শুক্র ১৬ কার্তিক] এক বৃষ্টি-ভেজা দিনে রবীন্দ্রনাথ আরবানা পৌঁছন। ঠিক একমাস আগে 1 Oct ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব দৈনিক *The Daily Illini*-তে তাঁর আগমন-বার্তা ঘোষিত হয়:

POET TO VISIT UNIVERSITY: FAMOUS INDIAN WRITER COMING SOON

Rabindra Nath Tagore, who is recognized as the foremost poet of India, is soon to pay the University a visit. The date for his visit has not yet been definitely learned but at present Mr. Tagore, his son, R.N. Tagore, and wife are in England where they are being entertained by English writers and artists.[১৬০]

রবীন্দ্রনাথের আসার খবর রথীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন; এই খবর পেয়ে তাঁর প্রাক্তন অধ্যাপক Dr. Arthur Seymour [1872-1955] রবীন্দ্রনাথের জন্য বক্তৃতাদির আয়োজন করছেন জেনে 20 Jul [৪ শ্রাবণ] শ্রীমতী সেমূরকে লেখেন: 'It is very kind of Prof. Seymour to think of aranging for father to lecture at University. But father is very adverse to any sort of public life and am sure would not like to give any lectures while he is there, moreover he is not used to speaking in English.'[১৬১]

উক্ত পত্রিকার 2 Nov-সংখ্যায় 'India's First Poet Arrives. Son, a Former Student, Will Resume Studies' শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথের পৌঁছনোর সংবাদও মুদ্রিত হয়। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা, দেবী আগেই সেখানে পৌঁছে সেমূর-পরিবারের সঙ্গে বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের থাকার ব্যবস্থা হল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক Morgan Brooks [1861-1955]-এর বাড়িতে। ইনি সস্ত্রীক 1910-এর প্রথম দিকে জোড়াসাঁকোয় এসেছিলেন,[১৬২] সুতরাং তাঁরা পূর্বপরিচিত ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই ডক্টরেটের থিসিস তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, প্রতিমা দেবী ইংরেজি শিখছিলেন Mrs. Maycee Seymour-এর কাছে। 5 Nov [মঙ্গল ২০ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ ডাঃ মৈত্রকে লেখেন: 'আজ পর্যন্ত আমি এখানকার অধ্যাপক ব্রুকসের বাড়িতে অতিথি ভাবে দিন যাপন করছি। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চমৎকার লোক—আলাপ আলোচনা যত্ন আদর কিছুরই ত্রুটি হচ্ছে না স্নানাহারের ব্যবস্থাও বেশ পর্যাপ্ত। এঁরা আপনার জন্যেও এখানে একটি ঘর সজ্জিত করে রেখেছিলেন...। আমরা একটা আস্ত বাড়ি এক বছরের মত ভাড়া নিয়েছি।'[১৬৩] সম্ভবত এইদিন বা তার পরদিন তাঁরা 508 W. High Street-এর নূতন ঠিকানায় উঠে যান। ২৩ কার্তিক [8 Nov] রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জীবনযাত্রার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন জগদানন্দকে:

বাড়িটি বেশ ছোটখাটো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিভৃত নিরালা। এখানে দাসী চাকর পাওয়া যায় না—যারা ঘরের কাজ করে দেয় তাদের help বলে, তারা ভৃত্য নয়—অনেক ভদ্র গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা এই করে খরচ চালিয়ে দেয়।... আমাদের ছোটখাট ঘরকরনার ভার বৌমাকে নিতে হয়েছে—আমরাও আজ পর্যন্ত help জোটাতে পারিনি। তাঁকে রাঁধতে, ঘর ঝাঁট দিতে, বিছানা তৈরি করতে হয়—অবকাশমতো রথীকেও এসব কাজে যোগ দিতে হচ্চে। বঙ্কিম ও সোমেন্দ্র আমাদের সঙ্গে আছেন। বঙ্কিম এতদিন Mrs Seymour-এর বাড়ী কাজ করছিলেন—এখন তিনি আমাদেরই কাজে সাহায্য করেন এবং তার পরিবর্তে তাঁর খাওয়া এবং থাকা চলে যায়।[১৬৪]

ইতিমধ্যে সম্ভবত 1 Nov [শুক্র ১৬ কার্তিক] *Gitanjali*-র ইণ্ডিয়া সোসাইটি-সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটি মাত্র ৭৫০ কপি ছাপা হয়েছিল, ৫০০ কপি সদস্যদের মধ্যে বিতরিত ও ২৫০ কপি ১০ শিলিং ৬ পেন্স দামে সাধারণের মধ্যে বিক্রীত হয়। সাদা কাপড়ে বাঁধানো ১৬+৬৪ পৃষ্ঠার বইটির মলাটে সোনার জলে ছাপা:

'GITANJALI/(SONG OFFERINGS)/BY RABINDRA NATH TAGORE'। আখ্যাপত্রের একটি প্রতিলিপি এখানে মুদ্রিত হল:

GITANJALI

(SONG OFFERINGS)

BY

RABINDRA NATH TAGORE

A COLLECTION OF PROSE TRANSLATIONS MADE
BY THE AUTHOR FROM THE
ORIGINAL BENGALI

WITH AN INTRODUCTION BY

W. B. YEATS

LONDON
PRINTED AT THE CHISWICK PRESS FOR
THE INDIA SOCIETY

1912

আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠা: *Seven hundred and fifty copies of this edition have/been printed by the INDIA SOCIETY of which/two hundred and fifty copies only are for sale./All rights reserved.*

তৃতীয় পৃষ্ঠায়: TO/WILLIAM ROTHENSTEIN

এরপর vii-xvi পৃষ্ঠায় ইয়েট্স্-লিখিত ভূমিকাটি মুদ্রিত হয়, পরবর্তী 1-59 পৃষ্ঠায় ১০৩টি কবিতা ছাপা হয়েছিল। 60 পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি আছে:

THESE translations are of poems contained in three books—Naivedya, Kheya, and Gitanjali—to be had at the Indian Publishing House, 22 Cornwallis Street, Calcutta; and of a few poems which have appeared only in periodicals.

61-64 পৃষ্ঠায় Index of First Words-এর পর মুদ্রাকরের বিবরণ প্রদত্ত হয়: CHISWICK PRESS: PRINTED BY CHARLES WHITTINGHAM AND CO./TOOKS COURT, CHANCERY LANE, LONDON.

মুখচিত্র হিসেবে রোটেনস্টাইনের আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি স্কেচ ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, বিজ্ঞপ্তিটিতে চৈতালি, কল্পনা ও শিশুর নামও উল্লিখিত হতে পারত [তখনও স্মরণ ও উৎসর্গ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি]।

প্রকাশের কয়েকদিন পরে 6 Nov উচ্ছ্বসিত রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'The book is out, & looks very pure & virginal in its covering of white & gold. Directly reviews appear I shall go to see Macmillan.'[১৬৫] আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে 7 Nov [বৃহ ২২ কার্তিক] *The Times Literary Supplement*-এ 'Mr. Tagore's Poems' [p. 492, column 1][১৬৬] শিরোনামে গ্রন্থটির সমালোচনা প্রকাশিত হলে রোটেনস্টাইন সেইদিনই লেখেন: 'need I tell you with what joy I read the first review—perhaps the most important that could appear—...this will show the way to the other reviewers & make my talk with Macmillan, I hope, a fairly easy one. It is a great delight to us to feel that what we felt at once is shared by others & that you have once and for all gained the ear of the West for your literature. I wonder whether Bengal will realise what your simple visit has done for its history.'[১৬৭] রোটেনস্টাইন ব্যক্তিগত আবেগে কথাগুলি লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তিনি এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যা আর এক বৎসর পরেই বৃহত্তর আকারে সফল হবে।

তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই বইটি এবং তাঁর কাছে রক্ষিত কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের অনুবাদগুলি জর্জ ম্যাকমিলানের কাছে প্রেরণ করে 14 Nov রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I am corresponding with the house of Macmillan in relation to your poems & have sent down the book & the ms.'[১৬৮]

কালবিলম্ব না করে সমস্ত কাগজপত্র ম্যাকমিলান কোম্পানির রীডার Charles Whibley [1859-1930]-র কাছে পাঠানো হয় এবং তিনিও যথাসত্বর তাঁর মতামত জানিয়ে দেন। *Gitanjali*-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অন্যান্য রচনা সম্পর্কে তিনি লেখেন:

The unpublished manuscripts of the same author, which you sent me yesterday, vary greatly in kind and value. In the first place there is a mass of poems, resembling in character

those already printed. These are of great worth. Then there is a collection of essays and short stories, badly translated, which I think may for the present be neglected. Then there are a certain number of plays or dramatic dialogues...which are of undoubted interest.

Obviously you cannot publish all these at once. A large volume of poems, delicate as these, would be an artistic mistake. Here, indeed, the half is greater than the whole. What I would suggest to you is this: I would take the already printed volume and publish it with Yeats's preface. Then if that were a success, you might publish another volume of verse, carefully edited by the author and possibly also a volume of dramatic dialogues.[১৬৯]

জর্জ ম্যাকমিলান এই মতামত পেয়ে 26 Nov [১১ অগ্র] রোটেনস্টাইনকে এ-সম্পর্কে অবহিত করে লেখেন: 'What our adviser suggests is that we should in the first instance bring out the India Society's volume in a more popular form and at a lower price, e.g. 4/6 or 5/ net and see how that takes. ...We shall be glad to carry out this suggestion and to publish the volume in question at our own risk giving the author half of any profits that may be realised.'[১৭০]

এর পাশাপাশি অন্যান্য ঘটনাবলিও দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছিল। ইয়েট্‌স্ চাইছিলেন, রবীন্দ্রনাথ রয়াল সোসাইটি অব্ লিটারেচারের অন্তর্গত নবগঠিত অ্যাকাডেমিক কমিটির সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। তার জন্য হেনরি নিউবোল্ট, এডমণ্ড গস, বার্নার্ড শ প্রভৃতি সদস্যদের প্রভাবিত করতে তাঁদের এক কপি করে *Gitanjali* ইয়েট্‌স্ পাঠাতে চাইছিলেন—কিন্তু তিনি নিজে পেয়েছিলেন মাত্র এক কপি, নিজে কিনে দেবার আর্থিক সামর্থ্য তাঁর ছিল না। একান্ত আলাপে তিনি এজরা পাউণ্ডকে এই ক্ষোভের কথা জানিয়েছিলেন, পাউণ্ড স্বভাবসিদ্ধ উগ্রতার সঙ্গে লেখেন রোটেনস্টাইনকে। রোটেনস্টাইন পত্রটি ইয়েট্‌স্‌কে পাঠিয়ে দিলে তিনি 14 Nov অন্যান্য কথার সঙ্গে তাঁকে লেখেন: 'The phrase about your having "persuaded" me to do "the introduction for nothing" is most exasperating. No one persuaded me. I was very proud of the opportunity of praising so great a poet.'[১৭১] যাই হোক্, ইয়েট্‌সের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

ইয়েট্‌স্ তাঁর পত্রে পাউণ্ড সম্বন্ধে লিখেছিলেন: 'He is a headlong ragged nature, is always hurting people's feelings, but he has I think some genius and great good will.' এই শুভ ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই পাউণ্ড আমেরিকায় রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। শিকাগো থেকে প্রকাশিত Hariet Monroe-সম্পাদিত *Poetry* পত্রিকার তিনি লণ্ডন-স্থ প্রতিনিধি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ড-বাসকালে তাঁর অনুমতি নিয়ে তিনি *Gitanjali*-র ৬টি কবিতা 'Tagore's Poems' শীর্ষক একটি ছোটো রচনা-সহ পত্রিকাটিতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন এবং সেগুলি পত্রিকাটির Dec 1912 [Vol. I, No. 3/84-86]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এই দুর্লভ কৃতিত্বে তিনি স্বভাবতই উত্তেজিত হয়ে হ্যারিয়েটকে লিখেছিলেন: 'This is the Scoop. Reserve space in the next number for Tagore.' কবিতাগুলি পাঠিয়ে লেখেন: 'It's the only real fever of excitement among the inner circle of literature that I've ever seen here. And we—Poetry—have got six poems at the least: and nobody else will have any.'[১৭২] এই উত্তেজনা

পাউণ্ডের রচনাটিতেও আছে: 'The appearance of the poems of Rabindranath Tagore translated by himself from Bengali into English, is an event in the history of English Poetry and of world poetry. I do not use these terms with the looseness of contemporary journalism.' কিন্তু এই ছোটো রচনাটি লিখে তাঁর তৃপ্তি হয়নি, তাই ডিসেম্বরের শেষে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'The little notice in "Poetry" was nothing. As you can see, the space in that magazine permits but the briefest sort of review./I have received proofs of my real article from the "Fortnightly Review". I do not know how long it will be before they print it, their editor is prone to delay.' এই চিঠির সঙ্গে তিনি ৩০ ডলারের একটি চেক পাঠিয়ে কৈফিয়ৎ হিসেবে লেখেন: 'I am sory they send you prose rates but I have nothing to do with the finances of the magazine.' তিনি স্বরচিত একটি কাব্যগ্রন্থও তাঁকে প্রেরণ করেন—*Ripostes of Ezra Pound* [1912] নামক গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত আছে, পুস্তানিতে লেখা: 'To Rabindra N Tagore/in profoundest admiration/from Ezra Pound'; 25 Jan 1913 *Personae of Ezra Pound* (1909) গ্রন্থটি পাঠিয়ে লেখেন: 'I'm sending you another little book of mine (an early work) for the sake of one poem in it, "La Fraisna" which [Kalimohan] Ghose found sympathetic.'[১৭৩] পাউণ্ডের 'আসল' প্রবন্ধটি *The Fortnightly Review*, March 1913 [pp. 571-79]-সংখ্যায় 'Rabindranath Tagore' শিরোনামে মুদ্রিত হয়।

সম্ভবত এই সময়েই পাউণ্ড কালীমোহনের সহযোগিতায় মধ্যযুগীয় ভারতীয় সন্ত কবীরের দোঁহা ইংরেজিতে অনুবাদ শুরু করেছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথই ভারতীয় মরমীয়াবাদ [mysticism] সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে পাউণ্ডকে কবীরের কথা বলেছিলেন; আর তাতেই উৎসাহিত হয়ে কবীর ও হিন্দি ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এজরা পাউণ্ড ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত বাংলা অনুবাদের কালীমোহন ঘোষ-কৃত 'crib' অবলম্বনে দশটি দোঁহার ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত করেন এবং সেগুলি Jun 1913-সংখ্যা মডার্ন রিভিয়্যু-তে 'Certain Poems of Kabir/Translated by Kali Mohan Ghose and Ezra Pound/From the edition of Mr. Kshiti Mohan Sen' শিরোনামায় মুদ্রিত হয় [pp. 611-13]। অধ্যাপক সৌরীন্দ্র মিত্র অনুমান করেছেন, এতে ভীত হয়ে রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে দিয়ে কবীরের দোঁহা অনুবাদ করিয়ে তার ব্যাপক সংস্কার করে ইভলিন আণ্ডারহিলের সহায়তায় ও ভূমিকা-সহ *One Hundred Poems of Kabir* [1914] প্রকাশ করেন।[১৭৪] ঘটনাটি ঠিক এইভাবেই ঘটেনি। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

কার্তিক ১৩১৯-এ নিম্নলিখিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮৩৪ শক [৮৩১ সংখ্যা]:

১৫৫-৫৮ 'ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ/(বিলাতের পত্র)' দ্র পথের সঞ্চয় ২৬।৫৩৩-৩৯

১৭০-৭২ 'সীমা ও অসীমতা' দ্র ঐ ২৬।৫৬৪-৬৭

ভারতী, কার্তিক ১৩১৯ [৩৬।৭]:

৭০৪-০৮ 'বন্ধু' দ্র ঐ ২৬।৫১৬-২১

প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩১৯ [১২।২।১]:

১-৪ 'বিলাতের চিঠি' দ্র ঐ ২৬। ৫২৮-৩৩ ['স্টপফোর্ড ব্রুক']

৪৪-৪৮ 'কবি য়েট্‌স্' দ্র ঐ ২৬।৫২১-২৮

৫৭ 'সন্ধ্যা সঙ্কীর্ত্তন' ['এই যে এরা আঙিনাতে এসেছে জুটি'] দ্র গীতিমাল্য ১১।১৪৩-৪৪ [১৩]

৬৪-৬৫ 'অপূর্ব্ব' ['এই দুয়ারটি রেখেছ খোলা'] দ্র ঐ ১১।১৪১-৪৩ [১২]

মানসী, কার্ত্তিক ১৩১৯ [৪।৯]:

৬৮২-৮৩ 'তবু মরিতে হবে'

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা-র পাণ্ডুলিপিটি [Ms. 274] দান করেছিলেন, তাতেই বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত এই কবিতাটি ছিল দ্র রবিজীবনী ৪।১৩৮।

The Modern Review, November 1912 [Vol. XIII, No. 5]:

485 'Inutile' দ্র *Gitanjali* No. 64

সম্পাদক পাদটীকায় লেখেন: 'This prose translation of one of his poems was one of the three read at the dinner given to Mr. Tagore in London in July last.' গ্রন্থের পাঠের সঙ্গে বর্তমান পাঠের কিছু-কিছু পার্থক্য আছে। এটি খেয়া-র 'অনাবশ্যক' কবিতার অনুবাদ।

লোকজনের ভিড় এড়িয়ে শান্তিতে দিনযাপনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ আরবানায় বাসা নিয়েছিলেন, প্রথম কয়েকদিন সেইভাবেই কেটেছিল। ২৩ কার্তিক [শুক্র ৪ Nov] তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'আমি যেখানে আছি এখানকার আকাশের চেহারা কতকটা বাংলা দেশেরই মতো—তেমনি আলো, তেমনি নির্ম্মল নীলিমা—এখানকার রাস্তায় লোকের কোলাহল নেই, কাজকর্ম্মের ভিড় অল্প, চারি দিক স্তব্ধ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিরোধ দৃষ্টিগোচর নয়। সেই জন্যে এখানে এসে খুব একটা শান্তি উপভোগ করছি। অনেক দিন পরে ক্ষুদ্র নিজের সঙ্গ ত্যাগ করে আবার যেন হৃদয়ের মধ্যে ভূমার স্পর্শ অনুভব করছি।'[১৭৫] দুদিন পরে 10 Nov রোটেনস্টাইনকে যে পত্রটি লেখেন, তাতেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে।[১৭৬] কিন্তু ঘটনাচক্রে এই দিন থেকেই তিনি আবার জনতার ভিড়ে জড়িয়ে পড়লেন। আয়োজনটি অবশ্য আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, পূর্বদিন 9 Nov স্থানীয় *Courier-Herald*-এ তা ঘোষিতও হয়েছিল।[১৭৭] ৩০ কার্তিক [শুক্র 15 Nov] রবীন্দ্রনাথ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানিয়েছেন অজিতকুমারকে:

> এখানে Mr. [Albert R.] Vail নামে এক জন Unitarian পাদ্রি আছেন। Unity Club বলে এঁদের একটি ক্লাব আছে সেখানে প্রতি রবিবার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধর্ম্মগুরুদের সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়ে থাকে। উপনিষৎ সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে ইনি আমাকে ধরেছিলেন। আমি প্রথমে রাজি হই নি। তার পরে দেখলাম, শ—উপাধিধারী এক জন বাঙালী ছেলে বলবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে—অথচ ও সম্বন্ধে কোন কথা বলবার তার কোনো অধিকার নেই। তাই উপনিষদের ঋষিদের প্রতি সাধ্যমত আমার কর্ত্তব্য পালনের জন্যে শেষ মুহূর্ত্তে আমাকে রাজি হতে হল।…সুবিধার বিষয় এই যে আমার বিশ্ববোধের একটা তর্জ্জমা সতীশবাবু [ব্রাহ্মনেতা সতীশচন্দ্র রায় I.E.S., 1880-1960] করেছিলেন—সেটাকে আমি সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করে টাইপ করে রাখিয়েছিলুম—তাড়াতাড়ি সেইটের সঙ্গে একটা ভূমিকা জুড়ে দিয়ে গির্জ্জাঘরে সন্ধ্যেবেলায় পড়েছিলুম। এখানকার অধ্যাপকরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। আমার ভাগ্যক্রমে তাঁদের ভালো লেগে গেল। তার ফল হ'ল এই যে আগামী রবিবারের জন্য তাঁরা আমাকে বলতে অনুরোধ করেছেন। এবারে আত্মবোধের বিষয়টা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছি।[১৭৮]

10 Nov [রবি ২৫ কার্তিক] ইউনিটি ক্লাবে তিনি যে প্রবন্ধ পড়েন, তার নাম 'World Realisation'—প্রবন্ধটি বহুল পরিবর্তিত হয়ে 'The Relation of the Individual to the Universe' নামে *Sadhana: The Realisation of Life* [1913] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

17 Nov [রবি ২ অগ্র] ইউনিটি ক্লাবে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতার নাম 'Self-Realisation'—*Sadhana*-য় এর পরিবর্তিত রূপ 'Soul Consciousness' নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তিনি ৮ অগ্র [শনি 23 Nov] অজিতকুমারকে লেখেন:

> এখানে এসে খুব জড়িয়ে পড়েছি। লণ্ডনে আমার পদ্যের ধারা নিয়ে পড়েছিলুম এখানে গদ্যের ধারা। ...দ্বিতীয়বারে সমস্তটাই আমাকে লিখতে হয়েছিল। তাতে ভালই হয়েছে। তার বিষয়টা ছিল আত্মবোধ। যেটা বাংলায় আছে তারই তর্জ্জমা নয়—সেই বিষয়টাই নূতন করে লিখেছি। এখানকার অধ্যাপকমণ্ডলীর সেটা ভাল লেগেছে। এঁদের মধ্যে দুই এক জন জর্ম্মান আছেন তাঁদের কাছ থেকে খুব উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে। কুন্‌জ্ [Dr. Jacob Kunz] নামে এখানকার এক জন ফিজিক্সের অধ্যাপক আছেন, তিনি বিজ্ঞানে এদেশের মধ্যে বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত, জর্ম্মান, সকল বিষয়েই তাঁর গভীর গবেষণা ও চিত্তের গতি। সেদিন বক্তৃতার পর অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে। তাঁর উৎসাহ দেখে আমি উৎসাহ পেয়েছি। এ সপ্তাহটা আর একটা লিখেছি, তার বিষয়টা ব্রহ্মসাধন, সেটা কাল পড়ব—এবং পর সপ্তাহের জন্যও আর একটা লেখার সূত্রপাত করেছি। কবে এবং কোন্‌খানে গিয়ে যে থামতে পারব কিছুই ভেবে পাচ্ছি নে। মনে হচ্ছে এই আর একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি হ'ল, আমেরিকায় এইটের ঘূর্ণিই ঘুরপাক খাওয়াবে।[১৭৯]

24 Nov [রবি ৯ অগ্র] রবীন্দ্রনাথ 'Realization of Brahma' এবং 1 Dec [রবি ১৬ অগ্র] 'The Problem of Evil' বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সুজিত মুখোপাধ্যায় শেষ বক্তৃতাটির নাম উল্লেখ করেছেন 'The Way of Action'[১৮০]—কিন্তু এক্ষেত্রে 'Tagore in Urbana' প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যটিই আমরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি; 'কর্মযোগ' প্রবন্ধটি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরে লণ্ডনে অনুবাদ করেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ করে পরদিন অজিতকুমারকে লিখলেন: 'এখানে আমাকে জবরদস্তি করে এই ইংরেজি গদ্য লেখায় প্রবৃত্ত করিয়ে আমার উপকার করেছে—ভয় ভাঙিয়েছে, কতকটা অভ্যাসও হয়ে আসচে। এখানকার অধ্যাপকরা অনুরোধ করচেন এগুলো ছাপিয়ে ফেলতে—কিন্তু এখানে আমি ছাপতে ইচ্ছা করি নে। আমার বিশ্বাস হচ্চে এই লেখাগুলো ইংলণ্ডে কাজে লাগবে—অতএব যদি এগুলো বই আকারে ছাপবার যোগ্য হয়ে থাকে তা হলে সেইখানেই ছাপার ব্যবস্থা করা যাবে। গত সপ্তাহে মাঝে দু'দিন অসুস্থ হয়েছিলুম, সেইজন্যে আমার শেষ প্রবন্ধটা কাল সভায় নিয়ে দাঁড়াবার পূর্ব্বে পর্যন্ত লিখতে হয়েছিল।'[১৮১] সম্ভবত সেই কারণেই প্রবন্ধটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেনি। পরের সপ্তাহে ২৩ অগ্র [রবি 8 Dec] তাঁকেই লিখেছেন: 'গতবারে আমি যে প্রবন্ধ পড়েছিলুম সেই প্রসঙ্গে দুই একজন শ্রোতা প্রশ্ন তুলেছিলেন Evil সম্বন্ধে আমার কি বক্তব্য আছে? আমি বলেছিলুম প্রশ্নটি অত্যন্ত কঠিন এবং মুখে মুখে তার মীমাংসা হওয়া শক্ত অতএব আমি লিখে বলব। সেইটে লিখতে বসেছি।'[১৮২] পূর্ণাঙ্গ 'The Problem of Evil' প্রবন্ধটি তিনি পরের মাসে শিকাগো গিয়ে দুটি জায়গায় পাঠ করেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় আসেন, তখন আরবানায় রথীন্দ্রনাথের প্রাক্তন শিক্ষক-পরিবারের কয়েকজন ও কিছু বাঙালি ছাত্র ছাড়া তাঁর পরিচয় কেউ জানতেন না। ইউনিটি ক্লাবে বক্তৃতা করে তিনি আরও কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু সেই ছোটো শহরের অধিকাংশ মানুষই তাঁর উপস্থিতির কথা জানতে পারেননি। 7 Feb 1914 শ্রীমতী সেমুর তাঁকে লেখেন: 'Many people here have felt cheated when they found out that a great Poet had been here in there midst and it was never made known to

them, or an opportunity given them to see and hear him.'[১৮৩] অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। মিসেস সেমুর রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি ও কয়েকটি কবিতা-সহ 'Rabindra Nath Tagore'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন য়ুনিভার্সিটির মাসিক পত্রিকা *The Illinois* [Dec 1912/106-10]-এ; একই মাসে কসমোপলিটান ক্লাবের মুখপত্র *The Cosmopolitan Student* [pp. 83-84]-এ স্থানীয় ছাত্র Leslie Carroll Barber 'Rabindra Nath Tagore' শিরোনামে তাঁর পরিচিতি বিবৃত করেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পত্রিকা *Daily Illini* ও স্থানীয় দৈনিক *Courier Herald*-এ তাঁর বক্তৃতা-সম্পর্কিত সংবাদ যথাসময়েই প্রকাশিত হয়েছে, সেকথা আমরা আগেই বলেছি।

ইতিমধ্যে *Poetry* পত্রিকার Dec 1912-সংখ্যায় এজরা পাউণ্ডের প্রবন্ধ-সহ রবীন্দ্রনাথের ৬টি কবিতা প্রকাশিত হল। রথীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির কয়েকটি কপি চেয়ে 9 Dec [২৪ অগ্র] শিকাগোতে সম্পাদিকা হারিয়েট মন্‌রো-কে চিঠি লিখলে তিনি জানতে পারেন রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন নিকটবর্তী আরবানাতে। এর আগে উক্ত বিষয়ে তাঁর সমস্ত পত্রালাপই হয় এজরা পাউণ্ডের সঙ্গে এবং পাউণ্ড কখনোই রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা-ভ্রমণের কথা তাঁকে লেখেননি। মন্‌রো চিঠিটি পেয়েই 12 Dec পাঁচটি কপি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I am surprised to learn through a note from your son that you are in Illinois. Permit me to express the hope of soon seeing you in Chicago, where I shall be delighted to welcome you, and to thank you in person for the honour of publishing your poems. ...Will you not tell me when you can come to this city, that I may arrange for your comfort?'[১৮৩] 21 Dec [৬ পৌষ] তিনি লেখেন: 'A number of my friends have asked me to tell you that they will be very glad if you will stay in their houses while you are in Chicago.' নিজের দাদা William S. Monroe, পত্রিকার কার্যনির্বাহী সদস্য Charles H. Hamill ও শিল্পী William Penhallow Henderson এবং তাঁদের স্ত্রীদের আতিথ্য গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর শিকাগো আসার দিনক্ষণ জানতে চাইলে 25 Dec [বুধ ১০ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'For sometime past I have been living a quiet and retired life and I feel great reluctance in visiting big towns where I am likely to be drawn into all kinds of engagements which bewilder me. To tell you candidly this is the reason why I am hesitating to go to Chicago or to Boston.'[১৮৪] বোস্টন থেকে National Federation of Religious Liberals-এর সেক্রেটারি Chas. W. Wendte 10 Dec [মঙ্গল ২৫ অগ্র] রচেস্টারে 28-30 Jan 1913 তারিখে অনুষ্ঠেয় তাঁদের এবং Free Religious Association of America-র যুগ্ম-কংগ্রেসের সংবাদ জানিয়ে তাঁকে লেখেন:

It would gratify us very much if your engagements would permit you to be present at one or all of these meetings we should especially like to have a contribution from you, either written or extempore, on the subject of "Race Conflicts and Human Brotherhood". which you might prefer to read, "Race Differences and Human Brotherhood". An address twenty minutes long would be about right. I should be pleased to pay your railroad expenses to and from Rochester and you will be entertained suitably on arrival in that city....

I am sure you will be glad also to meet at this Congress the distinguished philosopher, Prof. Eucken, of Germany, and other representatives of the world movement in behalf of religious progress and internation sympathy. If later in the season you could come to Boston you may be sure of warm reception by your unitarian friends.[১৮৫]

সম্ভবত প্রমথলাল সেনের পাঠানো সংবাদের সূত্রে এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

শিকাগোর Lewis Institute-এর অধিকর্তা Dr. Edwin Herbert Lewis [1866-1938]ও রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দুটি আমন্ত্রণই তিনি পরে গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রথমে তাঁর যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। ১ পৌষ [সোম 16 Dec] তিনি হেমলতা দেবীকে লেখেন: 'আগামী শনিবারে [৬ পৌষ: 21 Dec] শিকাগো সহরে যাবার কথা আছে। সেখান থেকে হয়ত কিছুদিন ঘোরাঘুরি করতে হবে—দূরে দূরে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। এই সমস্ত শেষ করে এখানে আমার ফিরতে হয়ত ফেব্রুয়ারি কেটে যাবে।'[১৮৬] অর্থাৎ তখনও তিনি অনতিবিলম্বে শিকাগো ও অন্যত্র যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। রচেস্টারে যাওয়ার ব্যাপারেও তিনি সম্মতিপত্র পাঠিয়ে দেন, 20 Dec Wendt পত্রটির প্রাপ্তিস্বীকার করে তাঁকে ধন্যবাদ জানান। কিন্তু পরে এই সম্মতি প্রত্যাহার করেন।

তাঁর অগ্রদূত হয়ে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী শিকাগো যান ৭ পৌষ [রবি 22 Dec] তারিখে। তার আগে ভোরবেলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর চারজন সঙ্গী নিয়ে ৭ পৌষের উপাসনা করেন। এইদিনই অজিতকুমারকে লেখেন:

কাল সন্ধ্যার সময় যখন একলা আমার শোবার ঘরে আলো জ্বালিয়ে বসলাম আমার বুকের মধ্যে এমন একটা বেদনা বোধ হতে লাগল সে আমি বলতে পারি নে। ...তখন আমার মনে পড়ল ঠিক সেই সময়ে তোমাদের ভোরের বেলার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। কেননা এখানকার সঙ্গে তোমাদের সময়ের প্রায় বারো ঘণ্টা তফাত। তোমাদের সমস্ত উৎসব আমার হৃদয়কে বোধ হয় আকর্ষণ করেছিল।···

পাঁচটা বাজল, এখানে আমাদের উৎসবের সময় হল। আমার শোবার ঘরের একপ্রান্তে একখানা কম্বল পেতে আমরা পাঁচজনে বসলুম। তোমাদের ওখানে তখন সন্ধ্যার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। ৭ই পৌষের শুভদিন কি আমাকে একেবারে ঠেলে যেতে পারবে? আমার জীবনের মাঝখানে যে তার আসন পাতা হয়ে গিয়েছে। এই দিনটিকে যে আমি স্পর্শমণির মতো আমার আশ্রম থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।[১৮৭]

শিকাগোর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে রবীন্দ্রনাথ গর্বের সঙ্গে 30 Dec [সোম ১৫ পৌষ] রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I had several invitations to go there (Chicago) but I have succeeded in warding them off. I have not come to discover America or to be discovered by Americans.'[১৮৮] কিন্তু তিনিই আগে 2 Dec [১৭ অগ্র] তাঁকে লিখেছিলেন: 'I am too good humoured to say "no" to anybody, if persistently pressed'[১৮৯]—ঘটনাচক্রে এক্ষেত্রেও সেইরূপই পরিণতি ঘটল।

রথীন্দ্রনাথ শিকাগো গেলে আমন্ত্রণকর্তারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। Dr. Lewis 23 Dec [সোম ৮ পৌষ] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন:

I had the pleasure last evening of calling on Mr. Rathindranath Tagore—...but heard with regret that you were under the weather, and with still more regret that your stay in Chicago was not likely to extend beyond January. On reaching home I called up President Judso [?]. He expressed the liveliest desire to hear you lecture, but said that he could not tell until next week-after the holiday recess—whether it would be possible to arrange dates in January.[১৯০]

হারিয়েট মন্‌রো-ও রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর সঙ্গে দেখা করেন [তাঁরা কোথায় উঠেছিলেন জানা যায়নি]। 3 Jan [১৯ পৌষ] হ্যারিয়েট রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'It grievs me that you are in such dread of great cities as to hesitate to come to Chicago. My brother and his wife ask me to say that if you will so far honor them as to come to their house you may have as quiet a visit as you desire. They live rather quietly, and you shall not be disturbed with functions.[১৯০]

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ রচেস্টারে যাওয়ার সম্মতিও প্রত্যাহার করেন। তাঁর চিঠি পেয়ে আশাহত Wendt 1 Jan [১৭ পৌষ] লেখেন:

... Relying on your kind acceptance I had given your name to the world as one of our participants in our meetings, and you are now announced in half a dozen of our leading liberal journals as one of the speakers of the occasion. More than this, I have prepared pamphlets giving biographical sketches of a number of the prominent speakers at the Congress, and devoted considerable space to your own services, especially as a poet and man of literature. ...Dr. Eucken also was very desirous to meet you for mutual converse on philosophical themes. I presume that he will visit India before long, but he desires to *confer with you. It will be your only opportunity, probably, of meeting him in this country. Will you not, therefore, once more kindly reconsider the matter and gratify our wishes?[১৯০]

রবীন্দ্রনাথ ২০ পৌষ [4 Jan] জগদানন্দকে লিখেছিলেন: 'রথীরা কিছুকাল শিকাগো-তে কাটিয়ে ফিরে এসেছেন। আমি সেখানে অনেকগুলি নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম—কিন্তু গোলমালের মধ্যে গিয়ে পড়তে কোনোমতেই ইচ্ছা হল না। আমার কেমন একটা সংবর্দ্ধনা Phobia-র মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[১৯১] কিন্তু এতগুলি উপরোধ এড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। ২৪ পৌষ [বুধ 8 Jan] আমেরিকায় রচিত তাঁর একমাত্র বাংলা কবিতা 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে' [দ্র গীতিমাল্য ১১।১৫৮, ৩১-সংখ্যক] রচিত হয়েছিল—সেই কবিতায় তিনি শক্তি-অর্থ-নারীসৌন্দর্যকে প্রত্যাখ্যান করে শিশুর অহেতুক প্রীতির কাছে নিজেকে বিনামূল্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষের প্রীতির আহ্বানের কাছেও তিনি নতি স্বীকার করলেন, 19 Jan [রবি ৬ মাঘ] তিনি শিকাগো রওনা হন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়:

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্র ১৮৩৪ শক [৮৩২ সংখ্যা]:

১৮১-৮৪ 'লক্ষ্য ও শিক্ষা।/(বিলাতের পত্র)' দ্র পথের সঞ্চয় ২৬।৫৭৩-৭৯

১৯২-৯৪ 'বিশেষত্ব ও বিশ্ব' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬।৪১৭-২০

ভারতী, অগ্র ১৩১৯ [৩৬।৮]:

৮৪৩-৪৯. 'সঙ্গীত' দ্র পথের সঞ্চয় ২৬।৫৪৭-৫৪

The Modern Review, Dec 1912 [Vol. XII, No. 6):

571-75 'Adamant'

এটি 'মহামায়া' [দ্র সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯।২৭৭-৭৮; গল্পগুচ্ছ ১৭।২৪৩-৫০] গল্পের যদুনাথ সরকার-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

Poetry, Dec 1912 [Vol. I, No. 3]:

84-86 'Poems'

1 Thou hast made me known to friends দ্র *Gitanjali* No. 63

2 No more noisy, loud words for me Ibid No. 89

3 On the day when the lotus bloomed Ibid No. 20

4 By all means they try to hold me secure Ibid No. 32

5 I was not aware of the moment Ibid No. 95

6 Thou art the sky Ibid No. 67

গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে বর্তমান পাঠের কিছু-কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়॥

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮৩৪ শক [৮৩৩ সংখ্যা]:

২০৭-০৯ 'সত্য হওয়া' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬।৪০৭-১১

২২০-২৪ 'ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রী/(বিলাতের পত্র)' দ্র পথের সঞ্চয় ২৬।৫৩৯-৪৭

২২৭-২৮ 'স্বরলিপি'/বেহাগ-ঠুংরী/আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে জাগে' দ্র স্বর ৩৭

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গানটির স্বরলিপি করেন।

রবীন্দ্রনাথ আরবানায় তাঁর মনোমতো পরিবেশ পেয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র সেখানে ছাত্র থাকার সময়েই তাঁর কবি-পরিচয়ের ভূমিকা করেছিলেন বাংলায় 'নদী' কবিতাটি আবৃত্তি করে তার ধ্বনিসৌন্দর্যে উপস্থিত সকলকে সন্তোষচন্দ্র কীভাবে মুগ্ধ করেছিলেন, তার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় Mrs. Mayce F. Seymour-faffio 'That Golden Time' [*Visva-Bharati Quarterly*, Summer 1959/1-15] প্রবন্ধে। তাঁর ছবির সঙ্গেও তাঁরা পরিচিত ছিলেন এবং খ্রিস্টের কল্পিত মুখাকৃতির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য তখন থেকেই তাঁদের মনে শ্রদ্ধাঘন মুগ্ধতার সৃষ্টি করেছিল। তাই যখন তিনি সশরীরে তাঁদের মধ্যে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি যে সাদরে গৃহীত হবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথও তাঁদের প্রতি বিমুখ থাকেননি। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে ঘিরে একটি গুণমুগ্ধ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল।

আরবানায় পৌঁছনোর কয়েকদিন পরে 12 Nov রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'Mrs. Brooks, whose guest I was for some time, wants very much to see my plays, Malini and the Post Office. She wants to have them acted by the university people here.'[১৯২] তাঁর সঙ্গে *Malini* ছিল না, *The Post Office*-এরও কয়েকটি পাতা [6, 11, 12, 13] হারিয়ে গিয়েছিল—তিনি, রোটেনস্টাইনকে অনুরোধ করেন সেগুলি পাঠিয়ে দিতে। রোটেনস্টাইন ম্যাকমিলান ও ইয়েট্‌স্‌কে নাটকগুলির একটি করে কপি

পাঠিয়েছিলেন। ইয়েট্‌স্ *The Post Office* পড়ে মুগ্ধ হয়ে আইরিশ থিয়েটারে এটি অভিনয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। রোটেনস্টাইন তাঁর মন্তব্য-সহ দুটি নাটকের টাইপ-কপি 2 Dec রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন। শ্রীমতী ব্রুক্‌স্ সম্ভবত অভিনয়ের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একাধিক জায়গায় এগুলি পাঠ করে শোনান। তিনি 15 Dec [রবি ৩০ অগ্র] রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'Last night I read the Post Office before a friendly audience here and it was heartily appreciated.'[১৯৩] পরে শিকাগো গিয়ে সেখানেও তিনি নাটকগুলি পড়ে শোনান।

ইংলণ্ডে থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে তাঁর কবিতা ও নাটকের ইংরেজি অনুবাদ-কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমেরিকায় এসেও সেই ধারা অব্যাহত থাকে। *The Gardener* ও *The Crescent Moon*-এর অন্তর্গত অনেকগুলি কবিতা তিনি ইংলণ্ডেই অনুবাদ করেছিলেন, আরও অনেকগুলি করেন আরবানায় ও পরে শিকাগোতে। হুটন লাইব্রেরিতে রক্ষিত রোটেনস্টাইন-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত *The Crescent Moon*-এর কিছু কবিতার পাণ্ডুলিপির কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, এতে *The Gardener* ও পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির কবিতাও আছে—*The Gardener*-এর কবিতার সংখ্যা ১৬টি। এগুলিরও টাইপ-কপি প্রস্তুত হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথের সংশোধনের পর আবার টাইপ করা হয়েছে। এমন দুটি সংগ্রহ আরবানার সেমূর-পরিবারে ও শিকাগোর হ্যারিয়েট মূডি-পরিবারে রক্ষিত ছিল বর্তমানে সেগুলি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত [যথাক্রমে Ms. 446 এবং Ms. 369]। রোটেনস্টাইন-সংগ্রহেও কয়েকটি গুচ্ছে ও একটি বইয়ের আকারে বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্র-সহ বহু কবিতার টাইপ-কপি রক্ষিত আছে। এগুলির পাঠ-পর্যালোচনার একটি বৃহৎ ক্ষেত্র ভাবী গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত আছে। এইসমস্ত পাণ্ডুলিপির কবিতাগুলি *The Gardener, The Crescent Moon, Fruit-Gathering, Lover's Gift and Crossing* প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়। সেমূর-সংগ্রহ ও মূডি-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা বর্তমানে স্বচ্ছ কাগজে মুড়ে গ্রন্থাদির ক্রমে সাজিয়ে বাঁধানো হয়েছে, ফলে রচনার ক্রমটি হারিয়ে গেছে—কিন্তু প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় লিখিত নানাবিধ সংখ্যার রহস্য উদ্ধার করতে পারলে হয়তো রচনার ক্রমটিও জানা যাবে।

তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ সদ্যলিখিত রচনাগুলি অন্তরঙ্গদের মধ্যে পাঠ করে শোনাতে ভালোবাসতেন। আরবানাতে তাঁকে ঘিরে যে গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তাঁদের কাছেও তিনি অনুরূপভাবে কবিতাগুলি পাঠ করে শুনিয়েছেন। ইউনিটি ক্লাবে পাঠের জন্য রচিত প্রবন্ধগুলিও তিনি আগে এই ঘরোয়া আসরে পাঠ করেছিলেন। শ্রীমতী সেমূর লিখেছেন:

It was our good fortune that as soon as he had finished an essay, he permitted us to invite to our home any of our friends who we thought would be interested in hearing the essay read. He wished to try out what he had written on an American audience, and we were more than willing to assist in the experiment...after the reading of the essay, and the discussion which naturally followed, there was also a request for a reading of verse, and there were always newly translated poems for us to enjoy. For us it was like a sojourn on some Mount of Inspiration. Indeed, it was, as an ardent young listener named it when recalling his delight in those palpitating moments, THAT GOLDEN TIME.[১৯৪]

তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে-কবিতাটি তাঁদের পাঠ করে শোনান সেটি হল ‘The bird of the morning sings’ *[Fruit-Gathering,* No. 25; ‘ভোরের পাখি ডাকে কোথায়’—উৎসর্গ, ১-সংখ্যক]—এটি প্রায় সকলেরই প্রিয় কবিতা হয়ে দাঁড়ায়। রুচির বিভিন্নতার জন্য প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট প্রিয় কবিতা পাঠের অনুরোধ আসত। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসার পর সেখানে যে Tagore Circle প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁর প্রতিটি জন্মতিথিতে সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রিয় কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করে শোনাতেন। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ার সময়ে অনেকগুলি কবিতার পাঠ সংশোধিত বা সংক্ষেপিত হয়—এটি সেই শ্রোতাদের পছন্দ হয়নি। শ্রীমতী সেমূর লিখেছেন:

Probably if our chosen poems had been untouched, we would have made no outcry; at least, if *The Bird [of] the Morning* the first poem he had read to us and which we had called for again and again, and which was, in a sense, our banner poem, to appear in its entirety, we might have accepted other changes without comment. But to alter that, to cut out its picturesque description and choke back its pleasing rhythm was to us like changing the glorious curves of a river into the straight lines of a canal. We had been spoiled indeed.

অবশ্য পরবর্তীকালে অন্যদের মূলানুগ অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠিকই করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯ পৌষ [শুক্র 3 Jan] দীনেশচন্দ্র সেনকে তাঁর অনুবাদের কৌশলটি বর্ণনা করে লেখেন:

আমি দেখিলাম, নিজে না করিলে কোনমতেই সুবিধা হয় না। কারণ, বাংলার ভাষা ও ছন্দের সঙ্গীত ইংরেজিতে যখন আনা সম্ভব নয় তখন কেবল ভাবমাত্রটিকে অত্যন্ত সরল ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিলে তবে তাহার ভিতরকার সৌন্দর্য্যটুকু ফুটিয়া উঠে। এই কাজটি আমার দ্বারা সহজেই হয়—কারণ সরল ইংরেজি ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছু হওয়া সম্ভব নহে, তার পরে নিজের ভাবটুকু অন্তত নিজে যথাসম্ভব বুঝি। সেদিকে ভুল হওয়ার আশঙ্কা নাই। ভাষাটাকে অত্যন্ত না জানার একটু সুবিধা আছে।···নিজের সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে যেটুকু পারা যায় সেইটুকুর মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া বারবার করিয়া সেটাকে মাজাঘষা সহজ। যাহা ক্ষমতায় কুলায় না তাহা ছাড়িয়া দিই, যেখানে বাধা পাই সেখানে ঘুরিয়া যাই—নিজের জিনিষ বলিয়াই সেটা করা সম্ভব।[১৯৫]

এই কারণেই বাঙালি পাঠকেরও রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদগুলি পাঠ করার সার্থকতা আছে। ছন্দ ও ভাষার আবরণে ও কিঞ্চিৎ অতিকথনে কিছু রবীন্দ্র-কবিতার ভাবলোকের অস্পষ্টতা অনুবাদের নিরলংকৃত বিন্যাসে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। অবশ্য এর ফলে মূল কবিতার ভাব-রূপের সামগ্রিক সুষমাটি যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে খণ্ডিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিতার ভাষান্তরে এই ক্ষতি সম্ভবত অপরিহার্য।

অরুণচন্দ্রের বিবাহকে কেন্দ্র করে দীনেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মনোমালিন্যের যে প্রাচীর গড়ে উঠেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পত্রটির উপলক্ষ মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে। যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে ইংরেজি-ভাষাব্যবহারে নিজের দুর্বলতার কথা রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে [ও পরেও] কারণে-অকারণে এতবার ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁর নিজ-কৃত ইংরেজি অনুবাদের সুখ্যাতির কথা প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়্যু, ভারতী-তে পড়ে ইংরেজি-জানা অনেক বাঙালি লেখক নিজেদের খ্যাতিলাভ সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে নিজের রচনার অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেন—দীনেশচন্দ্র তাঁদেরই একজন। স্বরচিত ‘সতী’ [১৩১৩] ইংরেজিতে অনুবাদ করে তিনি জে. ডি. অ্যাণ্ডারসন, রোটেনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে পাঠান বিলেতে বা আমেরিকায় প্রকাশে

সাহায্যের জন্য। আবেগপ্রবণ অ্যাণ্ডারসন অনুবাদটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, রোটেনস্টাইন 25 Dec রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'a charming story, but which requires a good deal of correction so far as the English is concerned.'[১৯৬] রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লেখেন: 'যদি বাহুল্য অংশ ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া মাজাঘষা করা যায় তবে এ জিনিষ চলিতে পারিবে'—তিনি রোটেনস্টাইনকেও অনুরূপ কথা লিখে Everyman's Library বা Wisdom of the East সিরিজের অন্তর্গত করে বইটি প্রকাশের জন্য চেষ্টা করতে বলেন।[১৯৭] প্রয়াসটি সফল হয়নি, দীনেশচন্দ্রের বইটি কলকাতাতে প্রকাশিত হয় [10 Oct 1916]।

রবীন্দ্রনাথের ন'দি স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ফুলের মালা' [1895] উপন্যাসের A. Christina Albers-কৃত ইংরেজি অনুবাদ *'The Fatal Garland' The Modern Review* [Apr-Dec 1909]-তে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়ে 1910-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা শোভনা দেবী এর আগেই তাঁর 'কাহাকে?' [1898] উপন্যাস অনুবাদ করে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন [1907]। স্বর্ণকুমারী দেবী নিজেই *An Unfinished Song* নামে এটি আবার অনুবাদ করেন, গ্রন্থটি লণ্ডনের T. Wemer Laurie Ltd. থেকে Dec 1913-এ প্রকাশিত হয়।[১৯৮] অনুবাদটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় 1914-এ, যা তার জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক।[১৯৯]

স্বর্ণকুমারী অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য চাইলে তিনি 28 Jan [১৫ মাঘ] তাঁকে লেখেন: 'তোমার বই আমি ঠিক আমেরিকায় আসবার দিনে রেলোয়ে ষ্টেশনে পেয়েছি। তুমি জাননা এখানে কোন বই প্রকাশ করা কত কঠিন। অবশ্য নিজের খরচে ছাপানো শক্ত নয় কিন্তু কোনো প্রকাশক পাঠকদের কাছ থেকে বিশেষ সমাদরের সম্ভাবনা নিশ্চিত না বুঝলে নিজের খরচে ছাপাতে চায় না।... আমি জানি এ বই প্রকাশ করবার চেষ্টা এখানে সফল হবে না। তা ছাড়া তর্জ্জমা খুব যে ভাল হয়েছে তা নয়—অর্থাৎ ইংরেজি রচনার উচ্চ আদর্শে পৌঁছয় নি।'[২০০] এই চিঠি থেকে মনে হয়, স্বর্ণকুমারী তাঁকে 'কাহাকে?'র অনুবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 6 May 1913 [২৩ বৈশাখ ১৩২০] ইন্দিরা দেবীকে লেখেন: 'নদিদি আমাকে তাঁর 'ফুলের মালা'র তর্জ্জমাটা পাঠিয়েছিলেন। এখানকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন এ সব জিনিষ এখানে কেন কোনমতেই চল্‌তে পারে না। এরা যাকে reality বলে সে জিনিষটা থাকা চাই। ...আমার পক্ষে মুস্কিল এই যে আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে লোকে ভুল বুঝবে কেননা আমার রচনাগুলোকে এরা গ্রহণ করেছে।'[২০১] তিনি কি 'কাহাকে?'র অনুবাদটিকেই 'ফুলের মালা'র অনুবাদ বলে ভুল করেছিলেন? দিদির সম্পর্কে একটু রূঢ়ভাবেই তিনি আনুমানিক Feb 1914-এ রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'She is one of those unfortunate beings who has more ambition than abilities but just enough talent to keep her mediocrity alive for a short period of time. Her weakness has been taken advantage of by some unscrupulous literary agents in London and she has had her stories translated and published. I have given her no encouragement but I have not been successful in making her see things in their proper light. It is likely that she may go to England and use my name and you may meet her but be mercyful [sic] to her and never let her harbour in her mind any illusion about her worth and her chance. I am afraid she will be a source of trouble to my

friends who I hope will be candid to her for my sake and will not allow her to mistake ordinary politeness for encouragement.'[২০২] স্বর্ণকুমারী একই সময়ে রোটেনস্টাইনকে ও 12 Feb রবার্ট ট্রেভেলিয়ানকে চিঠি লেখেন—'She urged Trevelyan to put forth efforts on her behalf, since it was difficult to attract the attention of literati in England.'[২০৩] কিন্তু যার বই ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গেছে ও এক বৎসরের মধ্যেই যার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হবে, তাঁর এত আকুলতার কারণ কী বোঝা শক্ত। নিঃসন্দেহে এখানে তথ্যের কিছু ঘাটতি আছে। তবে গ্রন্থটির যেসব সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশেই লেখিকার পরিচয় হিসেবে 'sister of Rabindranath Tagore' কথাটি গুরুত্ব পেয়েছে।

এইরূপ প্রয়াস সেই সময়ে আরও কিছু-কিছু ঘটেছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'যুগল সাহিত্যিক' [দ্র ভারতবর্ষ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২০।৪২৫-৩২, ৪৭৪-৮৫] গল্পে জমিদার-কবি রাজেন্দ্রনাথ বসুর বিলেতে অনুবাদ কাব্য-প্রেরণের হাস্যকর পরিণতি রচনা করে অনুরূপ প্রচেষ্টাগুলিকে ব্যঙ্গ করেন। রোটেনস্টাইন, অ্যাণ্ডারসন প্রভৃতির মতো কয়েকজন ভারতপ্রেমিক তো ক্রমশই বিরক্ত হয়ে ওঠেন। 9 Jul 1913 অ্যাণ্ডারসন তিক্ততার সঙ্গে রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'One result of Ravindranath's wonderful success in English is that I have on my table, now letters from three Bengali authors who ask if their immortal works might not be Englished and win European fame and £.s.d.!' দীনেশচন্দ্র সেন 4 Dec 1912 'সতী'র প্রুফ রোটেনস্টাইনকে পাঠিয়ে একটি ভূমিকা লিখে দেওয়ার প্রার্থনা জানান। অ্যাণ্ডারসন ও কুমারস্বামী তাঁর ইংরেজি সংশোধন করে দুজনেই দুটি ভূমিকা লিখে দেন, কুমারস্বামী কলকাতার Luzac & Co. থেকে গ্রন্থটি প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেন—কিন্তু দীনেশচন্দ্র রোটেনস্টাইনের আনুকূল্যের আশা ত্যাগ না করে May 1913 পর্যন্ত তাঁকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একটি করে পত্রাঘাত করতে থাকেন [দ্র রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ]। অজিতকুমার চক্রবর্তীও তাঁর লেখা সরাসরি রোটেনস্টাইনকে পাঠানো শুরু করেন। এরূপ উৎপীড়ন হয়তো অন্যদের উপরেও চলছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে। সব উপকরণ আমাদের হাতে পৌঁছয়নি, কিন্তু অন্তত 16 Apr 1924-এ ইয়েট্‌স্‌কে লেখা এডওয়ার্ড টমসনের একটি চিঠি আমরা দেখেছি, যেখানে টমসন বিদেশি পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বড়ো বইটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ইয়েট্‌স্‌কে একটি ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন।[২০৪]

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি কিছু-কিছু মানুষের ঈর্ষার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৩১২ বঙ্গাব্দ থেকেই রবীন্দ্র-কাব্যে অস্পষ্টতা ও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সম্মার্জনী-হস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর অন্তরঙ্গ কিছু বন্ধুবান্ধব নানাভাবে তাঁকে উৎসাহিত করেন—সেই ইতিহাস আমরা আগেই বর্ণনা করেছি। মাঝখানে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়ায় বদলি ও কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে কিছুটা নীরব দেখা যায়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কবি-সংবর্ধনার আয়োজনে তাঁর সহচরেরা কিছুটা বাধা সৃষ্টি করলেও তিনি স্বয়ং ঘটনাটিকে নীরবে উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতির বিস্তারে তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। বহু বৎসর পূর্বে তিনি বঙ্গবাসী-তে 'অবতার' নামে ক্ষুদ্র একটি ব্যঙ্গ-নাটিকা লিখেছিলেন, সেটিকে পরিবর্ধিত করে 'আনন্দ বিদায়' নামে 'প্যারডি'তে পরিণত করলেন—বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ 16 Nov [শনি ১ অগ্র]। বইটির প্রকাশক বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরির গুরুদাস

চট্টোপাধ্যায়; পৃষ্ঠা ৪+৪+৬৪, মূল্য আট আনা। গ্রন্থটি অমৃতলাল বসুকে উৎসর্গ করে তিনি 'ভূমিকা'য় লিখলেন:

এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। "মি"র প্রতি আক্রমণ আছে। ন্যাকামি, জ্যেঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি, লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও অন্তর্দ্দাহ হয় ত তাহার জন্য তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। আমি তাঁহাদের সম্মুখে দর্পণ ধরিয়াছি মাত্র।...একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন হয় তাহা আমি স্বীকার করি না। বিশেষতঃ যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworthকে এইরূপই চাবকাইয়াছিলেন এবং Wordswarh মহাকবি Shelley ও Byronকে এইরূপই কশাঘাত করিয়াছিলেন। যিনি কাব্যে দুর্নীতির সপক্ষে, তিনি সাহিত্যের শত্রু, এবং এইরূপ কাব্যের নিহিত বীভৎসতা ও অপবিত্রতা যিনি আচ্ছাদন খুলিয়া প্রকাশ করিয়া না দেন, তিনিও সাহিত্যের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করেন না।

নাটিকার 'প্রস্তাবনা'তেও তিনি তাঁর উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করতে ভোলননি:

···কটু ও মিষ্টে—
(পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—
(কাব্যে) কুনীতির পৃষ্ঠে ঝাঁটিকা॥
নাহি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি,
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর
লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তাঁরও মস্তকে ছোটখাট চীটিকা॥

কৃষ্ণনগর-বাসী নীরদ হাজরা "দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ-বিদায়' কি সত্যই রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে লেখা?" [দ্র শিলাদিত্য, Nov 1981/৩৪-৩৭] প্রবন্ধে যদিও দ্বিজেন্দ্রলালকে কিছুটা সমর্থনের প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু আমাদের মনে হয়, নাটিকাটিতে কাহিনী ও চরিত্রচিত্রণের দিকে নজর না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভক্তদের ব্যঙ্গ করার দিকেই দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছিলেন। হাসির গান-এর অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রসংগীতের কয়েকটি প্যারডি এতে ব্যবহার করা হয়েছে—সেগুলি কৌতুককর হলেও তিনি যখন লেখেন: 'একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি—কিবা ত্যাগ কিবা দান,/"পরিষৎ" জল ছিটায়ে দিলেই (কবিবর) স্বর্গে উঠিয়া যান' কিংবা

২য় ভক্ত। এই একবার বিলেত ঘুরে এলেই ইনি P.D. হ'য়ে আস্‌বেন।
৩য় ভক্ত। P.D. কি?
২য় ভক্ত। Doctor of Poetry.
৩য় ভক্ত। ইংরেজরা কি বাঙ্গলা বোঝে যে এঁর কবিতা বুঝ্‌বে?
৪র্থ ভক্ত। এ কবিতা বোঝার ত দরকার নাই। এ শুধু গন্ধ। গন্ধটা ইংরাজিতে অনুবাদ করে নিলেই হোল।
২য় ভক্ত। তারপর রয়টর দিয়ে সেই খবরটা এখানে পাঠালেই আর Andrewএর একটা certificate যোগাড় কর্লেই P.L.
৩য় ভক্ত। P.L. কি?
২য় ভক্ত। Poet Laureate.

—তখন তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য ও ঈর্ষার বিষ গোপন থাকে না। কৌতুকের বিষয় এই যে, বছরখানেক পরে এই ব্যঙ্গ অন্য আকারে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিবাহের যে গুজব বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তার ইঙ্গিতও নাটিকাতে রয়েছে। পূর্বে ৫ শ্রাবণ ১৩১৭ রবীন্দ্রনাথ এইরূপ একটি গুজবের প্রতিবাদ করার জন্য বেঙ্গলী-র সহ-সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে পত্র দিয়েছিলেন, বর্তমানেও ১৯ অগ্র [14 Dec] মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন:

'আমার শুভ পরিণয়ের খবর এবং নিমন্ত্রণপত্র যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ধন্য কিন্তু বর এখনো পান নি—এবং যদি বধূ কেউ থাকেন তাহলে তাঁরও হস্তগোচর হয়নি।'[২০৫] এমন হতে পারে, তাঁর চরিত্রে কলঙ্কলেপনের জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল-গোষ্ঠীর কেউ সুপরিকল্পিতভাবে পত্রিকায় এইরূপ গুজব রটনা করছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু নাটিকাটি লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, স্টার রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয়েরও ব্যবস্থা করলেন। রবীন্দ্র-ভক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন স্টারের ম্যানেজার হলেও জনপ্রিয় ও স্বর্ণপ্রসূ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়েই সম্ভবত নাটিকাটির অভিনয়ে আপত্তি জানাননি—অন্যতম স্বত্বাধিকারী অমৃতলাল বসুর চাপও হয়তো সক্রিয় ছিল। অভিনয়ের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল এটি তাঁর বাড়িতে ভক্তমণ্ডলীতে পড়ে শোনান। এঁদের মধ্যে ভারতী-গোষ্ঠীর রবীন্দ্রভক্তদেরও কেউ-কেউ ছিলেন। এঁদেরই একজন কবি নরেন্দ্র দেব [1888-1971] পুলিনবিহারী সেনের অনুরোধে লিখিত স্মৃতিকথা 'আনন্দ বিদায়'-এ লিখেছেন: 'আমরা কেউ কেউ এতে আপত্তি করলেও অধিকাংশই তাঁকে বাহবা দিলেন।...শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রাচীরপত্র পড়ে গেল —'দ্বিজেন্দ্রলালের অভিনব হাস্যোজ্জ্বল প্রহসন "আনন্দ বিদায়" শীঘ্রই অভিনীত হইবে।'

The Bengalee [15 Nov]-র বিজ্ঞাপনটি এইরূপ:

STAR THEATRE...Saturday the 16th Nov. 1912 at 8-30 p.m./Grand opening night of Mr. D.L. Roy's/new comic opera/ANONDA-BIDAYA./A faithfull [sic] mirror of the Society—De/lightful combination of Beauty-Genuine/wit and Humour—Pretty and Plenty sub-/lime solos—Delightful Duets—Charming/Chorus from start to finish.

আনন্দ বিদায়-এর পরে দ্বিজেন্দ্রলালেরই 'পরপারে' প্রহসনটি অভিনীত হওয়ার কথা ছিল।

20 Nov 07-GO 'A New Parody at the Star./Exciting Scene in the House' শিরোনামায় এই নাটিকার অভিনয়কে ধিক্কার দিয়ে লেখা হয়:

"Down with the author" and vituperations more bitter in their sentiments were shouted by an excited audience on Saturday night at the Star Theatre when "Ananda Vidaya," a new parody from the pen of Mr. D.L. Roy was staged for the first time. The parody, as it is called is a vile caricature and is from beginning to end characterised by most objectionable features. Although the author aims at drawing a moral lying bare the evil effects of taking a second wife at an advanced age, the whole thing amounts to an unpardonable affront to decency. The play was, to say the least, a gratuitous outrage on the feeling of thousands of spectators among whom let it be said there were many ladies. It is, however, refreshing to note that the audience gave vent to their just indignation which, it is hoped, will open the eyes of the authorities of the Theatre and they will not give occasion for a repetition of the scene as occurred on Saturday. A performance of this kind serves, if anything, only to alienate the support of the play-goers which is the mainstay of a public Theatre.

এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে জনৈক এস. চ্যাটার্জির একটি পত্র 23 Nov মুদ্রিত হয়:

The cries of 'shame' and the like did not come from the general audience but from about half a dozen men sitting in a corner of the pit, who were apparently biased and seemed to have come with a purpose. This was followed by shouts of "excellent" and the like and the falling of the curtain was followed by a general applause from all quarters.

এঁর বক্তব্যের প্রথমাংশ যে একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না, নরেন্দ্র দেবের স্মৃতিকথায় তার সমর্থন পাওয়া যায়:

...ভারতীর দল স্থির সংকল্প করলেন এ নাটক কিছুতেই অভিনয় করতে দেওয়া হবেনা। প্রথম অভিনয় রজনীতেই এ নাটকের কণ্ঠরোধ করবার জন্য ভারতীর দল প্রেক্ষাগৃহের সকল শ্রেণীর আসনের বেশ কিছু প্রবেশপত্র কিনে ফেললেন।...'ভারতীর দল' এবং তাদের অনুরাগী বন্ধুরা টিকিট নিয়ে অভিনয় আরম্ভের আগেই প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন শ্রেণীর আসনে চারিয়ে বসেছেন। সংকেত পেলেই তাঁরা সমস্বরে প্রবল প্রতিবাদ শুরু করবেন এবং অভিনয় বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রেক্ষাগারে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবেন।

পূর্বপরিকল্পনামতো প্রথম দৃশ্য নির্বিঘ্নে অভিনীত হয়। দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হতেই গোলমাল আরম্ভ হল। সঙ্গে-নিয়ে-যাওয়া ইঁটপাটকেল ও চেয়ার ছুঁড়ে অভিনয় পণ্ড করে একদল রয়্যাল বক্সে আসীন সপার্ষদ দ্বিজেন্দ্রলালের দিকে ধাবিত হন। বিপদ বুঝে স্টার-কর্তৃপক্ষ তাঁকে পিছনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ-প্রবৃত্তি এতেও প্রশমিত হয়নি। 28 Nov-এ লেখা তাঁর একটি দীর্ঘ পত্র 30 Nov বেঙ্গলী-তে মুদ্রিত হয়:

Anent the performance of my parody "Ananda Biday" at the Star Theatre I am gratified to find that the Press and the general public are numerous with me in condemning Nepal's opera called "Up-to-date Krishnalila" which contains Rabi Babu's well-known song "keno jamini na jaiti jagalena". That opera is [not] meant to be representative of my composition, but Nepal's, who is follower of Rabi Babu my parody attempts merely to expose the inherent immorality of such wretched composition when divested of its metric garb. Nepal's audience leave the auditorium in disgust at the ugly song, and if the general public feel similar disgust, my object has been served, and I am satisfied, even though the author of the parody be blamed instead of the author of the original song.

It should however be stated in justice to Nepal that it is not Radha (a Goddess) who has been made by him to go along Chitpore Road in a drunken state as is supposed—even Nepal is incapable of such gross originality but it is Chandrabali (not a Goddess) who "is ashamed" to go home via "Hatkhola" after her "avishar" (nocturnal visit) to her lover. This ugly "avishar" so sweet to a certain class of (so-called) poets in Bengal, that it deserves recognition in my parody.

The Star authorities have been well advised to discontinue the miserable performance of the parody which is liable to so much misconstruction.

চিঠির ভাষাবিভ্রাট নিয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠি পত্রিকাটির 5 Dec-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়; সম্পাদকীয় বিভাগ তৃতীয় বন্ধনী-ভুক্ত 'not' শব্দটি বাদ পড়া ছাড়া অন্যকোনো দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে।

'অর্চ্চনা' পত্রিকা রবীন্দ্র-বিরোধীদের অন্যতম মুখপত্র ছিল, কিন্তু এই পত্রিকাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের নিন্দা করে পৌষ-সংখ্যায় অমরেন্দ্রনাথ রায়ের "'আনন্দ-বিদায়' ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল" [পৃ ৪৪৪-৪৮] প্রবন্ধ প্রকাশিত হল—কৌতুকের বিষয়, উক্ত লেখকের পরিচয় প্রধানত রবীন্দ্র-বিরোধী হিসেবে এবং এঁরই লেখা 'কাব্যে "গন্ধ" [দ্র অর্চনা, আষাঢ়। ১৭৬-৮১] প্রবন্ধ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটিকার কিছু ব্যঙ্গোপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনামে দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা করেন 'সাহিত্যে চাবুক' [দ্র সাহিত্য, মাঘ।৮০৭-১৫] প্রব। স্টার থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় ও দর্শকমণ্ডলী দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলালের লাঞ্ছনা এবং 'শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা দেবার উদ্দেশ্যেই আনন্দ-বিদায়ের রঙ্গমঞ্চে অবতারণা করেছিলেন', তার জন্য দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করে তিনি সাহিত্যের আসরে 'ষণ্ডামি'র আবির্ভাবকে নিন্দা করেছেন। রচনাটি পড়লেই বোঝা যায়, লেখকের সমালোচনার লক্ষ্যটি কী। তিনি সেটিকে আরও স্পষ্ট করেছেন রচনার শেষাংশে:

> "মি" জিনিসটিই খারাপ, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে, মানুষের পক্ষে সব চাইতে সর্বনেশে "মি" হচ্ছে "আমি"। কারণ, ও পদার্থটির আধিক্য থাকলে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান সবই লুপ্ত হয়ে আসে। অন্যান্য সকল মি-ও ঐ "আমি"কে আশ্রয় করেই থাকে। কিন্তু "আমি" এত অব্যক্তভাবে আমাদের সমস্ত মনটায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে যে, আমরা নিজেও বুঝতে পারি নে যে, তারই তাড়নায় আমরা পরের উপর কুব্যবহার করতে উদ্যত হই, সমাজ কিংবা সাহিত্য—কারও মঙ্গলের জন্য নয়। —এই কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে আমরা পরের উপর নৈতিক চাবুক প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হই। —এই কারণেই, যদি এক জন কবি অপর এক জন সমসাময়িক কবির সমালোচক হয়ে দাঁড়ান, তা হলে তাঁর কবি এবং কাব্যের ভেদবুদ্ধিটি নষ্ট হওয়া অতি সহজ।[২০৫]

এই প্রবন্ধ লেখার কথা প্রমথ চৌধুরী পত্র-মারফৎ দ্বিজেন্দ্রলালকে জানালে তিনি লেখেন:

> বঙ্গসাহিত্যে নৈতিক চাবুকের দরকার নাই—বুঝিলাম না। আমার নৈতিক চাবুকে রবীন্দ্রনাথের ত যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। তাঁর আধুনিক লেখায় কামের গন্ধ নাই।
>
> তবে এখন আর চাবুকের দরকার নাই, সত্য। কিন্তু আনন্দবিদায়ের চাবুক আট বৎসর আগেকার। অধুনা সেটা অভিনীত হয়েছে এই মাত্র।
>
> ...আর আমি নৈতিক চাবুক ত অন্যান্য কবির প্রতি প্রয়োগ করেছি। তাঁদের ভক্তরা ত এরূপ আর্তনাদ করে না ও আমার লেখায় 'বিদ্বেষ' দেখে না। কবির গোঁড়া ভক্তরা এত নীচ।[২০৬]

অন্যান্য কবির প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের নৈতিক চাবুক প্রয়োগের কথা আমাদের জানা নেই। আর 'পরিষৎ জল' 'এ শুধু গন্ধ' 'Andrewএর একটা certificate' কথাগুলি কি আট বছর আগে লেখা সম্ভব ছিল!

বেঙ্গলী-র ও বর্তমান পত্রটিতে অনুশোচনার কোনো চিহ্ন নেই—'আমি'ত্বই প্রবল। তাই তাঁর জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী যখন দ্বিজেন্দ্রলালের অনুতাপের কাহিনী লিখে তাঁকে সমর্থনের প্রয়াস করেন, তখন সবটুকুই 'মন-গড়া' বলে মনে হয়—নাটিকাটির বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রহণ করেননি, সেকথা দেবকুমারই লিখেছেন। আর সেইজন্যই প্রস্তাবিত মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদকীয় সূচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা 'আমাদের শাসনকর্ত্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন' কথাগুলিকে তাঁর মানসিক পরিবর্তনের উদাহরণ বলে আমাদের মনে হয় না।

সম্ভবত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে 'আনন্দ-বিদায়' অভিনয় ও তার পরিণতির কথা জেনে রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন [3 Jan 1913: ১৯ পৌষ] চিঠিতে তাঁকে লেখেন: '[দ্বিজেন্দ্র]বাবুর জন্যে আমি

সত্যই দুঃখ বোধ করি। আমি এদেশে খ্যাতিলাভ করব কল্পনাও করিনি, সুতরাং সেজন্যে অগ্রসর হয়ে আসিনি—দৈবক্রমে জুটে গিয়েছে। এই খ্যাতির সর্ব্বপ্রধান সুখ এই যে এতে করে আমাদের দেশের লোকের মনে আনন্দ হবে—এ আমার একলার জিনিষ নয়। কিন্তু কোনো একজায়গায় দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে, সে আমারও দুঃখ। [দ্বিজেন্দ্র]বাবু যখন এ দেশে যশ উপার্জ্জন করবেন তখন আমি তাতে অন্তরের সঙ্গে সুখী হবো, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। আমাদের দেশের যে-কেউ যেটুকু সফলতা লাভ করতে পেরেছেন সে যে আমাদের প্রত্যেকেরই। [দ্বিজেন্দ্র]বাবুর প্রতিভা কি তাঁর এর সামগ্রী? তিনি যেখানে মহৎ সেখানে সে-মহত্ত্ব আমাদের সকলেরই, কিন্তু যেখানে তিনি ক্ষুদ্র, সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র।'[২০৭] কয়েকমাস পরে তিনি স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালকেই একটি পত্র লিখেছিলেন, সেকথা তাঁর পুত্র দিলীপকুমারকে জানিয়েছেন একটি তারিখহীন পত্রে: 'তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি। সেকথা জানিয়ে তাঁকে ইংলণ্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিলেম, শুনেছি সে-পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর লিখেছিলেন। সে-উত্তর আমার হাতে পৌঁছয় নি।'[২০৭ক] ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ [17 May 1913] দ্বিজেন্দ্রলালের অকালমৃত্যুর পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্মৃতি-পূজা' প্রবন্ধে লেখেন:

তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি দু একখানি পত্র লিখতে ব্যস্ত ছিলেন—তার মধ্যে আমার ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পত্র। সেই লেখা সমাপ্ত হবার পরক্ষণেই যেন হঠাৎ তাঁর উপর বজ্রপাত হল...তার পর যারা কাছে ছিল, তারা এসে তাঁর উপর ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে লাগল—তিনি যে লেখাগুলি লিখে গিয়েছিলেন, সব নষ্ট হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার নামটি কেবল পড়বার মত ছিল—ভিতরকার কথাগুলো আর পাওয়া গেল না। এই দুই কবির মধ্যে কিছুকাল মতান্তর মনান্তর ঘটেছিল—এই পত্রই বুঝি বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনের চেষ্টা—বিগ্রহের পরে এই সন্ধিপত্র। কিন্তু তাঁর বাল্যবন্ধুর প্রতি উদ্দিষ্ট এই শেষ কথাগুলি চিরদিনের জন্য কালসাগরে বিলীন হয়ে গেল, কি আপশোষ![২০৮]

এডওয়ার্ড টমসনকে 14 Nov 1913 রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'When he knew he was dying, he wrote me a long letter, regretting the past and wanting to put matters straight. There is no doubt the letter was written, for men have seen it. But his family destroyed it and never sent it to me.'[২০৯]

ইণ্ডিয়া সোসাইটির *Gitanjali* নবেম্বরের গোড়ায় প্রকাশিত হলেও আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছয় প্রায় একমাস পরে; 8 Dec [রবি ২৩ অগ্র] তিনি রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'The author's copy of Gitanjali has just reached me. It is beautiful to look at and I must thank you and Mr. Fox Strangways for this gift.'[২১০] 7 Nov *The Times Literary Supplement*-এ বইটির সপ্রশংস সমালোচনা মুদ্রিত হয়, রোটেনস্টাইনের পত্রে সেই সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 19 Nov [৪ অগ্র] তাঁকে লিখেছিলেন: 'I feel that the success of my book is your own success. But for your assurance I never could have dreamt that my translations were worth anything and up to the last moment I was fearful lest you should be mistaken in your estimation of them and all the pains you have taken over them should be thrown away. I am extremely glad that your choice has been

vindicated and you will have the right to take pride in your friend, supported by the best judges in your literature.'[২১১] Mrs. Stuart Moore [Evelyn Underhill] 'An Indian Mystic' নামে কাব্যটির সমালোচনা করেন *The Nation* [16 Nov/320-22]-এ। একই দিনে *The Athenaeum* [p. 583] পত্রিকাতেও একটি সমালোচনা মুদ্রিত হয়।

ম্যাকমিলান কোম্পানি *Gitanjali*-র সুলভ সংস্করণ প্রকাশে রাজি হয়েছিল। Fox Strangways রবীন্দ্রনাথের হয়ে তাঁদের সঙ্গে ব্যবসায়িক শর্তাদি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ম্যাকমিলানের প্রাথমিক প্রস্তাব ছিল, মুদ্রণাদির খরচ বাদ দিয়ে লভ্যাংশের অর্ধেক লেখককে দেওয়া হবে। ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ বিভিন্ন হারে রয়্যালটির প্রস্তাব দেন। চুক্তিপত্র রচিত হলে 15 Jan 1913 [২ মাঘ] তিনি সেটি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে শীঘ্র তাঁর নামে Power of Attorney পাঠাবার জন্য লেখেন। এর পরের দিনই তিনি আর একটি পত্রে বিলিতি ও আমেরিকান সংস্করণ থেকে প্রাপ্তব্য সম্ভাব্য রয়্যালটির বিস্তৃত হিসাব দিয়ে লেখেন: 'It is impossible to guess how the book will sell—I should think you might count on 500 in America and 1500 elsewhere (which seems to come £ 66.13.4) but it might be much better than that. Personally I think it will, & I should not be at all surprised at a very much larger scale.'[২১২] তাঁর আশা অবিশ্বাস্যভাবে সত্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি 20 Feb 1914 তারিখে লেখা একটি চিঠিতে খবর দিয়েছেন, ভারতে বিক্রয়ের হিসাব বাদ দিয়ে 3 Feb [২১ মাঘ ১৩২০] পর্যন্ত *Gitanjali* ১৯,৩২০ কপি বিক্রয় হয়েছিল।

শান্তিনিকেতন থেকে বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খারাপ খবর আসছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের খরচে 'পাঠসঞ্চয়' ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয়নি। সুতরাং লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয়ের আর্থিক সুবিধা হওয়ার বদলে ছাপার খরচ মেটানোর চিন্তাই রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। রথীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চা ও বিদ্যালয়ের সুবিধার জন্য আট হাজার টাকার হ্যান্ডনোট দিয়ে তিনি সুরুলের কুঠিবাড়ি ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু সন্তোষচন্দ্রের কাছ থেকে বাড়িটির ভগ্নদশার বিবরণ পেলেন। আরও একটি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল: ঠাকুর কোম্পানির দেনা শোধের জন্য ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের লালবাড়ি বন্ধক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে 9 Sep 1909 তারিখে ৩০,০০০ টাকা ধার করেছিলেন, সেই বন্ধকী-পত্র তারকনাথ অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে 8 Oct তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। সুদ নিয়মিত মিটিয়ে আসা হচ্ছিল বটে [তারকনাথ তাঁর দানপত্রে বকেয়া সুদ থেকে অধমর্ণদের মুক্ত রেখেছিলেন], কিন্তু এবার আসল মিটিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখা দিল। নোবেল প্রাইজের টাকা থেকে এই ঋণ পরিশোধ করা হয়, কিন্তু আলোচ্য সময়ে তা ভবিষ্যতের গর্ভে।

দেশ থেকে এই-সব খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 16 Jan [বৃহ ৩ মাঘ] রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I have got a disquieting letter by this mail from Bolpur giving me details of the debts and liabilities incurred by my school. Some of the debts are of urgent nature.'[২১৩] আর সেইজন্যই তিনি শিশু-র কবিতা ও নাটকগুলির অনুবাদ আমেরিকার প্রকাশকদের দেওয়ার কথা ভাবলেন। আমেরিকাতেও অনেকে সেইরূপ পরামর্শ দিচ্ছিলেন। ভাষণগুলিও আমেরিকার পত্রিকায় ছাপাবার তাগিদ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই

ব্যাপারে তাঁর ইংলণ্ডের বন্ধুদের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বহু বৎসর ধরে একমাত্র ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের প্রকাশক ছিল।

আমেরিকায় এসে রবীন্দ্রনাথ আরবানা শহরের গৃহকোণটি আশ্রয় করে আড়াই মাস কাটিয়ে দেন। সেখানেও একটি ভক্তগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তাঁরাই তাঁকে টেনে আনেন ইউনিটি ক্লাবের সভামঞ্চে। ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখা ও তা পাঠ করে প্রশংসা অর্জনের অভিজ্ঞতা তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করল। ইতিমধ্যে শিকাগো, রচেস্টার, হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি প্রভৃতি জায়গা থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসতে শুরু করেছে। প্রথম দিকে তিনি এগুলি প্রত্যাখ্যান করতে সমর্থ হলেও ক্রমশ তাঁর মন পরিবর্তিত হয়েছে। দেশে থাকার সময়ে তাঁর একটি প্রয়াস ছিল ভারতবর্ষের সত্য পরিচয়ের সন্ধান, আমেরিকায় সেই সত্যবাণী প্রচারের আকাঙক্ষা ক্রমশ তাঁর মন অধিকার করল। পূর্বে এই কাজের জন্য আমেরিকা ঘুরে গেছেন পণ্ডিতা রমাবাই, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অনাগরিক ধর্মপাল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও আরো অনেকে। ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব ফেরি করার পক্ষে আমেরিকা অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হওয়ায় এঁদের পরে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু চতুর ব্যক্তি এসে সেখানে ব্যবসা খুলে বসেন। আরবানায় বসেই রবীন্দ্রনাথ পরিস্থিতিটি বুঝতে পারছিলেন। সেইজন্য ২৩ অগ্র [রবি ৪ Dec] অজিতকুমারকে লেখেন: 'এখানকার পশ্চিম আমেরিকা আমাদের অনেক ছেলেকে মাটি করে দিচ্চে—কত শিক্ষিত ছেলে স্বামী উপাধি ধারণ করে যা তা কথা বলে আসর গরম করে বেড়াচ্চে ইংলণ্ড প্রভৃতি জায়গায় এরা এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে পারত না।'[২১৪] আরও একটু অভিজ্ঞতা অর্জনের পর 15 Feb [শনি ৩ ফাল্গুন] কেম্‌ব্রিজ থেকে তাঁকেই লেখেন: 'Prof Woods এখানকার ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক...বলছিলেন আজকাল বিস্তর স্বামী উপাধিধারী অযোগ্য লোক এসে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা তা বক্তৃতা করাতে ভারতবর্ষের প্রতি এ অঞ্চলের লোকের শ্রদ্ধা একেবারে চলে গেছে। ...বিবেকানন্দের পরবর্ত্তীরা এসে এখানে ভারতবর্ষকে অত্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে। ...মুস্কিল হয়েছে এখানে মেয়েদের মধ্যে একদল আছে যারা আধ্যাত্মিক সাধনার নামে যা তা বুজরুগির কথা শোনবার জন্যে প্রস্তুত, সেইখানে আমাদের দেশের যে সকল পুরুষেরা মায়াজাল বিস্তার করে তাদের প্রতি এদেশের শিক্ষিত মণ্ডলীর একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মেছে। তারা আমাদের শাস্ত্র ও দর্শন কিছুই পড়েনি কেবলমাত্র বিবেকানন্দের বুলি উল্টোপাল্টা করে আবৃত্তি করে কোনোমতে কাজ চালিয়ে দিচ্ছে। আমি এখানকার অনেক চিন্তাশীল লোকদের মুখে এদের সম্বন্ধে আলোচনা শুনে বড়ই ধিক্কার অনুভব করেছি।'[২১৫] সুতরাং রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সম্ভবত শিকাগোর কোনো পত্রিকার কর্তিকায় [25 Jan 1913] Stephen N. Hay যে পড়েছিলেন, রথীন্দ্রনাথ এক সাংবাদিককে বলেছিলেন, মিঃ টেগোর তাঁর ভারতবর্ষের কাজ ছেড়ে এসেছেন, তার কারণ পাশ্চাত্ত্য জগতের কাছে তিনি একটি বাণী পৌঁছে দিতে চান'[২১৬]—তা হয়তো খুব ভুল নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই উক্ত ২৩ অগ্রহায়ণের পত্রে লিখেছিলেন: 'বোষ্টন প্রভৃতি জায়গায় যাবার আগে কতকগুলো বক্তৃতা তৈরি করে রাখবার ইচ্ছা আছে—সেই দিকটাই এদের দেশের মনের কারবারে প্রধান জায়গা।'

২ মাঘ [বুধ 15 Jan] রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লিখেছিলেন: 'আগামী শনিবারে [৫ মাঘ: 18 Jan] এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব। এখানকার বড় শহরগুলোতে একবার নাড়া দিয়ে যাব। কি দেখতে আমেরিকায় এসেছি সে ত এখনো ঠিক জানতে পারিনি সেইটে জেনে যাব।'[২১৭] কিন্তু 16 Jan তিনি রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I

am going out of my retirement next Sunday, when I am starting for Chicago,'[২১৮] মনে হয়, রবিবারেই [৬ মাঘ: 19 Jan] তিনি শিকাগো রওনা হন।

হারিয়েট মন্‌রো রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে বা তাঁর বন্ধুদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয় পরলোকগত আমেরিকান কবি William Vaughn Moody [1869-1910]-র বিধবা পত্নী Harriet Moody [1857-1932]-ব 2970 Groveland Avenue-র প্রাসাদোপম বাড়িতে। রথীন্দ্রনাথ যখন শিকাগোতে এসেছিলেন, তখনই 'মিসেস মোডি বিশেষ আগ্রহে বাবাকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। শিকাগোতে অবস্থানকালে তাঁর বাড়িতেই থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। এই প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে মিসেস মোডির সঙ্গে আমাদের প্রীতির যোগ তাঁর মৃত্যু অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল।'[২১৯] রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন চিঠিতে এঁর সম্বন্ধে অজিতকুমারকে লেখেন:

> Mrs Moodyকে আমার বড় ভাল লাগচে। ···এঁর আতিথ্যের মধ্যে বড় একটি স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য আছে। একটি অপর্যাপ্ত মাতৃভাব এঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে নানা ধারায় প্রবাহিত হচ্চে, শুধু বিশেষভাবে আমরা নয় যে কেউ এঁর কাছে আসচে সকলেই সেই স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত হয়ে যাচ্চে। এখানে এসে অবধি পরের বাড়িতে আছি বলে একদিনের জন্যেও অনুভব করিনি। ...Mrs Moodyর মধ্যে থেকে এখানকার মেয়েদের আর একটি পরিচয় আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি দেখলুম এঁদের মধ্যে পাতিব্রত্যের পরিধি কোনো দিকে সঙ্কীর্ণ নয়। ···ইনি এর স্বামীর কাজ তাঁর রচনা তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনাকে কোলের ছেলের মত যেন পালন করচেন—তাঁর জীবনের কোনো অংশের সঙ্গে এঁর হৃদয়ের কিছুমাত্র বিচ্ছেদ নেই এইটে দেখতে আমার অত্যন্ত আনন্দ বোধ হয়। ···ইনি বিদুষী—ল্যাটিন জর্মান ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় অভিজ্ঞ, সাহিত্যচর্চায় জীবনযাপন করছেন; এক সময়ে ইনি শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, এবং এঁর ছাত্রদের অনেকের চিত্তকে ইনি কবিত্বে উদ্বোধিত করে তুলেচেন বলে এঁর খ্যাতি আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি খুব দারিদ্রের মধ্যে পড়েছিলেন—কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় ইনি তার থেকে নিজেকে উদ্ধার করেছেন। এমন কি, এখন এঁকে ধনী বলা যেতে পারে। এই যে কর্মকুশলতার সঙ্গে সহৃদয়তার সম্মিলন এইটেই আমার বোধ হয় নারীত্বের আদর্শ। তার সঙ্গে শিক্ষা ও সাহিত্য রসজ্ঞতার যোগ হলে মণিকাঞ্চন যোগ হয়। লণ্ডনে যেমন আমি বন্ধুকে পেয়েছি এখানে তেমনি আমি মাকে পেয়েছি—নারীর এই সর্ব্বোচ্চ প্রকাশটি আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দকর। এই প্রকাশকেই আমি গোরায় আনন্দময়ীর মধ্যে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি।[২২০]

মিসেস মুডির জীবনেও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল; তাঁর জীবনীকার Olivia H. Dunbar লিখেছেনঃ 'She was regalvanized by this new meeting and what it promised. ...Tagore's visit set the machinery of her life, her true life, in motion again.'[২২১] মিসেস মুডি নিজেই 31 Jan রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I cannot tell you what you have done for me.' রবীন্দ্রনাথও এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তিনি 14 Feb রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I feel I have been of some help to her—for she was gradually drifting towards the vague region of Christian Science and its allied cults which are in vogue here and which are so destructive of spiritual sanity and health.'[২২২]

সুজিত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ 22 Jan [বুধ ৯ মাঘ] শিকাগো পৌঁছন,[২২৩] কিন্তু 19 Jan আরবানা থেকে রওনা হয়ে 22 Jan শিকাগো পৌঁছনো একটু অতিবিলম্বিত ভ্রমণ বলে মনে হয়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গ্রন্থ-সংগ্রহে *The Poems and Plays of William Vaughn Moody,* Vol. I [1912]-এর যে কপিটি আছে, সেটির উপরে লেখা: 'To/"Rabi Babu"/—Mr. Rabindra Nath Tagore—/with the affectionate homage of/Edwin Herbert Lewis/Chicago, 19 January 1913'—এটি 19 Jan রবীন্দ্রনাথের শিকাগো পৌঁছনোর একটি প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। 27 Jan পোস্টমার্ক-যুক্ত একটি পত্রে রথীন্দ্রনাথ শ্রীমতী সেমূরকে জানান: '...Last night father read "The Post Office" before quite

a gathering of friends at the Studio Of Mr. Hendersons's. He is going to read some of his poems before a more select few at Miss Monroe's tomorrow. We will be going out to lunch at the University after a few minutes, when father is to lecture in the afternoon. On Sunday, he is to give another lecture at Lincoln Centre, Rev. Jenkin Lloyd Jone's Church.' সুজিত মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ অনুসারে রবীন্দ্রনাথ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 23 Jan [বৃহ ১০ মাঘ] 'Ideals of the Ancient Civilization of India' বিষয়ে বক্তৃতা দেন,[২২৩] সুতরাং পত্রটি এই দিনই লিখিত বলে মনে করা যেতে পারে। এই তারিখটি সমর্থিত হয় Abraham Lincoln Centre-কর্তৃক মুদ্রিত 'A Noted Poet in Our Midst'-শীর্ষক একটি প্রচারপত্রে: '...Mr. Tagore gave a lecture at the University of Chicago on Thursday last [23 Jan], and is to speak on a subject that will be somewhat complementary to the topic, at the Abraham Lincoln Centre this Sunday [26 Jan] afternoon at 3.30, the topic being, "The Problem of Evil from the Hindu Standpoint".'[২২৪]

তারিখ-সংক্রান্ত আর-একটি সমস্যার উল্লেখ করা যায়। হ্যারিয়েট মন্‌রো New York Central Lines-এর সম্ভবত একটি জাহাজ থেকে 20 Jan রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'It distresses me very much that I should be compelled to leave the city before your visit is over, thereby depriving myself of this opportunity to know you better, and of all the inspiration which that would mean./But you will permit me, I hope, to thank you for your great generosity in reading to us your wonderful poems, and to express the hopes of seeing you again—perhaps in New York next month or at least in Chicago when you return in the spring.'[২২৫] একই দিনে তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থ *The Dance of the Seasons* [1911] 'For Mr. Tagore' লিখে উপহার দিয়েছেন, বইটি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত-সংগ্রহে দেখা যাবে। তারিখগুলি সঠিক হলে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের এবারের শিকাগো-ভ্রমণের সময়ে তাঁর সঙ্গে হ্যারিয়েট মন্‌রো-র সাক্ষাৎ হয়নি।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কর্তিকা-সংগ্রহের মাইক্রোফিল্মে একটি নাম ও তারিখ-হীন [? Chicago *Tribune*, 25 Jan] সংবাদপত্রের বিবরণে রবীন্দ্রনাথের শিকাগো-অবস্থানকালীন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়: 'For three days he has gone about in Chicago, where he gave a lecture, to Oak Park, where he visited Dr. E.H. Lewis Institute, and back to the residence of Mrs. William Vaughn Moody,...attracting any more attention that would normally come to a gravely distinguished man wearing the loose, semi-British garments of a Hindu of high caste. ...As a lecturer Mr. Tagore who is to speak again tomorrow afternoon at the Abraham Lincoln Centre, Oakwood boulevard and Langley avenue, is said by those who heard him at the University to be a brilliant success. As the other party of an interview Mr. Tagore is a stone wall.' এর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত পত্রে প্রদত্ত তথ্যগুলি আমরা যোগ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ 22 Jan [বুধ ৯ মাঘ] রাত্রে শিল্পী হেণ্ডারসনের স্টুডিয়োতে *The Post Office* পাঠ করেন ও 24 Jan [শুক্র ১১ মাঘ] Miss Monroe-র বাড়িতে কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনান।

28 Jan [মঙ্গল ১৫ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখেছেন: 'আমি এখন পথে। শিকাগো সহরে আমার এক বক্তৃতার নিমন্ত্রণ ছিল সেইটে শেষ করে রচেষ্টারে চলেছি—সেখানে Religious Liberalsদের এক Congress meeting হবে, সেখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে—আজ সেখানে যাত্রা করচি। ...এ দেশটা এত প্রকাণ্ড যে এক সহর থেকে আর এক সহরে যাওয়া বৃহৎ ব্যাপার। ...এখানকার খুব দ্রুতগামী ট্রেনেও প্রায় কুড়ি ঘন্টা লাগ্‌বে।'[২২৬]

রবীন্দ্রনাথ 29 Jan [বুধ ১৬ মাঘ] রচেস্টারে পৌঁছন। আমরা আগেই বলেছি, National Federation Of Religious Liberals-এর সেক্রেটারি Chas W. Wendte 10 Dec 1912 [২৫ অগ্র] রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান। 3 Dec 1908 ফিলাডেলফিয়ায় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়, প্রথম কংগ্রেস সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় 27-30 Apr 1909 তারিখগুলিতে। বর্তমান কংগ্রেস [28-30 Jan] অনুষ্ঠিত হচ্ছিল Free Religious Association of America-র সঙ্গে যৌথভাবে। জার্মানির জেনা [Jena] বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-অধ্যাপক, 1908-এর নোবেল পুরস্কারে ভূষিত, বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি-অধ্যাপক Rudolph Christopher Eucken [1846-1926] এখানে অন্যতম প্রধান বক্তা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশেষত এঁর আকর্ষণেই রচেস্টারে আসেন। তিনি যখন রচেস্টার-সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সম্মতি প্রত্যাহার করে নেন, তখন 1 Jan-এর চিঠিতে Wendte বিশেষ করে এঁর কথা লিখে তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টা করে: 'Dr. Eucken also was very desirous to meet you for mutual converse on philosophical themes. I presume that he will visit India before long, but he desires to confer with you. It will be your only opportunity, probably, of meeting him in this country.' রবীন্দ্রনাথ রাজি হয়েছিলেন এবং ভাবী সাক্ষাৎকারের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে অয়কেনকে একটি *Gitanjali* পাঠিয়ে দেন। 20 Jan অয়কেন লেখেন: 'It was a great joy for me to receive your kind letter and your admirable book. I have read it with great interest, and I am delighted through its beauty and its profoundity. It is wonderful, how you give from the all-embracing unity a vivid aspect of nature and human life as well religions as artistic; we have nothing in our modern literature that could [be] compared with your songs. ...Now I am glad to see you very soon in Rochester, and I hope that we both will consider together the great problems which are common to mankind and for which no people has worked more than the Hindus and the Germans.'[২২৭] অজিতকুমারের সূত্রে অয়কেন রবীন্দ্রনাথের কথা পূর্বেই জেনেছিলেন [এই চিঠিতেও সেকথা আছে], সুতরাং সাক্ষাতের আগ্রহ উভয়পক্ষেই ছিল। 30 Jan রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লেখেন:

> কাল সন্ধ্যার সময় সভ্যরা আমাদের এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সেখানে অয়কেনের সঙ্গে আমার আলাপ হল। তিনি দুই হাতে আমার হাত ধরে আমাকে খুব সমাদর করে গ্রহণ করলেন বললেন ইণ্ডিয়া এবং জর্মনি আমরা এক রাস্তায় চলছি। এই বৃদ্ধকে দেখে আমার খুব আনন্দ বোধ হল। কতকটা যেন বড়দার ধরণের মানুষটি, খুব সরল এবং যেন জীবনোৎসাহে পূর্ণ। আমি Mrs Euckenএর পাশে বসেছিলুম, তিনিও খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বল্লেন, আমি যেন নিশ্চয়ই Jena University-তে যাই—সেখানেই ওঁর স্বামী অধ্যাপনা করেন। ওঁরা নিয়ুইয়র্কে যাচ্চেন—সেখানে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করলেন। এই অনুরোধটি রক্ষা করব মনে করচি। বিশেষত সেখানে ঠিক এই সময়ে Bergson আসচেন—এই শহরে য়ুরোপের দুই জ্যোতিষ্কের যোগ হবে। তাঁর সঙ্গেও এই সুযোগে আলাপ করে নেবার চেষ্টা করা যাবে। ...

···কাল সন্ধ্যার সময় অয়কেন একটি বক্তৃতা করেছিলেন তার বিষয় ছিল Necessity of Idealism—তাঁর জর্মান উচ্চারণের ইংরেজি আমি প্রায় কিছুই বুঝতে পারি নি।[২২৮]

30 Jan [বৃহ ১৭ মাঘ] অপরাহ্নে রবীন্দ্রনাথ 'Race Conflict' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সুজিত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: 'Announced merely as "Mr. R.N. Tagore of Calcutta" at Rochester, he spoke on "Race Conflicts" at the afternoon session on the second day of the Congress of Religions. There was little publicity of the content of this speech.'[২২৯] আমরা আগেই বলেছি, এটি ছিল তৃতীয় দিনের অধিবেশন এবং সেক্রেটারি Wendte-এর 1 Jan-এর পত্র অনুসারে 'in half a dozen of our leading liberal journals'-এ বক্তা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম ঘোষিত হয়েছিল ও তাঁর কাজের বিবরণ দিয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। 'আমেরিকার Christian Register নামক সংবাদপত্র বলেন যে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতায় মহাসভার সমস্ত সুর এক উচ্চ গ্রামে উঠিয়া পড়িয়াছিল; কংগ্রেসমঞ্চে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সাহিত্য-খ্যাতি-সম্পন্ন বা অধিকতর উচ্চভাবপূর্ণ কথা বলিতে সক্ষম ব্যক্তি আর কেহ ছিল না।'[২৩০]

1 Feb [শনি ১৯ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ বস্টন থেকে রামানন্দকে লেখেন: 'Rochesterএ যে ছোট্ট প্রবন্ধ পড়েছিলুম সেটি পাঠাচ্চি কিন্তু তাতে পদার্থ কিছুই নেই—যদি ছাপবার যোগ্য মনে করেন ত ছাপাবেন।'[২৩১] প্রবন্ধটি 'Race Conflict' নামে মডার্ন রিভিয়্যু-র Apr 1913 [pp. 423-26]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এটির অজিতকুমার চক্রবর্তী-কৃত অনুবাদ 'জাতিসংঘাত' নামে জ্যৈষ্ঠ ১৩২০-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ১৯৬-২০১] ও প্রিয়ম্বদা দেবী-কৃত অনুবাদ 'জাতি-বিরোধ' নামে ঐ একই সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ১৩৭-৪৩] মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 18 Mar [৫ চৈত্র] অজিতকুমারকে লেখেন:

তাতে আমি বলেছি সমস্যাটা কঠিন হয়ে ওঠা চাই তবেই মানুষ সত্যভাবে তার সমাধানের চেষ্টা করতে পারে। নইলে দূরে থেকে কেবল ভাবুকতার জোরে এর মীমাংসা হতে পারে না। ...কলঙ্ক যখন প্রচ্ছন্ন থাকে মানুষ তাকে প্রশ্রয় দেয় কিন্তু যখন ফুটে বেরয় তখন তাকে নিয়ে কখনই সে আরামে থাকতে পারে না। তার লক্ষণ এখনই দেখতে পাচ্ছি। বিষ ও অমৃত একই মন্থনে মথিত হয়ে উঠছে। যে পশ্চিমদেশ আজ সমস্ত পৃথিবীর উপর ধূমকেতুর মত উদ্যত হয়ে ভীষণ বেশে দেখা দিয়েছে সেই পশ্চিমদেশেই একদল মহাত্মার অভ্যুদয় হচ্চে যাঁরা স্বাজাত্যকে সকল ধর্ম্মের উপরে তুলতে পারেন না। যাঁরা জগতের সকল নিপীড়িতদের প্রতি বিধাতার বরাভয় বাণী রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। এঁরা সংখ্যায় অল্প —কিন্তু শ্রেষ্ঠ পদার্থ মাত্রই পরিমাণে কম প্রবলতায় বেশি ...পশ্চিমদেশকে আমরা যখন বিচার করব তখন এই সব মানুষ দিয়েই বিচার করতে হবে। যাঁরা সাময়িক সমস্ত বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়ে উপরে ঠেলে ওঠেন তাঁরাই জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির সত্য পরিচয়। ...যদি দেখি সাম্রাজ্যমদমত্ততা এবং jingoism ইংলণ্ডে জনসাধারণের মধ্যে প্রবলরূপে ব্যাপ্ত, তাহলে একথা কখনই বলব না সেইটেই ইংলণ্ডের স্বরূপ। ইংলণ্ডের স্বরূপ যদি দেখতে চাও তাহলে দুটি পাঁচটি লোকের মধ্যে দেখতে পাবে—কেননা বহুতর লোক শক্তি নয়, দুটি পাঁচটি লোকই শক্তি—পরিমাণে পরিচয় নয় প্রাণেই পরিচয়।[২৩২]

দেশে থাকতেও তিনি অন্ধ ইংরেজ-বিরোধিতার সমালোচনা করেছেন, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এসে 'দুটি পাঁচটি' মহানুভব মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে তাঁর সেই মত আরও দৃঢ় হয়। বিশ্বভারতীতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের চর্চা ও শ্রেষ্ঠ মানুষদের আহ্বান করে আনবার যে আয়োজন তিনি কয়েক বৎসর পরে শুরু করেন তা আকস্মিক বা সমসাময়িক কোনো কারণে নয়, অনেকদিন ধরেই মিলনের এই আদর্শ তাঁর মনে গড়ে উঠছিল।

C.W. Wendte 17 Dec-এর পত্রে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন: 'I shall also call upon you during your presence with us to address us informally at the school gathering, to be held in the Unitarian Church, when perhaps you can tell us something of the Brahmo Somaj

movement in India, in which we are all so deeply interested.' রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণ দিয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি।

31 Jan [শুক্র ১৮ মাঘ] রাত্রে রবীন্দ্রনাথ বস্টনে পৌঁছন। শ্রীমতী মুডি এইদিনই শিকাগো থেকে তাঁকে একটি পত্র লিখে রচেস্টারে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা জানান এবং বস্টনে বা নিউ ইয়র্কে তাঁকে সঙ্গ ও আশ্রয় দেবার কথা লেখেন[২৩৩]—তিনি অবশ্য জানতেন না যে, রবীন্দ্রনাথ এইদিনই বস্টনে চলে আসবেন। 2 Feb রবীন্দ্রনাথ কেম্‌ব্রিজের ১০০০ ম্যাসাচুসেট্‌স্ অ্যাভিনিউ ঠিকানা থেকে তাঁকে লেখেন:

I am at last in Boston thoroughly wearied out talking and listening to interminable talks, knocking about from hotels to lodging houses and trying new experiments in acquaintance. Yesterday I saw President Lowell and Professor Lahuman, the latter of whom is a Sanskritist and a delightful man. The students are very busy with their examination just now and Prof. Lahuman wants me to read a lecture at the University sometime near the middle of February.[২৩৩]

ইংলণ্ডের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডিকিনসন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট A. Lawrence-Lowell-এর কাছে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এক কপি *Gitanjali* ও পরিচয়পত্রটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি 20 Jan লিখেছিলেন: 'I shall enjoy seeing you very much here, and shall be very glad to do anything I can for you.' কিন্তু এই সময়ে পরীক্ষার মরসুম বলে কোনো বক্তৃতার আয়োজন করা যায়নি। তবে কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর মূল্যবান যোগাযোগ গড়ে ওঠে, দর্শনের অধ্যাপক James H. Wood তাঁদের মধ্যে অন্যতম—প্রধানত তাঁর উৎসাহেই *Sadhana*-র রচনাগুলি পূর্ণতা লাভ করে।

কাউন্ট ওকাকুরা তখন বস্টন মিউজিয়ম অব্ ফাইন আর্টসের কিউরেটর। কয়েকমাস আগে তিনি যখন ভারতে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন ইংলণ্ডে; 12 Oct তিনি বোম্বাই থেকে জাহাজে ওঠেন, রবীন্দ্রনাথ, তার কয়েকদিন পরেই [19 Oct] আমেরিকা যাত্রা করেন—বস্টনে তাঁদের দেখা হল 3 Feb [সোম ২১ মাঘ] তারিখে। পরের দিন ওকাকুরা প্রিয়ম্বদা দেবীকে লেখেন: 'This is only a hasty acknowledge [sic] of your letter for I am expecting your uncle in an hour. Babu Robeendra came yesterday with his son and his charming daughter-in-law. I am hoping to make their short stay as little of a bore as possible. Though of course being a stranger myself I cannot do much.'[২৩৩]

1910-এ অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে থাকার সময়ে অজিতকুমারের সঙ্গে R.F. Rattray-র গভীর বন্ধুত্ব হয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করে তাঁকে শোনান—র‍্যাট্রে গর্ব করে লিখেছেন: 'I was the first European to become acquainted with Tagore's poems in English'—অজিতকুমারের লেখা সেই সময়ের চিঠি র‍্যাট্রের প্রশংসায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে এলেন অজিতকুমার তাঁকে র‍্যাট্রের ঠিকানা দিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছেন [31 Jul 1912, দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৬।১৬১]—রবীন্দ্রনাথ Aug 1912-এ র‍্যাট্রেকে লেখেন: 'I feel as if I had known you for long and when I

started for Europe I had been looking forward to meeting you. ...I am making arrangements to go to America some time next November and nothing will give me greater pleasure than to meet you there.'[২৩৪] র‍্যাট্রে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রচেস্টারের কংগ্রেসে যোগ দিতে লেখেন, কিন্তু তিনি যেতে পারেননি। বস্টনে স্টেশনে উপস্থিত থাকার জন্যে তাঁর টেলিগ্রাম পেয়ে 'I went, and there descended from the train Tagore in semi-Eastern costume, his daughter-in-law in Eastern costume, and his son in Western dress. ...I duly conducted them to their rooms in a rather gloomy boarding-house in Cambridge. ...I found myself to be in some sense "in charge" and called every day.'

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে যে প্রবন্ধগুলি লিখে আরবানায় ও শিকাগোতে পাঠ করেছিলেন, সেগুলি যথেষ্ট প্রশংসিত হলেও ঐ অঞ্চলের মানুষদের মনস্বিতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন—বস্টন প্রভৃতি জায়গাকেই তিনি মনে করতেন 'এদের দেশের মনের কারবারে প্রধান জায়গা।' সেইজন্য সেখানকার মনের কষ্টিপাথরে এই দার্শনিক প্রবন্ধগুলি যাচাই করে নিতে আগ্রহী হয়ে প্রায় বিনা আমন্ত্রণেই তিনি বোস্টনে উপস্থিত হন। নিজের ইংরেজি-শিক্ষার দীনতা ও ইংরেজি-রচনার দুর্বলতার কথা তিনি যথারীতি র‍্যাট্রেকেও সবিস্তারে বলেন ও প্রবন্ধগুলির পাণ্ডুলিপি তাঁকে দেন ব্যাকরণগত ত্রুটি সংশোধন করে দেবার জন্য। র‍্যাট্রে লিখেছেন: 'When I read his Mss., I was, of course, struck by the wonderful English: there were, however, not infrequent grammatical mistakes, such as plural subject with singular verb, and I had the curious experience of going over the work of a great writer of English and correcting it as if it were a schoolboy's exercise.' রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে এঁর কথা লেখেন নিউ ইয়র্ক থেকে *12 Feb [বুধ ৩০ মাঘ]-এর পত্রে: 'র‍্যাট্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁকে আমার প্রবন্ধগুলো পড়তে দিয়েছিলুম। তিনি ত খুব উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। The Problem of Evil বলে যে প্রবন্ধ লিখেছি, সেটা পড়ে তিনি বল্লেন Evil সম্বন্ধে যত আলোচনা তিনি যেখানে পড়েছেন এটা তার কাছে সবচেয়ে ভাল লেগেছে। হার্ভার্ডে প্রবন্ধপাঠ সম্বন্ধে আমার মনে একটু দ্বিধা ছিল—বিশেষত আমার ভাষা সম্বন্ধে—সেটা এখন আমার কেটে গিয়েছে।'[২৩৫] বোঝা যায়, র‍্যাট্রের সংশোধন তাঁর মনঃপূত হয়েছিল।

ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক James Houghton Woods সম্ভবত হার্ভার্ডের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সূত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনিই তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করতে দর্শনবিভাগকে রাজি করান। র‍্যাট্রে লিখেছেন: 'He told me, however, that the faculty was not very ready to do so; they had suffered a good deal in America from *Swamis*.' হার্ভার্ডে প্রাক্-স্নাতক ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত একটি দৈনিক পত্রিকা ছিল; র‍্যাট্রে লিখেছেন, তার সম্পাদককে তিনি রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার খবর প্রচার করতে রাজি করান শ্রোতা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, 'with characteristic American caution, the editor compromised with a short paragraph.'

শ্রীমতী মুডি নিউ ইয়র্কে তাঁর 'little porch on the sky-lines'এ রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন 31 Jan-এর পত্রে, কিন্তু তাঁর খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ের ঝঞ্ঝাটে যথাসময়ে সেখানে আসতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ 4 Feb [মঙ্গল ২২ মাঘ] তাঁকে লেখেন: 'I have to read two papers in the University here on the 10th

and the 14th of this month, and then I will be free and join you in New York. I do want some friendly shelter and to settle down in a quiet corner. This lodging house life is extremely depressing to me.'[২৩৬] 10 Feb-এর বক্তৃতা হয়নি, শ্রীমতী মুডি তাঁকে নিউ ইয়র্কে নিজের বাসস্থানে নিয়ে যান। সম্ভবত এর আগেই তিনি সেখানে পৌঁছন, এইদিন কবি Edwin Markham [1852-1940] 'To Rabindra Nath Tagore,/in memory/of a delightful afternoon/of his song and/silence' লিখে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'The Man with the Hoe and other poems' [1911] রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন।

রোটেনস্টাইন তাঁর বন্ধু আমেরিকান প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার John Jay Chapman [1862-1933]-এর সঙ্গে আলাপ করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বারবার অনুরোধ করছিলেন। চ্যাপম্যান শহরের বাইরে থাকায় আগের বার নিউ ইয়র্কে অবস্থান-কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেখা পাননি; এইবারে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটল। 14 Feb [শুক্র ২ ফাল্গুন] তিনি রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I met Mr. Chapman in New York and I was at once struck with his personality. It was his vigorous sincerity which attracted me to him and I wish I could have opportunity to see him more.'[২৩৭] *Gitanjali* পড়ে 21 Dec 1912 চ্যাপম্যান রোটেনস্টাইনকে যে পত্র লেখেন, তাতে প্রশংসা থাকলেও উত্তাপ নেই—নববর্ষে রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রটিও একই ধরনের। নিরুত্তাপ ভদ্রতার এই করমর্দনে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল না—তাই তিনি পুনরায় যোগাযোগ স্থাপনের কোনো চেষ্টা করেননি। চাপম্যানের প্রতিক্রিয়াও একই রকমের হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ৪ Mar তিনি রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I went to see Tagore with reluctance—he telephoned me with reluctance. He doesn't want to see <u>anyone</u> & I don't want to see a man whose seclusion is so selfconscious & whose [sic] a little <u>afraid</u>. But both of us done noble for the sake of Rothenstein & came together & bore with each other for an half hour—and I am extremely delighted to have looked at him—and profoundly moved with the reality of his power & his relationship to the unseen.'[২৩৮]

সম্ভবত 11 Feb [পোস্টমার্ক: New York 12 Feb] রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লেখেন: 'এখনো পথে পথে ফিরচি। নিয়ুইয়র্কে কয়দিন হল এসেছি। তোমাকে ইতিপূর্বে Mrs Moodyর কথা লিখেছি। নিয়ুইয়র্কে তাঁর একটা বাসা আছে সেখানে তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। আবার পরশু বস্টনে গিয়ে আমার হার্ভার্ডের বক্তৃতা সেরে আসব।'[২৩৯] 13 Feb [বৃহ ১ ফাল্গুন] তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখেন: 'বষ্টনে হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটিতে বক্তৃতার জন্যে চলেছি। সেখানে আমাকে চারটে বক্তৃতা দিতে হবে। তারপরে উইস্‌কন্সিন য়ুনিভার্সিটিতে নিমন্ত্রণ আছে সেখানে কাজ সেরে আর্ব্বানায় ফিরে গিয়ে রথীদের। ইলিনয় য়ুনিভার্সিটিতে বক্তৃতা পাঠ করবার প্রস্তাব আছে। Michigan, Pardue, এবং Iowa University থেকেও নিমন্ত্রণ পেয়েছি কিন্তু আমার আর পোষাচ্চে না। ···বষ্টনে ওকাকুরার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কাল আবার সেখানেই যাচ্চি।'[২৪০] চিঠিটি নিশ্চয়ই আগের দিনে লেখা কিংবা তারিখটি ভুল—কারণ রবীন্দ্রনাথ 13 Feb সন্ধ্যায় বস্টনে পৌঁছে কেম্‌ব্রিজের Felton Hall-এ আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকে 14 Feb রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I was in New York last week and came to Boston last evening.'[২৪১] পত্রের শেষাংশটি তিনি লেখেন পরের

দিন: 'Yesterday I read my paper on the Problem of Evil in the Emerson Hall before the University people. You will be glad to learn that it was enthusiastically received. Prof. Woods has been urging me to have all these papers published here in a book form and he thinks he can arrange with some publishers who are reliable. He is sure of its having a fairly good sale.' র‍্যাট্রে লিখেছেন: 'The first lecture was on "The Problem of Evil". It was magnificent. There was a large audience and it was a great success.' তাঁরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি *The Hibbert Journal*-এ প্রেরণ করেন। সম্পাদক Lawrence Pearsall Jacks 16 Mar তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন: 'I shall not alter your expressions in any way.' প্রবন্ধটি পত্রিকার July [pp. 705-16]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

সুজিত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, উল্লিখিত ভাষণটি পাঠ করা হয় অধ্যাপক James Houghton Woods-এর philosophy class-এ; এখানেই রবীন্দ্রনাথ 17 Feb [সোম ৫ ফাল্গুন] 'Man's Realation to the Universe' ও 19 Feb [বুধ ৭ ফাল্গুন] 'Realization of Brahma' প্রবন্ধ-দুটি পাঠ করেন [দ্র *Harvard Crimson,* Feb 15, 18, 19]। এছাড়াও তিনি 18 Feb Philosophical Club-এ ও 19 Feb সন্ধ্যায় Andover Divinity Club-এ বক্তৃতা দেন [দ্র *Boston Evening Transcript,* Feb 18, 19]।[২৪২] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মাইক্রোফিল্মে এই প্রসঙ্গে নাম ও তারিখ-হীন কয়েকটি কর্তিকা দেখা যায়: 'Mr Rabindranath Tagore, the great philosopher-poet of India, who is travelling this country, delivered the first of the two lectures he is giving in the University in Emerson Hall yesterday afternoon [14 Feb]... The subject of yesterday's lecture was "The Problem of Evil."... On Monday [17 Feb] Mr. Tagore will deliver his second lecture on the subject of "The Relation of the Universe and the Individual" in Emerson F at 4.30 o'clock.' 'Mr. Rabindranath Tagore of Calcutta, India, delivered the third lecture of his series on Indian philosophy in Emerson A yesterday afternoon [18 Feb]. The subject of this lecture was "Realisation of Brahma".' এমার্সন হলে প্রদত্ত চতুর্থ বক্তৃতাটি ও ডিভিনিটি ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণ সংক্রান্ত বিবরণগুলি পাওয়া যায়নি।

The Harvard Union, 15 Divinity Hall, Cambridge থেকে Charles W. Lyttle একটি তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'The Divinity Club of the Harvard-Andover Divinity School desires me to invite you to address them (informally) on Tuesday or Wednesday evening of next week—(or Friday) February 18th or 19th—whichever evening.'[২৪৩] পরিবর্ত তারিখের বাহুল্য দেখে তাঁদের আগ্রহটি বোঝা যায়—রবীন্দ্রনাথ নিম্নরেখাঙ্কিত তারিখটিই বেছে নেন।

রবীন্দ্রনাথের এইরূপ বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো ওকাকুরার ভালো লাগেনি; তিনি 20 Feb প্রিয়ম্বদা দেবীকে লেখেন: 'I have seen something of your uncle this last week. Your nephew and his wife has just left me. They are all leaving for Chicago tomorrow. I am afraid America was a trial to your uncle—he was happier perhaps in London & of course his true place is in India. I have tried to persuade him to go back soon to his school. He has come to my den.'[২৪৩]

কিন্তু হার্ভার্ডে রবীন্দ্রনাথের সময় বৃথা যায়নি। র‍্যাট্রে লিখেছেন: 'While Tagore was at Harvard, Professor and Mrs Woods invited a number of guests to their house to meet him: one was T.S. Eliot, who was a fellow-student of mine. (We both took Indian Philosophy.) At this party Professor Woods got Tagore to chant passages from the Upanishads, to sing some of his own songs, which he did quite simply, without accompaniment, and to read the then unpublished Post Office. It was a wonderful time.'[২৪৪] র‍্যাট্রের এই প্রবন্ধটি The Inquirer [16 Mar 1940] পত্রিকায় মুদ্রিত হলে তিনি তার একটি কপি 22 Mar রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লেখেন: 'I do not know whether you are aware that one of my fellow-students at Harvard and one who was present at these gatherings was T.S. Eliot, now wellknown as a poet. We were studying Indian philosophy together and it may be that it was impressions of you that worked into his poem The Waste Land: "Shanti. Shanti. Shanti." I am not an admirer of his poetry but his fame makes the point interesting.'[২৪৫] প্রত্যুত্তরে 3 May মংপু থেকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'I am interested to read what you say about Mr. T.S. Eliot, some of his poetry have moved me by their evocative power and consummate craftsmanship. I have translated—that was some time ago—one of his lyrics called "The Journey of the Magi".'[২৪৫]

কলকাতার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেরিত কিছু বাঙালি ছাত্র সেই সময়ে হার্ভার্ডে পড়ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হার্ভার্ডে যাওয়ায় তাঁরা সোৎসাহে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এঁদের একজন, দর্শনের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথের কার্যাবলির পরিচয় দিয়ে যে পত্র লেখেন সেটি *Harvard Crimson* [17 Feb] পত্রিকায় ছাপা হয়।[২৪৬] রবীন্দ্রনাথও এঁদের সঙ্গে আলাপে প্রীত হন; শিকাগোয় ফিরে একটি তারিখহীন চিঠিতে তিনি জগদানন্দকে লেখেন: 'ন্যাসনাল কলেজ থেকে যে কয়টি ছাত্র হার্ভার্ডে এসেছে তাদের খুব ভাল লাগল। স্বভাব চরিত্রে পড়াশুনায় সকল দিকেই তারা শ্রদ্ধার যোগ্য। ওখানে অধ্যাপকদের কাছে তারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ...এরা একটি সাধনার ভাব মনে নিয়ে এখানে এসেছে এবং সে ভাবটি এখানে এসে উৎকর্ষ লাভ করেছে—ওদিকে ন্যাসনাল কলেজের যে একটি ছাঁচে ঢালা সঙ্কীর্ণতা তাদের জীবনকে বেষ্টন করেছিল এখানে এসে সেটা তাদের সম্পূর্ণ কেটে গেছে।'[২৪৭]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বস্টন-কেম্‌ব্রিজ সফর যে যথেষ্ট প্রচার লাভ করেনি—এমনকি সংবাদপত্র-জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিও যে তাঁর আসার কথা জানতেন না—এমন প্রমাণও আছে। লণ্ডন থেকে এজরা পাউণ্ড রবীন্দ্রনাথের 'To the Watcher' কবিতাটি বস্টন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা *The Atlantic Monthly*-র সম্পাদক Ellery Sedgwick [1860-1955] কে পাঠালে তিনি 13 Feb রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে সম্মান-মূল্য পাঠাবার জন্য তাঁর ঠিকানা জানতে চান। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ এইদিনই দ্বিতীয়বার বস্টনে আসেন। শিকাগোয় ফিরে পত্রটি পেয়ে তিনি যখন উত্তর দেন, তখন সম্পাদকের হতাশার কথা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। 1 Mar Sedgwick চেকটি পাঠিয়ে লেখেন: 'I have had some talk with Prof. Woods asking whether I may not have the pleasure of reading one or two of your

papers. I have been particularly interested in your quoted lecture on "Rain". Of this half a dozen of my friends have spoken, and I cannot help hoping that it may be adapted for publication in the Atlantic.' 'শ্রাবণসন্ধ্যা' প্রবন্ধটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে অজিতকুমার ১৬ আশ্বিন [2 Oct 1912] রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন [দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৬।১৬৬, পত্র ১৪]। তিনি এটির কপি 23 Nov রোটেনস্টাইনকে পাঠিয়ে দেন [দ্র *Imperfect Encounter*/65-66, No. 17; Mary M. Lago ভ্রমক্রমে এটিকে 'বিশ্ববোধ'-এর অনুবাদ বলে অনুমান করেছেন]। সম্ভবত হার্ভার্ডে কোনো সভায় রবীন্দ্রনাথ এটি পাঠ করেন। 'An Evening in July' শিরোনামে প্রবন্ধটি July 1913-সংখ্যা [pp. 58-61] *The Atlantic Monthly*-তে মুদ্রিত হয়, কিন্তু অনুবাদটি যে অজিতকুমারের করা সেই কথাটি কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত পত্রের শেষে Sedgwick জানাতে চান 'whether it would not be possible for you at your leisure to write for us a general description of your school, but more especially of the philosophy of education which underlies it. To the Atlantic's audience a discussion of this kind' would be exceedingly interesting,'[২৪৮] রবীন্দ্রনাথেরই নির্দেশে অজিতকুমার 'আশ্রমের উপর এবং বিদ্যালয়ের উপর দীর্ঘ এক প্রবন্ধ' [দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৬।১৬০, পত্র ৭] লিখে 31 Jul 1912 র‍্যাট্রের কাছে পাঠিয়ে দেন, নানারকম সংশোধন-সংযোজন পাঠান পরবর্তী একটি চিঠির সঙ্গে [দ্র ঐ।১৬৮-৬৯, পত্র ১৬] উক্ত প্রস্তাব পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ২০ ফাল্গুন [4 Mar 1913] তাঁকে লেখেন: 'Atlantic Monthly এখানকার মাসিকপত্রের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য—তার সম্পাদক আমাকে লিখেছেন আমি যদি বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁকে একটা প্রবন্ধ পাঠাই তিনি খুব খুশি হবেন। মনে করচি যে করে হোক এ প্রবন্ধ লিখতে হবে। তোমার লেখাটা পাঠাব স্থির করেছিলুম কিন্তু ওরা আমার নিজের রচনা চায়—অতএব অন্তত ভূমিকাস্বরূপে আমি একটা লিখব, তার পরে তোমার লেখাটা ছাপাবার সুবিধা হবে।'[২৪৯] কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত রচনাটি লিখেছিলেন কিনা কিংবা অজিতকুমারের প্রবন্ধটির পরিণতি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। অথচ Sedgwick-এর 20 Mar-এর পত্র থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে 4 Mar তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন।

প্রিয়ম্বদা দেবীকে লেখা ওকাকুরার পূর্বোদ্ধৃত 20 Feb-এর পত্রের সূত্রে আমরা অনুমান করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ সদলবলে 21 Feb [শুক্র ৯ ফাল্গুন] বস্টন ত্যাগ করে শিকাগো ফিরে যান। এবারে শ্রীমতী মূডির বাড়িতে হ্যারিয়েট মন্‌রো তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেলেন। তিনি স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন: 'We were able to get acquainted with the poet without interference from the world's curiosity. We used to spend evenings around Mrs. Moody's fire listening to the chanting of poems in Bengali, or the recitation of their English equivalents, and feeling as if we were seated at the feet of some ancient wise man of the East, the meaning of that huge word 'India', and about his hope for more friendly consideration from the governing powers of the world.'[২৫০] রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য তাঁদের কতটা মুগ্ধ করেছিল তার পরিচয় আছে তিনি আমেরিকা থেকে বিদায় নেওয়ার পরে 4 May [হয়তো এই দিনটিকেই তাঁর জন্মদিন বলে ভুল করে] তারিখে লেখা হ্যারিয়েটের চিঠিতে:

I have a strong desire to tell you that we miss you, that I wish you were reading to us tonight down there by Mrs. Moody's fire.

I hear your voice even now—for voices come back to me. And I hope I may hear it often, and remember its message.

It was a high and beautiful thing to have you with us for those few weeks, the best thing my little magazine has brought me. It seems strange, almost incredible, that but for Poetry you would have fiddled through Chicago, probably without our ever knowing it—Hamill and the Hendersons and I would have missed your signal. Thus by little words are the ends of the world tied together.[২৫১]

আমেরিকায় আসার পর থেকেই রথীন্দ্রনাথ পিতার ইংরেজি রচনাগুলির টাইপ-কপি প্রস্তুত করার কাজে লেগেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার উপরেও সংশোধন করেছেন, সুতরাং সেগুলি পুনরায় কপি করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে শ্রীমতী মূডি তাঁকে অনেক সাহায্য করেছেন তাঁর সেক্রেটারি Miss Edith S. Kellogg-কে দিয়ে সেগুলি টাইপ করিয়ে। 2 Feb রবীন্দ্রনাথ কেম্‌ব্রিজ থেকে শ্রীমতী মূডিকে লেখেন: 'A portion of my manuscript I have got ready to be typed. I will send it to you tomorrow.' আবার 4 Feb তাঁকে লেখেন: 'I have been getting ready my manuscripts. Instead of sending them to your address I think I should hand them down to you when we meet. They are getting bulky and unmanageable to handle.' শ্রীমতী মূডির সংগ্রহ থেকে যে পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে এসেছে, তার বিপুলতা এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। শিকাগো থেকে আরবানায় ফিরেও তিনি এই দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেননি। 6 Mar তাঁকে লেখেন: 'Rathi has begun typing my poems—I won't call them translations. ...I will be sending to you the original copies as they are being typed, and if it is possible for you to have three more sets of copies made, it will be of help to me.'[২৫২] এই সাহায্য দানে শ্রীমতী মূডি কার্পণ্য করেননি।

আরও কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে পারেন, তার জন্যও তিনি চিন্তিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ *26 Feb [বুধ ১৪ ফাল্গুন] অজিতকুমারকে লেখেন: 'ইনি আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিশেষ একটি আনন্দ অনুভব করেছেন। কিসে আমাদের বিদ্যালয়ের অর্থাভাব দূর হয়ে যায় সেই চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করে রয়েছে। হয়ত তিনি একটা কোনো সুযোগ আবিষ্কার করতেও পারেন।'[২৫৩] অর্থের প্রয়োজন থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে অর্থসাহায্য চাননি—কিন্তু তিনি যথাসাধ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন আমেরিকায় গিয়ে জীবিকাসংস্থান-সহ হেমিয়োপ্যাথি শিক্ষা করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এসম্পর্কে শ্রীমতী মূডি ও ড উড্‌স্-এর সঙ্গে কথা বলে ২৪ বৈশাখ ১৩২০ [7 May] লণ্ডন থেকে ক্ষিতিমোহনকে লেখেন: 'আপনার জন্যে আমেরিকায় আমি আসন প্রস্তুত করে রেখেছি। Dr. Woods এবং Mrs. Moody দুজনেই আপনাকে অভ্যর্থনা করে নিতে সম্মত হয়েছেন। ...Mrs. Moodyর সঙ্গে যখন থাকবেন তখনও হয় ত নানা দেশে ভ্রমণ আপনার ঘটবে। আপনি যে ভেষজশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে ইচ্ছা করেছেন বস্টন এবং শিকাগো উভয় স্থানেই তার খুব ভাল ব্যবস্থা আছে—এঁরা আপনাকে সে সম্বন্ধে আনুকূল্য করবেন।'[২৫৪] শ্রীমতী মূডির মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ে সরোজরঞ্জন চৌধুরী, অন্নদাচরণ রায়বর্ধন, কালীমোহন ঘোষ বা নারায়ণ কাশীনাথ দেবলকে শিক্ষার্থী হিসেবে

নিয়োগ করার কথাও ভাবা হয়েছিল—অবশ্য কোনোটিই কার্যকরী হয়নি। পরে 1916-এ দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথ মুকুলচন্দ্র দে-কে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁকে শ্রীমতী মূডির কাছে রেখে আসেন। আমেরিকা থেকে লণ্ডনে ফিরে তিনি এক সময়ে শ্রীমতী মূডির ফ্ল্যাটে অতিথি হন।

আমেরিকায় প্রীতি ও খ্যাতির অভাব না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ মনে মনে দেশের টান অনুভব করেছিলেন। 28 Feb তিনি রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I do wish to go back to England as soon as could be arranged and then go over to India. I feel I am very much needed in my school this moment —for a wave of depression seems to have over the people in charge of the institution in my absence. So I think I should not delay any longer. You know I have my post of the flute player—and I have been absent too long from my work. My school-people think it is the money that they are most in need of. But, I am sure, it is the music which they really want. I have almost persuaded Rathi to wind up his affairs here and accompany me to England by the end of March or beginning of April.'[২৫৫]

সেখানকার সংসার গুটিয়ে ফেলার সংকল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিকাগো থেকে আরবানায় আসেন 3 Mar [সোম ১৯ ফাল্গুন] তারিখে। এইদিনই তিনি মাধুরীলতা দেবীকে লেখেন: 'আজ বিকেলের ট্রেনে আবার আমাদের আর্ব্বানার কোটরের মধ্যে আশ্রয় নিতে চলেছি।'[২৫৬]

হার্ভার্ডে আরও তিনটি বক্তৃতা দেবার জন্যে তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন। অধ্যাপক উড্‌স্ এগুলি ম্যাকমিলানের নিউ ইয়র্ক শাখা থেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করছিলেন—প্রস্তাবিত বইটির জন্য তিনি একটি ভূমিকা লিখবেন, হয়তো এমন কথাও হয়েছিল। আরবানায় ফিরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি পত্র পান, প্রতিশ্রুত বক্তৃতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি লেখেন: 'And I trust that you or Mr. [? Kshitimohan] Sen will give me information of the thinkers who have influenced you, especially something about Kabir. Then I could make a historical setting for your philosophy.'

পত্রটিতে আরও প্রশংসার কথা ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেটি অজিতকুমারকে পাঠিয়ে ২০ ফাল্গুন আরবানা থেকে লেখেন: 'আমার এখানকার দিন সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে বলে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে অনেক কাজ সেরে ফেলতে হবে। তিনটে বক্তৃতা লিখতে প্রতিশ্রুত আছি—একটা বিদ্যালয় সম্বন্ধে, একটা সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে এবং আর একটা The Problem of Self সম্বন্ধে। হার্ভার্ডে এই তিনটি পড়েই একেবারে জাহাজে পা দেব।'[২৫৭] কয়েকদিন পরে 13 Mar [বৃহ ২৯ ফাল্গুন] তাঁকেই নিজের কর্মসূচির বিবরণ দিয়েছেন:

> আমি আর্বানায় এসে সকালে গদ্য বক্তৃতা এবং বাকি দিনটা আমার কবিতার তর্জমা লিখে কাটিয়ে দিচ্চি। আমার গদ্যপ্রবন্ধের বিষয় হচ্চে The Problem of Self। বস্টনে যখন বক্তৃতা করছিলুম তখন আমার শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন—"কিন্তু তোমরা ত selfকে একেবারে লোপ করে দিয়ে মুক্তিসাধনা করতে চাও—সে সম্বন্ধে তোমার মত কি জানতে চাই।" আমি বলেছিলুম, "এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য মুখে মুখে বলে নষ্ট করতে চাইনে আমি লিখে বল্‌ব।" সুতরাং লিখ্‌তে হচ্চে এবং এ দেশ থেকে বিদায় হবার আগে বস্টনে সেটা পাঠ করে যেতে হবে। বিষয়টাকে বেশ পরিষ্কার করে লিখে ফেল্‌তে পারলে এদের নতুন লাগবে এবং ভাল লাগবে বলে বোধ হচ্চে।

এই সময়ে লেখা 'The Problem of Self' ও 'The Realisation of Beauty' প্রবন্ধ-দুটি তিনি হার্ভার্ডে পাঠ করেন ও সেগুলি পরে *Sadhana*-য় প্রকাশিত হয়।

বাঙালি পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্ব-কৃত অনুবাদ নিয়ে নানাধরনের অনুযোগ করে থাকেন—কিন্তু এবিষয়ে তাঁর নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। 6 Mar তিনি শ্রীমতী মূডিকে এগুলি সম্বন্ধে লিখেছিলেন: 'my poems—I won't call them translations'—অজিতকুমারকে সেইটিই লিখেছেন বিস্তৃতভাবে:

আমার কবিতাগুলি তর্জমা করতেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে—একেবারে নেশার মতে চেপে ধরে। যে সব কবিতা একবার লিখেছি তাকে আর এক ভাষায় আবার লেখার মধ্যে খুব একটা রস পাওয়া যায়। আমার মনে হয় এ যেন বিবাহের পর বৌভাতের মত—স্বামীর সঙ্গে ত বধুর মিলন হয়েই গেছে কিন্তু...তার হাতের অন্ন যখন সকলে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করবে তখনই বরবধুর মিলনটা বিশ্বের ব্যাপার হয়ে উঠ্‌বে। বাংলায় যখন কবিতা প্রথম লিখ্‌লুম তখন সেটা কেবলমাত্র কবির সঙ্গে কাব্যের মিলন ঘটেছিল। ...এখন যখন এগুলি ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসেছি তখন আমার বধূর হাতের অন্ন সকলের পাতে পরিবেষণ করবার জন্যে ভোজের নিমন্ত্রণ করা গেছে। সুতরাং এর আনন্দ অন্যরকম। এই যজ্ঞের আয়োজনের উৎসাহে আমার মনকে ব্যাপৃত করে রেখেছে। বার বার ঘুরে-ফিরে কাটচি কুটচি মাজ্‌চি ঘষচি—একটা যেন ধুম পড়ে গেছে। এদেশে আমার এই লেখাগুলিকে কোনোমতেই কেউ অনুবাদ বলে স্বীকার করতে চায় না—সকলেই বলে এগুলো তুমি বাংলায় লিখেছিলে এবং বাংলার সে লেখা এর চেয়ে ভাল একথা আমরা কোনোমতেই মানব না। তাদের এই কথাটা যে একেবারেই অসঙ্গত তা বলতে পারিনে। বস্তুত নিজের লেখা ত ঠিক অনুবাদ করা যায় না। কারণ, নিজের উপর আমার অধিকার ত বাইরের অধিকার নয়; তা যদি হত তাহলে প্রত্যেক কথাটির কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হত। কিন্তু আমি তা করিনে। আমি কবিতার ভিতরের জিনিসটিকে ইংরেজিতে লেখবার চেষ্টা করি। ...অনেক কবিতা স্বভাবতই বাংলার চেয়ে ঢের ছোট হয়ে গেছে। কারণ বাংলায় প্রকাশ পাবার সময় কবিতা তার সমস্ত ভাষার লীলাপ্রাচুর্য নিয়ে দেখা দেয়—তার সেই পৈতৃক সম্পদটিকে পাব্লিক নামক শ্বশুরবাড়ি আসবার সময় প্রকাশ না করে সে থাকতে পারে না—কিন্তু দূর দেশে যাত্রার সময় এই সমস্ত প্রচুর গহনা খুলে না ফেললে পদে পদে সেগুলো বিষম বোঝা হয়ে ওঠে। ...তার দিশি ঘোমটাটুকু যাবে কোথায়—কিন্তু জরি জহরৎ ঘুচিয়ে একেবারে নতুন বেশ পরানো হয়েছে। সেইজন্যে ইংরেজি শ্রোতারা যখন এত জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে এ ত তর্জমা নয় তখন কথাটা একেবারেই উড়িয়ে দিতে পারিনে। ...একে এরা যাত্রীর মত নয় আত্মীয়ের মত ঘরে ডেকে নিয়েছে...এরা বল্‌চে একে আমরা অতিথি বলে স্বীকার করব না—এ আমাদের ঘরেরই লোক। এইজন্যে যখন এদের কেউ বলে বাংলাতে এগুলো এর চেয়ে অনেক ভাল, তখন এরা বিরক্ত হয়—এবং সে কথাটা বস্তুত সত্য নয়। ইংরেজির একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য এবং গৌরব আছে, সেইটেকে অধিকার করে নবজন্ম লাভ করতে পারলে তবেই এ লেখাগুলি সার্থক হতে পারবে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে লিখি বলেই আমি এই রচনায় নূতন আনন্দ পাই।[২৫৮]

ইংরেজি-ভাষী শ্রোতার উপরে তাঁর এই 'রচনা'গুলির প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন—অবশ্য কবির স্বকণ্ঠে পাঠের সম্মোহনী প্রভাব কিছুটা অবশ্যই ছিল—সুতরাং তাঁর কথাগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে পারা যায় না।

সাধারণভাবে তাঁর কবিতা অনুবাদের তালিকা দেখলে মনে হয়, তিনি কোনো বাছবিচার করেননি—যখন যেটা হাতে এসেছে সেটিকেই ইংরেজিতে রূপ দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এটি সচেতনভাবেই করেছিলেন। *Gitanjali*-র কবিতাগুলি বিদেশী পাঠক অধ্যাত্মবাদী এক কবির লেখা বলে গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে জীবনমুখিতার লক্ষণ অনেকের চোখে পড়লেও সাধারণভাবে mystic ছাপে চিহ্নিত করে এগুলি আস্বাদনের প্রবণতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু এটি তাঁর কবিতার খণ্ডিত পরিচয়, কেবলমাত্র সেই পরিচয়ে চিহ্নিত হতে তিনি রাজি ছিলেন না। সম্ভবত 2 Oct 1912 [১৬ আশ্বিন] তিনি জগদানন্দকে লিখেছিলেন: 'আমার কবিতার একটা দ্বিতীয় ভাগ প্রেসে দেবার জন্যে প্রস্তুত করছি। অনেকগুলোই তর্জ্জমা করে ফেলেছি। তাতে নানা বিচিত্র রকমের কবিতা থাকবে—খুব হাল্কা থেকে খুব গম্ভীর। ওর মধ্যে ক্ষণিকার "মাতাল" কবিতাটি পর্য্যন্ত দিয়েছি। আমার এই নানাসুরের কবিতাগুলো দেখে এরা আশ্চর্য্য বোধ করে—আমার এই মণিহারির দোকানে জিনিষ তো কম জমেনি।'[২৫৯] গ্রন্থটি *The Gardener* নামে Oct 1913-এ প্রকাশিত হয়। এতে শুধু 'ক্ষণিকা' [২৫] নয়, 'কড়ি ও কোমল' [৪], 'মায়ার খেলা' [৩], 'মানসী' [৩], 'সোনার তরী' [৯], 'চিত্রা' [৬], 'চৈতালি' [৭], 'কল্পনা' [১৪], 'উৎসর্গ [৬], 'খেয়া' [৪], 'গীতাঞ্জলি' [১] ও 'গান' [5] থেকেও তর্জমা করা হয়েছে। *Gitanjali*-র পর এইরূপ বিচিত্র রসের কবিতা—বিশেষত নিরাভরণ

ভাষায় ও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত—প্রকাশ করা উচিত হয়েছিল কিনা সে প্রশ্ন আলাদা—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কবিকৃতির আভাস এই দুটি গ্রন্থের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে, এসম্পর্কে সন্দেহ নেই। এর পাশাপাশি তিনি 'শিশু'র কবিতা এবং 'মালিনী', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শারদোৎসব' [ছোটগল্প, 'ডাকঘর' ও 'রাজা' অন্যেরা অনুবাদ করেন] নাটক অনুবাদ এবং ইংরেজিতে শান্তিনিকেতন-জাতীয় প্রবন্ধ লিখে তাঁর প্রতিভার বিচিত্রমুখী পরিচয় বিদেশী শ্রোতা বা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এর প্রয়োজনও ছিল। প্রাচ্যের মানুষের কাছে পাশ্চাত্য তেমন দূরবর্তী নয়, কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে প্রাচ্য যেন গ্রহান্তরবর্তী—*Gitanjali* ও *The Gardener*-এর কিছু সমালোচনায় ও নোবেল প্রাইজ পাবার পর নানা সংবাদে ও মন্তব্যে এই সত্যের বিচিত্র পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

'শারদোৎসব' অনুবাদ সম্বন্ধে কিছু কথা বলা দরকার। ২০ পৌষ [শনি 4 Jan] রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লিখেছিলেন: 'পর্শুদিন Yeatsএর গোটা দুয়েক ছোট নাটক পড়ে আমার হঠাৎ ধারণা হল যে আমার শারদোৎসবটা নিতান্দ মন্দ লেখা হয়নি। সেই উৎসাহে তখনি সেটা তর্জমা করতে লেগে গেলুম এবং কাল রাত্রেই সেটা শেষ করে ফেলেছি।'[২৬০] পূর্বদিন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে খবরটি জানিয়েছিলেন: 'আজ এই খানিকক্ষণ হল শারদোৎসব তর্জ্জমা করে সেরেছি—কাল ওটা আরম্ভ করেছিলুম।'[২৬১] একই দিনে তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকেও সংবাদটি পরিবেশন করেন।[২৬২] অনুবাদটি মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করেনি। কিন্তু The Autumn Festival নামে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে [Ms. 39]। এটি ১৫২ পৃষ্ঠার কালো কাপড়ে বাঁধানো, তিন ধার সোনালি রঙে রাঙানো রুল-টানা খাতা—মাত্র ৩১টি পৃষ্ঠায় অনুবাদটি সম্পূর্ণ করে রবীন্দ্রনাথ খাতাটি আর ব্যবহার করেননি। অনুবাদে তিনি নাটিকাটিকে কিছু সংক্ষিপ্ত করেছিলেন—'The forest near the river Vetasini'। দৃশ্য বর্ণনা করে লক্ষেশ্বর ও উপনন্দের সংলাপ দিয়ে শুরু করেছেন। পাণ্ডুলিপিটির সুনির্দিষ্ট তারিখ জানার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রভবন-প্রকাশিত 'নির্মীয়মাণ তালিকা' প্রথম খণ্ডে [শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ ২৯] ও ড সনৎকুমার বাগচী-প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি: সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ' [1989, পৃ ২১৫] গ্রন্থে ভ্রমক্রমে আনুমানিক কাল '1919' বলে নির্ধারিত হয়েছে।

শ্রীমতী সেমূর ও শ্রীমতী মূডির সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আরও বহু কবিতা ও গান ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন—সেগুলি পরবর্তীকালে কৃত অনুবাদের সঙ্গে ক্রমে *Fruit Gathering* [1916], *Lover's Gift and Crossing* [1918], *The Fugitive* [1921] প্রভৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। আরও কিছু অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে *Poems* [1942] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, বহু অনুবাদ এখনও অপ্রকাশিত। এদের সাহিত্যমূল্য যা-ই হোক—এই বিপুল পরিশ্রমের পশ্চাদ্‌বর্তী তাঁর মানসিকতাটিই গুরুত্বপূর্ণ; তিনি-যে অজিতকুমারকে লিখেছিলেন: 'যে সব কবিতা একবার লিখেছি তাকে আর এক ভাষায় আবার লেখার মধ্যে খুব একটা রস পাওয়া যায়'—এই রসাস্বাদনের আনন্দই নেশার মতো তাঁর মনকে অধিকার করে ছিল।

এইবারে আরবানায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতাদির কোনো আসরে যোগ দেননি। ইংরেজ কবি Alfred Noyes [1880-1958] এইসময়ে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে আসেন ও 14-15 Mar [১-২ চৈত্র] 'on militarism...on poetry, materialism, and radicalism'[২৬৩] বিষয়ে বক্তৃতা দেন। 15 Mar [শনি

২ চৈত্র] রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'Mr Alfred Noyes, the English poet, is lecturing in this University. I have not been able to be present at any of his lectures. I am invited to meet him at a dinner tomorrow. Unfortunately I do not know his works.'[২৬৪] 18 Mar [মঙ্গল ৫ চৈত্র] তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'পর্শু ব্রুকসের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল, সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল। অল্প বয়স। আমার কবিতা শুনতে চাইলেন। কতকগুলি পড়লুম, ভালই লাগল। বল্লেন আমার কাছে নতুন জগৎ খুলে দিলে—এর পরে আমার নিজের কবিতা আমি পড়তে পারব না। এখানে একটা জিনিষ আমার মনে খুব লেগেছে—এখানকার কবিরা আমার কবিতার প্রশংসা করতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। সবচেয়ে মনখোলা প্রশংসা আমি কবিদের কাছ থেকেই পেয়েছি। এই ঔদার্য্যটি বড় কম জিনিষ নয়। আজ সন্ধ্যার পর Noyesকে চিত্রাঙ্গদার তর্জ্জমা শোনাতে যাচ্ছি।'[২৬৫] আষাঢ় ১৩২০-সংখ্যা প্রবাসী-তে 'পঞ্চশস্য' বিভাগে Current Opinion পত্রিকা অবলম্বনে লিখিত 'বর্ত্তমান লোকপ্রিয় ইংরেজ কবি' [পৃ ৩৩৪-৩৫] প্রবন্ধে এই কবির বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে লেখা হয়: 'এই তরুণ ইংরেজ কবি আমাদের কবিবর রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলির মধ্যে প্রকৃত কবিতার সন্ধান পাইয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন এই কবিতা পড়িয়া এখন তাঁহার কলম ধরিতে লজ্জা হয়।'

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকেও বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। 18 Mar-এর পত্রেই তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'আমাদের এখানকার পালা শেষ হল, পর্শু চলে যাচ্ছি। এখানকার বিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতা পড়বার কথা ছিল কিন্তু তা হলে এ মাসটা এখানেই কাটাতে হয়—সে আমার ভাল লাগচে না। কেননা এখন চলবার মুখে দাঁড়িয়েছি'। কিন্তু আরবানা ত্যাগ করার সম্ভবত পূর্বদিন [৬ চৈত্র বুধ 19 Mar] স্থানীয় কসমোপলিটান ক্লাবে তাঁর বিদায় সংবর্ধনার আসরে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিষয়টি জানা যায় য়ুনিটারিয়ান পাদ্রি Albert R.Vail-এর 1 Apr-এ লেখা একটি চিঠি থেকে; শিকাগোর পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের আগের দিনে প্রদত্ত বক্তৃতার খবর পড়ে তিনি অনুযোগ করে লেখেন: 'What we lose our friends in Chicago gain. ...It has been one of my great regret that no one informed me of your reading at the Cosmopolitan Club just before you left for I was eagerly hoping I might hear that paper. But they say the meeting was arranged on very short notice.'

এখানে শিকাগো-প্রবাসী এক বাঙালি বসন্তকুমার রায় [? -5.6.1949]-এর কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। উড়িষ্যার এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান বসন্তকুমার 1910-এ আমেরিকায় আসেন এবং উইস্‌কন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে পরে সেখানেই অধ্যাপনা করতে থাকেন, শিকাগোর *Open Court* পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।[২৬৫] *Rabindranath Tagore: The Man and His Poetry* [1915] নামে তিনি রবীন্দ্রনাথের যে জীবনী প্রকাশ করেন, তার ভূমিকায় তিনি লেখেন: 'My personal acquaintance with the poet and his family has helped me a great deal in writing this book'—কিন্তু তাঁর ভারতবর্ষীয় জীবনকাহিনী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না বলে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে তাঁর কী ধরনের পরিচয় ছিল বলা শক্ত। তিনি লিখেছেন, Jan 1913-এ তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য শিকাগো থেকে আরবানায় আসেন এবং তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সম্ভাব্যতার কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ নাকি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, এশিয়াবাসী এই পুরস্কারের যোগ্য হলে আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র তা

পাননি কেন। য়ুরোপীয়রা ইংরেজ বা আমেরিকানদের চেয়ে অনেক উদার এই কথা জানিয়ে বসন্তকুমার বলেন: 'And you may rest assured that when the Nobel Prize Committee comes to know of the inherent quality and beauty of your writings they will not hesitate a second to honour themselves by honouring you. Now our first duty is to make them know about you.'[২৬৬] এবং তিনি নিজেই সেই কাজে লেগে গিয়েছিলেন। July 1913-সংখ্যা *Open Court* পত্রিকায় তাঁর 'India's Greatest Living Poet' [pp. 385-97] প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন, তাঁর দাবী অনুযায়ী 'at the time of the award it was about the only article in English that gave an idea of the wonderful personality of the poet.'

বসন্তকুমারের গ্রন্থে [p. 146] '১৯ মার্চ্চ ১৯১৩/আর্ব্বানা। /ইলিনয়।' স্থান-কাল লেখা 'সংসার যবে মন কেড়ে লয়' রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত গানটির একটি লিপিচিত্র আছে। এর থেকে অনুমান করা যায়, বসন্তকুমার আরবানা থেকে শিকাগো যাওয়ার সময়ে তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ-বসন্তকুমার পত্রালাপের কোনো নিদর্শন রবীন্দ্রভবনে নেই, সুতরাং তাঁদের যোগাযোগ পরবর্তীকালেও বিস্তৃত হয়েছিল কিনা বলা সম্ভব নয়। তবে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাঁর সম্পর্কে আগ্রহকে বসন্তকুমার নানাভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'কবি য়েট্স্' প্রবন্ধটি 'A Hindu on the Celtic Spirit' *[Review of Reviews,* Jan 1914/101-02] নামে ও 'সংগীত' প্রবন্ধটি 'Oriental and Occidental Music *[Harper's Weekly,* 11 Apr 1914/13] নামে ভাবানুবাদ করেন। কবিতার অনুবাদ 'East and West' *[Independent,* 2 Oct 1916/14] এবং 'সদর ও অন্দর' গল্পের অনুবাদ 'Bepin Babu, the Victim of Jealousy' *[Post,* 10 Dec 1916] ছাড়াও 'The Personality of Tagore' *[Yale Review,* Apr 1914/471-85), 'Tagore and His Model School at Bolpur' *[Independent,* 3 Aug 1914/162-65] 'Tagore an—Oriental Estimate' *[Bookman,* Mar 1915/79-84] তাঁর রবীন্দ্র-চর্চার উদাহরণ—প্রবন্ধগুলিতে অনেক রবীন্দ্র-কবিতার অনুবাদও রয়েছে।[২৬৭] লেখকের অনুমতি না নেওয়া ছাড়া এতে এমন কিছু দোষ হয়নি, বরং বিদেশে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রচারপ্রয়াসের জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রচারের সঙ্গে আত্মপ্রচার ও আরও কিছু গোলমাল ঘটছিল, যা উপযুক্ত তথ্যের অভাবে স্পষ্ট করা দুরূহ। শ্রীমতী সেমুর 13 Jan 1915 তারিখে রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'Under another cover I am sending you a sample of Mr. B.K. Roy's work. He is translating freely from your Father & publishing stories in cheap magazines & ...[?] Sunday Supplements. In the sample I am sending from the Sunday Supplement he signs himself "the disciple and interpreter" of the Poet which is outrageous. ...But Miss [Florence R.] Curtis believes that you can protect yourself to a great extent.' ৩ আশ্বিন ১৩২২ [20 Sep 1915] রবীন্দ্রনাথ এঁর সম্বন্ধে অজিতকুমারকে লিখেছেন: 'সেই লেখকটিকে আমি নানাকরণে অশ্রদ্ধা করি। সে আমার লেখা চুরি করচে, আমার সম্বন্ধে নানা মিথ্যা গুজব কাগজে রটাচ্চে, এমেরিকায় আমার বন্ধুরা সকলেই তাকে আন্তরিক ঘৃণা করে, সে আমাকে তার বিশেষ বন্ধু বলে সকলের কাছে পরিচয় দিচ্চে এই কারণেই আমি ওর লেখা বই পড়তেই চাইনি। কেন না যে লোক আমাকে অন্তরে অশ্রদ্ধা করে সে ব্যবসার খাতিরে আমার স্তব করলেও সে মিথ্যা স্তব আমি কিছুতেই

গ্রহণ করতে পারি নে। সেই জন্যে বসন্তকুমার আমার প্রচুর প্রশংসা করেচে জেনেও আমি ও বই ছুঁতে পারি নি।'[২৬৮] বসন্তকুমার তাঁর বই রবীন্দ্রনাথকে পাঠালে তার প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি পেনসিলে নির্দেশ দেন: 'Please return to B.K. Roy, P.O. Box 77. Stn 'D' New York city'[২৬৯]—তাঁর নির্দেশ অবশ্য পালিত হয়নি। Katherine Henn-এর *Rabindranath Tagore: A Bibliography* [1985] গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বসন্তকুমারের জীবনীগ্রন্থের বহু পুনর্মুদ্রণ হয়—1977-এও বইটির Folcroft Library Edition প্রকাশিত হয়েছে [p. 179, No. 2023]।

শ্রীমতী মূডি প্রতিমা দেবীকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ঘুরে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়ে আরবানা থেকে লিখেছিলেন: '...But, why talk about California, dear friend? Surely, you are not thinking of deserting us, taking our bridemother away, leaving two hapless male members of our family unprotected and uncared for. I don't see any use of my going to Chicago just to catch a glimpse of your vanishing form and live in memory of it the remaining days in that noisy town. No, I am not going to put up with such utter neglect. I have a better game to suggest. Make Chicago our California, and fruits and flowers and sunshine will not be lacking if we all set our minds to it. So that is settled. Vive la Chicago.'[২৭০] তাঁর প্রস্তাবই গৃহীত হয়। 20 Mar [বৃহ ৭ চৈত্র] সকলে শিকাগোয় মিলিত হন।

আরবানায় কয়েকমাস কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক বন্ধু সংগ্রহ করেছিলেন, সুতরাং তাঁদের ছেড়ে আসা কম বেদনাদায়ক হয়নি। সেই কথাই পরের দিন 21 Mar তিনি লিখেছেন শ্রীমতী সেমূরকে: 'I cannot tell you how sad it made me to say goodbye to you. We shall never forget the kindness we received from your hands while we were in Urbana and we shall cherish the memory of your friendship in our heart, as one of the most precious things we found in the West.' একই বক্তব্য অন্য পক্ষেরও ছিল, তাঁরা বহু পত্রে নিজেদের শূন্যতাবোধ ব্যক্ত করেছেন।

শিকাগোতে শ্রীমতী মূডির আতিথ্যে ও Poetry পত্রিকা-গোষ্ঠীভুক্ত হ্যারিয়েট মন্‌রো, চার্লস্‌, এইচ. হ্যামিল, শিল্পী উইলিয়াম পি. হেণ্ডারসন প্রভৃতি গুণমুগ্ধদের সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথের শিকাগো-বাসের প্রথম কয়েকটি দিন শান্তিতে কেটেছিল। হেণ্ডারসন রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকছিলেন, রথীন্দ্রনাথ 31 Mar শ্রীমতী সেমূরকে জানিয়েছেন: 'Father is going every morning to Mr. Henderson's to have his portrait painted.' রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর এই ছবিগুলির চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে যায়। হ্যারিয়েট মন্‌রো 23 Nov 1913 [৭ অগ্র ১৩২০] তাঁকে জানান: 'Your portrait is now, most opportunely, in the exhibition at the Art Institute, where all of Will Henderson's three portraits have been much admired. At another gallery he is giving an exhibition of pastels, and selling so many that perhaps the family may be able to get over to see you before long.'

31 Mar [সোম ১৮ চৈত্র] সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ শিকাগোর উত্তরে ম্যাডিসন শহরে অবস্থিত Wisconsin University-তে 'The Relation of the Individual and the Universe' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রথীন্দ্রনাথ 5 Apr শ্রীমতী সেমূরকে লিখেছেন: 'We went up to Madison on Monday morning with Mrs. Moody

and had a delightful time. Protima could not come with us. ...We were met at the station by Mr. Reinsch [Paul Samuel Reinsch (1869-1923), Professor of Political Science] and a few members of the Cosm [opolitan] Club. Father and Mrs. Moody were taken up in a cab to Prof. Reinsch's while I made my escape with Mr. Roy. ...The lecture was given in the main Hall in the evening. Father felt that it was one of the most sympathetic audiences he has lectured. ...Mr. Reinsch had invited quite a number of the faculty to meet father, so we had to hurry back to his house from the lecture. Mr. Sharp, who specially mentioned you, was there for quite an hour or two, father was riddled with questions, and then we left for the depot and got into our berths in the sleeping car. ...Next morning we were taking our breakfast in Chicago.'

রথীন্দ্রনাথ 31 Mar-এর পত্রে লিখেছিলেন: 'we shall have to come back the next day—for father has engagements here the following two days.' তাঁর 5 Apr-এর চিঠিতে একটি অনুষ্ঠানের কথা আছে, সেটি হল আর্ট ইনস্টিট্যুটের Fullerton Hall-এ *Chitra* পাঠ—কিন্তু তিনি তারিখটি নির্দেশ করেননি। এর পরে তাঁরা সেখানেই Post-Impressionist চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখতে যান। তিনি লিখেছেন: 'It is difficult to have any sympathy or understanding of the works of Matisse, or of that of the Cubists. But, on the other hand, there is Van Gogh and Ganguin and Cezanne, whose things are not only beautiful, but give expression to the masterminds of a new spirit in art.' অনুরূপ অভিমত রবীন্দ্রনাথ পোষণ করেছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু এই পর্বের চিত্রকলা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল এই তথ্যও মূল্যবান।

শিকাগোয় *The Post Office* ও *Chitra* ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ *The King of the Dark Chamber* ও *Malini* নাটকগুলিও পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, সেই তথ্যটি জানা যায় *The Drama* [May 1914] ত্রৈমাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত Alice Corbin Henderson-এর 'Rabindranath Tagore' [pp. 161-76] প্রবন্ধ থেকে: 'And so it is with *Malini*, the one of the four plays which Mr. Tagore read while he was in Chicago that is not yet published.' *Malini*-র কাহিনী বর্ণনা করে তার শেষাংশ তিনি উদ্ধৃত করেছেন প্রবন্ধটিতে [pp. 171-73]। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, *The King of the Dark Chamber* নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় *The Drama* পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটিতে [pp. 177-237]।

6 Apr [রবি ২৪ চৈত্র] সন্ধ্যায় তাঁরা শিকাগো ত্যাগ করে বস্টনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। রথীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রে তাঁদের পরবর্তী কার্যসূচিরও বিবরণ দিয়েছেন: 'We are leaving tomorrow evening for Boston and will take a day off at Buffalo to see Niagra. At Harvard he gives two lectures on Monday 7 Apr and Wednesday 9 Apr and will give a reading on Tuesday. Then we sail on the 12th from New York.'

রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লিখেছিলেন, হার্ভার্ডে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন—'The Problem of Self' ও 'The Realisation of Beauty'—এই প্রবন্ধগুলিই তিনি হার্ভার্ডে 7 Apr [সোম ২৫

চৈত্র] ও 9 Apr [বুধ ২৭ চৈত্র] পাঠ করেন। *The Atlantic Monthly*-র সম্পাদক Ellery Sedgwick এইবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হারাননি; 9 Apr তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন: 'May I tell you how much I enjoyed hearing you read last night? In our work-a-day Western world where contemplation and mystical moods are so neglected, an evening like last night carries long-remembered refreshment.' তাঁর পত্রিকায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি লেখেন, মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ করে আরও আলাপের ইচ্ছা তাঁর ছিল—কিন্তু বস্টনে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান-কাল সংক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁর আশা পূরণ করতে পারলেন না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এইদিনই বস্টনের Hotel Tourine থেকে অধ্যাপক আর্থার সেমুরকে লেখেন: 'I am going to read my last lecture tonight before the University here and leave by the night train for New York.' আমেরিকা থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে লিখিত এই পত্রে তিনি পুনরাগমনের আকাঙক্ষা ব্যক্ত করেন: 'I feel that your friendship has paved the way for my return to this country, and a day will come when once more I shall occupy my familiar chair in your parlour to read more of my poems to my indulgent audience.' এই চেয়ারটির কথা বহুবার তাঁদের পত্রাবলিতে উল্লিখিত হয়েছে।

অধ্যাপক উড্‌স্ হার্ভার্ডে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি আমেরিকাতেই ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন বলাতে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। কবিতার বইও আমেরিকায় প্রকাশ করার কথা তিনি ভেবেছিলেন। তার প্রধান কারণ ছিল অগ্রিম কিছু টাকা পেয়ে বিদ্যালয়ের অর্থাভাব মোচন করা। কিন্তু আমেরিকান বিচারশক্তি ও রুচির প্রতি তিনি নির্ভর করতে পারেননি। একটি পত্রে জগদানন্দকে লেখেন: 'এখানকার সাহিত্যের আকাশটা কেমন যেন আবদ্ধ—তার চারিদিকে যেন একটা আমেরিকান গণ্ডি আছে—এখানকার ছোটবড়র আদর্শ ঠিক বিশ্বের আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না।' এই ভাবনা থেকেই তিনি বিদায়ের আগে আমেরিকার মূল্যায়ন করেছেন রোটেনস্টাইনকে লেখা একটি তারিখহীন পত্রে: 'The people in this country are hearty in their kindness but there is a rudeness in their touch, it is vigorous but not careful. Their admiration is not convincing therefore I could not take any delight in it as I did in your country.'[২৭১] সেই কারণেই ইংলণ্ডের বোদ্ধাদের কাছে তাঁর প্রবন্ধগুলির মূল্য তিনি প্রকাশের আগে যাচাই করে নিতে চাইছিলেন।

ইংলণ্ডের কিছু মানুষও এই ভাষণগুলি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। *The Quest* নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক G.R.S. Mead 11 Mar [২৭ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I was very pleased to learn from that nice boy K.M. Ghose, that you will lecture for us, on June 19, on "The Realisation of Brahma." We shall have a very excellent syllabus for our Spring meetings, and not the least of them will be the occasion of your lecture.' সম্পাদক স্বয়ং পত্রিকাটির Apr 1913 [pp. 567-73]-সংখ্যায় *Gitanjali*-র একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন, সেটি পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি লেখেন: 'I am looking forward eagerly to make your personal acquaintance on your return to England. ...May I say that the pages of the Quest are always open to you to say what you like? One on my dearest wishes is to make East & West better acquainted with each other.'

লক্ষণীয়, এই সময়ে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন না, যোগাযোগটি ঘটে কালীমোহন ঘোষের সূত্রে। উল্লিখিত প্রবন্ধটি *The Quest*-এর July 1913 [pp. 601-13]-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

আমরা আগেই বলেছি, 9 Apr [বুধ ২৭ চৈত্র] সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ হার্ভার্ডে তাঁর শেষ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এইদিনই রাত্রের ট্রেনে তিনি নিউ ইয়র্ক রওনা হন। 12 Apr [শনি ৩০ চৈত্র] Olympic জাহাজে তিনি আমেরিকা ত্যাগ করেন। লণ্ডনে পৌঁছেই তিনি একটি চিঠিতে হেমলতা দেবীকে উক্ত জাহাজের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন: 'আমরা অলিম্পিক বলে যে জাহাজে চড়ে আটলান্টিক পার হয়েছি সেই জাহাজটা বোধ করি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জাহাজ। শান্তিনিকেতন থেকে বাঁধ পর্য্যন্ত যতটা, ততটা লম্বা হবে। আমরা যে ডেকের ক্যাবিনে ছিলুম—সে ডেকটা পঞ্চমতলার ডেক অথাৎ তার উপরে থাকে থাকে আরো চারতলা ক্যাবিন আছে—এবং তার নীচেও অনেকতলার ক্যাবিন। এর থেকে বুঝতে পারবে জাহাজটা কত উঁচু। তা ছাড়া শয়নাসন আরাম বিরাম আহার বিহারের যে ব্যবস্থা সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ছদিন মাত্র মেয়াদ কিন্তু এই ছদিনের জন্যে রাজকীয় আয়োজন এই বিপুল ভোগের বোঝা বহন করে বেড়াবার যে শক্তি তা কল্পনা করলে বিস্মিত হতে হয়।'[২৭২]

১৩১৯-এর পৌষ মাস পর্যন্ত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার তালিকা আমরা আগে দিয়ে এসেছি। পরবর্তী মাসগুলিতে প্রকাশিত রচনার সংখ্যা খুবই কম।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮৩৪ শক [৮৩৪ সংখ্যা]:

২৩১-৩২ 'সত্যকে দেখা' দ্র শান্তিনিকেতন ১৬।৪১১-১৩

এটি 'শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম', তারিখ জানা যায়নি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৩৪ শক [৮৩৫ সংখ্যা]:

২৫১-৫২ 'আমেরিকার চিঠি' দ্র পথের সঞ্চয় ২৬।৫৮০-৮২

৯ অগ্র [রবি 24 Nov 1912] তারিখে লিখিত আর্বানায় তুষারপাতের দৃশ্য দেশে রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভাবনার উদয় হয়েছিল তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে এই রচনায়।

The Modern Review, Apr 1913 [Vol. XIII, No. 4]:

423-26 'Race Conflict'

রচেস্টারে 30 Jan 1913 [বৃহ ১৭ মাঘ] National Federation of Religious Liberals-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটির 'জাতিসংঘাত' নামে অজিতকুমার চক্রবর্তী-কৃত অনুবাদ ও 'জাতি-বিরোধ' নামে প্রিয়ম্বদা দেবী-কৃত অনুবাদ যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠ ১৩২০-সংখ্যা প্রবাসী ও ভারতী-তে মুদ্রিত হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

মহর্ষির উইল অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর যে সম্পত্তি বিভাগ হয়, তাতে মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে অবস্থিত জমিদারির মালিক হন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ—সমস্ত মাসোহারা মেটানোর দায়িত্বও তাঁদের উপর ছিল। রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে আসার আগে পর্যন্ত জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্রেরা এই দায়িত্ব নিতে চাননি—তাই ১৩১৬ বঙ্গাব্দে মৌখিকভাবে স্থির হয়, বার্ষিক ৪৫,০০০ টাকার বিনিময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ জমিদারিতে তাঁর অংশ সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে ৯৯৯ বছরের জন্য ইজারা দেবেন—এইসব কথা আমরা আগেই বলেছি। 'ইজারা পাট্টা' দলিল স্বাক্ষরিত হয় বিলাতযাত্রার জন্য রবীন্দ্রনাথের কলকাতা ত্যাগের দিন ১১ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 24 May] সকালে। দলিলটি রেজেস্ট্রি করার জন্য পেশ হয় 21 Jun [৭ আষাঢ়]। 'এস্টেটের ক্যাশবহি'তে ২৮ ভাদ্র [3 Sep] এই বিষয়ে একটি হিসাব দেখা যায়: 'ব° দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর দং উহার জমিদারী বন্দোবস্তানুসারে বাৎসরিক ৪ কিস্তীতে দেও ৪৫০০০৲ টাকার হিসাবে সন ১৩১৬ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৮ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত তিন বৎসরের দেও ১৩৫০০০৲ টাকার মধ্যে পূর্ব্বে হর তারিখে নগদ ও বরাতীতে ১,৩১,২২১।৷ল ১ ॥ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা নিজ রোজ শোধ দেওয়া যায়...৩৭৭৮৷ ১০'।।'!

সুরেন্দ্রনাথ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিরুন্সের সচিব ছিলেন। তাছাড়াও তিনি নানাধরনের ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ঠাকুর কোম্পানির দেনা মেটানোর জন্য তিনি সত্যেন্দ্রনাথের বকলমে তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ করেছিলেন, তারকনাথ সেই মর্টগেজ-সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন 15 Jun 1912 [১ আষাঢ়] তারিখে স্বাক্ষরিত তাঁর প্রথম ট্রাস্ট ডীডে [উল্লেখ্য, ত্রিশ হাজার টাকার জন্য রবীন্দ্রনাথের মর্টগেজ-সম্পত্তি ৪ Oct-স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় ট্রাস্ট ডীডের অন্তর্ভুক্ত ছিল]। এছাড়া ডব্ল্য. সি. বোনার্জির কাছ থেকে আশি হাজার টাকা ধার করেছিলেন, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের কাছ থেকে পঁচাশি হাজার টাকা নিয়ে ঐ ঋণ শোধ করা হয় ১৩ বৈশাখ তারিখে।

রথীন্দ্রনাথও ব্যবসায়ের মাধ্যমে পারিবারিক সম্পদ বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি গত বছরেই হাজারিবাগ-গিরিডিতে অভ্রখনি কেনার ব্যবস্থা করছিলেন। এই ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ চিত্রটি উদঘাটিত করা সম্ভব নয়, কিন্তু কয়েকটি হিসাব আমরা উদ্ধৃত করতে পারি; ৯ জ্যৈষ্ঠের হিসাব: 'মা° পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক দং হাজারীবাগ খনি খরিদ বাবদ এই ক্যাশ হইতে ১৩১৮ সালের ৯ অগ্রহায়ণ ও ২২ পৌষ যে টাকা দেওয়া যায় তাহা আদায় ৯ অগ্রহায়ণ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠান যায় ২০০০৲ ২২ পৌষ বাবু চন্দ্রকান্ত বসু ৩০০০৲'; ১৮ আশ্বিনের হিসাব: 'ব° বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এটর্ণী দং হাজারীবাগ অভ্র খনি ক্রয়ের মনরঞ্জন গুহর সহিত যে এগ্রিমেন্ট প্রস্তুত হয় তাহার ১ বি শোধ ৪৭'; ৩০ আশ্বিন: 'দং অভ্র খনির কোম্পানী প্রবর্ত্তন খরচ ২ সিয়ারের অর্দ্ধেক টাকা শোধ ১০০৲' ইত্যাদি। উদ্ধৃত প্রথম হিসাবটিতে একটি বিপজ্জনক প্রবণতার সূচনা লক্ষ্য করা যায়, পতিসর বা কালীগ্রাম কৃষিব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার ব্যাপারে। প্রজাকল্যাণে এই ব্যাঙ্কের টাকা কাজে লাগানো হবে এই উদ্দেশ্যেই ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ আত্মীয়-বন্ধুদের এখানে টাকা জমা রাখতে প্ররোচিত করেছেন, নিজেও নোবেল প্রাইজের বৃহদংশ বিনিয়োগ করেছিলেন এই ব্যাঙ্কে—কিন্তু রথীন্দ্রনাথ-সুরেন্দ্রনাথ অলাভজনক ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে এর পতন ডেকে আনেন।

ইংলণ্ডে যাওয়ার আগে রথীন্দ্রনাথ আর-একটি অনাবশ্যক ব্যয়ের ব্যবস্থা করে যান। ৩০ বৈশাখ [13 May] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে অজিতকুমারকে লেখেন: 'রথী এখানে নেই। সে নৈনিতালের কাছে রামগড়

বলে একটা পাহাড়ে একটা ফলের বাগান দেখ্‌তে গেছে।'[২৭৩] ভগ্নীপতি নগেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। ১৭ জ্যৈষ্ঠ [30 May] ক্যাশবহিতে এই বাবদে ১০৩২৯ ল ৬ খরচ লেখা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ৩০ আশ্বিন [বুধ 16 Oct] লণ্ডনে রায়পুরের জমিদার লেঃ কর্নেল ডাঃ নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোটে বার্ষিক ছ'টাকা সুদে আট হাজার টাকায় একশো বিঘা জমি-সহ সুরুলের বাগান ও বাড়ি ক্রয় করেন। রথীন্দ্রনাথের কৃষি-বিষয়ক গবেষণার জন্য এটি কেনা হয় কিন্তু—ম্যালেরিয়ার উৎপাতে সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি। পরে সেখানে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়।

রথীন্দ্রনাথ লণ্ডনে ও আমেরিকায় গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু তা কোনো পরিণতি লাভ করেনি। গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রতিমা দেবীকে নিয়ে ইংলণ্ডের পল্লীভ্রমণ করছিলেন, তিনি তখন লণ্ডনে থেকে অধ্যাপক বেট্‌সনের ল্যাবরেটরিতে কাজ শুরু করেন। 18 Jul [২ শ্রাবণ] তিনি শ্রীমতী সেমূরকে লেখেন: 'I shall stay here to do some work with Prof. Betson, who is doing great researches in the breeding of plants and mendelisin.' কিন্তু ১০ ভাদ্র [26 Aug] রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবর্তিত পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন জগদানন্দকে: 'আমেরিকায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি [রথীন্দ্রনাথ] বায়োলজি অধ্যয়নে নিযুক্ত হবেন বলে সংকল্প করা যাচ্চে—তার পরে গ্রীষ্মাবকাশের সময় অধ্যাপক বেট্‌সনের কাছে এসে কাজ করে যেতে পারবেন।'[২৭৪] রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক 10 Oct [বৃহ ২৪ আশ্বিন] আমেরিকায় রওনা হন, কিন্তু হার্ভার্ডে না গিয়ে তিনি আরবানায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অন্তত এক বছর সেখানে থাকা হবে সংকল্প করে বাড়ি ভাড়া করা হয়। কিন্তু ১ অগ্র [16 Nov] রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দকে জানালেন: 'এদিককার পড়াশুনা সেরে রথীদের ফিরে যেতে যথেষ্ট দেরি হবার সম্ভাবনা আছে—হিসাব করে দেখা যাচ্চে তিন বছর হবার কথা—...এখানে জুন পর্য্যন্ত Botany এবং Zoology-টার গোড়াপত্তন করে নিয়ে তার পরে ও কেমব্রিজে গিয়ে অধ্যয়নে যোগ দেবে। সেখানে research-এর কাজে অন্তত দু-বৎসর লাগবার কথা। এই research-এর চর্চ্চায় পাকা হয়ে যেতে না পারলে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে কোনো কাজের মতো কাজ করতে পারবে না। আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে ও যদি বেশ রীতিমতোভাবে ল্যাবরেটরি খুলে রিসার্চে লেগে যেতে পারে তা হোলে আমাদের ছাত্রদের ভারি উপকার হবার কথা। তারা অনেকে এন্ট্রেন্স দিয়ে অন্যত্র না গিয়ে ওর সঙ্গেই কাজে লেগে যেতে পারবে।'[২৭৫] অনেক দূর পর্যন্ত ভেবে ফেলেছিলেন তিনি, কিন্তু ইংলণ্ড হয়ে দেশে ফেরার জন্য মন উৎসুক হয়ে উঠলে তিনিই রথীন্দ্রনাথকে লেখাপড়ার পাট গুটিয়ে ফেলার তাগিদ দিয়ে 28 Feb 1913 [১৬ ফাল্গুন] রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I have almost persuaded Rathi to wind up his affairs here and accompany me to England by the end of March or beginning of April.'[২৭৬]

ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় তাঁরা মোটামুটি মিতব্যয়ী জীবনযাপন করেছেন। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, প্রথমদিকে প্রতি মাসে তাঁদের ৫০০/৬০০ টাকা ও পরে ১০০০ টাকা করে পাঠানো হয়েছে, আমেরিকার খরচ সীমাবদ্ধ ছিল মাসিক ৬০০ টাকায়—সম্ভবত বিলাসবহুল তরণী Olympic-এর ব্যয়নির্বাহের জন্য চৈত্র মাসে দু'দফায় ১০০০ ও ১৪৯৯ টাকা পাঠানো হয়েছে।

বিদেশযাত্রার আগে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি ও জোড়াসাঁকো-বাড়ির তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে যান কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথের উপর। প্রথম দিকে প্রভূত আশা রেখেছেন তাঁর উপর; নানাবিধ উপদেশ দিয়ে 5 Jun

[২৩ জ্যৈষ্ঠ] লিখেছেন: 'মনে মনে আশা করে রইলুম ফিরে গিয়ে আমাদের দুই পরগণাতেই সকল বিষয়েই যথেষ্ট উন্নতি দেখতে পাব—এবং এও দেখব তুমি সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছ।'[২৭৭] কিন্তু বেশিদিন এই মনোভাব রক্ষা করা যায়নি। সম্ভবত ১ কার্তিক [17 Oct] তাঁকে লিখেছেন: 'তুমি কালিগ্রামের বিভাগীয় অধ্যক্ষদের উপরে কেদারকে কর্তৃপক্ষ দিয়েছ। এতে বিভাগীয় অধ্যক্ষ পদের ব্যবস্থাটা আঘাত পাবে এতে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কেদার ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী হওয়াতে নানা বিষয়ে তার সঙ্গে তোমার কাজের যোগ আছে—কিন্তু সে যেন কোনোমতেই তোমার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার না করে—এমন কি, লোকেও যেন সেরকম কল্পনা করতে না পারে।'[২৭৮] কিন্তু এই সাবধানবাণীতে যে কাজ হয়নি, তা সম্ভবত ফাল্গুনে লেখা একটি পত্রে পুনরায় বিষয়টি উত্থাপন করা থেকেই বোঝা যায়।[২৭৯] আদি ব্রাহ্মসমাজের ভারও নগেন্দ্রনাথের উপর ছিল। সেখানেও অনুরূপ সমস্যা দেখা দেওয়ায় ২৩ পৌষ [7 Jan] লেখেন: 'দ্বিজেন বসুকে তুমি সমাজের কাজে নিযুক্ত করেছ? কিন্তু আমি শুনেছি টাকাকড়ি সম্বন্ধে তাকে বিশ্বাস করা যায় না—সঞ্জীবনীকে সে নাকি বিস্তর ঠকিয়েছে।'[২৮০] কিন্তু 16 Feb [৪ ফাল্গুন] আবার প্রসঙ্গটি তাঁকে তুলতে হয়।

নগেন্দ্রনাথের ক্ষমতাপ্রিয়তা ও অহমিকা অন্যত্রও অসুবিধা সৃষ্টি করছিল। পূর্বোল্লিখিত ১ কার্তিকের পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন: 'তুমি অজিতকে যে চিঠি লিখেছিলে সে তার একটা নকল আমার কাছে পাঠিয়েছে। ...যে বিরোধটা জেগে উঠেছে সেটাকে তোমার জয় করতেই হবে।' অজিতকুমারকেও অনুরূপ কথা লিখেছেন একটি খণ্ডিত পত্রে: 'ইতিমধ্যে তোমার চিঠিতে নগেনের সঙ্গে তোমার সংঘর্ষের বৃত্তান্ত পড়ে আমার মন ব্যথিত হয়েছে। এই সব ব্যাপারে হঠাৎ মানুষের জীবনের সুর নামিয়ে দেয়। কিন্তু সেইটি হতে দিয়ো না—এর উপরে তোমাকে জয়ী হতে হবে।'[২৮১]

মাধুরীলতা স্বামী-সহ জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে বাস করছিলেন। সেখানে তিনি সন্তানসম্ভবা হন। খবরটি জানা যায় 17 Mar [৪ চৈত্র] সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা রথীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে: 'দিদির ছেলে হবে শুনে খুসী হয়েছি। বাবা সাদ দেবার জন্যে মেজমাকে টেলিগ্রাম করেছেন যে যদুর কাছ থেকে ৫০০৲ নিয়ে দিতে। তিনি সব বন্দোবস্ত করবেন জানিয়েছেন।'[২৮২] সন্তানটির নিশ্চয়ই অকালমৃত্যু ঘটেছিল।

এই চিঠি লেখার পূর্বেই মাধুরীলতা জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে এন্টালিতে ২৭।১ ডিহি শ্রীরামপুর রোডের ভাড়াবাড়িতে উঠে যান। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের *19 Feb [৭ ফাল্গুন]-এর পত্রটি [দ্র চিঠিপত্র ৪।৫-৯, পত্র ৪] ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে পৌঁছয় 16 Mar, ঠিকানা কেটে পত্রটি সেইদিনই এন্টালির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার তথ্যটি জানা যায় সংলগ্ন খামটি থেকে। তবে তিনি ১৪ ফাল্গুন [বুধ 26 Feb] জোড়াসাঁকোতেই ছিলেন; এইদিন অ্যাণ্ডরুজ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে দু'একদিনের মধ্যেই তাঁর সাক্ষাৎ পান। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে এই গৃহত্যাগের প্রকৃত কারণটি বিবৃত করা সম্ভব নয়, কিন্তু একটু আভাস পাওয়া যায় রথীন্দ্রনাথের উল্লিখিত পত্রের পরবর্তী অংশ থেকে: 'দিদি ও মীরার মধ্যে এখনও খুঁটিনাটি চলছে শুনে দুঃখ হয়। তুমি ওতে কান দিও না—আমরাও দূর থেকে কি করব জানি না। ওরা ত ছেলেমানুষ নয়, যদি না বোঝে ত উপায় নেই। ফিরে গিয়ে যা করতে পারি দেখব।' এই মনোভাবও মাধুরীলতার অভিমানের কারণ হতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডায়ারি থেকে জানা যায়, মাধুরীলতা স্বামী-সহ রাঁচিতে বেড়াতে গেছেন—কিন্তু পিতা বা ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনা সম্পর্কে প্রথমে কতটা অবহিত

ছিলেন জানা নেই, কিন্তু লণ্ডনে সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথের মুখে সমস্ত কথা শুনে 21 ও 22 May 1913 [৭-৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০] যথাক্রমে জামাতা ও কন্যাকে পত্র লিখে ক্ষমাপ্রার্থী হন। জামাতাকে লেখেন: 'কিছুদিন থেকে অনুভব করতে পারছি যে তোমরা কোন কারণে আমার উপর রাগ করেছ এবং এই ব্যাপারে মনের মধ্যে খুব কষ্টও বোধ করছি। এর ভিতরকার কারণটা কী তা আমি ভেবে স্থির করতে পারিনি, কেন না আমি ইচ্ছে করে তোমাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিনি। ...যদি তোমরা মনে করে থাক যে, তোমাদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহের অভাব আছে তাহলে তোমরা ভুল বুঝেছ—এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারিনে। আজ নয় কিন্তু এরকম ভুল বোঝা যে বেলার মনে দীর্ঘকাল স্থান পেয়েছে, তা আমি পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলুম। ...যাই হোক, সংসারে স্বভাবের গতিকে বা নানা কারণে আত্মীয়দের মধ্যে সংঘাত ঘটে থাকে—অপরাধের হাত ক'জনই বা এড়াতে পারে? আমার মধ্যে সে রকম ত্রুটি যদি তোমরা দেখে থাক, তাহলে সে কি তোমরা কোনো মতেই ক্ষমা করতে পারবে না?'[২৮৩] মাধুরীলতাকেও তিনি একই কথা লিখেছেন আরও আন্তরিকভাবে:

> ...যদি তোর মনে এই ধারণা হয়ে থাকে যে আমি তোদের ভালবাসিনে তাহলে তার চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছুই হতে পারে না এ কথা নিশ্চয় জানিস্। তোর এই ধারণায় আমি মনের মধ্যে অনেকদিন থেকে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে আমার স্বভাবগত সঙ্কোচবশত কিছু বলিনি। তোর স্বভাবেও হয় ত সেই সঙ্কোচ আছে তাই তুইও চুপ করে আছিস। কাজ কি এ নিয়ে বকাবকি নাই করা গেল একবার এসব কথা ভুলেই যা না। আমি কি কখনো তোদের কাছ থেকে কোনো বেদনা পাই নি? এবং সে কি আমি বারবার ক্ষমা করি নি? আর আজ আমি কি তোদের কাছ থেকে ক্ষমার দাবি করতে পারব না?...আমি কি তোদের কোনো মঙ্গল করিনি, মঙ্গল কামনা করিনি, স্নেহ করিনি—তার দাবি কি আজ একেবারে সমস্ত ডুবে গিয়েছে? আমি তোকে র্ভৎসনা করচি নে বেল—সকারণই হোক আর অকারণই হোক আমাদের সম্বন্ধে তোদের মনের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে ফেলে দে—তাতে আমাদের সকলেরই মঙ্গল হবে।[২৮৪]

*5 Jun [২২ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ মাধুরীলতাকে 'আরও একটি চিঠি' লেখেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের সম্পর্ক সহজ হয়নি।

১২ মাঘ [রবি 26 Jan] মীরা দেবী-নগেন্দ্রনাথের পুত্র নীতীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'আজ মীরার ছেলে নীতীন্দ্রের অন্নপ্রাশন হল—যোড়াসাঁকোয় মধ্যাহ্ন ভোজন হল'।

রোটেনস্টাইনের স্কেচ করার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচের কথা বললে তিনি উৎসাহিত হয়ে কিছু ছবি দেখতে চান। ৫ শ্রাবণ [21 Jul] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'বিলাত থেকে রথীর চিঠি পেলুম—আমার দুই একখানা ছবির খাতা চেয়েছে—Rubenstein নামক একজন চিত্রকর আমার sketch দেখ্‌তে চেয়েছে'; ৮ শ্রাবণ: 'আজ রথীর অনুরোধে আমার তিনখানা ছবির খাতা রথীর ঠিকানায় বিলাতে পাঠাইয়া দিলাম।' ছবিগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 14 Sep [২৯ ভাদ্র] রোটেনস্টাইন তাঁকে যে পত্র লেখেন, তা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। ৫ ফাল্গুন তিনি ডায়ারিতে লেখেন: 'বৈকালে যতিন বাগ্‌চী এসেছিলেন—তিনি Rothensteinএর ও রবির পত্র copy করে নিয়ে গেলেন ও প্রমথর ছবি ও আমার ফোটো নিয়ে গেলেন—মানসীতে ছাপবেন।' এগুলি বৈশাখ ১৩২০-সংখ্যা মানসী-তে 'রেখাচিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' [পৃ ২১৬-১৬] প্রবন্ধে ছাপা হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরপরিবারে অন্যেরাও এই জাতীয় লেখার প্রতি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথই আগ্রহ করে বড়োদিদি সৌদামিনী দেবীকে দিয়ে 'পিতৃস্মৃতি' লেখান ও সম্পূর্ণ লেখাটি স্বহস্তে আবার লিখে প্রবাসী-তে প্রেরণ করেন [ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯]। এর আগেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি' [প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮]। সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার

বাল্যকথা' ভারতী-তে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে 'আমার বোম্বাই প্রবাস' দিয়ে শেষ হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩২১-সংখ্যায়। বিপিনবিহারী, গুপ্ত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নাম দিয়ে প্রশ্নোত্তরে অনুলিখনের মাধ্যমে একধরনের স্মৃতিকথা লেখার সূচনা করেছিলেন, কবি এবং ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় [১২৯৮-১৩৬৬] একই রীতিতে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' লিখে ভারতী-র বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩২১-সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এর সূচনা হয়েছিল বর্তমান বৎসরে; ১২ ভাদ্র [28 Aug] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন: 'বসন্ত চাটুয্যে (clerk) এসেছিলেন আমার জীবনের কতকগুলা ঘটনা টুকে নিলেন'; ১৬ আষাঢ় ১৩২০ [30 Jun 1913] লিখেছেন: 'বসন্ত চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন—তাঁকে থাকিবার জন্য একটা ঘর দেওয়া গিয়াছে'—পরের দিনে লেখা: 'বসন্ত চাটুয্যে আমার জীবনের ঘটনা টুকিয়া লইতেছেন'।

রাঁচিতে থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু মানসিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ২২ বৈশাখ [রবি 5 May] তিনি ডায়ারিতে লেখেন: 'আমার জন্মদিন ৬৩ বৎসরে পদার্পণ করলুম আজ ২৫।২৬ জন নিমন্ত্রিত এসেছিল—"বাল্মীকিপ্রতিভা" গেয়ে শুনিয়ে দিলুম'—বসন্তকুমারের গ্রন্থে অনুষ্ঠানটির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। প্রথম আলাপেই তিনি বসন্তকুমারকে প্রশ্ন করেন: "আমাকে আপনারা রবি ভাবেন নি ত?", এর কিছুদিন পরেই ৯ শ্রাবণ [25 Jul] ডায়ারিতে লেখেন: 'তিন চার দিন থেকে দাড়ি গোঁপ আর কামাই নে'—২৪ শ্রাবণ ১৩১৫ [8 Aug 1908] তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, 'রবি এখন লম্বা দাড়ী রেখেছেন'। তাঁর ও সত্যেন্দ্রনাথের শেষ বয়সের ছবিতে আমরা দীর্ঘ শ্মশ্রু দেখতে পাই।

জাপানী শিল্পশাস্ত্রী কাউন্ট ওকাকুরা কাকুজো 1901-02-তে ভারতে এসেছিলেন, সেই সময়ে ঠাকুর-পরিবার ও বিশেষত সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তার অন্তরালে। বর্তমান বৎসরের মাঝামাঝি তিনি দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন; অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'তখন তিনি কঠিন রোগে ভুগছেন, ভাঙা শরীর; তাই নিয়েই এসেছেন বিদেশে বিভুঁয়ে ভারতের শিল্পকীর্তি দেখতে'[২৮৫]—অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পুরী-কোনারকের মন্দির দেখার ব্যবস্থা করে দেন। রাঁচিতেও গিয়েছিলেন তিনি। ১২ আশ্বিন [28 Sep] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'সুরেন ও ওকাকুরা এসেছে। ...রাত্রে ওকাকুরাদের সঙ্গে dinner খেলুম', ১৪ আশ্বিন লেখেন: 'আজ সুরেন ও ওকাকুরা কলিকাতায় চলে গেলেন।' 12 Oct [২৬ আশ্বিন] প্রিয়ম্বদা দেবীকে ওকাকুরা বোম্বাই থেকে লেখেন: 'I sail today for Europe'. Feb 1913-এ বস্টনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। 18 Mar [৫ চৈত্র] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I am leaving Boston tomorrow and go straight through Seattle and Japan.' 2 Sep 1913 [১৭ ভাদ্র ১৩২০] জাপানে তাঁর মৃত্যু হয়।

জীবনবীমা সমবায় সম্পর্কিত কিছু সমস্যা আলোচনার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়। ৪ চৈত্র [সোম 17 Mar] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'সুরেন কাল বিলেত যাচ্চে।'

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন আশ্বিন ১২৯১ [Sep 1884]-এ। তখন থেকে একক বা যুগ্মভাবে তিনি এই দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। বর্তমান বৎসরে দীর্ঘকালের জন্য বিদেশযাত্রা উপলক্ষে তিনি এই পদ ত্যাগ করলে তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথকে নিয়োগ করা হয়। 'সম্পাদক পরিবর্ত্তন' শিরোনামায় আষাঢ়-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী [পৃ ৭৬]-তে লিখিত হয়: 'আদিব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টিগণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে গত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।' সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আগে থেকেই সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদকের পদ রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করেননি। তাঁর বকলমে প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটি সম্পাদনা করছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। এর জন্য তাঁকে সমাজের তহবিল থেকে ১৫ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি তার পূর্বতন চরিত্র হারিয়ে প্রায় সাহিত্য-পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। এর ফলে পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা যে বেড়েছিল, তার প্রমাণ ১৩ জ্যৈষ্ঠ বোম্বাই থেকে নগেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র: 'গত বছরের তত্ত্ববোধিনী...আরও একখানা বাঁধিয়ে নিয়ো—কারণ ও আর পাওয়া যাবেনা। বৈশাখের তত্ত্ববোধিনী ফুরিয়ে গিয়েছে'।[২৮৬]

নগেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়ে একটু অতিরিক্ত উৎসাহে কাজ শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথও নিয়মিত তাঁকে পত্র লিখে আনুষ্ঠানিক ও তত্ত্বগত বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। 17 Jun [৩ আষাঢ়] তাঁকে লেখেন: 'চেষ্টা কোরো যাতে ওর ছাপাখানার উন্নতি হয়।' ২৫ ভাদ্র [10 Sep] এই বিষয়েই লিখেছেন: 'ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানাকে বেশ বড় করে তুল্‌তে পারলে যে লাভজনক হতে পারবে আমার তাতে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় ছাপাখানার সঙ্গে Type foundry এবং book binding যদি যুক্ত করতে পার তাহলে ভাল হয়। আমাদের দেশে ছাপার অক্ষরের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে লেশমাত্র চেষ্টা দেখি নে।'[২৮৭] এই ছাপাখানার দায়িত্ব দিয়েই তিনি জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে কলকাতায় প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাজকর্মে সন্তুষ্ট না হয়ে এই পত্রেই তাঁকে বিদায় দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরিবর্তে নগেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়োগ করলে রবীন্দ্রনাথ অসন্তোষ ব্যক্ত করেন।

আদি সমাজকে উদার অসাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষায় কয়েক বছর ধরেই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। নগেন্দ্রনাথকেও সেই পথে চালনা করার উদ্দেশ্যে পূর্বোল্লিখিত পত্রে লেখেন: 'মাঝে যখন আমাদের সমাজ নির্জ্জীব হয়ে পড়েছিল তখন অনেকগুলো সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ওকে বেষ্টন করে ধরেছিল—সেটা নিঃসন্দেহই রামমোহন রায়ের ভাবের বিরুদ্ধ। আমি তার থেকে সমাজকে অনেকটা মুক্ত করেছি—যাতে এই সমাজের বেদীতে সকল সমাজেরই সকল জাতিরই উপাসক ব্রহ্মোপাসনা করতে পারেন আমি তার ব্যবস্থা করে দিয়েছি এখন তুমি সেইটেকে আরো সঞ্জীবিত এবং বিকশিত করে তুলতে পারলেই আমার মনের অভিপ্রায় পূর্ণ হয়।' এইজন্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'আদি সমাজে বেদীর কাজ করচেন' জেনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

1839-এ দেবেন্দ্রনাথ যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, 1859-এ তার বিলোপ সাধন করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র ভার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপর অর্পিত হয়। উক্ত সভা ছিল প্রকৃতই অসাম্প্রদায়িক, বিদ্যাসাগরের মতো অব্রাহ্মও তার সভ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নগেন্দ্রনাথ সভাটির পুনরুজ্জীবিত করে তত্ত্ববোধিনী-র অগ্র-সংখ্যায় 'প্রস্তাবিত নিয়মাবলী' [পৃ ২০৪-০৬] প্রকাশ করে অস্থায়ী কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন: সম্পাদক—সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক—নগেন্দ্রনাথ ও

কোষাধ্যক্ষ—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তার আগেই ১২ আশ্বিন [শনি 28 Sep] সকালে এক সভায় এই বিষয়ে আলোচনা হয়। সভার 'উদ্দেশ্য'টি উদ্ধৃত করি:

একমাত্র অদ্বিতীয়, নিত্য, নিরবয়ব, অনন্ত, বিশ্বনিয়ন্তার উপাসনা ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করা, ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে অনুসন্ধান করা, কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি বাক্যে ও ব্যবহারে কোনো প্রকার অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়া তাহাদের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচার করা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়াবলম্বী একেশ্বরবাদিগণের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন স্থাপন করা এবং যে সকল অনুষ্ঠান ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য তাহা সম্পাদন করা এই তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য।

এই সংবাদে সন্তুষ্ট হয়ে 'নিয়মাবলীর ভাষা সংশোধন' করে আরবানা থেকে একটি তারিখহীন পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ অত্যন্ত উগ্রভাবে হিন্দুসমাজ থেকে আপনাকে পৃথক করে ফেলে বিশেষ অনিষ্ট করেছে। ব্রাহ্ম হতে গেলে নিজের চিরন্তন জাতিকে অস্বীকার করতে হবে এমনতর বৃহৎ আত্মহত্যা কখনই কল্যাণকর হতে পারে না। আমাদের সমাজ এর বিপরীত পথে গিয়ে আর একটা অনর্থ পৌঁচেছিল—আপনাকে হিন্দু বল্‌তে গিয়ে আমরা হিন্দুসমাজের সমস্ত ব্যাধিকেও স্বীকার করে নিচ্ছিলুম। কিন্তু আসল সত্য এই যে আমরা হিন্দু সেইজন্যই আমরা হিন্দুসমাজের সমস্ত বিকৃতি দূর করবার জন্যে বিশেষভাবে দায়ী যা কিছু ভালো তাই হিন্দু, যা কিছু উন্নতিজনক তাই হিন্দু সেটা আমাদের জীবনের দ্বারা প্রমাণ করতে হবে—অন্য সমাজের যাঁরা গোঁড়া এই জায়গায় তাঁরা নিজের দেশকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করে বস্তুত ব্রাহ্মসমাজেরই একটা প্রধান ভিত্তিতে ছিদ্র করে দিয়েছে। ...একথা মনে রেখো, আদিব্রাহ্মসমাজ বর্ণভেদের বিরোধী, প্রতিমাপূজার বিরোধী, সমস্ত সামাজিক কদাচারের বিরোধী—...আদিব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের মাঝখানে থেকে হিন্দুসমাজের সমস্ত দুর্গতির বিরোধী। খৃষ্টান মিসনরির মত আদিব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজকে অবজ্ঞার সঙ্গে উদ্ধার করতে চায় না—পরমাত্মীয়ের মত তার রোগশয্যায় বসে তার সেবা করতে চায়। ...আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমি যে পথে দাঁড় করাতে চাই সে এই পথ—এই উদ্দেশ্য মনে রেখেই আমি আমাদের সমাজের গোঁড়া সভ্যদের ত্যাগ করেছি কারণ তাঁরা হিন্দুসমাজের দোষকে গ্রহণ করে হিন্দুসমাজ ও সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজকে দুর্ব্বল করছিলেন। তেমনি আবার অন্য সমাজের যাঁরা গোঁড়া তাঁরা সাম্প্রদায়িক ঔদ্ধত্যবশত হিন্দুসমাজকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে স্বজাতীয় সমাজের সুতরাং নিজের সম্প্রদায়ের মঙ্গলকে আঘাত করচেন—এও কোনো মতে চল্‌বে না—এইজন্যেই আদিব্রাহ্মসমাজকে আমরা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র দিতে চাই এ কথা ভুলো না।[২৮৮]

কিন্তু এত আয়োজন করে আরম্ভ হলেও 'মাঘোৎসব উপলক্ষে তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে সিটি কলেজ গৃহে পঠিত' অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'ধর্ম ও স্বাজাত্য' [দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৫২-৬৪] প্রবন্ধ পাঠ ছাড়া সভার কার্যাবলির কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। 'নিয়মাবলী'তে সভার কার্যস্থল আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্দিষ্ট হলেও নগেন্দ্রনাথ এটিকে কলেজ স্ট্রীটের একটি ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত করেন। ৩ ফাল্গুন [শনি 15 Feb] রবীন্দ্রনাথের লালবাড়িতে অনুষ্ঠিত অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে এই বিষয়ে আপত্তি দেখা দিলে 'নগেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে ধার্য্য হইল যে কলেজষ্ট ীটে তত্ত্ববোধিনী সভা থাকিলে ভাল হয়। নগেন্দ্র বাবু বাহির হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উহা রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।'[২৮৯]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চৌধুরী, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধানত আদি ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক অনটন নিয়ে আলোচনা হয়। এক হাজার টাকা দেনার পরিপ্রেক্ষিতে গায়ক ও বাদকের বেতন কমিয়ে দিয়ে আশি হাজার টাকার বিনিময়ে সমাজের 'বাটী বিক্রয়ের কর্ত্তব্যতা'ও আলোচিত হয়। এই সভায় প্রস্তাবানুসারে ট্রাস্টী দ্বিজেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ ঘোষাল ও দ্বিপেন্দ্রনাথ ৬ চৈত্র পরবর্তী বৎসরের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন:—সভাপতি: আশুতোষ চৌধুরী; সম্পাদক: ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ; আচার্য: দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ; রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, মোহিনীমোহন ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়; হিসাবপরীক্ষক: সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়; কার্যাধ্যক্ষ: দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু; সহ কার্যাধ্যক্ষ: ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ধনাধ্যক্ষ: যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গত কয়েক বছর ধরে আদি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব রবীন্দ্র-সর্বস্ব হয়ে উঠছিল। এই বৎসর তাঁর অনুপস্থিতিতে ১১ মাঘ [শনি 25 Jan] ত্র্যশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতে সমাজমন্দিরে দেবেন্দ্রনাথ-রচিত 'দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান' গাওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেদিগ্রহণ করেন। ব্রহ্মোপাসনান্তে সুধীন্দ্রনাথ 'সহজ সত্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাত্রে মহর্ষিভবনে সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বেদিগ্রহণ করলে 'য আত্মদা বলদা যস্য' বেদগানটি গীত হয় ও সত্যেন্দ্রনাথ মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধনের পর সত্যেন্দ্রনাথের ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। যথারীতি অনেকগুলি ব্রহ্মসংগীত গীত হলেও তত্ত্ববোধিনী-তে কেবল রবীন্দ্রনাথের 'কে গো অন্তরতর সে' [দ্র গীতিমাল্য ১১।১৫২; গীত ১।২০৭] গানটি মুদ্রিত হয়েছে [ফাল্গুন।২৭৫]।

২৭ মাঘ [রবি 9 Feb] শ্রীহট্টের উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী আদিব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে দীক্ষা নেন; সত্যেন্দ্রনাথ আচার্যের কার্য করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটিতেই [রবি 14 Apr] একটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে, যার সংবাদে সমস্ত বিশ্ব চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন পর্যন্ত নির্মিত সর্ববৃহৎ প্রমোতরণী টাইটানিক [Titanic] দু'হাজারের উপর যাত্রী নিয়ে 10 Apr [বুধ ২৮ চৈত্র ১৩১৮] ইংলণ্ড থেকে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করে। জাহাজটির 17 Apr [বুধ ৪ বৈশাখ] নিউ ইয়র্কে পৌঁছনোর কথা ছিল, কিন্তু 13 Apr রাত্রে ভাসমান হিমশৈলে ধাক্কা খেয়ে 14 Apr রাত্রি ২-২০ মিনিটে [বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে ৩১ চৈত্র] আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যায়। *Review of Reviews* পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত মানবহিতৈষী উইলিয়ম স্টেড-সহ বহু কোটিপতি এই জাহাজের যাত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে লাইফবোটে কেবল নারী ও শিশুদের তুলে দেন। এই মহত্ত্বের দৃষ্টান্তে অভিভূত রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'এই প্রকাণ্ড অপমৃত্যুর অভিঘাতে য়ুরোপের বাহিরের আবরণ সরিয়া যাওয়াতে আমরা এক মুহূর্তে তাহার অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্য মূর্তি দেখিতে পাইয়াছি।'[২৯০]

বৎসরের শেষদিকে অনুরূপ আর একটি মহত্ত্বের পরিচয় পেয়েও তিনি মুগ্ধ হন। রোটেনস্টাইন 15 Dec [৩০ অগ্র]-এর পত্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধু চ্যাপম্যান-সম্পর্কিত একটি কর্তিকা পাঠিয়ে দিলে[২৯১] রবীন্দ্রনাথ সেটি ২০ পৌষ [4 Jan] অজিতকুমারকে পাঠিয়ে লেখেন:

> এখানে একটা শহরে [Coatesville, Pennsylvania] একজন কাফ্রিকে সেখানকার লোকে Lynch করে স্টেজের উপর পুড়িয়ে মেরেছিল, শুনেছি স্ত্রীলোক পর্যন্ত তার দর্শকের মধ্যে ছিল। Chapman তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েছিলেন। ঠিক জানিনে এটা একটুখানি বেশি রকম নাটকের মত হয়েছিল কি না—হঠাৎ পোড়ানোটাই যেমন নাটকের বেশে ঘটেছিল তার জবাবটাও ঠিক তেমনি নাটকের বেশ ধরেছিল কি না। কিন্তু সেটা মানুষের উপরে এবং তার অন্তরের ভাবের উপর নির্ভর করে। যাই হোক স্বদেশের পাপের জন্যে স্বদেশবাসী প্রত্যেকের প্রায়শ্চিত্ত দরকার—দণ্ড তো প্রত্যেকেই পাচ্ছি কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত তো করি নি। আমাদের নিম্নশ্রেণীর প্রতি আমাদের যুগসঞ্চিত পাপ জমে আছে এবং যুগে যুগে তার দণ্ড চলবে কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ত—ভিতরের দিকে বেদনাকে না জাগালে বাইরের দিকে থেকে শাসন নিতান্ত অপমানের মত এসে পড়ে। এই কাগজটা পড়ে যদি পত্রিকায় কিছু লেখবার তাগিদ অনুভব কর ত লিখো।[২৯২]

অজিতকুমার তাগিদ অনুভব করেছিলেন, তাঁর লেখা 'আমেরিকায় নিগ্রোহত্যা ও আমেরিকানের প্রায়শ্চিত্ত' চৈত্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী [পৃ ২৮৬-৮৮)-তে মুদ্রিত হয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ যখন 23 Dec [সোম ৮ পৌষ] দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমানিক্ষেপের ঘটনা পড়লেন, তারই প্রতিক্রিয়ায় ১০ পৌষ [25 Dec] জগদানন্দকে লেখেন:

> কাল হঠাৎ সকালে খবরের কাগজে পড়া গেল দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর কে একজন বোমা ছুঁড়ে মেরেছে। পড়ে আমার মনটা অত্যন্ত পীড়িত হচ্চে। আমরা মনে করি পাপকে আমাদের কাজে লাগাব, কাজ ত গোল্লায় যায় তারপরে সেই। পাপটাকে সামলায় কে? এ যে চালুনিতে করে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা। পৃথিবীতে যারা সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করাটাকে বিলম্বজনক ও কষ্টসাধ্য মনে করে তারাই সিঁধ কেটে বড় মানুষ হতে চায়। আমাদের হতভাগ্য দেশে আমরা যথার্থ ত্যাগস্বীকার করে দেশের কাজ করতে কষ্ট বোধ করি বলেই আমাদের ওখানেই একদল বীর পুরুষ বোমা ছুঁড়ে দেশ উদ্ধার করতে চায়। এই বোমা কোন্‌খানে গিয়ে পড়ে বল দেখি? একেবারে স্বদেশলক্ষ্মীর মঙ্গলঘটের উপরে। আমাদের দেশে দুর্গতি ত নানা আকারেই বিরাজ করচে, তার উপরে আবার এই শয়তানটাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিলে কে? একে ত সহজে বিদায় করতে পারবে না। এখন থেকে ক্ষণে ক্ষণে অকস্মাৎ কোন্ অন্ধকার থেকে এ হঠাৎ আমাদের উপর এসে পড়ে আমাদের ভাঙ্গা কপালকে আরো ভাঙ্গবে।[২৯৩]

কয়েকদিন পরে 30 Dec [১৫ পৌষ] রোটেনস্টাইনকে প্রায় একই কথা লেখেন: 'The news of the outrage at Delhi has come to us with a great shock. The man who is too lazy for earning honest livelihood takes to burglery and only those who disinclined to serve their country with useful works and patient heroism try these violent and cowardly methods and bring down fearful nemesis upon their countrymen.'[২৯৪] লর্ড হার্ডিঞ্জের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে ক্ষতিকর সার্কুলারটি প্রত্যাহৃত হয়, সেই কারণে তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞ থাকার কথা এবং তা তিনি প্রকাশও করেছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা-র লণ্ডন-সংবাদদাতা 22 May 1913 লিখেছেন: 'Rabindra Nath Tagore...said the other day in an interview which is ably given in the "Christian Commonwealth", that the Viceroy "very much liked by all and is very popular."...By the way, Mr. Tagore, in the "Christian Commonwealth" article...tells of the private circular issued against his school and of its withdrawal by Lord Carmichael when representations had been made to the newly-arrived Viceroy.'[২৯৫] May 1911-এ শোকাতুর হার্ডিঞ্জ-দম্পতি সিমলার ক্রাইস্ট চার্চে আচার্য অ্যাণ্ডরুজের বাক্য ও ব্যক্তিত্বে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, তার ফলে তাঁদের সম্পর্ক বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল, বোমায় আহত লর্ড হার্ডিঞ্জের সেবায় অ্যাণ্ডরুজ সাহায্য করেছিলেন।[২৯৬] এই সম্পর্কের ফলে 26 May 1913 [১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০] সিমলার ভাইসরয় লজে হার্ডিঞ্জ অ্যাণ্ডরুজকে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এর মাসকয়েক পরে অ্যাণ্ডরুজ 28 Jul শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথকে একটি 'Private' পত্রে লেখেন: 'Just one word as to what the Viceroy asked me about an expression from you with regard to bomb-throwing & assassination. Do not do this now away from India.'[২৯৭] লক্ষণীয়, এর অনেক আগেই সাংবাদিকের কাছে রবীন্দ্রনাথ হার্ডিঞ্জ-সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন।

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলই সংকটে পড়েছিল। কার্জন ও মিণ্টো অনুসৃত দমননীতির তীব্রতা লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে অনেক লঘু হয়ে আসে। 1909-এর মর্লি-মিণ্টো সংস্কার বা Indian Councils Act কিছু বিরোধিতা সত্ত্বেও নরমপন্থী কংগ্রেস নেতারা মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন—

বঙ্গভঙ্গ রদ, দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর ও হার্ডিঞ্জের মনোভাব তাঁদের রাজভক্ত প্রজাতে পরিণত করেছিল। আর মিন্টোর দমননীতি অরবিন্দ-নিবেদিতার তাত্ত্বিক বিপ্লববাদর্শের অনুসারীদের অধিকাংশকেই জেলে বা দ্বীপান্তরে প্রেরণ করায় বিপ্লবান্দোলনও দিশেহারা হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় লক্ষ্য অর্জিত হল বলে সোনারঙ কেন্দ্রের মাখনলাল সেনের মতো কিছু বিপ্লবী খুন-ডাকাতির রাজনীতি পরিত্যাগ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে রামকৃষ্ণ মিশনের পথ অনুসরণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু একে পলায়নী মনোবৃত্তি আখ্যা দিয়ে দলের কট্টর অংশ নরেন্দ্রমোহন সেনের নেতৃত্বে আগের পথে চলার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ক্রমে চন্দননগরের মতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু প্রভৃতির সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের যোগ স্থাপিত হয় এবং বিপ্লবান্দোলন উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এরই পরিণতি 23 Dec 1912 নূতন রাজধানী দিল্লিতে শোভাযাত্রা করে প্রবেশের সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমানিক্ষেপ। একটি সুসজ্জিত হাতির পিঠে চড়ে লর্ড ও লেডি হার্ডিঞ্জ যখন কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন, তখন ভিড়ের মধ্য থেকে হাতির উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়—হাওদার পিছনে বসা ছত্রধারী মৃত ও লর্ড হার্ডিঞ্জ গুরুতরভাবে আহত হন, লেডি হার্ডিঞ্জ অক্ষত ছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর লর্ড হার্ডিঞ্জ সুস্থ হন। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও আততায়ীকে ধরা সম্ভব হয়নি, আজও নিশ্চিতভাবে বলা যায়নি কে কিভাবে বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলেন। সাধারণ মত এই যে, রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায় বসন্তকুমার বিশ্বাস বোমাটি ছোঁড়েন। 1914-এর দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় অন্য তিনজনের সঙ্গে বসন্তকুমারের ফাঁসি হয় [1 Mar 1915], রাসবিহারী সেনাদের বিদ্রোহী করে ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে ছদ্মনামে জাপানে পলায়ন করেন। ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই দ্বিতীয় দলের বিপ্লবীরা প্রথম দলের অপেক্ষা অনেক উন্নত পরিকল্পনা ও কার্যকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনাই তার প্রমাণ।

হার্ডিঞ্জ কিন্তু প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পূর্ববর্তী উদার নীতিই অনুসরণ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে 1914-এ প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত জাতীয় শিক্ষান্দোলনের একজন অন্যতম নেতা ছিলেন। কিন্তু শুরুতেই মতভেদ হওয়ায় তিনি জাতীয় শিক্ষাপরিষদ ত্যাগ করে আপার সার্কুলার রোডে Bengal Technical Institute প্রতিষ্ঠা করেন। 1910-এ দুটি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে Bengal National College and Technical Institute নাম গ্রহণ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্মে তারকনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অপরদিকে ড আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় ও সুযোগ্য পরিচালনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী প্রভাবাধীন হয়েও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি আদর্শকে কার্যে পরিণত করছিল। এতে আকৃষ্ট হয়ে তারকনাথ 15 Jun 1912 [১ আষাঢ়] ও 4 Oct 1912 [২২ আশ্বিন] তারিখে দুটি ট্রাস্ট ডীড স্বাক্ষর করে প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা নগদে ও সম্পত্তিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'the promotion and diffusion of scientific and technical education and the cultivation and advancement of science, pure and applied, among his countrymen by and through indigenous agency.' এই অভূতপূর্ব দানের সম্মান রক্ষার্থে 1 Jan 1913 তাঁকে 'নাইট' বা 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 3 Jan [১৯ পৌষ] ডায়ারিতে লেখেন: 'তারকবাবু Knight ও D.C. হয়েছেন'। তাঁরই দেওয়া জমির উপর ৯২ আপার সার্কুলার

রোডে University College of Science and Technologyর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় 27 Mar 1914 [১৩ চৈত্র ১৩২০] তারিখে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক মন্দিরে নববর্ষের উপাসনার পর ১০ বৈশাখ [মঙ্গল 23 Apr] ছাত্র ও শিক্ষকেরা 'রাজা ও রানী' অভিনয় করেন। গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয় ১৩ বৈশাখ [শুক্র 26 Apr], ছুটি ছিল ২৯ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 11 Jun] পর্যন্ত।

গ্রীষ্মাবকাশের পর শিক্ষকদের মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন হবে বলে রবীন্দ্রনাথ চিন্তিত ছিলেন। ৩০ বৈশাখ [সোম 13 May] তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'আপাতত দেখা যাচ্চে ছুটির পরে অরুণ তোমাদের বিদ্যালয়ে যোগ দেবে;—অনঙ্গবাবুকে নিযুক্ত করা কি স্থির করেছ? তেজেশ [চন্দ্র সেন] চলে যাবে, অতএব শিশুবিভাগের জন্য ত লোক চাই। বঙ্কিম যাব যাব করচেন অথচ যাবেন কি না তার ঠিকানা নেই—এরকম অবস্থায় বড় অসুবিধা ঘটে। একটি ব্যবস্থা তোমাদের করতেই হবে, চুনী[লাল মুখোপাধ্যায়] অধ্যাপনা সম্বন্ধে যেমনই হোন্ কিন্তু আশ্রম সম্বন্ধে ওঁর ঔদাসীন্য এত বেশি যে, আমি কোনোমতেই ওঁকে বিদ্যালয়ের যোগ্য বলে মনে করিনে। উনি নিতান্তই দেনাপাওনা চুকিয়ে চলেন—আপনাকে দেবাব ভাব ওঁর অতি সামান্য পরিমাণেও নেই। ···যদি নেপালবাবু ও শচীনবাবুর হাতে এন্ট্রেন্স প্রেপারেটরি প্রভৃতি উপরের দিকে ক্লাসগুলো দাও এবং নীচের ক্লাসের অধ্যাপনার জন্য অরুণকে তোমার সহকারী তৈরি করে নাও তাহলে খুব ভাল চল্‌বে। ...যদি যতীন ছুটির পরে আসেন তাহলে তাঁকে নিয়ে তোমাদের দল বেশ সম্পূর্ণ হতে পারবে। ...কালীমোহন তেজেশ হীরালাল বঙ্কিমের অভাবে ছাত্রপরিচালনার কাজে বিশেষ ব্যাঘাত ঘট্‌বে—এখন থেকে তার পূরণের জন্যে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। জীবনকে তোমাদের বিদ্যালয়ে টানবার প্রস্তাব হচ্ছিল। সে কি আস্‌তে পারবে?'[২৯৮] এই চিঠি থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকসমস্যার একটি চিত্র পাওয়া যায়। চুনীলাল সম্বন্ধে তিনি অবশ্য কয়েকদিনের মধ্যেই মত পরিবর্তন করেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তিনি ৪০ টাকা বেতন ও সস্ত্রীক বিদ্যালয়ে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু যতীন্দ্রনাথ আসেননি, অরুণচন্দ্র সেনও ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেননি। অবশ্য অনঙ্গমোহন রায় ও সাময়িক অনুপস্থিতির পরে জীবনময় রায় শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। কার্যবিবরণী [১৩১৮-১৯] থেকে জানা যায়, কিশোরীমোহন জোয়াদ্দার ও রমণীরঞ্জন রায় কাজে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও একটি গণিত-অধ্যাপকের পদ তখনও শূন্য আছে। দিনেন্দ্রনাথ অসুস্থতা উপলক্ষে সাময়িকভাবে বিদ্যালয় ছেড়ে যান। অক্ষয়চন্দ্র রায় হাসপাতালে পীড়িতদের সেবায় দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন, চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করেন। ডাক্তার হরিচরণের মৃত্যুতে 'আশ্রমবৈদ্য' হন রমণীকান্ত ভট্টাচার্য, তাঁর সহকারী ছিলেন অন্নদাচরণ বর্ধন।

কালীমোহন ঘোষ উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড রওনা হয়ে 9 Jul কলম্বোতে ও 4 Aug লণ্ডনে পৌঁছন।[২৯৯] তিনি কোনো এক সূত্র থেকে আর্থিক সাহায্য পাবার আশ্বাস পেয়েছিলেন। তারই উপর নির্ভর করে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ডেক-প্যাসেঞ্জার হয়ে লণ্ডনে গিয়ে মাসিক ৪৫ টাকার বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

মিশুক প্রকৃতির কালীমোহন অল্প দিনের মধ্যেই অনেকের সঙ্গে সৌহার্দ গড়ে তোলেন। রোটেনস্টাইন তাঁকে মডেল করে ছবি আঁকতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ৩০ আশ্বিন [16 Oct] হেমলতা দেবীকে লেখেন: 'সে এখানে খুব সস্তা বন্দোবস্ত করতে পেরেছে। অবশ্য রোটেনস্টাইন দু বছর ধরে ক্রমাগতই তার ছবি আঁকবে এটা আমরা আশা করতে পারিনে। অতএব কোনো না কোনো সময়ে তাকে কিছু টানাটানিতে পড়তেই হবে। কিন্তু যদি সত্যই প্রশান্ত তাকে প্রতিশ্রুত টাকাটা পাঠিয়ে দেয় তাহলে ওর ওতেই চলবে। ...কালীমোহনের মধ্যে ভাল জিনিষকে পাবার একটা অসীম ক্ষুধা আছে—এজন্য ওর সমস্ত মনের উদ্যম সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়ে আছে। ...এই জন্যে বলচি কালীমোহনকে তোমরা যে পরিমাণে সাহায্য করচ ও তাকে বহুতর পরিমাণে সফল করে তবে ফিরবে।'[৩০০] বিদ্যালয় থেকে তাঁকে মাসে কুড়ি টাকা সাহায্য করা হচ্ছিল, কিন্তু প্রতিশ্রুত টাকা তাঁকে পাঠানো হয়নি জেনে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ ১৭ অগ্র [2 Dec] হেমলতাকে লেখেন: 'কাল তার চিঠি পেয়ে জানলুম পুনর্ব্বার সে প্রবঞ্চিত হয়েছে। পাঁচশো টাকা তাকে পাঠানো হয়েছে গুজব উঠেছে—কিন্তু এরকম গুজব পূর্ব্বেও উঠেছিল এবং সে গুজব আজ পর্য্যন্ত সফল হয় নি। কেন যে তার সম্বন্ধে এরকম নিষ্ঠুরতা করা হচ্চে আমি ত বুঝতে পারচিনে।'[৩০০] এই কারণেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের যে কোর্স তিনি নিয়েছিলেন, তা অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে দেশে ফিরতে হয়। কিন্তু তাঁর 'মনের উদ্যম' তাঁকে কী ধরনের কাজে প্রবৃত্ত রেখেছিল তার কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় 40, Westmoreland Road, Baywater, London W. থেকে 25 Oct-এ লেখা পত্রে: 'এখানকার শিশুশিক্ষাপ্রণালী দেখিবার জন্য আমি প্রতি সপ্তাহে দুই দিন শিশু বিদ্যালয়ে যাই। একটী বৃদ্ধা জার্ম্মেন মহিলা কীণ্ডারগার্ডেন প্রণালীতে শিক্ষা দেন—সেখানে আমি তাদের শিক্ষাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করি।'[৩০১]

নারায়ণ কাশীনাথ দেবলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের উপরেই পড়েছিল। তাঁর আমেরিকায় যাওয়ার কথা হয়েছিল, তার পুরো খরচ রবীন্দ্রনাথের ক্যাশ থেকে দেওয়া হয় ২৮ আষাঢ় [12 Jul]: 'দেবলবাবুর বিলাত পর্য্যন্ত গমনের জাহাজ ভাড়া ৩৪০/লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক গমনের ১৮০্ নিউইয়র্ক হইতে চিকাগো রেলভাড়া ৬০্ হাতখরচ ১০০্/৬৮০্/বোলপুর হইতে কলিকাতা আসা...১৯ ।।ল ৬/... উহার আগষ্ট সেপ্টেম্বর ২ মাসের খরচ অগ্রিম ৭৫্ হিঃ ১৫০্ ৮৪৯ ।।ল৬'। পরেও তাঁকে প্রতি মাসে ৭৫ টাকা পাঠানো হয়েছে। প্রাক্তন ছাত্র চণ্ডীচরণ সিংহ নিজের খরচে তাঁর সহযাত্রী হন। কালীমোহনের পত্র থেকে জানা যায়: 'দেবলরা ২০শে আগষ্ট আসিবে।' চণ্ডীচরণ গ্লাসগোতে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যান। কিন্তু দেবলের আমেরিকা যাওয়া হয়নি; রবীন্দ্রনাথ ২ আশ্বিন [18 Sep] জগদানন্দকে লেখেন: 'আমেরিকায় পাড়ি দেবার পথে লিভারপুলের ঘাট পর্যন্ত গিয়ে দেবলকে ফিরে আসতে হল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছে ওর চোখে granular lids—ওকে যদি যেতে দেওয়া হয় তাহলে আমেরিকা থেকে ওকে ফিরিয়ে দেবে।'[৩০২] তিনিও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন—পরে ভাস্কর্যবিদ্যা শিক্ষা করেন!

বঙ্কিমচন্দ্র রায় ১৫ আশ্বিন [1 Oct] লণ্ডনে এসে পরের দিনই আমেরিকা রওনা হন। তিনি আরবানায় গিয়ে ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করেন। ১০ পৌষ [25 Dec] রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে হেমলতাকে লেখেন: 'কারখানাঘরের হাতের কাজ এবং ড্রয়িং নিয়েই তাঁকে সবচেয়ে ভুগতে হচ্চে ও দুটো ত আর বই পড়ে সারবার জো নেই। ...আমাদের সঙ্গে একত্রে থাকাতে বঙ্কিমের আর্থিক সুবিধা অনেকটা হয়েছে। তার

উপরে তাঁর একজন মাড়োয়ারি মুরুব্বি তাঁকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়ে পত্র লিখেছে! শুধু এখন সাহায্য করবে তা নয়—উনি কাজ শিখে গেলে বিদ্যাটাকে ব্যবহারে লাগবার ব্যবস্থা করে দেবে।'[৩০৩] বঙ্কিমচন্দ্র ডিগ্রি লাভ করে ফোর্ডের মোটর কারখানাতেও কাজ করেন। দেশে ফিরে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও বিদ্যালয়ের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

ত্রিপুরা মহারাজের আর্থিক সাহায্য নিয়ে সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই বিলেতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে 1 Sep [১৬ ভাদ্র] রওনা হয়ে আরবানায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর আলস্যপ্রিয়তা বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন [Mar 1913] পত্রে হেমলতাকে লেখেন: 'বঙ্কিম তাঁর পড়া নিয়ে খুব খাটচেন, আর সোমেন্দ্র তার মন ও শরীরের জড়ত্ব নিয়ে ভারাক্রান্ত। গত পরীক্ষায় বঙ্কিম বেশ উচ্চস্থান পেয়েছেন আর সোমেন্দ্র খুব নীচে তলিয়েছে কোনোমতে মেরে কেটে পাস হয়েছে।'[৩০৪] প্রায় চার বছর পরে তিনি দেশে ফেরেন।

বিদ্যালয়ের আর-এক প্রাক্তন ছাত্র অরবিন্দমোহন বসু অক্টোবরের গোড়ায় ইংলণ্ডে পৌঁছন ও রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় বি.এস্‌সি পড়ার জন্য কেম্‌ব্রিজে ভর্তি হন।

২৪ আশ্বিন [বৃহ 10 Oct] 'শারদোৎসব' অভিনীত হওয়ার পরে ২৭ আশ্বিন [13 Oct] বিদ্যালয়ে পূজাবকাশ শুরু হয়, খোলে ৪ অগ্র [মঙ্গল 19 Nov]।

সরকারী কর্মচারীদের পুত্রদের পড়াশুনোর অনুপযুক্ত বলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার যে সার্কুলার জারি করেছিল, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরে তা প্রত্যাহৃত হয়।* কিন্তু এর বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া ছাত্রসংখ্যার উপরে পড়েনি—গতবৎসর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৭, বর্তমানে হয় ১৮৬। কার্যবিবরণীতে প্রদত্ত জেলা বা প্রদেশওয়ারি সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য: ত্রিপুরা ৪৩, কলকাতা ৪২, ঢাকা ৩২, ময়মনসিংহ ১২, শ্রীহট্ট ১৬, পাবনা ১০, উড়িষ্যা ৩, আসাম ১, ব্রহ্মদেশ ৩, বোম্বাই ৩, রাজপুতানা ৩, পাঞ্জাব ১। অবাঙালি ছাত্রদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১০ পৌষ [25 Dec] জগদানন্দকে লেখেন: 'তোমাদের ওখানে দুটি মারাঠি ছাত্র আশ্রয় নিয়েছে এতে আমি বড়ই আনন্দ বোধ করছি। তাদের অভিভাবকদের আশাকে তোমরা সর্ব্বাংশে সফল করে তুলো—ছেলে দুটিকে সকল দিক থেকে মানুষ করে তাদের পিতামাতার কাছে ফিরে পাঠিয়ে দিয়ো। এই যে দূরদেশ থেকে ছাত্ররা আমাদের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আস্‌চে এর মহৎ দায়িত্ব যেন আমাদের বাঙ্গালী ছাত্ররা অন্তরের মধ্যে অনুভব করে। তারা যেন এটা বুঝতে পারে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ বাংলাদেশের কাছ থেকে কতখানি আশা করে—সেই আশা পূর্ণ করবার ভার তাদের প্রত্যেকের উপর আছে।'[৩০৫] এই দুজন মারাঠি ছাত্র হলেন শ্যামকান্ত গোবিন্দ সরদেশাই ও জয়রাম হরি আঠ্‌লে। ড যদুনাথ সরকারের অনুরোধে তাঁর বন্ধু গোবিন্দ সরদেশাই পুত্রকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করেন, যদুনাথ পৌষ-উৎসবের সময়ে শ্যামকান্তকে সঙ্গে এনে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। প্রতিভাবান ছাত্র শ্যামকান্ত পিতামাতাকে যেসব চিঠি লিখতেন, তাঁর অকালমৃত্যুর পর সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়—সমকালীন আশ্রমবিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে পত্রগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। অল্পকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্রের জীবনযাত্রা ও ইতিহাস নিয়ে লেখা তাঁর রচনা বিদ্যালয়ের পত্রিকাগুলির বহু পৃষ্ঠা অধিকার করতে থাকে।

এই পত্রিকাগুলি থেকে বর্তমান বৎসরের নূতন লেখক ও শিল্পীদের যে নামগুলি আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি সেগুলি হল: বীরেন্দ্রনাথ রায়, প্রতাপচন্দ্র দাস, অমূল্য মুখো°, দুর্গেশচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, নির্মলনারায়ণ চৌধুরী, জ্যোৎস্নাপ্রসন্ন সেন, প্রভাসচন্দ্র দত্ত, সুশীলচন্দ্র সেন, কুমার প্রমোদেন্দু নারায়ণ, নিশীথরঞ্জন দাস, সুব্রত নন্দী ও নরেশ্বর গোস্বামী।

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এই বৎসর ৭ পৌষে [রবি 22 Dec] মহাসমারোহে দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'সুদূর ত্রিপুরা, ঢাকা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকে কেবল উৎসবে ও উপাসনায় যোগ দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ...এ বৎসরে বিদেশাগত অতিথির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় বিদ্যালয়ের কোনো কোনো গৃহে তাঁহাদিগকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। আশ্রম বালকগণ ইঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।'[৩০৬]

৭ পৌষ সকাল সাতটায় দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন। উপাসনান্তে সকলে 'কর তাঁর নাম গান' ইত্যাদি সংগীত সমস্বরে গেয়ে ছাতিমতলায় মহর্ষিবেদি পরিক্রমা করেন। সায়ংকালে সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। মেলায় এবার দিশি সার্কাসের তাঁবুও পড়েছিল। যথারীতি যাত্রাভিনয় ও আতসবাজির আয়োজনও ছিল।

৮ পৌষ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব হয় ছাতিমতলায়। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও সুজিতকুমার চক্রবর্তী 'আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে...আশ্রমের পক্ষ হইতে আগামী ৮ই পৌষে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ' জানান; উপরন্তু 'সম্পাদক, আশ্রমিক সংঘ' সন্তোষচন্দ্র এইদিন তাঁদেরই 'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন'-এ উপস্থিতি প্রার্থনা করেন।[৩০৭] ছাতিমতলার উৎসব-সভায় 'অধ্যাপকগণকে ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ পুষ্পচন্দনের দ্বারা বরণ করিয়া সভায় আসন পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন এবং সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়কে পাদ্য ও অর্ঘ্যের দ্বারা বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।'[৩০৮] বেদগানের পর ক্ষিতিমোহন সেন উপাসনা করলে সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় দীর্ঘ বার্ষিক কার্যবিবরণীর কিয়দংশ পাঠ করেন, অবশিষ্টাংশ পড়ে শোনান প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। সুজিতকুমার আশ্রমজীবনের স্মৃতিকথা পাঠ করে শোনালে দুজন অতিথি কিছু বলেন। 'সভাপতি মহাশয় তার পরে আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার আদর্শ এবং তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। এই আদর্শ যাঁহার জীবন ও সাধনা হইতে প্রতিফলিত হইতেছে তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে শুধু এদেশে নয়, সকল দেশের পক্ষেই এ আদর্শের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া অন্যান্য দেশেও ইহার বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে। মানুষের জীবনের সকল দিকের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্য বিধান,—এ আদর্শ এ যুগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।' আশ্রমসংগীত গেয়ে সভাভঙ্গ হয়। দ্বিপ্রহরে ছাত্রেরা ক্রীড়াপ্রদর্শন করে। সন্ধ্যায় ভ্রমণের পরে অধ্যাপক সরকার ছাত্রদের ম্যাজিকল্যান্টার্নে অজন্তাগুহার কয়েকটি চিত্র দেখিয়ে সেই বিষয়ে কিছু বলেন।

৯ পৌষ পরলোকগত আশ্রমিকদের স্মরণসভায় ক্ষিতিমোহন সেন আচার্যের কাজ করতে গিয়ে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বেদমন্ত্রাদির সহযোগে উপাসনা করেন। রাত্রে ছাত্রেরা 'তাহাদের পরলোকগত বন্ধুদিগের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের শ্রদ্ধার স্মৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।' আশ্রম-সম্মিলনীর এই অধিবেশনে অজিতকুমার চক্রবর্তীর

সভাপতিত্বে সুজিতকুমার সহপাঠী যোগরঞ্জন ঠাকুরতা সম্বন্ধে কিছু বলেন এবং অতুলেন্দু সেনগুপ্ত শমীন্দ্রনাথ ও সরোজচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলে ত্রিগুণানন্দ মুখে তাঁদের স্মৃতিচারণ করেন। সরোজরঞ্জন চৌধুরী সুহৃদকুমার সেনগুপ্তের ডায়ারি পাঠ করেন।[৩০৯] উল্লেখ্য, তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ছাত্র ও শিক্ষকদের চাঁদায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ফুটবলে শ্রেষ্ঠ নির্বাচনের জন্য 'সুহৃদ কাপ' প্রদত্ত হয়। ১২, ১৪, ১৬ ও ১৭ শ্রাবণ এই খেলাগুলি হয়েছিল।

১০ পৌষ প্রভাতে খ্রিস্টোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে আচার্য নেপালচন্দ্র রায় উপাসনা করেন ও চুনীলাল মুখখাপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান।

১১ পৌষ ত্রিগুণানন্দ রায়ের সভাপতিত্বে ইংরেজি তর্কসভার একটি অধিবেশন হয়; বিতর্কের বিষয় ছিল: 'Poets do something good to their countries'।[৩০৯]

জগদানন্দ রায় গত বছর বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুক্রমে তিনি বর্তমান বৎসরেও এই পদে নিবাচিত হন। ১২ পৌষ [27 Dec] থেকে 'সতীশ কুটীর' ও 'মোহিত কুটীর' আদ্যবিভাগ, 'সত্যকুটীর' 'নাট্যশালা' 'হল' ও 'উপরতলা' মধ্যবিভাগ এবং 'বীথিকাঘর' ও 'সুধাবাবুর ঘর' শিশুবিভাগের অন্তর্গত হয়—অজিতকুমার, নেপালচন্দ্র ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরী যথাক্রমে এই তিনটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন।[৩০৯] বর্তমান গৌরপ্রাঙ্গণে অবস্থিত 'সতীশ কুটীর', 'মোহিত কুটীর' ও 'সত্য কুটীর' কিছুদিন আগে নির্মিত হয়েছিল।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ১১ আশ্বিন [শুক্র 27 Sep] রামমোহন রায়ের মৃত্যুবাৎসরিক পালন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূজাবকাশের জন্য প্রতি বৎসর অনুষ্ঠানটি করা যায় না বলেই এটি বিশেষভাবে পালন করা হয়। অপরাহ্ণে অজিতকুমারের সভাপতিত্বে এক সভায় নরেন্দ্রনাথ নন্দী একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং নেপালচন্দ্র রায়, চুনীলাল মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি ভাষণ দেন। সায়াহ্নে মন্দিরে ক্ষিতিমোহন ও নেপালচন্দ্র আচার্যের কাজ করেন, ক্ষিতিমোহন একটি ভাষণ দেন।

লণ্ডনে পিয়র্সন ও অ্যাণ্ডরুজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হলে তাঁরা উভয়েই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হন। পিয়র্সন 15 Oct [২৯ আশ্বিন] ইংলণ্ড ত্যাগ করে দিল্লিতে এসে অ্যাণ্ডরুজের বন্ধু লালা সুলতান সিংয়ের ছেলে রঘুবীরের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর দুবার কলকাতা গিয়ে তিনি প্রথমবারে জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রদের সঙ্গে মিলিত হন, দ্বিতীয়বারে দেখা করেন অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে। তৃতীয়বার কলকাতায় এসেই তিনি শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন ও ২৮ অগ্র [শুক্র 13 Dec] সন্ধ্যায় বোলপুরে পৌঁছে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও চারজন ছাত্রের দ্বারা অভ্যর্থিত হন। 17 Dec [মঙ্গল ২ পৌষ] দিল্লি থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি দীর্ঘ পত্রে তিনি শান্তিনিকেতন-পরিদর্শনের সানুপুঙ্খ বিবরণ দেন [দ্র প্রণতি মুখোপাধ্যায়: উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়র্সন। ১৮৫-৮৯]। ৩০ অগ্র [রবি 15 Dec] রাত্রের ট্রেনে তিনি দিল্লি যাত্রা করেন। উক্ত চিঠিতে তিনি লেখেন: 'You told me in London that you wanted to capture me for শান্তিনিকেতন and now I am able to write and tell you that I am a willing captive and that it is only a question of time now for the captive to enter the place where the bonds of affection have been woven.' দিল্লির কাজ শেষ করার ও ভালো করে বাংলা শেখার জন্য তিনি দু'এক বছর সময় লাগবে ভেবেছিলেন—কিন্তু কয়েকমাস পরেই তিনি আশ্রমে যোগ দেবার

অনুমতি চেয়ে লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্র লেখেন। 17 Dec তিনি সন্তোষচন্দ্রকে যে পত্র দেন, তাতে বাংলাদেশকে 'the motherland of my adoption' বলে অভিহিত করে লেখেন: 'Please tell ঠাকুরদাদা also that a bee when it has once tested the sweetness of the honey in the centre of the lotus flower is never satisfied with one visit but returns again and again, so that lotus blossom which bloomed so beautifully in Parul bon on Sunday night will attract by its fragrance this wandering bee who remains to all at শান্তিনিকেতন।' কার্তিক-পৌষ-সংখ্যা শান্তি'তে 'আশ্রম-বন্ধু পিয়ার্সন' প্রবন্ধে উদ্ধৃত পত্রটির পটভূমিকা রচনাটিতে বর্ণিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রটিতেও প্রসঙ্গটি জানা যায়।

অ্যাণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনে আসেন ৭ ফাল্গুন [বুধ 19 Feb]। এক সপ্তাহ সেখানে থেকে তিনি ১৪ ফাল্গুন [বুধ 26 Feb] বিদায় নিয়ে কলকাতা যান। ৪ Mar [শনি ২৪ ফাল্গুন] এক দীর্ঘ পত্রে তিনি এই ভ্রমণের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠান। একটি অসুস্থ ছাত্রকে তিনি মেয়ো হাসপাতালে পৌঁছে দেন, তাছাড়া 'I also had the great happiness of meeting all those who were near & dear to you,—your two daughters with their husbands—...your brothers Satyendra and Jotirindra and the artist Abanindra & his brothers Gaganendra & Samarendra.' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৬ ফায়ুন [28 Feb] ডায়ারিতে লেখেন: 'আজ Rev Andrews আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন—তাঁর ছবি আঁকলুম'—তিনি তখন কলকাতায় ছিলেন।

'শান্তি' পত্রিকার ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার 'সাময়িক প্রসঙ্গ'তে বিদ্যালয়-সংক্রান্ত আরও কয়েকটি সংবাদ পাওয়া যায়: অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'ভূপরিচয়' প্রকাশিত—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন ইতিহাসের কথা', জগদানন্দ রায়ের 'আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Hints on Sanskrit Grammar & Composition' শীঘ্রই প্রকাশিত হবে এবং সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গ্রন্থাবলীর মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য প্রায় শেষ। কেবল তাঁহার ডায়রীর অংশটুকু বাকি রহিয়াছে'। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে 20 Dec [৫ পৌষ] 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' প্রকাশিত হয়। ১ চৈত্র রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে গ্রন্থটির বিষয়ে একটি হিসাব দেখা যায়: 'ব° আদি ব্রাহ্ম সমাজ দং সতিশ রচনাবলি ছাপানর জন্য দেওয়ার যায় (শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র বাবুর আদেশপত্র অনুসারে) ৫০্'।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও তাঁর সহকারী প্রাক্তন ছাত্র হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গোশালা এইসময়ে বেশ ভালোই চলছিল। কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রতিদিন দু'মণ এবং কখনও-কখনও তিন মণ দুধও সেখান থেকে পাওয়া গেছে। গোশালায় তখন ১১টি গোরু ও ১৭টি বাছুর এবং ১৫টি মহিষ ও ১৭টি বাছুর ছিল। 1 Feb [১৯ মাঘ] সিউড়িতে যে ক্রীড়াপ্রদর্শনী হয়, তাতে আশ্রমের ছাত্রেরা যেমন অধিকাংশ বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করে, তেমনি পশুপ্রদর্শনীতে এখানকার দুটি বলদ প্রথম হয়।[৩১০]

আমরা আগেই বলেছি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠোপযোগী করে রবীন্দ্ররচনার সংকলন 'পাঠসঞ্চয়' প্রকাশিত হয় [বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী] 20 May 1912 [৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯] তারিখে। ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় প্রসঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৬ চৈত্র ১৩১৭ [বৃহ 30 Mar 1911]। গ্রন্থটি নিশ্চয়ই আরও

আগে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই এক কপি রবীন্দ্রনাথ আশুতোষকে দিয়ে আসেন। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ [শুক্র 24 May 1912] বিলাতযাত্রার দিন তাঁকে লেখেন: 'বোলপুর বিদ্যালয়ের অভাব মোচনের কামনায় "পাঠসঞ্চয়" পুস্তকখানি আপনার হস্তে দিয়া আসিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার আনুকূল্য লাভ করিতে পারিলে আমার মস্ত একটি ভার লাঘব হইবে এবং তাহাতে বিদ্যালয়ের প্রভূত উপকার হইতে পারিবে। এই কারণে, পুনর্ব্বার আমার প্রার্থনা স্মরণ করাইবার জন্য জগদানন্দবাবুর হস্তে এই পত্রখানি আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। এই গ্রন্থে যদি কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্জ্জন আবশ্যক মনে করেন তবে তাঁহাকে বলিয়া দিলে সে সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করা যাইবে।'[৩১১] আশুতোষ জগদানন্দকে ১২ কপি বই জমা দিতে বলেন। 20 Jul [৪ শ্রাবণ] সিণ্ডিকেটের বিবরণে লেখা হয়: '3054. Read a letter from Babu Jagadananda Ray, forwarding twelve copies of "Patha Sanchay" by Babu Rabindranath Tagore for adoption as a text-book in Bengali for the Matriculation Examination of this University./Ordered—That the book be referred to the Board of Studies in Sanskritic Languages for opinion.'[৩১২] কিন্তু বোর্ড অব্ স্টাডিজ-এর যে সুপারিশ 28 Sep [১২ আশ্বিন] সিণ্ডিকেটের সভায় অনুমোদিত হয়, তাতে 'পাঠ সঞ্চয়' ছিল না। এই খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ১ অগ্র (16 Nov] আরবানা থেকে জগদানন্দকে লেখেন: 'আমার বই বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুর হোলো না এতে তোমরা রাগ করছ কেন? যারই বই নামঞ্জুর হোতো সেই তো বেজার হোতো এবং মনে করত অবিচার করা হয়েছে। ...হয়তো আমার বইয়ের ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের প্রবেশগম্য নয় ওটা তোমাদের বিদ্যালয়ের চতুর্থ পঞ্চমশ্রেণীতে ব্যবহার করে দেখতে পারো।'[৩১৩] কিন্তু গ্রন্থটির মুদ্রণব্যয় রামানন্দ বহন করেছিলেন বলে সেটি পরিশোধ করার ব্যাপারে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এই বিষয়ে 16 Feb 1913 [৩ ফাল্গুন] নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'রামানন্দবাবু লিখেছেন ১৬৯ল০ খরচ হয়েছে—এই দেনাটা তিন চার মাসের কিস্তিতে যদুকে শোধ করে নিয়ে তার পরে যা লাভ হবে বিদ্যালয়কে দেবার ব্যবস্থা কোরো।'[৩১৪] সেইরূপই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

উল্লেখপঞ্জী

১ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭। ৩৩, পত্র ৪১

২ চিঠিপত্র ১২।২৫, পত্র ২৫

৩ পুণ্যস্মৃতি।৫৫-৫৬

৪ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২। ৩৪৫, পাদটীকা ২

৫ তত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৪ শক। ৪৮-৪৯

৬ অমৃত, ২ চৈত্র ১৩৮৫।১৩, পত্র ৩১

৭ রবীন্দ্রবীক্ষা ১১।২১, পত্র ১৭

৮ দ্র দেশ, শারদীয় ১৩৪৯।৪২০, পত্র ৭৭

৯ পুণ্যস্মৃতি। ৫৯-৬০

১০ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬।২৫৫, পত্র ৭

১১ অমৃত, ২ চৈত্র ১৩৮৫।১২, পত্র ২৯

১২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২।৩৮৭

১৩ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র [র-মূল]

১৪ অমৃত, ২ চৈত্র ১৩৮৫।১২-১৩, পত্র ৩১

১৫ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৪।৩৯৪-৯৫

১৬ চিঠিপত্র ৭।৫৭, পত্র ৩০

১৭ দ্র র-মূল

১৮ দ্র Tagore Family Papers No. 113

১৯ বি.ভা.প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৪।৪

২০ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি [র-প্রতিলিপি]

২১ অমৃত, ২ চৈত্র ১৩৮৫।১৩, পত্র ৩২

২২ র-মূল

২৩ অমৃত, ২ চৈত্র ১৩৮৫।১৩, পত্র ৩৩

২৪ র-প্রতিলিপি

২৫ অমৃত, ২ চৈত্র ১৩৮৫।১৩, পত্র ৩৫

২৬ দ্র চিঠিপত্র ৪। ৩১-৩৩, পত্র ৮

২৭ দ্র তত্ত্ব, আষাঢ়।৭৬

২৮ দেশ, ২০ অগ্র ১৩৬২।২৪১-৪২, পত্র ১২

২৯ চিঠিপত্র ৫।২১, পত্র ১

৩০ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা।৩৪০

৩১ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১।১৭, পত্র ৪৭

৩২ চিঠিপত্র ৪।৩, পত্র ২

৩৩ পিতৃস্মৃতি।১৪৯

৩৪ দেশ, শারদীয় ১৩৫৫।৫, পত্র ৪

৩৫ পিতৃস্মৃতি।১৪৯-৫০

৩৬ রবীন্দ্রজীবনী ২।৩৮৭

৩৭ অশ্রুকুমার সিকদার: রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন [1971]।১১

৩৮ Edward Thompson: *Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist* (1979)/221-22

৩৯ *Men and Memories* II /262

৪০ *Imperfect Encounter*/345, No. 186

৪১ র-মূল

৪২ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫৭, পত্র ১১

৪৩ 'য়ুরোপে তিনমাস': ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২১। ২৬৮

৪৪ প্রণতি মুখোপাধ্যায়: উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়র্সন [1984]।১২৪-এ উদ্ধৃত

৪৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮।১৮, পত্র ১৫

৪৬ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪১।৩৩৫

৪৭ সত্যজিৎ রায়-সম্পাদিত সুকুমার সাহিত্যসমগ্র ৩ [1989]।৪০৫

৪৮ দ্র *Men and Memories* II/266

৪৯ দ্র *Imperfect Encounter*/38-39

৫০ চিঠিপত্র ৪।৪, পত্র ৩

৫১ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ৩।২০৪, পত্র ৫০

৫২ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭।৩৫, পত্র ৪৬

৫৩ *Imperfect Encounter*/49, No. 2

৫৪ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৬। ১৫৮, পত্র ৪

৫৫ পথের সঞ্চয় ২৬।৫১৫

৫৬ *Men and Memories* II/262-63

৫৭ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ [হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটির হুটন লাইব্রেরিতে রক্ষিত]

৫৮ সৌরীন্দ্র মিত্র: খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে [1977]। ১৭-তে উদ্ধৃত

৫৯ দেশ, ২০ অগ্র ১৩৯৩।১৫, পত্র ৩২

৬০ *Imperfect Encounter*/17-18

৬১ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২ [১৩৬৮]।৩২৩, অপিচ ঐ ২ [১৩৮৩]।৩৯৩

৬২ ঐ ২ [১৩৮৩]।৩৯৪

৬৩ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ৩।২০৫, পত্র ৫১

৬৪ *Rabindranath Tagore and the British Press* [1990]/4

৬৫ *On the Edges of Time*/107

৬৬ র-মূল

৬৭ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ।

৬৮ পথের সঞ্চয় ২৬।৫৩৭-৩৮

৬৯ পিতৃস্মৃতি। ১৫৬

৭০ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ

৭১ *Imperfect Encounter*/19

৭২ *Ibid*/50

৭৩ র-মূল

৭৪ উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়র্সন।১৮৫

৭৫ *Imperfect Encounter*/49, No. 3

৭৬ দ্র পঞ্চানন মণ্ডল: ভারতশিল্পী নন্দলাল ১।৩৭৭

৭৭ *Letters to W.B. Yeats,* Vol. I(1977) ed. Richard J. Finneran and others/247

৭৮ র-মূল

৭৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৬৭।৬

৮০ *Imperfect Encounter*/195, No, 96

৮১ সৌরীন্দ্র মিত্র: খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে [1977]।৩৬

৮২ Ernest Rhys: *Rabindranath Tagore: A Biographical Study* (1915)/97-98

৮৩ 'A Chronicle of Eighty Years': *The Calcutta Municipal Gazette,* Tagore Memonal Special Supplement (1986)/78

৮৪ *Rabindranath Tagore: A Centenary Volume* [1986]/204

৮৫ দ্র *Rabindranath Tagore and the British Press* /6-7

৮৬ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪১।৩৩৬

৮৭ ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২২।১২১

৮৮ ঐ।১২৮

৮৯ ঐ, শ্রাবণ ১৩২২।৩৮৭

৯০ র-মূল

৯১ 'With Rabindra in England': *The Modern Review,* Jan 1913/72

৯২ 'An Evening with Rabindra': Ibid, Aug 1912 / 227

৯৩ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪১। ৩৩৫-৩৬

৯৪ ঐ, শ্রাবণ ১৩৪১। ৫৪৫

৯৫ দেশ, ৪ ফাল্গুন ১৩৯১।১৭, পত্র ৪৮

৯৬ *Imperfect Encounter*/52, No. 5

৯৭ Ibid/53, No. 6

৯৮ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭।৩৫, পত্র ৪৭

৯৯ *Men and Memories II* / 266

১০০ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪১। ৭৫১

১০১ দেশ, শারদীয় ১৩৭৩।২২, পত্র ১৪

১০২ ঐ, সাহিত্য ১৩৮৮।১৮-১৯

১০৩ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪১।৩৩৬

১০৪ *Imperfect Encounter* / 129, No. 63

১০৫ *V.B.Q.*, May-July 1943/71

১০৬ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ১৮-১৯, পত্র ১৬

১০৭ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫৯, পত্র ১৪

১০৮ র-মূল

১০৯ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ৩। ২৫৩, পত্র ১১৯

১১০ ঐ। ২১০, পত্র ৬০

১১১ *Men and Memories II* /263

১১২ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ

১১৩ দ্র পিতৃস্মৃতি। ১৫৭

১১৪ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ৩। ২০৮, পত্র ৫৭

১১৫ বি.ভা.প., কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯।১০০

১১৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮।১৯-২০, পত্র ১৭

১১৭ বি.ভা.প., কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯।১০০

১১৮ দ্র ঐ।১০১

১১৯ *We Two Together* [1950] /161

১২০ *Men and Memories II* / 267

১২১ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ | ২৬০-৬১, পত্র ১৫

১২২ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ৩ | ২১১, পত্র ৬১

১২৩ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫৮, পত্র ১৩

১২৪ র-মূল

১২৫ বি.ভা.প., ভাদ্র ১৩৪৯। ৮৬-৮৭

১২৬ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪১। ৩৩৬

১২৭ দেশ, শারদীয় ১৩৫৫। ৬, পত্র ৬

১২৮ দেশ, শারদীয় ১৩৫৫। ৬, পত্র ৬

১২৯ বাগান, কার্তিক-অগ্র। ৩৩

১৩০ শান্তি, ভাদ্র-আশ্বিন

১৩১ র-প্রতিলিপি

১৩২ র-মূল

১৩৩ চিঠিপত্র ১২। ২৯, পত্র ২৮

১৩৪ র-প্রতিলিপি

১৩৫ র-মূল

১৩৬ চিঠিপত্র ৪। ৩৯, পত্র ১০

১৩৭ *Men and Memories II*/266-67

১৩৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৯৮। ৩৫, পত্র ২৫

১৩৯ *Imperfect Encounter* / 99, No. 35

১৪০ র-মূল

১৪১ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৭৯, পত্র ৩৩

১৪২ পিতৃস্মৃতি।১৫৭

১৪৩ *Men and Memories II* / 264

১৪৪ পিতৃস্মৃতি।১৫৬

১৪৫ *The Letters of Ezra Pound* (1950) ed. D.D. Paige /10-11

১৪৬ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪১। ৭৫১-৫২

১৪৭ র-মূল

১৪৮ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৬৩, পত্র ১৭

১৪৯ খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে। ৪৭১-৭৩

১৫০ *St.-John Perse Letters* (1979), translated and | edited by Arthur J. Knodel / 213

১৫১ র-মূল

১৫২ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ।

১৫৩ 'The King of the Dark Chamber: Text and Publication': *V.B.Q.,* Vol. 32, No. 3/30-31

১৫৪ র-মূল

১৫৫ দেশ, শারদীয় ১৩৯৭। ৩৬, পত্র ৪৮

১৫৬ 'রবীন্দ্র-সংস্পর্শে': জয়ন্তী-উৎসর্গ [১৩৯৮]।১৬৭

১৫৭ *Imperfect Encounter*/56, No. 9

১৫৮ চিঠিপত্র ৪। ৪৬, পত্র ১৩

১৫৯ *Imperfect Encounter* / 57, No.10

১৬০ Harold M. Hurwitz, 'Tagore in Urbana Illinois': *Indian Literature,* Vol. 4, 1961/28-এ উদ্ধৃত

১৬১ র-মূল

১৬২ দ্র নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র: দেশ, ৩ অগ্র ১৩৬২।১৭০

১৬৩ দেশ, শারদীয় ১৩৫৫। ৬, পত্র ৭

১৬৪ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৬৪-৬৫, পত্র ১৯

১৬৫ *Imperfect Encounter*/60, No. 12

১৬৬ দ্র Rabindranath Tagore and the British Press/ 7-9

১৬৭ *Imperfect Encounter*/61, No. 13

১৬৮ Ibid/63, No. 15

১৬৯ Ibid/21-22

১৭০ রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন। ২৫-২৬

১৭১ দ্র *Imperfect Encounter* / 42-43

১৭২ Harriet Monroe: *A Poet's Life: Seventy Years in a Changing World* [1938] /262

১৭৩ র-মূল

১৭৪ দ্র খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে। ১৮০-৮১

১৭৫ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪২। ৩০৮

১৭৬ দ্র *Imperfect Encounter*/62, No. 14

১৭৭ দ্র 'Tagore in Urbana'/29

১৭৮ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২।১৫৯-৬০

১৭৯ ঐ।১৬১

১৮০ দ্র Sujit Mukherjee: *Passage to America* [1964] /211

১৮১ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ২০, পত্র ১৮

১৮২ ঐ।২০, পত্র ১৯

১৮৩ র-মূল

১৮৪ *Passage to America*/69

১৮৫ র-মূল

১৮৬ বি.ভা.প., কার্তিক-পৌষ ১৩৫৪।৬৮

১৮৭ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৪। ৫১

১৮৮ *Imperfect Encounter*/ 82, No. 26

১৮৯ Ibid/69, No. 19

১৯০ র-মূল

১৯১ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৭০, পত্র ২৪

১৯২ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ

১৯৩ *Imperfect Encounter*/74, No. 22

১৯৪ 'That Golden Time': *V.B.Q.,* Summer 1959 /৯-১০

১৯৫ চিঠিপত্র ১০। ৪৪, পত্র, ৪১

১৯৬ *Imperfect Encounter* / 80, No. 25

১৯৭ দ্র *Ibid/85-86, No. 28*

১৯৮ দ্র 'স্বর্ণকুমারী দেবী': সা-সা-চ ২। ২৮।১৮

১৯৯ দ্র ড পশুপতি শাশমল: স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য। [১৩৭৮]। ৪৬৩

২০০ বি.ভা.প., কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯। ৫২, পত্র ২

২০১ চিঠিপত্র ৫। ২৫, পত্র ১

২০২ *Imperfect Encounter*/147-48, No. 74

২০৩ lbid / 150, Note 4

২০৪ দ্র *Leters to W.B. Yeats,* Vol.I [1977] ed. Richard J. Finneran & others / 451-53

২০৫ সাহিত্য, মাঘ।৮১৩-১৪

২০৬ গায়ত্রী মজুমদার: রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল [১৩৮৬]। ৯৭-৯৮-তে উদ্ধৃত

২০৭ প্রবাসী, অগ্র ১৩৩২।১৯৬-৯৭

২০৭ক দেশ, সাহিত্য ১৩৮৩।১৪, পত্র ১০

২০৮ সাহিত্য, ভাদ্র ১৩২০। ৪৪৯-৫০

২০৯ *Purabi* ed. by Krishna Dutta & Andrew Robinson [1991]/12

২১০ *Imperfect Encounter*/ 73, No. 21

২১১ Ibid/65, No. 16.

২১২ র-মূল

২১৩ *Imperfect Encounter*/ ৪৪, No. 30

২১৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ২০, পত্র ১৯

২১৫ ঐ। ২১, পত্র ২০

২১৬ দ্র স্টীফেন হে, 'রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা': দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯। ৬৮

২১৭ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৩৯

২১৮ *Imperfect Encounter*/88, No. 30

২১৯ পিতৃস্মৃতি।১৬১

২২০ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৪১

২২১ Olivia H. Dunbar: *A House in Chicago* [1947]/ 94

২২২ *Imperfect Encounter* / 99, No. 35

২২৩ *Passage to America*/211

২২৪ র-মাইক্রোফিল্ম

২২৫ র-মূল

২২৬ বি.ভা.প, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯। ৫২, পত্র ২

২২৭ র-মূল

২২৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৪০-৪১, পত্র ৫

২২৯ *Passage to America*/71

২৩০ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০।১৭০

২৩১ চিঠিপত্র ১২।৩৫, পত্র ৩০

২৩২ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ২২, পত্র ২১

২৩৩ দ্র র-মূল

২৩৪ R.F. Rattray, 'With Tagore in 1913': *Poets in Flesh* [1961]/1

২৩৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭-১৪২, পত্র ৮

২৩৬ র-মূল

২৩৭ *Imperfect Encounter* / 98, No. 35

২৩৮ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ

২৩৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৪২, পত্র ৮

২৪০ চিঠিপত্র ৫।১৪-১৫, পত্র ৪

২৪১ *Imperfect Encounter*/98,No. 35

২৪২ দ্র *Passage to America* /71, 211

২৪৩ র-মূল

২৪৪ *Poets in Flesh*/3

২৪৫ র-মূল

২৪৬ দ্র *Passage to America*/71-72

২৪৭ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৭৮, পত্র ৩২

২৪৮ র-মূল

২৪৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৪৫, পত্র ১০

২৫০ ‘Tagore in Chicago’: The Golden Book of Tagore [1990]/ 169

২৫১ র-মূল

২৫২ *A House in Chicago*/97

২৫৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৪১, পত্র ৭

২৫৪ ঐ, ২০ অগ্র ১৩৯৩।১৬, পত্র ৩৪

২৫৫ *Imperfect Encounter*/101-02, No. 37

২৫৬ চিঠিপত্র ৪।১০,পত্র ৫

২৫৭ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৪৪-৪৫, পত্র ১০

২৫৮ ঐ।১৪৫-৪৬, পত্র ১১

২৫৯ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৭৯, পত্র ৩৩

২৬০ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৩৮, পত্র ২

২৬১ প্রবাসী, অগ্র ১৩৩২। ১৯৬

২৬২ দ্র চিঠিপত্র ১০।৪৪, পত্র ৪১

২৬৩ দ্র *Imperfect Encounte*/105, Note 3

২৬৪ Ibid/105, No.40

২৬৫ দ্র *Passage to America*/24-25

২৬৬ দ্র Basanta Koomar Roy: *Rabindranath Tagore: The Man and His Poetry* [1915] / 190-93

২৬৭ দ্র *Passage to America*/26-27

২৬৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ৩৩, পত্র ৪৩

২৬৯ ঐ। ৪৫, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত ‘পত্র-পরিচিতি’

২৭০ *A House in Chicago* / 97-98

২৭১ *Imperfect Encounter* / 107, No. 42

২৭২ বি.ভা.প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫। ২৪৪

২৭৩ অমৃত, ২ চৈত্র ১৩৮৫।১২, পত্র ৩০

২৭৪ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৫৯, পত্র ১৪

২৭৫ ঐ।২৬৬, পত্র ২০

২৭৬ *Imperfect Encounter*/102, No. 37

২৭৭ দেশ, ১০ অগ্র ১৩৬২। ২৪২

২৭৮ ঐ, শারদীয় ১৩৯৮। ৩৬, পত্র ২৬

২৭৯ দ্র ঐ। ৩৮, পত্র ২৯

২৮০ ঐ। ৩৬, পত্র ২৭

২৮১ ঐ, সাহিত্য ১৩৮৮। ৩২

২৮২ র-মূল

২৮৩ কলেজ স্ট্রীট, শারদীয় ১৩৮৯।৭

২৮৪ র-মূল

২৮৫ জোড়াসাঁকোর ধারে [১৩৭৮]।১৩২

২৮৬ দেশ, শারদীয় ১৩৯৮। ৩৪, পত্র ২৩

২৮৭ ঐ। ৩৫, পত্র ২৫

২৮৮ ঐ, ১৫ পৌষ ১৩৬২। ৬৪৩

২৮৯ তত্ত্ব, বৈশাখ ১৮৩৫ শক। ২৬

২৯০ 'যাত্রার পূর্বপত্র': পথের সঞ্চয় ২৬। ৪৬৩

২৯১ দ্র *Imperfect Encounter*/76-78, No. 23

২৯২ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৩৮

২৯৩ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৬৮-৬৯, পত্র ২৩

২৯৪ *Imperfect Encounter*/ 82, No. 26

২৯৫ *The Amrita Bazar Patrika,* 10 June 1913

২৯৬ দ্র মলিনা রায়: চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ [১৩৭৮]। ৭১

২৯৭ র-মূল

২৯৮ অমৃত, ২ চৈত্র ১৩৮৫।১২, পত্র ৩০

২৯৯ দ্র 'বিদেশ যাত্রীর পত্র': শান্তি, ভাদ্র-আশ্বিন

৩০০ র-মূল

৩০১ 'ইংলণ্ডের ছোট বালক বালিকাগণের শিক্ষাপ্রণালী': বাগান, কার্তিক-অগ্র। ৪৫-৪৮

৩০২ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৬০, পত্র ১৫

৩০৩ ঐ, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৪। ৭০

৩০৪ র-প্রতিলিপি

৩০৫ বি.ভাপ., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৬৯, পত্র ২৩

৩০৬ তত্ত্ব, মাঘ। ২৪৩

৩০৭ দ্র ঐ, পৌষ। ২২৯

৩০৮ ঐ, মাঘ। ২৪৩

৩০৯ দ্র বাগান, কার্তিক-অগ্র। ৬৪-৬৭

৩১০ দ্র ঐ, পৌষ-মাঘ। ৫৮

৩১১ দেশ, সাহিত্য ১৩৯০। ৫

৩১২ দীনেশচন্দ্র সিংহ, 'বিশ্বকবি-বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ': দেশ, ২১ বৈশাখ ১৩৯৭। ৪৫

৩১৩ বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬। ২৬৫, পত্র ২০

৩১৪ দেশ, শারদীয় ১৩৯৮। ৩৭, পত্র ২৮

---

* পত্রটিতে তারিখ আছে ২৯ বৈশাখ, কিন্তু ডাকঘরের মোহর আগের দিনের।

* 26 May এই ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

* 'Dr. B.N. Seal returns from the Universal Races Congress, London pn the 10th instant. He sailed from Marseilles on the 25th August by the P & O Boat "Egypt".'—*The Bengalee*, 7 Sep 1911

* আমাদের অনুমান, এঁরা দুজন হলেন সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা ও কেদারনাথ দাসগুপ্ত—কেদারনাথ বহুদিন লণ্ডনে থাকায় তাঁকেই পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

* 8 Jul Margaret Radford রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'I should like to try and tell you if I may what a great experience it was to me, to hear your poems. They fill my spirit. I never felt as I felt *last night* save when I first read certain parts of our English Bible.' [র-মূল : বক্রাক্ষর আমাদের]

* *The Statesman*-এর ভূতপূর্ব সম্পাদক S.K. Ratcliffe বহুদিন পরে *The Daily News* [7 Aug 1926]-এ 'An Indian who conquered Europe'-শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেখেন : 'A few days before that meeting I had asked him why he had allowed his 50th year to go by, without having made any effort to reach the English-reading world. His answer, given with manifest sincerity, was very curious in the light of immediate events. The spirit of Bengali poetry, said he, is so remote from English that translation is impossible; and besides, he added, his own English was so feeble that he could not venture upon versions of his own. At that moment the English "Gitanjali" was in his wallet. With it he was to conquer the globe.'

* এই আলোচনার জন্য আমরা ড নরেশ গুহের *W.B. Yeats: An Indian Approach* [1968] গ্রন্থটির কাছে ঋণী। উদ্ধৃতিগুলি উক্ত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

* Sir Frederic Cowden-এর পরিচালনায় 25 ও 29 Jun যথাক্রমে 'Israel in Egypt' ও 'Messiah' কনসার্টগুলি পরিবেশিত হয়, 27 Jun ছিল 'Grand Selection Day'—অনুষ্ঠান আরম্ভ হত প্রতিদিন দুপুর আড়াইটেয়।

* বিশেষ আলোচনার জন্য দ্র Shyamal Kumar Sarkar: 'The King of the Dark Chamber: Text and Publication': *VB.Q.*, Nov 1972-Jan 1973 [Vol. 32, No. 3]/25—40; রবীন্দ্রবীক্ষা ২৪ [পৌষ ১৩৯৭]। ৬১—৬৪

* The Bolpur School... We are glad to learn that this order has now been cancelled by the Goverment of Bengal, and that Govemment servant in East Bengal, as in the rest of this Presidency, are once more free to send their sons to the Bolpur School.'

—*The Bengalee*, 10 Aug 1912

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

১৩২০ [1913-14] ১৮৩৫ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ত্রিপঞ্চাশ বৎসর

এবারের নববর্ষের দিনটি [সোম 14 Apr 1913] রবীন্দ্রনাথ উদ্‌যাপন করলেন আটলান্টিক মহাসাগরে 'অলিম্পিক' জাহাজের উপর। ৬ বৈশাখ [শনি 19 Apr]* সকালে লণ্ডনে পৌঁছে পরের দিন তিনি অজিতকুমারকে লেখেন:

> এবার আমার নববর্ষের প্রথম দিন এই সমুদ্র যাত্রার মাঝখানে এসে দেখা দিল। প্রত্যেকবার আমার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনের মাঝখানে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নববর্ষের প্রণাম নিবেদন করেছি—কিন্তু এবার আমার পথিকের নববর্ষ, পারে যাবার নববর্ষ। এবারকার নববর্ষ যেন আমার কুল থেকে বিদায় নেবার হুকুম নিয়ে এল—আমাকে যাত্রার আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেল। এবার ডাঙার মায়া একেবার ছেড়ে দিয়ে কর্ণধারের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে ভেসে পড়তে হবে। সেখানে পথের চিহ্ন চোখে পড়ে না—কিন্তু যিনি হাল ধরে আছেন, তিনি পথ জানেন এই কথা মনে নিশ্চয় জেনে বেরিয়ে পড়তে হবে।...তাই এবারকার নববর্ষের দিন মনকে বারবার বলিয়ে নিলুম, মন চলতে হবে, এখন থেকে পিছন দিকে তাকাবার অভ্যাস ছাড়তে হবে।[১]

জাহাজ থেকেই তিনি শ্রীমতী মুডিকে একটি তারিখহীন [? 18 Apr] পত্রে নববর্ষ-উদ্‌যাপনের কথা লিখেছেন: 'Last Monday was the first day of our Bengali New Year—and we three had our prayer that morning at a corner of the saloon. ... This year the New Year's day has come to us while crossing the sea and I feel that my life has launched on a great voyage, laden with love and hope and good wishes from our dear friends.'[২]

19 Apr [শনি ৬ বৈশাখ] লণ্ডনে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ সাউথ কেনসিংটনের হ্যারিংটন রোডে অবস্থিত Norfolk Hotel-এ ওঠেন। এইদিনই তিনি রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'Last night on reaching Plymouth I got your letter. We reached London this morning rather tired for want of sleep. We have made arrangements with our Belgian landlady at South Kensington for rooms at their house from next Saturday—in the meanwhile staying in the above hotel.'[৩] বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এর কিছুদিন আগে লণ্ডনে আসেন। এখানে পৌঁছেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর কাছেই শোনেন, রোটেনস্টাইন মঙ্গলবার [22 Apr] লণ্ডনে আসবেন—কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। পরবর্তী শনিবার [29 Apr] থেকে বেলজিয়ান ভগ্নীদ্বয়-পরিচালিত বোর্ডিং হাউসে [৩৭ আলফ্রেড প্লেস] জায়গা মেলেনি—সেখানে উঠে যান দুদিন পরে 1 May তারিখে।

দশ মাস আগে রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে এসেছিলেন, লণ্ডন-প্রবাসী বাঙালিরা ছাড়া তাঁকে চিনতেন রোটেনস্টাইন ও ভারত-প্রত্যাগত কিছু ইংরেজ। চার মাস ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তাঁর পরিচিতি বিস্তৃততর হয়েছিল বটে, কিন্তু তাও সীমাবদ্ধ ছিল ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্য কিছু ব্যক্তির মধ্যে। *Gitanjali*-র ইণ্ডিয়া সোসাইটি-সংস্করণ ছাপা হয়েছিল মাত্র ৭৫০ কপি। কিন্তু *The Times, The Athenaeum, The Contemporary Review* প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় এর সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় গ্রন্থটির চাহিদা বেড়ে যায়। ম্যাকমিলান কোম্পানি Mar 1913-এ সাড়ে চার শিলিং দামের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করে এবং তা দ্রুত নিঃশেষিত হয়। আরও পত্রিকায় সমালোচনা মুদ্রিত হতে থাকে। তাঁর ধর্মমূলক রচনার কথাও লণ্ডনে প্রচারিত হয়েছিল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই লণ্ডনে আসছেন জেনে রোটেনস্টাইন 27 Mar [১৪ চৈত্র ১৩১৯] তাঁকে লেখেন: 'When you last came, it was as a stranger, with only our unworthy selves to offer our friendship; now you come as a widely recognised poet & seer, with friends known & unknown, in a hundred homes. You must be prepared then, for a more clamourous reception than you met with before.'[৪] সুকুমার রায় 10 Mar [২৮ চৈত্র] তাঁর মা-কে লিখেছিলেন: 'মে মাসে রবিবাবু আমেরিকা থেকে আস্‌বেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য শুন্‌লাম লণ্ডনে খুব বড় রকমের আয়োজন হচ্ছে।'[৫]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে পৌঁছলেন, তখন তাঁর বন্ধুদের অনেকেই সেখানে নেই। রোটেনস্টাইন তখন গ্লস্টারশায়ারের Far Oakridgeএ নিজস্ব পল্লীনিবাস Iles Farm-এ সপরিবারে বাস করছেন। বন্ধুবিচ্ছেদকাতর রবীন্দ্রনাথ সেইজন্যই 28 Apr [সোম ১৫ বৈশাখ] তাঁকে লেখেন: 'I do not know why I am in London at all—it has lost its flavour and has become all South Kensington to me.'[৬] লণ্ডনে তাঁর উপযুক্ত বাসস্থান ছিল না বলেই একটি হোটেলে আশ্রয় নিতে হয়, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। রথীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন পত্রে নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'এখনও temporaryভাবে একটা হোটেলে আছি—ভালরকম boarding houseএর খোঁজ পাচ্ছি না। হয় ত সেই আগেকার জায়গাতেই ফিরে যাব—তারা মন্দ লোক ছিল না।'[৭] 2 May [শুক্র ১৯ বৈশাখ] তাঁকেই লেখেন: 'কালকে আবার সেই পুরোনো আড্ডায় 37 Alfred Placeএ উঠে এসেছি।' জুন মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই ছিলেন।

বন্ধুরা লণ্ডনে ছিলেন না, প্রকৃতিও বিরূপতা করছিল; ২৩ বৈশাখ [মঙ্গল 6 May] রবীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখছেন: 'আজ ২৩শে বৈশাখে এখনো আমাদের ঘরে আগুন জ্বলচে। আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে, মোটা কাপড়গুলোর বোঝা এখনো নামাতে পারিনি।'[৮] ঘরের মধ্যে বদ্ধ হয়ে তাই পূর্বোদ্ধৃত 28 Apr-এর পত্রে রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন: 'I am spending quiet days but very little work is being done. What I most want is a little more sunshine and the presence of loving friends.' কিন্তু দুটিই তখন দুর্লভ হয়েছিল। অথচ Quest Societyতে ছ'টি প্রবন্ধ পাঠ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় লণ্ডন ত্যাগ করাও সম্ভব হচ্ছিল না। এর জন্য নিজেরই উপর বিরক্ত হয়ে ১৭ বৈশাখ [বুধ 30 Apr] অজিতকুমারকে লেখেন: 'এত দীর্ঘকাল নিজেকে অগত্যা লণ্ডনে বদ্ধ করে ফেলেছি বলে দুঃখ বোধ হচ্চে। এই সময়ের মধ্যে কোথাও বেড়িয়ে আসতে পারলে খুশি হতুম।'[৯] অবশ্য সময়টি একেবারে বৃথা নষ্ট হচ্ছিল বলে

মনে হয় না, তিনি পূর্ব-কৃত অনুবাদগুলি ঘষামাজা করছিলেন। আলফ্রেড প্লেসের বোর্ডিং হাউসে উঠে গিয়ে 1 May রামানন্দকে লেখেন: 'বাংলা লেখা অনেক দিন বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছি। ইংরাজিও যে বিস্তর লিখিতেছি তাহা নহে। নিতান্তই কুঁড়েমিতে ধরিয়াছে। বোধ করিতেছি এটা অনাবশ্যক কুঁড়েমি নয়।'[১০]এই পত্রের সঙ্গেই তিনি 'The Relation of the Universe to the Individual' প্রবন্ধটি মডার্ন রিভিয়্যু-র জন্য পাঠিয়ে দেন। *The Hibbert Journal* ও *The Quest* ত্রৈমাসিক পত্রিকার July-সংখ্যার জন্য দুটি প্রবন্ধ পাঠানোর কথাও চিঠিটিতে আছে। পত্রিকাদ্বয়ে যথাক্রমে 'The Problem of Evil [pp. 705-16] ও 'The Realization of Brahma' [pp. 601-13] প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়; মডার্ন রিভিয়্যু-র জুলাই-সংখ্যাতে [pp. 1-6] প্রেরিত প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছিল। এগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> এখনো প্রবন্ধগুলি এখানকার কেহ দেখে নাই।…এ প্রবন্ধগুলি আমি কানের অভ্যাসে লিখিয়াছি এবং এ দেশের [আমেরিকার] শ্রোতারা কানে শুনিয়া ভাল বলিয়াছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার উপর ইস্কুলমাষ্টারী চোখ পড়ে নাই। একজন ইংরেজ [র‍্যাট্রে] একবার চোখ বুলাইয়াছিলেন তিনি কেবলমাত্র গোটাকতক articleএর বাহুল্য বর্জ্জন ও অভাব মোচন করিয়া দিয়াছেন এবং কয়েকটা অব্যয় প্রয়োগের ত্রুটিও মার্জ্জনা করিয়াছেন। অতএব অনুমান করিতেছি একেবারে চমক লাগাইয়া দিবার মত ভুল ইহাতে নাই।

কিন্তু ভুল ছিল এবং সেটি আবিষ্কৃত হয় প্রবন্ধ-পাঠের কয়েকদিন পূর্বে ভালো করে চোখ বুলোতে গিয়ে; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভুলগুলি সম্পর্কে তিনি 16 May [২ জ্যৈষ্ঠ] রামানন্দকে লেখেন: 'তাহার কতকগুলার জন্য আমি দায়ী—কারণ সেগুলা আমার ইচ্ছাকৃত না হইলেও আমার স্বকৃত বটে—আর কতকগুলা টাইপ লেখকের—দুইয়ে মিলিয়া অপরাধের বোঝা ভারি হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি ছাপা সারা হইয়া যায় নাই। যদি পারি আজই আপনাকে একটা সংশোধিত পাণ্ডুলিপি পাঠাইব।'[১১] কিন্তু ছাপাতে গিয়ে একটি টীকায় [p. 4] সম্ভবত রামানন্দই একটি মারাত্মক ভুল সংযোজিত করেন: 'I have used here the late Satis Chandra Ray's translation of my "Atma-bodh," after necessary correction and alteration.' এখানে 'the late' কথাগুলি রামানন্দেরই সংযোজন, রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই জানতেন অনুবাদটি শিক্ষাবিদ সতীশচন্দ্র রায়ের করা—ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক সতীশচন্দ্র যখন মারা যান, তখন 'আত্মবোধ' প্রবন্ধটি লেখাই হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে এসেছেন জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চারদিকে ভিড় জমে উঠতে শুরু করে। 25 Apr [১২ বৈশাখ]। Essex Hall-এ অবস্থিত The British & Foreign Unitarian Association-এর সেক্রেটারি W. Copeland Bowie তাঁকে লেখেন: 'The President will be glad if you kindly respond to a resolution of welcome and greetings to the Theists of India at the Luncheon on Wednesday 14 May.' 2 May [শুক্র ১৯ বৈশাখ] অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের অধ্যাপক Dr. J. Estlin Carpenter তাঁকে লেখেন, তিনি যদি শীতের শুরু পর্যন্ত ইংলণ্ডে থাকেন তাহলে 12 Oct থেকে শুরু Michaelmas Termএ হাভার্ডে প্রদত্ত চারটি বক্তৃতা পাঠ করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানাতে তাঁরা ইচ্ছুক—এর জন্য তাঁরা ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে ২৫ পাউণ্ড দিতে পারেন, আর 'If this is impossible, may I ask if you could visit us after Whitesuntide, somewhere between May 22nd and June 10th. ...It would be a great privilege if we could hear even a single address from you.' রবীন্দ্রনাথ যে প্রস্তাবের শেষাংশটি গ্রহণ করে পত্র লেখেন, সেটি জানা যায় ড কার্পেন্টারের 5 May-এর প্রত্যুত্তর থেকে; প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লেখেন: 'I hope that you will allow my wife & myself the

pleasure of receiving you here: more than forty years ago my wife's father entertained Keshub Chunder Sen, and she has cherished that memory ever since. We can easily arange vegetarian food if you prefer it.' এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ 9 May ড কার্পেন্টারকে লেখেন: 'Many thanks for your kind invitation to stay at your house while I am at Oxford which I accept with great pleasure.' ড কার্পেন্টার য়ুনিটেরিয়ান গির্জায় উপাসনা করার জন্যও তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'It is beyond my power to hold any divine service in English but if Bengali would suit my countrymen you can fix a time on Sunday 25th'.[১১ক] তখনও ইংরেজিতে মৌখিক ভাষণ দেওয়ার ব্যাপারে সংকোচ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

5 May Lyceum Club-এর ওরিয়েন্টাল সার্কেলের সম্পাদিকা Miss Rosanna Powell আর-একটি আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখেন: 'The President of the Oriental Circle the Countess Martineu Pesareses is very desirous that the Circle should give a Reception in your honour & I am requested by the Council to ask whether you would be so very kind as to allow them to do so; in which case would June 17th 4 to 6 o'clock be quite convenient to you!' তিনি নিজের সম্পর্কেও কিছু তথ্য দিয়েছেন চিঠিটিতে—রামমোহনের শেষ দিনগুলির সঙ্গিনী মিস মেরী কার্পেন্টার [1807-77] তাঁকে শিশুকালে দত্তক নিয়েছিলেন এবং ব্রিস্টলে ও ভারতে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহ লাভ করেন।

মে মাসের গোড়া থেকে রবীন্দ্রনাথের পরিচিত ব্যক্তিরা লণ্ডনে ফিরতে আরম্ভ করলে তাঁর নিঃসঙ্গতার অবসান ঘটে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রাবাস 'বাগানবাড়ি'র প্রাক্তন অধ্যক্ষ কালীমোহন ঘোষ সেখানকার হস্তলিখিত পত্রিকা 'বাগান'-এর জন্য যে 'বিলাতের পত্র'গুলি লিখে পাঠাতেন, সেগুলির অনেকটাই পূর্ণ থাকত 'গুরুদেবের সংবাদ'-এ যেগুলি রবীন্দ্রনাথের গতিবিধি জানার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি লিখেছেন:

> ৪ঠা মে রবিবার [২১ বৈশাখ] ৫টার সময় গুরুদেব Golders greenএ Er nest Rhysএর বাড়ী গিয়াছিলেন। সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ ও বৌদি ছিলেন। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল।/রীজ্‌দের বৈঠকখানা ঘরের পিছন দিয়া ঘন স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসের একটি ছোট ক্ষেত। মিসেস রীজের অনুরোধে কবি স্বয়ং গীতাঞ্জলীর কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। "সে যে আসে, আসে, আসে" এইটীর ইংরাজি [No. 45] পাঠ করিয়া—পরে বাংলায় গানও করিয়াছিলেন। Er nest Rhysকে আমি এই কবিতা পাঠ করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু তার চেয়ে ঢের ভাল হয়েছিল কবির পড়া। তিনি পড়তেই ভাবে ডুবে যেতে পারেন এবং তাঁর উজ্জ্বল চোখ মুখের ভিতর দিয়া কবিতার সব রসটি ফুটে উঠে। বাংলায় যখন গান করছিলেন ইংরেজি শ্রোতারা কিছুই বুঝতে পারছিল না। অথচ কবির চেহারার মধ্যে যে তন্ময়তা এবং সুরের মধ্যে এমন গভীর ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছিল তাহাতেই শ্রোতারা মুগ্ধ হইতেছিল। ...দুঃখের বিষয় ৭টার ডিনার মজলিস ভাঙ্গিতে হইল। Dr. Waldo নামে একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্ উপস্থিত ছিলেন। আরও ৬/৭ জন অতিথি ছিলেন।[১২]

Everyman's Library Series-এর সম্পাদক Ernest Rhys [1859-1946]-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আগের বারেই হয়েছিল, এইবারে সেটি ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়—রবীন্দ্রনাথ *Sadhana* [1913] গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন।

রোটেনস্টাইন যে 7 May [বুধ ২৪ বৈশাখ] তারিখের মধ্যে লণ্ডনে ফিরে এসেছেন, তা জানা যায় 'বিলাতের পত্র' থেকে। কালীমোহন লিখেছেন:

> ৭ই মে—বহুদিন পরে আজ মিঃ রদেনষ্টাইনের Studioতে গিয়াছি। আমি চোখ বুজিয়া বসিয়া আছি। রদেনষ্টাইন আমাকে আঁকছেন আর গল্প করছেন। এমন সময় গুরুদেব এসে উপস্থিত। হাতে manuscript। শীঘ্রই কাব্য আরেক খণ্ড বাহির হইবে। Foxstrangwaysএর দ্বারা Macmillanএর সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে।

তাঁদের আলোচনার কিছু বিবরণও কালীমোহন দিয়েছেন। লেডি হার্ডিঞ্জের *Gitanjali* ভালো লেগেছে এই কথার উল্লেখ করে রোটেনস্টাইন বলেন, 'যে সকল Anglo মনে করিত যে আমরা কয়েকজন লোক অতি মুগ্ধ হইয়া কেবল ভারতের অতি প্রশংসা করি, এখন তারা দেখিবে যে কেবল আমি এবং ইয়েট্‌স্ নন্ ইংলণ্ডের জনসাধারণ সকলেই আপনার কবিত্বের সমাদর করিতেছে—আমরা কেবল করিতেছি তা নয়।' ছোটগল্পগুলি রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনুবাদ করবেন একথা বলাতে রোটেনস্টাইন তা সমর্থন করেন। একই দিনের আর-একটি অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন কালীমোহন:

৭ই মে—রাত্রি ৮।টার সময় ২৬নং গিলবার্ট স্ট্রীটে Lady Flowerএর বাড়ীতে রাজার অনুবাদ পাঠ করিলেন। এইটে Private Drawing room. বেশী লোক নিমন্ত্রণ করেন নাই। ছোট একটী দল। এর মধ্যে Mr. ও Mrs. Rhys, Mr. and Mrs. Mead, Lady Lawকে চিনি। অন্যদের চিনি না।

কবি সামনের দুইটী দাঁত ফেলিয়া দিয়াছেন। তাহাতে পাঠের একটু ক্ষতি হইয়াছে। তথাপি চমৎকার পড়িয়াছেন। উচ্চারণ, পড়ার ধরণ অতি চমৎকার। ঠিক যেন বাংলাই পড়ছেন। ···শ্রোতার সংখ্যা ৩০। বৃদ্ধারা খুব জম্‌কাল জ্বল্‌জ্বলে সান্ধ্যপোষাক পড়ে [য] এসেছেন। ...পোষাকের ধরণ দেখেই মনে হচ্ছিল এরা "রাজা" শোনবার ঠিক সমজদার নন।

এরা বোধহয় বড় দরের লোক, মানী। কিন্তু ব্যাকুল ধর্ম্মপিপাসু নয়। নিজের মধ্যে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ততটা না জাগিলে "রাজা" বোঝা শক্ত। যাহা হউক দেখ্‌লাম Mr. Rhys, Mr. Mead ও আরো কয়েকটি লোকের খুব ভাল লেগেছে। তাঁরা খুব মুগ্ধ হয়েছেন এবং মন ঢেলে দিয়ে শুনেছেন। ২।৩টী সুসজ্জিতা বৃদ্ধা বেশ নিদ্রা দিয়েছেন। অর্দ্ধেক শ্রোতা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। কবির পড়ার ভঙ্গি তাদের খুব ভাল লাগ্‌ছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি তাহা বোঝেনি, ঘটনার ভিতরের রহস্যটা ধর্‌তে পারছে না। ...আমার খুব ভাল লাগ্‌ছিল। ভাল ভাল গানগুলি বাদ দিয়েছেন। "বসন্তে কি শুধু কেবল","কি আনন্দ" [? 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে'] ইত্যাদি গানের অনুবাদ করেন নাই।

Evelyn Underhill [Mrs. Stuart Moore] সম্ভবত শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন, তিনি 9 May রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'It was a great privilege & joy to be allowed to hear your wonderful play *last night*' আক্ষরিকভাবে চিঠিটি বিচার করে Mary Lago অনুমান করেছেন, রবীন্দ্রনাথ 8 May তারিখে নাটকটি পাঠ করেন—কিন্তু তা না-ও হতে পারে, পত্রলেখকেরা কখনও-কখনও লঘুভাবে দিন নির্দেশ করে থাকেন। তিনি এর পরে লিখেছেন: 'One thing specially struck me, even amongst all its beauties: I mean the episode of the King who went out to meet the great King on the battlefield, and fought like a brave man—hardly any one I think has told that before, & too many of our teachers of "religion" spend their time in saying the exact opposite.' স্পষ্টতই তিনি কাঞ্চীরাজের কথা বলতে চেয়েছেন।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'রাজা'-র অনুবাদ 'The King of the Dark Chamber'-এর পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছি। রবীন্দ্রনাথ একটি টাইপ-কপি নিয়ে আমেরিকায় যান। সেখানেও তিনি অনুবাদটির অল্পবিস্তর সংস্কার করছিলেন। রবীন্দ্রভবনে নাটকটির সর্বমোট আটটি পাণ্ডুলিপি [Mss. 86 (i-vii) এবং 67] আছে। এদের মধ্যে প্রথম দুটি পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। Ms. 86 (vi)-এ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সংশোধনের নমুনা আছে [উল্লেখ্য, পাণ্ডুলিপির সংখ্যাগুলি সংশোধনের ক্রমটি অনুসরণ করেনি]। এরই অন্য একটি টাইপ-কপিতে [Ms. 86 (vii)] রবীন্দ্রনাথ ব্যাপক সংশোধন করেন। এটি অবলম্বনে নাটকটি শিকাগোর *The Drama* পত্রিকার May 1914 [No. 14]-সংখ্যায় Alice Corbin Henderson-লিখিত 'Rabindranath Tagore' [pp. 161-76] শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ-সহ 'The King of the Dark Chamber/By Rabindranath Tagore/Translated into English by the Author' [pp. 177-

237] শিরোনামে প্রকাশিত হয়—সেখানে উনিশটি দৃশ্য ও সাতটি গান আছে। অধ্যাপক শ্যামলকুমার সরকার 'The King of the Dark Chamber: Text and Publication' [দ্র *V.B.Q.*, Nov 1972-Jan 1973/25-40] প্রবন্ধে Ms. 86-এর অন্তর্গত সাতটি পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন, 86(v)-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটিই 'Final authentic version'—তিনি Ms. 67 পাণ্ডুলিপিটি দেখেননি। কিন্তু Ms. 86 (v)-এর হুবহু টাইপ-কপি Ms. 67-এও রবীন্দ্রনাথ, অ্যাণ্ডরুজ ও কোনো অজ্ঞাত হস্তের বহুবিধ সংশোধন দেখে এটিকেই 'চূড়ান্ত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি' হিসেবে গ্রহণ করা যায়। রবীন্দ্রবীক্ষা-র চতুর্বিংশ সংকলনে [পৌষ ১৩৯৭।১১-৬৪] প্রাসঙ্গিক তথ্য-সহ এই পাঠটি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে মাত্র ১৪টি দৃশ্য ও ৬টি গান রক্ষিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 7 May লেডি ফ্লাওয়ারের ড্রয়িংরুমে যে নাটকটি পড়ে শোনান, সেটি সম্ভবত *The Drama*-তে মুদ্রিত পাঠের আকর-পাণ্ডুলিপিটি [Ms. 86 (vii)]—Ms. 86 (iii)-এর মতো মাত্র ১৪টি দৃশ্য পাঠ করলে কালীমোহন হয়তো 'বিলাতের পত্র'তে সেটি উল্লেখ করতেন।

২৫ বৈশাখ [বৃহ 8 May] রবীন্দ্রনাথ ৫২ বৎসর পূর্ণ করে ৫৩ বৎসরে পদার্পণ করলেন। বিদেশীরা তাঁর জীবনবৃত্তান্ত তখনও সঠিকভাবে জানতেন না, কিন্তু তাঁর স্বদেশবাসীরা উপলক্ষটিকে ঘরোয়াভাবেও উদ্‌যাপন করেছেন এমন কোনো খবর চিঠিপত্রেও পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দিনটি স্মরণ করে ২৪ বৈশাখ অজিতকুমারকে লিখেছিলেন:

> আগামীকাল আমার জন্মদিন। ...এবারে বিশেষ করে মনে হয়েছে হয়ত বা আর একটা নতুন বিকাশের পথে পা দিয়েছি, হয়ত বা আর একটা আবরণ মোচন হবে। আমাদের মুক্তি যে স্তরে স্তরে পর্দায় পর্দায় হয় এ ত একটা শিকল কেটে ফেলা নয়। এ কিনা ভিতরের দিক থেকে মুক্তি—একটার পর একটা পাপড়ি খুলতে থাকে—প্রত্যেক বারে আনন্দ—প্রত্যেকবার মনে হয় এই বুঝি শেষের পথে এসে দাঁড়ানো গেল, এখন থেকে বুঝি কেবল একটানা সোজা লাইনে বরাবর চলতে হবে—কিন্তু এ কি বিস্ময়, পথ দেখি আবার বাঁকে, সামনে দেখি আর এক দৃশ্য—যেটাকে মনে করেছিলুম সুপরিচিত হয়ে গিয়েছে সেটাকে আর এক দিক দিয়ে দেখি সে এক নূতন চেহারা। পরিচয় আর ফুরোবে না। নিজেরই পরিচয়।[১৩]

ভাবনাটি সত্য হয়েছিল। জীবনের এই বৎসরটি পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি নূতন একটি বিকাশের পথে পদার্পণ করেছিলেন। অনেক দিন ধরেই তিনি ধীরে ধীরে পরিবারের, সাম্প্রদায়িক ধর্মের, জাতির ও দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে আসছিলেন—ননাবেল প্রাইজ তাঁকে বিশ্বনাগরিক করে দিয়েছে।

পরের দিন 9 May [শুক্র ২৬ বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথ দি ইণ্ডিয়ান আর্ট, ড্রামাটিক অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডলি সোসাইটির উদ্যোগে ২১ ক্রমওয়েল রোডে নর্থব্রুক সোসাইটি হলে তাঁর অপ্রকাশিত নাটক *Chitra* পাঠ করে শোনান। সুকুমার রায় এইদিন তাঁর বাবাকে লেখেন: 'রবিবাবু আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন—কাছেই বাড়ী নিয়েছেন। আজ আরেকটু পরেই উপরে তাঁর বক্তৃতা আছে—বক্তৃতা ঠিক নয়, তাঁর একটা কি drama translation পড়বেন। অনেক লোক আসবেন-Sir Herbert Beerbohm Tree preside করবেন।'[১৪] সভাপতিত্ব অবশ্য করেন অন্য ব্যক্তি—Sir Richard Stapley। *The Westminister Gazette* [10 May]-এ কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার-সহ অনুষ্ঠানটির একটি বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পাঠ-সম্পর্কে পত্রিকাটি লেখে: 'Before a large and deeply interested gathering that included many Anglo-Indians and many well-known men of letters, Mr. Tagore leant over his reading-desk—a tall, slim, figure dressed in tight-fitting garments of black, a face with finely chiselled features and with the

deep-set eyes and a flowing beard in which grey is taking the place of black; and a strangely thin, but musical, voice. In the dusk of late afternoon the shaded light that was directed upon his manuscript was reflected in a copper glow upon his face; but he read with hardly a gesture, without a break, and in the accents of a refined Englishman from the beginning of his prose-poem to the end.'[১৫] *The Times* [10 May] থেকে জানা যায়, সহকারী ভারতসচিব Edwin S. Montagu [1879-1924] ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবটি উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত তাঁর একটি ভারতসফরকালীন অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। পত্রিকাটি লেখে: 'The reading was received with enthusiasm by the audience; and the poet—a quiet, almost a shy man—was overwhelmed with compliments by the many admirers who crowded round him before he could escape from the room.'[১৫] রবীন্দ্রনাথ এই বিবরণটি ২৯ বৈশাখ [সোম 12 May] অজিতকুমারকে পাঠিয়ে দেন।

লণ্ডনে *Chitra* পাঠ করার কয়েকদিন পরে 17 May [শনি ৩ জ্যৈষ্ঠ] আয়ার্লণ্ডের ডাবলিনে Abbey Theatreএ ডাকঘর-এর অনুবাদ *The Post Office* অভিনীত হয়। গত বৎসর থেকেই এটি অভিনয় করার কথা হচ্ছিল। *2 Aug 1912 [১৭ শ্রাবণ ১৩১৯] রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে অজিতকুমারকে লিখেছিলেন: 'রোটেনস্টাইন এইটে পড়ে আনন্দিত হয়েছেন। তিনি বলছেন অক্টোবরে এটা তিনি ষ্টেজ সোসাইটিকে দিয়ে অভিনয় করাবার ব্যবস্থা করবেন।'[১৬] এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। রোটেনস্টাইন ইয়েট্‌স্‌কে একটি কপি পাঠিয়েছিলেন; 2 Dec 1912 তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'Yeats thinks the Post Office a masterpiece, & would like the Dublin theatre people to produce it. He is talking the matter over with the Irish theatre people.'[১৭] ইয়েট্‌স্‌ 25 Apr [১২ বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'We are anxious to perform The Post Office in Dublin in the middle of May. Rothenstein with whom I have been in correspondence about it will explain to you the circumstances.'[১৮] 11 May [রবি ২৮ বৈশাখ] তিনি পুনরায় লেখেন: 'I am afraid that I never told you that we give our first performance, Post Office in Dublin on Saturday next May 17. I hope we shall often revive it. ...We are giving this first performance for the benefit of an Irish school, which is a little like your own school in that the vehicle of instruction is the native language (Irish in this case) and in the intimate and friendly relation of masters and boys. —In Ireland it is difficult to get good audience once May begins and this benefit performance was our best chance of giving the play a good start.'[১৮]

St. Enda's College-এর গৃহনির্মাণ তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে *The Post Office* ও P.H. Pearse [1879-1916]-এর *An Ri* নাটকদুটি অভিনীত হয়। *The Irish Times* [19 May] নাটকটি সম্পর্কে লেখে: 'This is the first production in Dublin of the piece, which consists of two acts, and has been written by Rabindranath Tagore, an Indian writer, some of whose work has already attracted attention in portions of Western Europe. Mr. Lennox Robinson was responsible for

the production. Mr. W.B. Yeats and others associated with the Abbey Theatre have already expressed a high opinion of Tagore, and their judgement was confirmed by the appreciation and applause extended to this specimen of the author's art by Dublin play-goers, as it was presented in its English dress on Saturday night.'[১৯] *Daily Express* [19 May] অভিনয়ের বিবরণে লেখে: 'The company must be congratulated on the minuteness with which they "made up" for the parts. ...The scenes were composed of Gordon Craig screens, and were arranged by Mr. J.F. Barlow. ...Too much praise cannot be given to Miss Lilian Jago for her impersonation of the pathetic part of Amal. ...Mr. Farrell Pelly was very good as the Dairyman, and Mr. Michael Coniffe as Gaffer. Mr. Philip Guiry as Madhab showed a very fine grasp of an unusul but apparently none the less congenial task.'[২০] *The Irish Times* কিন্তু অমলের ভূমিকাভিনেত্রীর প্রশংসা করেছে: 'The central character in the play—that of the child—was sustained in a sympathetic and impressive manner by Lilian Jogoe, hers being an outstanding triumph in the presentation, for she revealed a fine conception of the part.' অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন Miss Nell Stewart (Sudha), Mr. Charles Power (Doctor), Mr. James Duffy (Headman), Mr. Thomas Barrett (King's Herald), Mr. Sean Connolly (King's Physician) এবং বালকদের ভূমিকায় Desmond Murphy, Owen Clarke এবং Horace Jennings. লণ্ডনের Court Theatre-এ নাটকটি অভিনীত হয় 10 Jul [বৃহ ২৬ আষাঢ়]। ইয়েট্স্ 20 May সম্ভবত *The Insh Times* ও *Daily Express*-এর কর্তিকা দুটি পাঠিয়ে Wednesday [21 May] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'We will put our best people into it and will take out of the cast those whose Irish accent proved too strong at the Dublin performance.'[২১] রবীন্দ্রজীবনী-কার অনর্থক 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়-এ উদ্ধৃত *Daily Express*-এর উদ্ধৃতির বিকৃতি ঘটিয়ে এই অভিনয়ের তারিখটি 10 May নির্দেশ করে পাঠকদের বিভ্রান্ত করেছেন।[২২]

বৈশাখের শুরুতে লণ্ডনে এসে বন্ধুসঙ্গের অভাব রবীন্দ্রনাথকে ক্লান্ত করেছিল, বৈশাখের শেষে সঙ্গের আধিক্যে কাতর হয়ে তিনি ২৯ বৈশাখ [সোম 12 May] অজিতকুমারকে লেখেন: 'ক্রমেই গোলমাল বেড়ে উঠছে এবং আমি ক্লান্ত হয়ে পড়চি। নানা বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি বলে বেরতে পারচি নে—নইলে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতুম।'[২৩] তাঁর অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠেছিল এবং এর জন্য উভয় পক্ষই দায়ী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে অনেকগুলি তর্জমা জমেছিল, তিনি চাইছিলেন বিদেশী পাঠক-শ্রোতাদের কাছে তাদের মূল্য যাচাই করে নিতে—সম্ভব হলে সংশোধন বিষয়ে পরামর্শ নিতে; অপরপক্ষ আগ্রহী ছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী সান্নিধ্যের জন্য, সাহায্যদানের সুযোগ পেলে তাঁরা নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। 'Saturday' [? 10 May] Evelyn Underhill লিখেছেন: 'I look forward very much to seeing you here on Monday afternoon. The Dean of St. Pauls can come & is greatly looking forward to meeting you. Perhaps if you have a spare M.S. of "The King of the Dark Chamber" for me to look through

you will bring it with you then?' দুটি প্রস্তাবই রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর T. Sturge Moore 13 May দুটি বিকল্প তারিখ দিয়ে তাঁর বাড়িতে আসার জন্য যখন আহ্বান জানান, তখন রবীন্দ্রনাথ 14 May তাঁকে সানন্দে লেখেন: 'Indeed I shall be delighted to spend a day with you at your place and I hope you will allow me to bring my new translations with me to read some of them to you. Certainly I know how to take an ell when an inch is offered. I have an engagement on Tuesday 27th in the afternoon but I can keep the 3rd of June free if that will suit you.' *The Crescent Moon*-এর কবিতাগুলি সংশোধনে স্টার্জ মূর প্রভূত সাহায্য করেন, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন।

২৮ বৈশাখ [রবি 11 May] স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা Miss J. Macleod-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ Mrs Boole-এর বাড়ি যান। পরের দিন তিনি জগদানন্দকে লেখেন: 'কাল আমরা Mrs. Boole নামক একজন বিখ্যাত আঙ্কিকের বাড়ি গিয়েছিলুম। তাঁর বয়স ৮২ বছর। কিন্তু কি সুতীক্ষ্ণ তাঁর মানসিক শক্তি। ইনি বিধবা, এঁর স্বামী [George Boole, 1815-64] একজন বিখ্যাত গণিতবেত্তা ছিলেন। খুব ছোট ছেলেদের মনে সহজে ও প্রত্যক্ষভাবে জ্যামিতির বোধ সঞ্চার করে দেবার যে উপায় ইনি উদ্ভাবন করেছেন তাই দেখে আমরা ভারি বিস্মিত হয়েছি। এঁর প্রণালী এবং তার সমস্ত উপকরণ আমরা সংগ্রহ করবার চেষ্টায় আছি। সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'[২৪] 15 May [বৃহ ১ জ্যৈষ্ঠ] জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখলেন: 'তোমার বন্ধু Mrs. Booleএর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তিনি তোমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। ... Miss Macleod আমাকে তাঁহার ওখানে লইয়া গিয়াছিলেন।'[২৫]

২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 16 May] রবীন্দ্রনাথ 50, Campden Hil Square-এ ইভলিন আণ্ডারহিলের বাড়ি গিয়ে তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসেন; আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে 18 May ইভলিন তাঁকে লেখেন: 'It would be such a very great pleasure to us both if you would come & dine with us quietly on Wednesday May 28th at 7.45. Not a party—just ourselves.' 17 May বার্নার্ড শ'-র স্ত্রী শার্লট তাঁকে 10 Adelphi Terrace থেকে লেখেন: 'My husband & I hope very much that you will come & have luncheon with us here at 1.30 on Saturday next, the 24th, at 1.30 [sic.]. Mr. Rothenstein is coming.' অন্তত এই তারিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি, এই সময়ে তাঁর অক্সফোর্ডে যাওয়ার ব্যবস্থা আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত শ্রীমতী রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথ ফিরে আসার পর তাঁদের ডিনারে আমন্ত্রণ করেন; 31 May রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'My wife writes that you enjoyed your time with Shaw—I felt sure you would like him, for he is the most genial of all the men of talent I know, with a largeness of personality & radiance of wit which endears him to us very much.'[২৬] এখানে রোটেনস্টাইন শ'-এর প্রতিক্রিয়ার কথা গোপন করেছিলেন, যা খোলাখুলিভাবে লেখেন আত্মজীবনীতে: 'But they did meet, though I was away when the Shaws came to dinner. My wife told me that Shaw was rather outrageous, while his wife was all admiration—'Old blue-beard,' said Shaw to mine while he was leaving, 'how many wives has

he got, I wonder!'[২৭] রবীন্দ্রনাথ যাঁদের 'শজারু-জাতীয়' বলে অভিহিত করেছিলেন, শ' ছিলেন সেই জাতের লোক—প্রতিক্রিয়াটি তাঁর স্বভাবসংগত হয়েছিল।

কালীমোহন ঘোষ তাঁর 'বিলাতের পত্র'তে লিখেছিলেন: 'Bernard Shaw বিখ্যাত নাটক লেখক—এদেশের। কবির [তাঁর] সঙ্গে ১৬ই মে কবি Cambridgeএ যাবেন। তথাকার ভারতীয় ছাত্রগণ তাহাদের Indian Mejlisএ কবিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।' বার্নাড শ' নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গী হননি, 17 May তাঁর স্ত্রী মধ্যাহ্নভোজনের যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাতে এরূপ ঘটনার আভাস নেই। অরবিন্দমোহন বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রভৃতিরা তখন কেম্ব্রিজের ছাত্র—সম্ভবত তাঁরাই রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। *The Cambridge Magazine* [24 May 1913/596]-এ "Mr. Tagore on Indian Religion' শিরোনামায় 18 May [রবি ৪ জ্যৈষ্ঠ] মজলিশে তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে লেখা হয়: 'On Sunday evening last, Mr. Rabindranath Tagore—whose book "Gitanjali" is reviewed on another page—read a most valuable paper to the Majlis Society on "The Ancient Religious Ideals of India",' পত্রিকাটির বিবরণ থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ 'The Relation of the Individual to the Universe' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে পাঠ করেছিলেন। তিনি অধ্যাপক জে. ডি. অ্যাণ্ডারসনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন; কৃতজ্ঞ অ্যাণ্ডারসন 22 May লেখেন: 'Just a brief line to tell you that I shall always remember with interest and gratitude that memorable coming in St. Mary's Lane. I have since thought of dozens of things I might have asked you, but what will remain in my mind will be the memory of your voice as you recited your poetry. ...to hear you speak your own verses was a lesson which I shall never forget.'

রবীন্দ্রনাথ 19 May [সোম ৫ জ্যৈষ্ঠ] লণ্ডনে ফিরে আসেন। এইদিন সন্ধ্যায় তিনি Quest Societyর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম বক্তৃতা 'The Relation of the Universe and the Individual' Caxton Hall-এ পাঠ করেন। *The Times*-এর মতো পত্রিকায় এই ভাষণাবলি সম্পর্কে একটি লাইনও লেখা হয়নি, এমনকি দৈনন্দিন সভাসমিতির বিজ্ঞাপনেও কোনো উল্লেখ নেই। তবে অমৃতবাজার পত্রিকা-র নিজস্ব সংবাদদাতা বক্তৃতাটির দীর্ঘ সংক্ষিপ্তসার-সহ লেখেন: 'The poet is becoming the teacher, and the first of his lectures on "The Search of God" brought a large audience to the Caxton Hall on May 19.'[২৮] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত *The Inquirer, The Westminister Gazette* এবং অন্যান্য কয়েকটি নাম ও তারিখ-হীন সংবাদ-কর্তিকা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ইংলণ্ডেও অপ্রচারিত ছিল না।

শ্রোতাদের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা ছিল:

RABINDRANATH TAGORE'S LECTURES

on

The Search for God

CAXTON HALL, WESTMINSTER, S.W.

Monday Evenings, 8.30 p.m.

May 19 and 26, and June 2, 9 and 16

COURSE TICKET—TEN SHILLINGS

Transferable

—এইরূপ একটি টিকিট পাঠিয়ে বক্তৃতা শোনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য 21 May স্টার্জ মূর রবীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ জানান। শ্রোতাদের মধ্যে মে সিনক্লেয়ার ছিলেন, তিনি 20 May লেখেন: 'It was a great pleasure to hear yr. splendid lecture last night.' আর্নেস্ট রীজ্‌ও শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে তাঁর লেখা রবীন্দ্র-জীবনীতে: '...they had a profound effect on their hearers. Rabindranath Tagore has that unexplainable grace as a speaker which holds an audience without effort, and his voice has curiously impressive, penetrative tones in it when he exerts it at moments of eloquence. Something foreign and precise in the turn of an occasional word there may be; and there are certain high vibrant notes which you never hear from an English speaker. But these differences, when for instance he spoke of "Ravana's city where we live in exile," or of Brahma, or when he paraphrased a text of the Upanishads, only helped to remind us in the Westminister Lectures that here was a speaker who was a new conductor of the old wisdom of the east, and who, by some art of his own, had turned a London hall into a place where the sensation, the hubbub and actuality of the Western world were put under a spell.'[২৯]

মে সিনক্লেয়ার উল্লিখিত 20 May-র পত্রে রবীন্দ্রনাথকে সপরিবারে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে সুবিধামতো তারিখ ঠিক করতে বলেন। তাঁর উত্তর পেয়ে খুশি হয়ে 21 May তারিখে লেখেন: 'Saturday, the 31st will suit me perfectly.' গত বছর 2 Oct Sesame Club-এ তিনি রবীন্দ্রনাথকে সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন, এবারে তাঁকে আহ্বান করেন Alexandra Court-এ—তাঁর ফ্ল্যাট এইসব আয়োজনের উপযোগী নয় বলে দুঃখপ্রকাশ করে তিনি লেখেন: 'But I am securing a private room where we can talk afterwards.' তিনি May 1913-সংখ্যা *North American Magazine* [pp. 659-76]-এ 'The "Gitanjali" or Song-Offerings of Rabindra Nath Tagore'—শীর্ষক একটি বড়ো প্রবন্ধে লিখেছিলেন। এই বিষয়ে তিনি লেখেন: 'I am so glad you liked my article. I wish it had been better! I'm afraid Mrs. Stuart Moore will not be pleased with my treatment of her darling Catholic mystics. To me the difference is something profounder than any [...] differences in taste. And I cannot agree with her estimate of Indian mysticism. But I may have laid too much stress in the differences. You will talk with me when we meet?'[৩০] তাঁদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল জানা নেই, কিন্তু মিস্টিসিজমের ব্যাপারে ইভলিন আণ্ডারহিলের মতামতের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল বেশি—সেইজন্য কবীর-সম্পাদনায় তাঁরই সাহায্য নিয়েছিলেন। তবে তিনি *The Crescent Moon*-এর পাণ্ডুলিপি মে সিনক্লেয়ারকে দেখতে দিয়েছিলেন—একটি তারিখহীন চিঠিতে উভয়ের আলোচনার দিনক্ষণ স্থির করার কথা আছে, তাতে মে সিনক্লেয়ার লেখেন: 'I can't tell you how much I admire the Poems—the simple, [...] loveliness of them. That is nothing to change except a word here & there, [...], as you are giving it simplicity, sd. be more like the language our children use, or we use to them. I have made notes of all of them.'[৩০] আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ এই কাজে স্টার্জ মূরের সাহায্যও নিচ্ছিলেন। তাঁর অনুবাদ পরিমার্জনার ব্যাপারে এইটিই প্রধান ত্রুটি ছিল। অনেককেই তিনি সাহায্যের জন্য আহ্বান করেছিলেন, তাঁরাও খুশিমনে এগিয়ে এসেছেন—কিন্তু একাধিক সাহায্যকারীর অস্তিত্ব জানাজানি হওয়ায় ক্ষুণ্ণ অহমিকায় অনেকেই মনের প্রসন্নতা বজায় রাখতে পারেননি।

ড কার্পেন্টার অক্সফোর্ডে আসার জন্য রবীন্দ্রনাথকে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, 19 May তার বিস্তারিত কার্যসূচি লিখে পাঠান:

I have announced your address on Friday next 23 May at Manchester Hall from 3 o'cl. If you kindly let me know by what train you will arrive in the morning, I will meet you, & we will drive out here for a quite lunch. After the lecture we will have a quiet cup of tea, when my colieagues & their wives hope to have the pleasure of seeing you. On Saturday 24 May Mrs. Max Muller, who is recovering from a long illness, will lunch with us, & Prof. Gilbert Murray who is the interpreter of the Greek poet Euripedes as none has interpreted him before.

In the afternoon there will be a little meeting at the College from 4 to 6, when a few friends interested in philosophy & religion will come in for some conversation: in the evening your countrymen will invite you to a gathering at one of the hotels.

...We must not lay on you the added labour of conducting a Sunday morning service.

রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর দেন 21 May: 'I shall start from London on Friday May 24th [23rd] at 10.20, reaching Oxford at 11-55 A.M. I hope that will be quite convenient for you. Our Indian students have asked me to a dinner on Friday night, but I do not know if that will interfere with any arrangement that you may have made and I have requested them to ask your permission. I want to leave Oxford on Saturday evening after dinner.'[৩০]

রবীন্দ্রনাথের অক্সফোর্ড-ভ্রমণের একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় Shahid Suhrawardyর 'Tagore at Oxford' [দ্র *The Calcutta Municipal Gazette,* Tagore Memorial Special Supplement 19, pp. 36-40] প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের অক্সফোর্ড-ভ্রমণ নির্ধারিত হয়ে গেলে সেখানকার ভারতীয় ছাত্রেরা তাঁদের Oxford Majlissএ তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী অক্সফোর্ডে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে এবিষয়ে কথা হলেও আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানাতে সোহ্‌রাবর্দি লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন [তিনি 'Chelsea' গিয়ে দেখা করার কথা লিখেছেন, সেটি ঠিক নয় —Chelseaতে শ্রীমতী মূডির ফ্ল্যাটে 19 Jun থেকে রবীন্দ্রনাথ বসবাস শুরু করেন]। 23 May [শুক্র ৯ জ্যৈষ্ঠ] দুপুরে রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডে যান। সোহ্‌রাবর্দি লিখেছেন: 'Beside the entire Indian colony on the platform there were a number of English people headed by Estlin Carpenter, vigorous and bearded, who was to be the Poet's host. The arrangement was that our visitor was to dine that night with the committee of the Majliss at the Randolph Hotel, breakfast in my rooms the next morning, deliver his address at Manchester College in the early afternoon and then attend the large reception the Majliss was giving him at a hired hall in the city.' তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে একটি ছবি ছাপা হয়েছে: 'At a dinner given at Randolph Hotel by the Bengali students at Oxford, May 23, 1913.' —ছবিটিতে সোহ্‌রাবর্দি-ভ্রাতৃদ্বয়, কিরণশঙ্কর রায়, এস. কে. গুপ্ত, সুরেন্দ্রকুমার সেন ও বসন্তকুমার মল্লিককে দেখা যায়।

উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী, ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের বক্তৃতা হয়েছিল পরদিন 24 May [শনি ১০ জ্যৈষ্ঠ]। কিন্তু তথ্যটি ঠিক নয়। সাপ্তাহিক *The Oxford Magazine* [22 May]-এর 'Calender for the Week'-এ লেখা হয়: 'Friday, May 23/ 3 p.m. Public Discourse by Mr. Rabindranath Tagore, "Realization in Love," at Manchester College.' এই পত্রিকারই 29 May-সংখ্যায় 'Notes and News' [p. 362] বিভাগে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের সংক্ষিপ্তসার মন্তব্য-সহ মুদ্রিত হয়: 'Very considerable interest was aroused by Tagore's visit to Oxford on Friday last. To a large audience in the library at Manchester College he delivered a short, mystical address on "Realization in Love." ...Tagore told his audience that sin was an attitude of life that regarded its goal as finite, its own little self as its chief aim and the object of its affection. The failure of all civizations that look on a man as a machine was certain. No civilization could long sustain itself by "cannibalism" of

any sort, physical, mental, or spiritual. If one part of the community lived at the expense of the other part the whole community was in peril. ...As in his poems, so in his address, Tagore is never afraid of using quite modern forms of life to illustrate his meaning, choosing his illustrations for their aptness, not their age! His power seems to lie in his ability to unite East and West, the mystical and the modern, without either the beauty or the depth of his teaching suffering in the least thereby.'

বক্তৃতার দিন ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের বিশাল হল ভরে গিয়েছিল 'with a brilliant and awe-inspired crowd of professors, dons and undergraduates'। কবি Robert Bridges [1844-1930] তাঁর পুত্রকে নিয়ে সভাস্থলে এসেছিলেন। কালীমোহন ঘোষ 'বিলাতের পত্র'তে লেখেন: 'Mr. Robert Bridges Tennysonএর দলের শেষ কবি। তিনি গুরুদেবের বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর আবেগপূর্ণ ভাষায় গুরুদেবকে বলিলেন, "তুমি আমাদের ইংলণ্ডের কবিসমাজকে নূতন প্রাণ দিয়াছ। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তোমার সঙ্গে handshake করতে এসেছি। আমার পুত্রটীকেও তোমার সঙ্গে handshake করতে এনেছি।' সোহ্‌রাবর্দি লিখেছেন, ব্রিজেস পরদিন বিকেলে রবীন্দ্রনাথকে চা-পানের আমন্ত্রণ জানান—তাঁকেও যোগ দিতে বলেন। বছর-খানেক পরে 7 Jun 1914 রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে ব্রিজেস এই সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচারণ করেছেন: 'My meeting with you in Oxford was a great pleasure, & your presence here gave reality to the honest but vain profession of the University to be a home for all creeds & nations. I shall not forget the evening when you sat modestly and patiently crowned in your laurels, receiving the homage of your countrymen & myself. It was a piece of real enthusiasm, full of significance and promise—the very wreath was prophetic—and I enjoyed it all heartily.'[৩০] কিন্তু ড কার্পেন্টারের মতো ধর্মতত্ত্বজীবী 'কবি'র আতিথ্যভার নিয়েছেন, এটি ব্রিজেসের পছন্দ হয়নি—উক্ত পত্রে তিনি লেখেন: 'But I wished that I could have been your conductor for one day, for I know that I could have shown you a different side of Oxford from what you could see under the guidance of professional theologians.' রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এইরূপ প্রতিযোগিতা দেশে-বিদেশে অনেকবার দেখা গেছে।

ব্রিজেস অক্সফোর্ড থেকে মাইল-ছয়েক দূরে একটি পাহাড়ের উপরে থাকতেন ['Chilswel']। সোহ্‌রাবর্দি লিখেছেন: 'Tagore had come over in a hansom-cab. ...After he had left, Bridges excitedly spoke how that evening...he had come to understand Tagore's wise spirit. Then turning brusquely he added: Tagore is an extra-ordinarily good-looking fellow. There is something unreal about him, something Assyrian, Old Asiatic. Do you think he puts gold in his beard?' ব্রিজেসের মতো একজন রুক্ষভাষী বৃদ্ধও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের দ্বারা কতটা অভিভূত হয়েছিলেন, এই কথাই তার প্রমাণ। মাঝে উভয়ের সম্পর্কের কিছু অবনতি ঘটলেও, রবীন্দ্রনাথ 1920-তে আবার অক্সফোর্ডে গেলে ব্রিজেসের আমন্ত্রণে তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন তাঁর বন্ধু প্রমথলাল সেন ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে অবস্থানের সময়ে। তাঁর কাছ থেকে খবর পেয়েই 22 Jul 1912 A.G. Weld রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ডে আহ্বান করেছিলেন। একইভাবে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ Friedrich Maxmuller [1823-1900]-এর বিধবা পত্নী Georgina তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে 21 Jul ও 8 Aug দুটি পত্র লেখেন। কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথ সেখানে যেতে পারেননি। এইবার ড কার্পেন্টারের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে তিনি শ্রীমতী ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে মিলিত হন।

অক্সফোর্ডে ইতিহাসের অধ্যাপক Herbert Fisher [1865-1940] রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন, ড কার্পেন্টারের বাড়িতে তাঁদের পরিচয়ও হয়। 11 Jun একটি পত্রে তিনি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা C.J. Balfour-এর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সম্মতি প্রার্থনা করেন। এই বৎসরের শেষ দিকে ফিশার রয়্যাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে ভারতে ও কলকাতায় আসেন।

রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড থেকে সম্ভবত 24 May [শনি ১০ জ্যৈষ্ঠ] রাত্রে লণ্ডনে ফিরে এসেছিলেন। 26 May সন্ধ্যায় তিনি ক্যাক্সটন হলে তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতা 'Soul Consciousness' পাঠ করেন।

কালীমোহন ঘোষের বর্ণনা অনুযায়ী, 'New Theology আন্দোলনের প্রবর্ত্তক এবং বর্ত্তমান ইংলণ্ডের মধ্যে একজন প্রধান চিন্তাশীল ধর্ম্মযাজক' Sir Richard Stapley 9 May *Chitra*-পাঠের আসরে সভাপতিত্ব করেছিলেন; সম্ভবত তখনই তিনি 27 May [মঙ্গল ১৩ জ্যৈষ্ঠ] তারিখটি সভা ও সান্ধ্যভোজের জন্য তাঁর কাছে চেয়ে নেন—সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ 14 May স্টার্জ মূরকে তাঁর আমন্ত্রণের তারিখ বদলাতে বলেন। 25 May Sir Stapley রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'We are anticipating the pleasure of your visit here next Tuesday./My motor car will be at your house about 3.45 P.M. The car will hold four inside quite comfortably so that your son, daughter [sic] and nephew can accompany you. Between the meeting and the social meal you may like to rest quietly.'[৩০] এই সভার একটি স্মৃতিচারণ করেছেন R.J. Campbell [দ্র *The Golden Book of Tagore,* pp. 43-44]। তিনি লিখেছেন, সভায় ইভলিন আণ্ডারহিল ও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় *The Creed of Buddha* গ্রন্থের লেখক Edmond Holmes উপস্থিত ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেখানে *The King of the Dark Chamber* নাটকটি পড়ে শোনান।

গতবারে ইংলণ্ডে থাকার সময়ে ও পরে আমেরিকায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ বিপুল পরিমাণ কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, তা আমরা আগেই বলেছি। প্রথমে রথীন্দ্রনাথ ও পরে শ্রীমতী মূডির সেক্রেটারি মিস্ কেলগ্ সেগুলির টাইপ-কপি প্রস্তুত করেন—রবীন্দ্রনাথ তার উপরেও সংশোধন করলে আবার টাইপ-কপি তৈরি করা হয়। তিনি আমেরিকা যাওয়ার আগে কিছু অনুবাদের কপি রোটেনস্টাইনের কাছে রেখে গিয়েছিলেন, রোটেনস্টাইন তাদের কপি করিয়ে ম্যাকমিলান কোম্পানির কাছে পাঠিয়ে দেন প্রকাশযোগ্যতা বিচারের জন্য। আমেরিকা থেকেও রবীন্দ্রনাথ মাঝেমাঝেই নূতন অনুবাদের কপি রোটেনস্টাইনকে পাঠিয়েছেন, তাঁদের পত্রাবলিতে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। ইয়েট্স্কেও রবীন্দ্রনাথ একাধিক অনুবাদ-গুচ্ছ প্রেরণ করেছেন, 27 Mar 1913 [১৪ চৈত্র ১৩১৯]-এর পত্রে সেই খবর রয়েছে: 'I am sending you the next batch of my translations. They contain poems written in different times and different moods. I don't mean that they all should be published but they will give you

some idea of what my works are like. If you have leisure and if you feel inclined will you kindly glance through them and make a selection of your own? I shall reach Europe by the middle of the next month when I shall have some discussions with you about the translations.'[৩১]

ইয়েট্‌স্ এই চিঠির উত্তর দেন এক মাস পরে 25 Apr [১২ বৈশাখ ১৩২০], *Gitanjali*-র ক্ষেত্রে তাঁর যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল বর্তমান ক্ষেত্রে সেই তৎপরতা দেখা যায়নি: 'The poems (also Post Office) have reached me. I have only had time to read a few so far but of these few some are of great beauty. I found some words to be changed. It is again the old difficulty 'the words that have not got their souls yet and the words that have lost their souls.' I shall be very busy for the next two weeks and may not be able to do anything at the MS until these weeks are over.'[৩২] 11 May [২৮ বৈশাখ] তারিখেও তাঁর অগ্রগতি সামান্য: 'I have not yet had time to do more than read a few of the poems. They are very beautiful.'[৩৩] 20 May [৬ জ্যৈষ্ঠ] আয়ার্লণ্ড রওনা হবার আগের দিন লেখেন: 'I think it will take me seven or eight days to take them in properly and come to some conclusion, before advising you.'[৩৪] কিন্তু পরের দিনই আয়ার্লণ্ড থেকে লিখলেন: 'I read a number yesterday and thought them most beautiful. I am making a few suggestions in pencil on the margin.'[৩৫] 'রবিবার' [1 Jun: ১৮ জ্যৈষ্ঠ] লণ্ডনে আসবেন খবরটি জানিয়ে 25 May [রবি ১১ জ্যৈষ্ঠ] লেখেন: 'I am reading the new poems everyday and with delight. I feel that the love poems probably lose more in translation than the others and they seem to need rhyme and the lightness of some lyrical measure, but great beauty remains.'[৩৫]

Gitanjali-র সুলভ সংস্করণ প্রকাশের অভাবনীয় ব্যবসায়িক সাফল্যে উৎসাহিত ম্যাকমিলান কোম্পানি তখন রবীন্দ্রনাথের আরও গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করেছে। তাই ইয়েট্‌সের চিঠি পেয়েই রবীন্দ্রনাথ 29 May [বৃহ ১৫ জ্যৈষ্ঠ] রোটেনস্টাইনকে লিখলেন: 'Could you invite Yeats at your house to lunch next Wednesday so that I can have an opportunity of discussing with him my translations that he is revising. Macmillans are ready to publish my next book of poems and also my lectures, and they want the Mss. as soon as possible so as to be in time for the next autumn publication season.'[৩৬]

4 Jun [বুধ ২১ জ্যৈষ্ঠ] তারিখটি আর্নেস্ট রীজ্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেটিকে 6 Jun শুক্রবার বা শনিবারে পরিবর্তিত করার অনুরোধ জানিয়ে 31 May রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন: 'Macmillans are ready to publish my lectures and they have gladly taken up my suggestion that they should be submitted to you for corrections. Kindly let me know what your terms are, so that I can arrange about it with my Publishers. These lectures are six in number and there are three other papers of quite short length. You know my English requires lot of brushing up and I

know nobody better fitted to do it than yourself.'[৩৭] *Sadhana*-র সংস্কারকার্যে রীজ্-এর সহায়তা পাওয়া গিয়েছিল।

3 Jun [মঙ্গল ২০ জ্যৈষ্ঠ] স্টার্জ মূরের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। নূতন তর্জমাগুলি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে 15 May [১ জ্যৈষ্ঠ] স্টার্জ মূর সানন্দে লেখেন: 'We will set apart the whole of the 3rd June. Pray bring the translations.'[৩৮] *Chitra* পাঠের সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। 2 Jun তিনি অনুরোধ জানালেন: 'It would give our friends immense pleasure tomorrow evening if you read few scenes from Chitrah or some other of your plays.'[৩৮] বোঝা যায়, আমন্ত্রণটিকে তিনি সভায় পরিণত করেছিলেন।

উইলিয়ম পিয়র্সন বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগের সংকল্প নিয়েছিলেন, তার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। পিয়র্সন ভারতে ফিরে 13 Dec 1912 [শুক্র ২৮ অগ্র ১৩১৯] শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনদিনের আশ্রমবাসের অভিজ্ঞতা 17 Dec দিল্লি থেকে তিনি বিস্তৃতভাবে লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেই পত্র পেয়ে রবীন্দ্রনাথ আরবানা থেকে 15 Jan 1913 [২ মাঘ] তাঁকে লেখেন: 'Your letter has stirred my heart to its depths, it has made the morning-light brighter for me and wafted the breath of peace from our Shantiniketan ashram into my room in this American boarding house.'[৩৯] একই মেলে তিনি আশ্রমের আর্থিক দুরবস্থা বিষয়ে একাধিক পত্র পেয়েছিলেন, সেইজন্য পিয়র্সনের পত্র তাঁকে বেশি অভিভূত করেছিল। এর পরেও তাঁদের মধ্যে অনেকগুলি পত্রবিনিময় হয়, রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই পিয়র্সনের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকেন। পিয়র্সনের মা Bertha E. Pearson তাঁকে একটি পত্র লিখলে রবীন্দ্রনাথ 5 Jun [বৃহ ২২ জ্যৈষ্ঠ] উত্তরে লেখেন: 'Perhaps you know how dearly I love your son and I should be most glad to meet you. But on Monday evening at 8-30 I have a lecture at Caxton Hall, St. James' Park—and before that I have an engagement to meet Dean Inge. It would give me a great delight if you possibly can manage to come to my lecture. Can you come to dine with us at 7, and then accompany us to the lecture?'[৪০] 2 Jun [সোম ১৯ জ্যৈষ্ঠ] তৃতীয় বক্তৃতা 'The Problem of Evil' পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ 9 Jun [সোম ২৬ জ্যৈষ্ঠ] ক্যাক্সটন হলে তাঁর চতুর্থ বক্তৃতা 'The Problem of Self' পাঠ করেন। শ্রীমতী পিয়র্সনের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। 13 Jun [শুক্র ৩০ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ পিয়র্সনকে লেখেন: 'কয়েক দিন হইল আপনার মাতার সঙ্গে দেখা হইয়াছে কত খুসী হইয়াছি বলিতে পারি না। তিনি আমাকে তাঁহার আপনার লোক বলিয়া জানিবেন এই আমি মনে মনে কামনা করিতেছি। ঈশ্বরের দয়া তখনি সম্পূর্ণ হইবে যখন মানুষ আমাকে কবি বলিয়া প্রশংসা করিবে না আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবে। আমাদের দেশে অতি সহজেই প্রিয় ব্যক্তিকে আমরা ভাই বলি এবং যে স্ত্রীলোককে আমরা মান্য করি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে আমাদের সঙ্কোচ নাই। এখানেও যে সব মানুষকে কাছে পাই তাঁহাদিগকে তেমনি করিয়া আত্মীয়তার সম্পর্কে ডাকিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এখানকার ভাষার মধ্যে সেই নিকট আত্মীয়তার পথ খোলা নাই বলিয়া চুপ করিয়া থাকি।'[৪১] পিয়র্সনের মা-কে মাতৃসম্বোধনে ডাকার আকাঙক্ষা তিনি এখানে গোপন করেননি।

শ্রীমতী পিয়র্সনকে লেখা পত্রে যে 'Dean Inge'-র কথা আছে, তিনি সম্ভবত কেম্ব্রিজের Lady Margaret Professor of Divinity *'Christian Mysticism'*, *'Studies of English Mystics'* [1907], *'Faith'* [1910] প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক Dr. William Ralph Inge [1860-1954]—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে শেষোক্ত গ্রন্থদুটি আছে, এগুলি লেখকই তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন কিনা বলা যায় না, পুস্তানিতে রবীন্দ্রনাথেরই স্বাক্ষর দেখা যায়।

দার্শনিক Count Hermann Keyserling-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল কলকাতায় 1912-এর শীতকালে, এখন লণ্ডনে তাঁদের আবার যোগাযোগ ঘটল। কাইজারলিং 'Monday' [? 9 Jun] তাঁকে লেখেন: 'You said you wanted to know Rodin: he is coming to have tea tomorrow, Tuesday at 5 o'clock at the Princess Lichnowsky's 9 Carlton House Terrace S.W. (German Embassy). The Princess is my greatest friend, a wonderfully gifted Lady, who would love to meet you. There would be nobody except her, yourself, Rodin, myself and perhaps my sister. If you should prefer this, I might come and take you at 4.30 to the German Embassy—though I should prefer you going there by yourself.'[৪২] চিঠিটি থেকে বোঝা যায়, এর আগেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে ও তিনি বিখ্যাত ভাস্কর রঁদ্যা [1840-1917]র সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আশা করা যায়, সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল—কিন্তু তার কোনো বিবরণ রক্ষিত হয়নি।

কাইজারলিং কয়েকদিন পরে [18 Jun] ইংলণ্ড ত্যাগ করে রাশিয়ার Raykull-এর উদ্দেশে যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ফ্রান্স ও জার্মানি ভ্রমণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন, সেইজন্য তিনি ও তাঁর বোন 16 Jun [সোম ২ আষাঢ়] ঐ দুই দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে লিখিত কয়েকটি পরিচয়পত্র পাঠিয়ে দেন। [ইতিপূর্বে ফরাসি-বিদূষী আলেকসাঁদ্রা দাভিদ-নেল ফ্রান্সের চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন।] এবারে রবীন্দ্রনাথ সোজা ভারতে ফিরে যান, সুতরাং পত্রগুলি কাজে লাগেনি। 1920-21-এ তিনি যখন য়ুরোপ ভ্রমণ করেন তখন তিনি স্বনামখ্যাত ব্যক্তি, তাঁর কোনো পরিচয়পত্র দরকার ছিল না।

সুকুমার রায় 13 Jun তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোরকে লেখেন: 'মঙ্গলবার [10 Jun: ২৭ জ্যৈষ্ঠ] Rothenstein-এর ওখানে রবিবাবু "রাজা"র translation পড়লেন—খুব চমৎকার হয়েছিল। ৬০।৭০ জন লোক হয়েছিল।'[৪৩] এই আয়োজনের কথা জানতে পেরে রোটেনস্টাইন 31 May রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'That is a noble proposition, & we will ask the most worthy company we can get together.'[৪৪] মে সিনক্লেয়ার 3 Jun এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য শ্রীমতী রোটেনস্টাইনকে ধন্যবাদ জানান। 5 Jun বার্ট্রাণ্ড রাসেল দুঃখপ্রকাশ করে লেখেন, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির জন্য তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ 6 ও 7 Jun দুটি পত্র লিখে সরোজিনী নাইডু ও তাঁর আশ্রয়দাত্রী Lady Muir-Mackenzie-কে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। 13 Jun রোটেনস্টাইন নেশন-সম্পাদক ম্যাসিংহামের একটি পত্র রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লেখেন: 'here is a letter which will prove to you that there were people of understanding listening to you on Tuesday evening last.'[৪৫] রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে পৌঁছবার পূর্বেই *The Nation*-এ অজিতকুমার-কৃত রবীন্দ্রনাথ-কৃত কবিতার অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল—তিনি আসার পর পত্রিকাটি

তাঁকে মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়িত করেন—কিন্তু পত্রিকাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত ঘনিষ্ঠতার সূচনা এইসময়েই ঘটে। ম্যাসিংহাম রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I welcome the idea on his making 'The Nation' [his] present means of expression. He is a very great master. ... and I propose that every fortnight Mr. Tagore, if he is willing, should write us a poem. ...I am sure that what he writes in the way of brief poetic allegories will sink into many minds. Their form seems to me wonderful: nothing like 'Gitanjali' has ever appeared in an English [dress?] since Wordsworth."[৪৬] [Mary Lago পত্রটি 'June 1912'-এ লিখিত বলে অনুমান করেছেন, কিন্তু তখনও *Gitanjali* ভবিষ্যতের গর্ভে।] 1 Jul ম্যাসিংহাম রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I am extremely indebted to you for sending me your poem, "The Brahmin", which I need not say I shall be delighted to publish.'[৪৭] কবিতাটি 12 Jul [p. 573]-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আরো কবিতা পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হয়েছে। ম্যাসিংহামের ইচ্ছা ছিল *The King of the Dark Chamber* নাটকটি দিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবেন, কিন্তু চুক্তির শর্তানুযায়ী ম্যাকমিলান কোম্পানি অনুমতি দেয়নি বলে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা 14 Jun [শনি ৩১ জ্যৈষ্ঠ] বিকেল চারটের সময় Criterian Restaurant-এ রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করেন। *The Times* [30 May]-এ এই প্রসঙ্গে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়: 'Tickets may be obtained from Dr. J.N. Mehta, London Hospital, E.'[৪৮] অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় অন্য প্রসঙ্গে পরে লিখেছেন: 'প্রায় নয় দশ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনের এক প্রকাশ্য সভায় বৃটীশদ্বীপপ্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে এক বিরাট অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল—তখনও তিনি নোবেল পুরস্কার পান নাই, কিন্তু গীতাঞ্জলি অনুবাদ দ্বারা আমেরিকা ও ইয়ূরোপের [য] সর্ব্বত্র তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—সেই সভার প্রধান উদ্যোগী ও সম্পাদক হওয়ার গৌরব আমার লাভ হইয়াছিল বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারি।'[৪৯] অনুষ্ঠানটির একটি বিবরণ *The Times* [16 Jun]-এ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, সভাতে ত্রিশতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—'স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, স্যার শঙ্করণ নায়ার, মহম্মদ আলি জিন্না, Sir John Muir-Mackenzie, Mr. Mead, Mrs. Cobb, Mr. and Mrs. Bevan প্রভৃতি। ডা: জে. এন. মেহতা রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানাবার পর সরোজিনী নাইডু তাঁকে মালা পরিয়ে দেন। তিনি বলেন, কবি ও ছাত্রদের মন সূক্ষ্ম বন্ধনে বাঁধা বলেই স্বদেশপ্রেমিক কবি দেশীয় ছাত্রদের ভালোবাসার প্রতীক এই গোলাপের মালা গ্রহণ করবেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন, এইরূপ সংবর্ধনা কবির জন্য নয়, তিনি যে ভোজে বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার জন্য মূল্য দিতে হয় না—তাঁদের প্রীতিই যথার্থ মূল্য।[৪৮] *Gitanjali* ও *Chita*-র উর্দু-অনুবাদক M. Asaf Ali 7 Oct 1921 একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে জানান, তিনি সরোজিনী নাইডুর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে তাঁকে To the author of "Deity of the ruined temple!"-শীর্ষক একটি সনেট উপহার দেন। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত তারিখ ও নাম-হীন একটি পত্রিকার কর্তিকায় ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এ মুদ্রিত একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত হয়েছে: 'Later on, when others had sung haunting Indian melodies the poet himself, a notable singer in his youth, filled his countrymen with delight by improvising and chanting a song. That made a picture one would like always

to remember—the fine face, the downcast dreamy eyes, and the nervous, delicate hands making the curious slow rhythm.' আর্নেস্ট রীজ্ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি অনুষ্ঠানটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে স্বদেশবাসীর উপর রবীন্দ্রনাথের মোহময় ও উদ্দীপনী প্রভাবের বর্ণনায় উচ্ছ্বাস সংবরণ করতে পারেননি।[৫০]

সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল কলকাতায় ১১ পৌষ ১৩১৮ [27 Dec 1911] সর্বভারতীয় একেশ্বরবাদীগণের সম্মেলনে। তাঁর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ জানতেন, সরোজিনীর কবিপ্রতিভার কথাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না—*The Golden Threshold* [1905] কাব্যের একটি কবিতা 'Palanquin Bearers' 'পালকী-বেহারার গান' [দ্র বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১২।৫৯৫] নামে তিনি অনুবাদ করেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ Sir Edmund Gosse-এর ভূমিকা-সংবলিত *The Bird of Time* [1912] প্রকাশিত হলে বইটি আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে সরোজিনী 16 Nov 1912 হায়দ্রাবাদ থেকে লেখেন: 'You were so gracious to my first little book of songs—the "Golden Threshold" that I venture to send you all the way to your temporary alien home a copy of my new book "The Bird of Time", in token of my profound reverence for your genius. If you will do me the great honour to read and approve of my simple, sincere little verses I shall indeed consider that I have achieved fame, your praise would be like a garland of pearls hung around my spirit.'[৫১] রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই এই চিঠির কোনো উত্তর দিয়েছিলেন।

17 Jun [মঙ্গল ৩ আষাঢ়] Lyceum Club-এ রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করা হয়। তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে 5 May ক্লাবের সম্পাদিকা মিস্ রোজানা পাওয়েল-এর পত্র আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। এইরূপ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে প্রায়ই যোগ দিতে হচ্ছিল, যার সম্পূর্ণ খবর আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। এরূপ একটি সাহিত্যিক সান্ধ্যভোজের সংবাদ দিয়েছেন এজরা পাউণ্ড 3 Jun তাঁর পিতা হোমার এল, পাউণ্ড-কে: 'We had a terribly literary dinner on Saturday [31 May; ১৭ জ্যৈষ্ঠ], Tagore, his son and daughter-in-law, Hewlett, May Sinclair, Prothero (edt. Quarterly Rev.), Evelyn Underhill (author of diverse fat books on Mysticism), D. and myself. Tagore and Hewlett in combination are mildly amusing.'[৫২] পাউণ্ড লিখেছেন, 2 Jun ক্যাক্সটন হলে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আসরে তিনি উপস্থিত ছিলেন, ভাষণটি তাঁর ভালো লেগেছিল।

19 Jun [বৃহ ৫ আষাঢ়] স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের বাড়িতে Indian Women's Education Association-এর একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ ও সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা করেন। সভানেত্রী Lady Muir-Mackenzie সংস্থাটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, এর লক্ষ্য হল 'to train and educate Indian girls in this country with a view to enable them, on their returns to India, to introduce improved methods of teaching girls there.' রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'though he had been asked to speak, he could never bring himself to stand before his friends in England to beg for their help in matters that solely concerned India, and were for their special benefit. He appraised their friendship too highly to make use of it for ulterior motives. It was his firm belief that this problem of education, both

for their men and their women, was to be solved in their own country by their people. Devotion and self-sacrifice were required to prove the absolute sincerity of their purpose, and would be of much greater advantage to them than easy success attained by depending on outside generosity.'[৫৩] বিদেশের শিক্ষাপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাকে তিনি জরুরি বলে মনে করতেন, কিন্তু ভারতীয় নারী-পুরুষের শিক্ষার ব্যবস্থা অন্য-নিরপেক্ষ ভাবে ভারতীয়দেরই সাধিত করতে হবে এই মত প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি।

ক্যাক্সটন হলে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম ও শেষ বক্তৃতাটি হওয়ার কথা ছিল 16 Jun [সোম ২ আষাঢ়]। কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত কোনো কারণে এটি হয় পরের দিনে। বক্তৃতাটি সম্পর্কে *The Inquirer*[21 Jun] পত্রিকা লেখে: 'Mr. Tagore concluded the series of lectures which he has been giving at Caxton Hall on Tuesday evening, when he delivered a discourse on "Realisation in Love" to a large audience.

At the close of the lecture Mr. Mead gave expression in a sympathetic and earnest speech to the sense of gratitude which all present must feel to Mr. Tagore for the five discourses he had given them, for the inspiration of his radiant teaching, and the light he had thrown upon the profound religious philosophy of ancient India.'

টিকিটে পাঁচটি বক্তৃতার কথা ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছ'টি বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। 19 Jun [বৃহ ৫ আষাঢ়] ষষ্ঠ বক্তৃতাটির ['The Realisation of Brahma' আয়োজন করা হয় কেনসিংটন টাউন হলে। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে 'কর্মযোগ' [শান্তিনিকেতন ১৬।৩৪৩-৫৬] প্রবন্ধটি অনুবাদ করে দেন। 'Realisation in Action' নামক অতিরিক্ত প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন নটিংহিল গেটে অবস্থিত ব্রাহ্মসমাজে 21 Jun [শনি ৭ আষাঢ়] তারিখে। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত একটি নাম ও তারিখ-হীন কর্তিকায় এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়: 'Mr. Rabindranath Tagore completed his series of lectures before the Quest Society with a discourse on "The Realisation of Brahma", delivered at Kensington Town Hall on June 19. This was followed by an additional lecture at Notting Hill Gate on June 21, when the theme was, "Realisation in Action".'

কয়েকদিন আগে 14 Jun রথীন্দ্রনাথ শ্রীমতী সেমূরকে বক্তৃতাগুলি সম্পর্কে লেখেন: 'These lectures have been drawing a very large audience, though it has been said to be London's choicest.'

সুকুমার রায় শেষোক্ত ভাষণটি সম্বন্ধে 27 Jun মা-কে লেখেন: 'গত শনিবার [21 Jun: ৭ আষাঢ়] ব্রাহ্মসমাজে রবিবাবু "কর্ম্মযোগ" বিষয়ে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অনেক লোক হ'য়েছিল—তাঁরা সকলেই খুব খুসী হলেন বলে বোধ হ'ল।'[৫৪] রবীন্দ্রনাথ *Sadhana*-র ভূমিকায় প্রবন্ধটি সম্পর্কে লিখেছেন: 'The last paper of this series, "Realisation in Action", has been translated from my Bengali discourse on "Karma-yogo" by my nephew, Babu Surendra Nath Tagore.' রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার ইংরেজি অনুবাদক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ পরে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এইটি তার প্রথমতম।

সুরেন্দ্রনাথ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। বীমাব্যবসায়ে সমবায়নীতি প্রয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানটি অসুবিধার সম্মুখীন হলে প্রতিকারের পন্থানুসন্ধানের জন্য সুরেন্দ্রনাথকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। আমেরিকা থেকে ফিরেই লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। তাঁর বন্ধুদের সঙ্গেও সুরেন্দ্রনাথ পরিচিত হন, রোটেনস্টাইন তাঁর সম্পর্কে 17 Jun-এর পত্রে লেখেন: 'It is impossible to know such a man & not to love him & he will always be remembered with the greatest affection by all of us.'[৫৫] Mary Lago লিখেছেন: 'Surendranath, Rathindranath and Pratima left England on June 19.'[৫৬] রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী সেপ্টেম্বরের শুরুতে লণ্ডন ত্যাগ করেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের যাত্রার তারিখ একটু সংশয়াচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ 17 Jun [মঙ্গল ৩ আষাঢ়] রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'Suren is leaving England next Thursday for India'—এর থেকে মনে হয়, তিনি 19 Jun যাত্রারম্ভ করেন, কিন্তু এইদিনই সুরেন্দ্রনাথ ইয়েট্স্কে লিখেছেন: 'I omitted to tell you yesterday that my uncle was moving from this place to Chelsa [sic] and that therefore our lunch and talk over the poems was arranged at my hotel (Westminister Palace Hotel, 4 Victoria Street) where I shall expect you and my uncle about 1 o'clock on Sunday next.'[৫৭] অনুমান করা যায়, তিনি 26 Jun [বৃহ ১২ আষাঢ়] ইংলণ্ড ত্যাগ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ যাওয়ার আগে একটি বড়ো কাজ করে যান। রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল অবসরযাপন ও অর্শের চিকিৎসা। ইংলণ্ডে বিশ্রাম বিশেষ হয়নি, চিকিৎসাও তথৈবচ। ৩০ আশ্বিন ১৩১৯ [16 Oct 1912] তিনি অজিতকুমারকে লিখেছিলেন: 'অর্শের রক্তপাতটা কিছুদিন থেকে বেড়েছে। অ্যালোপ্যাথদের মতে এ রোগে অস্ত্রাঘাত ছাড়া অন্যপন্থা নেই। তাহলে আমাকে অন্তত একমাস হাসপাতালে শয্যাগত হয়ে পড়ে থাক্‌তে হবে। সেটা আমার ভাল লাগ্‌চে না। তাই ঠিক করেছি আপাতত কিছুদিন আমেরিকায় ডাক্তার ন্যাসের দ্বারা হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা করাব তাতে যদি ফল না পাই তখন অস্ত্র চিকিৎসা করালেই হবে।'[৫৮] ৩ পৌষ [18 Dec] সন্তোষচন্দ্রকে লেখেন: 'এবারে স্থির করেছি শিকাগোতে একটা Sanatorium আছে সেইখানে Osteopathy Hydrotherapics প্রভৃতি নানা প্রণালীর চিকিৎসা সম্মিলিত হয়েছে, সেখানে একবার কিছুকাল আশ্রয় নিয়ে দেখব। নিতান্তই যদি উপকার না পাই তাহলে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে অস্ত্র চিকিৎসা করাতে হবে।'[৫৭] চিকিৎসা হয়তো কিছু হয়েছিল, কিন্তু ফল না হওয়াতে অস্ত্রোপচার অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসা ও আনুষঙ্গিক ব্যয়বাহুল্য নিয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের পীড়াপীড়িতে তাঁকে রাজি হতে হয়। Duchess Nursing Home থেকে একটি তারিখহীন [? ৪ Jul: ২৪ আষাঢ়] চিঠিতে তিনি ইতিহাসটি বিবৃত করেছেন অজিতকুমারকে:

> সুরেনের জবরদস্তি এড়াতে না পেরে এখানকার রাজবৈদ্য Sir Thomas Barlowকে [দিয়ে] রোগ পরীক্ষা করানো গেল—তিনি বল্লেন বিনা অস্ত্রে এ রোগকে পরাভূত করা যাবে না—তিনি শল্যচিকিৎসক পলার্ডের নাম করলেন। এ দেশে ভাল ডাক্তার দিয়ে এ সমস্ত রোগের অপারেশন করাতেই হাজার দেড়হাজার টাকা খরচ হয় তাই আমি ইতস্তত করছিলুম। আমার দ্বিধা দেখে রোটেনস্টাইন সুরেনকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাজির—তাঁরা তাঁকে কি বোঝালেন জানি নে—তিনি বল্লেন আচ্ছা দেখা যাক রোগের অবস্থাটা কি রকম, তার পরে সেই বুঝে দক্ষিণার ব্যবস্থা[।] আমার রোগ পরীক্ষা করে তিনি বল্লেন আমি ১৫ গিনি নেব এবং যিনি ক্লোরোফর্ম্ম দেবেন তাঁকে ৩ গিনি দিতে হবে—এই বলে আমাদের মুখের দিকে এমনভাবে তাকালেন যে যদি অসুবিধা বোধ করি তিনি আরো ৫ গিনি কমিয়ে দেবেন। আমরা মনে মনে ঠিক করে গিয়েছিলুম যে ১০০ গিনি না চেয়ে তিনি যদি ৫০ গিনিতে রাজি হন তাহলেই খুসি হয়ে ফিরব—১৫ গিনি শুনে ভাবলুম নিতান্ত বুঝি আঁচড় দিয়ে কাজ সারবার মত ব্যাপার তাই এত অল্প দাবী। ডাক্তারের বাড়ির নিকটবর্ত্তী একটি Nursing Homeএ একটা ঘর ঠিক করে একদা রবিবারের [29 Jun: ১৫ আষাঢ়]

অপরাহ্নে আমার আত্মীয়বন্ধুগণ আমাকে বিসর্জ্জন দিয়ে চলে গেলেন। পরদিন সকাল সাড়ে নটার সময় আমাকে অজ্ঞানতিমিরান্ধ করে দিয়ে অপারেশন হয়ে গেল। রোগের ব্যাপ্তি বহুদূর পর্যন্ত ছিল, সেইজন্যে কাটাকুটির পরিমাণ সামান্য ছিল না—তার পরে শোনা গেল খুব একটা ভারি রকমের ব্যাপার। তার পরে সেই হতে ডাক্তার প্রতিদিন একবার করে কোনো কোনো দিন দুবার করে আমাকে দেখে গেছেন এবং স্বয়ং আমার ড্রেস করে দিয়েছেন। আজ ন দিন হল, আরো হপ্তা দুয়েক বাকি আছে—সেই ১৫ গিনির এক পয়সা বেশি নেন নি।[৫৮]

রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে ২২ পৌষ [6 Jan 1914]-এর হিসাবে দেখা যায়, D. G. Macdonald-এর কাছে ৩১ পাউণ্ড ১০ শিলিঙের একটি ড্রাফ্ট্ পাঠানো হয়েছে—এটি সম্ভবত নার্সিংহোমে থাকার খরচ।

অপারেশনের আগেই তাঁর একদফা স্থানপরিবর্তন হয়। সুরেন্দ্রনাথ পূর্বোদ্ধৃত 19 Jun-এর পত্রে তাঁর Chelsea যাওয়ার কথা লিখেছিলেন—সেটি হল শ্রীমতী হ্যারিয়েট মুডির লণ্ডন-স্থ বাসভবন 16 More's Garden, Cheyne Walk, S.W.লণ্ডন—প্রবাসের বাকি দিনগুলি রবীন্দ্রনাথ এখানেই কাটান। 'Dear friend and beloved master' সম্বোধনে শ্রীমতী মুডি 9 May [২৬ বৈশাখ] তাঁকে লিখেছিলেন: 'Mrs. Manfe, the owner of Chelsa flat has written that I may have it for the summer. She is delighted her house is to shelter you, and hopes this may bring her to your presence.'[৫৯] কিন্তু সন্তানসম্ভবা ভ্রাতৃবধূকে ছেড়ে তিনি লণ্ডনে আসতে পারছিলেন না। রথীন্দ্রনাথও তাঁর আসার অপেক্ষায় ছিলেন; তিনি 6 Jun [২৩ জ্যৈষ্ঠ] নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'আমি যত শীঘ্র পারি যাবার চেষ্টা করছি—বাবার পক্ষে এখন যাওয়া ঠিক হবে না, তাই তাঁর একটা ব্যবস্থা করে দিয়েই রওনা হব ঠিক করেছি...আমরা Mrs Moody অপেক্ষায় আছি—বাবা তাঁর কাছে থাকলে কোনও ভাবনাই থাকবে না।'[৫৯] 6 Jun [৩১ জ্যৈষ্ঠ] তিনি শ্রীমতী সেমুরকে লেখেন: 'Father is getting a little tired but he is looking forward to Mrs. Moody's arrival, when he will stay with her and (as he says) let nobody know his address. We are expecting her on the 17th.'[৫৯] রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন পত্রে মীরা দেবীকে লিখেছেন: 'Mrs. Moody আমেরিকা থেকে এসেছেন। লণ্ডনে Thames নদীর ধারে তাঁর একটি বাসা আছে সেইখানে আমরা তাঁর সঙ্গে আছি।'[৬০] রথীন্দ্রনাথ 30 Jun বাসাটির বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীমতী সেমুরকে: '...a famous quarter of London, having been the residence of many famous people. Our house is right on the site of Sir Thomas More's Garden. ...Carlyle's house is just round the corner and Turner's close by. ...Our flat has a very nice situation, over-looking the river right near Battersea bridge.'[৫৯]

রবীন্দ্রনাথ এই নূতন ঠিকানা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন লোকের ভিড় এড়ানোর জন্য, অপারেশন তাঁকে সেই সুযোগ এনে দিল। 29 Jun তিনি 2 Beaumont Road-এ অবস্থিত Duchess Nursing Home-এ ভর্তি হন, পরদিন 30 Jun [সোম ১৬ আষাঢ়] ডাঃ পলার্ড তাঁর উপর অস্ত্রোপচার করেন। 'অজ্ঞানতিমিরান্ধ' করে অপারেশন করা হয়েছিল, তার যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়নি—কিন্তু তার পরবর্তী চিকিৎসাপর্বেই তিনি দুঃখ পেয়েছেন বেশি। 6 Jul [রবি ২২ আষাঢ়] ভুক্তভোগী রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'It is dreadful to have to watch helplessly the indignity that is being daily offered to my poor body in the name of science of healing, as if the body were no more than a mere piece of flesh and bones. Surely she has her claims to be treated with the utmost delicacy and respect, considering that it is her noble privilege to initiate our soul into the double mystery of life and death. But your brute

science is no respecter of persons, it rudely tramples upon her tender susceptibilities and desecrates her beautiful sanctuary of privacy into which she has taken shelter since her banishment from the Eden of the primitive innocence.'[৬১]—দেহ-সম্পর্কে স্ত্রী-সর্বনামের ব্যবহারটি লক্ষণীয়! 18 Jul [শুক্র ২ শ্রাবণ] তিনি সন্তোষচন্দ্রকে লেখেন:

তৃতীয় সপ্তাহের শেষে এখানকার রোগশয্যা থেকে আমার ছুটি পাবার মেয়াদ ছিল। কিন্তু আরো এক সপ্তাহ আমার মেয়াদ বেড়ে গেছে। জুলাই মাসটা আমার বন্দী অবস্থাতেই কাটল। একটি ছোটো ঘর, দুটি জান্‌লা, মাঝখানে এক উঁচু খাটের উপর পড়ে আছি—দিনের মধ্যে সময়ের সমস্ত ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে—কেবল দিন এবং রাত্রি এই মোটা দুটো ভাগ রয়েছে—জোয়ার ভাঁটার মতো আমার ঘরের মধ্যে আলোকের স্রোত সরে সরে চলে যায়। ...মনে হচ্ছে আমি যেন এই একটি ছোট্ট জগতে জন্মগ্রহণ করেছি—আমার তিপ্পান্ন বছর বয়স ঘাড়ে করে নিয়েই শিশু হয়ে জন্মেছি—শিশুর মতোই বিছানায় পড়ে আছি, শিশুর মতোই ব্যবহার, তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি যাদের একেবারেই জানতুম না তারাই আমাকে যেমন ইচ্ছা তেমনি নাড়াচাড়া করছে—এতকালের সমস্ত অভ্যাস এবং নিয়ম একেবারে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বসে আছি—এ যেন একটা অবাস্তব স্বপ্নলোক।[৬২]

ক্ষতস্থানে ঔষধপ্রয়োগ, ব্যাণ্ডেজ বদল ও প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মাদিতে অন্যের হস্তক্ষেপে তাঁর সূক্ষ্ম রুচিবোধ পীড়িত হচ্ছিল—কিন্তু এগুলি সহ্য করে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। হয়তো এই কারণেই শেষ অসুস্থতায় তিনি অস্ত্রোপচারকে যথাসাধ্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

গীতিমাল্য-এর কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ যে-পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 229] লিখেছিলেন, সেটি নার্সিংহোমেও তাঁর সঙ্গে ছিল। অপারেশনের কয়েকদিন পরেই 4 Jul [শুক্র ২০ আষাঢ়] তিনি খাতাটি ব্যবহার করলেন। খাতাটি উল্টে নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠাতেই লিখলেন কণিকা-জাতীয় চারটি কবিতা-কণা:

[১] একা এক শূন্যমাত্র নাহি অবলম্ব   দ্র লেখন ১৪।১৮০

[২] বেছে লব সব-সেরা ফাঁদ পেতে থাকি   দ্র স্ফুলিঙ্গ [১৩৯৭]।২৮৬

[৩] সব-চেয়ে ভক্তি যার অস্ত্র-দেবতারে   দ্র ঐ।৩৮৭

[৪] দর্পণে যাহারে দেখি সে ত শুধু ছায়া   দ্র লেখন ১৪।১৮২

6 Jul [রবি ২২ আষাঢ়] লিখিত হল একটি:

[৫] আপনি আপনা চেয়ে বড় যদি হবে   দ্র লেখন ১৪।১৮২ 7 Jul [সোম ২৩ আষাঢ়] লেখা হল আরও দুটি:

[৬] আগুন জ্বলিত যবে, আপন আলোতে   দ্র স্ফুলিঙ্গ [১৩৯৭]।৩৪

[৭] হে প্রিয়, দুঃখের বেশে আস যবে মনে   দ্র ঐ।৪১৭

এরপর দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে জাহাজে এইরূপ আরও কয়েকটি কবিতা-কণা রচিত হয়। এদের মধ্যে অনেকগুলি 'দ্বিপদী' শিরোনামে অগ্র ১৩২০-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ২০৩] মুদ্রিত হয়েছে।

ডাবলিনে *The Post Office* অভিনয়ের [17 May] পর ইয়েট্‌স্ নাটকটি লণ্ডনে অভিনয়ের কথা ভাবেন। 21 May [৭ জ্যৈষ্ঠ] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I have talked over The Post Office with Lady Gregory and we are both most anxious to put on the play at 'The Court Theatre' in June or July. If I have your consent I will get the Manager to send you an agreement and explain to you the terms on which we give the plays. I believe we can give a fine performance.'[৬৩]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই অনুমতি দিয়েছিলেন। 19 Jun-এর পরে লিখিত একটি তারিখহীন পত্রে তিনি মীরা দেবীকে লেখেন: 'জুলাই মাসের শেষাশেষি আমার ডাকঘর নাটকের তর্জ্জমাটা এখানকার ষ্টেজে অভিনয় হবে। তার রিহার্সালটা আমাকে দেখে দিতে হবে।'[৬৪] রিহার্সালে তিনি হয়তো দু'একদিন উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু 10 Jul [বৃহ ২৬ আষাঢ়]-এর অভিনয় তিনি দেখতে পাননি—তখন তিনি নার্সিংহোমে। শ্রীমতী মুডির জীবনীকার লিখেছেন: 'Happily, she arrived in London just in time to see a presentation of Tagore's play, The Post Office. "It made a great impression on me," she wrote to Charlotte Moody, "but I must say I don't think the Irish Players the best ones to have produced it."'[৬৫] কিন্তু রথীন্দ্রনাথ 1 Jul শ্রীমতী সেমূরকে লেখেন: 'Mrs. Moody has just left for a motoring tour with her cousin.' অর্থাৎ 10 Jul-এর অভিনয় হয়তো তিনি দেখেননি—সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কোনো রিহার্সালে উপস্থিত হয়েছিলেন।

10 Jul [বৃহ ২৬ আষাঢ়] সন্ধ্যায় লণ্ডনের Sloane-Square-এ অবস্থিত Court Theatre-এ Abbey Theatre Company কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের *The Post Office* ও তৎ-সহ J.M. Synge-রচিত *The Well of the Saints* নাটক-দুটি অভিনীত হল। অমলের চরিত্রে Miss Lilian Jagoe ও মোড়লের চরিত্রে Phillip Guiry অপরিবর্তিত থাকলেও ডাবলিন-অভিনয়ের অন্যান্য অভিনেতারা পরিবর্তিত হন, এঁরা হলেন- Madhav: Arthur Sinclair, Fakir: Fred O'Donovan, Sudha: Miss Eithme Magee. Miss Lilian-এর অভিনয় সম্পর্কে *The Globe* [11 Jul] লেখে: 'She is an actress of singular charm, with a musical voice, and her impersonation of the young boy was beautiful in its simplicity.' লণ্ডনের *The Evening Standard, The Standard, The Times The Westminister Gazette*-এর 11 Jul-সংখ্যায় অভিনয়ের যে বিস্তৃত সমালোচনাগুলি মুদ্রিত হয়, সেগুলি *Rabindranath Tagore and the British Press* [pp. 18-21] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকজন বন্ধুও অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। 12 Jul স্টার্জ মূর তাঁকে লেখেন: 'I watched your lovely little play towards the end through my tears. I think it was more of a success than you have been given to understand. I am sure you would have felt that there was not so much to regret about the performance as you were thinking yesterday.' এর থেকে বোঝা যায়, তিনি অভিনয়ের আগের দিন তাঁকে যখন নার্সিংহোমে দেখতে যান তখনই রবীন্দ্রনাথ অভিনয় সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হয়ে এইদিনই তাঁকে লেখেন, রথীন্দ্রনাথকে দিয়ে নাটকটি ও শিশু-কবিতার পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন সংস্কারের উদ্দেশ্যে: 'If anything strikes you as offensive in the language or manner of expression kindly make note of it.'

12 Jul May Sinclair এবং Evelyn Underhill অভিনয়ের প্রশংসা করে দুটি পত্র লিখে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, য়ুরোপীয় অভিনেতারা *The King of the Dark Chamber* অভিনয়েও সাফল্য অর্জন করবেন। মহর্ষির আত্মজীবনীর সত্যেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী-কৃত ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ ইভলিন আণ্ডারহিলকে পড়তে দিয়েছিলেন, তিনি অনুবাদের ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। ম্যাকমিলান কোম্পানি বইটি

পুনর্মুদ্রণে আগ্রহী ছিল, উপযুক্ত সংশোধনান্তর গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ইভলিন আণ্ডারহিলের ভূমিকা-সহ 1914-এ প্রকাশিত হয়।

দুটি পত্রেই অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। ক্ষিতিমোহন সেন হোমিয়োপ্যাথি শিক্ষার জন্য আমেরিকায় যেতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কথা দিয়েছিলেন শিকাগোয় গিয়ে এবিষয়ে খোঁজখবর নেবেন বলে। কিন্তু তিনি চাইছিলেন ক্ষিতিমোহনের প্রতিভা আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে ভারততত্ত্বের প্রচারে কাজে লাগুক। আমেরিকায় ড উড্‌স্ ও শ্রীমতী মূডির সঙ্গে তিনি এই বিষয়ে কথা বলেন। ২৪ বৈশাখ [7 May] লণ্ডন থেকে তিনি ক্ষিতিমোহনকে লেখেন: ‘এখানকার যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁরা সাধক নন, সেইটেতে যে অভাব ঘটে সেই অভাব আপনি পূরণ করে দেবেন। ...পাণিনি ব্যাকরণ শিক্ষার কিছু আয়োজন যদি সংগ্রহ করে আনেন সেটা কাজে লাগবে। এদের কাছে বেদান্তশাস্ত্রের ভক্তিতত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করা খুব দরকার হবে।’[৬৬] সম্ভবত অপারেশনের কিছু আগে লিখিত একটি পত্রে ফরমায়েশ আরও কিছু বেড়ে গেছে: ‘মধ্যযুগের ভারতীয় mysticদের সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য আছে সমস্ত আপনাকে সংগ্রহ করে আনতে হবে। দাদু কবীর মীরাবাই জ্ঞানদাস প্রভৃতি সাধকদের রচনাবলী যথাসম্ভব সংগ্রহ করবেন। এ ছাড়া আমাদের বাংলা বাউলদের গানও যতটা পারেন কুড়িয়ে নিয়ে আসবেন। ভারতবর্ষের হৃদয়ের পরিচয়টা এদের পক্ষে দরকার।’[৬৭] এই পত্রেই তিনি লেখেন: ‘কাল রোটেনস্টাইনের সঙ্গে অনেক আলোচনা হল তিনি বলছেন ইংলণ্ডে আপনাকে আনাবার জন্যে তাঁরা উদ্যোগ করবেন এবং তাঁর বিশ্বাস কাজটা কঠিন হবে না। এ সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা সভা ডাকবার কথা হচ্চে।’ সভা ডাকা হয়েছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে কথাবার্তা চলছিল সেকথা জানা যায় মে সিনক্লেয়ারের পত্রে: Mr. Rothenstein was speaking to me about yr. suggestion that the India Society sd. find a scholar over to do the work we need so much. He thought that perhaps thirty people cd. be found to give £5 a year for two years & a few others to give more to make up the necessary sum. ...I will gladly guarantee £5.’[৬৮]

রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রে ক্ষিতিমোহনকে লিখেছিলেন: ‘এখানে Evelyn Underhill প্রভৃতি কোনো একজন রসজ্ঞ লোকের সহযোগে এই জিনিষগুলি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করবার আয়োজন করতে হবে।’ প্রথমবার শান্তিনিকেতন-ভ্রমণের বিবরণে পিয়র্সন 17 Dec 1912 রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: ‘[15 Dec] After dinner...ঠাকুরদাদা [ক্ষিতিমোহন] read and explained to me some of the poems of কবীর. The poems seemed to vibrate with the rhythm of some mighty bell and it was wonderfully inspiring to have so enthusiastic an admirer of কবীর to explain the verses to me.’[৬৯] উড়িষ্যার সমুদ্রতীরবর্তী চাঁদিপুরে পিয়র্সনের সঙ্গে গ্রীষ্মবকাশ কাটানোর সময়েই অজিতকুমার ক্ষিতিমোহনের ‘কবীর’ গ্রন্থের চারটি খণ্ড থেকে বেছে ১১৪টি দোঁহা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। পিয়র্সন 13 May [৩০ বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: ‘এখন আমরা বাড়িতে বসিয়া আছি অজিত কবীরের কবিতা অনুবাদ করিতেছেন আমি চিঠি লিখিতেছি।’[৭০] পিয়র্সনই অনুবাদগুলি একটি রুল-টানা ৫৬ পৃষ্ঠার এক্সারসাইজ বুকে কপি করেন ও পরে এটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি এই অনুবাদ নিয়ে ইভলিন আণ্ডারহিলের সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলেছিলেন, কারণ ইভলিন উল্লিখিত পত্রে তাঁকে জানান: ‘I am looking forward immensely to

editing the Kavir poems & am very grateful to you for giving me the privilege of doing them.'

অজিতকুমারের অনুবাদগুলি কখন রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছয় সেকথা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও, মনে হয়, জুন মাসের মাঝামাঝি তিনি এগুলি পেয়ে গিয়েছিলেন। অপারেশনের আগের সপ্তাহে লিখিত একটি তারিখহীন পত্রে তিনি অজিতকুমারকে লিখেছেন:

India Society-র সভায় স্থির হয়ে গেছে তোমার কবিরের তর্জ্জমা তাঁরা ছাপবেন। এটা তোমার পক্ষে খুব ভাল হল। আমি তোমার লেখা মূলের সঙ্গে মিলিয়ে কতকটা সংশোধন করে দেবার চেষ্টা করচি। প্রথম ৪০টা খুঁজে পেয়েছি তার পরে এমন উল্টোপাল্টা করে করেছ যে বের করতে সময় লাগচে বলে কাজ বন্ধ আছে। "মেরি" প্রভৃতি সুন্দর শব্দকে ইংরেজি metaphysical "Ego" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তর্জ্জমা করাতে সেগুলো গদ্যভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে—সাধককে একজায়গায় spiritual aspirant করেছ কবিতায় এ একেবারেই অচল। এইগুলো যথাসম্ভব মেজে ঘষে দিতে হবে। মূলের পত্রাঙ্ক যদি দিয়ে দিতে তাহলে এতদিনে কাজ হয়ে যেত। রোটেনস্টাইন বল্‌চেন কবিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করে যত শীঘ্র পার একটা ভূমিকা লিখে পাঠিয়ো।[৭১]

পিয়র্সনের দ্বারা অনুলিখিত উক্ত ৫৬ পৃষ্ঠার এক্সারসাইজ বুকটিই *One hundred Poems of Kabir* গ্রন্থের একমাত্র পাণ্ডুলিপি [Ms. 113] যা রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত হয়েছে। এতে দেখা যায়, 1, 2, 3...প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা অনুবাদগুলি চিহ্নিত, কিন্তু মূলের কোনো উল্লেখ নেই। রবীন্দ্রনাথই এগুলি ক্ষিতিমোহনের 'কবীর' গ্রন্থের খণ্ড ও পৃষ্ঠাসংখ্যা ১–১৩, ১—১৬, ১—৫৭...প্রভৃতি লিখে চিহ্নিত করেছেন—সংশোধন বা পুনর্লিখন করেছেন লাইনের উপরে বা পাশে। সংশোধন করার পরেও বাদ দিয়েছেন ১৪টি পদ, তার মধ্যে ১৩টি রবীন্দ্রবীক্ষা ১০ [পৌষ ১৩৯০]। ২৭-৩৪-এ সংকলিত হয়েছে। সেখানে একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রও [পৃ ২৬] মুদ্রিত হয়েছে—যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সংশোধনের পদ্ধতিটি জানতে চান, তাঁরা এটির সাহায্যে একটি মোটামুটি ধারণা করতে সক্ষম হবেন।

রথীন্দ্রনাথ 25 Jul [শুক্র ৯ শ্রাবণ] নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'বাবা গত মঙ্গলবার [22 Jul: ৬ শ্রাবণ] nursing home থেকে বাড়ী ফিরে এসেছেন।' পরদিনই রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে লেখেন:

তোমার কবীর নিয়ে পড়েছি। খাটতে হচ্চে কম নয়। খুঁজে বের করতেই কত সময় যাচ্চে তার ঠিক নেই।

তারপরে তুমি যেসব লাইন বাদ দিয়েছ সে সমস্ত আমাকে বসিয়ে দিতে হচ্চে।* তার উপরে আমার বোধ হচ্চে তোমার তর্জ্জমার উপরে পিয়ার্সনের "স্থুল-হস্তাবলেপন" পড়ে অনেক জায়গায় বিপরীত রকমের Prosaic হয়ে পড়েছে। এক একটা তর্জ্জমা আগাগোড়া নতুন করে লিখতে হয়েছে। প্রথমের দিকে গোটাকতক লেখা তত বেশি বদলাতে হয়নি। কিন্তু যতই অগ্রসর হওয়া যাচ্চে ততই খাটুনি বেড়ে চলেছে।[৭২]

আর-একটি তারিখহীন চিঠিতেও তিনি একই কথা লিখেছেন একটু বিস্তৃতভাবে:

তোমার কবীর এতদিনে শেষ করেছি। আমি যদি নিজে আগাগোড়া তর্জ্জমা করতুম তাহলে এর চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম করতে হত। অনেক কবিতাই আমাকে প্রায় পনেরো আনা লিখতে হয়েছে অথচ তালি দেবার ভাব রয়ে গেছে। আসল কথা, এ সমস্ত কবিতা অনুবাদ করতে হলে যথাসম্ভব মূলের অনুবর্ত্তন করা দরকার—বাদসাদ দিয়ে কেবলমাত্র ভাব রক্ষা করে করা চলে না। বিশেষত এ দেশের পাঠকরা যদি একবার জান্‌তে পারে এই কবিতাগুলি অবিকল অনুবাদ নয় তাহলে এরা তাকে একেবারে পরিহার করবে। ... যাহোক আমার যতদূর সাধ্য আমি ওর অপূর্ণতা দূর করেছি।[৭৩]

ইণ্ডিয়া সোসাইটি অনুবাদগুলি প্রকাশ করবে লোকমুখে এই কথা শুনে তিনি অজিতকুমারকে তা জানিয়েছিলেন ও এ থেকে তাঁর কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটতে পারে এমন আশাও দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশের বই-ব্যবসার নিয়মকানুন তাঁর যথেষ্ট জানা ছিল না [সেই কারণে তাঁর নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখাশোনার ভার

রয়্যালটির দশ-শতাংশের বিনিময়ে ফক্স-স্ট্যাংওয়েজের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন]—তাই নানাধরনের সমস্যার আশঙ্কায় উক্ত পত্রেই লেখেন:

India Society এই কবিতাগুলি বের করবে কি না এখনো তার নিশ্চিত খবর পাইনি—করবে বলেই মনে হচ্চে। কিন্তু ওরা যদি বের না করে তাহলে সম্ভবত Macmillanরা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হবে। সে হলে মোটের উপর ভালই হয়। কেন না India Societyর প্রসার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তোমার এ বইয়ে অর্থলাভের সম্ভাবনা কতদূর তা বলতে পারি নে। অবশ্য, চেষ্টার ত্রুটি হবে না কিন্তু বেশি আশা কোরো না। যা পাও তাই যথেষ্ট। কেননা এ জিনিষের উপর তোমার দাবীও অল্প। কারণ এর ভিত্তিতে ক্ষিতিমোহনবাবু আছেন, এখানকার ব্যবসায়ের নিয়মে একটা মোটা প্রাপ্য তাঁরই। কবীর তিনি যে কেবল সংগ্রহ করেছেন তা নয় তাঁর অনুবাদ অবলম্বন করেই এই অনুবাদগুলি রচিত—যথার্থ পরিশ্রম সে তাঁরই—বস্তুত এখানকার Publisherদের সঙ্গে যখন agreement লেখাপড়া হবে তখন তারা গোড়ায় জিজ্ঞাসা করবে এতে অন্য কারো ন্যায্য দাবী আছে কিনা—সে সমস্ত দাবীর জন্যে তারা দায়িক হতে স্বীকার করবেই না।

প্রসঙ্গটি আমরা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি তার কারণ, আর্থিক দিক থেকে অজিতকুমারকে বঞ্চনা করার অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোথাও-কোথাও উঠেছে। ইভলিন আণ্ডারহিলের Introduction-এ অনুবাদের ক্ষেত্রে অজিতকুমারের ভূমিকা কেবল কৃতজ্ঞতা-স্বীকারেই সমাপ্ত, এ নিয়েও গুঞ্জন শোনা গেছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি পরীক্ষা করলেই অজিতকুমারের কৃতিত্বের পরিমাপ করা যায়। তবু অনুবাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমারের নাম যুগ্মভাবে ব্যবহার করলেই যথার্থ ও শোভন হত—কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থ যে যাথার্থ্য ও শোভনতাকে কত স্থূলভাবে লঙ্ঘন করতে পারে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। একটি উদাহরণ টীকা-সহ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই 18 Jul [২ শ্রাবণ] সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখে জানিয়েছেন: 'Atlantic Monthlyতে বর্ষাসন্ধ্যার ['শ্রাবণসন্ধ্যা'] তর্জ্জমাটা বেরিয়েছে—অনেকটা মেজে ঘষে বদলে দিয়েছি। লেখার নীচে অজিতের নাম পাঠিয়ে দিয়েছিলুম—কিন্তু ওরা সেটুকু বাদ দিয়েছে—এই হচ্চে এখানকার দোকানদারি। এখানকার সাহিত্য দরবারে প্রবেশ লাভ করা বিষম হাঙ্গাম। দরজার কাছে এমন ঠেলাঠেলি ভিড় যে পরিচয় পত্র না দেখাতে পারলে এরা কিছুতেই পথ ছেড়ে দেয় না।'[৭৪] ইতিপূর্বে অজিতকুমার-কৃত 'সব-পেয়েছির দেশ'-এর অনুবাদ অনুবাদকের নাম ছাড়াই মুদ্রিত হয়েছিল—তখন ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি যৎসামান্য। তারও আগে জগদীশচন্দ্র নিবেদিতা-কৃত রবীন্দ্র-গল্পের অনুবাদ পত্রিকায় ছাপাবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন, একথা আমরা স্মরণ করতে পারি—অথচ ভিন্ন শ্রেণী ও রুচির পাঠক গল্পগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। একই কারণে অজিতকুমারের অনেক রচনা ও অনুবাদ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত হলেও প্রকাশের ছাড়পত্র পায়নি রবীন্দ্রনাথ, রোটেনস্টাইন প্রভৃতির আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও। সেই কথা অজিতকুমারকেও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ: 'আমি এখানে এসে অবধি তোমাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার সঙ্কল্প মনে খাড়া করেছিলুম। প্রথমটা যতটা সহজ মনে হয়েছিল এখন তা বোধ হচ্চে না। অনেক বিঘ্ন। ...গোড়াতে একথা আমি ভাল বুঝতে পারিনি তার কারণ, আমার পক্ষে দৈবক্রমে পথ সহজ হয়েছিল। আমি প্রার্থনাও করিনি, চেষ্টাও করিনি—আমার জীবনদেবতা তাঁর নিজের চাবি দিয়ে কখন গেট খুলে দিয়েছিলেন আমি জানতেও পারিনি। তাই ভেবেছিলুম গেট বুঝি খোলাই থাকে।'[৭৫] এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি ত্রুটির কথাও উল্লেখনীয়। বিলেত-আমেরিকার প্রকাশনাজগতের রীতিনীতির কথা ভালো করে না জেনেই তিনি অনেককে, বিশেষত অজিতকুমারকে, তাঁর রচনার ইংরেজি অনুবাদ করতে উৎসাহ দিয়েছেন—মৌলিক রচনা লিখতেও উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেগুলি তিনি নিজে সংশোধন করে পাঠিয়েছেন, সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে অনুবাদকের নাম বাদ দিয়ে—আর অনেকগুলি প্রকাশিতই হয়নি। রবীন্দ্রনাথেরই নির্দেশে ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে একটি বড়ো

প্রবন্ধ অজিতকুমার লিখেছিলেন অনেক পরিশ্রম করে [দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৬।১৬০-৬১, ১৬৫, ১৬৮-৬৯], রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কেও ['on his life and poetry and his place in our literature'] একটি প্রবন্ধ লিখে অ্যাণ্ডরুজকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে তিনি 26 Feb 1913 রোটেনস্টাইনকে প্রেরণ করেন—তাঁর আশা ছিল এগুলি কোনো বিখ্যাত পত্রিকায় বা পুস্তিকাকারে ছাপা হবে—কিন্তু সেগুলি প্রকাশিত হয়নি। অথচ পিয়র্সন আশ্রম সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যে, প্রবন্ধ লেখেন, সেটি ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এর মতো পত্রিকায় স্বচ্ছন্দেই মুদ্রিত হয়েছে ['Mr. Tagore's School'/W.W.P. দ্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মাইক্রোফিল্ম]। সুতরাং, প্রকাশ্যে না হলেও, মনে মনে অজিতকুমারের ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। একইভাবে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন বা সরোজরঞ্জন চৌধুরী প্রভৃতির মনে আমেরিকা আসার ব্যাপারে নিশ্চিত প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিলেন, যা কার্যে পরিণত করতে পারেননি। বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থসাহায্য আসার এক অলীক প্রত্যাশাও আশ্রমে জেগে উঠেছিল। এ নিয়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন, তা জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ ২৪ জ্যৈষ্ঠ [7 Jun] বিদ্যালয়ের শিক্ষক কালিদাস বসুকে লেখেন:

> তোমাদের মধ্যে কারো মনে এ রকম ধারণা হয়েছে যে নিজের সম্বন্ধে, বিদ্যালয়ের প্রতি আমার আর্থিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, আমি অত্যুক্তি করতে বসেছি এবং যে সব সংকল্প মনের মধ্যে রেখে দেওয়া উচিত আমি তাই অযথাপরিমাণে প্রকাশ করচি। এই র্ভৎসনাবাক্য শুনে আমি চিন্তা করে দেখলুম এর মধ্যে সত্য আছে এবং তোমাদের মনে এ ধারণা হওয়া অন্যায় হয়নি। কিন্তু তবুও আমার নিজের দিকে যে একটা কথা বলবার আছে সেটা তোমাদের কাছে খোলসা করে বলা উচিত। বরাবর আমি দেখে আসছি আমি কেবল কথা কয়ে নিজেকে শিক্ষা দিয়েছি। নিজের ভিতরে কোনো ভাল জিনিষ ভাব আকারে বা সংকল্প আকারে দেখা দেবামাত্র সেটাকে প্রকাশ করার দ্বারাই আমি নিজের কাছে সেটা পরিস্ফুট করে তুল্‌তে পারি। সেটা আমার ভাষায় ব্যক্ত হতে হতেই উত্তরোত্তর আমার জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠ্‌তে থাকে। এটা বিশেষভাবে আমার স্বভাব। এই জন্যেই বস্তুত অধিকাংশ স্থলে নিজের সাধনা সম্বন্ধে আমার অত্যুক্তি ঘট্‌তে বাধ্য। কারণ বর্ত্তমানে আমার শক্তির সীমা যেখানে আমার আকাঙক্ষার সীমা সেখানে নয়। ...সেইজন্যে আমার মধ্যে যে মানুষটি সাধক সে আমার সংসারী মানুষের ভাষা অতিক্রম করে কথা কয়—কিন্তু তার কথা যদি আমি চাপা দিয়ে ফেলি তাহলে আমার এই সংসারী মানুষের আর পরিত্রাণ নেই। তার উচ্চারিত বাণী ক্রমশ আমার উপর জয়লাভ করতে থাকে। এমন অবস্থায় তোমরা যদি আমাকে বল যে যখন পারবে তখন কথা কোয়ো আগে থাকতে এ সব আলোচনা অসঙ্গত তাহলে সেটা আমার পক্ষে কল্যাণকর নয়—কেননা আমার স্বভাববশত কথাকওয়াই আমার সকলের চেয়ে প্রশস্ত পথ। ...বারবার দেখেছি জীবনের ক্ষেত্রে কোনো জিনিষের প্রকাশের বহু পূর্ব্বে বাণীর ক্ষেত্রে তার অভ্যুদয় হয়েছে—তার কারণ ঠিক অহঙ্কার নয়—তার কারণ আমার বাক্যের প্রকাশ আমার জীবনের প্রকাশের অঙ্গ। আমার এই জীবনের প্রক্রিয়া এমনি নিগূঢ় যে অনেক সময়ে এ আমার অগোচরে হয়ে থাকে।[৭৬]

অজিতকুমারকে লিখিত পূর্বোল্লিখিত 23 Jul-এর চিঠিতেও অনেকটা এই ধরনের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে ও রচনায় কথাগুলির সত্যতা আমরা বারবারই অনুভব করি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনায়, আদর্শে ও কর্মে এই বিশেষত্বের উপযোগিতা যতই থাকুক না কেন—অন্যের ক্ষেত্রে তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা থেকেই যায়। কাজের ক্ষেত্রে যেখানে বিচিত্র মানসিকতার মানুষ নিয়ে কারবার, সেখানে লোকব্যবহারের দিক দিয়ে যে সতর্কতা দরকার রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই তা মনে রাখেননি। জীবনের বিভিন্ন পর্বে কোনো-কোনো ব্যক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভর করে কথায় ও কাজে তাঁদের এতটাই বাড়িয়ে দেখেছেন যে অন্যেরা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন; আবার অনেক সময়ে কারোর অমূলক নিন্দোক্তি বিশ্বাস করে কোনো ব্যক্তির প্রতি অবিচার করেছেন। এইরূপ ঘটনাপ্রবাহে প্রত্যাহত হয়ে অজিতকুমার কয়েক বছর পরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করেন। অবশ্য তার অন্যান্য কারণও ছিল। আমরা যথাস্থানে প্রসঙ্গটি আলোচনা করব।

যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে কবীর-অনুবাদের মূল খুঁজে পাবার সুবিধার জন্য অজিতকুমার একটি সূচিপত্র পাঠিয়ে দেন, কিন্তু তার আগেই রবীন্দ্রনাথের সংস্কার-কর্ম শেষ হয়ে যায়। একটি তারিখহীন পত্রে তিনি লেখেন: 'Mrs. Stuart Mooreএর [কাছে] সংশোধিত পাণ্ডুলিপিটি আছে তিনি সমস্তটা স্বহস্তে কপি

করে টাইপ করবার জন্যে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তারপরে ছাপবার বন্দোবস্ত করতে হবে। ...তোমার ভূমিকাটি পেলে কাজে লাগবে।'[৭৭] পাণ্ডুলিপির পুনঃসংস্কার ও সম্পাদনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ Mrs. Stuart Moore [Evelyn Underhill]-এর উপর অর্পণ করেছিলেন। দায়িত্বটি পেয়ে ইভলিন 19 Aug [৩ ভাদ্র] তাঁকে লেখেন: 'As to Kabir, you know how glad & proud I am to be able to help with it: but I feel it a great responsibility to have it left entirely in my hands. I have now revised about 50 of the poems & should be very thankful indeed to have your opinion of them. I am not satisfied with them at all & think they require further revision. If you could find time to read them through before you leave London, & have a typed copy made to take with you if you want, I will send you my M.S. at once, with some queries; but should like to have it back before the end of this month. Mr. Rothenstein has written to me about the India Society publishing them this autumn but this seems to me quite impossible, as they have to go to India to be revised, & also I cannot write my notes & introduction till I have a great deal more information about K's position in Indian Literature, his relation to the Sufi poets etc. than I at present possess. Also I should very much liked to follow out your suggestion & write an article on him on one of the reviews & this will not be possible till the autumn.'[৭৮]

মহর্ষির আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদের একটি ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন, সেটি তিনি এই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। কবীর-বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ 'Kabir, The Weaver Mystic' Feb 1914-সংখ্যা *Contemporary Review* [pp. 193-200]-তে প্রকাশিত হয়।

অজিতকুমারও কবীরের পরিচিতি-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন, সেটি তিনি ইভলিনকে প্রেরণ করে অজিতকুমারকে লেখেন: 'তিনি এই বইয়ের একটা ভূমিকা লিখবেন তাই তাঁর পক্ষে এ লেখা আবশ্যক হবে—এর জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ভূমিকা সুদ্ধ বের হলে এ বইয়ের আদর হবে —এই জন্যে একটু দেরি হলেও সেটা স্বীকার করতে হবে। India Societyর ইচ্ছা ছিল আগামী অক্টোবরেই বের করে দেন কিন্তু বোধ হয় তার সময় হবে না। India Society যদি একে নিষ্কৃতি দিতেন তাহলে আমি ম্যাকমিলানদের দিয়ে বের করতে পারতুম কিন্তু তাঁরা বোধ হয় সহজে ছাড়বেন না। প্রথমটা ওদের যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। সেই জন্যে আমি আশা করেছিলুম ওঁরা হয়ত ছুটি দেবেন। কিন্তু আমি সংশোধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি শুনে ওঁরা মত বদলেছেন। কিন্তু সংশোধিত পাণ্ডুলিপি এখনো তাঁদের হস্তগত হয়নি সেইজন্য তাঁরা কিছু অস্থির হয়ে উঠেছেন।'[৭৯] তিনি ইভলিনকে পর-পর দুটি চিঠি লেখেন, প্রত্যুত্তরে 22 Aug ৮২টি কবিতার পাণ্ডুলিপি [? টাইপ-কপি] পাঠিয়ে ইভলিন আবার জানান, শরৎ-শেষের আগে তাঁর ভূমিকা ও টীকা লেখা সম্পূর্ণ হবে না। অথচ 1 Sep [সোম ১৬ ভাদ্র] পরদিন তাঁকে চা-পানের আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখেন: 'The M.S. of the Introduction to Kabir I'd asked my typist to return to you direct & hope that it will reach you at Chelsa before you sail.' রবীন্দ্রনাথ 3 Sep লণ্ডন ত্যাগ করেন। তারপরেই দূরত্বের জন্য নানাধরনের জটিলতা দেখা দেয়। কিন্তু সেই আলোচনা যথাস্থানে হবে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিদেশযাত্রা করেন, তখন অনেক রচনা তত্ত্ববোধিনী ও প্রবাসী-তে প্রকাশের জন্য রেখে যান। যাত্রাপথে ও ইংলণ্ডে তিনি আরও লিখেছিলেন। নিয়মিত প্রবাসের পত্র লিখবেন বলে তাঁর প্রতিশ্রুতিও ছিল। ফলে সম্পাদনার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা একটি সংখ্যায় একাধিক রচনা প্রকাশ করে দ্রুত ভাণ্ডার শূন্য করে ফেলেন। কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় রবীন্দ্রনাথ পূর্বপ্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি, বিদেশের মাটিতে বাংলা ভাষার ফসল তাঁর হাতে ফলতও কম। তাই ১৩১৯ বঙ্গাব্দের মাঘ ও ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে তাঁর মাত্র একটি করে রচনা মুদ্রিত হয়, চৈত্র-সংখ্যায় একটি রচনাও নেই—অগ্রহায়ণ-সংখ্যা থেকেই প্রবাসী-তে তাঁর কোনো রচনা মুদ্রিত হয়নি। অজিতকুমার অনুযোগ জানালে রবীন্দ্রনাথ 15 Feb [৩ ফাল্গুন] তাঁকে লেখেন: 'তত্ত্ববোধিনীর লেখার অভাব ঘটছে শুনে বড় দুঃখ বোধ করচি। আমি ত এ পর্য্যন্ত লেখা দিতে কার্পণ্য করি নি। এখন কিছুদিন সেদিকে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে।'[৮০] ফলে ১৩২০ বঙ্গাব্দের পত্রিকাগুলিতেও তাঁর রচনার পরিমাণ অল্প। আমরা এখানে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত সাময়িকপত্রে মুদ্রিত তাঁর রচনা-সূচিটি সংকলন করে দিচ্ছি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৩৫ শক [৮৩৭ সংখ্যা]:

১ 'যাচাই' ["কে নিবি গো কিনে আমায়...] দ্র গীতিমাল্য ১১।১৫৮-৫৯ [৩১]

১৯-২১ 'আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ'

26 Feb ও 3 Mar শিকাগো থেকে ও 10 Mar আরবানা থেকে অজিতকুমারকে লেখা তিনটি পত্রাংশ এখানে সংকলিত হয়েছে। এইগুলিই আবার বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হয়।

ভারতী, বৈশাখ ১৩২০ [৩৭।১]:

১০৭-১১ 'আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ'

(১০৭ পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি তাঁহার আমেরিকা প্রবাস কালে সেখানকার কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি প্রীতিভোজ প্রদান করেন। এই ছবি সেদিনের সম্মিলনচিত্র' টীকা-সহ একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। ব্যক্তি-পরিচয় দেওয়া আছে: 'B[ankim]. C[handra). Roy, K[umudini K.] Basu, Hari Chand, B. Das, S. Roy,* J. Sharma, B.N. Chatterjee, রবীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, পুত্র রথীন্দ্রনাথ।' রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল ছবিটির [Acc. 2031] পিছনে রথীন্দ্রনাথ-লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, ছবিটি আরবানায় গৃহীত—J. Sharma সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন: 'found to be a British spy, who left the campus at once upon being discovered—looks very self-assured?' সুদূর আমেরিকায় ব্রিটিশ গুপ্তচর রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করছিল—তথ্যটি কৌতূহলজনক। 1916-এর সফরের পর সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র-মামলায় তাঁর নাম জড়ানো হয়েছিল—এই সংবাদটি আমরা উল্লেখ করতে পারি।)

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২০ [১৩।১।১]:

১ 'বিনামূল্যে' ['কে নিবি গো কিনে আমায়'] দ্র গীতিমাল্য ১১।১৫৮-৫৯ [৩১]

তত্ত্ববোধিনী-তে এই কবিতাটিই 'যাচাই' শিরোনামে মুদ্রিত—মনে হয়, দুটি নামই সম্পাদকীয় দপ্তরের দেওয়া—রবীন্দ্রনাথ প্রায়শই এই দায়িত্ব তাঁদেরই উপর অর্পণ করতেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে পত্রিকাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনাই মুদ্রিত হয়নি। তবে রচেস্টারে প্রদত্ত ‘Race Conflict’ বক্তৃতাটির অজিতকুমার চক্রবর্তী-কৃত বঙ্গানুবাদ ‘জাতি-সংঘাত’ নামে তত্ত্ববোধিনী [পৃ ৩৯-৪২] ও প্রবাসী [পৃ ১৯৬-২০১]-তে যুগপৎ মুদ্রিত হয়। একই রচনার প্রিয়ম্বদা দেবী-কৃত অনুবাদ ‘জাতি-বিরোধ’ নামে ভারতী [পৃ ১৩৭-৪৩]-তে ছাপা হয়।'

Poetry, June 1913 [Vol. II, No. 3]:

81-91 ‘Poems’

Poetry and Drama, June 1913 [Vol. I, No. 2]:

142-44 ‘Four New Poems’

(1) ‘The odour cries in the bud’ দ্র *The Fruit Gathering,* No. 60

(2) ‘When the lamp went out by my bed’ দ্র *The Gardener,* No. 8

(3) ‘The tame bird was in the cage’ দ্র *The Gardener,* No. 6

(4) ‘Ah, poet, the evening draws near’ দ্র *The Gardener,* No. 2

এই পত্রিকা-দুটি আমরা দেখার সুযোগ পাইনি। তথ্যগুলি Katherine Henn-সংকলিত *Rabindranath Tagore: A Bibliography* [1985] গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। *Poetry* পত্রিকায় ১৪টি কবিতা মুদ্রিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮৩৫ শক [৮৩৯ সংখ্যা]:

৫৭-৫৮ ‘বিলাতের পত্র’

লণ্ডনে পৌঁছনোর পর অজিতকুমারকে লিখিত [20 Apr: ৭ বৈশাখ] পত্রটি মুদ্রিত হয়েছে।

The Modern Review, July 1913 [Vol. XIV, No. 1]:

1-6 ‘The Relation of the Universe and the Individual’ দ্র *Sadhana*

The Hibbert Journal, July 1913 [Vol. XI):

705-16 ‘The Problem of Evil’ দ্র *Sadhana*

The Quest, July 1913 [Vol. IV, No. 4]:

601-13 ‘The Realization of Brahma’ দ্র *Sadhana*

The Nation

28 Jun/p. 498 ‘The Woman in Sorrow’ দ্র *The Fruit-Gathering,* No. 57

5 Jul/p. 525 ‘The Judge’ [‘বিচারক’ গল্পটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ]

12 Jul/p. 573 ‘The Brahmin’ দ্র *The Fruit-Gathering,* No. 64

26 Jul/p. 647 ‘The Temple’ দ্র *The Gardener,* No, 72

9 Aug/p. 718 ‘The Tryst’ দ্র *The Fruit-Gathering,* No. 37

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২০ [১৩।১।৪]:

৪৬৩-৬৬ ‘রবীন্দ্রনাথের পত্র’ দ্র বি.ভা.প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬

জগদানন্দ রায়কে লেখা তিনটি পত্রাংশ মুদ্রিত হয়।

The Modern Review, August 1913 [Vol. XIV, No. 2]:

113-18 'My Interpretation of Indian History' I. The Vedic and Heroic Age

এটি 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটির প্রথমাংশের যদুনাথ সরকার-কৃত অনুবাদ। শেষাংশ পরবর্তী সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ 29 Jun [রবি ১৫ আষাঢ়] বৈকালে নার্সিংহোমে ভর্তি হন, সেখান থেকে ছাড়া পান 22 Jul [মঙ্গল ৬ শ্রাবণ]। নিরন্তর সভাসমিতিতে যোগ দেওয়া, নানাবিধ ভোজসভায় উপস্থিত থাকা ইত্যাদির হাত থেকে নিষ্কৃতি মিললেও তাঁর কক্ষ একেবারে জনহীন ছিল না। বন্ধুরা প্রায়শই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। স্টার্জ মূর *The Post Office* অভিনয়ের আগের দিন [9 Jul] সেখানে গিয়েছিলেন, তা আমরা আগেই বলেছি। আর্নেস্ট রীজ্ একাধিকবার গেছেন তাঁর কাছে 'in a room full of flowers', বিশ্বসমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে কথা হয়েছিল তার কিছু বিবরণ তিনি দিয়েছেন *Rabindranath Tagore; : A Biographical Study* [1915] গ্রন্থে। একদিনের বিবরণ কিছুটা উদ্ধৃত করি: 'He had been reading that powerful romance of an artist at odds with circumstance who has to fight hard for his art in the greedy world of Paris, *Jean Christophe* [by Romain Rolland); and he was curiously concerned at the picture of a soul in trouble, and at the conditions of life which went to determine that trouble, displayed in the pages of the book. "You people over here", he said, "seem to me to be all in a state of continual strife. It is all struggling, hard striving to live. There is no place for rest, or peace of mind, or that meditative relief which in our country we feel to he needed for the health of our spirits." রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বক্তব্যটি নূতন নয়, কিন্তু রম্যাঁ রলাঁ [1868-1944]-র রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের তথ্যটি মূল্যবান।

নার্সিংহোম থেকে রবীন্দ্রনাথের বাড়ি ফিরে আসার খবর দিয়ে রথীন্দ্রনাথ 25 Jul [৯ শ্রাবণ] নগেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'ডাক্তার বলেছে বাবার পক্ষে এখন কিছুদিন কোনও bracing climateএ গিয়ে থাকা উচিত—বিশেষ এ সময় লণ্ডনের বড় বিশ্রী weather হয়েছে, তাই হয় ত আর অল্পদিনের মধ্যে continentএর কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলে যেতে পারি।' রবীন্দ্রনাথও অনেককে অনুরূপ কথা লিখেছিলেন, কিন্তু কোথাও যাওয়া হয়নি। ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আরও কিছুদিন থাকতে হচ্ছিল, তাই একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও রোটেনস্টাইনের পল্লীনিবাসেও যেতে পারছিলেন না। অন্য বাধাও ছিল। সেই কথাই তাঁকে লিখেছেন একটি তারিখহীন পত্রে [? 6 Aug]: 'I must come and see you when I get my release from the doctor and also from the pair of sculptors who are plying me with their attention at the same time.'[৮০] এই ভাস্করদের নাম পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি তারিখহীন পত্রে: 'আমি সম্প্রতি দুই ভাস্করের হাতে পড়েছি। একদিকে জেনিঙস্ আর একদিকে Davidson নামে একজন "উদীয়মান" গুণী।'[৮১] শেষোক্ত জন শ্রীমতী মুডির সংগ্রহ। নার্সিংহোমে যাওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে তাঁর 16 More's Garden, Chelsea-র ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিলেন। অতঃপর শ্রীমতী মুডি ফ্রান্স ভ্রমণ করে ফিরে আসার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ যখন নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পান, তখন তিনি শয্যাগত [প্রচুর পরিমাণে স্ট্রবেরি খেয়ে, যা নিয়ে

রবীন্দ্রনাথ পরে চিঠিতে ঠাট্টা করেছেন]। তারই মধ্যে, তাঁর জীবনীকার লিখেছেন: "On July 31, 1913, she was engaged in characteristic plans. Writing to the sculptor Jo Davidson in France, she says: "Mr. Tagore is at present comparatively free and will be glad to pose for a few days, more or less, if it suits your convenience to come over here now. I don't think you would ever regret making a study of him. I must suggest to you that he is very sudden in his movements and that it is really necessary to take him at once in order to be sure to get him."[৮২] পত্রের ভাবে মনে হয়, এবিষয়ে শিল্পীর সঙ্গে তাঁর পূর্বেই আলোচনা হয়েছিল এবং শিল্পীও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

শিল্পীর প্রতিক্রিয়ার বিবরণ আমরা পাই, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর *Daily Sketch* [15 Nov] পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক সাক্ষাৎকারে:

AWED THE SCULPTOR./...When he [Rabindranath] was in London recently "Joe Davidson", the sculptor, did his bust. "Joe" told me he had never had such a sitter. Sculptors sometimes lay violent hands on the heads of their sitters so as to get them in the best position for modelling. You cannot take such liberty with the Bengali poet.

AND THE OWNER OF THE STUDIO./ Davidson was then fresh in London, and a friend, a well-known artist, lent him his fine studio in Edwards Square for these sittings. He happened to tell his friend what an overpowering effect Tagore had on him. "He won't subdue me", said the artist. At the next sitting this friend came in, hat on side, whistling, jaunty. As soon as he caught sight of Tagore all was changed. He was subdued. He doffed his hat. He laid his cigaratte. He whispered. And he got out. "And in my own studio, too", he adds ruefully, "Yes, Tagore compels respectful awe."

12 Aug [মঙ্গল ২৭ শ্রাবণ] রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লিখলেন: 'I have got my release from the doctor and next Thursday I shall have my last sitting with the sculptors.'[৮৩] মেরী লাগো জানিয়েছেন, Jo Davidson-কৃত রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তিটি নিউ ইয়র্কের Knoedler Galleries-এ রক্ষিত আছে।

নার্সিংহোম থেকে বেরিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকাশিতব্য গ্রন্থগুলির ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। *The Gardener*-এর পাণ্ডুলিপি প্রেসে চলে গিয়েছিল; ইয়েট্সের সহায়তায় তার প্রুফ সংশোধন করতে গিয়ে তাঁর গয়ংগচ্ছ ভাবে ও অমনোযোগিতায় ক্রমশই তিনি বিরক্ত হয়ে পড়ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কবিতার প্রতি গতবৎসরের মোহমুগ্ধতা ইয়েট্স্ অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতেও তা ধরা পড়ছিল বলে তিনিও তাঁর নির্ভরতা সরিয়ে আনছিলেন অন্যদের উপর, যেমন এক্ষেত্রে স্টার্জ মূরের উপর। মেরী লাগো পরিবর্তনটি স্পষ্ট করার জন্য য়ুরোপ-ভ্রমণরতা স্ত্রী Marie-কে লেখা স্টার্জ মূরের কয়েকটি পত্র উদ্ধৃত করেছেন। স্টার্জ মূর 28 Jul [সোম ১২ শ্রাবণ] স্ত্রীকে লিখেছেন: 'Shortly after lunch [on Sunday 27 Jul] Tagore and his son turned up. He wanted me to help

him correct the proofs of his poems Yeats has been preparing. He said Yeats worked so slowly and missed over so many little incorrections so we worked away till tea and after tea till nearly suppertime and then he asked me to go there to lunch tomorrow to finish them.'[৮৪] 28 Jul তাঁরা মধ্যাহ্নভোজের পর ১০ মিনিটের চা-বিরতি ছাড়া ৬টা পর্যন্ত কাজ করেন—এই খবর দিয়ে 29 Jul স্টার্জ মূর স্ত্রীকে লিখলেন: 'I think we understood each other very well indeed and that he was pleased and satisfied with the results. He says you shall translate the children's poem and he is going to dedicate the book in English to me.'[৮৫] কিন্তু ইয়েট্‌স্ অত্যন্ত দুর্মুখ ছিলেন, তাই স্টার্জ মূরের ভয়, ছিল তিনি ব্যাপারটিকে সহজে গ্রহণ করবেন না—রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কাও কম ছিল না, বিশেষত 1 Aug [শুক্র ১৬ শ্রাবণ] এই প্রুফ নিয়ে তাঁর ইয়েট্‌সের সঙ্গে বসার কথা ছিল। আতঙ্কিত স্টার্জ মূর 2 Aug রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি চিঠিতে জানতে চান: '...how things went with Yeats yesterday afternoon as I want to know what he knows and feels before dining with him on Monday evening.' সম্ভবত 3 Aug তারিখে আশ্বস্ত ও আনন্দিত স্টার্জ মূর স্ত্রীকে লেখেন: 'It seems Tagore never mentioned my name and Yeats accepted all my corrections showing surprise often that he had missed over such obvious errors and apparently strengthened Tagore's confidence in me.'[৮৬]

স্টার্জ মূর চিত্রাঙ্গদা-র অনুবাদ *Chitra*-র পাণ্ডুলিপি সংস্কারেও রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিলেন। 9 May *Chitra*-পাঠের সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন, তাঁর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করে নাটিকাটি পুনরায় পাঠ করার অনুরোধও তিনি করেছিলেন। তিনি George Calderon-এর সহায়তায় এর অভিনয়েও ইচ্ছুক ছিলেন। 2 Aug তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'He hopes to see you again when he returns to London and will be very pleased to help me with Chitra. He is accustomed to talk to and instruct actors and if he has an intimate knowledge of the text will be a great help to me in getting the exact meaning of the words into their heads.' 12 Aug তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'শুক্রবার' [15 Aug: ৩০ শ্রাবণ] ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখেন: 'I should be very glad if you yourself could come earlier to go through "Chitrah" with me. I think it will be well to supply rather more definite stage directions and if possible to make one or two stage plans.' এর একটু পরেই তিনি লিখলেন: 'I think if you liked to come to lunch and stay on we should find plenty to occupy us over Chitrah and the new Song Offerings.' রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু *Chitra* অভিনয়ের পরিকল্পনার কী পরিণতি হয়েছিল জানা যায় না। রোটেনস্টাইনের স্ত্রী প্রাক্তন অভিনেত্রী অ্যালিস কবি ও নাট্যকার Birmingham Repertory Company-র John Drinkwater [1882-1937]-এর সঙ্গেও এটির অভিনয়-স্বত্ব নিয়ে কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন [? 6 Aug] চিঠিতে রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I am sure they have not the least doubt in their minds that nobody else than themselves is ever likely to be willing to put this play on the stage.'[৮৭] মেরী লাগো জানিয়েছেন, এই প্রচেষ্টাও সফল

হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি এক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। একই বিষয়ের দায়িত্ব তিনি একাধিক ব্যক্তির উপর অর্পণ করছিলেন, যা ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক উভয় নীতিরই বিরোধী।

স্টার্জ মুর চাইছিলেন, তাঁর স্ত্রী *The Crescent Moon* ফরাসি ভাষায় অনুবাদের অধিকার লাভ করুন। 30 Jul তিনি স্ত্রীকে লেখেন: 'If you translate the children's Poems successfully I should not wonder if you could not get the new volume of love poems etc. to translate and then the next series of Gitanjali.'[৮৮] তার আগের দিনই তিনি লিখেছিলেন: 'He says you shall translate the children's poem.' এইসব দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ লিখিতভাবে অর্পণ করেছিলেন ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজের উপর। অথচ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই তিনি অন্যদের অনুবাদের অধিকার বিতরণ করে যাচ্ছিলেন অনুবাদ-স্বত্ব, রয়্যালটি ইত্যাদি নানাবিধ ব্যবসায়িক শর্তাবলির আলোচনা ছাড়াই। ফক্স স্ট্রাংওয়েজ যে কয়েকমাস পরেই তাঁর দায়িত্ব ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন এটিও তার অন্যতম কারণ ছিল—যদিও তিনি স্পষ্টভাবে এর উল্লেখ করেননি।

পাঠকের মনে আছে, গত বৎসর ১ কার্তিক [17 Oct 1912] ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজের পরিচয়পত্র নিয়ে ফরাসি তরুণ কবি Alexis Saint-Leger Leger [সাঁ জন্ প্যর্স] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে *Gitanjali*-এর ফরাসি অনুবাদের অনুমতি নিয়ে যান, তখনও বইটি প্রকাশিত হয়নি। ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্করণের একটি কপি তিনি ফ্রান্সে নিয়ে আসেন ও সেটিই আঁদ্রে জিদ্-কে পাঠিয়ে অনুবাদের ব্যাপারে তাঁকে আগ্রহী করে তোলেন। 28 Jan 1913 [১৫ মাঘ ১৩১৯] তিনি জিদ্‌কে লেখেন: 'I am going to write Tagore on your behalf. ...Please tell me, though, whether I should talk to him about a translation in a review or in book form.'[৮৯] সম্ভবত এর পরেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে ফরাসিতে একটি পত্র লেখেন, পত্রটির অধ্যাপক সৌরীন্দ্র মিত্র-কৃত অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করি:

গীতাঞ্জলির প্রথম কপিটি আমিই ফ্রান্সে নিয়ে এসেছি, দীর্ঘদিন ধরে এটি পড়েছি এবং গভীর চিন্তা করেছি এবং আমার প্রথম আনন্দ হল এই যে মুষ্টিমেয় সেই কয়েকজনের সমর্থন আমি গীতাঞ্জলির জন্য অর্জন করতে পেরেছি যাঁদের এখানে বিদগ্ধ সমাজে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানায়। এখন প্রয়োজন আপনাকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পরিচিত করাবার। সেই জন্য অনুবাদকের ব্যক্তিত্বটি মূল্যবান, এমন কি তাঁর পদমর্যাদারও প্রয়োজন আছে। ...প্রায়শই দেখা যায়, অনুবাদের কাজটি শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ে এমন সব দ্বিতীয় শ্রেণীর অশক্ত লেখকদের উপর যাঁরা নিজেদের তুচ্ছ নামগুলিকে মূল লেখকের মহিমার সঙ্গে যুক্ত করতেই ব্যস্ত। আমি শ্রীযুক্ত ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজের নিকট শুনেছি, ফরাসী অনুবাদে ইচ্ছুক এমন তিনজনের সঙ্গে তিনি ইতিমধ্যেই কথাবার্তা শুরু করেছেন। তিনি ঠিক কী চান আমি জানি না। আপনার প্রতি আমার সর্বান্তঃকরণ শ্রদ্ধার দোহাই দিয়ে এবং আমি ও আমার বন্ধুরা আপনার অতুলনীয় কাব্যের প্রতি যে আনুগত্যের শপথ নিয়েছি, তারও দোহাই দিয়ে আপনাকে মিনতি করছি, ঐ সব কথাবার্তা এখন বন্ধ রাখুন। কেননা আঁদ্রে জীদের মতো একজন লেখক কখনো নিজের মৌলিক রচনা ফেলে কোনো কারণেই বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হতে পারেন এমন কথা তাঁর সম্বন্ধে কেউ বিশ্বাসই করতে পারেন না। সেই আঁদ্রে জীদই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপনার কবিতাগুলি অনুবাদ করবার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অনুবাদের কাজটি এইরকম হাতে ন্যস্ত থাকার মূল্যটা যে কী, সম্ভবত ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ অথবা আপনি স্বয়ং ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না।

···ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত গীতাঞ্জলির যে কপিটি আমিই তাঁকে পড়তে দিয়েছিলাম সেটি থেকেই আন্তরিক আবেগবশত তিনি অনুবাদ শুরু করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি অনবরত আমাকে চাপ দিচ্ছেন, গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদের একচেটে অধিকার (অন্তত সাময়িকভাবে) তাঁকে দেওয়া হল এই মর্মে আপনার মুখের একটা কথা পাবার জন্য।

আশা করি, আপনার সেই চিঠিটি অচিরেই পাবো যার ফলে জীদ্ অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্ত হবেন এবং তাঁর অনুবাদের কাজটিও সুসম্পন্ন করতে পারবেন। তাঁর ইচ্ছা, তিনি অনুবাদ প্রথমে পত্রিকায় প্রকাশ করবেন যাতে অধিক সংখ্যক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করবেন। এ-ব্যাপারে শর্তাদি আপনার পক্ষে যতদূর অনুকূল হতে পারে তাই হবে, কেননা জীদ্ এই অনুবাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ।[৯০]

রবীন্দ্রনাথ সাঁ-লেজে-কেই অনুবাদের অধিকার দিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর অনুরোধে জিদ্‌কে এই ভার সমর্পণ করতে অসম্মত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজের সম্মত হওয়ারও দরকার ছিল। উদ্ধৃত

চিঠিটি থেকেই জানা যাচ্ছে, তিনি তিনজনের সঙ্গে এবিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। ইতিমধ্যে Jean H. de Rosen *Gitanjali*-র ১৫টি কবিতা ফরাসিতে অনুবাদ করে *La Revue* পত্রিকায় প্রকাশ করে 5 May 1913 [২২ বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I hope you have seen the translations of your beautiful work that *La Revue* has published.* I have done my best to give an idea of the features of your poems to the French public—If you think my translations worthy of the original text I'll be greatly honoured & delighted. Our mutual friend, Mr. Victor Glolouter, proposes me to translate the whole Gitanjali.'[৯১] সুতরাং একসময়ে জিদের অনুবাদ-স্বত্ব লাভের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়। সাঁ-লেজে সম্ভবত Sep 1913-এ লণ্ডন থেকে Valery Larbaud-কে লেখেন: 'The business of translation right for Gide grows more and more complicated day by day and is becoming endlessly embarassing. But don't let him know that please.'[৯২] যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জিদ্ স্বত্বটি লাভ করেন এবং প্রথমে *Nouvelle Revue Francaise* পত্রিকায় নমুনা হিসেবে 'গোটা পঁচিশেক'[৯৩] কবিতার অনুবাদ প্রকাশের পর [26 Nov] 1913-এ তাঁর অনুদিত *L'Offrande Lyrique/(Gitanjali)* প্রকাশিত হয় পত্রিকাটির নামীয় প্রতিষ্ঠান থেকে—গ্রন্থটি জিদ্ সাঁ-লেজে-কে উৎসর্গ করেন। প্রথম নমুনা-সংস্করণ মুদ্রিত হয় মাত্র ৫০০ কপি—অধ্যাপক সৌরীন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন এতে জিদ্-এর বিখ্যাত ভূমিকাটি ছিল না, ভূমিকা-সহ সংস্করণটি প্রকাশিত হয় 1914-এর গোড়ায়।

Marie Sturge Moore-এর *The Crescent Moon* অনুবাদের স্বত্ব লাভ করাও অনুরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। স্টার্জ মূর 19 Sep রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'This moming I receive a long letter from Fox Strangways who thinks the arrangement he has made with M. Gide must clash with that which you made with my wife. I think he is mistaken in this he has apparently only promised M. Gide two other books and there is no reason why these should not be. The Gardener & The Second Gitanjali or else Chitrah if he does not wish to wait so long as for the Second Gitanjali. I have written to him proposing this & hope that thus all friction may be got over. My wife who has already done a good bit of work on the translation of the Crescent Moon would be very sorry to have to abandon it.' ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী মূরকে অনুবাদ-স্বত্ব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রকাশকের সমস্যা ও 'revision' নিয়ে বিতর্কের ফলে বইটি প্রকাশিত হয় এগারো বছর পরে [1924]। এখানে উল্লেখ্য, ইংরেজি *The Crescent Moon*-এর প্রচ্ছদটি আঁকেন স্টার্জ মূর।

Chitra অভিনয়ের আগ্রহ ছিল স্টার্জ মুর ও জর্জ ক্যালডেরনের। কিন্তু এর জন্য অনুমতি সংগ্রহও কিঞ্চিৎ দুরূহ হয়েছিল। *Chitra, The King of the Dark Chamber* প্রভৃতি গ্রন্থের মুদ্রণব্যবস্থা তদারক করার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন স্টার্জ মূর—তাঁর ধারণা ছিল, রবীন্দ্রনাথও তাই চাইছিলেন—কিন্তু ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ হয়তো তাতে রাজি ছিলেন না, সেই কারণেই তিনি উল্লিখিত পত্রে লেখেন: 'It would be well to let Fox Strangways have quite precise ideas on all such matters or else misunderstandings & disappointments are bound to arise.' পরবর্তী আর-একটি পত্রে তিনি ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ সম্পর্কে লেখেন: 'he seems not to be in a very happy frame of mind.'

ঘটনাপ্রবাহ দেখে মনে হয়, ইয়েট্‌স্‌, পাউণ্ড, ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে স্টার্জ মূরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু স্টার্জ মূর চলেছেন তাঁর নিজস্ব পথে। রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁকে কত গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তাঁর পত্রাবলিতে তার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এর জন্য তিনি সবরকম পরিশ্রম করার আবেদন জানিয়ে 22 Aug লেখেন: 'You will I hope trust me after you are gone as before to help in any way I can, either in preparing Ms or correcting proofs, etc. etc.' ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে 19 Sep-এর চিঠিতে: 'You have come to us from so far that it is almost as though you had risen from the dead, and we felt for you the awe proper for a messenger from another world as different as it was clearly free from so much that hampers and engrosses ours.' যিশুখ্রিস্টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্যের ইঙ্গিতেই তাঁর মনোভাবটি ধরা পড়েছে। এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তিনি নিবেদন করেছিলেন সম্পূর্ণ নিজস্ব উপায়ে ও সংগোপনে। সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হচ্ছিল 1901 থেকে। নিয়ম ছিল, সুইডিশ অ্যাকাডেমির নোবেল কমিটির বিবেচনার্থ বিভিন্ন দেশের স্বীকৃত সাহিত্য-সংস্থার সভ্যেরা বা প্রাক্তন নোবেল পুরস্কার-প্রাপকগণ পুরস্কারের জন্য নাম সুপারিশ করতে পারেন। ইংলণ্ডের পক্ষে এই কাজ করতেন রয়্যাল সোসাইটি অব্‌ লিটারেচার অব্‌ দি ইউনাইটেড কিংডমের সভ্যেরা। ইতিপূর্বে তাঁদেরই সুপারিশে 1907-এ Rudyard Kipling [1865-1936] এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। বর্তমান বৎসরে সোসাইটি বিখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি [1840-1928]-র নাম সুপারিশ করে। কিন্তু সোসাইটির একজন সদস্য হিসেবে সম্পূর্ণ এককভাবে স্টার্জ মূর পাঠিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার প্রস্তাব। আমাদের তরুণ সুইডিশ বন্ধু Hans Haddersকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম, মূল পত্রটির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে পাঠানোর জন্য। কিন্তু স্টকহোমের Svenska Akademiens Nobelbibliotek-এর অবেক্ষক Carola Hermelin মূল পত্রটির সন্ধান না পাওয়ার জন্য দুঃখ জানিয়ে 1913-এর নোবেল প্রাইজের প্রস্তাবসমূহ থেকে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক প্রস্তাবটির কপি পাঠিয়ে দিয়েছেন —আমরা সেটি অবিকল উদ্ধৃত করছি:

N: o 17. Rabindra Nath Tagore.

To the Secretary of the

Nobel Committee of the Swedish Academy,

Stockholm.

Sir,

As a Fellow of the Royal Society of Literature of the United Kingdom, I have the honour to propose the name of

Rabindra Nath Tagore

as a person qualified, in my opinion, to be awarded the Nobel Prize in Literature.

T. Sturge Moore.

এই চিঠির ভিত্তিতেই নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতা বিবেচনা করে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত স্টার্জ মূরের পত্রাবলিতে এই ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই—বস্তুত খবরটি প্রথম বিস্তৃত প্রচার পায় 1955-এ,[৯৪] পরে কৃষ্ণ কৃপালনী স্টকহোমে গিয়ে চিঠিটি নকল করে এনে *Rabindranath Tagore: A Biography* [1962, p. 228] গ্রন্থে মুদ্রিত করেন [আমাদের উদ্ধৃত পাঠের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে]। অবশ্য সমকালেই সংবাদটি একটি সুইডিশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা আমরা একটু পরেই জানতে পারব।

Gitanjali-র ম্যাকমিলান-সংস্করণ প্রকাশের পর য়ুরোপের মূল ভূখণ্ডে অনেকেই রবীন্দ্র-রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন ও নিজেদের ভাষায় তা অনুবাদ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। ফরাসি অনুবাদ প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে। এর পরবর্তী অনুরোধ এসেছে সুইডিশ ভাষায় অনুবাদের জন্য, যদিও আবেদনটি আসে নরওয়ে থেকে—22 Jun [রবি ৮ আষাঢ়] Gullebo/Vettakollen/Christiana ঠিকানা দিয়ে Andrea ButenschÖn লেখেন:

Dear Mr. Coomaraswamy wrote to me a short time ago, that Mr. Strangways would give me a permission from you to translate "Gitanjali" from English to Swedish....

However, I would be most grateful if you would charge Mr. Strangways to let me have some book in Bengali, containing a smaller or greater number of the poems gathered together in Gitanjali. With the help of some learned young friends of mine—most interested in India—I would then try to catch directly something of the rhythm and the local spirit, so to speak of the poems.

If you object in any way to this proposal of mine, do nothing at all! and forgive my troubling you.

Lastly, let me thank you more than words can express for what you have given me. During my ill-health no doctor and no care should have been to me what you are....

বাংলা মূল গ্রন্থ পাঠাবার জন্য লেখিকার অনুরোধ পালিত হয়েছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু তাঁর কৃত *Gitanjali*-র সুইডিশ অনুবাদ নোবেল পুরস্কার ঘোষণার আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'To the Master-Singer/Rabindra Nath Tagore/with deepest gratitude/from/Andrea Butenschon/1913' লেখা তাঁর উপহৃত গ্রন্থটি পাতা-না-কাটা অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যাবে। সম্ভবত লণ্ডনে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন; 1 Nov 1927 তিনি একটি পত্রে লিখেছেন: 'How I hope that you are now much stronger than when we met.'

পরবর্তী অনুরোধ আসে হল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি Dr. Frederik Van Eeden [1860-1932]-এর কাছ থেকে; 28 Jul [সোম ১২ শ্রাবণ] Bassum থেকে তিনি লেখেন: 'I am translating your Gitanjali into my own language. When I do this work it is as if I am writing down songs of my own making. I do not know of any man who is nearer to this work than I am, and you are the

only man in the world whom I feel to be my superior in song. You are a citizen there, where I have only been a visitor now and then.' এর তিনদিন পরে 31 Jul তিনি রবীন্দ্রনাথকে হল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ করেন।

এর ফলে উভয়ের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়, ড আদেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির লিপিচিত্র রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হওয়ায় যার প্রায়-সম্পূর্ণ দিগ্‌দর্শন সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটি পত্রের উত্তর দেন 2 Aug; অনুবাদের ব্যাপারে ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজের সম্মতির আশা দিয়ে তিনি য়ুরোপ ত্যাগ করার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য য়ুরোপের কোনো শুষ্ক স্থানে গিয়ে কিছুদিন কাটানোর পরিকল্পনা তখনও চলছিল। উক্ত পত্রটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ড আদেন 7 Aug 'Dear Friend' সম্বোধনে পত্র দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ 9 Aug [শনি ২৪ শ্রাবণ] তাঁকে এক দীর্ঘ আবেগপূর্ণ চিঠি লেখেন:

Believe me, my friend, my heart goes out to you but I am inarticulate. I have to speak to you in a language not my own. The best that I have in me I give out in songs—no, I can not even say that I give it out—it comes out of itself. The superconscious self of mine which has its expression in beauty is beyond my control—and my ordinary self is stupid and awkward before men. Very often I think and feel that I am like a flute—the flute that cannot talk but when the breath is upon it, can sing. I am sure you have seen me in my book and I shall never be able to make myself seen to you when we meet,—for the body of the lamp is dark, it has no expression, only its flame has the language.

I find I have made many friends whom I am not likely to meet—but I meet them and receive them in my God—I offer to them my gratitude and love through my daily worships.

কথাগুলি বাংলায় ও ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ অনেকবারই লিখেছেন, কিন্তু বর্তমান চিঠিটির বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, এটি লেখা হয়েছে ডাচ ভাষার এক কবিকে—সম্পূর্ণ নূতন ও অচেনা এক ক্ষেত্র পেয়ে তাঁর ভাষা যেন অতিরিক্ত আবেগস্পন্দিত হয়ে উঠেছে।

ইংলণ্ডে অবস্থানের প্রায় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপভ্রমণের ইচ্ছা ত্যাগ করেননি, তাই 23 Aug [শনি ৭ ভাদ্র] ড আদেনকে লিখেছেন: 'I am arranging to come and see you soon and I shall wire to you later on the date when we start.' কিন্তু এ যাত্রায় উভয়ের দেখা হল না, আকাঙ্ক্ষিত এই সাক্ষাৎকার হয় Sept 1920-তে রবীন্দ্রনাথের হল্যাণ্ড ভ্রমণের সময়ে। কিন্তু আদর্শবাদী দুই কবি বন্ধুত্বের সূত্রে বাঁধা পড়েন; ড আদেন তাঁর *The Quest*[1911] বইটি উপহার পাঠান রবীন্দ্রনাথেরই রচনা উদ্ধৃত করে: 'Rabindranath Tagore/from/the Author/Thou hast brought the/distant near and made/a brother of the stranger'—4 Sep প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীর ভঙ্গিতে লেখেন: 'You will be a famous man in Europe in a short time. I read an article about you in the Mercure de France which will establish your fame for good. ...Your word is wanted in Europe as a cup of water in the desert. For there is no interpreter of Him like you in Europe. None, not in any religion or philosophy. And the

world is waiting for men of action inspired by words and music like yours.' তাঁর কৃত *Gitanjali*-র ডাচ অনুবাদ প্রকাশিত হয় 13 Nov তারিখে, যেদিন নোবেল প্রাইজ ঘোষিত হয়।* এটি ছাড়াও তিনি *The Gardener, The Crescent Moon, One Hundred Poems of Kabir* প্রভৃতি গ্রন্থ ডাচ ভাষায় অনুবাদ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যদের কৃত ইংরেজি অনুবাদের কথাও এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। কয়েক বছর ধরেই অন্য ব্যক্তিরা তাঁর গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করছিলেন, সেই ইতিহাস আমরা বিবৃত করেছি। নিজের রচনা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন, তখনও অনেকেই সোৎসাহে এই কাজে লেগে থেকেছেন—ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার রায়ের অনুবাদ-কর্মের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। J.D. Anderson ভালোই বাংলা জানতেন, সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর নেবার পর তিনি কেম্‌ব্রিজে বাংলা পড়াচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। 17-18 Mar 1913-এ লিখিত দুটি পত্রে তিনি 'চোখের বালি'র প্রশংসা করেন। দীনেশচন্দ্র সেনের পাঠানো 'শব্দতত্ত্ব' পড়ে 12 May তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'Your শব্দতত্ত্ব is as amusing as a novel!' এই পত্রেই লেখেন: 'I enclose a rough proof of an article on চোখের বালি which I have sent to the Asiatic Quarterly. ...In the July number of the Journal of the Asiatic Society will be a short account of the Chapter of your শব্দতত্ত্ব which deals with Beams 'Grammar.' of "'Choker Bali': Rabindranath Tagore as a Novelist" *Asiatic Review* [July 1913/57-70] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 22 Aug তিনি অনুরোধ জানান: 'If I can manage to translate চোখের বালি, or one of your other novels, or some of the tales out of গল্পগুচ্ছ, will you authorise me to publish my version?...Would you kindly let me have something I can show to a publisher?' 24 Aug তিনি জানান: 'I hereby promise that the profit shall go to you, to be applied to the Santiniketan or any other purpose that you may think fitting.' 14 Sep তিনি 'মাষ্টারমশায়' গল্পটি অনুবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গল্পটির প্রথম ও শেষাংশ 'The Private Tutor' নামে অনুবাদ করে বাকি অংশের সংক্ষিপ্তসার-সহ তিনি 13 Oct ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় পাঠ করেন।[৯৫] সম্পূর্ণ অনুবাদটি কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

উক্ত 14 Sep-এর পত্রে অ্যাণ্ডারসন জানান: 'I have written an indulgent review of Rajani Ranjan Sen's versions of your galpas in the current "Spectator".' 22 Aug-এর চিঠিতেই তিনি গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন; অনুবাদকের ভূমিকার তারিখ 'June 1913' থেকে মনে হয়, বইটি জুলাই মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি হল চট্টগ্রামের উকিল ও চট্টগ্রাম কলেজের আইন-অধ্যাপক রজনীরঞ্জন সেন-কৃত রবীন্দ্রনাথের ১৩টি ছোটগল্পের অনুবাদ *Glimpses of Bengal Life*। বইটির আখ্যাপত্র:

GLIMPSES OF BENGAL LIFE/Being Short Stories from the Bengali of/RABINDRANATH TAGORE/(With his Portrait and an Introduction)/BY/RAJANI RANJAN SEN, B.A., B.L./Pleader, and Law Lecturer, Chittagong/College, Author of "THE HOLY/CITY (Benares)", "THE TRIUMPH OF/VALMIKI"/MINTO PRESS,

CHITTAGONG/G.A. NATESAN & CO., Madras./Price-Rs. 2/-; Foreign-3/- s./TO BE HAD OF M.R. SEN, PARADE, CHITTAGONG.

১৪+২৪০ পৃষ্ঠার বইটির ভূমিকায় তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন 'to the illustrious poet for his gracious permission to translate and publish his short stories given to me nearly four years ago.' তিনি আরও জানিয়েছেন, অনুবাদগুলি পূর্বে *The Wednesday Review, The Hindusthan Review*এবং *The Modern World*পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাগুলি সন্ধান করা দরকার।

কুন্তলীন প্রেসে ছাপা স্বাক্ষর-সহ রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি মুখচিত্র হিসেবে ব্যবহার করে মোট ১৩টি গল্পের অনুবাদ গ্রন্থটিতে মুদ্রিত হয়: 1. The Fruit-Seller [কাবুলিওয়ালা] 2. The School Closes [ছুটি] 3. A Resolve Accomplished [পণরক্ষা] 4. The Dumb Girl [সুভা] 5. The Wandering Guest [অতিথি] 6. The Look Auspicious [শুভদৃষ্টি] 7. A Study in Anatomy [কঙ্কাল] 8. The Landing Stairway [ঘাটের কথা] 9. The Sentence [শাস্তি] 10. The Expiation [প্রায়শ্চিত্ত] 11. The Golden Mirage [স্বর্ণমৃগ] 12. The Tresspass [অনধিকার প্রবেশ] 13. The Hungry Stone [ক্ষুধিত পাষাণ]।

চার বছর আগে অর্থাৎ 1909-এ রবীন্দ্রনাথ গল্প অনুবাদ করার অনুমতি রজনীরঞ্জনকে দিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় গ্রন্থটির প্রকাশ তাঁকে বিব্রত করল। মডার্ন রিভিয়্যু-তে প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্পের অনুবাদ পড়েই রোটেনস্টাইন তাঁর প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হন। বিলেতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদগুলি অনেককে পড়তে দিয়েছিলেন—তাঁরা গল্পগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, কিন্তু এগুলি যে 'badly translated' এবিষয়ে তাঁরা সবাই একমত ছিলেন। স্টার্জ মুর 7 Jul লিখেছেন: 'I have enjoyed reading Kadambini more than once it is a very beautiful and touching story, the translation needs however a good deal of correction.' [উল্লেখ্য, 'জীবিত ও মৃত' গল্পটির অনুবাদ মডার্ন রিভিয়্যু-তে প্রকাশিত হয়নি, 'Alive and Dead' নামে অনুবাদকের নাম-বিহীন একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল *New India*-র 18 Nov 1901-সংখ্যার 204-06 পৃষ্ঠায়—রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে এই পত্রিকায় মুদ্রিত অনুবাদগুলিও বন্ধুদের দেখিয়েছিলেন?] সেইজন্য উপযুক্ত সংশোধন ছাড়া গল্পের অনুবাদ প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি থাকাই স্বাভাবিক। রোটেনস্টাইন 17 Sep তাঁকে লেখেন: 'Please tell Surendra Babu that he must by all means hurry on with his translations of your stories—those recently published are too monstrously ill done for words.'[৯৬] মেরী লাগো এই পত্রাংশের টীকায় জানিয়েছেন: 'Tagore tried in 1913 to block Sen's book, but Sen proceeded on the basis of a promise made in 1909. Tagore felt that his new fame in England had altered circumstanes, and Sen ought to have reconfirmed that earlier permission. Tagore later asked Macmillan to apprise other London publishers of these facts. (Tagore to Macmillan, through Andrews. December 28 1914)' অ্যাণ্ডরুজ 1 Sep রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'Mr. Sen of Chittagong has taken no notice of my telegrams & letters & has published his book of translations.' কিন্তু গ্রন্থটির প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের

উপকারও করেছে। তাঁর প্রতিভার মূল্যায়নে সুইডিশ অ্যাকাডেমি এই বইটিকেও অন্যতম অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

এখানে আর-একটি প্রসঙ্গ উল্লেখনীয়। 5 Jul 1913-সংখ্যা [pp. 525-26] *The Nation*-এ 'Short Studies' আখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পটির 'The Judge' নামে '(Translated from the Bengali of Rabindranath Tagore)' টীকা-সহ একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মুদ্রিত হয়; অনুবাদকের নাম নেই [এটি রবীন্দ্রভবনের কর্তিকা-সংগ্রহে ভ্রমক্রমে *The Nature* পত্রিকায় প্রকাশিত বলে উল্লিখিত, কিন্তু কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যানড্রু রবিনসন *The Nation*-এর প্রাসঙ্গিক অংশটির কপি পাঠিয়ে এই ভ্রম সংশোধনে সাহায্য করেছেন]। গল্পটির অনুবাদ বহুপূর্বে *New India* পত্রিকার দুটি সংখ্যায় [4 Nov 1901/172-73; 11 Nov 1901/188-90] 'The Judge' নামে প্রকাশিত হয়েছিল [দ্র রবিজীবনী ৫|৩৩]—বর্তমান অনুবাদটি বিদেশী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সম্ভবত সর্বপ্রথম প্রকাশ। রুশ রবীন্দ্রতত্ত্ববিদ্ D. A.P. Gnatyuk-Danil'chuk জানিয়েছেন, *Russkie Vedomosti* [Russian News] পত্রিকার লণ্ডন-সংবাদদাতা I.V. Shklovsky *Slovo* [The Words] পত্রিকায় Sud'ya নামে 'বিচারক' গল্পটির রুশ অনুবাদ প্রকাশ করেন Nov 1913-এ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বখ্যাতি লাভের পূর্বেই। তিনি দাবি করেছেন, এইটি রুশ ভাষাতে তো বটেই, পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র-গল্পের প্রথম প্রকাশিত অনুবাদ এবং তিনি অনুমান করেছিলেন, যেহেতু 'বিচারক' গল্পটির অনুবাদ তখনও অন্যত্র প্রকাশিত হয়নি, সুতরাং Shklovsky-র অনুবাদের উৎস ছিল *New India*-র ইংরেজি অনুবাদটি। কিন্তু *The Nation*-এর অনুবাদটি উক্ত দাবি ও অনুমান উভয়কেই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করছে—Shklovsky এই অনুবাদটি অবলম্বনেই রুশ অনুবাদটি প্রস্তুত করেন।

অপারেশনের পর আগস্টের প্রথম সপ্তাহের আগে রবীন্দ্রনাথ ডাক্তারের হাত থেকে ছাড়া না পেলেও ঘরের বাইরে যাতায়াত করছিলেন, স্টার্জ মূরের বাড়িতে কয়েকবার যাতায়াতের বিবরণে তা স্পষ্ট। সুকুমার রায় তাঁর পার্লামেন্টে যাওয়ার সংবাদ লিখেছেন 8 Aug [শুক্র ২৩ শ্রাবণ] পিতা উপেন্দ্রকিশোরকে: 'এর মধ্যে দুবার পার্লামেন্টে গিয়েছিলাম। রবিবাবুর সঙ্গে যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন ভারি মজা হ'য়েছিল।' পার্লামেন্টের একজন সদস্য Mr. King তাঁদের টিকিট দিয়েছিলেন, তিনি টুপি মাথায় গ্যালারিতে বসে তাঁদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন বলে একজন এম. পি. পয়েন্ট অব্ অর্ডার তোলেন। 'তার পরের দিন সব কাগজে সেকথা বেরিয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও "Two distinguised Indian visitors" বলে দিয়েছে।'[৯৮] *The Times*-এর পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা এরূপ কোনো উল্লেখ দেখতে পাইনি।

স্টার্জ মূরের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ *The Crescent Moon*-এর কবিতাগুলি সংশোধন করছিলেন, একথা আমরা আগে বলেছি। *Sadhana*-র প্রবন্ধগুলি সংস্কার করার কথা ছিল আর্নেস্ট রীজের সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথ এই কাজে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িও গিয়েছেন, কিন্তু এই সময়ে লিখিত উভয়ের পত্রাবলি না পাওয়ায় এর বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> আর্নেস্ট রীস ছিলেন বাবার একজন অকৃত্রিম বন্ধু। পুস্তক-প্রকাশক ডেন্টদের প্রতিষ্ঠানে দিনের কাজ সেরে বাড়ি ফেরবার পথে তিনি প্রায়ই আমাদের বোর্ডিং হয়ে যেতেন। নীরবে প্রবেশ করতেন—একমুখ দাড়ির কোণে একগাল হাসি। চুপচাপ বসতেন বাবার পাশে আর সাহিত্যবিষয়ে নানা রকম আলোচনা করতেন। ...আমরাও মাঝে মাঝে গোল্ডার্স্ গ্রীন অঞ্চলে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। ছোট্ট বাড়ি, কিন্তু সুন্দর ছিমছাম আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জা। বাড়ির সংলগ্ন বাগানে বসে, শরবত পান করতে করতে আমরা রীসের পিয়ানো বাজনা শুনতাম। ...রীস-গৃহিণীর হৃদয়

ছিল বাৎসল্যরসে ভরপুর। আর সেইজন্যেই তাঁর আতিথ্য ছিল আন্তরিক। ...প্রায়ই রীস-পরিবারের সকলে বাবার চার দিক ঘিরে বসে বাবার মুখে গীতাঞ্জলির গান শুনতে চাইতেন। এঁরা ছিলেন জাতিতে ওয়েল্‌শ্‌,···সংগীতপ্রিয়তা ওয়েল্‌শ্‌দের মজ্জাগত, সুতরাং বিদেশী সুর হলেও বাবার গান ওঁদের ভাল লাগত। রীস-পরিবারের বন্ধু ডক্টর ওয়ালফোর্ড ডেভিস প্রায়ই এঁদের বাড়িতে আসতেন ও বাবার বাংলা গানের স্বরলিপি ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে টুকে নিতেন।[৯৯]

তাঁদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের আগমনের স্মৃতিচারণ প্রায়শই করেছেন রীজ-দম্পতি। 24 Nov আর্নেস্ট রীজ লিখেছেন: 'And now the Moon book of your children's poems has duly followed "The Gardener". It recalls very clearly as I look thro' the pages here we worked thro' the poems one grey day in our garden room.' 9 Jan 1914 লিখেছেন: 'Every letter we have from you helps to bring a glimpse of yourself, as you appeared to us,—a heaven-sent guest, again into our house.' কয়েকদিন আগে 3 Jan তাঁর স্ত্রী গ্রেস রীজ লেখেন: 'Indeed the comer of the sofa has never forgotten you; sometimes I fancy I can see you sitting there still, a mild and beneficent shadow, if indeed brightness can have a shadow at all!' এর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের মনোভাবও অনুভব করা যায়।

কিন্তু রচনা নিয়ে এই কাটাছেঁড়া, শব্দকে ওজনদাঁড়িতে চাপানো রবীন্দ্রনাথের আর ভালো লাগছিল না। 17 Aug [বৃহ ১ ভাদ্র] তিনি রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I am still occupied with my proofs and my manuscripts and I hope I shall be free by the end of the next week when I shall come and see you. The difference is very great for me, the difference between the last summer and this—the difference between the time when I was translating my "children" series of poems one by one and reading them to you and the time when I am getting the Ms. ready for publication. Now it is a mere business and it tires me. This cold blooded literary craftsmanship, this weighing of words and expressions is utterly wearisome. I am pining for touch of life, for the warmth of reality—and that is the reason why the call of my Bolpur school is getting to be more and more insistent. I have drained dry my wine cup here and now I must go back there where my food is waiting for me.'[১০০]

21 Aug [বৃহ ৫ ভাদ্র]-এর পূর্বেই *The Crescent Moon*-এর পাণ্ডুলিপি প্রেসে গিয়েছিল, এইদিন রবীন্দ্রনাথ স্টার্জ মূরকে লেখেন: 'The Ms. of Children's poems that Macmillan sent to you can be of no use now as the revised copies have already been sent to the press.'

এর পরেই তাঁর মনে যেন মুক্তির হাওয়া লেগেছে। গত বছর জুন মাসে তিনি লণ্ডনে দুটি কবিতা লিখেছিলেন, আমেরিকায় সম্ভবত ২৪ পৌষ ১৩১৯ [8 Jan 1913] লেখেন 'কে নিবি গো কিনে আমায়'। নার্সিংহোমের রোগশয্যায় জুলাই মাসে লিখেছিলেন সাতটি কণিকা-জাতীয় কবিতা; এগুলি লেখা হয়েছিল গীতিমাল্য-এর পাণ্ডুলিপি [Ms. 229] উল্‌টে নিয়ে। এর পরেই ৮ ভাদ্র [রবি 24 Aug] লিখলেন তিনটি কবিতা বা গান:

'তোমারি নাম বলব নানা ছলে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৫৯ [৩২]; গীত ১।৪৮; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৩৭; স্বর ৪০।

'অসীম ধন তো আছে তোমার' দ্র ঐ ১১।১৬০ [৩৩]; গীত ১।৩৭-৩৮; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৩৮; স্বর ৪০|
'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' দ্র ঐ ১১। ১৬০-৬১ [৩৪]; গীত ১। ১৯৩; স্বর ৪১।

শেষোক্ত গানটি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মনোভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র রায়কে এই সময়ে তিনি একটি তারিখহীন পত্রে লিখেছিলেন: 'আমার এখানে আর চল্‌চে না। মনে অনুভব করছি এখানে আমার কাজ শেষ হয়েছে। কাজ যখন সাধনার চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌তে চায় তখন তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলে বেরিয়ে পড়বার সময় আসে—আমার সেই সময় এসেছে। সেইজন্যে মনের মধ্যে কেবলি তাড়া আসচে।'[১০১] রোটেনস্টাইনকে লিখিত পূর্বোদ্ধৃত পত্রেও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

এর অন্য একটি কারণও থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে আসার কিছুদিন পরেই 10 Jul 1912 ট্রোকাডেরো রেস্তোরাঁয় ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ইংলণ্ড থেকে তাঁর আকস্মিক বিদায়কালে আর্নেস্ট রীজ ও তাঁর সহধর্মিণী গ্রেস রীজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে 26 Aug [মঙ্গল ১০ ভাদ্র] সন্ধ্যায় একটি বিদায়ভোজর আয়োজন করা হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের গ্রীষ্মঋতুর অন্তর্গত, এইসময়ে লণ্ডনবাসী অনেকেই বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলে বেড়াতে যেতেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ এত তাড়াতাড়ি স্বদেশে ফিরে যাবেন, অনেকেই তা ভাবেননি। সেইজন্যই আনুষ্ঠানিক বিদায়-সংবর্ধনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। একই কারণে অনেকে এই বিদায়ভোজে উপস্থিত থাকতে পারেননি। অনেকে তাঁদের অপারগতা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে গ্রেস বা আর্নেস্ট রীজ্‌কে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, তাঁরা সেগুলি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। অনেক চিঠির মধ্যে 22 Aug গ্রেস রীজুকে লেখা জর্জ বার্নার্ড শ-এর চিঠিটি আমরা উদ্ধৃত করছি: 'I am afraid there is no chance of my being in London on the 26th. It is most unfortunate that Mr. Tagore should take his departure at a moment when there is nobody in London to bid him farewell. He has made an extraordinary number of deeply interested friends during his visit; and I am one of them.' সম্ভবত বিদায়-সংবর্ধনার আয়োজন ও এইসব চিঠি রবীন্দ্রনাথের মনে 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' গান রচনার আবহ ঘনিয়ে তুলেছিল।

রোটেনস্টাইনের জীবনীকার Robert Speaight লিখেছেন, এই বিদায়ভোজ হয় 5 sep Hotel Brice-এ, রোটেনস্টাইন রীজের আমন্ত্রণে এই ভোজসভায় সভাপতিত্ব করেন।[১০২] তারিখটি অবশ্যই ভুল, কারণ রবীন্দ্রনাথ 4 Sep জাহাজযোগে ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। 22 Aug আর্নেস্ট রীজ রোটেনস্টাইনকে একটি চিঠি লিখে তাঁদের পরিকল্পনা বিবৃত করে তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করেন:

I believe Mr. Tagore has told you of the informal 'send-off' we wished to give him. It is to be on Tuesday evening next at the Hotel Brice, Old Compton St—6.45 or 7-9 to be as unceremonious as possible. We. hardly need, I think, anything so formal as a chairman,—but it would be pleasant if you would act informally in the feast, as his oldest English friend?...

We think of taking our own flowers to decorate the place, & should like to give the supper a character rather out of the common—to suit Rabindranath's simple heart & taste, & the spirit of the hour.

Another thing,—do you think we should give him some parting gift, say a picture, or some prints that would be of use at Bolpur. Any ordinary gift would be absurd, —but having regard to his feeling for his school & the heavy debt England owes India, one feels such a gift would perhaps mean a good deal to him. Can you suggest anything?[১০৩]

30 Aug রথীন্দ্রনাথ শ্রীমতী সেমূরকে এই ভোজসভার একটি বিবরণ লিখে পাঠান:

Last week some of father's friends gave a farewell dinner to him in a restaurant in town. Mr. Yeats spoke most feelingly—he said that what affected him most and what he had never dreamed he would find in contemporary literature was the spontaneity of poetic and spiritual feeling and expression in father's writings. This was something that the West has lost—perhaps for ever. ...At the end they promised to give father a remembrancean—an album containing the photos of all the friend he has made in England.

এই অনুষ্ঠানের আগের দিন ৯ ভাদ্র [সোম 25 Aug] রবীন্দ্রনাথ আরও দুটি গান লেখেন:
'ভোরের বেলায় কখন এসে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৬১ [৩৫]; গীত ১।১১৫; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২২৩; স্বর ৩৯
'প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে' দ্র ঐ ১১।১৬২ [৩৬]; গীত ১।১৩২; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২২৪; স্বর ৩৯।

অনুষ্ঠানের পরের দিন ১১ ভাদ্র [বুধ 27 Aug] তিনি এবারের ইংলণ্ড-বাসকালীন শেষ গানটি লেখেন: 'জীবন যখন ছিল ফুলের মতো' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৬২ [৩৭]; গীত ১।১১২; স্বর ৩৯। গানটির রচনাস্থল 'Far Oakridge, Glos' দেখে মনে হয়, তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এইদিনই রোটেনস্টাইনের পল্লীনিবাস পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। অ্যাণ্ডরুজকে তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন; 'This moming I am going to take a motor-ride to Rothenstein's country house'[১০৪]—কিন্তু পত্রটির মুদ্রিত তারিখ '16 Aug' অবশ্যই ভুল, কারণ এর পরের দিনই রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে পত্র দিয়ে পরবর্তী সপ্তাহে তাঁর পল্লীভবনে যাওয়ার কথা লিখেছিলেন।[১০৫]

সম্ভবত 28 Aug তিনি লণ্ডনে ফিরে আসেন; এইদিন তিনি 16 More's Garden, Cheyne Walk ঠিকানা দিয়ে ড আদেনকে লেখেন: 'I have been looking forward to meeting you in Bussum but I find that I can not arrange for it for I have to start for India on the 3rd of September, sailing direct from England. I feel sure that this will not be my last visit to Europe and I shall meet you some day.'

য়ুরোপভ্রমণের বাসনা রবীন্দ্রনাথ সহজে ত্যাগ করেননি। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথে রাশিয়া অতিক্রম করে জাপান হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনাও তাঁর মনে জেগেছিল। কাউন্ট কাইজারলিং ফ্রান্স ও জার্মানির কয়েকটি স্থান ভ্রমণের সুবিধার জন্য ইতিপূর্বে তাঁকে কয়েকটি পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। বর্তমান পরিকল্পনার কথা জেনে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি রাশিয়ার Raykull থেকে 22 Aug লেখেন: 'I quite understand your desire to go back via Japan. Japan is the most beautiful country in the whole world. ...But I must tell you that the journey via Siberia is an extremely tiring business & I am not sure that it wd. be

safe for you to undertake it so soon after your operation. Cd. you not go there some other time by steamer direct from India?'

কৌতুকের সঙ্গে পিতার এইসব বিচিত্র পরিকল্পনার বিবরণ দিয়ে ও নিজেদের মনোগত বাসনা জানিয়ে 30 Aug রথীন্দ্রনাথ শ্রীমতী সেমূরকে লেখেন: 'For the last few weeks we have been roving through the slopes of Siberia, over the mountains of Switzerland, into the deserts of Arabia. ...We are sailing on the 3rd September from Liverpool on the "City of Lahore" ...Protima and myself should like to go through the continent and go on board from Naples, but we have not divulged our plans to father yet.' তিনি অন্যান্য খবরের মধ্যে জানিয়েছেন: 'We are going to see the first night of one of Shaw's new plays—"Androcles and the Lion" this evening.'

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী য়ুরোপভ্রমণে বহির্গত হন; প্যারিস, লুসার্ন, রোম প্রভৃতি পরিভ্রমণ করে তাঁরা 11 Sep [বৃহ ২৬ ভাদ্র] নেপ্‌লস্-এ 'সিটি অব্ লাহোর' জাহাজে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষ ঐ জাহাজে ওঠেন 4 Sep [বৃহ ১৯ ভাদ্র] লিভারপুল থেকে। যাত্রার পূর্বদিন ১৮ ভাদ্র তিনি কাদম্বিনী দত্তের একটি পত্র পান ও সেইদিনই প্রত্যুত্তরে লেখেন: 'তোমার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে কালই আমি ভারতবর্ষ যাত্রা করিতেছি এবং আমার প্রবাসের শেষদিনে তোমার পত্রে আমি যেন মাতৃভূমির আহ্বান লাভ করিলাম।'[১০৬] এই আহ্বান কিছুদিন থেকেই তাঁর মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল।

রোটেনস্টাইন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'Before Tagore left for India, Yeats and I arranged a small dinner in his honour.' এটি একটি স্বতন্ত্র ভোজসভা, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লণ্ডন-ত্যাগের আগের রাত্রে 2 Sep [মঙ্গল ১৭ ভাদ্র] তারিখে। *The Inquirer* পত্রিকার একটি তারিখহীন কর্তিকায় আমরা এই খবরটি পাই: 'Although a small gathering of English friends met to bid him farewell on the night before he left London'—এরই কথা রোটেনস্টাইন লিখেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুকজনক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ডিনারের পর তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জাতীয়সংগীত 'বন্দে মাতরম্' গাইতে বললে তিনি প্রথম কয়েকটি শব্দ গেয়েই থেমে যান, পরবর্তী অংশ তাঁর মনে পড়ল না। ইয়েট্‌স্ আইরিশ জাতীয়সংগীত গাইতে গিয়ে একইভাবে থেমে যান এবং আর্নেস্ট রীজ সারাজীবনে হয়তো এই একবারই ওয়েল্‌স্ জাতীয়সংগীতের সবগুলি কথা মনে করতে পারলেন না। রোটেনস্টাইনও God save the King গাইতে গিয়ে একই অবস্থায় পড়লেন।[১০৭]

3 Sep দুপুরে রবীন্দ্রনাথের লণ্ডন-ত্যাগের বিবরণ প্রকাশিত হয় ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এ: 'A Poet's Departure/A small party of English friends of Mr. Rabindranath Tagore went to Euston Station at noon to-day (writes a correspondent) to bid him good-bye. The platform there used to keen emotions, has hardly seen the like of it before. Many Indian students had come to the train, and their veneration for their master made their signs of farewell marked by the raised and pointed hands of the Hindu salute and the "taking of the dust" very unlike our bluff and abrupt mode. The English group was even larger, including Mr. Rothenstein who went on

with the travellers to Liverpool, and Dr. Walford Davies.' আর্নেস্ট রীজ তাঁর বিদায়কালে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখেছেন: 'In his farewell words, spoken before he set sail in September 1913—amid the bustle of the railway-platform at Euston Station—he spoke with concern of the need for a better understanding between his people and ours. There had lately been some terrible floods in Lower Bengal, affecting the district below Bolpur and above Calcutta and causing great destruction; and yet the English papers hardly spared a line to mention the disaster; and on this side of the world the only adequate description was that given by a Berlin journal.'[১০৮] জার্মানি থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি পত্রিকা ও সদ্য-হস্তগত *The Bengalee*-র 13 Aug-সংখ্যা থেকে বর্ধমান জেলার ভয়াবহ বন্যার কথা রবীন্দ্রনাথ জানতে পারেন—ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এর পূর্বোল্লিখিত প্রতিবেদনেও সেই কথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

সুকুমার রায় রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হন সম্ভবত নেপ্‌ল্‌স থেকে। 29 Aug তিনি পিতাকে লেখেন: 'রবিবাবুরা বলি্‌ছলেন তাঁদের সঙ্গে যেতে—তাঁরা নাকি ইচ্ছা করলে একটা berth আমার জন্য জোগাড় করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা এত শীগগির যাচ্ছেন যে আমার তার মধ্যে কোন কিছু দেখা হবে না—সব জোগাড় ক'রে ওঠাও সম্ভব নয়।'[১০৯] তাঁরও য়ুরোপভ্রমণের ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বেরিয়ে তিনিও য়ুরোপের কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করে নেপ্‌ল্‌সে জাহাজ ধরেন। এর জন্য তাঁকে কিছু ধারও করতে হয়েছিল। ৮ অগ্র [24 Nov] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহির হিসাব: 'মা° বাবু সুকুমার রায় চৌধুরী দং উহার নিকট হইতে পাওয়া যায় ২৯৪ ।৷লভ'—এইদিন ঋণটি পরিশোধ করা হয়।

যাত্রার কয়েকদিন পরে জিব্রালটার পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে নির্ভার আলস্যে মগ্ন রবীন্দ্রনাথ 7 Sep [রবি ২২ ভাদ্র] রোটেনস্টাইনকে লেখেন, প্রথম দুদিন আকাশ ধূসর থাকলেও পরে নীল হয়ে সোনালি রৌদ্রে ভরে উঠেছে আর তাঁর হৃদয় অতিরিক্ত মধুপানরত ভ্রমরের মতো নিশ্চল হয়ে আছে—অন্যান্য যাত্রীরা যখন নিত্যনূতন প্রমোদের সন্ধানে ব্যস্ত তখন তিনি ও কালীমোহন ডেকের একটি নির্জন স্থান দখল করে নীরবে দিনযাপন করেন, কেউ তাঁদের বিরক্ত করে না 'except a missionary who takes every opportunity of impressing upon my mind the superiority of Christianity over Hinduism. He is after my immortal soul, lying in wait for it, like a cat for a bird.'[১১০] এই মিশনারির আচরণে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। রোটেনস্টাইনকে লেখা চিঠিটিতে কিছুটা কৌতুক থাকলেও 14 Sep [রবি ২৯ ভাদ্র]* তিনি শ্রীমতী মূডিকে যে চিঠিটি লেখেন তাতে মনের তিক্ততা গোপন থাকেনি: 'The passengers had their fancy dress ball last night; and this morning—it being Sunday—they had their divine service. I was not present, but my good friend Kalimohan was. The minister in his sermon made a most violent attack against our society and religion. Kalimohan could not endure it and he gave a spirited answer when the service was over. Of all the amusements we had on board the steamer this was by far the best. For we could never imagine people's using God's service as a fancy-dress while paying complement to the devil.'

মনের যে ক্ষোভ তিনি খ্রিস্টান বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারেননি, তাকেই প্রকাশ করলেন ৬টি দ্বিপদীতে। গীতিমাল্য-এর পাণ্ডুলিপি [Ms. 229]-তে '১৪ সেপ্টেম্বর/ভারত সাগর' তারিখ ও স্থান-চিহ্নিত দ্বিপদীগুলি অনির্দিষ্টভাবে লেখন [১৩৩৪] ও স্ফুলিঙ্গ [১৩৫২] গ্রন্থে ছড়িয়ে যাওয়ায় এদের উপলক্ষটি হারিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, দ্বিপদীগুলি বর্তমান ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলি হল:

'চাও যদি সত্যরূপে দেখিবারে মন্দ/ভালোর আলোতে দেখ, হোয়োনাক অন্ধ।' দ্র স্ফুলিঙ্গ ২৭।২০

'ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা/ভালো হইবারে তার অবসর কোথা।' দ্র লেখন ১৪।১৮১

'ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যার রহে/সেই যেন কাঁটা দেখে, অন্যে নহে নহে।' দ্র ঐ ১৪।১৮১

'ভালো যে করিতে চাহে ফেরে দ্বারে এসে,/ভালো যে বাসিতে পারে সর্ব্বত্র প্রবেশে।' দ্র ঐ ১৪।১৮১

'প্রেমেরে যে করিয়াছে কর্ত্তব্যের অঙ্গ/প্রেম দূরে বসে বসে দেখে তার রঙ্গ।' দ্র ঐ ১৪।১৮২

'যত লাথি মার তত উড়ে ধূলা মাটি/জল ঢাল ফল পাবে, এই কথা খাঁটি।' দ্র ঐ ১৪।১৮১

—শেষ দুটি দ্বিপদী অল্প-বিস্তর পাঠান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই সমুদ্রযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ পরে আরও ৯টি দ্বিপদী লিখেছেন, তার কয়েকটির মধ্যে মনের ক্ষোভ কোথাও-কোথাও ফুটে উঠলেও তিনি নিজেকে অনেকটা সংযত করে নিয়েছেন।

মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তার ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা দেখা যায় উক্ত 14 Sep [রবি ২৯ ভাদ্র] তারিখেই লেখা 'বাজাও আমারে বাজাও' [দ্র গীতিমাল্য ১১।১৬৩-৬৪ (৩৯); গীত ১।৪৬; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২২৩; স্বর ৪১] গানটির মধ্যে। এরপর জাহাজে তিনি আরও তিনটি কবিতা বা গান রচনা করেন:

15 Sep [সোম ৩০ ভাদ্র] 'ভেলার মতো বুকে টানি' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৬৩ [৩৮];

18 Sep [বৃহ ২ আশ্বিন] 'জানি গো দিন যাবে' দ্র ঐ ১১।১৬৪-৬৫ [৪০]; গীত ১।২৩৩-৩৪; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২২৩-২৪; স্বর ৪১;

19 Sep [শুক্র ৩ আশ্বিন] 'নয় এ মধুর খেলা' দ্র ঐ ১১।১৬৫-৬৬ [৪১]; গীত ১।১০৩; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৩৮; স্বর ৪০।

কিন্তু মিশনারি-সংক্রান্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া জাহাজেই শেষ হয়নি। 27 Sep [শনি ১১ আশ্বিন] বোম্বাইতে অবতরণ করার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিবরণ প্রথমে *The Bombay Chronicle*-এ ও পরে লণ্ডনের *The Moming Post Observer* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এলাহাবাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা *The Pioneer*-এ সম্ভবত এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে 14 Nov [শুক্র ২৮ কার্তিক] যে পত্রটি শান্তিনিকেতন থেকে সম্পাদকের কাছে প্রেরণ করেন সেটি 17 Nov প্রকাশিত হয়:

Sir, —I am grieved to find that there has been some exaggeration in the report that recently appeared in some of the papers about my encounters with two missionary gentlemen in the steamer on my way back to India. It would be absurd to say that attempts were made to convert me to Christianity, though I was assured with a vehement persistency that countless were the moral evils that India suffered from, which could only be removed by her wholesale

acceptance of Christianity. Such remarks were purely gratuitous and they naturally led me to wonder at the tenderly indulgent attitude of these gentlemen towards their compatriots travelling in the same steamer much of whose recreations did not bear any special Christian flavour. My only grievance was that these others were left beautifully in peace, while I and some other inoffensive Hindus accompanying me were not. The very name of God is made hateful when it is preached with the accompaniment of intolerable pride of creed and sect, and moral teaching comes to us as insult when divested of love and charity.

এই চিঠির উপরেও সম্ভবত কোনো মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। ড যদুনাথ সরকার সেইদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ৭ অগ্র [রবি 23 Nov] রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'পাইওনিয়ার আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ইহার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি।'[১১১]

রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডন ছেড়ে আসেন, তখন শ্রীমতী মুডি অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগত ছিলেন। সুস্থ হয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারেন ভেবে তাঁকে লেখা একটি চিঠি তিনি রোটেনস্টাইনের প্রযত্নে প্রেরণ করেন। সূর্যকরস্নাত অলস দিনযাপনের বর্ণনা দিয়ে তিনি এতে লেখেন: 'How I wish you could come with us and share our gladness. It breaks my heart to think of you spending your days in the dismal gloom of London, lying in your sick bed. I devoutly hope you are out of it by this time and are restored to your unbounded cheerfulness and well being, filling your surroundings with your overflowing life and goodness.'[১১২]একই দিনে, [7 Sep] শ্রীমতী মুডিও তাঁকে একটি স্মৃতিভারাক্রান্ত পত্র প্রেরণ করেন: 'You had come to me also, offering your wonderful gift. ...Even the rooms, as I passed them in review on my way back, were lyrical of your presence: here you had sat at your writing; there you had walked up and down in your high composure; there you had sat and taught your eager followers.' পত্রটিকে 'our final handshake on the shore of Europe, at least, for this voyage' বলে বর্ণনা করেন রবীন্দ্রনাথ 15 Sep [14 Sep, Sunday] শ্রীমতী মুডিকে একটি অনুরোধ জানান: 'I send you a list of the names of our American friends whose photos I should be glad to have in a portfolio as a souvenir.' এর পরে তিনি শিকাগো, আরবানা, কেম্‌ব্রিজ, বোস্টন ও নিউ ইয়র্কের অধিবাসী ২৮ জন বন্ধুবান্ধবীর একটি তালিকা জুড়ে দিয়েছেন। তাঁর ইংলণ্ডের বন্ধুরা এইরূপ একটি অ্যালবাম উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার থেকেই হয়তো এই ভাবনা তাঁর মনে এসেছিল। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত উক্ত মূল পত্রের সঙ্গে যে খামটি আছে, তাতে ডাকঘরের মোহর 'PORT SAID 16 IX. 13 7.35 A.M.' দেখে মনে হয়, এর আগেই 'সিটি অব্ লাহোর' জাহাজ 'মধ্যধরণী সাগর' অতিক্রম করে 'রোহিত সাগর'-এ প্রবেশ করেছে।

এখানে দুটি গান লেখার পর 'ভারত সাগর'-এ রচিত হল আর-এক গুচ্ছ দ্বিপদী। এগুলিও গীতিমাল্য-এর পাণ্ডুলিপিতে লেখা হয় খাতাটিকে আবার উলটিয়ে নিয়ে [pp. 226-25]। 25 Sep [বৃহ ৯ আশ্বিন] লিখিত হল চারটি দ্বিপদী:

'খোঁড়া করে দিয়ে তারে তুলে লও পিঠে/তারে যদি দয়া বল শোনায়না মিঠে।' দ্র লেখন ১৪।১৮১
'হয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই/কিন্তু "কাজ করা যাক" বলিও না ভাই।' দ্র ঐ ১৪।১৮১
'কাজ সে ত মানুষের এই কথা ঠিক/কাজের মানুষ কিন্তু ধিক তারে ধিক।' দ্র ঐ ১৪।১৮১
'অবকাশ কর্ম্মে খেলে আপনারি সঙ্গে/সিন্ধুর স্তব্ধতা খেলে সিন্ধুর তরঙ্গে।' দ্র ঐ ১৪।১৮২।

প্রথম দ্বিপদীর প্রারম্ভিক ছত্রটি পাঠান্তরিত হয়: 'আগে খোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে।'

26 Sep [শুক্র ১০ আশ্বিন] 'জাহাজ'-এ লেখা হল এযাত্রায় রচিত শেষ পাঁচটি দ্বিপদী:
'প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান/প্রাণ দিয়ে লভি তাই যাহা মূল্যবান।' দ্র লেখন ১৪।১৮২
'প্রভেদেরে মানো যদি ঐক্য পাবে তবে/প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে ॥' দ্র ঐ ১৪।১৮১
'মৃত্যুর ধর্ম্মই এক, প্রাণ-ধর্ম্ম নানা/দেবতা মরিলে হবে ধর্ম্ম একখানা।' দ্র ঐ ১৪।১৮১
'ডুবারি যে সে কেবল ডুব দেয় তলে/যে জন পারের যাত্রী সেই ভেসে চলে।' দ্র স্ফুলিঙ্গ ২৭।২৫
'আঁধার একেরে দেখে একাকার করে'/আলোক একেরে দেখে নানা দিকে ধরে ॥' দ্র লেখন ১৪।১৮১

মাসাধিক কাল পরে 3 Nov [সোম ১৭ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আর-একটি দ্বিপদী লেখেন: 'রস যেথা নাই সেথা যত কিছু খোঁচা।/মরুভূমে জন্মে শুধু কাঁটাগাছ বোঁচা ॥' [দ্র লেখন ১৪।১৮২]। অগ্র ১৩২০-সংখ্যা প্রবাসী-তে 'দ্বিপদী' শিরোনামে এগুলি মুদ্রিত হয়।

27 Sep [শনি ১১ আশ্বিন] 'সিটি অব্ লাহোর' জাহাজ বোম্বাইতে পৌঁছল। 27 May 1912 [সোম ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯] রবীন্দ্রনাথ এই বন্দর থেকেই য়ুরোপাভিমুখী জাহাজে উঠেছিলেন, তার ঠিক এক বছর চার মাস পরে তিনি স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ করলেন। জাহাজ থেকে নেমেই তিনি এক অপ্রত্যাশিত সংবর্ধনার সম্মুখীন হলেন। কিছুদিন পরে তিনি এডওয়ার্ড টমসনকে ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে বলেন: 'When I reached Bombay, I saw a lot of people with garlands. I thought they were waiting to garland some official. My heart sank when I found that they were wanting to make a public show of me there.'[১১৩] শুধু অভ্যর্থনাকারীরা নন, সাংবাদিকেরাও তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে ইংলণ্ডে তিনি যে অভ্যর্থনা লাভ করেছেন তার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে বলেন: 'I met most delightful literary people who were all very kind and most appreciative. As soon as embarked on our return voyage we were at once made to feel that our fellow-passengers were quite different from the class we were associated with in England.'[১১৪] এর পরেই তিনি জাহাজে মিশনারি-প্রচারের বিরক্তিজনক অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ এইদিনই কলকাতা অভিমুখে রওনা হন ও 29 Sep [সোম ১৩ আশ্বিন] মহালয়ার দিন সকালে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন: 'On the morning of Monday the 29th September Babu Rabindranath Tagore reached Howrah Station and was accorded a warm welcome by a large number of his countrymen. As the train neared the platform cries of "Bande Mataram" were raised, and there was an eager rush towards the compartment in which he was. When Rabindranath alighted he was garlanded successively by Principal Brajendranath Seal,

Principal Mahamahopadhyay Satish Chandra Vidyabhushan of the Sanskrit College and the Maharaja Bahadur of Susang; and bouquets of lotuses and roses were presented to him by Babus Krishna Kumar Mitra, Hirendranath Datta, Nagendranath Basu Prachyavidyamahurnav, and others.’[১১৫]

দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের তারিখ ও বার-সহ এই সুলভ বিবরণ হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: ‘জাহাজে করিয়া দেশে ফিরিতে পুরা একমাস লাগিল; ৪ অক্টোবর (১৮ আশ্বিন) জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিল। তাহার দুই দিন পরে কবি কলিকাতায় ফিরিলেন। বাংলাদেশ হইতে মোট প্রবাসকাল ১ বৎসর ৪ মাস ১২ দিন [২৪ মে ১৯১২ হইতে ৬ অক্টোবর ১৯১৩। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ হইতে ২০ আশ্বিন ১৩২০।]’।[১১৬] উক্ত তারিখটি সম্ভবত সংগৃহীত হয়েছে অমল হোম-কৃত ‘Rabindranath Tagore: A Chronicle of Eighty Years 1861-1941’ [দ্র *The Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement,* 13 Sep 1941/79] থেকে। মুশকিল এই যে, এরূপ ভিত্তিহীন গবেষণা নির্বিচারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে তথ্য হিসেবে পরিবেশিত হয়েছে [দ্র নেপাল মজুমদার: ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ ১।৩০১; শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী: বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ। ৮৪; *Imperfect Encounter*/129 ইত্যাদি]।

কালিদাস নাগ [1891-1966] সেদিন স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন; তিনি ডায়ারিতে লেখেন: ‘আজ প্রাচ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের যশোমুকুটমণ্ডিত হয়ে দেশে ফিরে এলেন। বেলা ৮টায় Mail পৌঁছাল। Platform লোকে লোকারণ্য। ব্রজেনবাবু, হীরেনবাবু, প্রভৃতি অভিনন্দিত করে নিলেন। আজই সন্ধ্যায় বোলপুরে গেলেন—উদ্দেশ্য, ছুটির পূর্বে ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।’[১১৭] ক্যাশবহিতে ‘ষ্টেশনে কালীমোহন ঘোষকে দেওয়া যায় ১০্’ হিসাব থেকে মনে হয়, তিনি সেখান থেকেই বোলপুর রওনা হয়ে যান।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করার জন্য বিপুল আয়োজন করা হয়েছিল। ‘শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের বিলাত হইতে প্রত্যাগমন উপলক্ষে সন্দেশ।৪ সের ২৪|ল০ সরবৎ তৈয়ারীর জন্য দধি ও চিনি ২। ল ৯ কটকা [?] গ্লাশ, খই ক্রয় ২৷ ৩ কলাগাছ ৭্ চৌকি সাজান মুটে।° গোলাপ জল ও পান ক্রয় ১ ॥ ল°’ হিসাব এই আয়োজনের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ ভেবেছিলেন খ্যাতিমান মাতুল এলাহাবাদের পথে কলকাতায় আসবেন, তিনি সেখানে সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন—একথা জানতে পেরে একটি তারিখহীন পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন: ‘এসে পৌঁচেছি কিন্তু ভিড়ের ঠেলায় অস্থির হয়ে পড়েছি। ...তোমাদের দরজা দিয়ে আসিনি ভালই হয়েছে—তোমরা অভ্যর্থনার যে রকম আয়োজন করেছিলে সে আমার কিছুতে সইত না।’

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র-শিক্ষকেরা তাঁদের গুরুদেবের অভ্যর্থনা-উপলক্ষে ১৪ আশ্বিন [মঙ্গল 30 Sep] রাত্রে ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ অভিনয় করেন। কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লেখেন: ‘আজ হঠাৎ দ্বিজেন [মৈত্র] মামা বোলপুরে যেতে আহ্বান করলেন। ১ ।টার গাড়িতে যাত্রা করা গেল—রথীবাবু, নগেন [গঙ্গো] বাবু, চারু [বন্দ্যো] বাবু, প্রভৃতি। পৌঁছলাম ৭-৮টার মধ্যে। কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ, আহার—পরে একসঙ্গে “বাল্মীকি প্রতিভা” দর্শন। রাত্রি ৩টার গাড়িতে প্রত্যাবর্তন।’[১১৭] তিনি 1 Nov একটি পত্রে প্রবোধচন্দ্র বাগচিকে

লিখেছিলেন: ‘শান্তিনিকেতনের ছাদে অন্ধকার রাত্রের নিস্তব্ধ নক্ষত্রসঙ্গীতের মধ্যে কবির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়ে গেল।’[১১৮]

১৬ আশ্বিন [বৃহ 2 Oct] বিদ্যালয়ে পূজাবকাশ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথও কলকাতা চলে আসেন। তিনি দিনদশেক এখানে থাকেন, কিন্তু তাঁর গতিবিধির বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না। সম্ভবত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাশোনা আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদিতেই দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল। সীতা দেবী তখন দার্জিলিঙে; তিনি লিখেছেন: “বাবার চিঠিতে জানিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ মধ্যে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িও একদিন আসিয়াছিলেন। আমরা কলিকাতায় নাই শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ‘আমি যে তাদের দেখতে এসেছিলুম’।”[১১৯] 9 Oct [২৩ আশ্বিন] দীনেশচন্দ্র সেন রোটেনস্টাইনকে লেখেন: ‘My friend Mr. Rabindra Nath Tagore is full of pleasant memories of English friends, particularly of you, and his description only enhance in me a longing for personally knowing such a kind-hearted and gifted man as you are.’[১২০] 8 Oct কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছিলেন: ‘আজ ১টার সময় অজিত [চক্রবর্তী]দার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম...সেখান থেকে ৩টার সময় দুজনে কবির বাসভবনে আসা গেল।’[১২১] কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের দিনগুলি কেমন কাটছিল, এগুলি তার কিঞ্চিৎ নমুনাস্বরূপে উদ্ধৃত হল।

*9 Oct রবীন্দ্রনাথ সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে লিখেছিলেন: ‘রবিবার পর্য্যন্ত এখানে আছি। ইতিমধ্যে কোনো একদিন সকালে দেখা করিতে আসিবে।’[১২২] কিন্তু রবিবার পর্যন্ত না থেকে তিনি শনিবারেই [২৫ আশ্বিন: 11 Oct] শান্তিনিকেতন রওনা হন; ক্যাশবহিতে এদিনের হিসাব: ‘শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শুভ বোলপুর গমনের ব্যায় ১ম শ্রেণীর টিকিট কনসেসান ৯ ॥ল০’। লোকমারফৎ প্রেরিত একটি তারিখহীন চিঠিতে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লেখেন: ‘তোর চিঠি পাবার আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম আজ তোদের ওখানে যাব। কিন্তু এই দুদিনের বিষম উপদ্রবে আজ আমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েচে। তাই আজই বিকেলের গাড়িতে পালাতে হচ্চে, নইলে বাঁচব না।’[১২৩] ‘দুদিনের বিষম উপদ্রব’-এর ব্বিরণ আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

নির্জন শান্তিনিকেতন থেকে পরদিন ২৬ আশ্বিন [রবি 12 Oct] তিনি আমেরিকা-প্রবাসী সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মাকে লিখলেন:

> প্রবাসের পালা শেষ করে আবার আমাদের সেই আশ্রমে এসে বসেছি। কত আরাম সে আর বল্‌তে পারিনে। দেশে বিদেশে সম্মান সম্বর্দ্ধনা ত অনেক পেয়েছি কিন্তু এখানকার খোলা আকাশের এই নির্ম্মল আলোকে প্রতিদিন যে অভিষেক হয় তার কাছে কিছুই লাগে না।...
>
> এখন বিদ্যালয়ের ছুটি—ছেলেরা সবাই বাড়ি গেছে কেবল এন্ট্রেন্স ক্লাসের ছেলেরা এবং পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে আছে। আমি সম্মানের তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে এখানে নির্জ্জনে আশ্রয় নিয়েছি। এখন পূজার ছুটি বলে আপাতত অনেক উৎপাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। কিন্তু শুনতে পাচ্চি ছুটির পরে নবেম্বর মাসে আমাকে সং সাজিয়ে টাউন হলে একটা সমারোহ করবার জন্য ষড়যন্ত্র এবং চাঁদা আদায় চলচে—সুতরাং নবেম্বরের কয়েকদিন পূর্ব্বেই আমাকে বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যেতে হবে।[১২৪]

অনুরূপ কোনো পরিকল্পনা সম্ভবত আনুষ্ঠানিক রূপ পায়নি, অন্তত আমাদের দেখা সংবাদপত্রে ও স্মৃতিকথায় এরূপ আয়োজনের কথা চোখে পড়েনি।

ইংলণ্ড-বাসের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথের মনে যে গানের ধারা উৎসারিত হয়েছিল, ফেরার পথে জাহাজেও তা অব্যাহত ছিল। শান্তিনিকেতনের নির্জন পরিবেশে আবার এক পালা শুরু হল। প্রমথ চৌধুরী দার্জিলিঙে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে ৩০ আশ্বিন [বৃহ 16 Oct] তাঁকে লিখলেন: 'দার্জ্জিলিংকে তুমি যে রকম নিভৃত এবং নিরাপদ বলে বর্ণনা করেছ তাতে আমার খুবই লোভ হচ্ছে। কিন্তু অনেকদিন চাপা থেকে হঠাৎ এখানে এসেই মনের আনন্দে আমার মধ্যে গানের উৎসটি খুলে গেছে—সেইজন্যে কিছুতেই নড়াচড়া করতে ভরসা হচ্চে না। ...এখন আমার এই সুরসভার আসন ত্যাগ করে ওঠবার হুকুম নেই।'[১২৫] অবশ্য সংখ্যার দিক থেকে নূতন গানের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি:

২৮ আশ্বিন [মঙ্গল 14 Oct] 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৬৬ [৪২]; গীত ১।২০৬; বঙ্গদর্শন, পৌষ। ৬৬৪ ['কেন?']; তত্ত্ব, অগ্র-পৌষ। ১৮৫, সিন্ধু-ঝাঁপতাল, স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ; স্বর ৪০।

২৯ আশ্বিন [বুধ 15 Oct] 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে' দ্র ঐ ১১।১৬৭ [৪৩]; গীত ১।১৪৯; তত্ত্ব, মাঘ। ২০২, মিশ্র বিভাস-কাশ্মীরি খেমটা, স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ; স্বর ৪১।

১ কার্তিক [শনি 18 Oct] 'আমার যে আসে কাছে' দ্র ঐ ১১।১৬৮-৬৯ [৪৫]; গীত ১।১০৭; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৩৮-৩৯; স্বর ৪১।

২ কার্তিক [রবি 19 Oct] 'আমার মুখের কথা তোমার' দ্র ঐ ১১।১৬৭-৬৮ [৪৪]; গীত ১।৪৯-৫০; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২২৪; স্বর ৪০। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, 'সব আকাঙক্ষা-আশায় তোমার...নামটি বুকে কোলে' ছত্রগুলি তারিখ লেখার পর সংযোজিত হয়েছিল।

৫ কার্তিক [বুধ 22 Oct] 'কেবল থাকিস্ সরে সরে' দ্র ঐ ১১।১৬৯ [৪৬]; গীত ১।১১৩; স্বর ৪০।

এর পরে আবার গান রচিত হয় মাসাধিককাল পরে ১৪ অগ্র [রবি 30 Nov] তারিখে।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ *The Gardener* প্রকাশিত হয়েছে। 8 Oct [বুধ ২২ আশ্বিন] অ্যাণ্ডারসন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I was much touched and pleased to get a copy of your "Gardener" this morning from Messr. Macmillan.' এর পরে 11 Oct আর্নেস্ট রীজ ও 15 Oct রোটেনস্টাইন গ্রন্থটির প্রাপ্তি স্বীকার করে পত্র লেখেন। বইটির আখ্যাপত্র:

THE GARDENER/BY/RABINDRANATH TAGORE/TRANSLATED BY THE AUTHOR FROM/THE ORIGINAL BENGALI/MACMILLAN AND CO., LIMITED/ST. MARTIN'S STREET, LONDON/1913

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত পেনসিল-স্কেচ অবলম্বনে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক অঙ্কিত' জীবনস্মৃতি-র মুখচিত্র বালক রবীন্দ্রনাথের ছবিটি এই গ্রন্থেও মুখচিত্র রূপে ব্যবহার করা হয়েছিল।

গ্রন্থটি W.B. Yeats-কে উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথ 'Preface'-এ লেখেন:

MOST of the lyrics of love and life, the translations of which from Bengali are published in this book, were written much earlier than the series of religious poems contained in the book named *Gitanjali*. The translations are not always literal—the originals being sometimes abridged and sometimes paraphrased.

পৃষ্ঠাসংখ্যা: 2+ [frontispiece] +2+2+2+146+4+2

মূল গ্রন্থটি ১৪৬ পৃষ্ঠার, এতে ৮৫টি কবিতা আছে। এরপর চারটি পৃষ্ঠায় Index of First Words এবং মুদ্রকের পরিচয়: Printed by R. & R. Clark, Limited, Edinburgh; পরবর্তী দুটি পৃষ্ঠায় *Gitanjali, The Crescent Moon, Sadhana: The Realisation of Life, The Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore* গ্রন্থগুলির বিজ্ঞাপন। শেষোক্ত গ্রন্থটির ক্ষেত্রে অবশ্য অভাবিত ভ্রান্তির নমুনা দেখা যায়, 'Devendrenath' বানানের সঙ্গে 'Grandfather of Rabindranath Tagore' বলে তাঁর পরিচয় ঘোষিত হয়।

যেমন আশঙ্কা করা গিয়েছিল, *The Gardener* অবিমিশ্র প্রশংসা অর্জন করতে পারেনি। প্রাচ্য রহস্যবাদের প্রতি পাশ্চাত্যের যে অনির্দেশ্য আকর্ষণ *Gitanjali*-র অভূতপূর্ব সমাদর ঘটিয়েছিল, তা সর্বাংশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রতি সুবিচার করেনি—তিনি নিজে সম্ভবত সেই কারণেই নিজ প্রতিভার বহুমুখী পরিচয় এই কাব্যখণ্ডে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আর সেইজন্য যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে মরমী কবি রূপে জেনে *Gitanjali*-র মধ্যে প্রকারান্তরে খ্রিস্টধর্মেরই মরমিয়ারস আস্বাদন করেছিলেন, তাঁরা *The Gardener*-এর প্রেমকবিতার মধ্যে কবির লৌকিক রূপের নিরলংকার প্রকাশ উপাদেয় বলে মনে করেননি। রবীন্দ্রনাথ 7 Nov [২১ কার্তিক] রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I find that The Gardener is not having very warm reception from your critics but as I have had in Gitanjali much more than my deserts could be I can afford to climb down a great deal this time to reach my normal level which is the safest resting place for a man.[১২৬]

The Crescent Moon ও *Sadhana* ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন তখন চলছিল। *The Nation*-এর সম্পাদক ম্যাসিংহাম *The King of the Dark Chamber* একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তাতে সম্মতি জানিয়েছিলেন; কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী ম্যাকমিলানের সম্মতি প্রয়োজন ছিল, যা পাওয়া যায়নি বলে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে *Poems of Kabir Chitra* প্রকাশে তাঁরা আপত্তি জানাননি, ইয়েট্‌স্ Cuala Press থেকে *The Post Office* প্রকাশের অনুমতিও আদায় করেন। তবে *The Nation* রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা প্রকাশে সমর্থ হয়।

*26 Oct [রবি ৯ কার্তিক] রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন: 'বোলপুরে আমার আসনটি এমন জমে গেছে যে এখান থেকে নড়তে আমার সাহস হয় না।'[১২৭] কিন্তু কয়েকদিন পরেই তাঁকে কলকাতায় দেখা যায়। 30 Oct [বৃহ ১৩ কার্তিক] কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লেখেন: 'দ্বিজেনমামা...আমায় আজ রবিবাবুর কাছে নিয়ে যাবেন তাই থাকতে বল্লেন।...বিকালটি রবিবাবুর সঙ্গে কাটল।'[১২৮] 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় বোলপুর গমনের ব্যয় ১৪ কার্ত্তিক দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট' হিসাব থেকে জানা যায়, তিনি 31 Oct শান্তিনিকেতনে ফিরে গেছেন। কী কারণে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন জানা যায় নি।

এই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। 28 Oct [মঙ্গল ১১ কার্তিক] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের একটি বিশেষ অধিবেশনে ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আরও ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির

সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও সাম্মানিক Doctor of Literature উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব করেন এবং সিণ্ডিকেট সমগ্র প্রস্তাবটি সিনেটের অনুমোদনের জন্য পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১২৯] পক্ষকাল পরে সুইডিশ অ্যাকাডেমি রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের সংবাদ ঘোষণা করে। তার আগেই সিণ্ডিকেটের এই সিদ্ধান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গভীর লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এক বছর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচনী-সমিতি রবীন্দ্রনাথের 'পাঠসঞ্চয়'কে মনোনয়ন দেয়নি। বিদেশে তাঁর খ্যাতিলাভ না ঘটলে আশুতোষের পক্ষে সিণ্ডিকেটের, অন্তত সিনেটের, সমর্থন পাওয়া সম্ভবত কঠিন হত। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন: "তিনি [আশুতোষ] রবীন্দ্রনাথকে 'ডি, লিট্'-উপাধি দেওয়ার জন্য মনস্থ করিলেন। আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া এ বিষয়ে অবশ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া [হরপ্রসাদ] শাস্ত্রী মহাশয়ের একটা 'অনারারি' উপাধি দেওয়ার কথা জানাইয়াছিলাম। তিনি কোন উত্তর দিলেন না।"[১৩০] পাঠককে 'ছত্র-মধ্যবর্তী' পংক্তিগুলি পড়ে নিতে অনুরোধ করি।

সম্ভবত সংবাদপত্র-মারফৎ খবরটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছয়। ১৬ কার্তিক [রবি 2 Nov] তিনি দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখেন:

> কোনোদিন উপাধির অপদেবতা আমার স্কন্ধে ভর করিবে এমন আশঙ্কা স্বপ্নেও আমার মনে আসে নাই। অবশেষে বনগমনের বয়সে সেটাও ঘটিল। আমার নামটার সঙ্গে একটা আওয়াজের যন্ত্র বাঁধিয়া দিয়া বিধাতা এ কি কৌতুক করিলেন? ঝুমঝুমির সাপের পুচ্ছদেশে ভর করিয়া তাহার নকীব তাহার আগমন ঘোষণা করিতে থাকে—আমার মত নিরীহ জীবের পক্ষে ত সেরূপ বিধান অনাবশ্যক। আমার কাব্যলক্ষ্মীর মাথায় এতদিন যে ঘোমটা ছিল সে ভালই ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় সেটাকে সভাস্থলে উন্মোচন করিয়া যখন তাহার মাথায় পাগড়ি পরাইয়া দিবে তখন সেটা কিছুতেই মানাইবে, না।[১৩১]

—এই ধরনের বক্তব্য ও উপমা শীঘ্রই তাঁর চিঠিপত্রে ও মৌখিক উক্তিতে খুবই সুলভ হয়ে আসবে।

২৪ কার্তিক [সোম 10 Nov] পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খোলে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে কী ভাবছিলেন, কী করেছিলেন, সে বিষয়ে বিশেষ খবর মেলে না। 2 Nov [রবি ১৬ কার্তিক] আর্নেস্ট, রীজকে লেখা চিঠিতে কেবল প্রকৃতিরসনিমগ্নতার কথা আছে: 'I am writing to you sitting in my room on the second floor of this house; a swelling sea of foilage is seen through the open doors all around me, quivering at the touch of the early winter's breath and glistening in the sunshine.'[১৩২] কিন্তু পরদিনই [3 Nov] লেখেন ব্যঙ্গাত্মক দ্বিপদী: 'রস যেথা নাই সেথা যত কিছু খোঁচা। মরুভূমে জন্মে শুধু কাঁটাগাছ বোঁচা ॥' [দ্র লেখন ১৪।১৮২]।

ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার মিলনের প্রশ্নটি মাঝেমাঝেই উঠত, এবার সেটি তুললেন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং রবীন্দ্রনাথকেই মধ্যস্থতা করার অনুরোধ করলেন। প্রত্যুত্তরে 'বুধবার' [২৬ কার্তিক: 12 Nov] তিনি লিখলেন: 'ঐ যে ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত বিরোধটিরোধসুদ্ধ সমস্ত সামগ্রীটাকে সিদ্ধিঘোঁটা করে একটা পিণ্ড পাকাবার ভার আমাকে দিতে চান আমার সেরকম শক্তির কি পরিচয় পেয়েছেন আমাকে বলেন ত? বাঁশির দ্বারা কোনোদিন ঢেঁকির কাজ হয়েছে মানবের ইতিহাসে তার কোনো পরিচয় পেয়েছেন কি?···আমি যেটুকু দলকে মানি সে হচ্ছে সরস্বতীর শতদল—সম্প্রদায়ের দলাদলির মধ্যে রস কোথায় আছে আজো তার সন্ধান পাইনি—এই কারণে সেই কাঁটাবনকে আমি দূরে পরিহার করে চলি।'[১৩৩] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করার প্রসঙ্গও পত্রটিতে ছিল, রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লেখেন: 'আপনার খোলা ছাত আছে,

খোলা প্রাণ আছে, আমরাও আছি, এই ত সভার মত সভা। সমাজের ভিড়ের মধ্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে কৌতুক করবার দরকার কি?'

তাঁকে ভিড়ের মধ্যে দাঁড় করানোর আয়োজন চলছিল সুদূর সুইডেনেও। আমরা আগেই বলেছি, গ্রেট ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটি অব্ লিটারেচারের সদস্য হিসেবে টমাস স্টার্জ মূর রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে সুইডিশ অ্যাকাডেমির কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। সেই সংক্ষিপ্ততম প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের রচনা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি শব্দও ছিল না, তবু সম্ভবত প্রস্তাবটির অভিনবত্বের কারণেই এটি সুইডিশ অ্যাকাডেমির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্টার্জ মূর অ্যাকাডেমির কাছে নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না- Gunnar Ahlstrom 'The 1913 Prize' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'In 1911 Sturge Moore was elected to an important post in the Royal Society of Literature, whose concern it had been since 1912, to watch over the interests of England with regard to the Nobel Prize.'[১৩৪] নোবেল কমিটির সদস্য অ্যাকাডেমিশিয়ান পের হ্যালস্ট্রম [Per Hallstrom, 1866-1960]-এর উপর দায়িত্ব পড়ে প্রস্তাবটির গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে একটি রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। হ্যালস্ট্রমের রিপোর্ট শেষ করার তারিখ 29 Oct 1913 [বুধ ১২ কার্তিক]। *Indian Literature* [Vol. 4, 1961] পত্রিকায় 'Tagore and Nobel Prize' [pp. 11-19] প্রবন্ধে Arvid Hallden-অনূদিত হ্যালস্ট্রমের রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা যায়, তিনি রিপোর্টটি প্রস্তুত করতে অনেক সময় নিয়েছেন—অন্তত তিনটি স্তরে এটি লেখা হয়েছে। প্রথমে তাঁর অবলম্বন ছিল কেবল *Gitanjali* গ্রন্থটি—তার থেকেই তাঁর মনে হয়েছে 'the small collection of poems...creates such a surprisingly rich and genuinely poetic impression that there is nothing odd or absurd in the proposal to reward it even with such a distinction as it is a question here.' এবং এখানে তিনি পাচ্ছেন 'something more remarkable than anything that European poetry has to offer at present.' মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ধর্মগাথার সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা তাঁর মনে এসেছে, তবু তাঁর সিদ্ধান্ত: 'There is no mistaking the exceptional poetic beauty. The mode of expression is of classical simplicity, the image is only the spontaneous language of thought, and it does not need to be moulded into shape, it is even complete through the mere mention of the word.'* রিপোর্টের পরবর্তী অংশ লেখবার আগে তাঁর হাতে এসেছে *The Times* [7 Nov 1912], *The Fortnightly Review* [Mar 1913, এজরা পাউণ্ড-লিখিত] এবং *The Nineteenth Century* [Apr 1913, আর্নেস্ট রীজ্-লিখিত]-তে প্রকাশিত সমালোচনাগুলি। এখানে প্রধানত শেষোক্ত দুটি সমালোচনা অবলম্বনে তিনি রবীন্দ্র-রচনার কিছু বহিরঙ্গ পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। রিপোর্টের শেষাংশটি *The Gardener*হাতে পাবার পরে লেখা। হ্যালস্ট্রম এই প্রেমকবিতাগুলির মধ্যেও সৌন্দর্যের কোনো অভাব দেখতে পাননি। অজস্র কবিতা উদ্ধৃত করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: 'It is certain, however, that no poet in Europe since the death of Goethe in 1832 can rival Tagore in noble humanity, in unaffected greatness, in classical tranquility.'

কিন্তু Harald Hjarne [1848-1922]-র সভাপতিত্বে গঠিত নোবেল কমিটিতে পুরস্কারের জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম অনুমোদিত হয়নি। ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি অব লিটারেচারের ৯৭ জন সদস্য Thomas

Hardy [1840-1928]-র নাম প্রস্তাব করেছিলেন। Gunnar Ahlström জানাচ্ছেন, এই বৎসর সব-সুদ্ধ ২৮টি নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল—৭০০ জনের স্বাক্ষর-সহ স্পেন থেকে Benito Perez Galdos [1843-1920]-এর নাম পাঠানো হয়, সুইজারল্যাণ্ড থেকে Carl Spitteler [1845-1924], ইটালি থেকে Grazia Deledda [1875-1936], ফ্রান্স থেকে Ernest Lavisse [1842-1922] ও Pierre Loti [1850-1923] এবং Anatole France [1844-1924]-এর নাম এই বৎসর প্রস্তাবিত হয় জার্মানি থেকে। এছাড়াও ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন ও বেলজিয়াম থেকেও নাম আসে।[১৩৪] Hjäme-র মৃত্যুর পর যে পের হ্যালস্ট্রম নোবেল কমিটির সভাপতি হন, তাঁর রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে সপ্রশংস প্রতিবেদন সভাপতি হেয়ার্নের মন গলাতে পারেনি। পরবর্তীকালে নোবেল কমিটির সদস্য [1919-81], সুইডিশ অ্যাকাডেমির স্থায়ী সচিব Anders Osterling [1884-1981] লিখেছেন: 'It is true that Harald Hjarne, the then Chairman of the Committee, was unwilling to commit himself and expressed the opinion that it must be difficult to decide how much in Tagore's enchanting poetry was his own personal creation and how much must be attributed to the classical traditions of Indian literature. Therefore the Committee gave serious consideration in the first place to another author who had been proposed, Ernile Faguet [1847-1916], the French literary historian and moralist.'[১৩৫]

সুইডিশ অ্যাকাডেমিতে এমন একজন ছিলেন যিনি বাংলা জানতেন, তিনি হলেন বৃদ্ধ প্রাচ্যবিদ্ Esaias Henrik Vilhelm Tegner [1843-1928]—সুইডেনের বিখ্যাত কবি Esaias Tegnér [1782-1846]-এর পৌত্র। কিন্তু তিনিও কমিটির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশপ, সরকারী কর্মচারী, লেখক প্রভৃতি নিয়ে গঠিত সুইডিশ অ্যাকাডেমির* বিবেচনার্থে যখন নোবেল কমিটির সিদ্ধান্তটি পেশ করা হল, তখন রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে এগিয়ে এলেন সুইডেনের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি Carl Gustaf Verner von Heidenstarn [1859-1940], যিনি মাত্র একবছর আগে [26.9.1912] সুইডিশ অ্যাকাডেমির সদস্য মনোনীত হন ও রবীন্দ্রনাথের পরেই [1914 ও 1915-এ প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে পুরস্কার দেওয়া হয়নি] 1916-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ইংরেজি *Gitanjali* ও Andrea Butenschön-কৃত তার সুইডিশ অনুবাদ পড়ে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর মুগ্ধতার কারণ নিহিত ছিল তাঁর নিজস্ব কবিপ্রকৃতির মধ্যে। তাঁকে যখন নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়, তখন যুদ্ধের কারণে চিরাচরিত পদ্ধতিতে 'Presentation Address' পড়া হয়নি—*Les Prix Nobel* [1916]-এ ছাপা হয় সুইডিশ সমালোচক Sven Soderman-লিখিত একটি 'Biographical-Critical Essay'; এতে লেখা হয়: 'His first collection of poems, Vallfart och vand ingsar (1888) [Pilgrimage: The Wander Years], which contains predominantly Oriental themes, marked an epoch in the modern literature of Sweden. In truth it gave the final blow to the realistic school, enemy of all imagination, which was then dominant in Sweden and which since 1880 had darkened literature with its sadness and its gloom. This was the first manifestation of a new poetry in which free individuals, led only by the logic of their imagination, worshipped beauty for its own sake. This "renaissance", which a small polemical

work (Renassance, 1889) announced a little later, was completely realized in these poems, rich in colour and bold in form.'[১৩৬] ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমরা এই দীর্ঘ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করলাম Heidenstam-এর মানসিক অবস্থানটি চিহ্নিত করার জন্য। রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করে তিনি অ্যাকাডেমির সদস্যদের উদ্দেশে যা লিখলেন, তার কিয়দংশের অনুবাদ অস্টারলিঙ তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন:

I was deeply moved when I read them and I do not remember having read any lyric writing to equal them during the past twenty years or more. They gave me hours of intense enjoyment, it was like drinking water of a fresh, clear spring. The intense and loving piety that permeates his every thought and feeling, the purity of heart, the noble and natural sublimity of his style, all combine to create a whole that has a deep and rare spiritual beauty. There is nothing vain, worldly and petty, and if ever a poet may be said to possess the qualities that make him entitled to a Nobel Prize, it is he. ...Now that we have finally found an ideal poet of really great stature, we should not pass him over. For the first time to come, it would be vouchsafed us to discover a great name before it has appeared in all the newspapers. If this is to be achieved, however, we must not tarry and miss the opportunity by waiting till another year.[১৩৭]

দূরদেশের কবি, য়ুরোপে প্রায় অপরিচিত, আরও এক বৎসর অপেক্ষা করা যাক ইত্যাদি যুক্তি সম্ভবত সভাপতি Hjärne বা তাঁর মতাবলম্বী ব্যক্তিদের দ্বারা উচ্চারিত হয়েছিল—কারণ অনুরূপ কথা Hjarne তাঁর Presentation Address-এও বলেছেন। যাই হোক, Heidenstarn-এর লেখা ও পের হ্যালস্ট্রমের প্রতিবেদন অ্যাকাডেমির সদস্যদের প্রভাবিত করল। Gunnar Ahlstrorn লিখেছেন: 'More and more of the Academicians began to read *Gitanjali* and gradually succumbed to the charm of these rhythmic ideas. Then the unexpected happened. The Committee's recommendation in behalf of Emile Faguet was rejected by a decision of the Academy in *pleno*. Of the thirteen who voted on November 13, twelve were in favour of Rabindranath Tagore.'

'Stockholm, Thursday, Nov 13' [২৭ কার্তিক] তারিখ দিয়ে খবরটি সেইদিনই ঘোষিত হয়: 'The Nobel Prize for literature for 1913 has been awarded to the Indian Poet Rabindra Nath Tagore.' 'Reuter's Services' লণ্ডন থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে এই সংবাদ বিশ্বের সর্বত্র প্রচার করে। এর সঙ্গে তারা পুরস্কারের অর্থমূল্য ৮০০০ পাউণ্ড ও 1901 থেকে 1912 পর্যন্ত বারো জন পুরস্কৃতের নামও দিয়ে দেয়। সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের নাম তখনও অপরিচিতই বলা যায়। রবীন্দ্রভবনে যে কিছু-সংখ্যক কর্তিকা-সংগ্রহ রক্ষিত আছে, তাতেই সাংবাদিকদের বিহ্বলতার রূপটি বুঝে নেওয়া শক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁরা তোলপাড় শুরু করে দেন। ইংলণ্ডের কয়েকটি ও আমেরিকায় শিকাগোর কিছু সংবাদপত্র ভাগ্যবান—তারা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক সংবাদ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়, শিকাগোর *Tribune* পত্রিকাটি William P. Henderson-এর আঁকা প্রতিকৃতিটিও

ছাপিয়ে দেয়। কিন্তু 'The Tagore family estates are the largest in Bengal. ...Rabindranath who was born in 1860' [*Evening Journal,* Albany, 14 Nov]-জাতীয় ভ্রান্তির সংখ্যাও প্রচুর। সৎ আত্মধিক্কারের সঙ্গে কলম্বিয়ার *States* [16 Nov] পত্রিকায় একজন লিখেছেন:

The great thing that it accomplishes is to bring home to us with a needed shock our appalling ignorance, our self-satisfied provincialism, our smug complacency of conceit.

Who, before the notice of this year's Nobel prize for literature, had heard of Rabindranath Tagore?

Personally, this is written after a search through a number of encyclopedias and books of reference of supposed authority and merit, and we are still in dark.

অধিকাংশ পত্রিকাই রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ দিয়ে 'the first time on record that the prize has been given to anybody but a white person' [*Evening Post,* New York, 13 Nov] মন্তব্যটি করতে ভোলেনি—কিন্তু অনেকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাতিভেদ নেই বলে সুইডিশ অ্যাকাডেমির সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে। কিন্তু সবাই নয়। লস এঞ্জেলেসের *Times* [15 Nov] পত্রিকায় জনৈক Gordon Ray Young সিদ্ধান্তটিকে 'The Ignoble Decision/Hindu Poet Unworthy of Nobel Prize' শিরোনামায় ভূষিত করে লিখেছেন: 'The Nobel prize for literature has been awarded to a Hindu poet whose name few people can pronounce, with whose work fewer in America are familiar, and whose claim for that high distinction still fewer will recognize.' টমাস হার্ডি, আনাতোল ফ্রাঁস প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকদের দাবি উপেক্ষা করে অখ্যাত একজনকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্মানে ভূষিত করা নিয়ে অনুযোগও অনেক পত্রিকায় ধ্বনিত হয়েছে।

এইসব প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া থিতিয়ে যাবার পর পুরস্কারের অন্তরালবর্তী ঘটনাবলী অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল কোনো-কোনো সংবাদপত্র। Dr. A. Aronson ভিয়েনার *Neue Freie Presse* [Nov 1913] পত্রিকার একটি মন্তব্য অনুবাদ করে দিয়েছেন: 'Has the award of the prize been due to the exotic Buddhistic fashion or has England's policy in India been, perhaps, in favour of the crowning of the Bengali poet? This will remain the secret of the judges in Stockholm.'[১৩৯] এই রহস্যের সমাধানের সূত্রও তিনি পেয়ে গেছেন লণ্ডনের *Truth* [24 Nov] পত্রিকার কর্তিকায়: 'Prince William [of Sweden]'s visit to Calcutta, Swedes have said, brought about the award of the Nobel prize to Rabindranath Tagore.' পত্রিকাটির 'Notes from Paris' শাখায় 'The Prince and the Poet' শিরোনাম-যুক্ত একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ ও সুইডেনের রাজকুমার উইলিয়াম ['Wilhelm'] কলকাতায় সাক্ষাৎকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। Aronson জানিয়েছেন, জার্মান-বংশোদ্ভূত সুইডেনের রাজকুমার 1912-এ ভারতভ্রমণান্তে দেশে ফিরে *Wo die Sonne scheint* (Where the Sun shines) [1913] নামে একটি বই লেখেন এবং তাতে ঠাকুরবাড়িতে কাটানো কয়েকটি আনন্দময় ঘণ্টার কথা বর্ণনা করেন। *Truth*-এর ভাষায়: 'Quite by chance the Prince made the acquaintance at Calcutta of a Swede, who told him that he ought to see a "lion" too frequently overlooked by tourists, the imperial museum of Indian art. Still more

worthy of the intelligent sightseer was the Technical School of Indian Art, adjoining the museum, and more than all the house nearly next door of Rabindranath Tagore. ...This Bengalee was a man of great and varied abilities, a man of influence in Bengal, a poet, and sower broadcast of ideas—in short, a universal genius.' একথা শুনে রাজকুমারের আগ্রহ জাগ্রত হয়। এর পরে যে বর্ণনা আছে, তাতে মনে হয়, গগনেন্দ্রনাথ-প্রমুখ তিন ভাই তাঁদের বাড়িতে রাজকুমারকে স্বাগত জানান—রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। চিত্র ও সংগীতের রস আস্বাদন ছাড়া তাঁদের মধ্যে নানাবিষয়ে কথাবার্তা হয়। অ্যারনসন *Leipziger Neueste Nachrichten* [18 Dec] পত্রিকায় উদ্ধৃত রাজকুমারের রচনার একটি অংশ অনুবাদ করে দিয়েছেন: 'Now and then...contemporary India was mentioned in our conversation. And then it always seemed as though a painfully repressed fire began burning in the heart of the brothers. There eyes were glowing, and they spoke of hatred, hatred against Englishmen. And with dread and awe I thought of the time when this hatred will express itself in deeds.' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে *Truth*-উদ্ধৃত রাজকুমারের মন্তব্য: 'In all my life, I never spent moments so poignant as at the house of the Hindoo poet Rabindranath Tagore.' রাজবংশীয় উত্তরাধিকার-ঘটিত রাজনীতির চক্রান্তে বঞ্চিত সুইডিশ রাজপরিবার ইংলণ্ডের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করত না। অস্যার্থ: সুতরাং নোবেল প্রাইজের জন্যে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাবিত হলে সুইডিশ রাজকুমার অন্তরাল থেকে প্রভাব বিস্তার করে অনেক যোগ্য ব্যক্তি [? টমাস হার্ডি]কে বঞ্চিত করে তাঁকেই পুরস্কারটি পাইয়ে দেন।

আমাদের তরুণ সুইডিশ বন্ধু ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র Hans Hadders সুইডেন থেকে এবিষয়ে কিছু খবর লিখে পাঠিয়েছেন। চিত্রশিল্পী ও শৌখীন লেখক সুইডিশ রাজকুমার উইলিয়াম তাঁর এশিয়া-ভ্রমণের বিবরণ লেখেন *Dar solen Lyser* [1913] গ্রন্থে। কলকাতায় এসে ভারতীয় যাদুঘরের সংলগ্ন 'technical school' [Government School of Art] দেখতে গিয়ে তিনি একজন ঠাকুরের [অবনীন্দ্রনাথ] সঙ্গে পরিচিত হন। পরে তিনি তাঁদের বাড়িতেও যান। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, সেই বাড়িতে চারজন ঠাকুর-ভ্রাতা থাকতেন—তাঁদের দুজন শিল্পী, একজন আইনব্যবসায়ী [?] এবং কনিষ্ঠ জন 'লাইব্রেরিয়ান' [?]—শেষোক্ত জনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। তিনি এই বাড়িতে সুরবাহার বাজনা শুনে মুগ্ধ হন ও তাঁর মুগ্ধতার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন—কিন্তু তাঁর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই।

Truth পত্রিকায় মুদ্রিত বিবরণটি সমকালে অনেকের চোখে পড়েছিল। বাঁকুড়ার Weslyan College-এর অন্তর্গত হাইস্কুলের অধ্যক্ষ Edward P. Thompson [1886-1946] খবরটির দিকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি 18 Feb 1914 [৬ ফাল্গুন] শিলাইদহ থেকে তাঁকে লেখেন: 'The Swedish prince has given an account of an interview with me in his recent book of travels. But the beauty of it is that I never met him and the flashes of fire in my eyes which he considered dangerous for the British Government were under ovservation of the detectives of the Criminal Investigation

Department somewhere behind his back. We are not allowed firearms and if any little fire is left playing in our eyes it should not be brought before the notice of our authorities.'[১৪০]

বিষয়টিকে অ্যারনসন অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে, নাৎসিদের অত্যাচারের ভয়ে পলাতক ইহুদি আরনসনের *Rabindranath through Western Eyes* গ্রন্থটি একটি বিকৃতদৃষ্টির ফসল; কেবল রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কর্তিকা-সংগ্রহের উপরে নির্ভর করে তিনি মহাদেশীয় য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির উত্থানপতনের পিছনে মাত্রাতিরিক্ত রাজনৈতিক কারণ খুঁজতে গিয়েছেন। একথা ঠিকই যে, শুধু য়ুরোপে কেন, চীন-জাপান-আমেরিকা-ইংলণ্ডেও রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি-অখ্যাতির নেপথ্যে রাজনীতি বড় ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু সেইটাই সব নয়—খ্যাতির দিকে তাঁর ঈশ্বরবোধ, উদার বিশ্বমানবিক আদর্শবাদ এবং কবি ও সন্ত-সুলভ আকর্ষণী ব্যক্তিত্বের প্রভাবও কম ছিল না—অখ্যাতির দিকে ছিল তাঁর ইংরেজি রচনার ক্রমিক অপকর্ষ, সাহিত্যিক আদর্শের পরিবর্তন, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অবশ্যই রাজনীতি। অমিয় চক্রবর্তী অ্যারনসনের গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের [1943] 'Preface'-এ [এটি দ্বিতীয় সংস্করণে নিঃশব্দে বাদ দেওয়া হয়েছে] এই কথাগুলিই লিখেছেন: 'The author's selection of material has not always convinced me...on the basis of my experience of tours with the poet, I could have selected other scripts and impressions to set up a different hypothesis.... Dr. Aronson has, in my opinion, been unfair to pre-1930 Germany and used involved political and racial logic to explain away genuine popular enthusiasm for Tagore. European jealousies and intrigues may have played a secret part in the rise and fall of the poet's reputation in the West but this needed less emphasis than simpler and more fundamental goodwill. Rabindranath Tagore's personality—I refer to his figure, his countenance and the quality of his voice—and the serenity which he brought from a distant land to war-torn central Europe, invested his name and his presence, as well as his writings, with an almost mythical appeal which was also very real; the effect was incalculable, and spontaneous.'

প্রসঙ্গটি আমরা শেষ করছি সুইডেনের *Goteborg Tiding* [15 Nov 1913] পত্রিকায় প্রকাশিত Esaias Tegner-এর একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকারের মর্মানুবাদ [দ্র উত্তরপ্রবাসী, 15 Mar 1985/15] উদ্ধৃত করে:

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। অধ্যাপক টেগ্নার পুরস্কার বিজয়ী প্রসঙ্গে: সুইডিস আকাদেমির সভ্য অধ্যাপক টেগ্নারকে 'লুণ্ড্স্ ড্যাগব্ল্যাড' নামক পত্রিকার পক্ষ থেকে সাহিত্যে নোবল পুরস্কার বিজয়ী ট্যাগোর সম্বন্ধে আলোচনা করার অনুরোধ জানানো হয়। মিঃ টি স্টার্জ মুর রয়েল সোসাইটি ফর লিটারেচার অব গ্রেট ব্রিটেন থেকে যখন ট্যাগোরের নাম প্রস্তাব করেন তখন 'গীতাঞ্জলি' আকাদেমির ১৮ জন সভ্য পড়েন এবং কবির ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্বন্ধে অধিকাংশ সভ্যই একমত। তবু একটিমাত্র বইয়ের উপর বিচার করে তাঁরা চূড়ান্ত নির্বাচন করতে চান নি। তারপর The Gardener এবং Glimpses of Bengali [sic] Life নামক দুটি ইংরেজি অনুবাদ আকাদেমির হাতে আসে। অতঃপর চূড়ান্ত বিচারে রায় হিসেবে ট্যাগোরকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

অধ্যাপক টেগ্নোর বলেন, আশাকরি আকাদেমির বিচার যেখানে এই বিশিষ্ট মানুষটি সুপরিচিত, সেখানেই সমাদর লাভ করবে। সম্ভবত ট্যাগোর বর্তমানে লণ্ডনে আছেন। গত গ্রীষ্মকালে তিনি প্যারিতে পরিচিত হন। অধ্যাপক টেগ্নার মনে করেন ট্যাগোর সম্ভবতঃ নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে এখানে আসবেন না।

লক্ষণীয়, প্রস্তাবক হিসেবে স্টার্জ মূরের নাম এখানেই প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ আসার পথে 15 Jun 1912 মাত্র একদিন প্যারিসে ছিলেন, সেইদিনই তিনি কোনো সূত্রে তেগ্‌নারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন; আলেকসাঁদ্রা দাভিদ-নেল তাঁকে যে পরিচয়পত্রগুলি দিয়েছিলেন, তার কোনোটি হয়তো এই সাক্ষাৎকারের ভূমিকা করে দিয়েছিল। বাংলা-জানা এই সুইডিশ অধ্যাপক হয়তো তখনই তাঁকে তাঁর মূল কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের কথা বলেছিলেন। আর্নেস্ট রীজ্ গল্পসূত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে খবরটি শুনে *Rabindranath Tagore: A Biographical Study* [1915] গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: 'It is hardly necessary to add anything about the honour rendered to the poet by the Nobel Prize award, unless to say that it was due to a distinguished Swedish Orientalist who had read the poems in Bengali before they appeared in English.' অধ্যাপক তেগ্‌নার নিজে অবশ্য এরকম কোনো দাবি করেননি।

রবীন্দ্রনাথের ঠিকানা সুইডিশ অ্যাকাডেমির জানা ছিল না, তাই সম্ভবত ম্যাকমিলানের কাছে খোঁজ নিয়ে সরকারিভাবে খবরটি পাঠানো হয় লণ্ডন থেকে 14 Nov, সেটি আমরা অবিকল উদ্ধৃত করছি: XF PH LONDON PO 14 EASTN LN 19 RABINDRANATH TAGORE 6 DN TAGORE/LANE JORASANKO CALCUTTA

SWEDISH ACADEMY AWARDED YOU NOBEL PRIZE LITERATURE PLEASE WIRE ACCEPTATION SWEDISH MINISTER[১৪১]

'CALCUTTA/15 NO 13/GPO' ছাপ-দেওয়া টেলিগ্রামটি পেয়ে জামাতা নগেন্দ্রনাথ 16 Nov কলকাতা থেকে সকাল ৭-১০-এ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে টেলিগ্রামে জানান: Following cable received midnight swedish academy awarded you nobel prize literature please wire acceptation swedish minister =nagen=

সংবাদটি 14 Nov [শুক্র ২৮ কার্তিক] সান্ধ্য-দৈনিক *Empire*কর্তৃক কলকাতায় প্রথম প্রচারিত হয়:

GREAT HONOUR FOR/TAGORE. NOBEL PRIZE CONFERRED./"LARGEST CONTRIBUTION TO/THE COMMON GOOD."/(REUTER'S SERVICE.)/LONDON, THURSDAY.

The Nobel Prize for literature has/been conferred on the Indian poet, Rabindranath Tagore.

এরপর 'History of the Nobel Prizes' বর্ণনা করে 1901 থেকে 1913 পর্যন্ত ১৪ জন সাহিত্য-পুরস্কারে সম্মানিত ব্যক্তিদের একটি তালিকা দেওয়া হয়।

'Mr. Tagore's Laurels' শিরোনামে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্যও পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হয়:

The conferring of the Nobel Prize for literature upon Mr. Rabindranath Tagore is an epoch in the history of India and especially of Bengal; it is the first recognition of the indigenous literature of this Empire as a world force; it is the first time an Asiatic has obtained distinction at the hands of the Swedish Academies who control Noble's unique legacies; while in addition this year's recipient is the youngest in fame to obtain an award, for Mr. Tagore

has only come into his own during his recent visit to England. Again, this is the first occasion upon which the 8,000 prize has been awarded to a poet who writes in a language so entirely foreign to the awarding country as Bengali is to Sweden, but we must not forget that the translations into English by Mr. Tagore himself alone bear the stamp of true genius and poetic inspiration. A still more striking fact is that the only other British subject to receive the award also developed his talents in India and it is with this Empire that Mr. Rudyard Kipling will always be chiefly associated. India can thus claim an extraordinary position in the history of literature, while many people will note, probably with amusement, the juxtaposition of such widely-differing ideals, outlook, and art as those of Mr. Kipling and Mr. Tagore—the only British subjects to win the Literature prize. The heartiest congratulations to Mr. Tagore upon this early recognition of his genius by the world. It is not too much to say that not only Bengal but all India will rejoice at the laurels with which he has been crowned.

দ্রুত পাঠকদের কাছে সংবাদটি পৌঁছে দেবার তাগিদে তাড়াতাড়ি লিখতে হওয়ায় রচনাটিতে চিন্তাশক্তির পরিচয় নেই, শব্দপ্রয়োগও অত্যন্ত শিথিল ধরনের—কিন্তু নিছক ঐতিহাসিক কারণেই এটি সংরক্ষণযোগ্য।

খবরটি পেয়েই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ও বন্ধুরা রাশি রাশি টেলিগ্রাম বোলপুরে পাঠাতে থাকেন। প্রথম যে টেলিগ্রামটি পৌঁছয়, সেটি হল:

Handed in at Calcutta 14 16 10 Recd. here at 16 43

Rabindranath Tagore/Santiniketan/Bolpur

Nobel prize conferred on you our congratulations

= manilal satyendra charu =

অর্থাৎ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিকেল ৪-১০ মিনিটে নোবেলপ্রাইজ পাওয়ার সংবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে কলকাতার কোনো টেলিগ্রাফ অফিসে যে টেলিগ্রামটি জমা দেন, সেটি বোলপুর পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসে ৪-৪৩ মিনিটে পৌঁছয়। বাঁকুড়ার ওয়েস্‌লিয়ান কলেজের অন্তর্গত হাইস্কুলের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ই. জে. টমসন সেইদিনই [14 Nov] দুপুরে শান্তিনিকেতনে পৌঁছেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথোপকথনের ও তাঁর প্রথম শান্তিনিকেতন ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ তিনি বাঁকুড়ায় ফিরে 17 Nov টাইপরাইটারে লিখে রেখেছিলেন [বর্তমানে এটি তাঁর পুত্র বিখ্যাত ঐতিহাসিক ই. পি. টমসন সম্পাদনা করে ভূমিকা ও টীকা-সহ কৃষ্ণা দত্ত ও Andrew Robinson-সম্পাদিত *Purabi* (1991, pp. 10-19) সংকলন-গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, যার থেকে কিছু-কিছু অংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি।* নোবেল প্রাইজের সংবাদ প্রথম শান্তিনিকেতনে পৌঁছানো সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: 'At 7.30 I went to dine. Presently, a hubbub arose, the masters rushed up with a sheaf of telegrams. 'We have great news', they cried, 'Mr. Tagore has won the Nobel prize.' A minute later, Rabi himself entered. I went up to him. 'Rabi Babu, you must let me have the honour of being the first

English man to congratulate you.' কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 26 May 1921 [১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮] সুইডেনের স্টকহোমে নোবেল-বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন: 'I remember the afternoon when I received the cablegram from my publisher in England that the prize had been awarded to me. I was ataying then at the school [of] Shantiniketan, about which I suppose you know. At that moment we were taking a party over to a forest nearby the school, and when I was passing by the telegram office and the post office, a man came running to us and held up the telegraphic message. I had also an English visitor with me in the same carriage. I did not think that the message was of any importance, and I just put it into my pocket, thinking that I would read it, when I reached my destination. But my visitor supposed he knew the contents, and he urged me to read it, saying that it contained an important message. And I opened and read the message, which I could hardly believe. I first thought that possibly the telegraphic language was not quite correct and that I might misread the meaning of it, but at last I felt certain about it. And you can well understand how rejoicing it was for my boys at the school and for the teachers.' রবীন্দ্রজীবনীকার সেদিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক হিসেবে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন; তিনি লিখেছেন: 'বিদ্যালয় খুলিবার কয়েকদিন পরে (১৫ নভেম্বর। ২৯ কার্তিক) কবি, রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ মোটরগাড়ি করিয়া চৌপাহাড়ি শালবনে বেড়াইতে যাইতেছিলেন, পথে তাঁহারা টেলিগ্রাম পাইলেন যে, ১৯১৩ সালের সাহিত্যের 'নোবেল' প্রাইজ রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত হইয়াছে। টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এই শুভসংবাদ বহন করিয়া আনিলেন জামাতা নগেন্দ্রনাথ—রান্নাঘরে সকলে আহারে রত সেই সময়ে এই বার্তা ঘোষিত হইল।'[১৪২] রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাতে কিছু তথ্যগত ত্রুটি থাকলেও [লণ্ডনের প্রকাশক-প্রেরিত টেলিগ্রাম ও ইংরেজ সহযাত্রীর পূর্বজ্ঞান-বিষয়ে—বস্তুত সেদিন টমসনের শান্তিনিকেতনে অবস্থানের স্মৃতিই ভ্রমক্রমে তাঁকে সহযাত্রী করে নিয়েছিল] টেলিগ্রামের তারিখ ও সময়ের সাক্ষ্যে তাঁর প্রদত্ত বর্ণনাই আমাদের কাছে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। টমসন তাঁর বিবরণে লিখেছিলেন: "About 4.30 I had tea. He ['Rabi'] came in suddenly and said 'Mr. Thompson, will you excuse me for a few hours? I have to go somewhere'." টেলিগ্রাম বোলপুরে পৌঁছনোর সময়ের সঙ্গে টমসন-প্রদত্ত সময়ের সামঞ্জস্য আছে। রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রদত্ত বিবরণে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রেরিত টেলিগ্রাম ও আহারের সময়ে সংবাদটি পৌঁছনো ছাড়া আর কিছুই তথ্য-ভিত্তিক নয়—আমরা পাঠককে নগেন্দ্রনাথ-প্রেরিত পূর্বোদ্ধৃত টেলিগ্রামটির তারিখ, প্রেরণ-স্থল ও সময়টি দেখে নিতে অনুরোধ করছি। সেইদিন ছিল রাসপূর্ণিমা—রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষককে নিয়ে সম্ভবত রেললাইনের পূর্বদিকে অবস্থিত পারুলবনে ['a forest nearby the school'] বেড়াতে যাচ্ছিলেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র সকলেই এই সংবাদে আত্মহারা হয়ে পড়েন। সমকালীন ছাত্র প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন: 'লক্ষ্য করিলাম, অজিতবাবুর চলাফেরা প্রায় নৃত্যের তালে পরিণত হইয়াছে। ...তার পর ক্ষিতিমোহনবাবু প্রবেশ করিলেন। স্বভাবত তিনি গম্ভীরপ্রকৃতির লোক, চলাফেরায় সংযত, কিন্তু তাঁহাকেও

চঞ্চল দেখিলাম।'[১৪৩] 'আশ্রম কথা'য় লিখিত হয়েছে: 'আশ্রমের আচার্য পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে চার দিন...বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ ছিল।'[১৪৪]

এরপর কয়েকদিন ধরে বোলপুর টেলিগ্রাফ অফিসকে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে দেশ ও বিদেশ থেকে অজস্র টেলিগ্রাম আসতে থাকে। চিঠিও অসংখ্য। সমস্ত চিঠির উত্তর স্বহস্তে দেওয়া রবীন্দ্রনাথ কর্তব্য বিবেচনা করতেন। কিন্তু এখন সেই কর্তব্যপালন তাঁর সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়াল। ফলে কিছু যান্ত্রিক সুবিধা গ্রহণ করতে হয়। 'আমার সম্মানলাভে যাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ ১৩২০'—রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে লিখিত-এই বয়ানের সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে মুদ্রিত প্রতিলিপি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে প্রেরিত হয়।[১৪৫] তা সত্ত্বেও বিশিষ্ট কিছু বন্ধুর চিঠির উত্তর তিনি আলাদা করেই দিয়েছেন। উক্ত তারিখেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন:

> সম্মানের ভূতে আমাকে পাইয়াছে, আমি মনে মনে ওঝা ডাকিতেছি—আপনাদের আনন্দে আমি সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিতেছি না। আপনি হয়ত ভাবিবেন এটা আমার অত্যুক্তি হইল কিন্তু অন্তর্যামী জানেন আমার জীবন কিরূপ ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে।
>
> "কোলাহল ত বারণ হল/এবার কথা কানে কানে"—
>
> এই কবিতাটি দিয়া আমি গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমা সুরু করিয়াছিলাম বারণটা যে কত দূর সফল হইল তাহা দেখিতেই পাইতেছেন।[১৪৬]

রোটেনস্টাইন অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠান। রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রামের উত্তরে 18 Nov [মঙ্গল ২ অগ্র] তাঁকে লেখেন:

The very first moment I received the message of the great honour conferred on me by the award of the Nobel prize my heart turned towards you with love and gratitude. I felt certain that of all my friends none would be more glad at this news than you. But, all the same, it is a very great trial for me. The perfect whirlwind of public excitement it has given rise to is frightful. It is almost as bad as tying a tin can at a dog's tail making it impossible for him to move without creating noise and collecting crowds all along. I am being smothered with telegrams and letters for the last few days and the people who never read a line of my works are loudest in their protestations of joy.[১৪৭]

রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক ডক্টর অব্ লিটারেচার উপাধি দেবার সিদ্ধান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে 28 Oct [মঙ্গল ১১ কার্তিক] তারিখেই গৃহীত হয়েছিল, সেটি অনুমোদিত হয় 15 Nov [শনি ২৯ কার্তিক] সিনেটের বিশেষ অধিবেশনে। কেউ-কেউ উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-সম্পর্কে কটাক্ষ করে লিখেছেন, নোবেল প্রাইজ ঘোষিত হবার পর মুখরক্ষার তাগিদে তাড়াহুড়ো করে সাম্মানিক ডিগ্রি-প্রাপকদের তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।[১৪৮] কথাটি ঠিক নয়, সিণ্ডিকেট অধিবেশনের তারিখটি দেখলেই তা বোঝা যায়। সিনেটের বিশেষ অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি ও কর্ম্মসূচিও আমরা 14 Nov অমৃতবাজার পত্রিকা-য় দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ এইদিনই বিকেলে কলকাতায় প্রচারিত হয় ['১৩ই নভেম্বর' নয়]। সিনেটের অধিবেশনে সাম্মানিক ডিগ্রির জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করে আশুতোষ বলেন:

Mr. Rabindranath Tagore, the celebrated lyric poet, dramatist and prose writer, occupies at the present time preeminent position in Bengali literature, for which as the award of the Nobel Prize for Literature to him amply indicates, his writings have now secured recognition as a world force; and no one will now venture to contradict the statement that the finest produce of his imagination are characterised by an element of beauty, patriotism and spirituality which is of the perennial value and is independent of local and racial accidents.' প্রস্তাবটি সমর্থন করে ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: 'Mr. Rabindranath Tagore is now the most prominent figure in the field of Bengali Literature. He is a voluminous writer of prose and verse in Bengali and some of his writings embody the deepest pathos and the highest phases of poetic thought. The Honorary Degrees of Doctor of Literature proposed to be conferred on him is a fitting recognition of the claims of one of the great vernaculars whose growth is destined to mark the true development of our national life.(cheers)

'In supporting the motion Prof. J.R. Banerjee remarked that he was proud to see the University making a departure in conferring an Honarary Degree on Mr. Rabindranath Tagore, the national poet of India. There had been many poets in Bengal but they had not been similarly honoured because their merits had not been recognised equally by the East and West.

The motion was put and carried unanimously.'[১৪৯]

26 Dec [শুক্র ১১ পৌষ] কলকাতার গবর্নর হাউসে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের সাম্মানিক ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

সিনেট অধিবেশনের দিন অর্থাৎ ২৯ কার্তিক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের মতামত লাভের উদ্দেশ্যে একটি পত্র প্রেরণ করেন:

> বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি "নোবেল (Nobel) পুরস্কার" পাইয়া বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যকে ধন্য ও জগদ্বিখ্যাত করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে আনন্দ-প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। গত কল্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে আগামী পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই বিষয় উক্ত অধিবেশনের কার্য্য তালিকায় সন্নিবিষ্ট করিতে আপনার সম্মতি আছে কিনা জানাইলে বাধিত হইব, ইতি

পত্র-সংলগ্ন কাগজে সারদাচরণ মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু, মন্মথমোহন বসু, মৃণালকান্তি ঘোষ, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাণীনাথ নন্দী, বোধিসত্ত্ব সেন, দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্মতি জানান। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন: 'ইহার জন্য বিশেষ অধিবেশন টাউন হলে হওয়া কর্ত্তব্য নমো নমো করিয়া পাঁচমিশালী ভিড়ে এই ব্যাপার চাপা দেওয়া পরিষদেরই গৌরব-হানিকর মনে করি। বর্তমান অধিবেশনে আমার মত নাই।' চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন: 'আমি কেবল মাসিক অধিবেশনে আনন্দ প্রকাশে সন্তুষ্ট নহি একটি বিশেষ

অধিবেশন করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন ও আদর আপ্যায়ন করিলে পরিষদের উপযুক্ত হইত।' ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন: 'মত আছে। কিন্তু আর একটু অপেক্ষা করিয়া Special Convocationএ D.Litt উপাধিলাভের পর রীতিমত একটা সান্ধ্যসমিতি করিয়া বা অপর কোনপ্রকার সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া, বিদেশে তিনি যে সম্মানলাভ করিয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার অভ্যর্থনা আবশ্যক। মাসিক অধিবেশনে উল্লেখ করিয়া এমন কি শ্রেয়োলাভ হইবে?' শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু লেখেন: 'রবীন্দ্রবাবুকে নোবেল পুরস্কার দিয়া শুধু বাঙ্গালী জাতির সম্মান করা হয় নাই পরন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যকে জগতে উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে; টাউন হলে যদি তাড়াতাড়ি সভা করা সম্ভব হইয়া না ওঠে তাহা হইলে অন্ততঃ একটা বড়ো সান্ধ্যসমিতির আয়োজন করিয়া রবীন্দ্রবাবুকে সম্বর্দ্ধনা করা উচিত। যাঁহার প্রতিভায় বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের নিকট এমন উচ্চ আসন পাইল তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিতে না পারিলে বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য পরিষদের যাঁহারা কর্মকর্ত্তা আছেন তাঁহাদের অত্যন্ত নিন্দা ও কলঙ্ক হইবে।' প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন: 'মাসিক অধিবেশনে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করা হউক। পরে একটা সান্ধ্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি ও ভাষায় লিখলেন:

> আমি তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধের পক্ষপাতী নহি। রবীন্দ্রনাথ যে সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহার যোগ্য সম্বর্দ্ধনা পরিষদের কর্ত্তব্য। শ্রীযুত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহার সমর্থন করি। "বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য ধন্য"—এমন ভাষা যে পরিষদের কর্ম্মচারী লিখিতে পারেন, জানি না কোন শব্দে তাহাকে তিরস্কৃত করিব! ছিঃ—জাতির সাহিত্যে এবং মাতৃভাষার প্রতি এতটুকুও মর্য্যাদা বোধ নাই। ইউরোপ সম্মান করিল বলিয়া যে সাহিত্যে চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্র হেমচন্দ্র ভূষণ স্বরূপ সে সাহিত্য ধন্য হইবে? আবার বলি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!!! যে ভাষা মাতৃভাষা—আমাদের ভাব জননী—তিনি ইউরোপের ধন্য হইবেন কি? বলিতে পার ভাষা ও সাহিত্যের ইউরোপের দৃষ্টিতে গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে বা হইতে পারে। কিন্তু ধন্য শব্দের প্রয়োগ ঠিক হয় নাই।/শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়/১৯শে নভেম্বর ১৯১৩।/(তোমাদের ভাষার বহর দেখিয়া/ইংরেজি তারিখ দিলাম।)।

পরিশেষে ব্যোমকেশ মুস্তফী লেখেন: 'আমার এবং আমার বহু বন্ধুর মত এই যে পরিষৎ যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে, এখন পরিষৎ হইতেই ইহার অবশিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন হওয়া উচিত। মাসিক অধিবেশনে পরিষৎ আনন্দ প্রকাশ করিয়া একটা সাধারণ বৃহৎ আয়োজন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের একটা অভিনন্দন করা উচিত। এজন্য আমাদের সত্বর, আয়োজনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।'[১৫০]

রবীন্দ্রানুরাগীরা ইতিমধ্যেই আয়োজন শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা ঠিক করেন, ৭ অগ্র [রবি 23 Nov] স্পেশাল ট্রেন ভাড়া করে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানিয়ে আসবেন। 19 Nov [৩ অগ্র] *The Indian Daily News* পত্রিকায় আগ্রহী ব্যক্তিদের ৩ টাকা ৪ আনা দিয়ে টিকিট কেটে এই স্পেশাল ট্রেনের সুযোগ নেবার জন্য অনুরোধ করে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।[১৫১] এতে স্বাক্ষর করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, W.E.S. Holland, নীলরতন সরকার ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পরবর্তী বিজ্ঞাপনে আরও নাম যুক্ত হয়: এ. রসুল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ফজলুল হক ও সি. এফ. অ্যাণ্ডরুজ।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবে ও সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমোদনে ৫ অগ্র [শুক্র 21 Nov] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। এখানে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কার্যবিবরণী পুস্তকে লেখা হয়:

১। রামেন্দ্র বাবুর পত্র পঠিত হইল এবং স্থির হইল যে, Swedish Academyকে ধন্যবাদসূচক পত্র দেওয়ার প্রস্তাব করা প্রয়োজন।

২। রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব অনুমোদন পূর্ব্বক সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম রবীন্দ্রবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন:

Hearty Congratulation on the Triumph of Rabindranath and the recognition of the Bengali literature through him by European nations. A deputation of the Bangiya Sahitya Parishad will reach Bolpur on Sunday. Shastri

এ সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, রবীন্দ্রনাথকে উপযুক্তরূপে সম্বর্দ্ধনা করা উচিত এবং রবিবারে যে ডেপুটেশন বা প্রতিনিধিবর্গ যাইবেন, তাঁহারা উক্ত সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে পরিষদের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবেন।

৩। সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে সোনার দোয়াত কলম উপহার দেওয়া হউক। এ সম্বন্ধে স্থির হইল যে, কি ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে, বিবেচনা করিবার সময় উহার বিচার করা যাইবে।

৪। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল:—

(ক) "যাঁহার গৌরবে আজি বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, যাঁহার প্রভায় আজি বঙ্গ-সাহিত্য প্রভান্বিত, যাঁহার রচনা অবলম্বনে বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের সাহিত্য মধ্যে উন্নত আসন অধিকার করিয়াছে, যাঁহার সম্মানে ভারতবর্ষে আনন্দের স্রোত বহিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজের মুখপাত্রস্বরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেই আনন্দে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিতেছেন।"

(খ) "সুইডিস্ একাডেমী ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠান্তে বঙ্গীয়-সাহিত্যের প্রতি সম্ভ্রমবুদ্ধি প্রকাশ করিয়া ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এবৎসর বিদ্বৎসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানকর পারিতোষিক "নোবেল প্রাইজ" দান করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিকবর্গের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সমগ্র বঙ্গের সাহিত্য-সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সুইডিস্ একাডেমীকে সেই জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।"

(গ) "পরিষদের চিরবন্ধু ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁহাকে উপযুক্তরূপে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হউক।"

(ঘ) "ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এই সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে বোলপুরে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করা হউক।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আশুতোষ চৌধুরী, সারদাচরণ মিত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার,মন্মথমোহন বসু,কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী ও ব্যোমকেশ মুস্তফীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। পঞ্চম প্রস্তাবে বোলপুর-ডেপুটেশনের জন্য আগামী রবিবারের পঞ্চম মাসিক অধিবেশন পরবর্তী রবিবার পর্যন্ত স্থগিত থাকে।

উক্ত ডেপুটেশন আসার সংবাদ পেয়ে শান্তিনিকেতনে অতিথিদের আপ্যায়নের আয়োজন শুরু হয়ে যায়। ৮ অগ্র রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে হিসাব দেখা যায়: '৫ অগ্রহায়ণ বোলপুরে ১০০৫টা কমলা নেবু চিনি ́৫ সের, বাদাম, কিচমিচ, পেস্তা, খোয়াক্ষীর ইত্যাদি ক্রয় ৪৭৴।০ থ্যাকার কোংর বাটী হইতে কার্ড ক্রয় ১।ল° সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে কাগজ আনা মুটে ́৬ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু মহাশয় ও শ্রীমতী মীরা দেবীর বোলপুর গমনের ব্যায় ১৪। ৯ রথীন্দ্রবাবুকে পাঠান যায় ১০০্ ব° ভোঁদা বাজীওয়ালা দং বাজী লইয়া বোলপুর যাইবার রেল ভাড়া ২ টেলিগ্রাম ২ল/১৬৭৴৩'। 'বাজীওয়ালা'র হিসাবটি সম্ভবত ৭ পৌষের উৎসব-সংক্রান্ত।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার বিবরণ পাওয়া যায় সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' [পৃ ৬৩-৬৬], ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-লিখিত 'বোলপুরে রবীন্দ্র সম্বর্ধনা' [দ্র মানসী, পৌষ। ১২৩৩-৪৩], কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের 'শান্তিনিকেতনে একদিন' [দ্র ভারতবর্ষ, পৌষ।১২৫-৩৪], 'The Bolepur Deputation' [দ্র *The Indian Daily News*,24 Nov] ও নানা গ্রন্থে। এগুলি অবলম্বনে পুলিনবিহারী সেন 'কবি-সংবর্ধনা ১৩১৮-২৮' প্রবন্ধে অনুষ্ঠানটির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনা করেছেন [দ্র দেশ, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮।৪৫-৫৪]।

স্পেশাল ট্রেনটি 23 Nov [রবি ৭ অগ্র] বিজ্ঞপ্তি-মতো সকাল ১০টা ১১ মিনিটের পরিবর্তে ১০টা ৫৫ মিনিটে ['10-30 a.m.'—*The Indian Daily News*] যাত্রা শুরু করে। হাওড়ার পন্টুন ব্রিজ সেদিন অসময়ে খোলার জন্য [সংবাদপত্রে খবরটি জানানো হয়েছিল] অনেক যাত্রীকেই ফেরি স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে স্টেশনে

আসতে হয়। ট্রেনটি পতাকা দিয়ে সাজানো হয়, একটি ব্যাণ্ডপার্টিও ছিল তাতে। নরনারী মিলিয়ে প্রায় ৫০০জন বোলপুরে পৌঁছন বিকেল তিনটে নাগাদ ['at about 2-30 p.m.'—ঐ]। ধুতিচাদর-পরিহিত অ্যাণ্ডরুজ এবং গেরুয়া পোশাক-পরা ছাত্র ও অধ্যাপকেরা স্টেশনে অতিথিদের অভ্যর্থনা করেন। 'যে অভিনন্দনটি রবি বাবুকে প্রদান করা হইবে তাহার একখানি ছাপা কাগজ এই সময়ে আমাদের হস্তগত হইল। শুনিলাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাহার মুসাবিদা করিয়াছেন।'[১৫২] এত অধিকসংখ্যক ব্যক্তির জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা তখনকার বোলপুর-শান্তিনিকেতনে সম্ভব ছিল না। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কতিপয় মহিলা গাড়িতে চড়েন, অন্যেরা পদব্রজে আশ্রমাভিমুখী হন। ছাত্রেরা 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি গাইতে গাইতে তাঁদের পুরোভাগে চলেন। পথের দুধারে বাঁশ পুতে তার উপর সারি করে আম্রপল্লব, মালা, পদ্মফুলের পাপড়ি, কড়ি, ধান্যশীর্ষ, তাম্রমুদ্রা ইত্যাদি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আশ্রম প্রবেশ পথের অল্পদূর হইতে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। পুরমহিলাগণ বাতায়নমুখে দাঁড়াইয়া শঙ্খধ্বনি করিতেছিলেন। লতাপত্রশোভিত আশ্রমতোরণমুখে আম্রপল্লবপূর্ণ কুম্ভ, কদলীবৃক্ষ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল।—আশ্রমে প্রবেশ করিতে বামপার্শ্বে এক একটী নবনির্ম্মিত মৃত্তিকার স্তূপের উপর অর্ঘ্য, বস্ত্র, দীপ ও দর্পণ, কজ্জল, শঙ্খ, ষোড়শোপচারে সকল দ্রব্যগুলি ও মাঙ্গলিক নানাবিধ দ্রব্য স্তরে স্তরে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ধূপ-ধূনা-পুষ্প ও চন্দন সুরভিতে চতুর্দ্দিক ভরিয়া গিয়াছিল—···। আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিতেই সকলের ললাট চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া দেওয়া হইল। তরু-মূলেই এই উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। সেখানেই সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। মধ্যে খানিকটা স্থান গোময়-পরিলিপ্ত করিয়া পুষ্প-চন্দন-ধূপ-ধুনা রক্ষা করা হইয়াছিল। তাহারই পার্শ্বে মহিলারা আসন গ্রহণ করিলেন।

ক্ষিতিমোহন, দিনেন্দ্রনাথ ও কয়েকজন ছাত্র বেদমন্ত্র পাঠ ও গান করে অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন। আশুতোষ চৌধুরীর প্রস্তাবে ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সমর্থনে জগদীশচন্দ্র বসু সভাপতি-পদে বৃত হলেন। সভাস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন প্রতিনিধি মনোনীত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে সভায় আহ্বান করে আনতে গেলেন। ইতিমধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করে সকলকে শোনালেন। পট্টবস্ত্রাবৃত চন্দনচর্চিত রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে এলে শঙ্খধ্বনি ও মহিলাদের পরমেশ-বন্দনার মধ্যে সভাপতি জগদীশচন্দ্র তাঁকে মাল্যভূষিত করেন। সংগীতের পর হীরেন্দ্রনাথ রেশমী কাপড়ে মুদ্রিত অভিনন্দনটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথকে অর্পণ করলেন:

যাঁহার কাব্যবীণায় বিকাশোন্মুখ শিশু-হৃদয়ের প্রভাতী কাকলী হইতে অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত প্রৌঢ়-বৈরাগ্যের বৈকালী সুর পর্য্যন্ত নিখিল রাগিণী নিঃশেষে ধ্বনিত হইয়াছে, যাঁহার নব-নব-উন্মেষ-শালিনী প্রতিভার অজস্র কিরণসম্পাতে বঙ্গীয় নরনারীর দৈনন্দিন জীবন আজ সমুজ্জ্বল, যিনি বিশেষ ভাবে বাঙালীর জাতীয় কবি হইয়াও সার্ব্বভৌমিক গুণিগণের গণনায় জগতের কবি সভায় সম্মানের মহোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই ভাব ও জ্ঞান রাজ্যের বর্ত্তমান সম্রাট ধ্যানরসিক স্বদেশের প্রিয়তম কবি/শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে/বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দনে/অভিনন্দিত করিতেছে।/৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

অভিনন্দনপত্র পাঠের পর প্রাণকৃষ্ণ আচার্য উপাসনা করলেন। এরপর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সাহিত্যপরিষৎ ও বঙ্গীয় পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে, মিঃ মিলবার্ন ও মিঃ হল্যাণ্ড ভারতীয় খ্রিস্টান ও ইংরেজ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে, রায়বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু সাহিত্যসভার পক্ষ থেকে, পূরনচাঁদ নাহার জৈন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে, মৌলবী আবুল কাসিম মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এবং অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভ্যদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করলেন। এস. ভট্টাচার্য বঙ্গীয় চিত্রশিল্পিদের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি সূর্যচিত্র উপহার দেন।[১৫৩]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'আভ্যুদয়িক'-শীর্ষক কবিতা পাঠ করার পর রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দেন। সীতা দেবী লিখেছেন:

আগে শুনিয়াছিলাম তিনি বক্তৃতা করিবেন না, অভিনন্দনের উত্তরস্বরূপ কিছুকাল পূর্বে রচিত 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' গানটি গাহিবেন। বোধ হয় আর কিছু বলিবার সংকল্প প্রথমতঃ তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁকে প্রিয়তমের মত ভালোবাসিয়াছে এমন বাঙালীরও যেমন অভাব নাই, এবং ছিলও না, তেমনি চিরকাল তাঁহাকে বিদ্বেষ করিয়াছে এবং লোকচক্ষে হীন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন বাঙালীরও অভাব তখন ছিল না। এইরকম কয়েকটি ব্যক্তি সভাস্থলে খুব সামনে আসিয়া বসিয়াছিলেন। ইহাদের দেখিয়াই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। কপটতা ও অসত্যের প্রতি তাঁহার যে মর্মান্তিক ঘৃণা ছিল তাহা অনলবর্ষী ভাষায় রূপ ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল।[১৫৪]

সীতা দেবীর অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অ্যাণ্ডরুজের একটি তারিখহীন চিঠিতে: 'Do you remember that day when the great crowd came down from Calcutta to do you homage as a world poet—some came to give you true love and reverence, but many came from less worthy motives and you felt the untruth of it intensely, painfully, like a burden on your soul. And then, do you remember? —you stood up like a very lion among them all, and you refused to accept anything from them that was untrue or insincere. ...I sat on the ground, far away at a distance from you, in the edge of the crowd during all those congratulations. I felt somehow instinctively and could almost see that you were in pain. And then you beckoned with your hand to Santosh [Majumdar] not to have the song, and you rose. And as you spoke your very form seemed to be transformed. ...I did not know what you were saying but I was feeling all the while your pain, your own distress of soul—above all I was feeling your courage, your manhood, your fearlessness of truth.'[১৫৫]

কারা সেইসব ব্যক্তি, আজ জানবার কোনো উপায় নেই। পত্রিকায় যাঁদের নাম মুদ্রিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে এরূপ কোনো ব্যক্তির নাম নেই—হয়তো ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবেদকগণ সৌজন্যবশত তাঁদের নাম বাদ দিয়ে গেছেন। 28 Nov সঞ্জীবনী-তে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার অনুলেখন মুদ্রিত হয়, সেটির কিয়দংশ *The Calcutta Municipal Gazette,* Tagore Memorial Special Supplement [13 Sep 1944, p. 80]-এ উদ্ধৃত হয়েছে:

আজ আমাকে সমস্ত দেশের নামে আপনারা যে সম্মান দিতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তা অসঙ্কোচে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করি এমন সাধ্য আমার নেই। ...

যাঁরা জনসাধারণের নেতা, যাঁরা কর্ম্মবীর সর্ব্বসাধারণের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য এবং জনপরিচালনার কাজে সেই সম্মানে তাঁদের প্রয়োজনও আছে। যাঁরা লক্ষ্মীকে উদ্ধার করবার জন্যে বিধাতার মন্থনদণ্ডস্বরূপ হয়ে মন্দার পর্ব্বতের মত জনসমুদ্র মন্থন করেন, জনতাতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে তাঁদের ললাটকে সম্মানধারায় অভিষিক্ত করবে, এইটেই সত্য, এইটেই স্বাভাবিক।

কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয়। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রেই কবির কাজ এবং সেই হৃদয়ের প্রীতিতেই তাঁর কবিত্বের সার্থকতা। কিন্তু এই হৃদয়ের নিয়ম বিচিত্র—সেখানে কোথাও মেঘ, কোথাও রৌদ্র। অতএব প্রীতির ফসলেই যখন কবির দাবী তখন একথা তাঁর বলা চল্‌বে না যে, নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণেরই প্রীতি তিনি লাভ করবেন। যাঁরা যজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বালাবেন তাঁরা সমস্ত গাছটাকেই ইন্ধনরূপে গ্রহণ করতে পারেন; আর মালা গাঁথার ভার যাঁদের উপরে, তাঁদের অধিকার কেবলমাত্র শাখার প্রান্ত ও পল্লবের অন্তরাল থেকে দুটি চারটি করে ফুল চয়ন করা।

কবি-বিশেষের কাব্যে কেউ বা আনন্দ পান, কেউ বা উদাসীন থাকেন, কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তাঁরা আঘাত দেন। আমার কাব্য সম্বন্ধেও এই স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি, একথা আমার এবং আমাদের জানা আছে। দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁছেছে তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এত কাল তা আমি নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কি জন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করলুম তা' এখনো পর্য্যন্ত আমি নিজেই ভাল করে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলেম তিনিই সমূদ্রের পশ্চিম তীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্য যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন সে-কথা আমি জানতুম না। তাঁর সেই প্রসাদ আমি লাভ করেছি—এই আমার সত্য লাভ।

যাই হোক্, যে কারণেই হোক্, আজ য়ুরোপ আমাকে সম্মানের বরমাল্য দান করেছেন। তার যদি কোনো মূল্য থাকে তবে সে কেবল সেখানকার গুণিজনের রসবোধের মধ্যেই আছে, আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই। নোবেল প্রাইজের দ্বারা কোনো রচনার গুণ বা রস বৃদ্ধি করতে পারে না।

অতএব আজ যখন সমস্ত দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে আপনারা আমাকে সম্মান-উপহার দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তখন সে সম্মান কেমন করে আমি নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করব? এ সম্মান আমি কতদিনই বা রক্ষা করব? আমার আজকের এদিন ত চিরদিন থাকবে না আবার ভাটার বেলা আস্‌বে তখন পঙ্কতলের সমস্ত দৈন্য আবার ত ধাপে ধাপে প্রকাশ হতে থাক্‌বে।

তাই আমি আপনাদের কাছে করজোড়ে জানাচ্ছি,—যা সত্য তা' কঠিন হলেও আমি মাথায় করে নেব, কিন্তু যা সাময়িক উত্তেজনার মায়া, তা' আমি স্বীকার করে নিতে অক্ষম। কোনো কোনো দেশে বন্ধু ও অতিথিদের সুরা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন তা আমি ওষ্ঠের কাছে পর্য্যন্ত ঠেকাব, কিন্তু এ মদিরা আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না। এর মত্ততা থেকে আমার চিত্তকে আমি দূরে রাখতে চাই। আমার রচনার দ্বারা আপনাদের যাঁদের কাছ থেকে আমি প্রীতিলাভ করেছি তাঁরা আমাকে অনেক দিন পূর্ব্বেই দুর্লভ ধনে পুরস্কৃত করেছেন, কিন্তু সাধারণের কাছ থেকে নূতন সম্মানলাভের কোন যোগ্যতা আমি নূতন রূপে প্রকাশ করেছি একথা বলা অসঙ্গত হবে।

যিনি প্রসন্ন হ'লে অসম্মানের প্রত্যেক কাঁটাটি ফুল হয়ে ফোটে, প্রত্যেক পঙ্কপ্রলেপ চন্দনপঙ্কে পরিণত হয় এবং সমস্ত কালিমা জ্যোতিষ্মান হ'য়ে ওঠে, তাঁরি কাছে আজ আমি এই প্রার্থনা জানাচ্ছি,—তিনি এই আকস্মিক সম্মানের প্রবল অভিঘাত থেকে তাঁর সুমহান বাহুবেষ্টনের দ্বারা আমাকে নিভৃতে রক্ষা করুন।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদে দেশময় যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, তার একটি বৃহৎ অংশকে রবীন্দ্রনাথ এই চোখেই দেখছিলেন সেকথা রোটেনস্টাইনকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত 18 Nov-এর পত্রেই আছে। তবু সেই মনোভাব তিনি নিশ্চয়ই সমাগত অভ্যাগতবর্গের সামনে প্রকাশ করতে চাননি। বিশেষ করে ঠাকুরপরিবারের মানসিক আভিজাত্য ও অতিথিপরায়ণতার ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করা স্বভাবতই তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। অন্যথা অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য যে বিপুল আয়োজন করা হয়েছিল তাতে তিনি অবশ্যই বাধা দিতেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ভণ্ডামির প্রতি তাঁর আন্তরিক ঘৃণা অস্থানে ও অসময়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

ভাষণের প্রতিক্রিয়া তখনই দেখা গেছে। অ্যাণ্ডরুজ তাঁর পূর্বোদ্ধৃত পত্রে লেখেন: 'There were people standing about under the mango trees, gathered in little groups, and they were talking and muttering, and some of their faces were excited and even angry.' সমসাময়িক ছাত্র কালীপদ রায় লিখেছেন: 'গুরুদেবের অভিভাষণের সময়েই সভার মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। সেদিনকার গুরুদেবের উক্তিতে সমাগত রবীন্দ্র অনুরাগী ও রবীন্দ্র বিদ্বেষী ভক্ত ও অভক্ত সকলেই বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে মনে হয়েছিল। অভ্যাগতদের জন্য সেদিন আশ্রমের পক্ষ থেকে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর নামকরা কারিগর এসে মুখরোচক মিঠাইমণ্ডা প্রস্তুত করেছিল এবং আমাদের আশ্রমের প্রধান ঠাকুর সতীশ গাঙ্গুলী তাঁর দলবল নিয়ে তৈয়ারী করেছিলেন সিঙাড়া, কচুরী ইত্যাদি নোনতা খাবার। অপর্যাপ্ত কমলা লেবুর ব্যবস্থা হয়েছিল। সভার শেষে সকলে অভিমান করে জলযোগ না করেই সোজা বোলপুর ষ্টেশনে গিয়ে অপেক্ষমান স্পেশাল ট্রেনে উঠে বসে রইলেন। আশ্রমের আদ্য বিভাগের ছেলেরা ঘাড়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেই সমস্ত মিঠাই মণ্ডা সিঙাড়া কচুরী এবং দশ বার টুকরী কমলালেবু স্পেশাল ট্রেনের প্রত্যেক কামরায় ভাগ করে তুলে দিয়ে এলেন।'[১৫৬] সীতা দেবী লিখেছেন: 'যতদূর মনে পড়ে খাদ্যদ্রব্যগুলির সদ্‌গতিই হইয়াছিল।' তবু মণঃপীড়ায় রবীন্দ্রনাথ ১১ অগ্র [বৃহ 27 Nov] অতিথিদের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে সঞ্জীবনী-তে প্রেরণ করেন ও সেটি পরদিন সংবর্ধনার বিস্তৃত বিবরণ-সহ পত্রিকাটিতে 'রবিবাবুর পত্র' নামে মুদ্রিত হয়: 'নানা অনিবার্য কারণে আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও একান্ত দুঃসাধ্য হওয়াতে গত ৭ই অগ্রহায়ণ,

রবিবারে, শান্তিনিকেতন আশ্রমে আতিথ্য আয়োজনে প্রভূত ত্রুটি হইয়াছিল, সেজন্য সর্বসাধারণের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।'[১৫৭]

রবীন্দ্রনাথ উক্ত স্পেশাল ট্রেনেই এইদিনই কলকাতায় আসেন। প্রত্যাবর্তন-পথের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন সীতা দেবী: 'বর্ধমানে যখন গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল তখন রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করিলেন যে যত লোক কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন তাহার চেয়ে দেড় শত লোক বেশি ফিরিয়া চলিয়াছেন। অনেকের সততার এই একটি প্রমাণ হাতে হাতে পাইয়া মনে হইল, রবীন্দ্রনাথ যে সকলকে তিরস্কার করিলেন তাহা নিতান্ত অকারণে নয়। এই দেড় শত লোককে মাঝপথে নামাইয়া দিবার প্রস্তাবও হইল। কিন্তু ট্রেন রিজার্ভ হইয়াছিল শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নামে, তিনি ভদ্রতা করিয়া সেটা করিলেন না। এই দেড় শত লোকের টিকিটের দাম শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেই গণিতে হইয়াছিল কি না জানি না।'[১৫৮] ট্রেনটি রাত্রি সাড়ে দশটায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে ভাঁটার বেলা পঙ্কতলের দৈন্য ধাপে ধাপে প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন, তা একসঙ্গেই প্রকাশিত হয়ে পড়ল। সীতা দেবী লিখেছেন: 'কলিকাতায় কয়েক দিন এই ব্যাপার লইয়া বিষম হৈ চৈ চলিল। কাগজে কত বিষই যে উদ্‌গীরিত হইল তাহার ঠিকানা নাই।' এর অধিকাংশই হয়েছিল বাংলা কাগজে, সুতরাং 'কালের স্রোতে ফেনার মত সে-সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে'। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রভবনে মাইক্রো-ফিল্মে রক্ষিত বরিশালের 'কাশীপুরনিবাসী' পত্রিকার তারিখহীন কর্তিকা থেকে উদ্ধৃত করা যায়; জনৈক হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: '…কেন যে সাহিত্য-জগতে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালকে লইয়া দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে, এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সরল স্বভাব; তিনি যাহা যখন মনে ভাবিতেন, সরলভাবে সর্ব্বসমক্ষে তাহা প্রকাশ করিতেন; আর রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ে সর্পের মত উৎকট গোপন হিংসা পোষণ করেন। এটা বোধহয় তাঁহার ঋষিত্বের লক্ষণ।/আমরা রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ পড়িয়া বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। এরূপ অশোভনভাবে দেশের গণ্যমান্য মুখপাত্রগণকে অপমানিত করার অন্যায় স্পর্দ্ধা যে, কোন ভদ্র ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে এরূপ আমাদের বিশ্বাস ছিল না।' আর একটি চমৎকার নমুনা উদ্ধৃত করেছেন জয়ন্তী রায় *The Illustrated Weekly of India* [11 Mar 1973]-তে প্রকাশিত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'Tagore and the Nobel Prize' প্রবন্ধ থেকে। তিনি এইসময়ে তালতলা স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র, তাঁর ইংরেজি-শিক্ষক কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার [1882-1952] তাঁকে যা বলেছিলেন, তারই স্মৃতিচারণ আছে এই নমুনায়: 'He was very angry and gave unrestrained expression to it. He described how contemptuously Tagore had treated those who had gone to Bolpur to felicitate him, and quoted some words which were never printed. According to him Tagore likened their conduct to that of village boys who tie a tin to the tail of a dog and chase it through the streets with shouts. He also said as they were walking back to the station on foot, Tagore drove past them in a trap, with Jagadish Bose by his side, scattering dust on his admirers. He even added that no refreshment were given to them at Santiniketan, but some 'bundiya' was distributed at the Station. On that day, Santiniketan,

Abode of Peace, or Dar-al-Islam was turned into an arena of strife, Dar-al-Harb. I recall my teacher's words and expression as if I had heard and seen them yesterday.' গ্রাম্যবালকদের আচরণ-সংক্রান্ত উপমাটি নীরদচন্দ্র যদি তখন সদ্যঃপ্রকাশিত *Imperfect Encounter* [1972] থেকে সংগ্রহ করে না থাকেন, তাহলে বলতে হবে, সঞ্জীবনী-তে মুদ্রিত ভাষণের প্রথম অনুচ্ছেদেই যে ছাড়-চিহ্ন আছে সেই অংশে এটি কথিত হয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের মৌখিক বক্তৃতাটিতেও যে-ধরনের চিন্তার বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়, তাতে এইধরনের বক্তব্য সেই স্থানে খুবই অসংগতিপূর্ণ বলেই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ যে সংবর্ধনার পরেই স্পেশাল ট্রেনে কলকাতায় চলে আসেন তার কারণ একটি সামাজিক কর্তব্য। সীতা দেবী লিখেছেন: "কবি যেদিন শান্তিনিকেতন হইতে আসেন সেই রাত্রেই তাঁহাকে তাঁহার এক আত্মীয়কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করিতে হয়। তাঁহার অনেক দেরি হইতেছে দেখিয়া কর্মকর্তারা অন্য পুরোহিতের দ্বারা বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কবি স্বয়ং আসিয়া বিবাহ না দিলে বর বিবাহ করিতেই অস্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সে বরিশালের ছেলে, শক্ত হয়ে বসে রইল। অত রাত্রে আমি যাবার পর তবে সব হল।'"[১৬০]

সীতা দেবীই জানিয়েছেন, 25 Nov [মঙ্গল ৯ অগ্র] বিকেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শান্তা দেবী লিখেছেন: 'তিনি ২৫শেই রামানন্দের ক্ষুদ্র বাসায় আসিয়া হাজির। ছোট বড় সকলকে ডাকিয়া খবর লইলেন। সেদিন যে উত্তেজনার বশে তাহাদের দেখেন নাই, স্বীকার করেন নাই—ইহার জন্য দুঃখ প্রকারান্তরে জানাইয়া দিলেন। রামানন্দ তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "আমাদের চেয়ে আপনাকে বাহিরের কোন লোক বা জাতি বেশী ভালবাসিতে পারে ইহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিব না।" রবীন্দ্রনাথ পরাজিত হইয়া বলিলেন, "আপনার কিম্বা জগদীশ প্রভৃতির কথা আমি বলিনি।" তিনি চারুচন্দ্রের ক্ষুদ্র অফিস ঘরেও একবার ঢুকিলেন, চারুচন্দ্র অভিমানে ও বেদনায় দুইদিন আহার করেন নাই। কবি তাহার পর রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন। বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী গিয়া বোধ হয় তাঁহাকে অভিমান ভাঙ্গাইতে হইয়াছিল।'[১৬১]

১২ অগ্র [শুক্র 28 Nov] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। তাঁর দুর্ভোগের কিছু বিবরণ ক্যাশবহিতে লেখা আছে: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু···১২ অগ্রহায়ণ ১টার ট্রেনে বোলপুর গমন করিবেন...ঐ রোজ উক্ত ১টার ট্রেন ফেল হওয়ায় পুনরায় বাবু মহাশয়ের যোড়াসাঁকোর বাটীতে আগমনের গাড়ি ভাড়া...লুপ মেলে বোলপুর গমনের ব্যায় ১ম শ্রেণীর টিকিট ৮।০'।

The Crescent Moon এবং *Sadhana: The Realisation of Life* ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। 24 Nov [৮ অগ্র] আর্নেস্ট রীজ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'And now the Moon book of your children's poems has duly followed "The Gardener". It recalls very clearly as I look thro' the pages here we worked thro' the poems one grey day in our garden room. Sadhana came to hand after it had been so far written, & asked a special note in brief. It completes gravely & seriously, your quadrant of poetry & philosophy.' এই চিঠিতেই তিনি প্রকাশ করেন তাঁর 'desire to attempt a book about you, my dear friend & master, & about your

books & your ideas, your life & Indian circumstance.' এই আকাঙক্ষাই 1915-এ *Rabindranath Tagore: A Biographical Study* গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়।

The Crescent Moon গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

THE CRESCENT MOON/BY/RABINDRANATH TAGORE/TRANSLATED FROM THE ORIGINAL BENGALI/BY THE AUTHOR/WITH EIGHT ILLUSTRATIONS/IN COLOUR/MACMILLAN AND CO., LIMITED/ST. MARTIN'S STREET, LONDON/1913.

মুদ্রাকরের বিবরণটি এইরূপ: Glasgow: Printed at the University Press by Robert Maclehose and Co. Ltd.

টমাস স্টার্জ মূর-কে উৎসর্গীকৃত ১২+৮২ পৃষ্ঠার বইটিতে ৪০টি কবিতা ও ৮টি রঙিন ছবি ছিল। চিত্রকরেরা হলেন: নন্দলাল বসু ['The Home', 'The Hero'], অসিতকুমার হালদার ['The Beginning', 'The Merchant'], অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ['The Fairyland'] এবং সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ['Paper Boat', 'Benediction']। মলাটের ছবিটি স্টার্জ মূর-এর আঁকা। মূল্য: ৪ শিলিং ৬ পেন্স।

Sadhana-র আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

SADHANA/THE REALISATION OF LIFE/BY/RABINDRANATH TAGORE/AUTHOR OF 'GITANJALI'/MACMILLAN AND CO., LIMITED/ST. MARTIN'S STREET, LONDON/1913

গ্রন্থটি আর্নেস্ট রীজ্-কে উৎসর্গ করা হয়। ১২+১৬৪ পৃষ্ঠার বইটির দাম ৫ শিলিং। এতে আছে আটটি প্রবন্ধ: 1. The Relation of the Individual to the Universe 2. Soul Consci ouness 3. The Problem of Evil 4. The Problem of Self 5. Realisation in Love 6. Realisation in Action 7. The Realisation of Beauty 8. The Realisation of the Infinite.

বিদেশী পাঠক এই দুটি বইকেই সাদরে গ্রহণ করে।

আঁদ্রে জিদ্ *Gitanjali*-র কবিতাগুলি ফরাসিতে অনুবাদ করছিলেন, তার কতকগুলি ['গোটা পঁচিশেক'[১৬২]] তাঁদের পত্রিকা *Nouvelle Revue Française*-এ প্রকাশিত হয় এবং পরে ৫০০ কপির একটি সংস্করণ মুদ্রিত হয় [26 Nov 1913] *L'Offrande Lyrique* নামে। অনুবাদটি অত্যন্ত সমাদর লাভ করে এবং বিস্তৃত ভূমিকা-সহ দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় 1914-এর গোড়াতে। জিদ্ ইয়েট্স্-এর ভূমিকাটি অনুবাদ করেননি। ডাচ অনুবাদে ভন আদেন-ও ভূমিকাটি বর্জন করেন। ইয়েট্স্-এর ভূমিকার কেউ-কেউ উচ্চ প্রশংসা করলেও [যেমন, রবার্ট ব্রিজেস 20 Apr 1913 ইয়েট্স্‌কে: 'Binyon brought us Tagore's poems with your lovely preface. What a delight it was! O most blessed one! there is no one but you who could write so.'[১৬৩]], অনেকেরই এটি পছন্দ হয়নি। ইণ্ডিয়া সোসাইটি-সংস্করণ প্রকাশের আগেই প্রুফ দেখার পর্বে 6 Oct 1912 অ্যাণ্ডরুজ রোটেনস্টাইনকে লেখেন: 'I don't altogether care for the Introduction. Perhaps willing Yeats will revise it. The sentence I would specially like out is in Section II/"We would at parting...the fair Olympia etc. This seems to me throw the reader quite a side trench & completely away from Rabindra.' একই দিনে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I have

written to Mr. Rothenstein about that sentence in the Introduction I do hope it may be omitted. I wish this Introduction was more worthy of the poems. I read it over again yesterday in the train & it was altogether not satisfying & very superficial.' পরের দিন তিনি রোটেনস্টাইনকে লিখলেন: 'I had a letter from Fox Strangways by the same post. He is cutting it out tentatively with the option to Yeats realtering if he feels he would wish it.' মুদ্রিত গ্রন্থে উক্ত বাক্যটি নেই। ইয়েট্‌সের প্রস্তাবিত কয়েকটি শব্দও মুদ্রিত গ্রন্থে পরিবর্তিত হয়। এগুলি ইয়েট্‌সের অহমিকাকে আহত করছিল, পরিণামে তিনি রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে ক্রমে ক্রমে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। তার চরম দৃষ্টান্ত দেখা গেল নোবেল প্রাইজ সম্পর্কে তাঁর অসৌজন্যমূলক নীরবতায়। পক্ষান্তরে তিনি লণ্ডনে সরোজিনী নাইডুর কবিতা নিয়ে এত মাতামাতি শুরু করেন যে মনে হয় তিনি রবীন্দ্রনাথকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করছেন। এজরা পাউণ্ডও রবীন্দ্রনাথের ভক্তগোষ্ঠী থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন, তিনিও নোবেল প্রাইজ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে কোনো অভিনন্দন-বার্তা পাঠাননি।

নোবেল প্রাইজ ঘোষণার ফলে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তাই বিশ্বব্যাপ্তি লাভ করলেও তাঁর অন্তরঙ্গ মহলে অনুরূপ কিছু বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করছিল। আর্নেস্ট রীজ্ 9 Jan 1914 [২৫ পৌষ] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'A rather sharp wedge has been driven into our close circle, since you left us; but we try to be stoical. Heaven be good to you and yours.' প্রায় একই কথা 22 Jan স্টার্জ মূর লিখছেন: 'Your having won the Nobel prize when Hardy had been the official candidate of the Royal Society of Literature...has made you a certain number of enemies whose ill will is not solely due to the fickleness of their minds.' প্রত্যক্ষভাবে এই শত্রুতার নিদর্শন অবশ্য এখনই দেখা দেয়নি। কিন্তু আঘাতটি এল একটু অন্যভাবে ফক্স স্ট্যাংওয়েজের হাত থেকে। তিনি রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা যাওয়া অবধি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর স্বার্থ দেখাশোনা করছিলেন। ম্যাকমিলানের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই ওকালতনামা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বিদেশি প্রকাশনা-জগতের জটিলতা তাঁর জানা ছিল না। অনুবাদ-স্বত্ব, অভিনয়-স্বত্ব প্রভৃতি নিয়েও যে চিন্তা করতে হয়, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় তাঁর তা জানার কথাও নয়। ফলে তিনি যথেচ্ছভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এইসব বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন, ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজকে সেবিষয়ে জানাবার প্রয়োজনও বোধ করেননি। আর ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ যখন তাঁকে প্রদত্ত অধিকার-বলে একই বিষয়ে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছেন, তখন বিভিন্ন স্তরে সংঘাত ও মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়েছে। সেইজন্য নোবেল প্রাইজের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে কাজের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধির সূচনাতেই ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ তাঁর দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি চাইলেন 21 Nov-এর পত্রে। অ্যাটর্নিগিরি নয়, সংগীতই তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র এই কথা জানিয়ে তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্য কাউকে খুঁজে নিতে বললেন—আয়ের শতকরা দশভাগ সাধারণত দেয় একথাও জানাতে ভুললেন না। পরে লিখলেন: 'It will be difficult for you to find a man, and I will look about and let you know next mail. If, as I fear, I do not succeed in finding a friend or someone wellknown to you, you will have to put your affairs in the hands of a professional agent. At that distance you will not be able to control him, and you may get badly swindled. Rather than that this should happen I would keep on with it a little longer

myself; but if I do so I must ask you to pay me the professional fee. The fact of getting the Nobel Prize makes a great difference to your position, and I see several signs, both in England and on the Continent, that people are out to make money out of you if your affairs are not in the hands of someone you can absolutely trust.' পরের মেলে অর্থাৎ 28 Nov তিনি লিখলেন, তিনি নিজেই Power of Attorney রেখে দেবেন এই শর্তে যে, 'no Agreement with a Publisher will be passed without my consent' এবং যেহেতু তাঁর কোনো কেরাণী নেই, সেইজন্য চিঠিপত্র লেখা ও আনুষঙ্গিক খরচ এবং 'of the unpleasantness in which I am involved when you say one thing to me and another to someone else', তিনি ব্যবসায়িক ব্যাপারগুলি কোনো এজেন্টের হাতে তুলে দেবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য তিনি একটি সময়সীমাও নির্দেশ করে দেন, 'say Sat. Jan. 17, 1914'। রবীন্দ্রনাথ 9 Dec তারিখেই উত্তর পাঠিয়ে দেন, তিনি প্রস্তাব করেন দায়িত্বভার নেওয়ার জন্য আর্নেস্ট রীজ্‌কে অনুরোধ করতে। 2 Jan 1914 ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ লেখেন, এজেন্সির দায়িত্ব তিনি নিজে নেবেন না ও এখনকার মতো আর্নেস্ট রীজ্‌কেও অনুরোধ করবেন না, কারণ তাঁরা দুজনেই 'অ্যামেচার'। তিনি প্রস্তাব দিলেন, দায়িত্বটি ম্যাকমিলানকেই দেওয়া ভালো—তাঁরা ৫% পারিশ্রমিকেই সমস্ত কাজ করতে রাজি, এর মধ্যে তাঁদের নিজস্ব প্রকাশনার হিসাব অন্তর্ভুক্ত হবে না। রবীন্দ্রনাথ তিন মাসের নোটিশেই এই চুক্তি বাতিল করতে পারবেন, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ভবিষ্যতে যে-কোনো বই প্রকাশের প্রথম সুযোগ তাঁদেরই দিতে হবে। ম্যাকমিলানের সপক্ষে নানাবিধ যুক্তি বিস্তারের পর তিনি লেখেন: 'Now as to myself: I will ask you for £5 to cover out of pocket expenses (stamps, parcels, cabs & the like). And if you like to give me 5% on your profits to the end of 1913 I will not refuse.' কতকগুলি হিসাব দেখিয়ে তিনি লেখেন: 'What I ask for is 5% on the £1000, and £5; in all £55.' রবীন্দ্রনাথ ৯ পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠিটির পিছনে রথীন্দ্রনাথের উদ্দেশে 'সুরেনকে দেখিয়ে এর জবাব ঠিক করিয়ে রেখে দিস্' লিখে তাঁকে পাঠিয়ে দেন। পরামর্শাদির পর তিনি 22 Jan উত্তরে লিখলেন: 'I have had no reason to regret dealing with Messrs. Macmillan & Co. and since you are also impressed with their fair dealing I do not see how I can do better than place myself in their hands in the way you suggest, for the present, keeping myself free to make better arrangements when opportunity occurs.' আর্থিক ব্যাপারে তিনি লেখেন: 'I am greatly relieved that you should have found it possible to accept some slight compensation for the services which you have rendered me, and the value of which to me cannot be gauged in money. We need not trouble about percentages and go into the intricacies of the accounts.' 20 Feb এর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ 3 Feb পর্যন্ত বই বিক্রির একটি হিসাব পাঠান [ভারতীয় বিক্রয় বাদ দিয়ে]—*Gitanjali:* ১৯,৩২০ কপি; *Crescent Moon:* ৪,২০০ কপি; *Gardener:* ৬,০৮০ কপি; *Sadhana:* ৩,৫০০ কপি। এর পর তিনি 23 Mar *The Music of Hindoostan* বইটির একটি কপি রবীন্দ্রনাথকে উপহার পাঠান। তার পরে উভয়ের পত্রবিনিময়ের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।

নোবেল প্রাইজ প্রদানের সংবাদ দিয়ে কেব্‌ল্‌গ্রাম করে 'সুইডিশ মিনিস্টার' রবীন্দ্রনাথকে সম্মতি-সূচক টেলিগ্রাম ['Wire Acceptation'] পাঠাতে বলেছিলেন। '১ অগ্রহায়ণ বিলাতে টেলিগ্রাম করার ব্যায় গুঃ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯ ।।০' হিসাব থেকে মনে হয়, 17 Nov উক্ত সম্মতি পাঠানো হয়েছিল। এর পর সুইডিশ অ্যাকাডেমির সেক্রেটারি জানান: 'Nobel Prize will be solemnly handed over Stockholm 10th of December Invite you heartily though fear time will not allow your coming=Secretary Swedish Academy=—টেলিগ্রামটি কলকাতায় পৌঁছয় 20 Nov। স্টকহোমে রবীন্দ্রনাথের হয়ে পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় সেখানকার ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে। রাষ্ট্রদূত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ধন্যবাদজ্ঞাপক বার্তা চেয়ে বাংলার গবর্নরকে টেলিগ্রাম করেন। লর্ড কারমাইকেল তখন বসিরহাট সফর করছিলেন, সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে টেলিগ্রাম করা হয় 5 Dec: 'The british ambassador at Stockholm has been asked to receive the nobel prize on your behalf. King of Sweden presents prizes on December 10th and at banquet in evening prize winners or their representatives are expected to return thanks. Ambassador asks Lord Carmichael whether you wish him to convey a personal message from yourself. Lord Carmichael hopes you will be able to send a personal message for him to telegraph. Gourley PSG [Personal Secretary to the Governor]'। টেলিগ্রামটির পিছনে ও স্বতন্ত্র একটি কাগজে জবাবের একাধিক খসড়া করা হয়। শেষ পর্যন্ত যে বার্তাটি প্রেরিত হয়, সেটি হল: 'I beg to convey to the Swedish Academy my grateful appreciation of the breadth of understanding which has brought the distant near, and has made a stranger a brother.'

নোবেল প্রাইজ বিতরণ সভার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয় স্থানীয় *Gotebarg Tidning* [11 Dec] পত্রিকায়, তার সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ 'উত্তর প্রবাসী' [15 Sep 1985/25] থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

> গতকাল সঙ্গীত আকাদেমির (স্টকহলমে) বৃহৎ কক্ষে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে, রাজা, উত্তরাধিকারী রাজপুত্র ও রাজপুত্র ভিলহেলম অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে তিনজন উপস্থিত ছিলেন।
>
> এই তিনজনকে পুরস্কার অর্পণ করার পর অধ্যাপক স্যার্ণে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তিনি বলেন —আকাদেমির এই শুভলগ্নে এমন একজন লেখককে পুরস্কার দেবার সুযোগ গ্রহণ করেছেন, (আলফ্রেড নোবেলের উইল অনুযায়ী) যিনি বিগত কাল ধরে এমন সব কবিতা লিখেছেন যা মানুষের আদর্শের প্রতীক হিসেবে অপূর্ব। আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছে আজ সার্থক। যেহেতু এই পুরস্কারটি এমন একটি দেশের কবিকে দেওয়া হয়েছে—যিনি আমাদের ভূখণ্ডের লোক নন। পুরস্কারটি কোন জাতীয়তার গোষ্ঠি বা গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। ট্যাগোরের পুরস্কার গ্রহণ করেন গ্রেট ব্রিটেনের চ্যাজ ডি অ্যাফেয়ার মিঃ ক্লাইভ।

মিঃ ক্লাইভের হাতে পুরস্কারের সোনার মেডেল ও ডিপ্লোমা তুলে দেওয়া হয়। সুইডিশ ভাষায় লিখিত ডিপ্লোমাটির ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হল:

Awarded to Rabindranath Tagore, because of his profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse, by which, with consummate skill, he has made his poetic thought, expressed in his own English words, a part of the literature of the West.

১৬ মাঘ [বৃহ 29 Jan] কলকাতার গবর্নর হাউসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে লর্ড কারমাইকেল রবীন্দ্রনাথের হাতে এই মেডেল ও ডিপ্লোমা অর্পণ করেন।

12 Dec [শুক্র ২৬ অগ্র] Nobelstiftelsen [Nobel Foundation]-এর পক্ষ থেকে H. Sederholm রবীন্দ্রনাথকে লেখেন:

The Swedish Academy having decided to confer upon you this year's Nobel prize for Literature we have the honour to place at your disposal the amount of the said prize Kronor 143, 010=89.

You will please find enclosed an assignment by the Swedish Academy, on which we beg you kindly to give your receipt in the form indicated.

We are arranging in such manner, that this assignment, duly receipted by you, can be exchanged for a check of the same amount at the Chartered Bank of India, Australia and China in Calcutta.

Our check of the prize amount is made out in Swedish currency on our bank in Stockholm, but we are asking our bank to provide payment being effected to you in Rupees, if desired.

Your signature on the receipt should be given at the Bank in the presence of two witnesses known to them and able to certify your identity.

১১ মাঘ [শনি 24 Jan] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে হিসাব দেখা যায়: 'মা° দং ১৯১২ [য] সালের নবেল প্রাইজ পাওয়া যায় Chartered Bank এক চেক ১,১৬,২৬৯৲'। ১৫ মাঘের হিসাব: 'পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক খাতা দং উক্ত ব্যাঙ্কে শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা সুদে আমানত জমা দেওয়া যায় বি° বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ১ নং চেক ৪৮০০০৲'; ১৭ মাঘের হিসাব: 'কালীগ্রাম কৃষি ব্যাঙ্ক খাতা দং উক্ত ব্যাঙ্কে জমা দিবার জন্য দেওয়া যায় (৭%) ২৭০০০৲'। এই টাকার সুদ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। ২ ভাদ্র ১৩২২ [19 Aug 1915] ক্যাশবহির হিসাবে দেখি: The Collector of Income Tax দঃ নোবেল প্রাইজের টাকা পাওয়ায় উক্ত টাকার ১৯১৪-১৫ সনের Income Tax ২০৭৴৮; ২১ আশ্বিনের [28 Sep] আর-একটি হিসাব: দঃ Income Tax অফিসে নোবেল প্রাইজের ট্যাক্স মাপের দরখাস্তের স্ট্যাম্প ১৲ —এই দরখাস্তের কী পরিণতি হয়েছিল জানা নেই।

নোবেল প্রাইজ থেকে ৭৫,০০০ টাকা কৃষি ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়। তার সুদ ছাড়াও ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য আসার খবর পাওয়া যায় ৪ মাঘের [17 Jan] হিসাবে: 'মা° বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং বিদ্যালয়ের টাকা পাওয়ায় জমা করা যায় National Provincial Bank of Englandএর এক চেক 5-5-0 ৭৭ °/ Central Trust Company of Illinois এক চেক £17-11-5 ১৮২ ৷৷লo'।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি সেখানকার সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী [1869-1948] সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এর সপক্ষে ভারতেও আন্দোলন চলছিল। প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশনে এবিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হত। গোখ্‌লের

প্রবর্তনায় অ্যাণ্ডরুজ গান্ধীজির আন্দোলনে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর সংকল্পে দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে মনস্থ করেন। পিয়র্সন তখন দিল্লিতে লালা সুলতান সিং-এর পুত্রের গৃহশিক্ষক, Jan 1914-এ শান্তিনিকেতনে এসে কাজ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। কিন্তু অ্যাণ্ডরুজের দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রার কথা শুনে তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গী হতে চাইলেন। যাত্রার পূর্বে উভয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য। তাঁদের আসার খবর পেয়েই রবীন্দ্রনাথ ১২ অগ্র [শুক্র 28 Nov] কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। ১৬ অগ্র [মঙ্গল 2 Dec] সন্ধ্যায় তাঁদের জন্য মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়েছিল। ১৭ অগ্র [বুধ 3 Dec] ভোর ৪টার গাড়িতে তাঁরা কলকাতা রওনা হন।[১৬৪] এইদিন 'শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয়ের বোলপুর হইতে আগমন করায় মালপত্র লইয়া হাওড়া স্টেশন হইতে আসিবার গাড়িভাড়া'র হিসাব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথও কলকাতায় চলে এসেছেন।

এইবারে শান্তিনিকেতনে কয়েকদিনের অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গান রচনা করেন:

১৪ অগ্র [রবি 30 Nov] 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৭০ [৪৭]; গীত ১।৪১-৪২; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৩৮; স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ, তত্ত্ব, চৈত্র। ২৫৮-৫৯; স্বর ৪২।9 Feb 1914 [২৭ মাঘ] গানটির ইংরেজি অনুবাদ 'You have come to me hidden in the darkness' রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে মাতৃশোকাহত অ্যাণ্ডরুজকে পাঠিয়ে দেন দ্র রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী। ১৫৫।

১৫ অগ্র [সোম 1 Dec] 'আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৭০-৭১ [৪৮]; গীত ১।৭১-৭২; স্বর ৩৯।

১৫ অগ্র [,,] 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৭১ [৪৯]; গীত ১।১২৩; বঙ্গদর্শন, পৌষ। ৬৯২ ['আশা']; স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ, তত্ত্ব, চৈত্র। ২৫৭-৫৮; স্বর ৪০।

অ্যাণ্ডরুজ, পিয়র্সন ও রবীন্দ্রনাথ যেদিন কলকাতায় আসেন, সেইদিনই [3 Dec] বিকেল ৫টায় কলকাতার টাউন হলে একটি জনসভা হয় 'to consider the position of the British Indians in South Africa and to take such measures as may be deemed necessary.' 20 Nov তারিখ দিয়ে শেরিফের কাছে সভার অনুমতি দেওয়ার জন্য যে আবেদন করা হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর ছিল।[১৬৫] জনাকীর্ণ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্ধমানের মহারাজা। কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ, এমন কি অ্যাণ্ডরুজ ও পিয়র্সনেরও নাম দেখা যায় না।

অ্যাণ্ডরুজ ও পিয়র্সন 5 Dec [শুক্র ১৯ অগ্র] ভোরে কলকাতা থেকে S.S. Umtali জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাত্রার আগের দিন রাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মহর্ষির ঘরে নিয়ে গিয়ে উপনিষদের দুটি মন্ত্র লিখে দিয়ে তাদের মর্মার্থ বুঝিয়ে দেন। এই মন্ত্রদ্বয় অ্যাণ্ডরুজের মনে গেঁথে গিয়েছিল; 5 Dec জাহাজ থেকে তিনি লিখেছেন: '...and then you gave me, on that last evening (when you were very tired & I hardly liked to trouble you) the very message which I needed so much.' অনেক পরে লেখা একটি চিঠিতেও তিনি প্রসঙ্গটি স্মরণ করেছেন; দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে তাঁর মনে পড়েছে 'the memory of that last evening in Jorashanko, when I looked into your face and received (I know not how) your own peace, as you recited to me those *mantrams* and gave them to me as my very own....That vision could always be recalled and again and again

it would come to me of its own accord, and in my dreams, and keep me quiet and peaceful and calm in moments of intense excitement.'[১৬৬]

এই চিঠি থেকেই জানা যায়, 5 Dec ভোরে তাঁদের জাহাজে তুলে দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ জেটিতেও এসেছিলেন: 'You came down to the boat—do you remember?—to see us on board. Somehow you looked to me then nobler than I had ever seen you before,—as you stepped from the shore on to the wherry. Willie noticed it, and even the common boatmen noticed it. Willie told me afterwards how they said to one another in Bengali that they must be careful with you because you were no ordinary man but someone great.'[১৬৭]

এর পরে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে চলে যান, যাওয়ার তারিখটি জানা যায়নি। এখান থেকে ২১ অগ্র [রবি 7 Dec] তিনি রামানন্দকে লেখেন: 'চোখের বালি ইংরেজিতে তর্জ্জমা করা আমার পক্ষে বড় কঠিন। ...Anderson চোখের বালির বিশেষ ভক্ত—তিনি ঐ বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষ্যে উহার একটি অংশ তর্জ্জমা করিয়াছিলেন সেটুকু সুন্দর হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি রাজি হইবেন। ইংরেজি করিতে হইলে যে যে অংশ বাদ দেওয়া দরকার তাহা আমি দেখিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারি।'[১৬৮] রামানন্দ সম্ভবত প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজি হন। তখন রবীন্দ্রনাথ বর্জন-কার্যে ব্রতী হয়ে ২৫ অগ্র [11 Dec] তাঁকে লেখেন: 'চোখের বালির স্থানে স্থানে ছাঁটিয়া দেওয়া গেল। খুব যে বেশি বাদ পড়িল তাহা নহে। ...আমার বিশ্বাস আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন যদি এ কাজে লাগে তবে চলনসই গোছের একটা জিনিষ খাড়া করিতে পারে। ...সুরেন যদি তর্জ্জমা করে তবে আমার সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে পারিবে।'[১৬৯] রামানন্দ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ তৎপরতার সঙ্গে প্রথম চারটি পরিচ্ছেদ অনুবাদ করে পাঠালে রবীন্দ্রনাথ 'সোমবার' [৭ পৌষ: 22 Dec] রামানন্দকে শান্তিনিকেতন থেকে লেখেন: 'একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা পেন্সিলের লেখায় পরিবর্ত্তন করিয়াছি মাত্র।'[১৭০] এই অংশটি মডার্ন রিভিয়্যু-র Jan 1914 [pp. 93-98]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, তিনি শিলাইদহে বেশ কিছুদিন থাকতে পারবেন। সেইজন্য ২৪ অগ্র [বুধ 10 Dec] ক্ষিতিমোহনকে লেখেন: 'এখানে আপনার আসা কঠিন হইবে না। যদি দিনক্ষণের খবর যথাসময়ে পাই তবে কুষ্টিয়া হইতে আপনাকে গোরাই পার করিয়া একখানা টমটম রথে চড়াইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শিলাইদহে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি।'[১৭১] কিন্তু ২৭ অগ্র [শনি 13 Dec] সুকুমার রায়ের সঙ্গে সুপ্রভা দেবীর বিবাহের* আমন্ত্রণ পেয়ে কলকাতায় চলে আসেন। সীতা দেবী লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে ছিলেন শুনিয়াছিলাম। বিবাহ প্রায় আরম্ভ হইতে যাইতেছে এমন সময় গেটের কাছে করতালিধ্বনি শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই দেখিলাম কবি আসিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম, এই বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্যই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুকুমারবাবুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।'[১৭২]

এরপর তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। '২৮ অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের বোলপুর গমন উপলক্ষে খাবার জিনিষ খরিদ'-এর হিসাব থেকে মনে হয়, তিনি এইদিন

শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন। কিন্তু ২৯ অগ্র [15 Dec] তিনি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখেছেন, তার রচনা-স্থল 'কলিকাতা'।[১৭৩] ৩ পৌষ [বৃহ 18 Dec] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে লেখা চিঠিটির রচনা-স্থলও 'কলিকাতা'।[১৭৪] মধ্যে 16 Dec রোটেনস্টাইনকে যে পত্র লেখেন, তার রচনা-স্থান হিসেবে শান্তিনিকেতন লেখা হলেও বিষয়বস্তু তাঁর কলকাতায় অবস্থান-সংক্রান্ত: 'My ordeal is not yet over. I still have dinners to attend to, and listen to speeches in praise of my genius, and to answer them in a becoming spirit of modesty. This has brought me to Calcutta and kept me in our Jorasanko lane, while the mustard fields are in bloom in our Shilida and wild ducks have set up their noisy households in the sandbanks of the Padma.'[১৭৫] মানসী-র মাঘ-সংখ্যায় [পৃ ১৩৬০-৬১] 'Orient ক্লাবের আনন্দ-ভোজে পঠিত' নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের কবিতা 'রবীন্দ্র-সম্ভাষণে' ও উক্ত পত্রিকার ফাল্গুন-সংখ্যায় [পৃ ১২৮] 'ওরিয়েন্ট ক্লাবে রবীন্দ্র সম্ভাষণে' নামাঙ্কিত আলোকচিত্র ছাপা হয়। এই অনুষ্ঠানটির তারিখ আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি—হয়তো এই সময়েই সেই 'আনন্দ-ভোজ'টি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২৯ অগ্র মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে লিখেছিলেন: 'অসম্মানের চেয়ে সম্মানে আমাকে অনেক বেশি ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে সেজন্যে চিঠি ছোট করিতে হইল'—সেটি হয়তো এইরূপ কারণেই। আবার কালিদাস নাগ 19 Dec [শুক্র ৪ পৌষ] ডায়ারিতে লিখেছেন: 'আজ অজিতদা Mayoতে দেখা করতে Telephone করলেন। ...পরে অজিতদা টেনে কবির কাছে নিয়ে গেলেন।'[১৭৬] এর থেকে মনে হয়, ২৮ অগ্র রবীন্দ্রনাথের বোলপুরে যাওয়া হয়নি, তিনি অন্তত ৪ পৌষ পর্যন্ত কলকাতায় থেকে ৫ পৌষ [শনি 20 Dec] শান্তিনিকেতনে যান, এইদিন 'রথীন্দ্রবাবু মহাশয়ের বোলপুর গমনের' হিসাব পাওয়া যায়।

গত বৎসর ৭ পৌষের উৎসবে তিনি আশ্রমে ছিলেন না, সুদূর আরবানায় বসে এই দিনটিকে স্মরণ করেছিলেন। এবারে তাই চেষ্টা করেছেন উৎসবের আনন্দটিকে পূর্ণ করে পাবার জন্যে। পরের দিন 23 Dec শ্রীমতী মূডিকে লিখেছেন: 'Yesterday was the anniversary day of festival of our ashram. We had our divine service and the boys sang beautifully. Our sunny winter days are lovely and everything here breathes of peace and the intimacy of a spiritual presence. My heart is full of gladness and love. This exuberance of space and sunshine seems to have turned the blood in my veins into wine, spreading a golden inebriation far into my being.'[১৭৭]

৭ পৌষ [সোম 22 Dec] সকালে মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ 'উদ্বোধন' [দ্র তত্ত্ব, মাঘ। ২০৭-০৮; শান্তিনিকেতন ১৬।৪৭৮-৭৯] করেন ও 'উপদেশ' [দ্র ঐ।২০৪-০৫; ঐ ১৬।৪৭৯-৮২, 'মুক্তির দীক্ষা'] দেন; সায়ংকালীন উপাসনাতেও যথারীতি 'উপদেশ' [দ্র ঐ।২০৬-০৭; ঐ ১৬।৪৮২-৮৫, 'প্রতীক্ষা'] প্রদান করেন। এর কোনোটিই লিখিত নয়—অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর মৌখিক ভাষণের যে শ্রুতিলিপি নেন, তারই রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত পাঠ তত্ত্ববোধিনী-তে উভয়ের নামে মুদ্রিত হয়ে ঈষৎ সংশোধনান্তে সপ্তদশ খণ্ড শান্তিনিকেতন-এ প্রকাশিত হয়। রীতিমাফিক এই ভাষণগুলি দেওয়া ছাড়াও '৭ই পৌষ দ্বিপ্রহরে Stopford Brookeএর onward cry নামক উপদেশ অবলম্বনে' রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকদের কাছে আলোচনা করেন, তারই 'সারমর্ম্ম' অজিতকুমার-দ্বারা অনুলিখিত হয়ে 'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান' [দ্র তত্ত্ব, মাঘ। ২০৮-১১;

শান্তিনিকেতন ১৬।৪৮৫-৯০] নামে মুদ্রিত হয়। আলোচনাটি মূল্যবান। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি তাঁদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা ও উদার বিশ্বজনীন কোনো ধর্মমতের সন্ধান করার আগ্রহ লক্ষ্য করেছিলেন—এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্টপফোর্ড ব্রুকের গ্রন্থটি অবলম্বনে তিনি ঔপনিষদিক ধর্ম ও মহর্ষির ধর্মাদর্শকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই দিনে প্রদত্ত অন্যান্য ভাষণগুলিও মহর্ষির প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ।

এইদিন তিনি একটি গান রচনা করেন: 'গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৭২ [৫০]; গীত ১।৪৫; বঙ্গদর্শন, অগ্র। ৬২০ (চ), 'প্রার্থনা'; স্বর ৩৯।

'অমৃতসর মন্দিরে প্রাপ্ত আরতি গানের প্রথমাংশ' 'এ হরি সুন্দর' অনুসরণে রচিত বাংলা গান 'এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর' [দ্র গীত ৩।৮২৭] তত্ত্ববোধিনী-র মাঘ-সংখ্যায় [পৃ ১১৫-১৬] মূল ও দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হয়েছে দেখে অনুমান করা যায়, গানটি পৌষোৎসবে গীত হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত হয়নি, পাঠও বহুলাংশে ভিন্ন। চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসী-তে [পৃ ৫৮৩] গানটি পুনর্মুদ্রিত হয়, সেই পাঠটি গীতবিতান-এ সংকলিত হয়েছে।

৮ পৌষ [মঙ্গল 23 Dec] প্রভাতে সপ্তপর্ণীবৃক্ষতলে আশ্রমবিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক উৎসব বিধুশেখর শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করে 'সময়োচিত দুটি চারিটি কথা' বলেন। ৭ অগ্র তিনি অধ্যাপক যদুনাথ সরকারকে পৌষোৎসবে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন: 'ছেলেরা ৮ই পৌষে অচলায়তন অভিনয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছে'[১৭৮]—কিন্তু অভিনয়টি হয়নি, 'সায়াহ্নে [য] সঙ্গীতাদি হয়'। যদুনাথ সরকার এসেছিলেন—তিনি সকালের সভায় বক্তৃতা দেন ও সন্ধ্যায় 'ম্যাজিক ল্যান্টার্ণযোগে অজন্তাগুহা সম্বন্ধে' বলেন।

'৯ই পৌষ [বুধ 24 Dec] আশ্রমের পরলোকগত অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বিশেষভাবে স্মরণ করিবার দিন। প্রভাতে তদুপলক্ষ্যে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।'[১৭৯] সন্ধ্যাতেও স্মৃতিসভা হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি 'সোমবার' [৭ পৌষ] রামানন্দকে লিখেছিলেন: 'আগামী বুধবার সায়াহ্নে কলিকাতায় পৌঁছিব'[১৮০], এদিন দুপুরের ট্রেনে তিনি কলকাতা রওনা হন।

26 Dec [শুক্র ১১ পৌষ] দুপুর আড়াইটায় গবর্নর হাউসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন হয়। এইসময়ে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের কলকাতা-সফরের সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধিত করার কথা ছিল, তারই সঙ্গে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার জন্য বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি জুড়ে দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে 28 Oct সিণ্ডিকেটে ও 15 Nov সিনেটে Paul Vinogradoff, Hermann Jacobi, Sylvain Levy, W.H. Young, H.H. Hayden, রাসবিহারী ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এইদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ এঁদের ডিগ্রিতে ভূষিত করেন [সিলভ্যাঁ লেভি-র অনুপস্থিতিতেই তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়, 17 Dec 1921 নিদর্শনপত্রটি ছোটো একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়]।

ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সমাবর্তন-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন: 'Lastly, in Mr. Rabindra Nath Tagore, we have our national poet, who to our pride and satisfaction, is at

the present moment not only the most prominent figure in the field of Bengali Literature, but also occupies a place in the foremost rank amongst the living poets of the world. This is not an occasion on which I could undertake a critical estimate of his voluminous work as a lyrical poet dramatist and prose-writer, but one may without fear of contradiction, venture upon the statement that the finest of his imagination are characterised by an element of beauty, patriotism, and spirituality which is of perennial value and independent of local and racial accidents and which will appeal to all cultured minds qualified to appreciate the highest flights of poetic thought and manifestations of spiritual beauty. Apart, however, from the pre-eminence of Mr. Rabindra Tagore as a poet, we must not overlook the true significance of the world-wide recognition now accorded for the first time to the writings of an author who has embodied the best products of his genius in an Indian vernacular; this recognition, indeed, has been immediately preceded by a remarkable revolution in what used to be not long ago the current estimate in academic circles, of the true position of the vernaculars as a subject of study by the students of our University.' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় দেশীয় ভাষাকে স্থান করে দেওয়ার জন্য সিনেট-সদস্য হিসেবে তাঁর দীর্ঘদিনের চেষ্টার ব্যর্থতা ও সাফল্যের ইতিহাস বর্ণনা করে তিনি পরিশেষে করেন: 'Meanwhile, the young Senator of twenty-three years ago has the privilege to ask your Excellency to confer the Honorary Degree of Doctor of Literature and thus to set, as it were, the seal of academic recognition upon that pre-eminently gifted son of Bengal who has been a loyal and life-long devotee of the most progressive of the Indian vernaculars.' চ্যান্সেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন: 'Upon the modest brow of the last of these the Nobel prize has but lately set the laurels of a world-wide recognition and I can only hope that the retiring disposition of our Bengal poet will forgive us from thus dragging him into publicity once more and recognise with due resignation that he must endure the penalties of greatness.'[১৮১]

পল ভিনোগ্রাদফ, হারমান জ্যাকোবি, উইলিয়ম হেনরি ইয়ং ও রাসবিহারী ঘোষকে উপাধি দেওয়ার পর ভাইস-চ্যান্সেলার রবীন্দ্রনাথকে চ্যান্সেলারের সামনে উপস্থাপিত করে বলেন: 'May it please Your Excellency, I present to you Mr. Rabindra Nath Tagore, who has been duly recommended by the Syndicate and the Senate, as a fit and proper person, by reason of his eminent position and attainments, to receive the Honorary Degree of Doctor of Literature, to which I pray that he may be admitted.' চ্যান্সেলার ডিপ্লোমাটি রবীন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে বলেন: 'By virtue of the authority vested in me, as Chancellor of this University, I admit you, Rabindra Nath Tagore to the Honorary Degree of Doctor of Literature.'[১৮২]

অতঃপর হেনরি হুবার্ট হেডেন ও সিলভ্যাঁ লেভিকে উপাধি-দানের পর প্রাপকগণ রেজিস্টারে [Register of Honorary Degrees Conferred by the University of Calcutta] স্বাক্ষর করেন। এর একটি

প্রতিলিপির জন্য দ্র *Hundred Years of the University of Calcutta 1857-1956* [1957], Plate 150.

এইদিন গবর্ণর হাউসে রবীন্দ্রনাথের আর একটি কাজ করবার কথা ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী 12 Nov তাঁকে একটি চিঠিতে লেখেন: 'সুরাপান নিবারণ প্রযত্নে ২৬শে ডিসেম্বর বড়লাট সাহেবের নিকট কলিকাতায় এক Deputation যাইবে। অনুগ্রহ করিয়া এই Deputationএ আপনি যদি যোগ দেন তাহা হইলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব।'[১৮৩] রবীন্দ্রনাথ অব্যাহতি চেয়ে পরের দিন ২৭ কার্তিক [13 Nov] তাঁকে লেখেন: 'পৃথিবীর অনেক জিনিষ আছে যাহারা আড়ালে আবডালে এবং অনাদরের আওতাতেই ভাল করিয়া বাড়ে আমি সেই শ্রেণীর এই কথা স্মরণ করিয়া আমার মাথার উপরকার ছায়াটুকু হরণ করিবেন না।'[১৮৪] উত্তরে দেবপ্রসাদ 15 Nov লেখেন: 'ইউনিভারসিটি সেই সময় আপনাকে সম্মানিত করিবার ছলে স্বয়ং সম্মানিত হইবার প্রত্যাশা করিতেছে অতএব আপনাকে সে সময় কষ্ট করিয়া কলিকাতাতে আসিতেই হইবে। আদঘন্টা গবর্ণমেণ্ট হাউসে সময় দিলেই আমাদের কার্য্য হইয়া যাইবে।' রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে ১ অগ্র [17 Nov] একই কথা লেখেন: 'এখনো আপনার মনে দয়ার সঞ্চার করিতে পারিলাম না, কিন্তু আশা ছাড়িয়াছি মনে করিবেন না।' অদম্য দেবপ্রসাদ এই পত্রেও 'ভরসা'র লক্ষণ দেখে 19 Nov লেখেন: 'সেই দিবসই ইউনিভার্সিটির কনভোকেসন হইবে অতএব বোঝার উপর শাকের আঁটীটা স্বীকার করুন।' এর উত্তরে ৪ অগ্র [বৃহ 20 Nov] রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই লিখলেন: 'আপনাদের অনুরোধ লঙঘন করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হই বলিয়াই আমার প্রতি দয়া রক্ষা করা আপনাদেরও কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে যেরূপ নিভৃতে ছিলাম এখন আমাকে আরো সতর্ক হইয়া আরো বিরলে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এইজন্যই আপনাদের হাতে ধরা দিতে এত নারাজ হইতেছি। আমাকে ক্ষমা করিবেন।' এই চিঠি পেয়ে দেবপ্রসাদ সম্ভবত নিরস্ত হয়েছিলেন, 26 Dec সকালে তাঁর নেতৃত্বে কলকাতার বিশপ প্রভৃতি সহ যে ডেপুটেশন লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে যান তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না।

23 Dec রবীন্দ্রনাথ টমসনকে লিখেছিলেন: 'I shall be in Calcutta till December 28th or possibly a day or two longer'—29 Dec [সোম ১৪ পৌষ] ক্যাশবহিতে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের বোলপুর গমন উপলক্ষে' ব্যয়ের হিসাব দেখে মনে হয়, তিনি এইদিন শান্তিনিকেতনে ফেরেন।

তিনদিন মাত্র তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তার মধ্যে তিনটি গান রচনা করেন:

১৪ পৌষ [সোম 29 Dec] 'প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৭৩ [৫১]; গীত ১। ১৯-২০; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৩৭; স্বর ৪০।

১৫ পৌষ [মঙ্গল 30 Dec] 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে' দ্র ঐ ১১।১৭৪ [৫২]; গীত ১।১৯; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২২৪; স্বর ৪১।

১৫ পৌষ [,,] 'জীবন স্রোতে ঢেউয়ের পরে' দ্র ঐ ১১।১৭৪-৭৫ [৫৩]; এটিতে সুর সংযোজিত হয়নি।

1 Jan 1914 [বৃহ ১৭ পৌষ] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন শিলাইদহ হয়ে পতিসরের উদ্দেশে নৌকাভ্রমণের জন্য। এইদিনই তিনি টমসনকে লেখেন: 'I have just come from Bolpur and am going to take a boat-trip to have a little rest which I need very badly.' 13 Jan [মঙ্গল ২৯ পৌষ] 'Patisar/The Atrai' ঠিকানা দিয়ে তাঁকেই লেখেন: 'Last ten days I had my shelter in the rushing

water.’ তাঁর এই নৌকাযাত্রা সম্ভবত নিঃশব্দ বিশ্রামে কেটেছিল, এইসময়ে লেখা কোনো চিঠিও আমাদের হাতে পৌঁছয়নি।

14 Nov টমসন শান্তিনিকেতনে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর নূতন কিছু অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলেন: ‘I shd. be greatly obliged if you wd. run a pencil over them & improve their diction & rhythm.’ টমসন লিখেছেন, দুদিন অবস্থানকালে এপিগ্রাম-জাতীয় কবিতা-সহ প্রায় ১৫০টি কবিতা তিনি সংশোধন করেন ও ফেরার সময়ে এক বাণ্ডিল পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠিতে এই পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গ আছে। অভ্যাসবশত নিজের ইংরেজি সম্বন্ধে দীনতা প্রকাশ করে তিনি সংশোধনের জন্য টমসনকে অনুরোধ করেছেন ও পরে তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন। এই অনুতাপের প্রকাশ আছে 18 Nov-এর পত্রে: ‘The Gitanjali poems are intimately personal to me and the pleasure I have of polishing their English version is of a different nature than that of an author revising his works for publication. Every line of these should be as closely my own as possible though I must labour under the disadvantage of not being born to your language. In such a case I have to be guided by my instinct, allowing it to work almost unconsciously without being hindered by more than casual suggestions from outside. I think the method that Yeats followed while editing my book was the right one in selecting those poems that required least alterations and rejecting others in spite of their merits. There is a grave risk of my overlooking crudities of language —the evidence of which you will find in the Gardener—but still I must go on with my work unaided till I have done what is in my power to do.’ ইংরেজি অনুবাদে অপরের সাহায্য নেওয়া বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত যে ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে, এই পত্র তার প্রাথমিক দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে। 27 Nov-এর পত্রেও সংশোধন-বিষয়ে তাঁর অনুৎসাহের পরিচয় আছে: ‘I must thank you for the trouble you have taken over my Ms., but I shall leave it alone for sometime to come.’ এমন-কি টমসন সংশোধন-সহ পাণ্ডুলিপির প্যাকেট পাঠিয়ে দিলেও তিনি সেটি খুলতে আলস্য দেখিয়েছেন [5 Dec], যখন খুলেছেন তখনও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেননি [1 Jan]।

টমসন তাঁর ছোটগল্প অনুবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি প্রথমে তা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। নিজে অনুবাদ করার ব্যাপারে দ্বিধার কথা জানিয়ে 18 Feb তিনি টমসনকে লেখেন: ‘The next best thing for me is to work with some Englishman who has literary abilities. I have every hope that Andrews will be willing to help me in this work when he comes back from England in April. It is his intention to make a long stay with me in Bolpur. He knows very little Bengali but I know Bengali well enough to supply this deficiency. In fact, the less he knows Bengali my share of the work will have to be the more considerable. This arrangement will help Andrews to learn Bengali and help me to learn handling English prose with more freedom than I dare do now.’ কিন্তু অ্যাণ্ডরুজের অস্থিরচিত্ততার জন্য এর কোনোটাই সঠিকভাবে হয়নি, রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত গল্প অনুবাদের ব্যাপারে কিয়দংশে টমসনের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছেন।

২৯ পৌষ [মঙ্গল 13 Jan] রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকারকে লেখেন: 'বোটে চড়িয়া জলে জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছি—১১ই মাঘের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ডাঙায় নামিতে হইবে।'[১৮৫] এইদিনই তিনি টমসনকে লিখলেন: 'If you are likely to be in Calcutta between January 14th & 24th I shall see you there.' এর থেকে মনে হয়, পরের দিন ১ মাঘেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। মাঘোৎসবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিভা দেবীর সংগীতসঙ্ঘের ছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিলেন। ৯ মাঘ [বৃহ 22 Jan] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'সন্ধ্যার সময় প্রতিভার ওখানে গানের rehearsal শুন্‌তে গেলুম। নাটোরের মহারাজা ছিলেন রবি ছিল।' রবীন্দ্রনাথকে হয়তো কোনো-কোনো সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে হয়েছিল; 22 Jan তিনি এবিষয়ে শ্রীমতী মূডিকে লেখেন: 'I am still suffering from Nobel Prize notoriety and I do not know what nursing home there is where I can go and get rid of this my latest and my greatest trouble. To deprive me of my seclusion is like shelling an oyster—the rude touch of the curious world is all over me.'[১৮৬]

১১ মাঘ [শনি 24 Jan] আদি ব্রাহ্মসমাজের চতুরশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের প্রাতঃকালীন উপাসনা হয় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে। কালিদাস নাগ ডায়ারিতে লিখেছেন: 'আজ ১১ই মাঘ; সকালে মামীমাদের সাধারণ সমাজে নামিয়ে দিয়ে আদি সমাজে উপস্থিত হলুম—কবি একলা 'ভোরের বেলা কখন এসে' গানটি করলেন—স্বাস্থ্যের সঙ্গে২ তাঁর কণ্ঠস্বরেরও বেশ উন্নতি হয়েছে—তারপর ক্ষিতিমোহন সেন স্বাধ্যায় করলেন—শেষে কবি কিছু বল্লেন, তাঁর কথা এবং নতুন গান—নতুন সুর, কান জুড়িয়ে গেল'।[১৮৭] রবীন্দ্রনাথ এখানে যা বলেন, তার সারমর্ম্ম ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ২১৯-২২; শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৩২-৩৮, 'সৃষ্টির অধিকার'] মুদ্রিত হয়। এই অধিবেশনে গীত গানগুলি হল: (১) ভোরের বেলায় কখন এসে (২) গাব তোমার সুরে (৩) বাজাও আমারে বাজাও (৪) জানি গো দিন যাবে (৫) তোমায় আমায় মিলন হবে বলে (৬) আমার মুখের কথা তোমার (৭) প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে (৮) আমাদের যাত্রা হল শুরু [দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২২৩-২৫]।

সায়ংকালীন উপাসনা হয় মহর্ষিভবনে। 'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ' এই 'গীতা গান'টি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়ে আরও অন্তত ৯টি গান গাওয়া হয়: (১) প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে (২) প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে (৩) তোমারি নাম বলব (৪) আমার সকল কাঁটা ধন্য করে (৫) অসীম ধন ত আছে তোমার (৬) লুকিয়ে আস আঁধার রাতে (৭) নয় এ মধুর খেলা (৮) আমার যে আসে কাছে [দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২৩৬-৩৯]। কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'সন্ধ্যায় আবার এক পশরা নতুন গান...দিনু অধিকারীর (কবি দিনুবাবুর এই নাম দিয়েছেন) বোলপুরের দল চমৎকার গাইলে—সঙ্গীত সংঘর দলও—সর্বোপরি ঝুনুর গান সকলকে মোহিত করেছে—"যদি প্রেম দিলেনা প্রাণে" ও "একলা এস [লুকিয়ে আস] আঁধার রাতে, তুমি আমার বন্ধু"। Maud Allan এসেছিলেন—খুব ভাল লেগেছে তাঁর।'[১৮৭] সীতা দেবী লিখেছেন: 'গান অতি সুন্দর হইয়াছিল, শান্তিনিকেতনের ছেলেরাই করিয়াছিল। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী এবং নলিনী দেবীর নেত্রীত্বে কয়েকটি গান মেয়েরাও করিয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছেলেরা সকলে মাথায় হলদে পাগড়ী বাঁধিয়া আসিয়াছিল। এবারে আচার্যের কাজ করিলেন রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহনবাবু মিলিয়া। গানগুলির মধ্যে একটির কথা মনে পড়ে, 'প্রাণ ভরিয়ে

তৃষা হরিয়ে...।' এই গানটি ছেলেমেয়ে দুই দল মিলিয়া গাহিয়াছিল। শ্রীমতী সাহানা গুপ্ত একলা 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে গানটি গাহিয়াছিলেন।'[১৮৮] গানটি পূর্বপ্রকাশিত [দ্র তত্ত্ব, অগ্র-পৌষ। ১৮৫] বলেই মাঘোৎসবের গানের সঙ্গে মুদ্রিত হয়নি। অনুষ্ঠানটির বিবরণ দিয়েছেন রথীন্দ্রনাথ 1 Feb শ্রীমতী মূডিকে লেখা পত্রে: 'In the evening—altogether about three thousand who came—to hear speeches & special music for the occasion. We had two choirs this year—one of little girls, mostly the children of our family—and the other of forty boys from the Bolpur school. The boys sang most beautifully. All the songs were new compositions, those that father had written at Cheyne Walk or on the boat, & which he had set to music since his coming back home.'

সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ 'ছোটো ও বড়ো' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী [পৃ ২২৫-৩২], প্রবাসী [পৃ ৫০০-০৮] ও ভারতী [পৃ ১১৫৫-৬৬]-তে তা ছাপা হয় [দ্র শান্তিনিকেতন ১৬|৪৩৮-৫১]। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর এইটিই তাঁর প্রথম গদ্যরচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'রবির বক্তৃতা বেশ হয়েছিল।'

ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্ত থেকে সরে গিয়েছিলেন। মাঝেমাঝে তাঁদের পত্রবিনিময় হয়েছে বটে [সব চিঠি রক্ষিত হয়নি], কিন্তু পূর্বের মতো নিত্য দেখাশোনায় ছেদ পড়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর ২৯ কার্তিক [15 Nov] প্রিয়নাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লেখেন [পত্রটি পাওয়া যায়নি]-রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ২৭ কার্তিক যে পত্র লিখেছিলেন, সেটিও পাওয়া যায়নি।[১৮৯] বর্তমানে প্রিয়নাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ *25 Jan [রবি ১২ মাঘ] তাঁকে লেখেন: 'বিষম ব্যস্ত ছিলুম এখনো সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাই নি। আরো চার পাঁচ দিন আছি যেদিন যখন আসতে পার আমাকে খবর দিয়ো।'[১৯০] প্রিয়নাথ 27 Jan এসেছিলেন, সংবাদটি পাওয়া যায় কালিদাস নাগের ডায়ারি থেকে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক উপাধি পেয়েছিলেন অক্সফোর্ডের আইন-অধ্যাপক পল ভিনোগ্রাদফ্ ও বন্ [Bonn] বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হারমান জ্যাকোবি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁদের বক্তৃতার আগ্রহী শ্রোতা ছিলেন কালিদাস নাগ। তিনিই 27 Jan ভিনোগ্রাদফের কাছে প্রস্তাব করেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। 'তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে নিজে কবির বাড়ী গিয়ে দেখা করতে রাজি হলেন। আগামীকাল বেলা ১২টায় Bengal Club থেকে তাঁকে নিয়ে যাবার ভার আমার উপর পড়ল। এই খবরটি কবিকে দিতে আমি ও অরুণ [চন্দ্র সেন] গেলুম। তিনি তখন প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমরা প্রণাম করে দাঁড়ালুম। তিনি স্নেহপূর্ণস্বরে বললেন "বস"। এই প্রথম আমাকে কবি তুমি বলে সম্বোধন করলেন। আর যতবার দ্বিজেনমামা বা অজিতদার সঙ্গে এসেছি তাঁর শিষ্টাচারপূর্ণ আলাপ আমায় কী দারুণ আঘাত দিত তা আমিই জানি। ...আজ কিন্তু তাঁর 'তুমি' ডাক সমস্ত ভুলিয়ে দিলে। মুখ খুলে গেল—এত কথা তাঁর সঙ্গে কইতে পারব স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি যে Vinogradoff, Jacobi প্রভৃতি মনীষীদের গবেষণা এত উৎসাহের সঙ্গে অনুধাবনের চেষ্টা করছি তাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। ...তিনি Vinogradoffকে আনবার জন্যে তাঁর motor পাঠাবেন বললেন।'[১৯১]

পরদিন 28 Jan [বুধ ১৫ মাঘ] দুপুরে রবীন্দ্রনাথ ও ভিনোগ্রাদফের সাক্ষাৎ হল। রথীন্দ্রনাথ তাঁর মোটরে তাঁদের নিয়ে আসেন। কালিদাস নাগ লিখেছেন:

নামতেই কবি অভ্যর্থনা করে বসালেন। ...প্রথমেই V. প্রশ্ন করলেন, আপনি আজ কি বিষয়ে (সাধারণ সমাজে) বক্তৃতা দেবেন? কবি উত্তর দিলেন—উপনিষদের একটি বাণীর "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্"ই ব্যাখ্যা করব। এই বলে প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা কি ছিল তা কিছু বলতে আরম্ভ করলেন এবং বর্তমান ব্রাহ্মসমাজের কি ধারণা তাও বললেন। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁর খুব interest আছে তিনি জানালেন এবং এই সমাজের মতামত সম্বন্ধে কোন দার্শনিক গ্রন্থ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় কবি সীতানাথ [দত্ত, তত্ত্বভূষণ] বাবুর Philosophy of Brahmoism খানি পড়তে অনুরোধ করলেন।

...ভারতের আধুনিক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক কি রকম, সে প্রশ্ন V. তুললেন। ...কবি বললেন—আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় দুভাগে বিভক্ত। একদল যথার্থ সত্যপ্রিয় আর একদল সমাজপ্রিয়। দ্বিতীয় দল সমাজের যাবতীয় আবর্জনারও আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস করেন এবং প্রাণহীন আচারের বৈজ্ঞানিক অথবা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার করেন। এই দল অনেক সময় দেশের যথার্থ কল্যাণকে বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের এক মহা আশা আছে যে সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে আমাদের জাতের চিরন্তন সাধনা—সত্যপ্রিয়তা, ঔদার্য্য, সহানুভূতি অনেক পরিমাণে আছে। আমরা যদি শত আবর্জনা দূর করে দিই তাহলে এই জাতীয় চরিত্র সম্পদটি তার অনুপম আভা প্রকাশ করবে, আমাদের উন্নত করবে এবং এই পথটি পরিষ্কার করাই শিক্ষিতদের প্রধান কর্তব্য।[১৯২]

এইদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা করেন। তাঁর ভাষণের কথা শুনলেই জনতার সমাগম অসংবরণীয় হয়ে উঠত বলে সভাটি একসময়ে টাউন হলে করার কথা হয়েছিল, কিন্তু মাঘোৎসব সেখানে করার প্রস্তাব অনেকেরই মনঃপূত না হওয়ায় সমাজমন্দিরেই তা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে মৌখিকভাবে যা বলেন, তারই লিখিত রূপ 'একটি মন্ত্র' [দ্র তত্ত্ব, চৈত্র। ২৫১-৫৬; প্রবাসী, চৈত্র। ৬৫৬-৬৪; শান্তিনিকেতন ১৬।৪৬৮-৭৭] নামে প্রকাশিত হয়। লেখাটি নিয়ে তাঁর অতৃপ্তি ছিল, তাই *3 Mar [১৯ ফাল্গুন] মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন: 'সেই প্রবন্ধটা আমার মনের মত হয় নি। সেটা বলবার সময় স্পষ্ট হয়েছিল লেখবার সময় কিছুই হল না তাই তোমাকে পাঠালুম না।'[১৯২ক] এই কথাই *5 Mar লিখেছেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে: 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যেটা বক্তৃতা করেছিলুম সেটা তত্ত্ববোধিনীতে পাঠিয়েছি। লিখতে গিয়ে দেখলুম মনের মতো হল না। তবু দ্বিজেন্দ্রের কাছে কপিটা কিম্বা ওর প্রুফ চেয়ে নিয়ে দেখো যদি চলনসই মনে কর তব প্রবাসীতে নিতে পার।'[১৯২খ]

সীতা দেবী লিখেছেন: 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা না করিয়া ১৫ই মাঘ রাত্রে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করিলেন। ইহা লইয়াও ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে নবীনপন্থীদের কিছু কলহ হইয়া গেল। নবীনরাই তাহাতে জয়লাভ করিলেন।'[১৯৩] রথীন্দ্রনাথ পূর্বোল্লিখিত পত্রে শ্রীমতী মূডিকে এই ভাষণ সম্পর্কে লেখেন: '...father had to lecture at another place the other day. The hall was so packed full that I had to jump over a window to get in. Nearly two thousand people were standing outside the whole of that evening to get a glimpse of father when he come out. But it was a great strain on his voice—to speak before such a large gathering.'

29 Jan [বৃহ ১৬ মাঘ] সকালে কালিদাস নাগ ড হারমান জ্যাকবি-কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য নিয়ে আসেন। তিনি লিখেছেন:

বাড়ীর সামনে আসতেই কবি সাদরে অবনীন্দ্রবাবুর চিত্রশালায় নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রায় ৯।। পর্যন্ত ছবি দেখা হ'ল। Jacobi যে একজন উঁচুদরের art critic সেটি তার প্রত্যেক comment থেকেই বুঝা গেল। ...বিদায়ের সময় কবি তাঁর "Sadhana" খানি উপহার দিলেন। বল্লেন, আমি খুব সঙ্কোচের সঙ্গেই দিচ্ছি। এটি কোন দার্শনিক প্রবন্ধ মনে করবেন না। আমি উপনিষদ পড়ে যে অর্থ গ্রহণ করেছি এবং আমার জীবনে তার কি

প্রভাব—এ পুস্তকে তারই ক্ষীণ আভাষ আছে। Jacobi হেসে বল্লেন—এইটাই ত' চাই। ২০০ খানা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে এই জিনিসটি ত মেলে না।[১৯৪]

এইদিন গবর্নর হাউসে একটি অনুষ্ঠানে লর্ড কারমাইকেল রবীন্দ্রনাথের হাতে নোবেল প্রাইজের স্বর্ণপদক ও ডিপ্লোমা তুলে দেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় [29 Jan] সংবাদটি এইভাবে বিজ্ঞাপিত হয় 'Rabindra Nath Tagore.—A musical "At Home" will be given by His Excellency and Lady Carmichael at Governor House, Calcutta, on Thursday evening (to-day), when the Governor will present the Nobel Prize to its distinguished recipient, Mr. Rabindra Nath Tagore.' সুইডিশ কনসাল এবং সরকারী ও বেসরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে নোবেল প্রাইজের স্বর্ণপদক ও ডিপ্লোমা রবীন্দ্রনাথকে অর্পণ করার আগে লর্ড কারমাইকেল তাঁকে সম্বোধন করে বলেন: 'The formal presentation of the Nobel prize took place, as you know, at Stockholm on the 10th of December when His Majesty the King Emperor's charge d' Affairs received the prize on your behalf from His Majesty the King of Sweden and conveyed to him, as requested by you, your humble salutation. At a dinner on the evening of the same day given in honour of the prize winners the British Charge d'affairs in responding for yours expressed regret at not being present and your thanks for the honour conferred on you and delivered a message from you to the Swedish Academy in which you conveyed your "grateful appreciation of the breadth of understanding which has brought the distant near and made of a stranger a brother." This personal message which had not been expected was greatly appreciated and for it the President in the name of the Academy expressed his warmenst thanks./ I congratulate you Dr. Rabindra Nath Tagore, and I have the great pleasure of handing to you the Gold medal and diploma of the Nobel prize for ীযবকাঅবতাকৃী[১৯৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে ঘটনাটি লিখে রাখেন: 'আজ লাট্‌সাহেব গবর্ণমেণ্ট হউসে রবিকে নোবেল প্রাইজের উপাধি চিহ্নাদি [য] দেবেন।' 30 Jan তিনি লেখেন: 'আজ যোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলুম —রবির medal ও diploma দেখ্‌লুম।' এইদিনই তিনি 'ঝাউতলা/প্রিয়দের/বাড়ি' রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি আঁকেন [দ্র *Imperfect Encounter*/193]।

১৮ মাঘ [শনি 31 Jan] সরস্বতী পূজার দিন সংগীতসঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব হয়। রথীন্দ্রনাথ শ্রীমতী মুডিকে লেখেন: 'To celebrate the occasion we are going out this evening to a party where will be plenty of songs & music.' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন: 'আজ সঙ্গীতসঙ্ঘের সাম্বৎসরিক উৎসব হয়ে গেল—Lady Carmichael গিয়েছিলেন।' রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। তিনি এইদিন কাদম্বিনী দত্তকে লেখেন: 'নানা উৎপাতে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া আছি। কাজও করিতে পারিতেছি না, বিশ্রামও দুর্লভ হইয়াছে। এ সমস্ত জাল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।'[১৯৬]

কিন্তু তখনও তাঁর জাল সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়নি। 31 Jan অমৃতবাজার পত্রিকা-য় বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হয়: 'A conversazione to meet Dr. Rabindra Nath Tagore, D.Litt will be held on Sunday, the 1st February at 5-30 p.m. in the premises of the Rammohun Library and Free Reading Room,

267, Upper Circular Road.' মাত্র দু'মাস আগে 9 Dec 1913 [মঙ্গল ২৩ অগ্র] লর্ড কারমাইকেল লাইব্রেরির এই নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন, রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পদার্পণ 1 Feb 1914 [রবি ১৯ মাঘ]। কালিদাস নাগ লিখেছেন: 'আজ বিকালে রামমোহন লাইব্রেরীতে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর এবারকার বিলাতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু গল্প করবেন, তাই এক Conversazione আয়োজন, কিন্তু দাঁড়াল শেষে meeting—শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি।'[১৯৭] বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন: স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার প্রতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি, জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ চৌধুরী, সন্তোষের রাজা, আজিমগঞ্জের রাজা, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আর. ডি. মেহতা, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, আর. এইচ. এম. রুস্তমজি, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, ডাঃ চুনীলাল বসু, ডাঃ বি. এল. চৌধুরী, রাধাচরণ পাল, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, নীলরতন সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় মণিলাল নাহার বাহাদুর ইত্যাদি।[১৯৮] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'রবির বক্তৃতায় লোকের মন গলে গিয়েছিল।'

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি গীতাঞ্জলি রচনার ইতিহাস ও বিদেশযাত্রার বিবরণ দিয়ে নোবেল প্রাইজ সম্পর্কে বলেন: 'আপনারা এই ঘটনাটিকে যত বড় করে দেখছেন, আমি তেমনভাবে দেখতে পারছি না। ...আমার রচনার এত প্রশংসা পাশ্চাত্যগণ করছেন, তাঁরা যে ঠিক আমায় বুঝে করছেন বা সাময়িক উত্তেজনায়, তা ঠিক এখনও জানা যায়নি। অনেক সময় তাঁদের মধ্যে যেন cultএর মত একটা উঠে, কিছুদিন পরে আবার মিলিয়ে যায়।'[১৯৭]

শান্তিনিকেতনে কবি-সংবর্ধনায় তাঁর ভাষণ নিয়ে যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে, সেই বিষয়ে তিনি বলেন: 'এই সুযোগে আমার এ সম্বন্ধে যা বলবার আছে বলে নি। আমি আপনাদের সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলুম—শুধু এইটুকু মনে রাখলে আমার উপর অবিচার করা হবে। আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি, আপনারা আমার দিক থেকে ঐ ঘটনাটি বুঝতে চেষ্টা করুন। কবি যখন আপনার হৃদয়ের আনন্দে গান গেয়ে উঠে, তখন তার সবচেয়ে বড় দুঃখ হয় যদি সে তার দেশের, তার ঘরের ভায়েদের সহানুভূতি না পায় এবং তার সবচেয়ে বড় সুখ, সবচেয়ে বড় পুরস্কার সে পায় তাদের হৃদয়ের স্বতঃউচ্ছ্বসিত প্রীতিতে। একথা বললে মিথ্যা বলা হবে যে কবে কোন সুদূর ভবিষ্যতে তার আদর [হবে], এই আশায় কবি নিশ্চিন্ত থাকে। না, এরকম উপবাস করে থাকা যায় না। কবি চায় সমস্ত প্রাণ দিয়ে সহানুভূতি, প্রীতি—তার অভাবে তার কি বিপুল বেদনা তা সে ছাড়া আর কেউ বুঝে না। আমি জগতের হাত থেকে সম্মান নিতে পারি কিন্তু আমার মার হাত থেকে, আমার ভায়ের হাত থেকে, প্রাণের প্রীতি ছাড়া কিছু গ্রহণ করতে পারি না। ঐ প্রীতি আমি প্রাণ ভরে চাই—আপনারা আমায় তাই দিন।'[১৯৯] সীতা দেবী পুণ্যস্মৃতি-তে এই ভাষণের দীর্ঘতর পাঠ দিয়েছেন [পৃ ৭০-৭১)।

এরপর সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভা দেবী একটি গান করেন ও কয়েকটি তরুণী 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' গেয়ে শোনান। 'অতঃপর সভাপতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়া রবীন্দ্রনাথের মাথায় হাত দিয়া উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদ করিলেন, এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে কবিবরকে প্রত্যভিবাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার অনুরোধ পালন করিল।'[২০০] সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ *Gitanjali*-র কয়েকটি কবিতা পাঠের পর কয়েকটি বাংলা কবিতাও পড়ে শোনান। 4 Feb-সংখ্যা অমৃতবাজার

পত্রিকা-য় এই সভার যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাতে কেবল *Gitanjali*-র ৫১-সংখ্যক কবিতা ['The night darkenéd'] 'recite' করার কথা আছে, সম্পূর্ণ কবিতাটি সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

2 Feb [সোম ২০ মাঘ] দুপুরের ট্রেনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যান। কালিদাস নাগ লিখেছেন: "আজ কবি মধ্যাহ্নে বোলপুর গেছেন। তাঁর 'চোখের বালি'র হিন্দি তর্জমা হয়েছে এবং গুজরাটী মারহাট্টী প্রভৃতিতে তর্জমার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে অনেক চিঠি আসছে।'[২০১] ললিতকলা আকাদেমি-প্রকাশিত তালিকায় [1961] রূপনারায়ণ পাণ্ডে-অনূদিত 'আঁখ কি কিরকিরি' [1913] বোম্বাইয়ের হিন্দি গ্রন্থরত্নাকর থেকে প্রকাশিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া সোসাইটি রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ *Chitra* প্রকাশ করে। রোটেনস্টাইন 7 Jan [২৩ পৌষ] তাঁকে লেখেন: 'Now the exquisite Chitra has appeared, in sable sari ornamented with the splendid red of an angry sunset.' 24 Jan-সংখ্যা *The Nation* [p. 716]-এ 'From the Unreal to the Real' শিরোনামে গ্রন্থটির একটি সমালোচনা মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটির বিবরণ দেওয়া হল:

[অর্ধ-আখ্যাপত্র:] CHITRA

[পরপৃষ্ঠায়:] **** Five hundred copies of this edition have been printed / for the* INDIA SOCIETY *of which two hundred/ and fifty copies are for sale.*

[আখ্যাপত্র:] CHITRA/BY/RABINDRANATH TAGORE/A PLAY IN ONE ACT/ PUBLISHED BY THE INDIA SOCIETY/LONDON/1913

[পরপৃষ্ঠায়:] *All rights reserved.*

[উৎসর্গ-পৃষ্ঠা:] TO/MRS. WILLIAM VAUGHN MOODY

[পৃষ্ঠাসংখ্যা:] 2+2+2+2 [Preface]+2 [Characters]+34+2.

[35] পৃষ্ঠায় মুদ্রকের বিবরণটি এইরূপ: CHISWICK PRESS: CHARLES WHITTINGHAM AND CO./TOOKS COURT, CHANCERY LANE, LONDON.

ভূমিকাটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। তাঁকে একটি তারিখহীন [কার্তিক: Nov] পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'এইমাত্র ইংলণ্ড হইতে India Society-র সেক্রেটারি Fox Strangways সাহেবের নিকট হইতে পত্র পাইলাম তাঁহারা চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি অনুবাদ সোসাইটির জন্য ছাপিতে দিয়াছেন। এই মেলেই আমার কাছে একখানি Preface চাহিয়াছেন। এখানে মূল মহাভারত খুঁজিয়া পাইলাম না। আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জ্জুনের সহিত চিত্রাঙ্গদার মিলনকাহিনী মহাভারতে যেরূপ আছে দয়া করিয়া সংক্ষেপে সেইটুকু ইংরেজিতে লিখিয়া রথীকে দিলে রথী এই মেলেই যথাস্থানে পাঠাইতে পারিবে—আপনার হাতে জিনিষটিও ভাল হইবে।'[২০২] 7 Nov তিনি রোটেনস্টাইনকে লিখেছেন: 'The name of the heroine in Mahabharata is Chitrangada but as you have no soft dental d in your alphabet and as your readers are sure to put accent in the wrong place making it sound very unmusical I have ventured to cut it short.'[২০৩] চরিত্রলিপির নিম্নে মুদ্রিত Note-এর ভ্রান্তিটি ['The dramatic poem "Chitra" has been performed in India without scenery—the actors being surrounded by the audience.'] স্টার্জ

মুরের অবদান। 25 Jan তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I must apologise for the note under the list of characters in Chitra. I had put at first that it had been performed by "Mr Tagore's pupils at Bolpur" and on the last day for the last revised proof young [Arabindamohan] Bose called & I questioned him as I had some misgiving as to the correctness of the statement & he strengthened this, so I thought it best to substitute "India" for the words quoted above.'

Chitra রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী মুডিকে উৎসর্গ করেন। তাঁকে বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যেই তিনি আগে কিছু না জানিয়ে 4 Feb লেখেন: 'I am sure you have got my "Chitra" by this time and have forgiven me for the liberty I have taken in dedicating it to you without waiting for your permission.' তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল; 8 Feb শ্রীমতী মুডি তাঁকে যে চিঠিটি লেখেন তার প্রথম বাক্যটিই হল: 'How undeservedly good of you to put my name in the front of the wonderful "Chitra".

5 Dec রবীন্দ্রনাথ কলকাতা জাহাজঘাটায় অ্যাণ্ডরুজ ও পিয়র্সনকে বিদায় দিয়েছিলেন। তারপর যাত্রাপথে তাঁরা, বিশেষত অ্যাণ্ডরুজ, অনেকগুলি পত্র লেখেন,—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কোনো চিঠি লিখেছিলেন বলে জানা যায়নি। 1 Jan 1914 দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে জাহাজ থেকে অবতরণ করে প্রকাশ্যে গান্ধীজিকে প্রণাম করে অ্যাণ্ডরুজ সেখানকার শ্বেতাঙ্গমহলে আলোড়ন জাগিয়ে তোলেন। অতঃপর উভয়েই কাজে নেমে পড়েন। পিয়র্সন নীরব কর্মী ছিলেন, 'তিনি নাটালের চিনির কলগুলোতে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের কাজ করতে লাগলেন'[২০৪]—তাই সংবাদপত্রেও তাঁর নাম দেখা যায় না, চিঠিপত্রেও তিনি কার্পণ্য করেছেন। অ্যাণ্ডরুজ অবশ্য নিয়মিত সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন, গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হিসেবে তাঁর কাজের কথা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হচ্ছিল। অনেকের ধারণা আছে, রবীন্দ্রনাথই গান্ধীজিকে 'মহাত্মা' আখ্যা দেন, কিন্তু 6 Jan [মঙ্গল ২২ পৌষ] ডারবান থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা অ্যাণ্ডরুজের চিঠিতেই আমরা 'Mahatmaji' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখি ['I had no difficulty in seeing from the first Mr Gandhi's position and accepting it; for in principle it is essentially yours & Mahatmaji's—a true independence, a reliance upon spiritual force, a fearless courage in the face of temporal power, and withal a deep & burning charity for all men.]। সম্ভবত স্থানীয় লোকের মুখ থেকে তিনি অভিধাটি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি বেশিদিন সেখানে থাকতে পারেননি। অসুস্থ মা-কে দেখতে ইংলণ্ডে যাওয়া পিছিয়ে দিয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় 9 Jan। সংবাদটি পেয়েই অ্যাণ্ডরুজ কেব্‌ল্‌গ্রামে রবীন্দ্রনাথকে তা জানিয়েছিলেন, বিস্তারিতভাবে লেখেন 27 Jan-এর চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ 9 Feb [সোম ২৭ মাঘ] শান্তিনিকেতন থেকে একটি চিঠি লিখে 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে' [অ্যাণ্ডরুজের শান্তিনিকেতন ত্যাগের আগের দিন ১৪ অগ্র লেখা] গানটির ইংরেজি অনুবাদ 'You have come to me hidden in the darkness of night, my Friend' সান্ত্বনা-স্বরূপ তাঁকে প্রেরণ করেন।

এই চিঠিতেই তিনি লেখেন: 'আমি এখনো ভারি বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাস করছি। আজ পর্যন্ত একটু বিশ্রাম পেলুম না, নিজের কাজকর্ম নিয়ে গুছিয়ে বসতেও পারলুম না। প্রত্যহই নানা আকারে বাধা এসে পড়ছে। ...আশ্রমের গাছে আমের বোল দেখা দিয়েছে। বাতাস শ্রুত ও অশ্রুত সংগীতে মুখর। আর আমরাই বা কেন

ঋতুর ডাককে উপেক্ষা করব?'[২০৫] উপেক্ষা তিনি করেননি, পরদিন ২৮ মাঘ 'মাঘী পূর্ণিমা'য় গান লিখলেন: 'বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা' [দ্র গীতিমাল্য ১১।১৭৬ (৫৫); গীত ২।৫২৭-২৮; প্রবাসী, চৈত্র। ৬৮২, 'দোল'; স্বর ৩৯]। ২৯ মাঘ [বুধ 11 Feb] লিখলেন কবিতা 'কতদিন যে তুমি আমায়' [দ্র ঐ ১১।১৭৫ (৫৪)]—এটি গানের আকারে লেখা হলেও সুর দেওয়া হয়নি।

এর দু'একদিনের মধ্যেই শিলাইদহ অভিমুখে যাত্রা করে তিনি কলকাতায় এসে 15 Feb [রবি ৩ ফাল্গুন] টমসনকে লেখেন: 'To the open road! I have fled away from my school and am going to take my shelter with the wild ducks.' 'মঙ্গলবার' [৫ ফাল্গুন: 17 Feb] শিলাইদহ পৌঁছে প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন: 'কাল পথে ঝোড়ো হাওয়া দিয়ে আমাকে [?] শিলাইদহে পৌঁচেছি। আজ সকালে এসেছি। খুব মেঘ বাদল চলচে। তোমরা এলে সকলেরই কষ্ট হত।'[২০৬] এইজন্যই চরে বুনো হাঁসদের সঙ্গে থাকার বাসনা সফল হয়নি, সেই কথাই 18 Feb টমসনকে লিখলেন: "The weather proving unfavourable I had to leave my boat and take shelter in our Shilida house.'

24 Feb আর্নেস্ট রীজ তাঁকে লিখেছিলেন: 'Your last letter told us of your going on a journey by boat, out of range letters & worldly reminders.'—কিন্তু পার্থিব চিন্তা তাঁকে ছাড়েনি। প্রমথ চৌধুরীকে উক্ত পত্রেই লিখেছেন: 'এখানে এসে দেখি আমার জন্যে ওলাউঠা রোগী প্রস্তুত। ...আমি লোকটাকে কুঠিবাড়ি থেকে অন্যত্র পাঠালে ও বিনা তদ্বিরে মারা যেত কারণ লোকটি বিদেশী।' এর পরেই লেখেন: 'নগেন্দ্র[নাথ রায়চৌধুরী]র সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে থাক্‌বে। আমার বোধ হয় ওকে ওর স্থায়ী কাজে সত্বর পাঠানো উচিত। সেখানে ৯০০০০ টাকা তহবিলে থাকা অত্যন্ত বিপদজনক। শীঘ্র দাদন দিয়ে ও অন্য উপায়ে ওকে নিরাপদ করে ফেলা উচিত। আজকাল ডাকাতির দিনে এত টাকা মফস্বলে পড়ে থাকা শ্রেয় নয়।' আমরা আগেই বলেছি, নোবেল প্রাইজের থেকে ৭৫,০০০ টাকা তিনি কালীগ্রাম কৃষিব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিলেন, শ্যালক নগেন্দ্রনাথ ছিলেন এই ব্যাঙ্কের কর্মী। বাংলার বিপ্লবীরা অস্ত্রসংগ্রহ ও অন্যান্য কাজের জন্য ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করছিলেন, তারই ইঙ্গিত পত্রটিতে রয়েছে।

অন্য পার্থিব চিন্তার প্রকাশ আছে একই তারিখে স্টার্জ মূরকে লেখা পত্রে: 'An incident will show you how the award of the Nobel Prize has roused up antipathy and suspicion against me in certain quarters. A report has reached me from a barrister friend of mine who was present on the occasion when in a meeting of the leading Mohamedan gentlemen of Bengal Valentine Chirol told the audience that the English Gitanjali was practically a production of Yeats. It is very likely he did not believe it himself it being merely a political move on his part to minimise the significance of this Nobel prize affair which our people naturally consider to be a matter for national rejoicing. It is not possible for him to relish the idea of Mohamedans sharing this honour with Hindus. Unfortunately for me there are signs of the feelings of antagonism in England itself which may be partly due to the natural reaction following the chorus of praise that Gitanjali evoked and partly, as you have said in your letter, to the bitterness of disappointment in the minds of the partisans of the candidates for the Nobel prize.'[২০৭] একই

সময়ে তিনি রোটেনস্টাইনকেও খবরটি দিয়ে লেখেন: 'Naturally such rumours get easy credence among our people who can believe in all kinds of miracles except genuine worth in their own men. It is annoyingly insulting for me to be constantly suspected of being capable of enjoying a reputation by fraud and it makes me wish that the chance had never been given to me to come out of the quiet corner of my obscurity.[২০৮] প্রত্যুত্তরে রোটেনস্টাইন 20 Mar তাঁকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে লেখেন: 'Chirol can be answered by Yeats, by Fox Strangways, by Andrews or by myself at any time—unfortunately no report of the kind has reached any of us.'[২০৯] কিন্তু রিপোর্টটি পাওয়া গেলে ও বিষয়টি সেই সময়েই প্রকাশ্যে আলোচিত হয়ে গেলে ভালো হত—কারণ 28 Jan 1917 [১৫ মাঘ ১৩২৩] স্বয়ং ইয়েট্স্ জর্জ ম্যাকমিলানকে লেখেন: 'You probably do not know how great my revisions have been in the past. William Rothenstein will tell you how much I did for Gitanjali and even his Ms. of The Gardener. Of course all one wanted to do 'was to bring out the author's meaning', but that meant a continual revision of vocabulary and even more of cadence. Tagore's English was a foreigner's English and as he wrote to me, he 'could never tell the words that had lost their souls or the words that had not yet got their souls' from the rest. I left out sentence after sentence and probably putting one day with another spent some weeks on the task. It was a delight and I did not grudge the time, and at my request Tagore has made no acknowledgement. I knew that if he did so, his Indian enemies would exaggerate what I did beyond all justice and use it to attack him.'[২১০]—শুধু তাই নয়, অনেককাল পরে Ursula Bridge *W.B. Yeats and T. Sturge Moore: Their Correspondence 1901-1937* [1953] সম্পাদনা করতে গিয়ে ইয়েট্সের একটি পত্রের [No. 20] টীকায় *Gitanjali* সম্বন্ধে এমন কথাও লেখেন: 'Yeats who wrote the introduction had helped Tagore to learn English' [p. 190]! —তাহলে এইরূপ স্বার্থক্লিন্ন মিথ্যাচারণ ও কিম্ভুত গবেষণার সুযোগ থাকত না। রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত ঘটনার রিপোর্ট আমরাও পাইনি, কিন্তু ঘটনার উপলক্ষ ও তারিখটি হয়তো চিহ্নিত করা যায়। 16 Jan [শুক্র ৩ মাঘ] হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ শামসুল হুদা [1862-1922]র সম্মানার্থে ক্যালকাটা ক্লাবে একটি পার্টি দেওয়া হয় ['To meet the Hon'ble Syed Shamsul Huda...an afternoon party was given at the Calcutta Club yesterday at 4 P.M.'—*The Amrita Bazar Patrika,* 17 Jan 1914]—এই অনুষ্ঠানে বাংলার গবর্নর, 'many prominent muslims', আশুতোষ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং ভ্যালেন্টাইন চিরোল উপস্থিত ছিলেন। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে চিরোলের বক্তব্য প্রকাশিত হয়নি বটে, কিন্তু ব্যারিস্টার-বন্ধু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন-মারফৎ তাঁর বক্রোক্তি রবীন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হওয়া অসম্ভব নয়।

নোবেল প্রাইজের ব্যাপারে সুইডিশ রাজকুমারের হাত আছে, *Truth* [24. 12. 13] পত্রিকার এই জল্পনাও রবীন্দ্রনাথের গোচরে এসেছিল। 18 Feb তিনি এই বিষয়ে টমসনকে যা লিখেছিলেন, তা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। লক্ষণীয়, 'flashes of fire' প্রসঙ্গটি *Truth*-এর বিবরণে নেই, এটি প্রকাশিত হয়েছিল *Leipziger Neueste Nachrichten* [18. 12. 13] নামক জার্মান পত্রিকায়। কালিদাস নাগ 21 Dec ডায়ারিতে

লিখেছিলেন: 'Imperial Libraryতে গেলুম। S. Kumarএর সাহায্যে French ও German cuttings (রবিবাবুর Nobel Prize প্রাপ্তি সম্বন্ধে) পড়বার জন্যে';[২১১] 2 Feb: 'আজ কবির গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে French, German & Italian cuttings গুলি রথীবাবুকে ফেরত দিয়ে এলুম—যে কয়টি German তর্জমা হয়েছিল দিলুম এবং কিছু তর্জমার জন্য আনলুম।'[২১২]—এ থেকে বোঝা যাবে, য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষার কর্তিকাগুলির বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ জানতে পারতেন কোন্ উপায়ে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্রাম আরও বিঘ্নিত হল পাবনায় অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনের জন্য। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী ও মূল সভাপতি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়—দুই বন্ধুর নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁকে পাবনা যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দিতে হয়। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি তারিখহীন পত্রে তাঁর মানসিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়: 'বেশ আছি। যতই মনে করচি আবার অনতিকাল পরে রাজসাহি যাবার হাঙ্গামা করতে হবে ততই ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌চি।'[২১৩]

১০-১১ ফাল্গুন [রবি-সোম 22-23 Feb] দুদিন সম্মেলন হয়। প্রমথ চৌধুরী ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে ১০ ফাল্গুন সকালে বোটে পদ্মা পার হয়ে রবীন্দ্রনাথ পাবনায় পৌঁছে শীতলাহির জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পাবনা ইনস্টিটিউশনের বৃহৎ প্রাঙ্গণে দুপুর দুটোয় সম্মেলন আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, সভাপতি-নির্বাচন, সভাপতির ভাষণ ইত্যাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখেছেন:

> কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় প্রশান্ত গম্ভীর আননে সভাপতির দক্ষিণ পার্শ্বে স্তব্ধ হইয়া নতনেত্রে বসিয়া ছিলেন। শুনিলাম এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ ভদ্রলোককে তাঁহার শিলাইদহের নির্জ্জনতা হইতে এক রকম জোর করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। সহস্র ব্যগ্র-কৌতূহলী নেত্রের দৃষ্টির সম্মুখে তিনি যেন দেহে মনে একান্ত সঙ্কুচিত ক্লিষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন। সম্মিলন এইবার তাঁহাকে লইয়া পড়িল। সভাপতির অনুমত্যনুসারে শ্রীযুক্ত "সুরাজ" সম্পাদক [কিশোরীমোহন রায়] মহাশয় তাঁহার নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী-মহাশয় তাহা সমর্থন করিলেন। ...নোবেল প্রাইজের আনন্দ-প্রস্তাবের উত্তরে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি যাহা বলিলেন তাহাতেও তাঁহার কোলাহলপীড়িত আর্ত্তকণ্ঠই শুনিতে পাইলাম।[২১৪]

রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি বৈশাখ ১৩২১-সংখ্যা মানসী [পৃ ৩২৫-২৬]-তে মুদ্রিত হয়:

> এই অভিনন্দনের ভয়েই আমি এ সভায় আসিতে চাই নাই। এখানকার সভাপতিকে আমার বন্ধু বলিয়াই জানি, সেই জন্যেই আশা ছিল তাঁহার আড়ালে আশ্রয় পাইব; কিন্তু অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
>
> সভাসমিতিতে সকলের সঙ্গে মিলিয়া সকলের মাঝখানে আসনটি লইয়া বসিব, এই আরামটি হইতে বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন; আমাকে সর্ব্বসাধারণের বেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র বসাইয়া রাখিবার যে বিধান হইয়াছে ইহাতে আমি দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া থাকি। কোথাও যে নিঃশব্দে এবং নিরালায় একটু স্থান পাইব, এই অধিকারটি খোয়াইয়া বসিয়াছি।
>
> বিলাতে রাস্তার দুষ্ট বালকেরা কৌতুক করিবার জন্য কুকুরের ল্যাজে ঝুমঝুমি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেয়। সে যেখানেই চলে, শব্দ হয় এবং তাহার পিছনে ভিড় জমিতে থাকে। আমার নামের পিছনে সেই রকমের একটা ঝুমঝুমি বাঁধা হইয়াছে, চলিতে গেলেই শব্দ হয় এবং লোকের দৃষ্টি পড়ে। প্রকাশ্যে চলা একরকম বন্ধ করিয়াছি।
>
> আমার ভাগ্যদেবতা আমার একগালে বিলাতী চূর্ণ ও অন্য গালে ভূষার কালী মাখাইয়া স্তুতিনিন্দার সং সাজাইয়াছেন। তাঁহার এই কৌতুকে যোগ দিতে আমার কোনো উৎসাহ নাই। ইহাতে আমাকে ক্লিষ্ট করিয়াছে। আমি বরাবর যে কোণটাতে পড়িয়া আপনার কাজ করিয়া আসিয়াছি কোনো খ্যাতির মূল্যেই সেটা বিকাইতে আমার প্রলোভন হয় না। গান করাই আমার ব্যবসা। যে বাঁশিতে সুর বাজে সেটা সরু হইয়াই থাকে, তাহাকে পিপার মত প্রকাণ্ড করিয়া তুলিলে অন্য যে কাজেই লাগুক্ গানের সুবিধা হয় না। অত্যন্ত প্রশস্ত স্থান আমার নহে।
>
> যাহোক বিলাপ করিবার এ অবসর নয়, অতএব দুঃখের কথা আর বেশি বলিব না। আপনাদের সকলের কাছে আমার যে কৃতজ্ঞতা জানাইবার আছে তাহা নিবেদন করিবার এই যে সুযোগ পাইয়াছি তাহা নষ্ট করিব না। আমার ভাগ্যক্রমে সমুদ্রপার হইতে সম্মানলাভ করিয়াছি। সেই সম্মান প্রচুর এবং তাহার ভার সামান্য নয়। আমার সৌভাগ্য এই, আমার দেশের লোক এই সম্মানকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা স্বদেশের

সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করিতেছি তাহাতেই এই গুরু সম্মানভারের গৌরব যেমন বাড়িয়াছে ইহার ভার তেমনি কমিয়াছে। আমার সম্মানকে আমার স্বদেশ আপন সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আমার পক্ষে এমন পুরস্কার আর কিছুই হইতে পারে না। বিদেশের সম্মানকে আমার স্বদেশ নিজের হাতে লইয়া তাহাকে আপন প্রসাদে অভিষিক্ত করিয়া আমার হাতে অর্পণ করিলেন, ইহাই আমি তাঁহার আশীর্ব্বাদ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

শান্তিনিকেতনে সংবর্ধনা-সভায় প্রদত্ত প্রত্যুত্তরের সঙ্গে এই ভাষণের সুরের পার্থক্য যথেষ্ট [যদিও নীরদচন্দ্র চৌধুরী-উবাচ কুকুর-সংক্রান্ত উপমাটি এখানেও উচ্চারিত], কাজেই প্রতিক্রিয়াও ভিন্নতর হয়েছে। জলধর সেন লিখেছেন: ‘বোলপুরের অভ্যর্থনা-সভায় উপস্থিত ছিলাম না; সেখানে কবিবর কি বলিয়াছিলেন, তাহা খবরের কাগজেই পড়িয়াছিলাম। কিন্তু পাবনার এই অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রবাবু যাহা বলিলেন, তাহাতে ত বোলপুরের কোন গন্ধই পাইলাম না। ...শ্রীযুক্ত ঠাকুরমহাশয়ের এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।’[২১৫]

পরদিন সোমবার সকালের অধিবেশনের পর দুপুর দুটোয় সভা আরম্ভ করে পাঁচটার মধ্যে কাজ শেষ করবার ব্যবস্থা হয়েছিল, কারণ পাঁচটার পর ছিল উদ্যান-সম্মিলন। কিন্তু প্রবন্ধাদি পাঠের পর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রবীন্দ্রনাথকে ‘সাহিত্য-সম্মিলন’ পরিচালন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিবার জন্য আহ্বান করিলেন’। নলিনীকান্ত ভট্টশালী সেই উপদেশের ‘মর্ম্ম’ সংকলন করেছেন।[২১৬] সাহিত্য-সম্মিলনগুলিকে রসবর্ষণকারী মেঘের সঙ্গে তুলনা করে তিনি পরিশেষে বলেন: ‘সাহিত্যের সদর রাস্তার পথ উন্মুক্ত—সম্মুখে আশার ক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। আমাদের অবহেলায় আমাদের ক্ষুদ্র হিংসা দ্বেষে তাহা যদি রুদ্ধ হইয়া যায়, তবে আমাদের আর কোন আশা নাই।’

রবীন্দ্রনাথ ১২ ফাল্গুন [মঙ্গল 24 Feb] শিলাইদহে ফিরে এসে টমসনকে লেখেন: ‘I was dragged to Pabna to take part in a literary conference. It is over now and I am allowed to come back to my retreat where I am hiding at present.’

ফিরে এসেই তাঁর মনে গানের প্রবাহ নামল। এবারে সেটি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। ২৮ মাঘ ১৩২০ পর্যন্ত প্রায় তিন বছরে যেখানে মাত্র ৫৫টি কবিতা ও গান রচিত হয়েছিল, সেখানে ৩ আষাঢ় ১৩২১ পর্যন্ত মাত্র চার মাসে ৫৬টি কবিতা বা গান লেখা হয়ে গীতিমাল্য-রূপে প্রকাশিত হল। এটি অবশ্য আমরা রবীন্দ্র-জীবনে বারবার দেখেছি; যখনই একটি গ্রন্থ-সংকলনের মতো কবিতা জমে উঠেছে, তখনই তাঁর রচনাশক্তি বহুগুণিত হয়ে অজস্রধারায় উৎসারিত হয়েছে।

এবারে শিলাইদহে অবস্থানের চার দিনে লেখা হল আটটি গান বা কবিতা, তার মধ্যে চারটি শেষ দিনে লেখা:

১২ ফাল্গুন [মঙ্গল 24 Feb] ‘সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে’ দ্র গীতিমাল্য ১১।১৭৬-৭৭ [৫৬]; গীত ১। ৪১; স্বর ৩৯।

১২ [,,] ‘যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা’ দ্র ঐ ১১।১৭৭ [৫৭]; গীত ২। ২৯০; স্বর ৩৯।

১৪ [বৃহ 26 Feb] ‘বেসুর বাজে রে’ দ্র ঐ ১১।১৭৮ [৫৮]; গীত ১।৭১; স্বর ৩৯।

১৪ [,,] ‘তুমি জান ওগো অন্তর্যামী’ দ্র ঐ ১১।১৭৮-৭৯ [৫৯]; গীত ১।১০৬; স্বর ৩৯। পাণ্ডুলিপিতে গানের উপরে লেখা: ‘পূরবী ঝাঁপতাল’।

১৫ [শুক্র 27 Feb] ‘সকল দাবি ছাড়বি যখন’ দ্র ঐ ১১।১৭৯ [৬০]।

১৫ [,,] 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি' দ্র ঐ ১১।১৮০ [৬১]; গীত ১।১৩; প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১। ২৫; স্বর ৪১।

১৫ [,,] 'মিথ্যা আমি কী সন্ধানে' দ্র ঐ ১১।১৮০-৮১ [৬২]। সন্ধ্যায় 'কলিকাতায় যাত্রার পূর্ব্বে' কবিতাটি শিলাইদহে লেখা।

এর পরেই 'কুষ্টিয়ার মুখে পাল্কী পথে' লিখিত হয় 'আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' গানটি দ্র গীতিমাল্য ১১।১৮১; গীত ১।২২৫; ভারতী, বৈশাখ ১৩২১।১০৫; স্বর ৩৯।

১৬ ফাল্গুন [শনি 28 Feb] ভোরে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় পৌঁছন, এইদিনও তিনি একটি গান লেখেন 'আমার ব্যথা যখন আনে আমায়' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৮২ [৬৪]; গীত ১।৭৫; স্বর ৩৯।

টমসন রবীন্দ্র-রচনার, বিশেষত ছোটগল্পের, অনুবাদের জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করছিলেন, তাঁকে নিরস্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ 24 Feb উপর্যুপরি দুটি ও 25 Feb একটি চিঠি লেখেন। শেষে মুখোমুখি আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে শেষোক্ত পত্রে লিখেছিলেন: 'I will leave this place next Saturday and if you get my letter in time and can arrange it will you see me at Jorasanko anytime on Sunday?' তাঁর গতিবিধি এই সূচিই অনুসরণ করেছিল, কিন্তু টমসনের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল কিনা বলা যায় না —১৭ ফাল্গুন [রবি 1 Mar] ক্যাশবহিতে 'বোলপুরে বাবু মহাশয়দের শুভাগমন [য] উপলক্ষে' খরচের হিসাব থেকে জানা যায় তিনি রবিবারেই শান্তিনিকেতনে চলে গেছেন।

এইসময়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গমহলে একটি নূতন সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের সংকল্প নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ভারতী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। স্বভাবতই পরামর্শ ও লেখার জন্য উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হয়েছেন। ভারতী-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে এলেও প্রবাসী ছিল তাঁর রচনা-প্রকাশের প্রধান মাধ্যম, তাছাড়া তত্ত্বোধিনী পত্রিকা-র তিনি ছিলেন সম্পাদক। তবু নূতন ধরনের পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনাটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। বিদেশে নেশন, কোয়েস্ট, হিবার্ট জার্নাল, পোয়েট্রি, ড্রামা প্রভৃতি পত্রিকা-গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন—'সাধারণের মন না রেখে সাহিত্যের বিশিষ্টতা রাখবার দায়িত্ব' তিনি এঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই বর্তমান প্রস্তাবে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বহুকাল পরে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পরিচয়'-এর প্রকাশ [প্রথম সংখ্যা: শ্রাবণ ১৩৩৮] উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র-প্রবন্ধ রচনা করেন, তাতে তিনি এই প্রসঙ্গে লেখেন:

> বিশিষ্ট সাহিত্যকে অবলম্বন করে একটি মাসিক পত্র প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে একদিন মণিলাল আমার কাছে এসেছিল। আমি জানতুম, এটা কঠিন কাজ,—আমার অন্য কর্ত্তব্যের উপর এটা চাপালে বোঝা দুঃসহ ভারী হবে তাই নিজে এ-দায় নিতে রাজি হলাম না। অথচ অত্যন্ত প্রয়োজন আছে একথা অনেকদিন ভেবেচি—তাই সংকল্পটাকে একেবারে নামঞ্জুর ক'রতে পারলুম না। নৌকো ভাসাবার জন্যে প্রথম ধাক্কাটা দিতে এবং কিছুদিনের জন্যে লগি ঠেলতে রাজি হলুম। ...প্রমথকে সম্পাদক ক'রতে পরামর্শ দিয়েছিলুম। কেননা যদিও তিনি পড়াশুনো ক'রেচেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, তবু সংকলনের দ্বারা ঝুলি ভর্ত্তি করা মন তাঁর নয়। ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনের একটা স্বকীয় প্রবর্ত্তনা ও লেখবার সম্বন্ধে একটা স্বকীয় ছাঁদ আছে। সম্পাদকের এই গুণ থাকলে কাগজটা বেগবান হ'য়ে ওঠে। এই বেগ তাঁর সহযোগী লেখকদের মনকে ঠেলা দিয়ে তাঁদের চিত্তকে সতর্ক ও উদ্যমশীল ক'রে রাখতে পারে।
>
> মণিলালের সঙ্গে প্রথম সর্ত্ত এই হোলো যে, যারা ওজন দরে বা গজের মাপে সাহিত্য-বিচার করে তাদের জন্যে একাগজ হবে না। সব লেখাই পয়লা নম্বরের হওয়া অসম্ভব, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ভিড় হয় না, অতএব আয়তন ছোটো করতেই হবে। গল্প না দিলে মরণং ধ্রুবং, তবু বাড়াবাড়ি বর্জ্জনীয়, অর্থাৎ গল্প স্বল্প হবে, এক গ্রাসে দুটো চারটে চলবে না। ছবি দেওয়া নিষেধ, বিজ্ঞাপনের বোঝাও পরিত্যজ্য, তার মানে মুনাফার লোভ থেকে দৃষ্টি যথাসম্ভব ফিরিয়ে আনা চাই। লোকসান জিনিষটা কারো পক্ষে প্রার্থনীয় নয়, তা হোক্ ছোটো আয়তনের কাগজে ছোটো আয়তনের

লোকসান সাংঘাতিক হবে না এই ভেবে মনটাকে বেপরোয়া এবং কলমটাকে নিঃসঙ্কোচ রাখাই ভালো। মণিলাল রাজি হলেন, বল্‌লেন এ-কাগজে ব্যবসায় ছোঁয়াচ একটুও লাগবে না।···

···আমি মণিলালকে এই কথাটি ব'ললুম, "তুমি যে-কাগজ বের ক'রবে তাতে পাঠকদের দেবার বরাদ্দটাই বড়ো কথা নয়, লেখকদের উপর দাবীর কথাটা তা'র চেয়েও বড়ো কথা। সে-দাবী অর্থযোগে বা শব্দযোগে প্রবন্ধ চাওয়া নয় কাগজের চরিত্রের মধ্যেই সে-দাবী থাকবে। সে-চরিত্র অলক্ষিতে লেখককে উদ্বুদ্ধ ক'রে সাবধান করে: লেখায় অপরিচ্ছন্নতা, শৈথিল্য, চিন্তার দৈন্য আপনিই সঙ্কুচিত হয়: অন্তত আপন উত্তরীয়টাকে ধোপ দিয়ে না আনলে মান রক্ষা হয় না।···"[২১৭]

নূতন পত্রিকার যে আদর্শটি রবীন্দ্রনাথ এখানে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, অতঃপর নিজের রচনাতেও তিনি সেই আদর্শটি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। চিন্তায়, ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিতে তাঁর রচনা এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মোড় ঘুরল।

৮ বা ৯ ফাল্গুনে [20/21 Feb] লেখা একটি তারিখহীন চিঠিতে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন: 'সেই কাগজটার কথা চিন্তা কোরো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয় তাহলে সুধু চিন্তা করলে হবেনা—কিছু লিখ্‌তে সুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি "কনিষ্ঠ" হয় ত কি রকম হয়। আকারে ছোট—বয়সেও। শুধু কালের হিসাবে ছোট বয়স নয়, ভাবের হিসাবে।'[২১৮] এই নাম টেঁকেনি—উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রমথনাথ ও মণিলাল শিলাইদহে আসেন—সম্ভবত তখনই আলোচনায় 'সবুজপত্র' নামটি নির্ধারিত হয়। এর কয়েকদিন পরে *5 Mar [২১ ফাল্গুন] শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথকে লেখেন: 'সবুজপত্র উদগমের সময় হয়েছে—বসন্তের হাওয়ায় সে কথা ছাপা রইল না—অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই। আমি একটু ফাঁক পেলেই কিছু লেখবার চেষ্টা করব।'[২১৯] তিনি হয়তো আশা করেছিলেন, তাঁদের উভয়ের বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় এই পত্রিকার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন—কিন্তু বৈশাখ ১৩২১ থেকে 'মানসী' পত্রিকার সম্পাদনভার তাঁর উপর অর্পিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি উক্ত পত্রেই লেখেন: 'আমার আশঙ্কা আছে মানসীতে যদি মহারাজকে পেয়ে থাকে তাহলে হয়ত একদিন সবুজপত্রের সবুজে তাঁর চোখ না জুড়তেও পারে—সেটা আমাদের পক্ষে অসুখের কারণ হবে। অতএব এখন থেকে যদি পার তার প্রতিকার কোরো।' তা সম্ভব হয়নি। বরং মানসী-র জন্যই লেখা চেয়ে জগদিন্দ্রনাথ তাঁকে বিব্রত করেছেন।

পত্রগুলিতে অন্য একটি প্রসঙ্গও আছে। বসুমতী-র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ৯ অগ্র ১৩১২ [25 Nov 1905] তারিখের অনুমতিপত্রের বলে দুহাজার টাকার বিনিময়ে 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাস-দুটির একটি সংস্করণের প্রকাশ ও বিক্রয়-স্বত্ব লাভ করেন [দ্র রবিজীবনী ৫।২১৩]। কিন্তু একটি সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বিনা অনুমতিতে উপেন্দ্রনাথ বইগুলি পুনরায় ছাপিয়ে বিক্রয় করতে থাকেন। এইভাবে হিতবাদী লাইব্রেরির কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা নিয়ে ৩০ ভাদ্র ১৩১৬ [15 Sep 1909] এই টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত মোট ১০টি বই প্রকাশ ও বিক্রয়ের স্বত্ব রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এঁরাও তাঁকে প্রতারণা করছেন। তিনি বিদেশে থাকার সময়ে জমিদারি দেখাশোনার কিছু কিছু দায়িত্ব প্রমথ চৌধুরীকে অর্পণ করেছিলেন। এখন তাঁকেই বসুমতী-হিতবাদী সমস্যার সমাধানের জন্য লিখলেন: 'দুই একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে এই চিঠিখানি। বসুমতীর নামে নালিশ। হিতবাদীর কাছে হিসাব চাওয়া।' *5 Mar বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে *10 Mar [মঙ্গল ২৬ ফাল্গুন] বিস্তৃত আকারে লিখলেন:

বসুমতী হিতবাদী সম্বন্ধে রথী ত কিছুই জানে না। বসুমতী শৈলেশের দ্বারায় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়েছিল—সে ছাড়া আর কেউ ওর কোনো তথ্য জানে না।

হিতবাদীর উপেন্দ্র সেনদের একটা পুস্তকপ্রকাশ বিভাগ আছে। সেই বিভাগে হরেন্দ্র মৈত্র কাজ করত তারি প্রস্তাব অনুসারে আমার ও এখানকার অন্যান্য দুই একজন অধ্যাপকের রচিত কয়েকখানি বই ওদের হাতে দিয়ে আমি বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ উপলক্ষ্যে দেড় হাজার (ঠিক মনে নেই) টাকা আগাম নিয়েছিলুম। কত বছর হল ঠিক বল্‌তে পারব না। কথা ছিল ঐ দেড় হাজার টাকা উঠে গেলে তার পরে আমাকে একটা লাভের অংশ দেবে—কত অংশ তা মনে পড়ে না।

যতটা মনে পড়ে বইগুলির নাম এই: —/ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা/ইংরাজি সোপান—১ম ও ২য় ভাগ/ইংরাজি পাঠ—১ম ভাগ/(হরিচরণের) সংস্কৃত শিক্ষা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ/প্রায়শ্চিত্ত (নাটক) আমার রচিত/শিখজাতির ইতিহাস (শরৎবাবুর রচিত)

এ পর্যন্ত কোনো হিসাব পাওয়া যায় নি। এর মধ্যে কতকগুলো বইয়ের একাধিক সংস্করণ হয়ে গেছে। এ ছাড়া এ ব্যাপারে শিকি পয়সার তথ্য নেই। এদের সঙ্গে ত মামলা করতে হবে না—কেবল হিসাব চাইতে হবে। উপেন্দ্র সেনদের সঙ্গে একটা এগ্রিমেন্টের মত লেখা হয়েছিল আমার কাছে হয়ত তার একার্দ্ধ ছিল কিন্তু সেটা যদি আমার কাছে পাবার আশা কর তাহলে আমাকে ভুল বুঝেছ।

শৈলেশকে ডেকে পাঠালেই তার কাছ থেকে বসুমতী সম্বন্ধে তথ্য পাবে—সে সাক্ষ্য দিতেও প্রস্তুত আছে।[২২০]

হিতবাদী-র ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন, অনেক তথ্যই তাঁর মনে নেই। প্রমথ চৌধুরীর অনুসন্ধানের উত্তরে হিতবাদী লাইব্রেরির তত্ত্বাবধায়ক অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 2 May 1914 [১৯ বৈশাখ ১৩২১] তারিখে হিসাব-সহ যে পত্র পাঠান [পত্রটি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি], তাতেই সমস্যাটির সমাধান হয় বলে মনে করা যায়।

কিন্তু বসুমতী-র বিরুদ্ধে মামলা করতে হয়েছিল। ক্যাশবহি-তে ১৯ চৈত্রের [বৃহ 2 Apr] হিসাবে দেখি: ‘ব° শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র য়্যাটর্নি দং বসুমতীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা জন্য দেওয়া যায় ২০০৲’। অনুরূপ খরচ ক্যাশবহিতে আরও আছে। উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ *11 Dec 1914 [২৫ অগ্র ১৩২১] প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: ‘একথাও মনে রেখো বসুমতীকে নিয়ে যে ব্যাপার চল্‌চে তাতে আমাদের তরফে সময় খরচা এবং উকিল খরচা বেড়ে চলেচে আর তাদের তরফে কেবলি শস্যঞ্চ গৃহমাগতং,—খবর পেয়েছি ইতিমধ্যেই তারা চোখের বালির নূতন এডিশন ছাপতে দিয়েছে। মকদ্দমায় হারলেও তাদের কাছ থেকে আমাদের কিছু আদায়ের সম্ভাবনা বিরল’। এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বেনামে অনাথনাথ মতিলাল-প্রকাশিত ‘বীণার ঝঙ্কার’ নামক একটি গীতিসংকলনে রবীন্দ্রনাথের বিনা অনুমতিতে তাঁর লেখা ৪৫টি গানের প্রকাশ। আনন্দবাজার পত্রিকা-র 11 May 1986-সংখ্যায় চিত্রগুপ্ত-লিখিত ‘বাদী রবীন্দ্রনাথ: হাইকোর্টে দুটি অভিনব অভিযোগ’ প্রবন্ধে এই দুটি মামলার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রগুপ্ত লিখেছেন, বিচারপতি সৈয়দ হাসান ইমামের আদালতে 26 Mar 1915 [১২ চৈত্র ১৩২১] ‘বীণার ঝঙ্কার’-মামলার মীমাংসা হয়েছিল, ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ৫০০ টাকা ও মামলার নির্ধারিত খরচ রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য হয়। উপন্যাস-সংক্রান্ত মামলার আপোষ-নিষ্পত্তি হয় একই আদালতে 28 Apr 1915 [১৫ বৈশাখ ১৩২২] তারিখে ১০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ও মামলার খরচের বিনিময়ে। টাকাটি আদায় করতে অনেক সময় লেগেছিল। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫-এর হিসাবে দেখি: ‘দঃ অনাথনাথ মতিলাল ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মোকর্দ্দমা খরচ ১৯৯৮ টাকার মধ্যে নিজ রোজ পাওয়া যায় ৮৬০৲’; ঐ বৎসরের ৬ পৌষের হিসাব: ‘মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী—দঃ বসুমতি সম্পাদকের সঙ্গে চোখের বালি ও নৌকাডুবি সংক্রান্ত এবং অনাথনাথ মতিলালের সঙ্গে বীণার ঝঙ্কার সংক্রান্ত যে মকর্দ্দমা হয় তাহা আপোষে নিষ্পত্তি হওয়ায় উক্ত বসুমতির সম্পাদক ও অনাথ মতিলালের নিকট হইতে যে টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়...৫৩০৲’। পুস্তকগুলির স্বত্ব রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে দান করেছিলেন, এই টাকাগুলি বিদ্যালয়ের খাতেই জমা করা হয়।

নোবেল-পুরস্কার ঘোষণার আগেই *Gitanjali*-র সুইডিশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, ডাচ-অনুবাদ প্রকাশিত হয় পুরস্কার-ঘোষণার দিন—ফরাসি অনুবাদ আঁদ্রে জিদ্‌ সম্পূর্ণ করে ফেললেও অনুবাদ-স্বত্বের গোলমালে মুদ্রণ শুরু করা যাচ্ছিল না, গোলমাল মিটলে 26 Nov মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হয়। জার্মান-অনুবাদ নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছিল, তা জানা যায় 28 Mar 1913 [১৫ চৈত্র ১৩১৯] রোটেনস্টাইনকে লেখা ইয়েট্‌সের একটি চিঠি থেকে: 'A certain Herr Baron has written to me for translating rights. He mentions having got my address from you. Can you tell me anything about him. There is some difficulty for another translator who has evidently had a quarrel with him wrote to me at the same time. Both names are unknown to me. Hegner is the name of the other man.'[২২১] রোটেনস্টাইন এই চিঠির কী উত্তর দিয়েছিলেন জানা নেই—কিন্তু এঁরা কেউই অনুবাদ-স্বত্ব লাভ করেননি।

এর পরের ঘটনা নিয়ে একটি চমৎকার গল্প ও তার একাধিক সংস্করণ প্রচলিত আছে। জার্মানির হাইমার থেকে প্রকাশিত *Thuringer Tageblatt* পত্রিকার 16 Aug 1961-সংখ্যায় মুদ্রিত 'Verhinderte Ablehnung Zu einem Tagore-Manuskript' প্রবন্ধ অবলম্বনে লাডলীমোহন রায়চৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথ ও জার্মানি' [দ্র যুগান্তর, 6 May 1984] একটি নিবন্ধ রচনা করেন [তিনি মূল প্রবন্ধটির একটি ফটোকপিও তাঁর নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছেন]। তাঁর অনুবাদ অনুযায়ী, লাইপ্‌জিগের কুর্ট হ্বোলফ্‌ ভার্‌ল্যাগ্‌ প্রকাশন-সংস্থার হান্‌স্‌ এফেনবার্গার Feb 1913-এ *The Gardener* নামক রবীন্দ্রনাথের একটি পাণ্ডুলিপি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের জন্য পান। ক্লেন [Kleine] নামক যে ব্যক্তিটি এই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করেন, 'তাঁর মনে হয় যে এই পাণ্ডুলিপিটি ছাপানো এই প্রকাশন সংস্থার চলতি রেওয়াজের পরিপন্থী, কেননা এর লেখক একজন বিদেশী এবং এ দেশের লোকেরা এই লেখকের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না।' তাই কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একজন কেরাণী পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থকারের কাছে ফেরৎ পাঠানোর জন্য ডাকবাক্সে ফেলে দেন, কিন্তু পরক্ষণেই সেইদিনকার সংবাদপত্রে দেখেন গ্রন্থটির লেখক সেই বছরের নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি পোস্টমাস্টারকে অনুরোধ করেন পাণ্ডুলিপির পার্শেলটি তাঁকে ফেরৎ দেওয়ার জন্য। খোঁজখবর করে সন্তুষ্ট হয়ে পোস্টমাস্টার পার্শেলটি ফেরৎ দেন। এইভাবে প্রত্যাখ্যাত পাণ্ডুলিপিটি পরে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে *Der Gartner* নামে উক্ত সংস্থা থেকেই প্রকাশিত হয়। [উল্লেখ্য, মূল প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ 'Sensational Discovery of Tagore's Manuscripts'[২২২] সঠিক নয়, মোটামুটি অনুবাদটি হতে পারে 'Prevention of refusal to one of the Tagore-Manuscript']। এই গল্পের আর একটি সংস্করণ উল্লেখ করেছেন Dr. Martin Kämpchen *Rabindranath Tagore and Germany: A Documentation* (1991) গ্রন্থে [p. 12]। Rolf Italiaander-শ্রুত ও লিখিত একটি বিবরণ উদ্ধৃত করে তিনি জানিয়েছেন যে, এক্ষেত্রে বিচার্য ছিল *The Gardener*-এর পাণ্ডুলিপি নয়, *Gitanjali*-র মুদ্রিত গ্রন্থটি—বিচারক ছিলেন Kurt Wolff Verlag প্রতিষ্ঠানের দুই নির্বাচক ['Reader'] Willy Haas ও Kurt Pinthus। দুজনেরই মনে হয়, গ্রন্থটি জার্মান পাঠকের মনোহারী হবে না—Haas-এর উপর দায়িত্ব পড়ে বইটি লণ্ডনে ফেরৎ পাঠাবার। পরবর্তী ঘটনার বিবরণে বিশেষ পার্থক্য নেই। ড কেম্পশ্যেন এই বিষয়ে Gustav Janouch-এর সঙ্গে বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক Franz Kafka [1883-1924]র একটি কথোপকথনও উদ্ধৃত করেছেন [p. 65], তার মধ্যেও সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাখ্যান-প্রত্যাহারের দু'ঘণ্টার এই নাটকের উল্লেখ আছে। কিন্তু কাহিনীটির এত বিচিত্র রূপান্তর দেখেই মনে হয়,

কাহিনীটি বানানো। এই অনুমান আরও দৃঢ় হয় 15 Nov Franz Werfel-কে লেখা Kurt Wolff-এর একটি পত্র থেকে: 'You can congratulate me. I have acquired the authorisation for the German edition of Rabindranath Tagore's 'Gitanjali' which has been crowned with the Nobel Prize. What is more, the translation, is already complete. In ten days time I shall bring out the book.'[২২৩] দুদিন আগে যে বই অমনোনীত হয়ে ফেরৎ যাচ্ছিল, তার জার্মান অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়ে দিন-দশেকের মধ্যে প্রকাশের সম্ভাবনা খুব স্বাভাবিক নয়! জার্মান অনুবাদটি করেন Mrs. Marie Luise Gothein, ইয়েট্‌সের ভূমিকাটি তিনি অনুবাদ করেননি।

কিন্তু অনুবাদ-গ্রন্থটি তখনই প্রকাশিত হয়নি। বিখ্যাত জার্মান কবি Rainer Maria Rilke [1875-1926] Sep 1913-এ পারীতে থাকার সময়ে *Mercure de France* পত্রিকা-গোষ্ঠীর সভায় ডাচ কবি ভন আদেন-পঠিত রবীন্দ্র-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ [এটির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি] শুনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হন। পরে আঁদ্রে জিদ্‌-কৃত ও পঠিত *Gitanjali*-র কয়েকটি কবিতার ফরাসি অনুবাদ শুনে রিল্‌কে 6 Dec কুর্ট হ্বোল্‌ফ্‌কে লেখেন: 'I am eagerly awaiting the German edition of Rabindranath Tagore. Andre Gide has recently acquainted us here with his impression of this poet. His translation of Gitanjali, from which he enthusiastically presented a few extracts, seems genuinely to be animated by the spirit of the original poems.'[২২৪] এই চিঠি পেয়ে কুর্ট হ্বোল্‌ফ্‌ উৎসাহিত হয়ে রিল্‌কে-কেই উপযুক্ত অনুবাদক হিসেবে চিহ্নিত করে অনুবাদ-কর্মের দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু নিজের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই আশঙ্কায় 7 Jan 1914 একটি দীর্ঘ পত্র লিখে রিল্‌কে সবিনয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এর অনতিকাল পরেই Marie Luise Gothein-কৃত অনুবাদটি *Hohe Lieder/(Gitanjali)* নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংস্করণগুলি মুদ্রিত হয় *Gitanjali/(Sangesopfer)* নামে। গ্রন্থটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 1914-এই প্রকাশিত মূল্যবান কাগজে ছাপা চামড়ায় বাঁধানো নবম সংস্করণের একটি কপি রবীন্দ্রভবনে আছে। বইটির প্রচ্ছদ আঁকেন Marcus Behmer।

The Gardener-এর Hans Effenberger-কৃত জার্মান অনুবাদ *Der Gartner* Dec 1913-এ প্রকাশিত হয় বলে কোথাও-কোথাও উল্লিখিত হলেও রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রথম সংস্করণ হিসেবে অভিহিত কপিটিতে প্রকাশ-সাল '1914'। বার্লিনের সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক Heinrich Luders অনুবাদককে 'বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা' করেছেন বলে তিনি উত্তর-কথনে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন Hans Reimann। মূল্যবান জাপানি কাগজে দু-রঙে ছাপা, সম্পূর্ণ চামড়ায় বাঁধানো, হাতে-লেখা সংখ্যা-চিহ্নিত একটি বিশেষ সংস্করণও মুদ্রিত হয়। Hans Klee ছ'টি কবিতা ছন্দোবদ্ধ আকারে অনুবাদ করেন, ৮ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় এগুলি মুদ্রিত করে একই সঙ্গে বিতরিত হয়। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার Bertolt Brecht [1898-1956] তখন ষোড়শ-বর্ষীয় তরুণ, গ্রন্থটির কাব্যসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি *Augsburger Neueste Nachrichten* [9 Oct 1914] পত্রিকায় এর একটি সমালোচনা লেখেন। তখন য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের ঘনঘটা, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে হয়েছিল, এই প্রেমসংগীতগুলি বড়ো অসময়ে তাঁদের হাতে এসে পৌঁছল—'And yet, how strange and wonderful it is that we are after all compelled by these strains to jubilate and to lament; we forget how sombre are our times; we forget strife and misery and, led by the poet's hand, are

impelled to wander into a sunny land of peace. It is proof of this Indian poet-philosopher's great mastery that he succeeds in captivating us even at this time. ...As testimony to a superior and, in a sense, timeless wisdom, ennobled by the refined culture of their homeland, they may, even nowadays, provide hours of the purest spiritual edification./ For they sound the flute of eternal beauty.'[২২৫] এগুলি নিশ্চয়ই কেবল সেই তরুণের আবেগোচ্ছাস মাত্র ছিল না—আরও অনেকেই এই অনুভূতিতে যে আক্রান্ত হয়েছিলেন গ্রন্থগুলির জনপ্রিয়তা তার সাক্ষ্য দেবে।

ড মার্টিন কেম্পশ্যেন জানিয়েছেন, নোবেল প্রাইজের সংবাদ ঘোষিত হবার পর জার্মান পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিপুল অজ্ঞতা ছাড়া কিছু বিরূপতাও প্রকাশিত হয়েছিল। এর মূল কারণ ছিল, জার্মানদের দ্বারা সমর্থিত অস্ট্রিয়ান লেখক Peter Rosegger-এর পুরস্কার না পাওয়া—তাঁরা জানতেন না, পুরস্কারটি রবীন্দ্রনাথ না পেলে পেতেন ফরাসি লেখক Emile Faguet।

কিন্তু বই কেনা ও পড়ার উৎসাহ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথকে কাছে পাওয়ার জন্যও অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি জার্মানিতে আসছেন, এমন খবর নিশ্চয়ই কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি পড়ে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক D. Richard M. Meyer-এর স্ত্রী Estella 12 Feb 1914 তাঁকে লেখেন: 'We had the lovely news that you, oh Master, will be coming over to Berlin in March. May we hope to see you in our happy home?' সম্ভবত এই চিঠি পেয়ে *10 Mar [২৬ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: 'একটা খবর পেলুম বার্লিনে আমি যাচ্চি—আমার বক্তৃতার জন্যে একটা প্রকাণ্ড হল ঠিক হয়ে গেছে। সেখানকার একজন মেয়ে এই উপলক্ষ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। এ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তোমরা কিছু জান কি?'[২২৬] এ থেকেই বোঝা যায়, খবরটিতে কিছুমাত্র সত্যতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথও 'শুক্রবার' [? 6/13 Mar] সেই কথা লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে: 'জর্ম্মানিতে যাবার গুজব সম্পূর্ণ অমূলক —কেমন করে উঠল জানিনে। বার্লিন থেকে ইতিমধ্যেই আমার নিমন্ত্রণ আসতে আরম্ভ হয়েছে।'[২২৭] এর পরে আর-একটি গুজব জার্মান কাগজ থেকে উদ্ধৃত করে লণ্ডনের *The Westminister Gazette* [? 1 Mar] লেখে: 'The Berlin "Tagliche Rundschau" states that Mr. Rabindranath Tagore, the Indian poet, has written to a friend in Berlin, where he was shortly to have lectured, saying that he has abandoned his European tour on account of adverse criticism caused by his winning the Nobel Prize.' 29 Mar [১৫ চৈত্র] কর্তিকাটি রোটেনস্টাইনকে পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'I never had invitation from Berlin, never intended going there, have no friends in that city and consequently have written no letter to anybody giving my reasons for cancelling my engagement. Will you contradict this rumour in your papers?[২২৮] কোনো প্রতিবাদ ছাপা হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। জার্মানি থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠিপত্র অবশ্য আসছিল; যেমন, স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক Erast Lenmann 18 Mar তাঁকে লিখেছেন, তাঁর এক বন্ধু Christian Schmith রবীন্দ্রনাথের ১৫টি কবিতা Mrs. Gothein-এর আধা-পদ্যের চেয়েও ভালো জার্মান পদ্যে রূপান্তরিত করেছেন, প্রকাশের অনুমতি চান—

চিঠিটি তিনি শেষ করেছেন দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত স্বরচিত সংস্কৃত কবিতায়: 'রবীন্দ্রনাথনামানং কবীন্দ্রনামলক্ষিতম্। স্বভাবতো মহাত্মনং বন্দাম্যদ্বৈতবাদকম্'।

Gitanjali-র ফরাসি, সুইডিশ, ডাচ ও জার্মান অনুবাদ নিয়ে চিঠিপত্র লেখা ও নানাবিধ আলোচনার খবর সংগ্রহ করা গেছে, কিন্তু তারই মধ্যে প্রায় নিঃশব্দে Louis V. Kohl-কৃত বইটির ড্যানিশ অনুবাদ *Gitanjali (Sang-Ofre)* নামে কোপেনহেগেনের Forlagt Af V. Pio's Boghandel—Povl Branner প্রতিষ্ঠান থেকে 1913-এই প্রকাশিত হয়। অনুবাদক সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই, কিন্তু অনুবাদকের নিজস্ব দীর্ঘ ভূমিকায় দেখা যায়, তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-প্রভাবিত ব্রাহ্মসমাজ, নব্য বাংলার চিত্রশিল্প, রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কিছুই জানতেন। তিনি ইয়েট্‌সের ভূমিকার কথা উল্লেখ করলেও সেটি অনুবাদ করেননি। তাঁরই অনূদিত *The Gardener*-এর ড্যানিশ অনুবাদ *Blomsternes Bevogter* নামে 1914-এ একই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়।

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ১৭ ফাল্গুন [রবি 1 Mar] শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। শিলাইদহে যে কাব্যধারার সূত্রপাত হয়েছিল, এখানেও তা অব্যাহত থাকে। ফাল্গুন মাসের বাকি দিনগুলিতে লেখা তাঁর গানের সংখ্যা সাতটি:

১৮ [সোম 2 Mar] 'কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৮৩ [৬৫]; গীত ১। ২৩-২৪; মানসী, চৈত্র। ১৮৭, 'ফাগুন দিনের সকালে'; স্বর ৪২।

২০ [বুধ 4 Mar] 'এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে' দ্র ঐ ১১।১৮৩ [৬৬]; গীত ১।২৩; তত্ত্ব, বৈশাখ ১৮৩৬ শক [১৩২১)। ৩, স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ; স্বর ৩৯।

২৩ [শনি 7 Mar] 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' দ্র ঐ ১১।১৮৪ [৬৭]; গীত ১। ৯৭; স্বর ৩৯।

২৫ [সোম 9 Mar] 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে' দ্র ঐ ১১।১৮৪-৮৫ [৬৮]; গীত ১।৪৫; তত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৬ শক। ৩৮, স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ; স্বর ১১।

২৬ [মঙ্গল 10 Mar] 'তোমার কাছে শান্তি চাব না' দ্র ঐ ১১।১৮৫ [৬৯]; গীত ১।৯৭; স্বর ৩৯।

২৮ [বুধ 12 Mar] 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার' দ্র ঐ ১১।১৮৫-৮৬ [৭০]; গীত ১। ১৩; তত্ত্ব, বৈশাখ ১৮৩৬ শক। ১-৩, স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ; স্বর ৪০।

২৯ [বৃহ 13 Mar] 'আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়' দ্র ঐ ১১।১৮৬ [৭১]; গীত ১।১২৩; স্বর ৩৯।

জনতার কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে শান্তি ও বিশ্রামের আশায় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গিয়েছিলেন; কিন্তু পাবনা-ভ্রমণ ও নানাবিধ বিতর্কের ফলে দেহে ও মনে প্রকৃত বিশ্রাম হয়নি। তবে প্রাণে গান এসেছিল, তাই 5 Mar অ্যাণ্ডরুজকে লিখেছেন: 'LatelyI I have been spending some days alone in the solitude of Shileida; for I needed it very greatly, and it has done me good. I feel that I must protect myself from all distractions for some time, so as to be able to add to my inner resources'[২২৯] —এই অন্তরের সম্পদই প্রকাশিত হয়ে চলছিল গীতিমাল্য-এর গানগুলির মধ্যে।

কিন্তু একধরনের অসুস্থতাও তাঁকে পীড়িত করছিল। *10 Mar [২৬ ফাল্গুন] তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: 'মাথাটা বেশ তাজা নেই। তাই চুপচাপ পড়ে আছি। ...আমি আর কিছুদিন মাথাটাকে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা রেখে তার পরে ওটাকে আবার পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করবার চেষ্টা করব—এখন যদি বেশি টানাটানি করি তাহলে সইবে না। এখন টলমল করচে, ঠেলাঠেলি করলেই কাৎ হয়ে পড়বে।'[২৩০] 23 Mar [৯ চৈত্র] তাঁকেই লিখেছেন: 'চারিদিকের নানাবিধ তাড়নায় মাথার মগজের মধ্যে একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়েছিল—ক্ষণে ক্ষণে ঘুরপাক খেলত। এখন একটু ভাল আছি কিন্তু বুদ্ধির যন্ত্রটাকে বেশি খাটাতে সাহসও হয় না ইচ্ছাও হয় না—একটা মৌরসী ছুটির জন্যে মনটা মাঝে মাঝে দরখাস্ত লিখ্‌তে বসে। গাল পাড়বার বেলায় বৈরাগ্যকে রেয়াৎ করিনে কিন্তু হাড়ে হাড়ে সে যেন বাঁশি বাজাতে থাকে—একেবারে ভিতরের দিক থেকে সে আমাকে উদাস করে। যদি শুষ্ক বৈরাগ্য হত তাহলে এ'কে কাছে আস্‌তে দিতুম না কিন্তু এ যে বসন্তী রঙে রঙানো—আমের বোলের গন্ধে ভরা।'[২৩১] এই অসুস্থতার কথা সমকালীন অনেক পত্রে আছে। দুবছর আগে অনুরূপ মস্তিষ্কের দুর্বলতায় শিলাইদহে গান রচনা ও ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, এবারে নূতন গান রচনাতেই ব্যাপৃত থেকেছেন। চৈত্র মাসে রচিত মোট গানের সংখ্যা ২৪টি:

১ [রবি 15 Mar] 'জানি নাই গো সাধন তোমার' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৮৭ [৭২]; গীত ১।১২২; স্বর ৩৯।
২ [সোম 16 Mar] 'ওদের কথায় ধাঁদা লাগে' দ্র ঐ ১১।১৮৭-৮৮ [৭৩]; গীত ১।১২২; স্বর ৩৯।
৩ [মঙ্গল 17 Mar] 'এই আসা যাওয়ার খেয়ার কূলে' দ্র ঐ ১১।১৮৮ [৭৪]; গীত ১। ২২১; স্বর ৩৯।
৫ [বৃহ 19 Mar] 'জীবন আমার চলছে যেমন' দ্র ঐ ১১।১৮৯ [৭৫]; গীত ২।৫৬৩; স্বর ৩৯।
৬ [শুক্র 20 Mar] 'হাওয়া লাগে গানের পালে' দ্র ঐ ১১।১৮৯-৯০ [৭৬]; গীত ১।২২০; স্বর ৪০।
৭ [শনি 21 Mar] 'আমারে দিই তোমার হাতে' দ্র ঐ ১১।১৯০ [৭৭]; গীত ১।২০৭; স্বর ৪০।
৮ [রবি 22 Mar] 'আরো চাই যে, আরো চাই গো' দ্র ঐ ১১।১৯০-৯১ [৭৮]; গীত ১।১৫৯; স্বর ৪০।

এই তারিখেই বন্ধু-কৃত্যের তাগিদে রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘ গদ্যরচনা লিখতে হল। দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা সরযূবালার বিবাহ হয়েছিল চিত্তরঞ্জন দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তরঞ্জনের সঙ্গে। স্বামীর অকালমৃত্যুতে সরযূবালা দাসগুপ্তার দার্শনিকতা-মিশ্রিত শোকোচ্ছ্বাস সাধু-চলিতে মেশানো দুর্বল গদ্যে 'বসন্ত-প্রয়াণ' নামে লিখিত হয়েছিল। কন্যা-স্নেহে অন্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ বইটিতে অসামান্যতা দেখেছিলেন এবং এর ইংরেজি অনুবাদ বিলেতে প্রকাশ করার জন্য সেখানকার অনেক বন্ধুকে উত্ত্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথও এর জন্য কিছু পরিমাণে দায়ী। 29 Mar [রবি ১৫ চৈত্র] তিনি রোটেনস্টাইনকে কন্যা-সহ ব্রজেন্দ্রনাথের ইংলণ্ড-যাত্রার খবর দিয়ে সরযূবালা সম্পর্কে লেখেন: 'She is a widow though very young, and she has written a book in Bengali which is a remarkable production, destined to take a very high place in our literature.'[২৩২] 'ভূমিকা'টিও একই সুরে বাঁধা:

···মেয়ের হাতের লেখা পড়িবার সময় প্রথমেই ধারণা হয়, ইহার মধ্যে অসাধারণতা নাই। মনে হয় যিনি লিখিতেছেন, নিজের ছাঁদে জোর করিয়া চলিবার সাহস তাঁহার নাই। দস্তুর মানিয়া, দশের মুখ চাহিয়া, অন্তঃপুরের গণ্ডী বাঁচাইয়া কতকগুলি প্রচলিত কথাকে মেয়েলি পোষাকে কনে বউ সাজাইয়া, অত্যন্ত জড়সড় ভাল মানুষ করিয়া বসানো হইয়াছে, ইহারা বিশ্ব ভুবনের নহে, ইহারা ঘরের কোণের সামগ্রী মাত্র।

মনে সেই আশঙ্কা করিয়াই পড়িতে সুরু করিয়াছিলাম পড়িতে পড়িতে মন নম্র হইয়া আসিল। বিচারকের আসন হইতে নীচে নামিয়া বসিতে হইল। ক্রমেই আর সন্দেহ রহিল না, যে, এ একটা নূতন সৃষ্টি বটে। এ ত একেবারেই শেখা কথা নহে। প্রথমে একটা পেন্সিল হাতে করিয়া

বসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম যেখানে ভাষা বা ভাব কাঁচা আছে দাগ দিব, কিম্বা কিছু কিছু বদল করিব। পেন্সিল রাখিয়া দিলাম—কোথাও কিছু দাগ দিই নাই। ...যে রচনা প্রাণের সৃষ্টি প্রাণময়, বাহির হইতে তাহাকে বদল করা সহজ নহে; তাহার সমস্ত ক্রটিও তাহার বিকাশের অঙ্গ। ইঁট কাট [য] সাজাইয়া যাহা তৈরি, তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া মেরামৎ করা যায় কিন্তু জীবকে ত মেরামৎ করা চলে না।

ব্রজেন্দ্রনাথ এডওয়ার্ড টমসনের সাহায্য নিয়ে বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। 3 Jun 1914 ব্রজেন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে জানান, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি অনুবাদের অনুমতি পেলে ম্যাকমিলান বইটি ছাপতে পারে বলে টমসন মনে করেন।[২৩৩] রবীন্দ্রনাথ 31 May 1914-এর পত্রে টমসনকে ভূমিকাটি অনুবাদের অনুমতি দেন। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সহ *The Passing of Spring* নামে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তবে বইটি বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্যে কোনো যুগান্তর আনেনি।

২৫ চৈত্র [বুধ ৪ Apr] রবীন্দ্রনাথ কলকাতা যাত্রা করেন। তার আগে পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে লিখিত গানগুলি হল:

৯ [সোম 23 Mar] 'আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৯১-৯২ [৭৯]; গীত ১। ৩৭; স্বরলিপি নেই।

১৩ [শুক্র 24 Mar] 'তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে' দ্র ঐ ১১।১৯২ [৮০]; গীত ১। ৩৭; স্বর ৪১।

১৪ [শনি 25 Mar] 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি; দ্র ঐ ১১।১৯২-৯৩ [৮১]; গীত ১।৬১; স্বর ৪১।

১৫ [রবি 29 Mar] 'হে অন্তরের ধন' দ্র ঐ ১১।১৯৩ [৮২]; গীত ১।৬১; স্বরলিপি নেই।

১৬ [সোম 30 Mar] 'তুমি যে এসেছ মোর ভবনে' দ্র ঐ ১১।১৯৩-৯৪ [৮৩]; গীত ১ ।৩৬-৩৭; স্বর ৪০।

১৭ [মঙ্গল 31 Mar] 'আপনাকে এই জানা আমার' দ্র ঐ ১১।১৯৪ [৮৪]; গীত ১।৩৬; স্বর ৪১।

২২ [রবি 5 Apr] 'বল তো এই বারের মতো' দ্র ঐ ১১।১৯৫ [৮৫]; গীত ১।২৪; স্বর ৪১।

২২ [,,] 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে' দ্র ঐ ১১।১৯৫-৯৬ [৮৬]; গীত ১।৬৭-৬৮; স্বর ৪০।

২৩ [সোম 6 Apr] 'ওদের সাথে মেলাও, যারা' দ্র ঐ ১১।১৯৬ [৮৭]; গীত ১।২৭; স্বর ৪১।

২৪ [মঙ্গল 7 Apr] 'সকাল-সাঁজে/ধায় যে ওরা নানা কাজে' দ্র ঐ ১১।১৯৬-৯৭ [৮৮]; গীত ১।৬৬-৬৭; স্বর ৪০।

২৪ [,,] 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে' দ্র ঐ ১১।১৯৭ [৮৯]; গীত ১।৭; স্বর ৪০।

২৪ [,,] 'আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে' দ্র ঐ ১১।১৯৮ [৯০]; গীত ১।২৭; স্বর ৫০।

২৪ [,,] 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না' দ্র ঐ ১১।১৯৮-৯৯ [৯১]; গীত ১|২৭; স্বর ৪১।

পরদিন ২৫ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ কলকাতা যাত্রা করেন; 'কলিকাতার পথে রেলগাড়িতে'ও একটি গান রচিত হয়: 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে' দ্র গীতিমাল্য ১১।১৯৯ [৯২]; গীত ১।২৬; স্বর ৪১।

এবারে শান্তিনিকেতনে অবস্থান-কালে প্রস্তাবিত মাসিক পত্রিকা সবুজ পত্র-এর জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' [দ্র সবুজ পত্র, বৈশাখ ১৩২১।১০-৩২; কালান্তর ২৪।২৫২-৬০] নামক প্রবন্ধটি লিখে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে পাঠিয়ে দেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের স্থিতি ও গতির পার্থক্য নিয়ে তিনি এর আগে

অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, সেদিক দিয়ে এই প্রবন্ধে নূতন কথা বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু সবুজ পত্র-তে নবযৌবনের যে উদ্বোধনের কথা তিনি ভাবছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধটিকে দেখলে এটি একটু অতিরিক্ত তাৎপর্য লাভ করে। প্রথম সংখ্যা সবুজ পত্র-তে প্রকাশিত তাঁর তিনটি রচনা মোটামুটি একই সুরে বাঁধা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন এবার আহূত হয়েছিল কলকাতায়, মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষেই কলকাতায় আসেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গী হয়ে। এখানেও তিনি তিনটি গান লেখেন:

২৬ [বৃহ 9 Apr] 'প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিরিনু যে' দ্র গীতিমাল্য ১১।২০০ [৯৩]; গীত ১।১০৪; স্বর ৪১।

২৭ [শুক্র 10 Apr] 'কেন তোমরা আমায় ডাক, আমার' দ্র ঐ ১১।২০০-০১ [৯৪]; গীত ১।১৩; স্বর ৪১।

২৭ [,,] 'সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে' দ্র ঐ ১১।২০১ [৯৫]; গীত ১।২৬; স্বর ৪১।

২৭ চৈত্র দুপুর আড়াইটায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের কার্যারম্ভ হয় টাউন হলে। গবর্নর লর্ড কারমাইকেল বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে সম্মিলনের উদ্বোধন করলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটি দীর্ঘ অভিভাষণ [দ্র মানসী, বৈশাখ ১৩২১।৩৩১-৬২] পাঠ করে প্রতিনিধিবর্গকে স্বাগত জানান। প্রসঙ্গত তিনি বলেন:

> এ বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় শুভসম্বৎসর। ভারতবর্ষে, আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে, বাঙ্গালাভাষার স্থান অতি উচ্চ হইলেও ভারতবর্ষের বাহিরে ইহার গৌরব তত বিস্তৃত হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুসংখ্যক পুস্তক ইংরাজীভাষায় অনূদিত হইলেও ইউরোপ অঞ্চলে বঙ্গীয় লেখকগণের কৃতিত্ব কেহ এ পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এবৎসর শ্রীযুক্ত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, ইউরোপ তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দিয়াছেন। তাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব স্বীকারই করিতে হইয়াছে। বঙ্গীয় লেখকগণের সেজন্য ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

রসিকলাল রায় এই অধিবেশনের প্রতিবেদন লেখেন 'সাহিত্য-সম্মিলনে' [দ্র মানসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১। ৮৯৯-৯১১] প্রবন্ধে; তিনি লিখেছেন: "হঠাৎ চটপটি করতালি-ধ্বনি শুনিয়া—'লাট', 'লাট' সাড়া পড়িয়া গেল! আমরা দণ্ডায়মান হইলাম; চাহিয়া দেখি—প্রিয়দর্শন রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে আরোহন করিতেছেন। ...রবীন্দ্রনাথের মঞ্চে আরোহনের পর—স্খলিত দন্ত, পলিত কেশ, জ্ঞানে ও চরিত্রে ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাদের নয়নগোচর হইলেন। ···যাঁহারা অগ্রণী হইয়া রবিবাবুর সহিত আলাপ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পাঁচকড়ি [বন্দ্যোপাধ্যায়] বাবুর নাম বিশিষ্টভাবে উল্লেখযোগ্য; তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বিস্ময়প্রকাশ করিলেন। ...[দ্বিজেন্দ্রনাথের] অভিভাষণের প্রায় অর্দ্ধাংশ পঠিত হইলে, সভাপতি মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ রবীন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠের কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, অবশিষ্টাংশ স্বয়ং পাঠ করিবার প্রস্তাব করিলেন। রবিবাবু, সঙ্গীতের সুধাকণ্ঠে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিয়া, অভিভাষণ পাঠ করিলে, আমরা 'আশ্চর্য্য' না হইলেও পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম।" দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অভিভাষণ' বৈশাখ ১৩২১-সংখ্যা ভারতী [পৃ ৪-১৬]-তে মুদ্রিত হয়।

২৮ ও ২৯ চৈত্র তারিখেও সম্মিলনের বিভিন্ন অধিবেশন বসে—কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। দ্বিজেন্দ্রনাথও অসুস্থতার জন্য আর কোনো অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

সম্মিলনের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনার জন্য ২৭ চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একটি সান্ধ্য-সম্মিলন হয়। কার্যনির্বাহক সমিতির ১০ চৈত্রের অধিবেশনে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, এই সান্ধ্য-সম্মিলন হবে রবীন্দ্রনাথকে 'সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য'। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয়েছিল কিনা জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে একটি হিসাব দেখা যায়: 'ব° চেলিওয়ালা ১৩২০। চৈত্র ২৭শে তারিখে ধুতিচাদর ২৪ এই ধুতি ও চাদর ক্ষিতীমোহন সেনকে দেওয়া হয়'—কবে ও কী উপলক্ষে এই সম্মান প্রদত্ত হয় জানা যায়নি।

৩০ চৈত্র [সোম 13 Apr] বর্ষশেষের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ২৯ চৈত্র 'শান্তিনিকেতন' থেকে কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লেখা তাঁর একটি মূল পত্র রবীন্দ্রভবনে আছে—শরীরের অপটুতার কথা উল্লেখ করে তিনি চিঠিটিতে লিখেছেন: 'একটি কথা আপনি নিশ্চিত জানিবেন পথপ্রদর্শন করা আমার কাজ নয়—সংসারে গুরুর পদ আমার নহে।'

৩০ চৈত্র বর্ষশেষের সন্ধ্যায় তিনি মন্দিরে উপাসনা করেন। হস্তলিখিত 'শান্তি' পত্রিকার চৈত্র-সংখ্যায় [পৃ ২-৮] '১৩২০ বর্ষশেষে গুরুদেব-কর্ত্তৃক মন্দিরে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম' প্রকাশিত হয় দ্র তত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৬ শক [১৩২১]। ২৫-২৭, 'বর্ষশেষ'; শান্তিনিকেতন ২ [১৩৮২]। ২৭৩-৭৬।

আমরা ইতিপূর্বে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচি সংকলন করেছি। রবীন্দ্রনাথ বিদেশে যাওয়ার কয়েকমাস পর থেকে সাময়িকপত্রে তাঁর বাংলা রচনার প্রকাশ ক্রমশই কমে আসে। বর্তমান বৎসরের শুরু থেকে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। জগদানন্দ রায় বা অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা তাঁর পত্রাংশই তখন পত্রিকাগুলির অবলম্বন হয়—আবার একই চিঠি প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকায়। অবশ্য *The Nation*-এর মতো কিছু বিদেশী পত্রিকায় তাঁর রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এইরূপ রচনার তালিকা Katherine Henn *Rabindranath Tagore: A Bibliography* [1985] গ্রন্থে সংকলন করেছেন। কিন্তু তিনি অধিকাংশ পত্রিকাই স্বচক্ষে দেখেননি, ফলে পত্রিকার তারিখ, সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির উল্লেখে সেগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কর্তিকাগুলিতেও এইসব তথ্য সম্পূর্ণভাবে লিখিত নেই। ফলে ১৩২০ বঙ্গাব্দের বাকি মাসগুলিতে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার যে সূচি আমরা এখানে সংকলন করছি, তাকে কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ বলা চলে না। আশা করি, বিদেশে অবস্থানকারী রবীন্দ্রানুরাগীরা তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে সাহায্য করবেন।

The Modern Review, Sept. 1913 [Vol. XIV, No. 3]:

231-36 'My Interpretation of Indian History' II. The Buddhistic and Imperial Ages

এটি 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটির শেষাংশের যদুনাথ সরকার-কৃত অনুবাদ। প্রথমাংশ পূর্ববর্তী সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল।

The Nation, 23 Aug 1913:

784 'Kabir and the Woman' দ্র *The Fugitive* III/24

The Living Age [Boston], 30 Aug 1913:

573-74 'The Tryst' দ্র *Fruit-Gathering,* No. 37

The Nation, 6 Sept 1913:

849 ‘Poems of Life and Death’

I. Union/Tulsidas, the poet... দ্র *Fruit-Gathering,* No. 55

II. The Doomed/ You had your rudder broken... *Lover’s Gift* No. 37

III. The Woman/ The battle is over দ্র *Poems* No. 50

IV. At the Day’s End/The current of my life-stream ran rapid and strong...

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮৩৫ শক [৮৪২ সংখ্যা]:

১৩৯-৪০ ‘বিলাতের চিঠি’ দ্র বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬।২৭৫-৭৬, পত্র ৩০

ভারতী, আশ্বিন ১৩২০ [৩৭।৬]:

৬৫২-৫৩ ‘বিলাতের বিদ্যালয়’ [‘বিলাতের চিঠি হইতে’]

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২০ [১৩।১।৬]:

৭৭৫ ‘বিলাতের চিঠি’

The Modern Review, Oct 1913 [Vol. XIV, No. 4]:

347-49 ‘Kalidas, the Moralist’

এটি ‘কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা’ [দ্র প্রাচীন সাহিত্য ৫।৫১০-২১] প্রবন্ধের যদুনাথ সরকার-কৃত সংক্ষেপিত অনুবাদ।

The Nation, 20 Sept 1913:

916 ‘Poems of Solitude’

Night/Make me thy poet দ্র *Fruit Gathering,* No. 20

Alone/If there is none who comes when you call দ্র *Anthology,* No. 31

The Nation, 4 Oct 1913:

‘A Call/Ah woman! leave your basket... দ্র *Lover’s Gift,* No. 9

The Nation, 1 Nov 1913:

‘At the Crossing’/There is room enough for you. দ্র *Lover’s Gift,* No. 8

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮৩৫ শক [৮৪৩ সংখ্যা]:

১৬১-৬২ ‘ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্য।/(বিলাতের পত্র।)’

The Modern Review, Nov 1913 [Vol. XIV, No. 5):

431-34 ‘Poems’

কণিকা-র ২৫টি কবিতার অনুবাদ পরে সংশোধিত হয়ে *Stray Birds* [1917] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

The Nation, 22 Nov 1913:

356-57 ‘Shyama’ [‘পরিশোধ’ কবিতাটির অনুবাদ]

বঙ্গদর্শন, অগ্র ১৩২০ [১৩।৮]:

৬২০ (চ) ‘প্রার্থনা’ [‘গাব তোমার সুরে’] দ্র গীতিমাল্য ১১।১৭২ [৫০]

প্রবাসী, অগ্র ১৩২০ [১৩।২।২]:

২০৩ ‘দ্বিপদী’

২০টি কণিকা-জাতীয় কবিতা, পরে ‘লেখন’ ও ‘স্ফুলিঙ্গ’তে সংকলিত হয়েছে।

The Modern Review, Dec 1913 [Vol. XIV, No. 6]:

543-45 ‘The Stage’

এটি ‘রঙ্গমঞ্চ’ [দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৪৯-৫৩] প্রবন্ধের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ।

Poetry, Dec 1913[Vol. III, No. 3]:

75-81 ‘Narratives’

75-76 ‘Temple of Gold’ *Fruit-Gathering,* No. 34

76-77 ‘The Price’ Ibid, No. 19

77-78 ‘Union’ Ibid, No. 55

78-79 ‘The Gift’ Ibid, No. 27

79-81 ‘The Tryst’ Ibid, No. 37

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্র-পৌষ ১৮৩৫ শক [৮৪৪-৪৫ সংখ্যা]:

১৮৫-৮৬ ‘নূতন গান ও স্বরলিপি’/সিন্ধু-ঝাঁপতাল/যদি প্রেম দিলে না প্রাণে দ্র গীত ১।২০৬; স্বর ৪০

গানটির স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ।

ভারতী, পৌষ ১৩২০ [৩৭। ৯]:

১০৪২ ‘গান’ [‘এ মণিহার আমায় নাহি সাজে’] দ্র গীত ১।১৯৩

বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩২০ [১৩।৯]:

৬৬৪ ‘কেন?’ [‘যদি প্রেম দিলে না প্রাণে’] দ্র গীতিমাল্য ১১। ১৬৬ [৪২]

৬৯২ ‘আশা’ [‘আমার সকল কাঁটা ধন্য করে’] দ্র ঐ ১১। ১৭১ [৪৯]

প্রবাসী, পৌষ ১৩২০ [১৩। ২। ৩]:

২৬৮ ‘মণিহার’ [‘এ মণিহার আমায় নাহি সাজে’] দ্র গীতিমাল্য ১১।১৬০-৬১ [৩৪]

The Modern Review, Jan 1914 [Vol. XV, No. 1]:

93-98 ‘Eyesore’ I-IV

‘চোখের বালি’ উপন্যাসের এই ইংরেজি অনুবাদ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮৩৫ শক [৮৪৬ সংখ্যা]:

২০২-০৪ ‘নূতন গান ও স্বরলিপি’/মিশ্র বিভাস-কাশ্মীরি খেমটা/নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে

গানটির স্বরলিপি করেন দিনেন্দ্রনাথ দ্র স্বর ৪১

২০৪-০৫‘প্রাতঃকালের উপদেশ’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৭৯-৮২ [‘মুক্তির দীক্ষা’]

২০৬-০৭‘সায়ংকালের উপদেশ’ দ্র ঐ ১৬। ৪৮২-৮৫ [‘প্রতীক্ষা’]

২০৭-০৮‘উদ্বোধন’ দ্র ঐ ১৬। ৪৭৮-৭৯

২০৮-১১‘অগ্রসর হওয়ার আহ্বান’ দ্র ঐ ১৬। ৪৮৫-৯০

২১৫-১৬‘গান ও স্বরলিপি’/এ হরি সুন্দর দ্র ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩

The Nation, 17 Jan 1914:

678 ‘Happiness’/The early autumn day is cloudless দ্র *Lover's Gift,* No. 51

The Modern Review, Feb 1914 [Vol. XV, No. 2):

207-14 ‘Eyesore’ V-IX

The Nation, 7 Feb 1914:

796 ‘Fulfilment’/No; it is not yours to open buds দ্র *Fruit-Gathering,* No. 18

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৩৫ শক [৮৪৭ সংখ্যা]:

২১৯-২২‘…উপদেশের সারমর্ম্ম’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৩২-৩৮ [‘সৃষ্টির অধিকার’]

২২৩-২৫‘সঙ্গীত’ [গানগুলির বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে]

২২৫-৩২ ‘ছোট ও বড়’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৩৮-৫১

২৩৬-৩৯ ‘সঙ্গীত’ [এগুলির বিবরণও আগে দেওয়া হয়েছে।

ভারতী, ফাল্গুন ১৩২০ [৩৭/১১]:

১১৫৫-৬৬‘ছোট ও বড়’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৩৮-৫১

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২০ [১৩/ ২/৫]:

৫০০-০৮‘ছোট ও বড়’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৩৮-৫১

The Modern Review, Mar 1914 [Vol. XV, No. 3]:

303-11 ‘Eyesore’ X-XV

Forum, Mar 1914 [Vol. LI, No. 8]:

455-71 ‘The Post Office’

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮৩৫ শক [৮৪৮ সংখ্যা]:

২৫১-৫৬ ‘একটি মন্ত্র’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৬৮-৭৭

প্রবাসী, চৈত্র ১৩২০ [১৩/ ২/৬]:

৫৭৯-৮৩‘গান’

৬৫৬-৬৪ ‘একটি মন্ত্র’ দ্র শান্তিনিকেতন ১৬। ৪৬৮-৭৭

৬৮২ ‘দোল’ [‘বসন্তে আজ ধরার চিত্ত’] দ্র গীতিমাল্য ১১।১৭৬ [৫৫]

মানসী, চৈত্র ১৩২০ [৬/২]:

১৮৭ ‘ফাগুন দিনের সকালে’ [‘কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে’] দ্র গীতিমাল্য ১১।১৮৩ [৬৫]

The Modern Review, Apr 1914 [Vol. XV, No. 4]:

426-36 'Eyesore' XVI-XIX

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 1914-এর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা প্রশ্নপত্রে একটি প্রশ্ন ছিল: '4. Rewrite in chaste and elegant Bengali:/ যেদিন লিখবার ঝোঁক চাপে সেদিন হঠাৎ এত ভাব মনের মধ্যে এসে পড়ে যে দিশাহারা হয়ে যেতে হয়। এক সাথে কোকিল, পাপিয়া, হাঁস সকলগুলি ডাকতে আরম্ভ করে, আর বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ ছুটে এসে পড়ে। কতক যদি বা বলা হয় ত অনেক পড়ে থাকে। এতটা একটুখানি মানুষের মন পেরে উঠবে কেন?' প্রশ্নপত্র রচনা করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ 'in consultation with the Vice-Chancellor'।[২৩৩ক] চৈত্র ১৩২০-সংখ্যা প্রবাসী-র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' [পৃ ৫৭৬]-তে এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখা হয়: 'এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার প্রশ্নপত্রে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ছিন্নপত্র" হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া...' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথও *19 Mar 1916 [৬ চৈত্র ১৩২২] প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: 'প্রশ্নপত্রের বাংলা নমুনার টুক্‌রোটি কার আমি তাই ভাবছিলুম। অনেক চিন্তা করে শেষকালে ভাবলুম হয়ত বা "ছিন্নপত্রের" কোনো চিঠির মধ্যে ঐ কটা লাইন লিখেও বা থাকব।'[২৩৩খ] এই নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক বাগ্‌বিস্তার হয়েছে,—ড সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই রবীন্দ্রনাথকে অবমানিত করবার জন্য দীনেশচন্দ্রকে দিয়ে এই অপকর্ম করিয়েছেন।[২৩৩গ] কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ বাক্যগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গি আশ্চর্যভাবে অনুকরণ করলেও 'ছিন্নপত্র'-তে বাক্যগুলি নেই।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:১

ঠাকুরপরিবারের দিক থেকে বৎসরটি আরম্ভ হয়েছে মৃত্যুশোক দিয়ে। ১৯ বৈশাখ [শুক্র 2 May] স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের [জন্ম: 1840] মৃত্যু হয়। স্বাধীনচেতা এই মানুষটি ব্রাহ্মবিবাহ করে গৃহচ্যুত হন, কিন্তু শ্বশুরান্নে প্রতিপালিত না হয়ে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলেন। প্রারম্ভিক অবস্থায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তিনি অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন, কিন্তু আত্মপ্রচারবিমুখ হওয়ায় ইতিহাসে তাঁর নাম পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ বিদেশে থাকার সময়ে কলকাতা থেকে তাঁকে কী অঙ্কের টাকা পাঠানো হত, তা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জানিয়েছি। ইংলণ্ডের ব্যয়ের তুলনায় আমেরিকার ব্যয় কম ছিল—এবারে ইংলণ্ডে আসার পর সেখানেও অল্পব্যয়ে থাকার চেষ্টা ছিল—মাসে সাধারণত ৬০০ টাকা করে পাঠানো হয়েছে। অপারেশনের ব্যয় মেটানোর জন্য ১০ আষাঢ় [24 Jun] অতিরিক্ত ৩০০ টাকা পাঠানো হয়, ৭ ভাদ্র [23 Aug] ১০০ পাউণ্ড বা ১৫০০ টাকা এবং ১০ ভাদ্র [26 Aug] ২৯৪ পাউণ্ড বা ৪৪১০ টাকা পাঠানো হয় সমস্ত খরচ মিটিয়ে দেশে ফেরার টিকিট ইত্যাদি কেনার জন্য।

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য য়ুরোপের কোনো শুষ্ক অঞ্চলে থাকার জন্য চিকিৎসকেরা রবীন্দ্রনাথকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু যাব-যাব করেও তাঁর যাওয়া হয়নি। পরিবর্তে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী কালীমোহন ঘোষ-সহ তাঁর সমুদ্রপাড়ির ব্যবস্থা করে য়ুরোপভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত জানা যায় শ্রীমতী মূডি ও শ্রীমতী সেমূরকে লেখা রথীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি থেকে; 8 Sep [২৩ ভাদ্র] Lucerne-এর Grand Hotel de l'Europe থেকে তিনি শ্রীমতী মূডিকে লেখেন: 'Protima was a little too tired & did not feel well, so we stayed in Paris for another day;...We had a heavenly day today. We left early this morning for the climb to Rigi... Day afer tomorrow we spend in Rome & then sail on the 11th from Naples.' 10 Sep তিনি রোমের Savoy Hotel থেকে লেখেন: 'We arrived here about an hour ago.' 11 sep [বৃহ ২৬ ভাদ্র] তাঁরা ভারতগামী 'সিটি অব্ লাহোর' জাহাজে ওঠেন।

পারিবারিক অশান্তির জন্য মাধুরীলতা ও শরৎকুমার চক্রবর্তী জোড়াসাঁকোর বাড়ি ত্যাগ করে এন্টালির কাছে ২৭/১ ডিহি শ্রীরামপুর রোডের ভাড়াবাড়িতে উঠে যান, সেকথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মানভঞ্জনের জন্য তিনটি চিঠি লেখেন *21 May [বুধ ৭ জ্যৈষ্ঠ] শরৎকুমারকে এবং *22 May ও *5 Jun [বৃহ ২২ জ্যৈষ্ঠ] মাধুরীলতাকে—কিন্তু কোনো ফল হয়নি। দেশে ফিরেও তিনি কোনো চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানা যায়নি।

বিদেশে যাওয়ার আগে কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথের উপর তিনি পারিবারিক, জমিদারি ও কালীগ্রাম কৃষি ব্যাঙ্কের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তাঁর শূন্য স্থানে নগেন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদেও নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নগেন্দ্রনাথ ক্ষমতার অপব্যবহার করছিলেন। আর্থিক অনিয়মও ঘটছিল। গত বছর ফাল্গুনে লেখা একটি তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সতর্ক করে লেখেন: 'তোমার ঋণের অঙ্ক আজও কমেনি শুনে আমি বড়ই দুঃখিত হয়েছি। আমি দীর্ঘকাল কেবলমাত্র ১৫০ টাকা মাসহারা পেতুম—তখন আমার পরিবার সংখ্যা তোমার চেয়ে বেশি ছিল—কিন্তু আমার ত বেশ চলে গিয়েছিল। জীবনযাত্রাকে জটিল ও ব্যয়সাধ্য করে লাভ কি? তুমি যা পাচ্চ তাতে ত তোমার দেনা হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। ...আমি দেখ্তে পাচ্চি তোমার জাল ক্রমে জটিল হয়ে পড়চে—কিন্তু এ জালের মূল বাইরে নয়। তোমার প্রকৃতির মধ্যে—সুতরাং বড় কঠিন। আমি এইসব ভেবেচিন্তেই মীরার জন্যে বিশেষ করে মাসে একশো টাকা করে জমাবার ব্যবস্থা করেছিলুম—কিন্তু দেখতে পাচ্চি তার সে টাকা থাক্‌চে না—এবং থাকবে বলে বোধ হয় না।'[২৩৪] এই সুর ক্রমাগতই কঠিন হয়েছে। বর্তমান বৎসরে 29 Apr [১৬ বৈশাখ] তাঁকে লেখেন: 'একথা তোমাকে মনে রাখতে হবে, জমিদারী বল ব্যাঙ্ক বল আমাদের একলার নয়, অন্যের কাছে এর জবাবদিহি আছে। সে কথা ভুল্‌লেই মুষ্কিলে পড়তে হবে এবং ভোলা অন্যায়। আমার পিতা বর্ত্তমানে আমি যখন জমিদারীর কাজ করতুম, তখন প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারেও আমাকে হুকুম নিতে হত, মান্‌তে হত এবং মাঝে মাঝে ভর্ৎসনাও সহ্য করতে হত। কাজের নিয়মই তাই। ...তুমি যদি একমাত্র ব্যাঙ্কের কাজে সমস্ত মন দাও, তার আদ্যোপান্ত সমস্ত তন্নতন্ন করে দেখে উন্নতি করতে পার তাহলে তাতে তোমারও উন্নতির সম্পূর্ণ আশা আছে একথা জোর করে বল্‌তে পারি। তোমাকে আমরা কথা দিতে পারি আমরা ব্যাঙ্ক থেকে কোনো টাকা তুলব না, যদি তুলি তার রীতিমত সুদ দেব [এই প্রতিশ্রুতি পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের জন্য রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করতে পারেননি]। ...কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হবে—অর্থাৎ তুমি আপন

ইচ্ছা ও আবশ্যক মত ব্যাঙ্ক থেকে কোনো টাকা ধার নিতে পারবে না—বিশেষভাবে মঞ্জুরি হুকুম না নিয়ে কোনো অতিরিক্ত খরচ করতে পারবে না'।[২৩৫] শেষের বাক্যগুলি লেখার বিশেষ কারণ ছিল। রাঁচিতে নগেন্দ্রনাথের জমি কেনার কথা আমরা ১৩১৮ বঙ্গাব্দের প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১-এ উল্লেখ করেছি। এরূপ আরও খরচের কথা অন্যান্য চিঠিতেও আছে, বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় ৪ মাঘ ১৩২১ [18 Jan 1915] তারিখের চিঠিতে: 'দেখচি আমাদের যে বিপুল হাওলাৎ আছে তার মধ্যে তোমার ১০০৯৯ ০। ব্যাঙ্কে যখন কাজ করতে তখন ব্যাঙ্ক থেকে নিয়েছ ৫৮০৪ এবং এষ্টেট হতে ২২০২। এ ছাড়া আমার তহবিল থেকে ১০৯৩ ০ ও বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে ১০০০ টাকা নিয়েছ। এর কোনোটার সুদও দাওনি শোধও দাওনি। এ সমস্তই আমার ঘাড়ে পড়েছে। জ্ঞানের জন্য নিয়েছ ৫০৩৬ এরই মধ্যে ১০০০ বিদ্যালয়ের—রাঁচির জমি কিন্‌তে ১১০০ বরিশালের বাড়ি করতে ১০৬০। বাকি প্রায় তিন হাজার কি জন্যে তার কোনো নিদর্শন পাওয়া গেল না। ... বোধ হচ্চে তোমার এই দশ হাজার টাকার অধিকাংশই কাউকে না বলেই নেওয়া—এবং আমরা তখন অনুপস্থিত ছিলুম। সুরেনও বোধ হয় সম্পূর্ণ জানত না—অন্তত যখন জান্‌তে পারলে তখন কাজ হয়ে গেছে এবং তখন তোমাকে কোন দায়িত্বের পদে রাখা তার পক্ষে সম্ভবপর হল না।'[২৩৬] এইসব ঘটনা সত্ত্বেও তাঁদের সম্পর্ক কয়েকবছর জোড়াতালি দিয়ে টিকে ছিল—পরে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়।

লণ্ডনে থাকতে রবীন্দ্রনাথ ৮০০০ টাকার হ্যাণ্ডনোটে নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের কাছ থেকে সুরুলের বাগান ও বাড়ি ক্রয় করেছিলেন। এর স্বত্ব নিয়ে কিছু গোলমাল দেখা দিলে 9 Jun 1913 [২৬ জ্যৈষ্ঠ] নরেন্দ্রপ্রসন্ন লেখেন:

> শুরুলের বাড়ীর deed পাওয়া গেল না। তার উপর, আর এক বাধা ঠেকেছে। আমরা চার ভাই মধ্যে আপোষে সব ভাগ করিয়া লই, দলিল আদি কিছুই লেখা পড়া নাই। বোধহয় তাই আপনার attorney লেখাপড়া legal ব'লে মঞ্জুর করেন নাই। এক্ষেত্রে বাড়ীটা বিক্রী legal হবে না এখন বুঝিতেছি। আমার ইচ্ছা আপনি এখন বাড়ীটা কাজে লাগান। কেনাবেচার কথাটা cancel করা যাউক। ···যদি আপনার এতে মত হয়, তবে লিখিলেই Hand noteটা ফিরে দিব ও আপনিও আমাদের পর্চ্চাটা ফিরে দিবেন।[২৩৬]

সম্ভবত সমস্যাটির কোনো সমাধান হয়েছিল। ৫ কার্তিক [22 Oct] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে হিসাব দেখা যায়: 'ব° Major N.P. Sinha দং উহাঁর ৮০০০ টাকার সুদ শতকরা বার্ষিক ৬ টাকার হিসাবে ১৯১৩ সালের জানুয়ারি হইতে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসের সুদ শোধ ৪০ হিসাবে ৪০০'। এর অনতিকাল পরে ২৯ অগ্র [15 Dec] হিসাব দেখা যায়: 'ব° নেহাজদ্দিন মিস্ত্রী দং "সুরুলের" বাটী মেরামত হিসাবে ৪০০'। এই কাজ পরের বৎসরও চলে। মোটামুটি বাড়িটি বাসযোগ্য করে ১ বৈশাখ ১৩২১ [মঙ্গল 14 Apr 1914] ধুমধাম করে রথীন্দ্রনাথের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ৯ ভাদ্র ১৩২১ [26 Aug 1914] তারিখের হিসাবে দেখি: 'ব° বাবু খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দং সুরুলের বাটীর মূল্য শোধ ৮০০০'।

দেশে ফিরেই রথীন্দ্রনাথ একটি মোটরগাড়ি কেনেন। এর ফলে তাঁর ও পরিবারের সুবিধা হলেও জীবনীকারের কিছু অসুবিধা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতেন, তখন তার হিসাব ক্যাশবহিতে লেখা হত এবং সেগুলি থেকে তাঁর গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহ করা যেত—মোটরগাড়ি কেনার ফলে সেই সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। ২৫ মাঘ [শনি 7 Feb] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লেখেন: 'আজ রাঁচি এলুম প্রতিভা ও প্রতিমা আমার সঙ্গে—রথী নগেন দুজন বন্ধু নিয়ে মোটরে করে কলকাতা থেকে সন্ধার [য] সময় এল'; ৩০ মাঘ [বৃহ 12 Feb] লেখেন: 'আজ

রথী & party মোটরে করে চলে গেল।' ডায়ারির এই তথ্যটি রোটেনস্টাইনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি খণ্ডিত চিঠির তারিখ অনুমানে সাহায্য করতে পারে: 'Rathi has been speeding across wild regions, making it impossible for me to guess his whereabouts. Pratima is in Ranchi and our Calcutta house is deserted.'[২৩৭]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচ ছাপানোর ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি হয়। রোটেনস্টাইন স্কেচগুলি পেয়ে বিখ্যাত টাইপোগ্রাফার Emery Walker [1851-1933]কে সেগুলি থেকে প্লেট তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কাজটি সম্পন্ন হতে দীর্ঘ সময় লাগে। 3 Mar 1914 [১৯ ফাল্গুন] প্রুফ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ পোস্টকার্ডে রোটেনস্টাইনকে সম্বোধনহীন প্রাপ্তিসংবাদ জানান: 'Just got the proofs of my brother's drawings. They are very well done. I am sending them to my brother./R.T.'[২৩৮] 'শুক্রবার' [? ২২ ফাল্গুন: 6 Mar] জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখেন: 'যদি প্রুফগুলি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে এই মেলেই রোটেনস্টাইনকে সে কথা জানাবেন। ···রথী বলছিল এবার আমার যে ছবি তুলেছেন সেটা ভাল হয়েছে—রোটেনস্টাইন আপনার হাতে আঁকা আমার একখানি ছবি চান সেটা আপনি তাঁকে পাঠাতে পারেন তাহলে ওটাও বইয়ের মধ্যে নিবিষ্ট করে দিতে পারেন।'[২৩৯] রবীন্দ্রনাথ এখানে যে ছবির কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি সম্ভবত 30 Jan [১৭ মাঘ] 'ঝাউতলা/প্রিয়দের/বাড়ি'তে আঁকা স্কেচ [দ্র *Imperfect Encounter*/193]। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 9 Mar [২৫ ফাল্গুন] ডায়ারিতে লেখেন: 'বিলেত থেকে আমার আঁকা কতকগুল ছবি ছেপে এসেছে—রবি পাঠিয়েছেন।' কিন্তু রোটেনস্টাইনের ভূমিকা-সহ *Twenty-Five Collotypes from the Original Drawings of Jyotirindranath Tagore* [1914] গ্রন্থটি মুদ্রিত প্রকাশ-সাল অনুযায়ী প্রকাশিত হয়নি—প্রকাশিত হয় 1915-এর শেষদিকে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

গত বৎসরের শেষ দিকে নববিধান সমাজের অন্যতম স্তম্ভ বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু হয় [৩০ চৈত্র ১৩১৯: 12 Apr 1913]। বর্তমান বৎসরের সূচনাতেই আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ট্রাস্টী জানকীনাথ ঘোষালের মৃত্যু হল ১৯ বৈশাখ [2 May] তারিখে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেও একটি মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে হল ৩১ জৈষ্ঠ [14 Jun] রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে।

বৈশাখ থেকে সুরেন্দ্রনাথের স্থানে ক্ষিতীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতর সম্পাদকই থাকেন।

নগেন্দ্রনাথ গত বৎসর তত্ত্ববোধিনী সভা নিয়ে যে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, বর্তমান বৎসরে ২৫ শ্রাবণ [রবি 10 Aug] অধ্যক্ষ সভার একটি বৈঠক এবং কার্তিক-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-র পরিশিষ্টে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি তিন ভাগে বিবৃত বাজেট-জাতীয় ১২ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন ভিন্ন তার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। বরং ১ ফাল্গুন [13 Feb] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্যাশবহির একটি হিসাবে দেখা যায়: 'বঃ বাবু নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দং উঁহার তত্ত্ববোধিনী সভার জন্য দেনা হওয়ায় সাহায্য ১০্'।

১৩১৮ বঙ্গাব্দ [১৮৩৩ শক] থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদক হয়ে পত্রিকাটি চালাচ্ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তীর সাহায্যে। ১৩১৯-এ তিনি বিদেশে যাওয়ায় দায়িত্ব পড়েছিল অজিতকুমারের উপর। বিদেশ থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার দায়িত্ব ত্যাগ করতে চাইলে সত্যেন্দ্রনাথ রাঁচি থেকে 26 Nov [১০ অগ্র] অজিতকুমারকে লেখেন:

ক্ষিতি আমাকে লিখেছেন যে রবি পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন—তা যদি হয় তাহলে কিন্তু পত্রিকার সমূহ ক্ষতি হবে—আমার মনে হয় এখন তিনি এর হাল ধরে না থাকলে পত্রিকা চালানো দায় হবে, ওরকম কাগজের লেখক পাওয়া দুঃসাধ্য। রবির নিজের বিশেষ কিছু বড় প্রবন্ধ লেখবার আবশ্যক নেই—একটা কোন ছোটখাট বিষয়—ধর্ম্মসম্বন্ধীয়—উপাসনা (devotional)—সামাজিক—যা হয় মাসে একটা করে দিলে ভাল হয়—তাও যদি না হয় নিদেন তাঁর নাম সম্পাদকের জায়গায় থাকা চাই—তাঁর তত্ত্বাবধান আবশ্যক—নহিলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অচল হবে।

আমি যতদূর বুঝছি তুমি এর থেকে বিযুক্ত না হলে রবি চালাতে একরকম সাহস পান। তুমি এ ভার কি নিতান্তই গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক...যদি আর্থিক কারণ থাকে তাহলে তার প্রতিবিধানে আমি চেষ্টা করতে পারি। অবিশ্যি মাসিক ১৫ টাকা সম্পাদকের পারিতোষিক কিছুই নয়—কত টাকা হলে তোমার ঠিক পোষায় আমাকে জানিয়ো। তুমি আর বোলপুরের অধ্যাপক, ছাত্রদের মধ্যে এই কাজ হাতে না নিলে আমার ত মনে হয় পত্রিকা বন্ধ করা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকবে না। তোমার গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় আমাকে লিখলে আমি পরে কি কর্ত্তব্য স্থির করতে পারি।

অজিতকুমারের পারিশ্রমিক ১৫ টাকা বাড়িয়ে দিয়ে ও রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে আরও এক বছর সম্পাদকের পদে রাখা গিয়েছিল—১৩২২ বঙ্গাব্দ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব নেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে রেভারেণ্ড অ্যাণ্ডরুজের ঘনিষ্ঠতার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। *Gitanjali* উপহার দিয়ে তিনি লর্ড ও লেডি হার্ডিঞ্জকে রবীন্দ্রনাথকে সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুলেছিলেন। এরই সূত্রে সিমলায় বড়োলাটের গ্রীষ্মাবাসে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অ্যাণ্ডরুজের লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠের আয়োজন হয়। অনেকেই ঘটনাটিকে জাতীয় গৌরব বলে অনুভব করেছিলেন। *The Bengalee* [24 May] সম্পাদকীয় টীকায় লেখে: 'The whole of India has received the news with a chorus of approval, that H.E. the Viceroy, Lord Hardinge, has invited the Rev. C.F. Andrews of Delhi to deliver a lecture at Viceregal Lodge, Simla, on Monday, May 26th on the Bengali poet and musician Rabindranath Tagore.' পত্রিকাটির 28 May-সংখ্যায় প্রবন্ধটির দীর্ঘ সারসংক্ষেপ মুদ্রিত করে লেখা হয়: 'The Viceroy closed the speech and paid a great tribute to Rabindranath and described him as the "Poet Laureate of Asia".' অন্যান্য পত্রিকাতেও অনুরূপ সংক্ষিপ্তসার ও বিবরণ মুদ্রিত হয়। পরে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি মডার্ন রিভিয়ু-র দুটি সংখ্যায় [June-July 1913] প্রকাশিত হয়। উক্ত বক্তৃতার ঠিক সাত মাস পরে 26 Dec কলকাতার গবর্নর হাউসে লর্ড হার্ডিঞ্জ রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেন—তখন তিনি 'নোবেল লরিয়েট'।

আশুতোষ চৌধুরী হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন 5 Feb 1912 [২২ মাঘ ১৩১৮] তারিখে। কিন্তু তখন তিনি অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। স্যার রিচার্ড হ্যারিংটনের শূন্যস্থানে তাঁকে স্থায়ীভাবে নিয়োগের সংবাদ দিয়ে 28 Oct [১১ কার্তিক] অমৃতবাজার পত্রিকা লেখে: 'The Simla clique

did its best to set aside the recommendation of High Court and the Government of Bengal for his confirmation. ...Fortunately Lord Carmichael was at Simla.'

Mar 1911-এ এন. সুব্বা রাও কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রচলিত সিভিল সার্ভিসের দোষত্রুটি নির্ধারণ করে সংস্কার করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করলে সরকারী বিরোধিতায় তা গৃহীত হয়নি। কিন্তু পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেই Sep 1912-এ Lord Islington [1866-1936]-এর সভাপতিত্বে এই কাজের জন্য Royal Commission on the Public Services in India গঠিত হয়। এই কমিশনের সদস্য হয়েই শ্রমিকদলের জে. র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড এবং *Indian Unrest* গ্রন্থের কুখ্যাত লেখক ভ্যালেন্টাইন চিরোল ভারতে আসেন। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ও রোটেনস্টাইনের বন্ধু Herbert Fisher [1865-1940]ও কমিশনের সদস্য ছিলেন; ইনি অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথকে দেখে ও তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন—কিন্তু ভারতে তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কিনা জানা নেই। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সস্ত্রীক 1909-এ ভারতে এসে রবীন্দ্রনাথের অনেক বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত ও রবীন্দ্রসংগীত শুনে মুগ্ধ হন—তাঁর *The Awakening of India* গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে আমরা তাঁর মনোভাবের পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। এবারে 31 Oct [১৪ কার্তিক] তিনি যখন বোম্বাইতে পদার্পণ করলেন, তখন ইংরেজদের কাছে রবীন্দ্রনাথ একটি পরিচিত নাম—আর কয়েকদিন পরেই তা বিশ্বখ্যাত হয়ে যায়—তাই 9 Dec দিল্লি থেকে কমিশন যখন কলকাতায় রওনা হয়, 10 Dec [বুধ ২৪ অগ্র] ট্রেনটি বর্ধমানে পৌঁছতেই তিনি সেখানে নেমে বোলপুরগামী ট্রেনে উঠে বসেন রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-বিদ্যালয় নিজের চোখে দেখার জন্য। রয়্যাল কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা। প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি জানার জন্য তিনি হরিদ্বারে গুরুকুল বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনে যাওয়ার উদ্দেশ্যও ছিল তাই। এখানকার অভিজ্ঞতা তিনি 'Mr. Rabindranath Tagore's School./The "Asram" of the Great Bengali Poet' *[The Daily Chronicle,* 12 Jan 1914/6][২৪০] প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন, যার শুরুতেই লিখেছেন: 'The reaction against what is absurdly called the "British tone" in Indian education is receiving the support of some of the best minds in India today'—কী দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন এর থেকেই তা ধরা পড়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষী সরকার ভারতীয়দের উপর যে অন্যায় আচরণ ও শোষণ করছিল, গান্ধীজি বহুদিন ধরেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন—এব্যাপারে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 1912-এ গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে এসে সারা ভারতে আন্দোলনকারীদের পক্ষে জনমত ও অর্থসংগ্রহ করেন। এইসময়ে গোখলের সঙ্গে অ্যাণ্ডরুজের যোগ স্থাপিত হয়। গান্ধীজির আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য গোখলেই তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে বলেন। তিনি ও পিয়র্সন দুজনে তখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু দুজনেই দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য। 2 Dec [মঙ্গল ১৬ অগ্র] সন্ধ্যায় মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জন্য বিশেষ উপাসনা করে পরদিন ভোরে তাঁদের নিয়ে কলকাতা রওনা হন। এইদিনই [3 Dec] অপরাহ্নে টাউন হলে বর্দ্ধমানের রাজার সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা হয় 'to consider the position of the British Indians in South Africa and to take such measure as may be deemed necessary'—রবীন্দ্রনাথ এই সভার অন্যতম আহ্বায়ক ছিলেন।

5 Dec [শুক্র ১৯ অগ্র] ভোরে জেটিতে এসে রবীন্দ্রনাথ অ্যাণ্ডরুজ ও পিয়র্সনকে জাহাজে তুলে দেন। 1 Jan 1914 [বৃহ ১৭ পৌষ] তাঁরা ডারবানে পৌঁছন। জাহাজ থেকে নেমে গান্ধীজির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই অ্যাণ্ডরুজ প্রকাশ্যে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করেন। এর ফলে সেখানকার শ্বেতাঙ্গ মহলে আলোড়ন উপস্থিত হয়। অবশ্য মানবদরদী ইংরেজ ও ভারতীয়দের উপর এর প্রতিক্রিয়া তাঁদের কাজ সহজ করে দিয়েছিল। পিয়র্সন নীরব কর্মী ছিলেন, তিনি নাটালের আখের খেতে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ আরম্ভ করেন। অ্যাণ্ডরুজ গান্ধীজির সঙ্গী হয়ে জেনারেল স্মাট্‌সের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। শেষপর্যন্ত জেনারেল স্মাট্‌সের সঙ্গে গান্ধীজির যে চুক্তি সম্পন্ন হতে পেরেছিল, তার পিছনে অ্যাণ্ডরুজের অবদান অনেকখানি।

এরই মধ্যে অ্যাণ্ডরুজের মাতৃবিয়োগ ঘটে 9 Jan [২৫ পৌষ], কিন্তু খবর পেয়েও কাজ শেষ না করে তাঁর যাওয়া হয়নি। তিনি কেপটাউন থেকে ইংলণ্ড যাত্রা করেন 21 Feb [৯ ফাল্গুন]। অ্যাণ্ডরুজকে বিদায় দিয়ে পিয়র্সন ভারতে ফিরে আসেন।

২৩ শ্রাবণ [8 Aug] তারিখে এক ভয়ঙ্কর বন্যায় বর্ধমান জেলার এক বৃহদংশ প্লাবিত হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে প্রথমে পিয়র্সন ও পরে অ্যাণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনে এসে এখানকার জীবনযাত্রা ও শিক্ষাপদ্ধতি দেখে মুগ্ধ হন। পিয়র্সনের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধন ছিল না, তাই তিনি সহজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে, তিনি এই বিদ্যালয়ের কাজে আত্মোৎসর্গ করবেন। বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে অজিতকুমারকে তিনি উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে চাঁদিপুরে নিয়ে যান। সেখানে অজিতকুমার কবীরের দোঁহা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ও পিয়র্সন সংশোধনান্তর সেগুলি নিজে হাতে কপি করে লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। অজিতকুমার আশ্রমে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত করেন, অ্যাণ্ডরুজও 1 Jan 1914-এর মধ্যে বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য তাঁকে প্রস্তুতি নিতে বলেন। এই কথা জানিয়ে পিয়র্সন 16 Jul [৩২ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: ‘I am only waiting for your approval. The prospect of beginning my work there as soon as January fills me with happiness for I feel that the garden at শান্তিনিকেতন shelters an ideal which is very dear to my heart and however unworthy I am to serve at the shrine of that ideal, I, at any rate, take these two offerings—my love and my own need.’ এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 6 Aug [২১ শ্রাবণ] তাঁকে লেখেন: ‘এ প্রস্তাবে আমার সম্মতির অপেক্ষা রাখিবেন না। যিনি আপনার হৃদয়ে এই শুভ ইচ্ছা প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার সম্মতির উপরে আমি কি কথা কহিতে পারি? আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে আপনাকে আমরা পাইব এবং আপনার সঙ্গে একাসনে বসিতে পারিব ইহাতে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি।’[২৪১] কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা-যাত্রায় অ্যাণ্ডরুজের সঙ্গী হওয়ায় পিয়র্সনের উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হয়নি। ফিরে আসার পর দিল্লিতে তাঁর নিয়োগকর্তা লালা মুনশিরাম তাঁকে ছাড়তে চাননি, কিন্তু পিয়র্সন তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষকতার কাজ ছেড়ে 28 Mar [শনি ১৪ চৈত্র] শান্তিনিকেতনে আসেন। 27

Mar রবীন্দ্রনাথ টমসনকে লেখেন: 'Pearson is expected here tomorrow' এবং 29 Mar আনন্দের সঙ্গে রোটেনস্টাইনকে লিখেছেন: 'Pearson is with us He has joined me in my school work at a great sacrifice. His service will be very valuable to us no doubt, but his beautiful nature is something which is beyond all calculations of benefits.'[২৪২] অবশ্য তত্ত্ববোধিনী [জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৬ শক। ৪২]-তে প্রদত্ত তারিখটি ভিন্ন: 'তিনি বিগত ১৭ই চৈত্র দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় বৈদিক প্রথানুসারে তাঁহাকে যথাযথ ভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।'

অ্যাণ্ডরুজের ব্যাপারটি এত সহজ ছিল না। তিনি কেম্‌ব্রিজ ব্রাদারহুডের সদস্য হিসেবে দিল্লির সেণ্ট স্টিফেন্‌স্ কলেজে যোগ দিয়ে উপাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন—ধর্মযাজকত্ব পুরোপুরি ত্যাগ করার মানসিক প্রস্তুতিও তিনি নিতে পারেননি। তাই 15 May [১ জ্যৈষ্ঠ] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন: 'I shall of course go down to Bolpur, in time, if possible before the beginning of the new term and stay there till Puja holidays.' তাঁর আসতে একটু দেরি হয়; জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-সংখ্যা বাগান-এ লিখিত হয়: 'আপনারা জানেন যে Rev. C.F. Andrews মহাশয় ৬ই জুলাই এখানে আসিবেন কিন্তু কোন কারণে তাঁহার এখানে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে।' তবে পিয়র্সনের পূর্বোদ্ধৃত 16 Jul-এর পত্র থেকে আমরা জানতে পারি, তার কয়েকদিন আগে তিনি শান্তিনিকেতনে পৌঁছে গেছেন। তাঁর অবস্থান-কাল সম্পর্কে 'আশ্রম-কথা'য় লেখা হয়:

> গ্রীষ্মের ছুটির কিছুকাল পর হইতে দিল্লীকলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড সি. এফ. এনড্রুজ সাহেব প্রায় দেড় মাস কাল আশ্রমে অবস্থান করেন। অধ্যাপকগণের নিকটে তিনি শিক্ষাতত্ত্ব ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে চারটি মনোজ্ঞ ও সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে বালকদিগকেও কয়েকটি উপদেশ দেন। এনড্রুজ সাহেব দুইদিন বালকদিগকে শেক্সপীয়রের নাট্য হইতে দুইটি অংশ অভিনয় করিয়া শুনাইয়াছিলেন—ছাত্রগণ তাহাতে যথেষ্ট আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। আশ্রম হইতে বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বে কয়েকদিন ধরিয়া বয়স্ক ও উচ্চশ্রেণীর বালকগণকে লইয়া তিনি ইংরেজী সাহিত্যের এক ক্লাস খুলিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস ও ভাব সম্পদের কথা নিতান্ত সহজভাবে ও সরল ভাষায় এনড্রুজ সাহেব প্রত্যহ ছাত্রগণের নিকট গল্প করিয়া শুনাইতেছিলেন।[২৪৩]

শুধু এঁরাই নন, অনেক শিক্ষাবিদ্ ইংরেজের দৃষ্টি তখন আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল—বিশপ স্কুলের অধ্যাপক মিঃ মিলবার্ন, সি. এম. এস্-এর অধ্যাপক মিঃ বারোজ, স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক মিঃ ওয়াটসন, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ গ্রিফিথ্‌স্, বর্ধমান বিভাগের বিদ্যালয়-পরিদর্শক মিঃ স্টার্ক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে যান।[২৪৪] এইসব খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দকে লেখেন: 'আমাদের বিদ্যালয় দেখবার জন্যে ইংরেজ অতিথির ভিড় হচ্চে কিন্তু তাঁরা দেখবার চেষ্টা করলেও ত দেখ্‌তে পাবেন না। তাঁরা যে এণ্ট্রেন্স স্কুল দেখবার চোখ নিয়ে আসবেন, কিন্তু আমাদের এ ত স্কুল নয়। আশ্রমের ধারণা তাঁদের মনের মধ্যে নেই।'[২৪৫] হয়তো কোনো সরকারী সাহায্যের আশ্বাস তাঁরা দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেকথা জেনে নার্সিং হোম থেকে 8/9 Jul অজিতকুমারকে লেখেন: 'না, আমাদের গেরুয়া-পরা আশ্রমতাপসীকে রাজদরবারে টানাটানি করা চলবে না। ও গরীব—যিনি কাঙালের প্রভু তারই দরজায় ওঁকে বসে থাকতে দাও। রাজসম্মানে ওকে উপহসিত কোরো না।'[২৪৬]

পিয়র্সন বা অ্যাণ্ডরুজ বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেবার আগে আর-একজন ইংরেজ এখানে কর্মভার গ্রহণ করেন—তিনি হলেন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার ক্যাপটেন J.W. Petavel। বিদ্যালয়ে একটি টেকনিক্যাল বিভাগ খোলার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি মনে পোষণ করেছেন, যন্ত্রপাতি কেনার জন্য টাকা

1902-তেই তিনি বিলেতে জগদীশচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু তাঁর বাসনা পূর্ণ হয়নি। এবারে লণ্ডনে থাকার সময়ে পেটাভেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়—তিনি এই পরিকল্পনার কথা জেনে বিদ্যালয়ে যোগ দেবার জন্য উৎসাহিত হন। পেটাভেল খামখেয়ালি মানুষ ছিলেন, তাঁর মাথায় অদ্ভুত ধরনের ভাবনা ঘুরে বেড়াত। সেই কারণেই অনেকে চিন্তিত ছিলেন। রোটেনস্টাইনের অনুসন্ধানের উত্তরে Edward Carpenter 9 Oct তাঁকে লেখেন: 'Tagore (whom I met in London) is somewhat dreamy perhaps in his good nature, and may have encouraged Petavel more than really advisable./I used to see a good deal of Petavel when he was living at Sheffields—and we used to laugh a little I fear at his "wildest" schemes! No doubt he has become more continuous & reliable with added experience, but whether he is really likely or fitted to carry out any practical programme I cannot say. ...Of his good intentions no one could have any doubt—but that is another matter.'[২৪৭] রোটেনস্টাইন নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে একথা জানিয়েছিলেন—কিন্তু তিনিও একদিক দিয়ে পেটাভেলরই সগোত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁর আমন্ত্রণ ফিরিয়ে নেননি; বরং উচ্ছ্বসিত ভাষায় জগদানন্দকে লিখেছেন: 'এদের যত দেখি আমার বিস্ময় বোধ হয়। এমন অখ্যাতনামা কত লোকে যে এখানে আইডিয়ালের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে তার আর সীমা নেই। বিদেশে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় বিদেশী ছেলেদের মধ্যে বাস ক'রে সেখানকার স্বজাতীয়দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাক্‌বার সমস্ত অসুবিধা যে কতখানি তা আমি পেটাভেলকে বারবার বলেছি কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করবার জো নেই। এঁদের অন্তরের মধ্যে প্রেরণার শক্তি যে কত বড়ো তা বিচার করে দেখলে ভক্তিতে মন নত হয়ে পড়ে।'[২৪৮] ২৯ পৌষ [13 Jan] 'Petavel সাহেবের নিকট চিঠির কাগজ ও লেফাফা বুক পোষ্টে পাঠান'র হিসাব থেকে মনে হয়, এর আগেই তিনি কাজে যোগ দেন। 9 Feb রবীন্দ্রনাথ অ্যাণ্ডরুজকে লেখেন: 'Poor Petavel had been waiting for his opportunity which never came to him—and at last I had not the heart to refuse him to come to Bolpur. Our executive committee is trying to make him and his wife useful and have found them eminently manageable.'[২৪৯] কিন্তু টেকনিক্যাল বিভাগ চালাবার মতো কোনো উপকরণ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিতে পারেননি, কিছুদিন সস্ত্রীক বিদ্যালয়ে ইংরেজি শেখানোর পর তিনি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্যে পলিটেকনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়। ইংরেজির অধ্যাপক কিশোরীমোহন জোয়াদ্দার বিদ্যালয় ত্যাগ করলে তাঁর স্থানে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নিযুক্ত হন—অ্যাণ্ডরুজ 28 Jul রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'I have got to know the new teacher Satish Chandra Gupta. He seems quite a good man on first appearance.' কিন্তু তিনিও মাসকয়েক পরে কর্মত্যাগ করলে তাঁর জায়গায় সুরেন্দ্রনাথ সেন নিয়োজিত হন। দিনেন্দ্রনাথ অসুস্থতার জন্য গতবৎসর বিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন, তিনি আবার ইংরেজি ও সংগীত শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংস্কৃত-শিক্ষক সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপনার সঙ্গে উদ্যানাদি রচনা কার্যে নিজেকে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁর বিদায়গ্রহণে সকলেই দুঃখিত হন। পদটি কিছুদিন শূন্য থাকার পর রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইংরেজির অন্যতর অধ্যাপক শচীন্দ্রমোহন বসু কয়েকমাস কর্মান্তরে থেকে আবার ফিরে আসেন। চিকিৎসক রমণীকান্ত ভট্টাচার্য অবসর নিলে বিনোদবিহারী

রায় তাঁর স্থানে নিযুক্ত হন। হাসপাতালের সেবক অন্নদাচরণ বর্ধন ধনাধ্যক্ষ শরৎকুমার রায়ের সহকারী নিযুক্ত হলে শিশুবিভাগ থেকে রমণীরঞ্জন রায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কালীমোহন ঘোষ বিলেত থেকে ফিরে শিশুবিভাগের ভার নেন। 'কার্য্যবিবরণী'তে লিখিত হয়েছে: 'বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরে বালকগণকে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ ৩০ কার্তিক [16 Nov] অসিতকুমারের পিতা সুকুমার হালদারকে লেখেন: 'অসিতকে যদি বোলপুরে পাঠিয়ে দাও তাহলে আমি ত খুসি হইই এবং তারও যাতে কিছু উপকার হয় সে পক্ষে যত্নের ত্রুটি হবে না।'[২৫০] অসিতকুমার নিজে লিখেছেন যে, তিনি 1911-এ শান্তিনিকেতনে চিত্রশিক্ষার কাজে যোগ দেন।[২৫১] কিন্তু তথ্যটি সঠিক বলে আমাদের মনে হয় না, তিনি সম্ভবত 1914-এর গোড়ায় এই পদে যোগ দেন।

৮ পৌষ [23 Dec] বার্ষিক সভায় সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় ১৩১৯-২০ বঙ্গাব্দের যে 'কার্য্যবিবরণী' পাঠ করেন [দ্র তত্ত্ব, মাঘ। ২১১-১৫], তার থেকেই উল্লিখিত তথ্যগুলি সংগৃহীত। এতে আরও জানানো হয়:

গত বৎসরে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৮৯ এবং অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীর [সংখ্যা] ২৫ [?] ছিল। পূজার ছুটির পর হইতে প্রতি ছাত্রের বেতন মাসিক কুড়ি টাকা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল পুরাতন ছাত্রের অভিভাবক মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে বেতন দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে উক্ত হারে বেতন লওয়া হয় নাই। উক্ত ১৮৯ জন ছাত্রের মধ্যে ২১ জন সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ছাত্রবেতন হইতে আশ্রমের আয় মাসিক ৩১০০৲ টাকা মাত্র। সকলে পূর্ণ-বেতন দিলে আয় ৩৭৮০৲ টাকা হইয়া দাঁড়ায়। ...গত কার্ত্তিক মাসে আশ্রমের বৃত্তিভুক্ সেবকগণের তালিকায় ৭২টি নাম লিপিবদ্ধ দেখা গিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৫ জন অধ্যাপক ও কর্ম্মচারী আছেন, অবশিষ্ট ৪৭ জন পাচক-ব্রাহ্মণ, ভৃত্য, মালী, ধোবা, নাপিত ইত্যাদি।

এর ফলেই রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিকালে বিদ্যালয়ের অর্থসংকট তীব্র হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শী রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'আমাদের মনে আছে বোলপুর বাজারে ধারে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, বাজার-দেনা প্রায় ১৮০০ টাকা'; তিনি টীকায় লিখেছেন: 'বোলপুরের লটকোনায় দোকান হইতে সওদা আনিবার জন্য গোরুর গাড়ি গেলে উহাকে ফিরাইয়া দেয়। দোকানের মালিক উকিল নিত্যগোপাল বাবু। তিনি দ্বিপেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু; তাই শেষকালে তাঁহারই মধ্যস্থতায় মালপত্র আসে।'[২৫২] এই সংবাদ পেয়েই রবীন্দ্রনাথ গতবৎসর আরবানায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন ও আমেরিকায় গ্রন্থ প্রকাশের কথা ভাবতে থাকেন। লণ্ডনে এসে তিনি এই সমস্যার সমাধান করেন। Jun 1913-এর শেষদিকে তিনি অজিতকুমারকে লেখেন: 'এখানে বক্তৃতা দিয়ে আমি ৯০ পাউণ্ড পেয়েছি ম্যাকমিলানরা বইয়ের হিসাবে আগাম ৩০ পাউণ্ড দিয়েছে—এদিক ওদিক থেকে ছোটখাট বক্তৃতায় আরো ১০ পাউণ্ড পেয়েছি। দশ পাউণ্ড কালীমোহনকে দিয়েছি কেন না বিদ্যালয়ে থেকে অনেকদিন সে কিছু পায় নি। অতএব ১২০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৮০০ টাকা তোমাদের দেবার জন্যে সুরেনকে বলে দিলুম।'[২৫৩] মাসখানেক পরে জগদানন্দকে লেখেন: 'সুরেনের সঙ্গে নিশ্চয় এতদিনে দেখাসাক্ষাৎ এবং আলোচনা হয়ে গেছে। যত শীঘ্র পার তোমাদের নিত্যগোপালবাবুকে অনিত্যগোপাল করতে হবে। ...আমার বোধহয় আগামী জানুয়ারিতে এই সমস্ত দেনা শুধে দেবার একটা উপায় হবে। ইতিমধ্যে আমার গোটা দুই তিন বই বেরবে তার থেকেও কিছু আগাম পাওয়া যাবে।'[২৫৪] রয়্যালটি ও নোবেল প্রাইজের টাকার সুদে এই অর্থকৃচ্ছ্রতার সাময়িক অবসান ঘটে।

১৫ মাঘ [1 Dec] অধ্যাপকসমিতির অধিবেশনে জগদানন্দ রায় সর্বাধ্যক্ষ, ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায় ও শরৎকুমার রায় যথাক্রমে আদ্য, মধ্য ও শিশু বিভাগের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন, অজিতকুমার চক্রবর্তী হন বিনোদন-পরিচালক। দিনেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে গান শেখাতেন অজিতকুমার, তিনি ফিরে এলে তাঁকে

'সঙ্গীতাচার্য্য' নিযুক্ত করা হয়। তত্ত্ববোধিনী-র চৈত্র-সংখ্যায় মুদ্রিত 'আশ্রম সংবাদ' থেকে জানা যায়: 'দুইজন পাঞ্জাবী গায়ক আশ্রমে সঙ্গীতশিক্ষা দিবার নিমিত্ত সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রত্যহ প্রভাতে ও বৈকালে দুইবার করিয়া বালকেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে।'

এই বৎসর গ্রীষ্মাবকাশ কবে শুরু ও শেষ হয় জানা যায়নি। ছুটির পূর্বে 'বিসর্জন' নাটকটি অভিনীত হয়। পূজাবকাশ শুরু হয় ১৬ আশ্বিন [বৃহ 2 Oct], বিদ্যালয় খোলে ২৪ কার্তিক [সোম 10 Nov]। পুজোর ছুটির আগে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনীত হয় ১৪ আশ্বিন [মঙ্গল 30 Sep], ঘটনাচক্রে যা বিদেশ-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনায় পরিণত হয়। কালীপদ রায় এই অভিনয়ের বিবরণে লিখেছেন:

পূজোর ছুটির আগে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের জন্য দিনুবাবু প্রায় দু মাস ছেলেদের তালিম দিয়ে তৈরি করেছিলেন। সেই প্রথম শান্তিনিকেতনে 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় হল। গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করবার জন্যই যেন এই পরিকল্পনা হয়েছিল। মনে পড়ে নাট্যঘরে দর্শকদের মধ্যে বসে গুরুদেব সোৎসাহে দস্যুদের সমবেত কণ্ঠের গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে গান ধরেছিলেন। অভিনয়ের ভূমিকা বণ্টন হয়েছিল নিম্নলিখিত ভাবে—বাল্মীকি—অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রথম দস্যু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় দস্যু—দেবেন দত্ত (ছাত্র), তৃতীয় দস্যু—সুশীল চক্রবর্তী (ছাত্র), বালিকা ও সরস্বতী—অরবিন্দ চৌধুরী (এগার বছরের একটি ছেলে, আমারই সহপাঠী), লক্ষ্মী—শ্যামকান্ত গোবিন্দ সর্দেসাই···, অন্যান্য দস্যুদের মধ্যে ছিলেন—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধীর মিত্র (ঝুনা), ব্রজরাজদা, সন্তোষ মিত্র, নরভূপ রাও..., আলু রায় প্রভৃতি। বনবালকদের মধ্যে ছিলেন—জিতেন চৌধুরী, শিবদাস রায়, শশধর সিংহ, চারু মুখোপাধ্যায় (বুলা), সুশীল সেন, নৃপেন সেন, লবুদা, কুণ্ডদা প্রভৃতি।[২৫৫]

কালীপদ রায় আরও একটি অভিনয়ের কথা লিখেছেন:

আমাদের ইংরেজি শব্দ-সঞ্চয় বাড়াবার জন্য গুরুদেব তখন বিলেত থেকে The King and the Rebel নামে একটি নাটক লিখে অজিতবাবুকে পাঠিয়েছিলেন ১৯১৩ সালে গরমের ছুটির আগে; ষষ্ঠ বর্গের ছেলেরা অর্থাৎ আমরা এটি অভিনয় করেছিলাম। আমার সহপাঠী সতীশচন্দ্র রায় (ছাত্রকবি) সেজেছিল The King, আমি সেজেছিলাম The Rebel, সেনাপতি নরেন রায় এবং Chief Justice শশধর সিংহ এবং খুব সম্ভবত Prime Minister সেজেছিলেন প্রমথ বিশী। নাটকখানির পাণ্ডুলিপিতে Prime Ministerএর সংলাপের পাশে মার্জিনে দেখা যায় গুরুদেব লিখেছেন "বিশী"।[২৫৬]

King and Rebel নাটিকাটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার [10X7.5 c.m.] ৬২ পৃষ্ঠার একটি নোটবুকে লেখা, নোটবুকটির মালিক ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [Ms. 108]। স্পষ্টতই ছাত্রদের ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাসের জন্য রাজা-প্রজা সম্পর্ক ও বিচারব্যবস্থা বিষয়ে ঈষৎ তির্যক অথচ সরস ভঙ্গিতে নাট্যাকারে এটি লিখিত হয়েছিল, এখন এর মুদ্রিত রূপ পাওয়া যাবে 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র তৃতীয় সংকলনে [শ্রাবণ ১৩৮৪। 1-16]। নাটিকাটির একটি দৃশ্যের পরিবর্তিত একটি টাইপ-করা [২ পৃষ্ঠা] রূপ জ্ঞানেন্দ্রনাথের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়, সেটিও রবীন্দ্রবীক্ষা-য় মুদ্রিত হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ১৩১৬ বঙ্গাব্দের শেষদিকে বিদ্যালয়ে যোগ দেন, ১৩১৮-র গোড়াতেই তাঁকে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রেসের দায়িত্ব দিয়ে কলকাতায় পাঠানো হয়। সুতরাং নাটিকাটির রচনাকাল সম্ভবত ১৩১৭ বঙ্গাব্দ। কালীপদ রায়ের দেওয়া বিবরণ যদি সঠিক হয় তাহলে অনুমান করতে হয়—একটি দৃশ্যের পাঠান্তর তৈরি করে টাইপ করিয়ে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন, সেটি তাঁর কাছে থেকে গিয়েছিল—কিন্তু মূল নোটবুকটি রবীন্দ্রনাথের কাছেই ছিল যেটি সম্ভবত আমেরিকা থেকে তিনি অজিতকুমারকে প্রেরণ করেন। তবে মূল পাণ্ডুলিপিটি আবার জ্ঞানেন্দ্রনাথের দ্বারা উপহৃত হয়ে কীভাবে রবীন্দ্রভবনে এল, এ রহস্যের আমরা সমাধান করতে পারিনি।

ছাত্রদের পরিচালিত হস্তলিখিত পত্রিকাগুলি এই বৎসরও বিভিন্ন রচনা ও চিত্রে ভূষিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'কার্য্যবিবরণী' থেকে জানা যায়: 'ইহা ব্যতীত বালকগণ আশ্রমের দৈনন্দিন সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য "দৈনিক" নামে একখানি পত্রিকা বাহির করিয়াছিল।' প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন: "এক সময়ে দৈনিক

কাগজ বাহির করিবার হুজুক পড়িয়া গেল। একখানা লম্বা কাগজে নিজেদের মন্তব্য লিখিয়া আশ্রমে প্রকাশ্য স্থানে টাঙাইয়া দেওয়া হইত, সকলে পড়িত। ইহাতে সাহিত্যের চেয়ে সাংবাদিকতার আয়োজন বেশি ছিল। আশ্রমের দৈনন্দিন খবর ও তাহার সমালোচনা লিখিত হইত। সর্বভীতিকর কাপ্তেনদের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য অনেক সময় থাকিত। যে সংখ্যায় 'সিডিশন' কিছু তীব্র হইত তাহাতে কাহারো নাম থাকিত না।"[২৫৭] দুঃখের বিষয়, এইগুলির একটি কপিও দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে বুধ ও বৃহস্পতিবারে মন্দিরে উপাসনা করতেন নেপালচন্দ্র রায়, শরৎকুমার রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন সেন, কালিদাস বসু ও নগেন্দ্রনাথ আইচ। এঁরা 'বিশেষ বিশেষ স্মরণীয় দিনে ঈশা, গৌতম বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, রাজর্ষি রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। সেই সকল বিশেষ দিনে মন্দিরেও উপাসনা হইয়াছে।'

এক বৎসর অনুপস্থিতির পর ৭ পৌষ [মঙ্গল 22 Dec] রবীন্দ্রনাথ মোট চারটি ভাষণ দেন। তত্ত্ববোধিনী-র অগ্র-পৌষ-সংখ্যার 'আশ্রম-কথা'য় ঘোষিত হয়েছিল: 'শীতের উৎসব ৭ই পৌষ আসন্নপ্রায়। এবার সেই সময়ে শিশুরা "ডাকঘর" অভিনয় করিবে—তাহার আয়োজন চলিতেছে।'[২৫৮] এই আয়োজন কোনো কারণে ফলপ্রসূ হয়নি। এই সময়ে 'অচলায়তন' অভিনয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকারকে লিখেছিলেন, তার অভিনয় হয় পরবর্তী বৎসর বৈশাখ মাসে।

৮ পৌষ [মঙ্গল 23 Dec] ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রভাতে ছাতিমতলায় প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রগণ, অধ্যাপকবৃন্দ ও অভ্যাগতরা একটি সভায় মিলিত হন। সভাপতি হন বিধুশেখর শাস্ত্রী। প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের উপাসনা ও সময়োচিত দুচারটি কথার পর সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় ও তাঁর সহকারী হয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অতিথিদের মধ্যে যদুনাথ সরকার একটি বক্তৃতা করেন। 'সর্ব্বশেষে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় একটি হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ প্রদান করেন। আশ্রমের আদর্শ কি, পুরাতন ছাত্রগণের নিকট আশ্রম কি কামনা করে ইত্যাদি প্রসঙ্গ তিনি অতীব মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন।' দ্বিপ্রহরে ছাত্রদের ক্রীড়াপ্রদর্শনী হয়। সায়াহ্নে সঙ্গীতাদি ছাড়া যদুনাথ সরকার ম্যাজিক ল্যান্টার্নযোগে অজন্তাগুহা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

৯ পৌষ [বুধ 24 Dec] আশ্রমের পরলোকগত অধ্যাপক ও ছাত্রদের স্মরণসভায় প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় স্মৃতিসভা হয়।

১০ পৌষ [বৃহ 25 Dec] খ্রিস্টোৎসব উপলক্ষে নেপালচন্দ্র রায় মন্দিরে উপাসনা করেন। অ্যাণ্ডরুজের সহকর্মী ইতিহাসের অধ্যাপক ডব্লিউ. জি. লরেন্স আগের দিন বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছিলেন। খ্রিস্টের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে তিনি একটি বক্তৃতা করেন।

আমরা আগেই বলেছি, অ্যাণ্ডরুজ ও পিয়র্সন দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখতে ও সম্ভব হলে তার প্রতিকার করার উপায় নির্ধারণার্থে সেখানে যাত্রার সংকল্প নিয়ে সম্ভবত 28 Nov [শুক্র ১২ অগ্র] শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁদের আসার খবর পেয়ে একবার ট্রেন ফেল করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী ট্রেনে শান্তিনিকেতন রওনা হন। "যে কয়দিন তাঁহারা এখানে ছিলেন, বাঙালীর ন্যায় ধুতিচাদর পরিধান করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা গত বুধবার [১৭ অগ্র: 3 Dec] ভোর ৪টার গাড়ীতে এখান হইতে যাত্রা করেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁহাদের জন্য মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। /রাত্রে তাঁহাদের

বিদায়োপলক্ষ্যে তাঁহাদিগকে স্রক্‌চন্দনে ভূষিত করিয়া বিদায় দেওয়া হয়। সেই সময়ে প্রায় সমস্ত আশ্রমবাসী ছাত্র ও অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। মাল্যচন্দন দিবার পর তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে মিঃ পিয়ার্সন বাংলায় কয়েকটি কথা বলেন—"আমি এবং আমার বন্ধুর পক্ষ হইতে একটিমাত্র কথা তোমাদিগকে বলিতেছি যে এই শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে যে শান্তি আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার কার্য্যে আমাদিগকে সাহায্য করিবে।"'[২৫৯] উৎপীড়িতদের সাহায্য করার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও যথাসাধ্য করেছিলেন: 'দক্ষিণ আফ্রিকায় বিপন্ন ভারতবাসিগণের সাহায্যের জন্য একদল বালক প্রত্যহ অপরাহ্নে [য] মজুরের কাজ করিতেছে। কয়েকদিনের জন্য বিদ্যালয়ে ঘৃত ব্যবহার বন্ধ হইয়াছে। সেই মজুরির অর্থ ও ঘৃতসঞ্চয়ের অর্থ দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্যে প্রেরিত হইবে। /৭ই পৌষে যে সকল অতিথি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কুলির কাজও এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের বালকগণ গ্রহণ করিয়াছিল।'[২৬০]

এর কয়েকদিন পরে রয়্যাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে দিল্লি থেকে কলকাতা আসার পথে বর্ধমানে ট্রেন বদল করে 10 Dec [বুধ ২৪ অগ্র] সন্ধ্যায় পার্লামেন্টের শ্রমিকদলের সদস্য জে. র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। তিনি এখানকার অভিজ্ঞতা *The Daily Chronicle* [12 Jan 1914] পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে, সুতরাং তাঁর কর্মক্ষেত্রে তাঁদের দেখা না হলেও প্রবন্ধটি থেকে মনে হয়, কলকাতায় তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে—ম্যাকডোনাল্ড সেখানে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গেও বাংলার চিত্রশিল্প নিয়ে আলোচনা করেন। অগ্র-পৌষ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে 'র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতা' [পৃ ১৮৬-৮৯] প্রবন্ধে তাঁর শান্তিনিকেতন-সফরের বিবরণ প্রকাশিত হয়।

আরও কয়েকজন অতিথি আসার খবর পাওয়া যায় 'আশ্রম সংবাদ'-এ: 'আশ্রমে কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় ও গুজ্‌রাটী ভদ্রলোক কিছুদিন হইল আশ্রম পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত এফ্, টি, ব্রুক্‌স্ আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ছাত্রদিগের নিকটে দুইটি বক্তৃতা দেন। মিসেস্ ট্যানার্ড নাম্নী এক বাহাইধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলাও আশ্রম দেখিতে আসিয়াছিলেন ও বাহাইধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।/ দক্ষিণাপথ মালাবার হইতে একজন ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রকে আশ্রমে ভর্ত্তি করাইবার জন্য আসিয়াছিলেন।'[২৬১]

হস্তলিখিত পত্রিকাগুলি থেকে লেখক ও শিল্পী ছাত্রদের মধ্যে আমরা যে নূতন নামগুলি পেয়েছি সেগুলি হল: অরবিন্দকুমার রায়, অনাথবন্ধু রায়চৌধুরী, সৌরেন্দ্রনাথ গঙ্গো°, অন্নদাকুমার মজুমদার, অরবিন্দকুমার সেন, মেঘেন্দ্রনাথ সরকার, বিমলচন্দ্র চট্টো°, সুশীলকুমার মণ্ডল, শচীন্দ্রনাথ মুখো°, রমেশচন্দ্র রায়, পঞ্চানন চট্টো°, হীরালাল শীলভৌমিক, অসিতকুমার ভৌমিক, চণ্ডীচরণ দাসঘোষ, হেমন্তকুমার চট্টো°, শচীন্দ্রচন্দ্র দে, অনাথবন্ধু দাস, শচীদানন্দ [? সচ্চিদানন্দ] রায়, অমরেন্দ্রনাথ সেন, প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত ও সচ্চিদানন্দ দত্ত।

ছাত্র ও অধ্যাপকদের দানে পুষ্ট সেবাভাণ্ডারের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। দানলব্ধ অর্থ ও বস্ত্র দিয়ে দরিদ্র বিদ্যার্থী ও অসহায় লোকদের সাহায্য করা হত। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে যোগরক্ষা করার দিকেও ছাত্র-অধ্যাপকগণ সচেষ্ট ছিলেন। কয়েকজন ছাত্র নিয়মিতভাবে কতকগুলি সাঁওতাল গ্রাম্যবালককে শিক্ষাদান করেন, আশ্রমবৈদ্য তাদের চিকিৎসা করেন। 'আশ্রম কথা'য় লিখিত হয়: 'সাঁওতাল বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের

জন্য আশ্রমের অতিথিগণের নিকট হইতে এবার বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। একজন অতিথি একশত টাকা দান করিয়াছেন। ···দুইজন সাঁওতাল বালক আশ্রমে থাকিয়া অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছে। চাঁদার অর্থ হইতেই তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। ...শ্রীযুক্ত কালিমোহন ঘোষ ইহার ভার গ্রহণ করিয়া ইহার উন্নতি সাধনে বিশেষ উৎসাহী হইয়াছেন।'[২৬২] রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমবিদ্যালয়কে দ্বীপবিশেষ করে রাখতে চাননি, এই আয়োজন তারই প্রমাণ।

উল্লেখপঞ্জী

১ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৪৭-৪৮

২ *A House in Chicago/99*

৩ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ, হুটন লাইব্রেরি

৪ *Imperfect Encounter*/106, No. 41

৫ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ৩।২৩৫, পত্র ৯৩

৬ *Imperfect Encounter*/107, No. 43

৭ র-মূল

৮ বি. ভা. প., অগ্র ১৩৪৯।২৮৬

৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৪৮

১০ চিঠিপত্র ১২।৩৯, পত্র ৩২

১১ ঐ ১২।৪২, পত্র ৩৪

১১ক কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসনের সৌজন্যে প্রাপ্ত

১২ বাগান, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩-৪

১৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৪৯

১৪ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ৩।২৪০, পত্র ৯৯

১৫ *Rabindranath Tagore and the British Press*/16

১৬ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪১।৩৩৬

১৭ *Imperfect Encounter*/71, No. 20

১৮ Dr. Naresh Guha: *W.B. Yeats: An Indian Approach* [1968]/150

১৯ *Rabindranath Tagore and the British Press*/17

২০ চিঠিপত্র ৬।২৩০

২১ *W.B. Yeats: An Indian Approach*/151

২২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২।৪১৯, পাদটীকা ৪

২৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৫০

২৪ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬।২৭২, পত্র ২৬

২৫ চিঠিপত্র ৬|৬১, পত্র ২৬

২৬ *Imperfect Encounter*/111, No. 47

২৭ *Men and Memories II*/265

২৮ *The Amrita Bazar Patrika*, 10 Jun 1913

২৯ Ernest Rhys: *Rabindranath Tagore: A Biographical Study* [1915]/122-23

৩০ কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যানড্রু রবিনসনের সৌজন্যে প্রাপ্ত

৩১ *Letters to W.B. Yeats I* [1977], ed. Richard J. Finneran & others

৩২ *W.B. Yeats: An Indian Approach*/149

৩৩ Ibid/150

৩৪ Ibid/151

৩৫ Ibid/152

৩৬ *Imperfect Encounter*/110-11, No. 46

৩৭ র-প্রতিলিপি

৩৮ র-মূল

৩৯ উইলয়ম উইনস্টাইন পিয়র্সন [পিয়র্সন]। ১৮৯

৪০ র-মূল

৪১ পিয়র্সন। ১৯৩, পত্র ৫

৪২ র-মূল

৪৩ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ৩।২৪৫, পত্র ১০৫

৪৪ *Imperfect Encounter*/111, No. 47

৪৫ Ibid/112, No. 48

৪৬ Ibid/113, No. 48, Note 1

৪৭ র-মূল

৪৮ *Rabindranath Tagore and the British Press*/18

৪৯ তত্ত্ব-কৌমুদী, বৈশাখ ১৩২৮।১০

৫০ দ্র *Rabindranath Tagore: A Biographical Study*/8-9

৫১ র-মূল

৫২ *The Selected Letters of Ezra Pound, 1907-1941* ed. D.D. Paige [1971]/21

৫৩ 'The Education of India Women/Mr. Tagore on Self-help': *India* [n.d.]

৫৪ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ৩।২৪৫, পত্র ১০৭

৫৫ *Imperfect Encounter*/116, No. 50

৫৬ Ibid/115

৫৭ ড জয়তী ঘোষ: বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ[১৩৯৩]। ৭৬-এ উদ্ধৃত

৫৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ২৫-২৬, পত্র ২৭

৫৯ র-মূল

৬০ চিঠিপত্র ৪।৫৪, পত্র ১৭

৬১ *Imperfect Encounter*/116, No. 51

৬২ র-প্রতিলিপি

৬৩ *W.B. Yeats: An Indian Approach*/152

৬৪ চিঠিপত্র ৪৫৪-৫৫, পত্র ১৭

৬৫ *A House in Chicago/99*

৬৬ দেশ, ২০ অগ্র ১৩৯৩।১৬-১৭, পত্র ৩৪

৬৭ ঐ।১৮, পত্র ৩৫

৬৮ র-মূল

৬৯ পিয়র্সন। ১৮৮, পত্র ১

৭০ ঐ।১৯২, পত্র ৪

৭১ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ২৩, পত্র ২৩

৭২ ঐ। ২৪, পত্র ২৪

৭৩ ঐ। ২৪, পত্র ২৫

৭৪ র-প্রতিলিপি

৭৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ২৪, পত্র ২৫

৭৬ বি. ভা. প., আষাঢ় ১৩৫০।৭৭৭-৭৮

৭৭ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮।২৪, পত্র ২৫

৭৮ র-মূল

৭৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮। ২৩, পত্র ২২

৮০ *Imperfect Encounter*/117, No. 52

৮১ র-প্রতিলিপি

৮২ *A House in Chicago*/102

৮৩ *Imperfect Encounter*/118, No. 53

৮৪ Ibid/45

৮৫ Ibid/46

৮৬ Ibid/47

৮৭ Ibid/117, No. 52

৮৮ Ibid/46

৮৯ *St-John Perse Letters* (1979) trans. & ed. Arthur J. Knodel/215, No. 115

৯০ খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে। ৪৬৫-৬৭

৯১ র-মূল

৯২ *St-John Perse Letters*/240, No. 138

৯৩ দ্র খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে। ১৮৯

৯৪ দ্র ঐ।১২৬-২৭

৯৫ দ্র *The Amrita Bazar Patrika*, 4 Nov 1913

৯৬ *Imperfect Encounter*/122, No. 57

৯৭ *Tagore, India and Soviet Union: A Dream Fulfilled* [1986]/99,104-05, Notes 1 & 10

৯৮ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ৩। ২৪৯, পত্র ১১৪

৯৯ পিতৃস্মৃতি। ১৫৮-৫৯

১০০ *Imperfect Encounter*/119, No. 54

১০১ দেশ, শারদীয় ১৩৬৮| ৪, পত্র ২

১০২ Robert Speight: *William Rothenstein: The Portrait of an Artist in his Time* দ্র ড অশ্রুকুমার সিকদার: রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন। ৩৮-৩৯

১০৩ *রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ*

১০৪ *Letters to a Friend* [1929]/ 38

১০৫ দ্র *Imperfect Encounter*/119, No. 54

১০৬ চিঠিপত্র ৭। ৫৯, পত্র ৩১

১০৭ দ্র *Men and Memories II* / 269

১০৮ *Rabindranath Tagore: A biographical Study* /158

১০৯ সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ৩। ২৫৩, পত্র ১১৮

১১০ *Imperfect Encounter*/ 120, No. 56

১১১ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২।৩৯৫

১১২ *A House in Chicago*/103

১১৩ E.J. Thompson, 'Shantiniketan: 13 November 1913': *Purabi* [1991] ed. Krishna Dutta & Andrew Robinson/14

১১৪ 'Rabindranath's Return': *The Modern Review,* Oct 1913/427-28

১১৫ Ibid/427

১১৬ রবীন্দ্রজীবনী ২। ৪২৪

১১৭ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ [1986]। ৫৪

১১৮ 'উদাসী পথের পথিক': মহানগর, Mar 1984/৬৬

১১৯ পূণ্যস্মৃতি। ৬২

১২০ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ

১২১ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ। ৫৫

১২২ দেশ, শারদীয় ১৩৯৪।১৫, পত্র ১০

১২৩ চিঠিপত্র ৫। ২৮, পত্র ২

১২৪ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৫২

১২৫ চিঠিপত্র ৫।১৬৭-৬৮, পত্র ১৬

১২৬ *Imperfect Encounter* 129, No. 63

১২৭ চিঠিপত্র ৫।১৬৮, পত্র ১৭

১২৮ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ। ৫৮

১২৯ *The Amrita Bazar Patrika,* 4 Nov 1913

১৩০ দীনেশচন্দ্র সেন: আশুতোষ-স্মৃতিকথা [1936]।১৪৮-৪৯

১৩১ মৈত্রেয়ী দেবী: স্বর্গের কাছাকাছি [১৩৮৮]।১৫

১৩২ *Rabindranath Tagore: A Biographical Study* /xiii

১৩৩ বি. ভা. প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫।৫৭

১৩৪ Nobel Prize Library: *Rabindranath Tagore* [1971]/158

১৩৫ 'Tagore and the Nobel Prize': *Centenary* Volume, Sahitya Akademi [1986] /203

১৩৬ Nobel Lectures / Literature / 1901-1967, ed. Horst Frenz [1969]/143

১৩৭ *Centenary Volume*/203

১৩৮ Nobel Prize Library: *Rabindranath Tagore*/159

১৩৯ Alex Aronson: *Rabindranath through Westem Eyes* [1978]/5

১৪০ দ্র টমসন-সংগ্রহ: বোডলিয়ন লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড

১৪১ র-মূল

১৪২ রবীন্দ্রজীবনী ২।৪৪৫

১৪৩ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন [১৩৯৩]।৯০

১৪৪ তত্ত্ব, অগ্র-পৌষ।১৯০

১৪৫ দ্র দেশ, ১৮ ফাল্গুন ১৩৯১।১৩

১৪৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫।১৯, পত্র ৩৩

১৪৭ *Imperfect Encounter*/140, No. 67

১৪৮ দ্র ড সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত: তে হি নো দিবসাঃ [1984]। ১৩৯

১৪৯ *The Amrita Bazar Patrika,* 17 Nov 1913

১৫০ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির হস্তলিখিত কার্যবিবরণীর খাতা

১৫১ দ্র জয়ন্তী রায়: নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্র সম্বর্ধনা [1975]। ৫৮-৫৯

১৫২ মানসী, পৌষ। ১২৩৯

১৫৩ দ্র ভারতবর্ষ, পৌষ। ১৩৩

১৫৪ পুণ্যস্মৃতি। ৬৫

১৫৫ *V.B.Q., Andrews Number* 1970-71/107

১৫৬ নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্র সম্বর্ধনা।৭৪

১৫৭ ঐ।২০

১৫৮ পুণ্যস্মৃতি। ৬৬

১৫৯ নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্র সম্বর্ধনা। ১১-১২

১৬০ পুণ্যস্মৃতি।৬৭

১৬১ শান্তা দেবী; রামানন্দ ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা।১৬৫

১৬২ খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে।১৮৯

১৬৩ *Letters to W.B. Yeats I* [1977]/266

১৬৪ দ্র তত্ত্ব, অগ্র-পৌষ।১৯১

১৬৫ দ্র *The Amrita Bazar Patrika,* 25 Nov 1913

১৬৬ *V.B.Q.,* 1970-71/105

১৬৭ Ibid/106

১৬৮ চিঠিপত্র ১২।88, পত্র ৩৬

১৬৯ ঐ ১২।৪৫-৪৬, পত্র ৩৭

১৭০ ঐ ১২।৪৬, পত্র ৩৮

১৭১ দেশ, ২৭ অগ্র ১৩৯৩।১৬, পত্র ৩৬

১৭২ পুণ্যস্মৃতি।৬৮

১৭৩ দ্র চিঠিপত্র ১৩।৯৯, পত্র ৭১

১৭৪ দ্র বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮|২১৬

১৭৫ *Imperfect Encounter*/143, No. 71

১৭৬ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ।৬৬

১৭৭ *A House in Chicago*/104

১৭৮ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২।৩৯৫

১৭৯ 'আশ্রম কথা'; তত্ত্ব, মাঘ।২১৭

১৮০ চিঠিপত্র ১২।৪৭, পত্র ৩৮

১৮১ *The Amrita Bazar Patrika,* 27 Dec 1913

১৮২ Ibid, 25 Dec 1913

১৮৩ র-মূল ['নোবেল প্রাইজ' ফাইলে রক্ষিত]

১৮৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৯৪।৯, পত্র ১

১৮৫ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২।৩৯৫

১৮৬ *A House in Chicago*/105

১৮৭ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ।৮৫

১৮৮ পুণ্যস্মৃতি।৬৯

১৮৯ দ্র চিঠিপত্র ৮|২৭৬

১৯০ ঐ ৮|২১২, পত্র ১৭৯

১৯১ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ।৮৬-৮৭

১৯২ ঐ।৮৮-৮৯

১৯২ক দেশ, শারদীয় ১৩৭৩।২৪, পত্র ১৮

১৯২খ ঐ, ১৮ ফাল্গুন ১৩৯১।১২, পত্র ৫৪

১৯৩ পুণ্যস্মৃতি।৬৯

১৯৪ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ।৯০-৯১

১৯৫ *The Amrita Bazar Patrika,* 30 Jan 1914

১৯৬ চিঠিপত্র ৭।৬২, পত্র ৩৩

১৯৭ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ।৯৪

১৯৮ দ্র *The Amrita Bazar Patrika,* 4 Feb 1914

১৯৯ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ।৯৫

২০০ পুণ্যস্মৃতি।৭১

২০১ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ।৯৫

২০২ চিঠিপত্র ১২।৪৩-৪৪, পত্র ৩৫

২০৩ *Imperfect Encounter*/129, No. 63

২০৪ পিয়র্সন।৬

২০৫ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী।৫

২০৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৯৭।৬, পত্র ১

২০৭ র-প্রতিলিপি

২০৮ *Imperfect Encounter*/147, No. 74

২০৯ Ibid/159, No. 78

২১০ Simon Noel Smith: *Letters to Macmillan* (1967)

২১১ বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ।৬৬

২১২ ঐ।৯৫

২১৩ চিঠিপত্র ৫।১৭১, পত্র ১৮

২১৪ 'পাবনা-সম্মিলনে' [য]: মানসী, চৈত্র।২৩৫

২১৫ 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন': ভারতবর্ষ, চৈত্র।৫৯৭

২১৬ দ্র মানসী, চৈত্র।২৪২-৪৩

২১৭ 'পত্রিকা': পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৮।১৫৫-৬১; দেশ, সাহিত্য ১৩৭৯।১৪৫-এ উদ্ধৃত

২১৮ চিঠিপত্র ৫।১৭১, পত্র ১৮

২১৯ ঐ ৫।১৭১, পত্র ১৯

২২০ ঐ ৫।১৭২-৭৩, পত্র ২০-র বর্জিত অংশ

২২১ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ

২২২ দ্র নিত্যপ্রিয় ঘোষ: 'যশোমণ্ডিত, সার্বভৌমিক', ডাকঘরের হরকরা [1985]। ১০০

২২৩ Dr. Martin Kämpchen: *Rabindranath Tagore and Germany: A Documentation* (1991]/66-67

২২৪ Ibid/29

২২৫ Ibid/25-26

২২৬ চিঠিপত্র ৫।১৭৩, পত্র ২০

২২৭ ঐ ৫।১৬, পত্র ৫

২২৮ *Imperfect Encounter*/161, No. 79

২২৯ *Letters to a Friend*/40

২৩০ চিঠিপত্র ৫।১৭২-৭৩, পত্র ২০

২৩১ ঐ ৫।১৭৩-৭৪, পত্র ২১

২৩২ *Imperfect Encounter*/161, No. 79

২৩৩ দ্র Ibid/168, No. 84, Note 1

২৩৩ক দ্র দীনেশচন্দ্র সিংহ, 'বিশ্বকবি-বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ': দেশ, ২১ বৈশাখ ১৩৯৭।৪৭

২৩৩খ চিঠিপত্র ৫।২১১, পত্র ৪৮

২৩৩গ দ্র তে হি নো দিবসাঃ।১৩৮-৪২

২৩৪ দেশ, শারদীয় ১৩৯৮।৩৮, পত্র ২৯

২৩৫ ঐ।৩৮, পত্র ৩০

২৩৬ র-মূল

২৩৭ *Imperfect Encounter*/146, No. 74

২৩৮ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ

২৩৯ চিঠিপত্র ৫।১৬, পত্র ৫

২৪০ দ্র *Rabindranath Tagore and the British Press* /53-55

২৪১ পিয়র্সন। ১৯৫, পুত্র ৭

২৪২ *Imperfect Encounter*/161, No. 79

২৪৩ 'আশ্রম কথা': তত্ত্ব, আশ্বিন। ১৫১

২৪৪ দ্র ঐ।১৫২

২৪৫ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬।২৭৫, পত্র ৩০

২৪৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৮।২৫, পত্র ২৭

২৪৭ রোটেনস্টাইন-সংগ্রহ

২৪৮ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬|২৭৪, পত্র ২৯

২৪৯ মীরা দেবী-কৃপালনী-সংগ্রহ, রবীন্দ্রভবন

২৫০ -র-মূল

২৫১ দ্র অসিতকুমার হালদার: রবিতীর্থে [১৩৬৫]।৩২

২৫২ রবীন্দ্রজীবনী ২।৪৩৮

২৫৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৫১

২৫৪ বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬।২৭৩, পত্র ২৭

২৫৫ কালীপদ রায়: শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ [১৩৮৮]।৪৩-৪৪

২৫৬ ঐ।৪১-৪২

২৫৭ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন।৬৪-৬৫

২৫৮ তত্ত্ব, অগ্র-পৌষ।১৯০

২৫৯ ঐ।১৯১

২৬০ ঐ, মাঘ।২১৭

২৬১ ঐ, চৈত্র।২৬৩-৬৪

২৬২ ঐ, মাঘ।২১৭

---

* *The Times* [21 Apr] 'Mail and Shipping Intelligence' বিভাগে লেখে: 'OLYMPIC from New York, arrived Southampton 2 p.m. Saturday.'

* উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি-চিত্রের 68-সংখ্যক অনুবাদটির সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের LXI-সংখ্যক অনুবাদটি মিলিয়ে দেখলে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

* সম্ভবত এঁরই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আরবানা থেকে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে একটি তারিখহীন পত্রে লিখেছিলেন: 'এখানকার বাঙালী ছেলেরা হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন বলে একটা সভা করেছে—সেই সভা থেকে কালরাত্রে আমাকে এক অভিনন্দন দিয়েছে—এখানকার কলেজের অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করেছিল। এক রায় আছেন, তিনিই এর প্রেসিডেন্ট্—ইংরেজি বিদ্যা আমার চেয়ে কম, বিদ্যা এবং বুদ্ধি দুইই সমান, বেচারা মণীন্দ্র নন্দীর টাকায় এখানে এসেছে। সেই কাল আমার অভিনন্দন পাঠ করে ছিল, Modern Review এবং কুমার স্বামীর বই থেকে জুড়ে একটা রচনা খাড়া করেছিল, জুড়তে গিয়ে যেটুকু নিজের সেন্টেন্স্ খাটাতে হয়েছিল সেইখানেই খুরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল—উচ্চারণও তেমনি, পড়তে পদে পদে বেধে যাচ্ছিল...আমার অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হচ্ছিল। আজকাল এখানে বাঙালীর যা নমুনা দেখা যাচ্চে সে যে খুব দামী বা খাঁটি তা বলতে পারি নে—এদের চেয়ে চীনেরা অনেক ভালো।'

* রবীন্দ্রনাথ অনুবাদগুলি দেখেছিলেন; তিনি ১৭ বৈশাখ [30 Apr] অজিতকুমারকে লেখেন: 'এ দেশে গীতাঞ্জলির প্রশংসা চারদিকে খুব বেশি করে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—সম্প্রতি La Revue বলে একটি ফরাসী Magazineএ একটা ভাল সমালোচনা এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ বেরিয়েছে। জার্মান কাগজেও বেরবার আয়োজন হচ্ছে, কেননা তারা আমার ছবি চেয়ে পাঠিয়েছে।' —দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।১৪৮। প্যারিস থেকে সরযু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 15 Apr 1913-সংখ্যা পাক্ষিক La Revue-এর 496-98 পৃষ্ঠায় 'Rabindranath Tagore'-শীর্ষক প্রবন্ধ ও 499-503 পৃষ্ঠায় L'offrande des chants' নামে অনুবাদগুলি প্রকাশিত হয়।

* 17 Nov তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'On the day that my translation of Gitanjali appeared the news was known that they save you the Nobel prize.' *কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রথম সংস্করণ বলে অভিহিত Wij-zangen (Gitanjali) গ্রন্থটির প্রকাশ-সাল 1914।*

* রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অপ্রকাশিত চিঠিটিতে তারিখ আছে 15 Sep।

* সম্ভবত এই অংশটুকু লেখার পর পের হ্যালস্ট্রম রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও কিছু জানার জন্য স্টকহোমের নোবেল লাইব্রেরির শরণাপন্ন হন। নোবেল লাইব্রেরি পশ্চিম লণ্ডনের 376 to 384, Oxford Street ঠিকানায় The Times Book Clubকে অনুরোধ করলে তারা প্রথমে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশক ম্যাকমিলানের সঙ্গে যোগাযোগ করে ও পরে প্রতিষ্ঠানটির সেক্রেটারি G.E. Jeanes 20 May 1913 [মঙ্গল ৬ জ্যৈষ্ঠ] ফক্স স্ট্যাংওয়েজকে লেখেন:

We have been referred to you by Messrs. Macmillan in connection with an enquiry we have received for a list of books in the Bengali language by Rabindranath Tagore, also for any articles which have appeared either dealing with this author or his works. If you could assist us in answering this enquiry we should be very greatly obliged. I may add that the enquiry comes from the Nobel Library at Stockholm, and that the fullest possible information is likely to be of use to Mr. Rabindranath Tagore in that quarter.

এই চিঠি পেয়ে ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ *The Times, The Fortnightly Review, The Nineteenth Century* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনাগুলি পাঠিয়ে দেন, যেগুলি পেয়ে পের হ্যালস্ট্রম তাঁর রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশটুকু লেখেন। ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ রবীন্দ্রনাথের অবগতির জন্য

মূল চিঠিটি তাঁকেই পাঠিয়ে দেন, যেটি ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ-ফাইলে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথ টমসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এই অনুরোধের কথা উল্লেখ করেন।

* নিয়ম এই যে, নোবেল সাহিত্য-পুরস্কারের প্রাপক নির্বাচনের জন্য সুইডিশ অ্যাকাডেমির আঠারো জন আজীবন সদস্য মনোনীত হন, কোনো একজনের মৃত্যু ঘটলে তাঁর স্থানে আর-একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। 1913-এ যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদের নাম এখানে দেওয়া হল [বন্ধনীর মধ্যে সদস্য-ভুক্তি ও মৃত্যুর সাল এবং জন্মতারিখ দেওয়া হয়েছে—নামগুলি, তাঁদের পরিচয় ও জন্মতারিখ সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমাদের তরুণ সুইডিশ বন্ধু Hans Hadders:

(1) Carl Nils Daniel Bildt, রাজনীতিক ও লেখক [1901-31, b. 15.3.1850], (2) Claes Annerstedt, ঐতিহাসিক [1901-27, b.7.6.1830], (3) Johan Henrik Emil Schück [16.1.1913-1947], (4) Johan Fredrik Ivar Afzelius, আইনজীবী ও রাজনীতিক [1907-21, b. 15.10.1848], (5) Knut Fredrik Söderwall, ভাষাতাত্ত্বিক [1892-1924, b. 1.1.1842], (6) Sven Anders Hedin, ভ্রমণকাহিনী-লেখক ও শিক্ষাবিদ [22.5.1913-26. 11. 52, b. 1865], (7) Albert Theodor Gellerstedt, স্থপতি, শিল্পী ও কবি [1901-14, b. 6.10.1836], (8) Carl Gustaf Vener von Heidenstarn, কবি [26.9.1912-20.5.1940, b. 6.7.1859], (9) Esaias Henrik Vilhelm Tegnér, ভাষাতাত্ত্বিক [9.3.1882-21.11.1928, b. 13.1.1843], (10) Harald Gabriel Hjarne, ঐতিহাসিক [15.8.1903-6.1.22, b. 2.5.1858], (11) Erik Axel Karlfeldt, কবি 1904-31, b. 20.7.1864], (12) Magnus Gustaf Retizus, প্রত্নতাত্ত্বিক [1901-19, b. 17.10.1842], (13) Karl Alfred Melin, শিক্ষাবিদ্ [1898-1919, b. 11.3.1849], (14) Per August Leonard Hallstrom, লেখক [12.3.1908-18.2.1960, b. 29.9.1866], (15) Axel Gottfrid Leonard Billing, বিশপ [1900-25, b. 29.4.1841], (16) Erik Georg Waldemar Napoleon Rudin, ধর্মতত্ত্ববিদ্ [1896-1921, b. 20.7.1833], (17) Pehr Jakob von Ehrenheim, রাজনীতিক [1897-1921, b. 4.8.1823], (18) Johan Vitalis Abraham Norstrom, দার্শনিক [1907-16, b. 29.1.1856]।

* লেখাটি সম্ভবত 19 Dec 1913-সংখ্যা The *Westminister Gazete*'-এ মুদ্রিত হয়েছিল; এই লেখার কিছু অংশের উদ্ধৃতি আমরা Jan 1914-সংখ্যা *The Indian Magazine and Review* [pp. 5-6]-এর কর্তিকায় দেখেছি।

* বিবাহের তারিখটি কালিদাস নাগের ডায়ারি-সূত্রে প্রাপ্ত দ্র বিশ্বপথিক কালিদাস নাগ। ৬৫

নির্দেশিকা

ব্যক্তি

গ্রন্থ ও পত্রিকা

[পত্রিকার নাম বক্রাক্ষরে]

শিরোনাম

কবিতা ও গানের প্রথম ছত্র

বিবিধ